শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত

শ্রীশ্রী ভক্তি রত্নাকর

শ্রী গৌরাঙ্গের গুরুভূমি দর্শন লীলা

প্রকাশক ঃ- শ্রী কিশোরী দাস বাবাজী

গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৬২

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরণম্

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

(প্রথম সংস্করণ)

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত

নিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট, শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর,

উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ। ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

প্রকাশক—
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর উত্তর ২৪ পরগনা
সম্পাদক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত
প্রথম সংস্করন
১৪১৩ বঙ্গাব্দ, শ্রীগুরু পূর্ণিমা

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

২। শ্রীশ্যামসুন্দরানন্দ দেব গোস্বামী
শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্দির, নরপোতা
পোঃ—তমলুক, পিন—৭২১৬৩৬
জেলা—পূর্ব্ব মেদিনীপুর

৩। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরনী, কলিকাতা—৭০০০০৬
ফোন—২২৪১-১২০৮

৪। মহেশ লাইব্রেরী
২/১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রিট, কলিকাতা—৭০০০৭৩
ফোন—২২৪১-৭৪৭৯

৫। মহান্ত শ্রীনিবাস দাস মহারাজ
শ্রীসিদ্ধ বকুল মঠ বালিসাহি,
পুরী—৭৫২০০১, উড়িষ্যা

৬। শ্রীপুলক দেবনাথ
গৌরধাম কলোনী রাধাকুণ্ড
পিন—২৮১৫০৪

৭। শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরী গ্রন্থালয়
রাধাকুণ্ড, মথুরা

ভিক্ষা-তিনশত টাকা

● মুদ্রাকর—শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তিপ্রেস । শ্রীচৈতন্যডোবা ॥ হালিসহর ●

॥ ভূমিকা ॥

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা

এম. এ., পি-এইচ ডি, লিট

মোঃ—৯৪৩৪৩৩৩৮৬৯

প্রফেসার ও প্রাঃ বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ফোন :—(০৩৪২) ২৬৫৬০৮২

সভাপতি ● বর্ধমান সাহিত্য একাডেমি

E. Mail :—Mihir Chauduri Kamilya (N) yahoo. Com.

সভাপতি ● বর্ধমান লোকসংস্কৃতি একাডেমি

সভাপতি ● কবিতা সন্ধ্যা বর্ধমান

সভাপতি ● বর্ধমান বৈষ্ণব সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র

এ/৬ তারাবাগ বর্ধমান-৭১৩১০৪

পশ্চিমবঙ্গ ভারত।

স্বাভাবিক ভাবেই সেকালের বাংলা সাহিত্য নিয়ে এখনকার মানুষ আগ্রহান্বিত নয়। বিষয় বস্তুর বৈচিত্র্যহীনতা রচনারীতি গতানুগতিকতা ও জটিল জীবন জিজ্ঞাসার অভাব এই অনাগ্রহের পিছনে কাজ করেছে। একালের সাহিত্য—গল্প, উপন্যাস, নাটক, এমন কি কাব্য কবিতা রচনা রীতির গুনে ভাষায় সহজ সারল্যে এবং ভাব বা বিষয়ের অভিনবত্বে সহজেই পাঠকের মনোহরণ করে। তারপর যন্ত্রযুগের কল্যাণে নয়নলোভন সচিত্র মুদ্রণ পাঠকের চক্ষু রসারণ ঘটায়। তাই সেকালের সম্পর্কে দায়ে পড়া ছাত্রছাত্রী ভিন্ন এবং কতিপয় ভক্তগোষ্ঠি ছাড়া আর কেউ উচ্চবাক্য কেন মধ্যবাক্যেও উচ্চারণ করে না। তাই প্রাচীন কোন সাহিত্য একবার মুদ্রিত হলে, দ্বিতীয় বার তা মুদ্রণের আশা দূর পরাগত হয়ে ওঠে। একবার ছাপার পরও প্রকাশক তাঁর টাকা উঠবে কিনা এই অস্বস্তি নিয়ে কাটান।

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে সেকালের বাংলা সাহিত্য আমাদেরই পূর্ব পুরুষের সৃষ্টি। তাঁদের জীবন যাপন, ধ্যান ধারণা, ধর্ম্ম বিশ্বাস, ব্যবসা বাণিজ্য তীর্থ পরিক্রমা থেকে সঙ্গীত পারদর্শিতা নৃত্য কুশলতা ইত্যাদির জ্ঞাতব্য অনেক অসংখ্য তথ্যেই সেকালের সাহিত্যে ঠাসা। অন্তত খ্রীষ্টীয় দশম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদ পর্যন্ত বাঙালীর ইতিহাস জানতে হলে এইসব সেকালের সাহিত্য বড় জরুরী হয়ে উঠে। এজন্যেও সেকালের সাহিত্যের পাঠ বাঙালির জাতীয় কর্তব্য। অথচ এ বিষয়ে আমরা পাঠকেরা বা প্রকাশকেরা বড় উদাসীন। এবং এজন্যেই সেকালের সাহিত্য ক্রমশ অন্ধতার গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে। সেগুলিকে রক্ষা করা, প্রচার করা ও সর্বত্র পৌঁছে দেওয়ার কাজে এগিয়ে আসার মতো সুধীজনের বড় অভাব।

ঠিক এই মুহূর্তে বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের এক সর্বস্ব ত্যাগী সন্ন্যাসী শ্রীযুক্ত কিশোরী দাস বাবাজী একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর নিজস্ব উদ্যোগে বৈষ্ণব ধর্মের যাবতীয় পুঁথিপত্র নিতান্ত স্বল্পমূল্যে প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করেছেন। এ পর্যন্ত ৫০টি বৈষ্ণব পুঁথি এবং প্রায় ২৫টি আলোচনা গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেছেন। সেগুলির মধ্যে—উল্লেখ্য জগদীশ চরিত্র বিজয়—অনুরাগবল্লী শ্যামানন্দ প্রকাশ অভিরাম লীলামৃত—নরহরি চক্রবর্তীর পদাবলী—নরহরি সরকারের পদাবলী—প্রার্থনা পদাবলী—প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা—অষ্টকালীয় নিত্যলীলা—নিত্যানন্দ চরিতামৃত—নিত্যানন্দ বংশবিস্তার ইত্যাদি। এছাড়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন ব্রজমণ্ড পরিচয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় প্রভৃতি তাঁর অনন্য সাধারন রচনা।

এবারে তাঁর নিবেদন অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব জীবনীগ্রন্থ নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকর' পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত এই মহাগ্রন্থে সমগ্র বৈষ্ণব সমাজের অসামান্য ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রধান ভাবে শ্রীনিবাস আচার্যের পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত্র রচনা করতে গিয়ে কবি শ্রীনিবাস বন্ধু নরোত্তম ও শ্যামানন্দ প্রভুর এবং প্রসাঙ্গিক ভাবে শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত এবং জাহ্নবা দেবীর জীবন চরিত রচনা করেছেন এই সঙ্গে গৌড় ও বৃন্দাবনের এমন কি উৎকলের বৈষ্ণব সমাজেরও পরিচয় উদ্ধার করেছেন। তারই সঙ্গে তাঁর নিজের ও অন্যান্য বৈষ্ণব কবিদের অসংখ্য পদাবলী সংযোজন করেছেন। বৈষ্ণবদের নাচ গান বাজনা অঙ্গাভিনয় ইত্যাদির পরিচয় দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক ভাবে উত্তম ও অধম গায়ক বাদক শ্রোতা কেমন হয় যে তত্ত্বটিও উদ্ধার করতে ভোলেন নি।

এই বিশালকায় গ্রন্থটি একসময় মুর্শিদাবাদ থেকে পরপর দুবার মুদ্রিত হয়েছিল। কলকাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ থেকেও গ্রন্থটি পরপর তিনবার মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু তারপর এ বিষয়ে আর কারও দৃষ্টি পড়েনি। বৈষ্ণব বিদ্যার অথরিটি বলে সম্মানিত, বৈষ্ণব বিদ্যার নতুন গবেষণাগারের প্রতিষ্ঠাতা, অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুঁথিপাঠক এবং বিরল শ্রেনীর ভক্ত কিশোরী দাস বাবাজী এই মহাগ্রন্থ 'ভক্তিরত্নাকর' সম্পাদনা করলেন। উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরের অন্তর্গত শ্রীচৈতন্যডোবায় তাঁর পুঁথির বৃহৎ সংগ্রহ শালা। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারে তিনি 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক পত্রিকা দীর্ঘদিন সম্পাদনা করে চলেছেন। সমকালের বিদ্বজ্জনেরা তাঁর এই অতুল কীর্তিকে স্মরনীয়তার মহৎ মর্যদা বলে সম্মান করেছেন, আমি এই—নরহরি চক্রবর্তী, তাঁর জীবনী ও রচনাবলী নিয়ে বেশ কয়েক যুগ আগে পি. এইচ. ডি উপাধি (১৯৭৭) লাভ করেছিলাম। আমার সেই গ্রন্থ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত

হয়েছিল। কিন্তু আমরাও নরহরির ভক্তিরত্নাকর মুদ্রণ করতে পরি নি। কিশোরী দাস বাবাজীকে এই দুর্লভ কাজের জন্য তাই অজস্র অভিনন্দন জানাই। তিনি এদেশে একক প্রচেষ্টায় কেবল মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেও বিশালকায় 'ভক্তিরত্নাকর' প্রকাশ করতে সাহসী হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর ভুমিকা অংশটিও উল্লেখযোগ্য হয়েছে। তিনি অনুগ্রহ করে কবি ও কাব্যের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা একটি বহুমূল্য সংযোজন। সাম্প্রতিক কালের দলবদ্ধ মানুষ যা করতে পারেননি, একক প্রচেষ্টায় তিনি যা করলেন, তা মানুষের ইতিহাসে চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয় হয়ে থাকবে। আমি এই মহাপুরুষকল্প মহাপণ্ডিত অতুলকীর্তি সাহিত্য সম্পাদককে অসংখ্যবার শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

তাঁর সম্পাদিত 'ভক্তিরত্নাকর' বাংলা সাহিত্য সাম্রাজ্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করল, এই ভাবনায় আমি অভিভূত হচ্ছি। তাঁর এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হলে আমি নিশ্চিন্ত হব। তাঁকে আমার বিনীত ভুমিষ্ঠ প্রনাম। তাঁর জয় হোক।

ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা
২১/০২/২০০৬

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

॥ সম্পাদকীয় ॥

পতিত পাবন পরম করুণাবতার শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের অহৈতুকী করুণায় তাঁহাদের প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের অপ্রকাশিত প্রেমলীলার বৈচিত্রের প্রকাশ মূলক শ্রীশ্রী ভক্তি রত্নাকর নামক গ্রন্থখানি প্রনীত হইল। শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাকর নামক গ্রন্থখানি বৈষ্ণব ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ। শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাকর অর্থাৎ ভক্তি ভাবানুরাগের ধারক ও বাহক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও তৎপরবর্ত্তী আচার্যগণের মহিমারাশি সুচারুরূপে পরিবেশিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর

অপ্রকটের পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্যগণের এবং প্রকট কালীন যে সকল ভক্তের বিবরণ অবশিষ্ট ছিল, তাহা এই ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীনর হরিদাস। যিনি নরহরি চক্রবর্তী ও ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র।

ত্রিনবাঞ্ছা পূরণাভিলাষী ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি ধারন পূর্বক রসরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে আবির্ভূত হন এবং সমস্ত অবতারের ভক্তগণ সহ ব্রজ পার্ষদগনকে আবির্ভূত করাইয়া তাঁহাদের সহিত হরিনাম সংকীর্ত্তন বিলাস করতঃ নামে প্রেমে ত্রিভুবন ধন্য করিলেন। শ্রীরূপ সনাতনাদি গোস্বামী গনের মাধ্যমে ভক্তিগ্রন্থ প্রণয়ন করাইয়া শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের মাধ্যমে জগতে প্রচার করেন। শ্রীগৌর নিতাই সীতানাথের প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের মহিমা বর্ণনই আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। আনুষঙ্গে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের মহিমা বর্ণিত রহিয়াছে।

শ্রীচৈতন্য ভাগবত, শ্রীচৈতন্য মঙ্গল ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে সপার্ষদ শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রেম-লীলা ও তাঁহার পার্ষদ বর্গের মহিমা সুবিদিত রহিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে অবশিষ্ট লোকনাথ গোপালভট্ট প্রবোধানন্দ সরস্বতী আদি পার্ষদবর্গের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তৎসঙ্গে শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীর বংশ পরিচয়, শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ গণের প্রকট রহস্য, শ্রীনিবাস—নরোত্তম—শ্যামানন্দ কর্তৃক শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব গোস্বামী আদির বিরচিত গ্রন্থাবলী লইয়া গৌড়ে আগমন পথে বিষ্ণুপুর রাজ বীর-হাম্বীর কর্তৃক গ্রন্থ অপহরন, তৎপরে রাজার নিকট হইতে গ্রন্থের উদ্ধার ও প্রচারের সুচনা। শ্রীনিবাস—নরোত্তম—শ্যামানন্দের প্রেম প্রচার ও তাঁদের পার্ষদবর্গের মহিমা বর্ণিত রহিয়াছে। তৎসঙ্গে গোবর্দ্ধন বাসী শ্রীরাঘব পণ্ডিতের মাধ্যমে শ্রীনিবাস নরোত্তমের ব্রজ মণ্ডল দর্শন, আর শ্রীমন্মহাপ্রভুর গৃহ সেবক ঈশান দাসের মাধ্যমে শ্রীনিবাসাচার্য্যের নবদ্বীপ দর্শন বিশেষ ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীরাঘব পণ্ডিতের মাধ্যমে শ্রীনিবাস নরোত্তমের ব্রজমণ্ডল দর্শন উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্য লীলাদি সমগ্র ব্রজ লীলার লীলা স্থলীগুলির নিদর্শন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। তৎসঙ্গে শ্রীরাস লীলা বর্ণন প্রসঙ্গে সঙ্গীত ও বাদ্যের ক্রমবিন্যাস, নৃত্য গীত ও গোপীগনের ভাবারাগের বহুমুখী ক্রম বিস্তারিত ভাবে বর্নিত হইয়াছে। আর ঈশান দাসের মাধ্যমে নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপের বিভিন্ন স্থানের সৃষ্টির লীলা ও শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেমলীলা বৈচিত্র বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট রহিয়াছে।

এইভাবে গ্রন্থকার শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ সহ শ্রীনিবাস নরোত্তম শ্যামানন্দের সপার্ষদ মহিমারাশী শ্রীনরোত্তম বিলাস ও শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের সপার্ষদ লীলা কাহিনী বর্ণনা বিষয়ে যেমন শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ পরিপূরক। তাদৃশ-ভাবে শ্রীনরোত্তম বিলাস ও শ্রীভক্তিরত্নাকর পরিপূরক গ্রন্থ। শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ খানির রচনায় গ্রন্থ কারের অভিব্যক্তি বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম তরঙ্গের বর্ণন—

"শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর প্রিয় দাস। ব্যাপিল যাহার যশে এভূমি আকাশ॥
শ্রীনিবাস জন্মাদি চরিত মনোহর বৈষ্ণবের সাধ এ শুনিতে নিরন্তর॥
বৈষ্ণবের চেষ্টা কিছু বুঝিতে নারিল। মো হেন মূর্খেরে বর্ণিবারে আজ্ঞাদিল॥
তা সবার আজ্ঞাবহ হৃদয়ে ধরিয়া যে কিছু কহিব তাঁ শুনিবে হৃষ্ট হইয়া॥
শ্রীনিবাস চরিত্র শুনিতে যাঁর মন। তাঁরে সুপ্রসন্ন গৌর ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
ইহা শুনইতে যাঁর উল্লাস অন্তরে। প্রভু নিত্যানন্দ অদ্বৈত কৃপা তাঁরে॥
প্রভু গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তগন। ইথে রতি যাঁর তারে দেন ভক্তিধন॥
ইঁহার চরিত্রে যাঁর নাহিক বিশ্বাস। এই সব তাহার করয়ে সর্ব্বনাশ॥
শ্রীনিবাস চরিত শুনহ সর্বজন। অনায়াসে হবে সব বাঞ্ছিত পুরণ॥
প্রসঙ্গ পাইরা ইথে আর যে বর্ণিব। সে সব শুনিতে মহা আনন্দ বাড়িব॥
অতি সুমধুর এই শ্রবন পরশে। বহির্ম্মুখ সন্মুখ না হব অনায়াসে॥
পুনঃ পুনঃ নিবেদয়ে অহে শ্রোতাগণ। নিরন্তর কর এই গ্রন্থ আস্বাদন॥
গ্রন্থ নাম থুইল বিজ্ঞে ভক্তিরত্নাকর। বিবিধ তরঙ্গে ইথে অতি মনোহর॥
শ্রীভক্ত গোষ্ঠীর পাদপদ্ম ধরি শিরে। সতত ডুবহ এই ভক্তি রত্নাকরে॥"

শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের লিখন কাল বিষয়ে সঠিক জানা যায় না। তবে শ্রীনরোত্তম বিলাস গ্রন্থের পূর্ব্বেই আলোচ্য গ্রন্থখানি সম্পাদিত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীনরোত্তম বিলাসের প্রথম বিলাসের বর্ণন—

পরম অদ্ভুত যশে জগত ব্যাপিল। ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে কিছু বিস্তারিল॥

নরোত্তম বিলাস গ্রন্থের সমাপ্তি কাল বিষয়ে শ্রীনরোত্তম বিলাসের গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ে বর্ণন—

বৈষ্ণব গোসাঞির কৃপাতে বৃন্দাবনে। মাঘে গ্রন্থ পূর্ণ হৈল পৌর্ণমাসী দিনে॥

এই শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি শ্রীঅনুরাগবল্লী নামক গ্রন্থের পরেই লিখিত হয়। এতদ্বিষয়ে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের ত্রয়োদশ তরঙ্গের বর্ণন—

ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার। অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার॥

শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থের সমাপ্তি কাল বিষয়ে শ্রীঅনুরাগবল্লী গ্রন্থের অষ্টম মঞ্জরী বর্ণন -

বসু চন্দ্র কলাযুক্তে শাকে চৈত্র সিতেহমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যান্তে পূর্ণানুরাগবল্লিকা॥

বসু (৮) চন্দ্র (১)—কলা (১৬)—অর্থ্যাৎ ১৬১৮ শকাব্দে—(১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে) চৈত্র শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে কোন এক গ্রামে বসিয়া অনুবাগবল্লী গ্রন্থখানি রচনা করেন। ফলে ১৬১৮ শকাব্দের (৯৬৯৬ খৃষ্টাব্দ) পরবর্ত্তী কোন এক সময়ে শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি রচিত হয় শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের পঞ্চম তরঙ্গে "শ্রীগৌর চরিত চিন্তামণি" গ্রন্থের উদ্ধৃতি থ'কায় শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের রচিত শ্রীগৌর চরিত চিন্তামনি গ্রন্থের পরবর্ত্তী রচিত হয়। তাঁহার পদাবলী সঙ্কলন বিষয়ক শ্রীগৌর চরিত চিন্তামনি ও গীত চন্দ্রোদয় গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীতের ক্রম বিন্যাস বিষয়ক রাগ রত্নাকর. শ্রীগৌরাঙ্গের শুদ্ধাভক্তি ধর্ম্মের বিপরীত পন্থার প্রবর্ত্তক শ্রীরূপ কবিরাজ বিষয়ক বহির্মুখ প্রকাশ, শ্রীগৌর লীলা (৬৩৭ টি) ও শ্রীকৃষ্ণ লীলা (৪৫৯ টি) বিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তী ভনিতায় শ্রীগৌর লীলার (৬৯ টি) ও শ্রীকৃষ্ণ লীলায় (২৬৫ টি) পদ রচনা করেন। শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গদেবের দীক্ষাগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরবী শ্রীপাঠের প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র সংগ্রহ সংরক্ষন—গবেষনা ও প্রচার উদ্দেশ্যে "বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট" নামক একটি গ্রন্থাগার স্থাপন করা হইয়াছে। বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার পরিকল্পনায় এই শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থখানি প্রনীত হইল। গ্রন্থখানির সম্পাদনায় আমার বহুমুখী ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা অস্বাভাবিক নহে। শ্রীগৌর গতপ্রান সুধী ভক্তমণ্ডলী আমার জ্ঞানাজ্ঞান প্রসুত ত্রুটি বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিয়া পরিশোধন করতঃ আস্বাদন করুন।

নিবেদক—
শ্রীগুরুবৈষ্ণব কৃপাভিলাষী
দীন
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীশ্রীপ্রান কৃষ্ণ ভক্তিমন্দির
জগদ্ গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্যডোবা। পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগনা। পশ্চিমবঙ্গ

॥ গ্রন্থকার ॥

শ্রীল নরহরি চক্রবর্তীর জীবনী

শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য জগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। তিনি একাধারে সুনিপুন গায়ক—বাদক—পাচক—ছন্দোবিৎ—বৈষ্ণব কবি ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি রসুয়া নরহরি নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থের গ্রন্থানুবাদে আত্ম পরিচয় সম্পর্কে তাঁহার বর্ণন—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁর শিষ্য মোর পিতা মিশ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন। মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন॥

তথাহি—শ্রীনরহরির বিশেষ পরিচয়ে—

শ্রীবিশ্বনাথের শিষ্য বিপ্র জগন্নাথ। ভক্তিরসে মত্ত সদা সর্বত্র বিখ্যাত॥
পানিশালা পাশে রেঞাপুর গ্রাম। তথাই বৈসয়ে বিপ্র তীর্থে অবিশ্রাম॥

পানিশালা গ্রামের নিকটবর্ত্তী রেঞাপুর গ্রামে তাঁহার আবির্ভাব। তাঁহার গুরুপরিচয় যথা—শ্রীনিবাস আচার্য্য—রামচন্দ্র কবিরাজ—হরি রামাচার্য্য—গোপীকান্ত—মনোহর—নন্দকুমার—নৃসিংহ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য নরহরি দাস। নরহরি দাসের পিতা জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী বিবাহ করিয়া পরে সংসারে উদাসীন হইয়া সর্ব্বতীর্থ ভ্রমন করতঃ বৃন্দাবনে বাস করেন। নিত্যানন্দ বংশাত্মজ রাম লক্ষনের শিষ্য লক্ষন দাস জগন্নাথ কে গৃহে পাঠাইয়া বলিলেন, তোমার যে পুত্র হইবে তাঁহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যান সাধিত হইবে। তারপর ঘরে আসিলেই নরহরির জন্ম হয়। তারপর জগন্নাথ আবার গৃহত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে গমন করতঃ তথায় অপ্রকট হন। এদিকে নরহরি অল্পকালে সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করতঃ নবদ্বীপ হইয়া বৃন্দাবনে গমন করেন। তাঁহাকে পাইয়া বৈষ্ণববৃন্দ মহানন্দে পরিপূরিত হইলেন। সেই সময় লক্ষন দাসের বর্ণন—

শ্রীনরহরির বিশেষ পরিচয়ের বর্ণন—

শ্রীলক্ষন দাস কহে শুন ঘনশ্যাম। তুমি যে জন্মিবা মোরা পূর্ব্বে জানিতাম॥
চক্রবর্ত্তী আজ্ঞা লৈয়া তোমার পিতার। গৃহবাস করাইলুঁ গৌরাঙ্গ ইচ্ছায়॥

তাহাতে জন্মিলা তুমি বাপ নরহরি। এতদিন আছি মোরা তোর পথ হেরি ॥
এবে স্থির হইয়া ব্রজে গোবিন্দ সেবহ। তোমার পিতার এত আছিল আগ্রহ ॥

শ্রীনিবাস—নরোত্তম—শ্যামানন্দকে পাইবা ব্রজবাসী গৌরাঙ্গ পার্ষদ বৃন্দ সকলে যে ভাবে মহানন্দ লাভ করিয়া ছিলেন। আজ শ্রীনরহরির আগমনে ব্রজবাসী বৈষ্ণব বৃন্দ তাদৃশ মহানন্দে পরিপূরিত হইলেন!

সকল বৈষ্ণবের ইচ্ছা নরহরি শ্রীগোবিন্দ দেবের পাক কার্য্যে নিযুক্ত হন। কিন্তু দৈন্যের প্রতি মূর্ত্তি নরহরি শ্রীগোবিন্দের বাহ্য সেবায় নিযুক্ত হইলেন। একদা নরহরি মানসে খিচুরি পাক করিয়া শ্রীগোবিন্দে ভোগ নিবেদন করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দদেব স্বপ্নে জয়পুর মহারাজকে দর্শন প্রদান করিয়া প্রসাদ অর্পণ করতঃ বলিলেন, তুমি বৃন্দাবন গিয়া আমার আদেশ মত নরহরিকে আমার ভোগ রান্নায় নিযুক্ত কর। তখন রাজা মহানন্দে বৃন্দাবনে আগমন করতঃ শ্রীগোবিন্দের আজ্ঞা জ্ঞাপন করিয়া নরহরিকে রসুই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেই হইতে রসুয়া নরহরি নামে খ্যাত হন। এতদ্বিষয়ে নরহরির বিশেষ পরিচয়ের বর্ণন—

সেকালে শ্রীজয়পুরে রাজা ভক্তরাজ। স্বপ্নাবেশে শ্রীগোবিন্দে দেখিল অব্যাজ ॥
গোবিন্দ হাসিয়া কহে শুন মহারাজ। বৃন্দাবনে আসি দেখ বৈষ্ণব সমাজ
আর এক কৌতুক তোমারে কিবা কব। লহমোর ভুক্তশেষ খেচরান্ন সব ॥
নরহরি নামে এক গৌড়ীয়া ব্রাহ্মন। মানসে খাওয়ালো মোরে করিয়া রন্ধন ॥
আমার মন্দিরে থাকে বহিঃসেবা করে। আমি তার পাকে ভুঞ্জি এ আশা অন্তরে ॥
দৈন্য ভাবে তেঁহ তাহা না করয়ে কভু। মধ্যে মধ্যে তার অন্ন খাই আমি তবু ॥
তুমি তথা গিয়া তারে যতন করিয়া। করাহ আমার জন্য পাকাদিক ক্রিয়া ॥
নিশি শেষে রাজা এই দেখিয়া স্বপন। জাগিয়া গোবিন্দ বলি নেত্র উন্মীলন ॥
সন্মুখে দেখয়ে এক স্বর্ণপত্র ভরি। ভাজি শাক অম্লাচার দধি সু খেচড়ি ॥
দেখিয়া করয়ে রাজা অষ্টাঙ্গ প্রনাম। পরিক্রমা করে নেত্রে ধারা অবিরাম ॥

রাজা সবংশে পাত্র মিত্র সহ সেই প্রসাদ গ্রহন করিলেন এবং শ্রীগোবিন্দের আদেশ পালনের জন্য সপরিবারে বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। রাজা নরহরিকে দর্শন করিয়া সষ্টাঙ্গে প্রনতি করতঃ সদৈন্যে স্তুতি সহকারে বলিতে লাগিলেন -

কান্দিতে কাঁন্দিতে রাজা কহে সর্ব্বজনে। গোবিন্দের কৃপাবধি এই সে ব্রাহ্মনে॥
ইহার পাচিত অন্ন গোবিন্দ খাইল। অবশেষে কিছু অন্ন মোরে কৃপা কৈল॥
তাহাই খাইয়া মোরা মাতিল সকলে। গোবিন্দের আজ্ঞায় ব্রজে আইলু কেবলে॥
সবে কহে নরহরি পাকনাহি করে। রাজা কহে পাক করে অন্তরে অন্তরে॥

এই বার্ত্তা শুনিয়া নরহরি সদৈন্যে সকল বৈষ্ণব গনের চরন বন্দনা করতঃ বহুত দৈন্যের প্রকাশ করিলেন। তখন রাজা সহ সমস্ত বৈষ্ণব মণ্ডলী পরমানন্দ সহকারে নরহরিরকে শ্রীগোবিন্দ দেবের পাককার্য্য করিবার জন্য নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন।

তবে রাজা আদি সবে আজ্ঞা যদি কৈল। শ্রীঅঙ্গনে নরহরি লুঠিতে লাগিল।
শ্রীলক্ষ্মন দাস বৃদ্ধ করে ধরি তুলে। উঠ উঠ বাপ মোর এই মাত্র বলে॥
উঠিয়া শ্রীনরহরি প্রনমি তাহায়। শ্রীগোবিন্দের পাকালয়ে তবে যায়॥
ভক্তিরসে বিবিধ প্রকার পাক কৈল। নানাযত্নে গোবিন্দের ভোগ লাগাইল॥
শ্রীকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাসী সবে আইলা॥ সকলে অঙ্গনে বসি প্রসাদ পাইলা॥
স্বাদুগন্ধে আহ্লাদিত হইয়া সকলে। ধন্য ধন্য নরহরি এই মাত্র বলে॥
কেহ কেহ হাসিয়া বলয়ে শুন বাপ। কিবা যে আশ্চর্য্য তোমার শুভ পাক॥
ভাল সে পাচক তুমি পরম প্রবীন। এই মত পাক তুমি কর প্রতিদিন॥
আর এক পাক তুমি করিবা অচিরে। শ্রীনিবাস নরোত্তম রসের ভাণ্ডারে॥
সেই স্বাদে মাতিব অনেক ভক্তগণ। গানাদি রচিবা সে অপূর্ব্ব রসায়ন॥
এত কহি জয়ধ্বনি দিয়া সে সকলে। মুখভরি নিত্যানন্দ শ্রীগোবিন্দ বলে॥
ত্রিভাগ বয়স এইরূপ পাক কৈল। গোবিন্দ সেবায় নিত্য সন্তোষিত হৈল॥
তারপর উপবীত ত্যাগ তেঁহ কৈল। অযাচক হৈয়া ব্রজে ভ্রমন করিল॥
মধ্যে মধ্যে গোবিন্দ মাগিয়া কিছু খান। কভু মহাপ্রসাদি তাঁহারেও দেন॥
বহু গ্রন্থ রচিলেন গোবিন্দ আজ্ঞায়। গৌর চরিত্র চিন্তামন্যাদি গ্রন্থাদয়॥
অনুরাগবল্লী আর ভক্তি রত্নাকর। কি অপূর্ব্ব বর্নিলেন নাহি যার পর॥
মত সংস্থাপন জন্য আর গ্রন্থ কৈল। বহির্মুখ প্রকাশ তার নাম যে হইল॥
শ্রীনরত্তম বিলাস করিল বর্নন। এ সব শুনিয়া ভক্ত কর্ণ রসায়ন॥

সব গ্রন্থ মধ্যে শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকর। বর্নিতে বর্নিতে গ্রন্থ হৈল বৃহত্তর ॥
শ্রীনিবাস চরিত্র আর পৃথক বর্নিল। সেই গ্রন্থের তাঁর শাখাগন বিস্তারিল ॥

নরহরি রাজা সহ ব্রজবাসী বৈষ্ণবগনের নির্দ্দেশে গোবিন্দের পাক সেবাকার্য্যে পরম অনুরাগের সহিত ব্রতী হইলেন। মহোৎসবে শ্রীরাধকুণ্ড গোবর্দ্ধনবাসী নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগন উপস্থিত হইয়া মহাপ্রসাদ গ্রহন করতঃ নরহরির গোবিন্দ সেবার মহিমা স্বতঃস্ফুর্ত্ত ভাবে কীর্ত্তন করিলেন। লক্ষন দাস বৈষ্ণব যাঁর বরে নরহরির আবির্ভাব তিনি বার্দ্ধক্য বয়সে নরহরির এই মহিমার প্রকাশ দেখিয়া মহানন্দে পরিপুরিত হইলেন এবং রাজার নির্দ্দেশের পর নিজ হাতে ধরিয়া নরহরিকে উত্তোলন করতঃ পাক গৃহে পাঠাইলেন। ভাবিলেন আজ আমার পূর্ব অভিলষিত বাসনা পূর্ণ হইল। এইভাবে ব্রজবাসী বৈষ্ণব গনের অন্তরের নিধি হইয়া নরহরি শ্রীগোবিন্দ দেবের সেবাকার্য্যে ব্রতী হইলেন।

তারপর বৈষ্ণবগণ স্বানন্দে বলিতে লাগিলেন, তুমি যেভাবে গোবিন্দের পাককার্য্য করিয়া গোবিন্দ সহ বৈষ্ণব বৃন্দকে আনন্দ প্রদান করিতেছ, এতাদৃশভাবে আর এক পাক কার্য্য করিবে। যাহার মাধ্যমে শ্রীশ্রীনিতাই গৌর সীতানাথের প্রেম প্রকাশ মূর্ত্তি শ্রীনিবাস নরোত্তম—শ্যামানন্দের অপ্রাকৃত লীলারস মাধুর্য্য তোমার লেখনী মুখে প্রতিভাত হইবে। যাহা আস্বাদন করিয়া আবাহমান কাল বৈষ্ণব মণ্ডলী মহানন্দে পরিপূরিত হইবে। তৎসঙ্গে শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা রস মাধুর্য্য পদাবলী রচনার মাধ্যমে পরিবেশন করতঃ ভক্তকণ্ঠে চিরন্তন পরিস্ফুট করিবে।

কতকাল শ্রীগোবিন্দ দেবের পাককার্য্য করিয়া ত্রিতাগবয়সে নরহরি উপবীত ত্যাগ করতঃ অর্থ্যাৎ বেশাশ্রয় গ্রহন করিয়া (বেশাশ্রয়ের নাম হয়ত ঘনশ্যাম হইতে পারে) অযাচকবৃত্তি গ্রহন করতঃ ব্রজধামে শ্রীগোবিন্দের লীলাস্থলী দর্শন আনন্দে প্রেমানুরাগে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে শ্রীগোবিন্দ তাঁহার সমীপে চাহিয়া খায়। তৎসঙ্গে নিজ অধরামৃত প্রদান করিয়া নরহরিকে কৃতার্থ করেন। ভক্ত ভগবানের এই চিরন্তন প্রেমলীলা নরহরির প্রেম বৈচিত্র্যই তাঁর প্রকাট্য নিদর্শন ॥ তারপর নরহরি শ্রীগোবিন্দ দেবের আজ্ঞায় গ্রন্থ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তথাহি—শ্রীগ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়—

শ্রীমহাশয়ের চারু বিলাস বর্নিতে। মোরে আজ্ঞা কৈল মুঞি হীন সর্ব্বমতে ॥
শুনি মোমূর্খের মনে আনন্দ বাড়িল। নরোত্তম বিলাসাখ্য গ্রন্থ আরম্ভিল ॥

শ্রীবৈষ্ণব আদেশে এ করিল বর্ণন। করি পরিশোধন করহ আস্বাদন॥
বৈষ্ণব গোসাঞির কৃপামতে বৃন্দাবনে। মাঘে গ্রন্থ পূর্ণ হৈল পৌর্ণ মাসীদিনে॥
মোর দুই নাম ঘনশ্যাম নরহরি। নরোত্তম বিলাস বর্ণিলু রত্নকরি॥

এইভাবে নরহরি দাস শ্রীগৌরচরিত চিন্তামনি (শ্রীগৌরাঙ্গ মহিমা বিষয়ক পদাবলী গ্রন্থ), গীতচন্দ্রোদয় (শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী সংকলন গ্রন্থ), নামামৃত সমুদ্র, সপার্ষদ গৌরাঙ্গ বন্দনা (প্রভুত গৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের বন্দনা ও মহিমা) রাগ রত্নাকর (সঙ্গীতের ক্রম বিন্যাস), বহির্মুখ প্রকাশ ছন্দ সমুদ্র. পদ্ধতি প্রদীপ. ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তম বিলাস (শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ সহ শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদবর্গের মহিমা মূলক গ্রন্থ) শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত প্রভৃতি গ্রন্থরাজ প্রনয়ন করিয়া বৈষ্ণব জগতের অশেষ কল্যান বিধান করেন। ইনি একাধারে বৈষ্ণব সাহিত্যিক পদকর্ত্তা, সুপাচক সুগায়ক সুবাদক, সঙ্গীতজ্ঞ এবং পরম বৈষ্ণব ছিলেন। বৈষ্ণব জগত তাঁহার অফুরন্ত অবদান গৌড়ীয় বৈষ্ণবের চিরস্মরনীয় ও গৌরবের সম্পদ।

॥ বিশেষ কৃতজ্ঞতা ॥

আসাম গোহাটী নিবাসী ভকত প্রবর শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র পাল মহাশয়ের উৎসাহে ও বিশেষ আর্থিক সহযোগিতায় এই বিশাল গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হইল। তাঁহার এই মহানুভবতায় আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীগৌর পাদপদ্মে তাঁহার সার্বিক মঙ্গল কামনা করিলাম।

সূচীপত্র

ও গ্রামে গ্রামেভ্রমণ রামঘাটে বলরামের রাস লীলা— নন্দঘাটে শ্রীজীব গোস্বামীর অবস্থান চারি সম্প্রদায় ব্যাখ্যা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাস লীলার বৈচিত্রের বর্ণন প্রসঙ্গে সঙ্গীত তাল নৃত্যাদির বহুমূখী ক্রম বিন্যাস— ১০৫—৩১৭ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ তরঙ্গ—শ্রীশ্যামানন্দের জীবন চরিত প্রসঙ্গে শ্যামানন্দ নাম করন। শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ লীলা ভাবনা শ্রীজীব গোস্বামীর ব্যবস্থাপনায় গোস্বামী গ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাস নরোত্তম—শ্যামানন্দের গৌড়দেশে যাত্রা—৩১৮—৩৩৮ পৃষ্ঠা।

সপ্তম তরঙ্গ—বৃন্দাবন হইতে আনীত গ্রন্থাবলী বিষ্ণুপুর রাজ বীরহাম্বীর কর্তৃক অপহরন। শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ বীরহাম্বীরের সাক্ষাৎ—গ্রন্থ উদ্ধার ও বীরহাম্বীরের শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপালাভ। শ্যামানন্দের উৎকল যাত্রা ও নরোত্তমের গৌড়দেশে গমন। শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিত ও হৃদয় চৈতন্যের উপাখ্যান শ্রীনিবাস আচার্য্যের যাজিগ্রাম কাটোয়া ও নবদ্বীপ ভ্রমণাদি—৩৩৮ ৩৬০ পৃষ্ঠা।

অষ্টম তরঙ্গ—ঠাকুর নরোত্তমের গৌড় মণ্ডল ও উৎকল ভ্রমণ। শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বার পরিগ্রহ ও অধ্যাপনাদি —৩৬০ ৩৭৯ পৃষ্ঠা।

নবম তরঙ্গ— রাজা বীরহাম্বীরের অনুতাপ ও তাঁহাকে সান্ত্বনা—শ্রীনিবাস আচার্য্য—প্রভু শ্যামানন্দ ও রামচন্দ্র কবিরাজের বৃন্দাবন যাত্রা—শ্রীগোবিন্দ কবিরাজের ইতিবৃত্ত—শ্রীনিবাস আচার্য্যের গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন—শ্যামানন্দের উৎকলে গমন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের বিষ্ণুপুরে অবস্থান ও বীরহাম্বীরের দীক্ষা— রাজা হরিনারায়নে—শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপা। কাটোয়ায় দাস গদাধরের ও শ্রীখণ্ডে নরহরি শ্রীঠাকুরের তিরোধান মহোৎসব ও মহান্তগনের আগমন শ্রীখণ্ডের সংকীর্ত্তনে বীরভদ্রের অপূর্ব্ব নৃত্য,মহান্তগণের বিদায় —৩৮০—৪০৬ পৃষ্ঠা।

দশম তরঙ্গ— কাঞ্চন গড়িয়ায় দ্বিজ হরিদাসাচার্য্যের তিরোধান উৎসব ও তৎ পুত্র শ্রীদাস ও গোকুলানন্দের দীক্ষা—স্বপ্নে শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে মহাপ্রভুর দর্শন প্রদান, বুধরীতে ঠাকুর নরোত্তমের আগমন। শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ কে মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনে শ্রীনিবাসাচার্য্যের আদেশ, দ্বিজ বংশীদাসে শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপা সঞ্চার বুধরী হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্যের খেতুরী গমন, খড়দহ হইতে শ্রীজাহ্নবাদেবীর খেতুরী উৎসবে আগমন—খেতুরী উৎসবে সংকীর্ত্তনে মহাপ্রভুর সগনে প্রকটাপ্রকট বিলাস—খেতুরী উৎসবের বিশেষ বিবরণ—৪০৬—৪৩২ পৃষ্ঠা।

—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্

শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকর

॥ গ্রন্থারম্ভঃ ॥

প্রথম তরঙ্গ

শ্রীমৎকীর্ত্তন মঙ্গলালয় মহামাধুর্য্যবারাংনিধে,
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রদ প্রবিলসৎ শ্রীপ্রেম হেমাচল।
সর্ব্বানর্থ নিবর্তক প্রিয়তনো লীলা বিলাসাস্পদ,
শ্রীমদ্গৌরহরে প্রসীদ জগতাং ভক্তৈকনাথ প্রভো ॥ ১

শ্রীমদ্গৌর পদারবিন্দ মধুপ শ্রীভট্টগোপাল হে।
মায়াবাদ তমঃ প্রভাকর কৃপাসিন্ধো দ্বিজেন্দ্র প্রভো ॥
শ্রীমদ্বেঙ্কটনন্দন মহাসদ্ভক্তি ভূষাঢ্য হে।
সংসারাময়মর্দন প্রণতহৃন্মোদ প্রদ ত্রাহিমাম্ ॥ ২

শ্রীভট্ট গোপালপদাব্জভৃঙ্গ শ্রীভক্তিরত্নপ্রবরৈক দক্ষ।
শ্রীমচ্ছাচীনন্দন প্রেমরূপ পাহি প্রভো শ্রীনিলয় দ্বিজেন্দ্র ॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র প্রেমকল্পদ্রুমস্য হি।
শ্রীনিবাস প্রভোনিত্যং শাখারর্গামহং ভজে ॥ ৪

শ্রীমদ্বৈষ্ণব সর্ব্বস্বং সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকঃ।
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থঃ শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং মুদা ॥ ৫

সংকীর্ত্তন মঙ্গলের আলয়, মহামাধুর্য্য বারিধি, নিরন্তর ভক্তিরস প্রদান কারী, দিপ্তিময় প্রেমস্বর্ণ মেরু, সর্ব অনর্থ দূর কারী, সর্বজীবের আনন্দ প্রদায়ক লীলাবিলাসের আশ্রয় স্থল, ভক্ত গনের প্রাননাথ শ্রীগৌর সুন্দর প্রসন্ন হউন ॥ ১ ॥

হে শ্রীগৌরাঙ্গ পদারবিন্দ মধুকর শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু হেময়াবাদ অন্ধকার বিনাশ কারী ভাস্কর কৃপাসিন্ধু ও দ্বিজ শ্রেষ্ঠ। হে বেঙ্কট ভট্টের পুত্র, পরম প্রেমভক্তি বিভূষিত ভবব্যাধি বিনাশ ও আশ্রিত জনের হৃদয়ের আনন্দ দায়ক। আপনি আমায় ত্রান করুন ॥ ॥

হে শ্রীগোপাল ভট্ট চরন কমল মধুব্রত, হে ভক্ত শ্রেষ্ঠ একমাত্র নিপুন হে গৌরকাঞ্চন কান্তিরূপ, হে নাথ হেদ্বিজ শ্রেষ্ঠ শ্রীনিবাসাচার্য্য আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৩ ॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর।
ভক্তিময় ভুবনমোহন কলেবর ॥৬
লক্ষ্মীনাথ শচী জগন্নাথের নন্দন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর প্রানধন ॥৭
ওহে প্রভো বেদাদি তোমার যশগায়।
কেবা না মোহিত এই তোমার লীলায় ॥৮
শ্রীগুরু শ্রীভক্তিশক্তি প্রকাশাবতার॥
এসকল রূপে প্রভু বিলাস তোমার ॥৯
তোমার বিলাস যৈছে বন্দে বিজ্ঞগন।
অন্তে উপদেশে মহাশুভের কারণ ॥১০

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (আদি ১/১)

বন্দে গুরূনীশ ভক্তানীশমীশাবতার কান্।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য সংজ্ঞকম ॥১১

গুরু-কৃষ্ণ-ভক্ত-শক্তি-অবতার প্রকাশ।
এই ছয় রূপে কৃষ্ণ করেন বিলাস ॥১২
কৃপাবিনা এ তত্ত্ব জানিতে শক্তি কার।
অন্ত অগোচর এই তোমার বিহার ॥১৩
স্বয়ং ভগবান তুমি সবার আশ্রয়।
কর যে উচিত নিবেদিতে পাই ভয় ॥১৪
জয় জয় শ্রীগুরু করুণা রত্নখনি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমদাতা শিরোমনি ॥১৫
জয় নিত্যানন্দ রাম করুণার সিন্ধু।
ভুবন পাবন দীন দুঃখিতের বন্ধু ॥১৬
প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য স্বয় স্বরূপ প্রকাশ।
তুমি পূর্ণ কর সে সবার অভিলাষ ॥১৭
জয় জয় অদ্বৈতদেব দয়াময়।
করিলা এ জীবের দারুন দুঃখ ক্ষয় ॥১৮
তুমি কৃষ্ণচৈতন্যের অংশ অবতার।
কে বর্ণিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার ॥১৯
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি।
প্রভু শক্তি শ্রেষ্ঠ তুয়া গুন অন্ত নাই ॥২০
জয় প্রভু ভক্ত শ্রেষ্ঠ শ্রীবাস পণ্ডিত।
দেবের দুর্লভ তুয়া চরিত্র বিদিত ॥২১
জয় শ্রীস্বরূপ পূর্ণ কর মোর আশ।
জয় শ্রীবক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥২২
জয় নরহরি গৌরদাস শুক্লাম্বর॥
জয় মুকুন্দ বাসু মাধব শঙ্কর ॥২৩
জয় বিদ্যানিধি পুণ্ডরীক মহাআর্য্য।
জয় বাসুদেব সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ॥২৪
জয় গদাধর দাস পণ্ডিত শ্রীমান।
জয় জগদীশ কাশীশ্বর ভগবান ॥২৫
জয় জয় পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য।
জয় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী চেষ্টাশ্চর্য্য ॥২৬
জয় দ্বিজ হরিদাস আচার্য্যনন্দন
জয় রায় রামানন্দ কমল নয়ন ॥২৭
জয় লোকনাথ শ্রীভুগর্ভ প্রেমময়।
জয় সনাতন রূপ রসের আলয় ॥২৮

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রের প্রেম কল্পতরু সদৃশ শ্রীনিবাস আচার্যের শাখা বর্গ অর্থাৎ শিষ্য প্রশিষ্যাদিগকে আমি সর্বদা বন্দনা করি ॥৪॥

শ্রীবৈষ্ণব গনের সর্বস্ব সর্ব বিঘ্ন বিনাশ কারী ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ খানি পুনঃ পুনঃ আনন্দের সহিত শ্রবন করুন ॥ ৫ ॥

আমি শ্রীগুরু গণকে ঈশ্বরের ভক্তবৃন্দ শ্রীবাসাদিকে ঈশ্বরের অবতার অদ্বৈত আচার্য্যাদিকে ঈশ্বরের প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাদিকে ঈশ্বরের শক্তি শ্রীগদাধরাদিকে এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামক ঈশ্বরকে বন্দনা করি ॥ ১১ ॥

জয় কাশীমিশ্র গোপীকান্ত ষষ্ঠীধর।
জয় অভিরাম বংশী সারঙ্গ সুন্দর ॥২৯
জয় জয় শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী।
জয় শ্রীগোপালভট্ট বেঙ্কট সন্ততি ॥৩০
জয় রঘুনাথভট্ট রঘুনাথ দাস।
জয় শ্রীরাঘব গোবর্ধ নারণ্যে বাস ॥৩১
জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ আচার্য্য রতন।
জয় চিরঞ্জীব সেন শ্রীরঘুনন্দন ॥৩২
জয় কানু ধনঞ্জয় বিজয় রামাই ॥
জয় শ্রীসুবুদ্ধি মিশ্র শ্রীজীব গোসাঞি ॥৩৩
জয় ভাগবতাচার্য মাধব শ্রীধর
জয় দাস বৃন্দাবন গুনের সাগর ॥৩৪
জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়।
জয় শ্রীনিবাসাচার্য গৌর প্রেমময় ॥৩৫
জয় শ্রীঠাকুর মহাশয় নরোত্তম।
জয় শ্যামানন্দ ভক্তিমূর্ত্তি মনোরম ॥৩৬
জয় জয় শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের ভক্ত যত।
পরম মঙ্গল নাম কে কহিবে কত ॥৩৭
অনন্ত চৈতন্য ভক্ত চরিত্র অপার।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এক জীবন সাগর ॥৩৮
কহিতে বাড়য়ে সাধ ভক্তের চরিত।
প্রেমভক্তিময় ভক্ত ইচ্ছা মনোহিত ॥৩৯
ভক্ত ইচ্ছামতে গৌরচন্দ্র অবতার।
ভক্ত সঙ্গে নিরন্তর অদ্ভুত বিহার ॥৪০
ব্রহ্মা শিব শেষ যার অন্ত নাহি পায়।
কলিযুগে হেনলীলা করে গৌররায় ৪১
ত্রিবিধ চৈতন্য লীলা আনন্দের ধাম।
আদি খণ্ড মধ্য খণ্ড শেষ খণ্ড নাম ॥৪২
আদি খণ্ড প্রধানাতি বিদ্যার বিলাস।
মধ্য খণ্ডে চৈতন্যের কীর্ত্তন প্রকাশ ॥৪৩
শেষ খণ্ডে সন্ন্যাসি রূপে নীলাচলে স্থিতি।
নিত্যানন্দ স্থানে সমর্পিয়া গৌড় ক্ষিতি ॥৪৪
সন্ন্যাসীর শিরোমনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
নিত্যানন্দাদ্বৈত সহ কৈল কলি ধন্য ॥৪৫
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ হলধর।
শ্রীগৌরচন্দ্রের এ অভিন্ন কলেবর ॥৪৬
নিত্যানন্দাদ্বৈত চেষ্টা কে বুঝিতে পারে।
সদা চৈতন্য প্রেম সমুদ্রে সাঁতারে ॥৪৭
পরস্পর কথামৃত কন্দলের প্রায়।
সে কথা শুনেতে কার হিয়া না জুড়ায় ॥৪৮
মরি মরি এ দোঁহার বালাই লইয়া।
দেশে দেশে ফিরি যেন দোঁহার গুন গাইয়া ॥৪৯
প্রভু গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দাদ্বৈত সঙ্গে।
বিহরয়ে শ্রীনবদ্বীপে নানা রঙ্গে ॥৫০
প্রভুর এ লীলা যত অমৃতের ধার।
মহানন্দে ভক্তগন পিয়ে অনিবার ॥৫১
ভুবন পবিত্র হয় গৌরাঙ্গ লীলায়।
প্রভু ভক্ত দ্রোহী স্পর্শ কভু নাহি পায় ॥৫২
প্রভু পরিকর অনুগ্রহ করে যারে।
সেই সে ডুবায়ে এই লীলার পাথারে ॥৫৩
প্রকটা প্রকট লীলা দুইত প্রকার।
কভু অপ্রকট কভু প্রকট বিহার ॥৫৪
প্রকটে যেরূপ অপ্রকটে সেই মত।
ভক্তসহ প্রভু বিহরয়ে অবিরত ॥৫৫
নদীয়া বিহরে সদা শচীর তনয়।
এ সব প্রসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে ব্যক্ত কয় ॥৫৬
তথাহি—শ্রীভাগবতে—
অদ্যাপিহ সেই লীলা করে গৌর রায়।
কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায় ॥৫৭

প্রভুর শ্রীধাম ভক্তি নিত্য পরিকর।
ইথে অন্যমত যার সেইত পামর ॥৫৮
তথাহি—
নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্য মেকং
তত্ত্বং নিত্যালঙ্কৃত ব্রহ্মসূত্রম্।
নিত্যৈর্ভক্তৈর্নিত্যয়া ভক্তি দেব্যা
ভাতং নিত্যে ধাম্নি নিত্যং ভজামঃ ॥৫৯
সর্ব অবতারের সকল ভক্ত লইয়া।
বৃন্দাবনচন্দ্র গৌর বিহরে নদীয়া ॥৬০
নবদ্বীপ বৃন্দাবন দুই এক হয়।
গৌরশ্যামরূপে প্রভু সদা বিলসয় ॥৬১
গৌর কৃষ্ণে ভেদ বুদ্ধি করয়ে যে ছার।
নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ভেদ বুদ্ধি তার ॥৬২
গৌর কৃষ্ণ যাঁহার জীবন প্রানধন।
তাঁহার সর্ব্বস্ব নবদ্বীপ বৃন্দাবন ॥ ৬৩
যে সুখ বিলাস নবদ্বীপ বৃন্দাবনে।
ভক্তকৃপা হইলে সে সব মর্ম্ম জানে ॥ ৬৪
ঐছেপ্রভু ভক্তের বালাই লইয়া মরি।
এই যে কহিয়ে তাহা শুন যত্ন করি ॥ ৬৫
পূর্ব্বে কৈনু শ্রীভট্টের মঙ্গলচারন।
সেই ক্রম মতে কিছু করি নিবেদন ॥ ৬৬
শ্রীগোপাল ভট্ট প্রভু প্রেমানন্দ কন্দ।
সর্বভাবে যাঁর প্রানধন গৌরচন্দ্র ॥ ৬৭
শ্রীনিবাস আচার্য্য সে ভক্তিরস ভূপ।
শ্রীভট্টের কৃপাপাত্র প্রেমের স্বরূপ ॥ ৬৮

শ্রীনিবাসাচার্য্য ঠাকুরের শাখাগণ।
ভক্তিরসময় সবে বিদিত ভুবন ॥ ৬৯
এ সবার নামামৃত হইব বিস্তার।
গনসহ গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব এ সবার ॥ ৭০
পুনঃ পুনঃ নিবেদিয়ে শুন বন্ধুগণ।
কবহ সর্ব্বস্ব কৃষ্ণচৈতন্য গুন ॥ ৭১
প্রভুতে অনন্য যেঁহ প্রভু তাঁর বশ।
জগত ব্যাপিল এই প্রভুর সুযশ ॥ ৭২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভক্তর জীবন।
ভক্তবিনা প্রভুর অন্যত্র নাহি মন ॥ ৭৩
প্রভুর ইচ্ছায় ভক্তজন্ম স্থানে স্থানে।
সময় পাইয়া প্রভু মিলে ভক্তসনে ॥ ৭৪
প্রভু ভক্ত মিলন বিলাস দোঁহাকার।
বিবিধ প্রকারে বর্নিলেম বিজ্ঞবর ॥ ৭৫
যে যে রূপে বর্নিল সে সব সত্য হয়।
ইথে যে কুতর্ক করে সেই যায় ক্ষয় ॥ ৭৬
যদি কহ এক বাক্যে দেখি ভিন্ন রীতি।
সে হোক কল্পান্তর ভেদ জ্ঞান সু সঙ্গতি ॥ ৭৭
প্রভু ইচ্ছা হৈতে ভক্ত ইচ্ছা বলবান।
প্রভু সে করিতে জানে ভক্তের সম্মান ॥ ৭৮
কোন ভক্ত আসিয়া মিলয়ে প্রভু সনে।
কোন ভক্তে প্রভু গিয়া মিলে ভক্ত স্থানে ॥ ৭৯
* শ্রীগোপালভট্ট প্রভু দক্ষিণে মিলিলা।
মহা-অনুগ্রহে আপনাকে জানাইলা ॥ ৮০

যাঁহারা নিত্যকাল ব্রহ্মসূত্র দ্বারা প্রকাশিত নিত্য ভক্তবৃন্দ ও নিত্য ভক্তিদেবী সহ নিত্যধামে বিরাজ মান সেই নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্য তত্ত্বকে ভজনা করিতেছি ॥ ৫৯ ॥

* শ্রীগোপাল ভট্ট-শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পূর্ব্বাবতার বিষয়ে কবি কর্ণপুর কৃত শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৮৪ শ্লোকের বর্ণন—

সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ভট্টবিবরণ।
শ্রীগোপালভট্ট হন ব্যেঙ্কট-নন্দন ॥ ৮১
শ্রীব্যেঙ্কটভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে।
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে ৮২
ত্রিমল্ল ব্যেঙ্কট আর শ্রীপ্রবোধানন্দ।
এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥ ৮৩
লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ পূর্ব্বেতে।
রাধাকৃষ্ণরসে মত্ত প্রভু কৃপাতে ॥ ৮৪
দক্ষিণ ভ্রমণকালে প্রভুর গৌররায়।
ভট্টগৃহে চারিমাস আনন্দে গোঙায় ॥ ৮৫
চৈতন্যচন্দ্রের চারু দক্ষিণ-ভ্রমণ।
চৈতন্যচরিতামৃতে বিশেষ বর্ণন ॥ ৮৬
গোপাল ভট্টের নাম অব্যক্ত তথায়।
ব্যেঙ্কটভট্টের বংশ ঐছে উক্ত তায় ॥ ৮৭
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—(মধ্য ৯/৮২/৮৩)
শ্রীবৈষ্ণব এক শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট নাম।
প্রভুর নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান ॥ ৮৮
নিজ ঘরে লৈয়া কৈল পাদপ্রক্ষালন।
সেই জল লয়ে কৈল সবংশে ভক্ষণ ॥ ৮৯
অন্যত্র ব্যক্ত গোপাল ব্যেঙ্কটতনয়॥
প্রভু পাদোদকপানে হৈল প্রেমোদয় ॥ ৯০
করয়ে নর্ত্তন কত স্থির হইতে নারে।
বিপুল পুলক অঙ্গে ঝলমল করে ॥ ৯১
কিবা গোপালের শোভা সর্বাঙ্গ সুন্দর।
জিনিয়া চম্পক চারু বর্ণ মনোহর ॥ ৯২
কিবা মুখপদ্ম দীর্ঘ নয়নযুগল।
কিবা ভুরু ভাল নাসা তিলক উজ্জ্বল ॥ ৯৩
শ্রুতিযুগ গণ্ড কিবা গ্রীবার বলনী।
কিবা বাহু বক্ষঃ পীন ক্ষীণ মাজাখানি ॥ ৯৪
কিবা জানু-জঙ্ঘা-যুগ চরণ ললাম।
পরিধেয় বসন ভূষন অনুপম ॥ ৯৫
তিলে তিলে গোপালের বাড়য়ে সৌন্দর্য।
দেখিয়া অদ্ভুত তেজঃ কেবা ধরে ধৈর্য্য ॥ ৯৬
নিজগৃহে শ্রীগোপাল প্রাণনাথে পাইয়া।
পিতার আজ্ঞায় সেবে মহাহৃষ্ট হইয়া ॥ ৯৭
তথাহি প্রাচীনৈরুক্তঃ—
বন্দে শ্রীভট্টগোপালং দ্বিজেন্দ্রং ব্যেঙ্কটাত্মজম্।
শ্রীচৈতন্যপ্রভোঃ সেবানিযুক্তঞ্চ নিজালয়ে ॥ ৯৮
শ্রীগোপালভট্টে প্রভু যে কৃপা করিল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ৯৯
তথাপি কহিয়ে কিছু গোপাল-চরিত।
প্রভুর সেবায় সদা স্বাভাবিক প্রীত ॥ ১০০
প্রভুর সন্ন্যাস গোপালেরে নাহি ভায়।
নির্জ্জন যাইয়া খেদ করয়ে সদায় ॥ ১০১
বিধাতার প্রতি কহে গদগদ ভাষে।
ওরে বিধি কেন জন্মাইলি দূর দেশে ॥ ১০২
নদীয়া বিহার সুখে করিয়া বঞ্চিত।
দেখাইলি প্রভুর এ বেশ বিপরীত ॥ ১০৩
ব্রজেন্দ্রনন্দন প্রাণনাথ রাধিকার
করাইল তাঁহারে সন্ন্যাস-অঙ্গীকার ॥ ১০৪

অনঙ্গমজরী যাসীৎ সাদ্য গোপাল ভট্টকঃ। ভট্ট গোস্বামিনঃ কেচিদাহুঃ শ্রীগুন মঞ্জরী ॥

শ্রীগুনমঞ্জরীর সঙ্গে অনঙ্গ মঞ্জরীর মিলনেই শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব। বিশাখা সখীর অনুগতা মঞ্জরী মধুমতী। তাঁর অনুগতা গুন মঞ্জরী। শ্রীরাধার মাতুল শ্রীভদ্র কীর্ত্তির কন্যা শ্রীগুনমঞ্জরী।

নিজগৃহে শ্রীচৈতন্য প্রভুর সেবায় নিমগ্ন ব্রাহ্মন শ্রেষ্ঠ বেঙ্কটভট্টের পুত্র শ্রীগোপাল ভট্টকে বন্দনা করি ॥ ৯৮ ॥

এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায়।
ত্যজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অগ্নিশিখাপ্রায়॥ ১০৫
পুনঃ কহে বিধিরে করিব কিবা রোষ।
জানিনু কেবল এ আপন কর্মদোষ॥ ॥ ১০৬
ঐছে কত কহিয়া রহিলা মৌনধরি।
গোপালের অন্তর জানিলা গৌর হরি॥ ১০৭
অকস্মাৎ গোপালের নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে নবদ্বীপ প্রত্যক্ষ হইল॥১০৮
দেখয়ে প্রভুর তথা অদ্ভুত বিহার।
প্রভুসঙ্গে বিলাসে সুখের নাহি পার॥১০৯
নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমাবেশে কোলে কৈল।
না জানি কি কহিতেই নিদ্রাভঙ্গ হৈল॥১১০
গোপাল ব্যাকুল হৈয়া চায় চারি ভিতে।
চলয়ে প্রভুর আগে নারে স্থির হৈতে॥১১১
গোপাল আইল জানি উল্লাস অশেষ।
প্রভু হৈলা শ্যামল সুন্দর গোপবেশ॥১১২
দেখয়ে গোপাল শোভা রহিয়া নির্জনে।
সুবর্ণবরণ অঙ্গ হৈল সেই ক্ষণে॥১১৩
ভুবন মোহয়ে সে না রূপের ছটায়।
চাঁচর কেশের ঝুঁটা পিঠেতে লোটায়॥১১৪
চন্দন-তিলক ভালে ভুরু কামফণি।
সতীধর্ম হরে দীর্ঘ নয়ন চাহনি॥১১৫
কত শত শরৎ চান্দের মদ নাশে।
কি নব ভঙ্গিতে হাসি অমিয়া বরিষে॥১১৬
পরিধেয় ত্রিকচ্ছ বসন অনুপম।
ভূষণে ভূষিত অঙ্গভঙ্গী মনোরম॥১১৭
মালতীর মালা গলে দোলে অনিবার।
দেখি গোপালের মনে হৈল চমৎকার॥১১৮
চরণে পড়িয়া পুনঃ চাহে প্রভুপানে।
সন্ন্যাসীর শিরোমণি দেখে সেই ক্ষণে॥১১৯

প্রভু গৌরচন্দ্র গোপালেরে স্থির করি।
উপদেশ কৈল যৈছে কহিতে না পারি॥১২০
পুনঃ কহে অচিরে যাইবা বৃন্দাবন।
মিলিব দুর্লভ রত্ন রূপ সনাতন॥১২১
মোর মনোবৃত্তি দোঁহে প্রকাশ করিবে।
তোমার শিষ্যের দ্বারে জগৎ ব্যাপিবে॥১২২
এত কহি গোপালেরে করি প্রভু কোলে।
গোপালের অঙ্গ সিক্ত কৈল নেত্রজলে ১২৩
কহিল এ সব কথা রাখিহ গোপনে।
হইল পরমানন্দ গোপালের মনে॥১২৩
গোপালের গৌরাঙ্গ সেবায় দেখি প্রীত।
শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট হৈল মহা-উল্লাসিত॥১২৫
গোপাল শঁপিল গৌরচন্দ্রের চরণে।
দিবারাত্রি আনন্দে গোঙায় প্রভুসনে॥১২৬
চারিমাস পরে প্রভু করিব গমন।
ইহা মনে করিতে অধৈর্য তিনজন॥১২৭
ত্রিমল্ল ব্যেঙ্কট শ্রীপ্রবোধানন্দ তিনে।
বিচারয়ে প্রভু বিনা রহিব কেমনে॥১২৮
মো সব র সঙ্গে হরিনাম কে করিবে।
কাবেরীস্নানেতে সঙ্গে কেবা লৈয়া যাবে॥১২৯
রঙ্গনাথে কেবা বা করিবে সংকীর্তন।
কে দিবে অধমে সে দুর্লভ ভক্তি ধন॥১৩০
আসিবে অসংখ্য লোক কাহার দর্শনে।
এ সব ভবন শূন্য হবে প্রভু বিনে॥১৩১
ঐছে কত কহে নেত্রে বহে অশ্রুধার।
মনের উদ্বেগ যত না করে প্রচার॥১৩২
চারিমাস পরে প্রভু হইলা বিদায়।
তিনভাই ক্রন্দন করয়ে উভরায়॥১৩৩
শ্রীচৈতন্য ভট্টের মন্দির হৈতে চলে।
ভট্ট লোটাইয়া পড়ে প্রভু পদতলে॥১৩৪

প্রভু তিন ভ্রাতায় করিল আলিঙ্গন।
কহিল অনেক রূপ প্রবোধ বচন ॥১৩৫
গোপালে প্রবোধি প্রভু দক্ষিণ ভ্রমিয়া।
নীলাচলে ভক্তসঙ্গে মিলিলা আসিয়া ॥১৩৬
গৌড় বৃন্দাবন পুনঃ গমনাগমন।
হইল অনেক প্রিয় ভক্তের মিলন ॥ ১৩৭
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
ভক্তের দ্বারায় কলিজীবে কৈল ধন্য ॥ ১৩৮
নীলাচলে কৈল বাস ভক্তের ইচ্ছায়।
নিজ-মনোবৃত্তি প্রভু ভক্তে সে জানায় ॥ ১৩৯
এথা শ্রীব্যেঙ্কটভট্ট তিন সহোদর।
প্রভুর বিচ্ছেদে হৈলা অত্যন্ত কাতর ॥ ১৪০
গোপাল হইলা যৈছে প্রাণনাথ বিনে।
কেবনিতে পারে যে দেখিল সেই জানে ॥ ১৪১
বিদায়ের কালে প্রভু করি আলিঙ্গন।
আজ্ঞা কৈল শীঘ্র হবে বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ১৪২
সেই কথা সদাই বিচার করে মনে।
কত দিনে প্রভু লৈয়া যাবে বৃন্দাবনে ॥ ১৪৩
গোপাল গৌরাঙ্গ-প্রেমে মত্ত অনিবার।
ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাতে সর্বত্র জয় যার ॥ ১৪৪
গৌর-গুণমহিমা সর্বত্র প্রকাশে।
মায়াবাদ খণ্ডন করয়ে অনায়াসে ॥ ১৪৫
গোপালভট্টের শাখা করে শিষ্টগণ।
কিরূপে করিল ঐছে বিদ্যা-উপার্জন ॥ ১৪৬
কেহ কহে শ্রীপ্রবোধানন্দ যত্ন কৈল।
অল্পকাল হৈতে অধ্যয়ন করাইল ॥ ১৪৭
পিতৃব্য-কৃপায় সর্বশাস্ত্রে হৈল জ্ঞান।
গোপালের সম এথ নাই বিদ্যাবান্ ॥ ১৪৮
কেহ কহে প্রবোধানন্দের গুণ অতি।
সর্বত্র হইল যাঁ'র খ্যাতি সরস্বতী ॥ ১৪৯
পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
তাঁর প্রিয়তা বিনা স্বপনে নাহি আন ॥ ১৫০
শ্রীহরিভক্তি বিলাস (১ম বি ২ শ্লোক)—
ভক্তেবিলাসাংশ্চিনুতে প্রবোধা-
নন্দস্য শিষ্যো ভগবৎপ্রিয়স্য।
গোপালভট্টো রঘুনাথদাসং
সন্তোষয়ন রূপ-সনাতনৌ চ ॥ ১৫১
পরম বৈরাগ্য স্নেহমূর্তি মনোরম।
মহাকবি গীতবাদ্য নৃত্যে অনুপম ॥ ১৫২
যার কাব্য শুনি সুখ বাড়য়ে সবার।
প্রবোধানন্দের মহা-মহিমা অপার ॥ ১৫৩
ঐছে পরস্পর মহা-আনন্দ-হৃদয়।
শ্রীপ্রবোধানন্দ গোপালের গুণ কয় ॥ ১৫৪
প্রবোধানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীগোপাল।
সর্বমতে সুশিক্ষিত পরম দয়াল ॥ ১৫৫
পিতা মাতা যারে দেখি মহাসুখ পায়।
সতত নিমগ্ন মাতাপিতার সেবায় ॥ ১৫৬
ব্যেঙ্কটভট্টেরে কহে এক বিপ্রবর।
সর্বপ্রকারেতে যোগ্য তোমার কুঙর ॥ ১৫৭
ঐছে ভক্তি প্রথা এথা না পাই দেখিতে।
কি অপূর্ব প্রীতি তোমা দোঁহার সেবাতে ॥ ১৫৮
শুনিয়া ব্যেঙ্কটভট্ট উল্লাস-হৃদয়।
বাল্যাবস্থা হৈতে গোপালের চেষ্টা কয় ॥ ১৫৯

শ্রীরূপ সনাতন ও রঘুনাথের সন্তোষ বিধানের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় প্রবোধানন্দের শিষ্য গোপাল ভট্ট শ্রীহরিভক্তি বিলাস নামক গ্রন্থ সংকলন করেন ॥ ১৫১

যৈছে নীলাচলে জগন্নাথের দর্শনে।
যৈছে স্ফূর্ত্তি ব্যাকরণ-আদি অধ্যয়নে ॥ ১৬০
যৈছে পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচৈতন্যে সেবিল।
ক্রমে ক্রমে সব সেই বিপ্রে নিবেদিল ॥ ১৬১
শুনি বৃদ্ধ বিপ্র অতি আনন্দ অন্তর।
ব্যেঙ্কটেরে প্রশংসি গেলেন নিজ ঘর ॥ ১৬২
গোপালের মাতা পিতা মহা-ভ গ্যবান্।
শ্রীচৈতন্যপদে যে সোঁপিল মনঃ প্রাণ ॥ ১৬৩
বৃন্দাবন যাইতে পুত্রেরে আজ্ঞা দিয়া।
দোঁহে সঙ্গোপন হৈলা প্রভু সোঙরিয়া ॥ ১৬৪
কতদিনে গোপাল গেলেন বৃন্দাবন।
রূপ-সনাতন-সঙ্গে হইল মিলন ॥ ১৬৫
অন্তর্যামী প্রভু নীলাচলে সেইক্ষণে।
জানিলেন গোপাল আইল বৃন্দাবনে ॥ ১৬৬
একদিন * মিশ্রগৃহ হইতে উল্লাসে।
চলিলেন গোপীনাথ-গদাধর পাশে ॥ ১৬৭
গদাধরের প্রতি গোরাচাঁদের যে ভাব।
অনেক সুকৃতি ফলে তাহা হয় লাভ ॥ ১৬৮

নিত্যানন্দ-গদাধর দোঁহার যে রীতি।
কহিতে তাহার লেশ কাহার শকতি ॥ ১৬৯ ॥
অদ্বৈতের সহ গদাধরের যে ক্রিয়া।
সে-সব শুনিতে কার না জুড়ায় হিয়া ॥ ১৭০ ॥
শ্রীবাস পণ্ডিত * শ্রীপণ্ডিত গদাধরে।
প্রাণের অধিক জানে গুণে সদা ঝুরে ॥ ১৭১ ॥
প্রভু-হরিদাস প্রভু-গদাধর-সনে।
যে আনন্দ হয় তাহা বলে কোন জনে ॥ ১৭২ ॥
পণ্ডিত শ্রীগদাধর * দাস গদাধরে।
কি অদ্ভুত প্রেম তাহা কে বুঝিতে পারে। ১৭৩ ॥
শ্রীগৌরসুন্দর গদাধরের জীবন।
গদাধর সঙ্গে রঙ্গ না হয় বর্ণন। ১৭৪ ॥
হেন গদাধরের আলয়ে প্রভু গিয়া।
বসিলেন ভক্তগনে বেষ্টিত হইয়া।
যে অপূর্ব শোভা তা।া কে পারে বর্নিতে।
ভাগ্যবন্ত লোকগণ দেখে চারিভিতে ॥ ১৭৬ ॥
সন্ন্যাসীর শিরোমণি প্রভু গৌররায়।
ভক্তগণ-প্রতি কহে মধুর ভাষায়। ১৭৭ ॥

---

* মিশ্রগৃহ-উড়িষ্যাধিপতি প্রতাপরুদ্রের

গুরু কাশীমিশ্রের গৃহ। শ্রীমন্মহাপ্রভু চব্বিশ বৎসর সন্ন্যাস আশ্রমের তৎকালীন অষ্টাদশ বর্ষ তাঁহার গৃহে অবস্থান করিয়া নিজ রস আস্বাদন উপলক্ষ্যে প্রভৃত প্রেমলীলা বৈভব প্রকাশ করেন। সেইস্থানকে বর্ত্তমানে গম্ভীরা বলা হয়। কাশীমিশ্রের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে কবি কর্ণপুর কৃত শ্রীগৌর গনোদেশ দীপিকা গ্রন্থের শ্লোকের বর্ণন—

মথুরায়াং পুরা যাসীৎ সরন্ধ্রী কৃষ্ণ বল্লভা। সাদ্য নীলাচলাবাসঃ কাশী মিশ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণের মথুরার পাট রানী কুব্জাই কাশীমিশ্র নামে আবির্ভূত হন।

* পণ্ডিত গদাধর—শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ পঞ্চতত্ত্বের অন্যতম ও প্রভুর শক্তি অবতার। চট্টগ্রামে মাধব মিশ্রেরপুত্র রূপে বৈশাখী অমাবস্যায় তাঁর আবির্ভাব, মাতা রত্নাবতী।

শ্রীরাধার বিলাস সত্ব, ললিতা, ও রুক্মিনীর মিলনে শ্রীগদাধর পণ্ডিতের আবির্ভাব। গদাধর পণ্ডিতের বংশ বিবরন যথা—কাশ্যপ গোত্রীয় সেসেন মুনি পুত্র ব্রহ্মন্য—দক্ষ—শান্তনু—পীতাম্বর—হিরন্যগর্ভ—ভূগর্ভ—বেদগর্ভ—জিগনি—স্বর্ণরেখ—সিন্ধু—গরুড়—ক্রতু—সর্ষন—ভল্লক—যোগেশ—পুণ্ডরীকাক্ষ—বিশ্বম্ভর—লক্ষীপতি—যাজ্ঞিক—উদয়ন আচার্য্য—পশুপতি—হগাই

বহুদিন ব্রজের সংবাদ না পাইয়া।
না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া ॥ ১৭৮
অবশ্য চাহিয়ে তথা পত্রী পাঠাইতে।
এত কহিতেই পত্রী আইল ব্রজ হৈতে ॥ ১৭৯ ॥
লিখিলেন পত্রীতে শ্রীরূপ সনাতন।
গোপাল ভট্টের বৃন্দাবন আগমন ॥ ১৮০
শুনি মহাপ্রভুর আনন্দ হইল অতি।
গোপালের কথা কিছু কহে সবা প্রতি ॥ ১৮১
দক্ষিন-ভ্রমণে অতি আনন্দ অন্তরে।
চারিমাস রহিনু বেঙ্কট্ট ভট্ট ঘরে ॥ ১৮২ ॥
গোপালভট্ট বেঙ্কট্টভট্টের নন্দন।
অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষন ॥ ১৮৩ ॥

পাইয়া পিতার আজ্ঞা গোপাল উল্লাসে।
করিল আমার সেবা অশেষ বিশেষে ॥ ১৮৪ ॥
পরম দয়ালু কৃষ্ণ তারে কৃপা কৈলা।
সেইত গোপালভট্ট বৃন্দাবনে আইলা ॥ ১৮৫ ॥
প্রাণের সমান মোর রূপ সনাতন।
তাহার গমনমাত্রে লিখিল॥ লিখন ॥ ১৮৬ ॥
শুনিয়া প্রভুর অতি মধুর বচন।
পরম আনন্দে পূর্ণ হৈলা ভক্তগণ ॥ ১৮৭
রূপ সনাতন গুণে প্রভু মগ্ন হৈয়া।
বৃন্দাবনে পত্রী পাঠায়েন যত্ন পাইয়া ॥ ১৮৮
লিখয়ে পত্রীতে প্রিয় রূপ সনাতনে।
পাইল আনন্দ গোপালের আগমনে ॥ ১৮৯ ॥

কানাই—বলাই—বিলাস আচার্য্য—মাধব আচার্য—বানীনাথ ও পণ্ডিত গদাধর। বানীনাথ পুত্র হৃদয়ানন্দ ও নয়নানন্দ। চট্টগ্রামের বেলেটি গ্রাম নিবাসী শ্রীমাধব মিশ্রনবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তথায় শ্রীগদাধর পণ্ডিতের জন্ম হয়। বাল্যে শ্রীগৌরাঙ্গ সহ একত্র অধ্যয়ন করেন। তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের সমবয়সী বলিয়া অনুমেত হয়। ব্রজেত্রে বাল্য খেলা অধ্যয়ন লীলা করেন।নবদ্বীপে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি আসিলে তাঁহার সমীপে দীক্ষাগ্রহন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে গৌরাঙ্গের সঙ্গে নীলাচলে গমন করিয়া যমেশ্বর টোটায় অবস্থান করতঃ শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা স্থাপন করেন। এখানে গদাধর পণ্ডিত মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের ভাগবত শ্রবন নিত্যানন্দ সহ ভোজন বিলাস কর্তৃক গদাধর লিখিত গীতাগ্রন্থে প্রভুর স্বহস্তে শ্লোক লিখন, ও প্রভুর অন্তর্দ্ধান লীলা সংঘটিত হয়। মহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীনিবাস আচার্য্য সহ মিলন ঘটে। তৎপরে বহুদিন প্রকট ছিলেন। গদাধর পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্র ও শিষ্য নয়নানন্দ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর স্বহস্ত লিখিত গীতাগ্রন্থ যাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বহস্ত লিখিত একটি শ্লোক বিরাজিত রহিয়াছে। সেই গ্রন্থ এবং সর্বদা পণ্ডিত গোস্বামীর গল দেশে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ যাহা মেয়ো কৃষ্ণ নামে খ্যাত এই বস্তুদ্বয় সঙ্গে লইয়া রাঢ়দেশের ভরত পুর নামক স্থানে শ্রীপাট স্থাপন করেন।

দাস গদাধর—২৪পরগনা জেলার আ ড়িয়াদহে তাঁহার শ্রীপাট। তাঁহার পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৫৪—১৫৫ শ্লোকের বর্ণন—

রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পরস্থিতা।
পূর্ণানন্দা ব্রজেযাসীদ্বলদেব প্রিয়াগ্রনীঃ।

সাপ্ত গৌরাঙ্গ নিকটে দাস বংশ গদাধর ॥
সাপি কার্য্য বশাদের প্রবিশওং গদাধরং।

শ্রীরাধিকার বিভূতিরূপা চন্দ্র কান্তি, বলদেবের প্রিয়াগ্রনী পূর্ণানন্দার মিলনে দাস গদাধরের আবির্ভাব, যারগৃহে প্রভু নিত্যানন্দ আগমন করিয়া তাঁহার সেবিত বাল গোপাল মূর্ত্তি লইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন আর তৎসঙ্গে মাধব ঘোষ দানকেলি লীলা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে কাটোয়ার শ্রীকেশব ভারতীর শ্রীপাটে অবস্থান করেন। তথায় তাঁহার সমাধি বিদ্যমান।

নিজ ভ্রাতা সম ভট্ট গোপালে জানিবে।
মধ্যে মধ্যে শুভ সমাচার পাঠাইবে ॥ ১৯০ ॥
যে যে গ্রন্থ বর্নিলা বর্নিবা যত আর।
অচিরে সে সব হবে সর্বত্র প্রচার ॥ ১৯১
গ্রন্থরত্ন বিতরণ করিবেন যেঁহ।
বুঝি কৃষ্ণ ইচ্ছায় প্রকট হইলা তেঁহ ॥ ১৯২
ঐছে পত্রী পরিধেয় বস্ত্রাদিক দিয়া।
শীঘ্র সে মনুষ্য পাঠাইলা হৃষ্ট হইয়া ॥ ১৯৩ ॥
তিঁহ বৃন্দাবনে গোস্বামীর পাশ গেলা।
শ্রীডোর কৌপীন বহির্বাস পত্রী দিলা ॥ ১৯৪ ॥
বৃন্দাবনে যে আনন্দ হইল সবার।
সে সকল বিস্তারি না পারি বর্নিবার ॥ ১৯৫
শ্রীরূপ সনাতন দুঁহু প্রেমময়।
শ্রীগোপালভট্টসহ অদ্ভুত প্রণয় ॥ ১৯৬
করিতে বৈষ্ণব স্মৃতি হৈল ভট্ট মনে।
সনাতন গোস্বামী জানিলা সেই ক্ষণে ॥ ১৯৭ ॥
গোপালের নামে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
করিল শ্রীহরিভক্তি বিলাস বর্ণন ॥ ১৯৮ ॥
শ্রীবিগ্রহের সেবা গোপালের ইচ্ছা হৈল।
শ্রীগোবিন্দ শ্রীরূপেরে স্বপ্নে আদেশিল ॥ ১৯৯
শ্রীরূপ গোস্বামী ভট্ট প্রানসম জানে।
শ্রীরাধারমন সেবা করাইলা তানে ॥ ২০০ ॥
এ-সব প্রসঙ্গ আগে হইবে বিস্তার।
গোপাল ভট্টের চেষ্টা অতি চমৎকার ॥ ২০১
লোকনাথ, ভূগর্ভ, পণ্ডিত কাশীশ্বর।
শ্রীপরমানন্দ কৃষ্ণদাস বিজ্ঞবর ॥২০২ ॥
এ সবার ঐছে প্রেম আচরন।
তাহা এক মুখে কিছু না হয় বর্নন ॥ ২০৩ ॥
বৃন্দাবনে সদা সনাতন রূপ সঙ্গে।
বিলসয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কথা-রঙ্গে ॥ ২০৪ ॥
সনাতন-প্রেমে পরিপূরিত অন্তর।
অপূর্ব শ্রীরূপসখ্যে সুখ নিরন্তর ॥ ২০৫ ॥
ভট্টের জীবন এক শ্রীরাধারমন।
সেবাবশে অত্যন্ত মগ্ন অনুক্ষণ ॥ ২০৬ ॥
সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করে আপনার গুনে।
যাঁরে দেখে সবার আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ ২০৭ ॥

তথাহি প্রাচীনৈরপ্যুক্তম—

সনাতন-প্রেম-পরিপ্লুতান্তরং
শ্রীরূপসখ্যেন বিলক্ষিতাখিলম।
নমামি রাধারমণৈক জীবনং
গোপালভট্টং ভজতামভীষ্টদম্ ॥ ২০৮ ॥

শ্রীগোপাল ভট্টের এ-সব বিবরন।
কেহ কিছু বর্ণে কেহ না করে বর্নন ॥ ২০৯ ॥
না বুঝিয়া মর্ম ইথে কুতর্ক যে করে।
অপরাধ বীজ তার হৃদয়ে সঞ্চারে ॥ ২১০ ॥
পরম রসিক পূর্ব পূর্ব কবিগণ।
বর্নিতে সমর্থ হৈয়া না করে বর্নন ॥ ২১১ ॥
পশ্চাতে বর্নিব করি মনে বিচারিয়া।
রাখয়ে সে সকলের সুখের লাগিয়া ॥ ২১২ ॥
প্রভুলীলা বর্নিল ঠাকুর বৃন্দাবন।
দাক্ষিন ভ্রমন আদি না কৈল বর্নন। ২১৩ ॥

সনাতনের প্রেমাপ্লুত হৃদয়, শ্রীরূপের সখ্য দ্বারা চেষ্টা মণ্ডিত, শ্রীরাধারমন যাঁহার প্রানধন, সেই সেবকগনের অভীষ্ট প্রদানকারী শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে ভজনা করি ॥ ২০৮ ॥

ব্যাসরূপ তিঁহো তাঁর কে বুঝে আশয়।
পশ্চাৎ বর্ণিবে বেদব্যাস হে কয়॥ ২১৪॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁরে দৈন্য করি।
দক্ষিণ-ভ্রমন আদি বর্ণিল বিস্তারি॥ ২১৫॥
রাখিলেন মধ্যে মধ্যে বর্ণন করিতে।
বর্ণিবে যে কবিগন তাঁহার নিমিত্ত॥ ২১৬॥
যৈছে ইষ্টদেব সুখে অন্নাদি ভুঞ্জিয়া।
পাত্রে অবশেষ রাখে শিষ্যের লাগিয়া॥ ২১৭
কবি-রীত এ কিন্তু বর্ণিতে নাহি অন্ত।
কুতর্ক ছাড়িয়া আস্বাদহ ভাগ্যবন্ত॥ ২১৮॥
প্রভু আর প্রভুভক্তগণের চরিত।
বিবিধ প্রকারে বর্ণে হৈয়া সাবহিত॥ ২১৯॥
ভক্ত ইচ্ছা প্রবল জানিয়া কবিগণ।
প্রভু ভক্তে সম্বোধিয়া করেন বর্ণন॥ ২২০॥
কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহা হৃষ্ট হৈয়া।
বর্ণিলেন গ্রন্থ অনেকের আজ্ঞা লৈয়া॥ ২২১॥
শ্রীগোপাল ভট্ট হৃষ্ট হৈয়া আজ্ঞা দিল।
গ্রন্থে নিজ প্রসঙ্গ বর্ণিতে নিষেধিল॥ ২২২॥
কেনে নিষেধিল ইহা কে বুঝিতে পারে।
নিরন্তর অতি দীন মানে আপনারে॥ ২২৩॥
কবিরাজ তাঁর আজ্ঞা নারে লঙ্ঘিবারে।
নাম-মাত্র লিখে অন্য না করে প্রচারে॥ ২২৪॥
* লোকনাথ গোস্বামীহ ঐছে আজ্ঞা কৈল।
প্রবীন বৈষ্ণব-মুখে এ-সব শুনিল॥ ২২৫॥
অন্থে অলক্ষ্যাতে কিছু করিল বর্ণন।
অতি অলৌকিক এ ভট্টের গুণগণ॥ ২২৬
বৃন্দাবনে ভট্টের যে বিস্তার বিলাস।
গ্রন্থের বাহুল্যে এথা না কৈনু প্রকাশ॥ ২২৭॥

---

* শ্রীলোকনাথ গোস্বামী—যশোহর জেলার তালখড়ি গ্রামে ১৪০৫ শকাব্দে (১৪৮৩) তাঁহার আবির্ভাব পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী, মাতা শ্রীসীতা দেবী।

কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে আনীত ব্রাহ্মণ পাঞ্চমের অন্যতন শ্রীহর্ষ ভরদ্বাজ গোত্রীয় ছিলেন। এই শ্রীহর্ষের বংশধরই লোকনাথ প্রভু। বংশ বিবরন যথা—শ্রীহর্ষ—শ্রীগর্ভ—শ্রীনিবাস—মেধাতিথি—আবর—ত্রিবিক্রম—শ্রীকাঁক—শ্রীবাঁধু—প্রানেশ্বর—মাধবাচার্য্য (পৌত্র হইল উৎসাহ ও গরুড়)—উৎসাহ (আহিত ও অভ্যাগত)—আহিত—উদ্ধর—শিরোভূষন পুত্র নৃসিংহ ওঝা, রাম (ফুলিয়া), স্থাকর ও দিবাকর (কাচনা পাড়া)। নৃসিংহ ওঝা—গর্ভেশ্বর—মুরারি ওঝা—বনমালী—কীর্ত্তিবাস পণ্ডিত (বাংলা পদ্যে রামায়ন রচয়িতা)—দিবাকর—সারঙ্গ—ধর্ম পুরুষোত্তম—জগন্নাথ—গোবিন্দ—পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তীর পুত্র ভবনাথ, পূর্ণানন্দ বা প্রগলভ, লোকনাথ গোস্বামী ও রঘুনাথ। লোকনাথ গোস্বামীর পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৮৭ শ্লোকের বর্ণন—

"লোক নাথাখ্য গোস্বামী শ্রীলীলামঞ্জরী পুরা॥

ঠাকুর নরোত্তমের প্রার্থনার বর্ণনে লোকনাথ গোস্বামীকে মঞ্জুনালী সখী বলিয়াছেন।

শ্রীরূপ মঞ্জরী তবে দোঁহ বাক্য শুনি মঞ্জুনালী দিল মোরে এই দাসী আনি।

লোকনাথ গোস্বামী পিতামহ নবদ্বীপে বাস করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ সহ একত্রে অধ্যয়নাদি করেন। এবং অদ্বৈত প্রভুর চরনাশ্রয় করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের পূর্বে ভূগর্ভ সহ বৃন্দাবনে গিয়া অবস্থান করেন শ্রীরাধা বিনোদ সেবা স্থাপন করেন। প্রভু নিত্যানন্দের প্রকাশ মূর্ত্তি ঠাকুর নরোত্তম তাঁহার শিষ্য॥

করিলেন কৃষ্ণকর্ণামৃতের টিপ্পনী।
বৈষ্ণবের পরম আনন্দ যাহা শুনি ॥ ২২৮ ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট শুদ্ধভক্তিপথে আর্য্য।
তিলে তিলে করে অলৌকিক সব কার্য ॥ ২২৯ ॥
কতদিনে তথাই মিলিলা শ্রীনিবাস।
অনুগ্রহ করি, ভট্ট পুরাইল আশ ॥ ২৩০ ॥
শ্রীনিবাস শিষ্য হৈয়া প্রভুর আদেশে।
ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশিলা আসি গৌড়দেশে ॥ ২৩১ ॥
শ্রীরূপাদি দ্বারা প্রভু শাস্ত্র প্রকাশিলা।
গ্রন্থ প্রকাশিতে শ্রীনিবাসে শক্তি দিলা ॥ ২৩২
আচার্য অভিন্ন শ্রীঠাকুর মহাশয়।
নিজকৃত শ্লোকে ব্যক্ত কৈল শক্তিদ্বয় ॥ ২৩৩ ॥

তথাহি— শ্রীঠাকুরমহাশয়কৃতঃ শ্লোকঃ—

শ্রীরূপপ্রমুখৈকশক্তি-কতমেনাবিকরোতি প্রভু
গ্রন্থোহয়ং বিতনোতি শক্তিপরয় শ্রীশ্রীনিবাসাখ্যয়া
যে শক্তী প্রকটীকৃতে করুণয়া ক্ষৌণীতলে যেন স
শ্রীচৈতন্যদয়ানিধির্মম কদা দৃগ গোচরং যাস্যতি
শ্রীনিবাস আচার্য শাস্ত্রজ্ঞ শিরোমনি ॥ ২৩৪
ভক্তিশাস্ত্র প্রচারি অবনি কৈল ধনী ॥ ২৩৫॥
করিল অনেক শিষ্য প্রভু-ইচ্ছামতে।
রামচন্দ্র-গোকুলাদি বিদিত জগতে ॥ ২৩৬ ॥
রামচন্দ্র শ্রীগোকুলানন্দ প্রেমালয়।
প্রসঙ্গে জানাই এথা কিছু পরিচয় ॥ ২৩৭ ॥
রামচন্দ্র গোবিন্দ এ দুই সহোদর।
পিতা চিরঞ্জীব মাতামহ দামোদর ॥ ২৩৮
দামোদর সেনের নিবাস শ্রীখণ্ডেতে।
যেঁহ মহাকবি নাম বিদিত জগতে ॥ ২৩৯

তথাহি-শ্রীগোবিন্দকবিরাজকৃত শ্রীসঙ্গীতমাধব নাটকে

পাতালে বাসুকির্স্বর্গেবক্তা বৃহস্পতিঃ।
গৌড়ে গোবর্দ্ধনো দাতা খণ্ডে দামোদরঃ কবিঃ ॥২৪০
দামোদর কবি মহাযুক্তিপরায়ণ।
কোনরূপে লঙ্ঘিতে নারয়ে কোন জন ॥ ২৪১ ॥
এক দিগিজয়ী অল্পে পরাভব হৈয়া।
অপুত্রক হও শাপ দিল দুঃখ পাঞা। ২৪২
দামোদর প্রসন্ন করিল নানা মতে।
তেঁহ কহে হবে কন্যা ধন্যা সে জগতে ২৪৩
জন্মিবে তাহার গর্ভে পুত্র-রত্নদ্বয়।
সে দুঁহা প্রভাবে হবে অমঙ্গল ক্ষয়। ২৪৪
বিপ্রবরে সুনন্দা নামেতে হৈল কন্যা।
দিনে দিনে বাড়ে মহারূপ গুনে ধন্যা। ২৪৫
খণ্ডবাসী নারীগন সবে প্রশংসয়।
হইল বিবাহযোগ্যা পাত্র অন্বেষয় ২৪৬
দামোদর কবিরাজ মহাভাগ্যবান।
চিরঞ্জীব সেনে কৈল কন্যা সম্প্রদান ২৪৭

আপনি শ্রীরূপ গোস্বামী আদি মুখ্য শক্তি দ্বারা প্রনয়ন,শ্রীনিবাস আচার্য নামক অন্য শক্তি দ্বারা ভক্তি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন করুনাবশতঃ উক্ত দুই শক্তি যিনি পৃথিবীতে প্রকাশ করিয়াছেন সেই দয়ার সাগর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কবে আমার দৃষ্টি গোচর হইবেন ॥ ২৩৪ ॥

যে রূপ পাতালে বাসুকীবক্তা, স্বর্গে বৃহস্পতি বক্তা, গৌড়দেশে দাতা গোবর্দ্ধন, সেই রূপ শ্রীখণ্ডেতে দামোদরই অদ্বিতীয় কবি ॥ ২৪০ ॥

গ্রন্থের বাহুল্য ভয় উপাজয়ে চিত্তে।
বিবাহ কৌতুক তেঞি নারি বিস্তারিতে। ২৪৮॥
ভাগীরথীতীরে গ্রাম কুমারনগর।
অনেক বৈষ্ণব তথা বসতি সুন্দর। ২৪৯
সেই গ্রামে চিরঞ্জীবসেনের বসতি।
বিবাহ করিয়া খণ্ডে করিলেন স্থিতি ২৫০
কি কহিব চিরঞ্জীব সেনের আখ্যান।
খণ্ডবাসী সবে জানে প্রাণের সমান॥ ২৫১
শ্রীচৈতন্যপ্রভুর পার্ষদ বিজ্ঞবর।
নিরন্তর সঙ্কীর্তনে উন্মত্ত অন্তর ॥২৫২
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব বিদিত সর্ব্বত্র।
দীনহীনে কৈল যেঁহ ভক্তিরস পাত্র॥২৫৩
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে প্রভুর মিলনে।
বর্ণিলেন খণ্ডবাসী চিরঞ্জীবসেনে ॥২৫৪
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (মধ্যে ১১/৯২)
মুকুন্দদাস নরহরি শ্রীরঘুনন্দন।
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব আর সুলোচন ॥২৫৫
চিরঞ্জীবসেন মহাবিজ্ঞ সর্ব্বমতে।
খণ্ড বিলসয়ে নিজ-পত্নীর সহিতে ॥২৫৬
অরুন্ধতীসম পতিব্রতা পত্নী তাঁর।
পরম-সুশীলা অলৌকিক-চেষ্টা যার॥ ২৫৭
যৈছে পিতামাতা তৈছে পুত্র রামচন্দ্র।
রামচন্দ্র জন্মি জন্মাইল মহানন্দ ॥২৫৮
শিশুকাল হৈতে চেষ্টা অতি মনোহর।
স্ত্রী পুরুষ সবে দেখে প্রাণের সোসর ॥২৫৯
মহাতেজোময় মূর্তি সৌন্দর্যে মদন।
অল্পকালে বহু বিদ্যা কৈল উপার্জন ॥২৬০
রামচন্দ্রে দেখি বিজ্ঞলোকে বিচারয়।
দেবতার অংশ এ অন্যথা কভু নয় ॥২৬১
বৈদ্যকুলে প্রকট হইল ইচ্ছামতে।
মনুষ্যের ভ্রমে কেহ না পারে চিনিতে॥২৬২
বৈষ্ণবের গণ বহু করে অনুভব।
এ বৈষ্ণব হৈলে হ'বে অনেক বৈষ্ণব ॥২৬৩
এইরূপ নানা কথা নানা জনে কয়।
রামচন্দ্র সেন সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥২৬৪
শ্রীনিবাসাচার্য তাঁরে যৈছে শিষ্য কৈল।
সে অতি বিস্তার এথা বর্ণিতে নারিল ॥২৬৫
কবিরাজ খ্যাতি হইল শ্রীবৃন্দাবনেতে।
ইহা বিস্তারিয়া কহিতে এথাতে ॥২৬৬
শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য প্রেমরাশি।
শ্রীজীবগোস্বামী আদি বৃন্দাবনবাসী ॥ ২৬৭
সবে তাঁর কৃত কাব্য শুনি তার মুখে।
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিল মহাসুখে ॥২৬৮
রামচন্দ্র কবিরাজ সর্বগুণময় ॥
যাঁর অভিন্নাত্মা নরোত্তম মহাশয় ॥২৬৯

তথাহি শ্রীসঙ্গীতমাধব নাটকে—
স্বর্ধুন্যাতীরভূমৌ সরজনিনগরে গৌড়ভূপাধিপাত্রা
দ্ব্রাহ্মণ্যাদ্বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ
যঃ রামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ সুনন্দাভিধায়াং
সোহয়ং শ্রীমান্নরাখ্যে স হি কবিনৃপতি সমাগাসী-
দভিন্নঃ ॥২৭০

গঙ্গা তীরে সরজনি নগরে গৌড় রাজের আমত্য, দ্বিজভক্ত বিষ্ণুভক্ত সর্বজন পরিচিত চিরজীব সেন পিতা ও সুনন্দা মাতার জাত রামচন্দ্র নামক পরম রূপবান মহাজন, যিনি কবি নৃপতি নরোত্তমের সহিত সর্বতোভাবে একাত্মা ছিলেন ॥ ২৭০ ॥

রামচন্দ্র নরোত্তম দোঁহার যে রীত।
আগে জানাইব এথা কহি যে কিঞ্চিত ॥২৭১
তনু মনঃ প্রান-নাম একই দোঁহার।
কবিরাজ নরোত্তম নাম এ প্রচার ॥২৭২
নরোত্তম কবিরাজ কহে সর্বজন।
কথাদ্বয় মাত্র যৈছে নর নারায়ন ॥২৭৩
রামচন্দ্র নরোত্তম বিদিত জগতে।
হৈল যুগল নাম সবে সুখ দিতে ॥২৭৪
দোঁহে সর্ব শাস্ত্রেতে পরম বিচক্ষণ।
অনায়াসে কৈল মহাপাষণ্ড খণ্ডন ॥২৭৫
শুদ্ধভক্তি-প্রদানে নিপুন নিরন্তর।
অনন্য-রসিক সর্বমতে বিজ্ঞবর ॥২৭৬
তথাহি তত্রৈব—
যৌ শশ্বদ্ভগবৎপরায়ণপরৌ সংসারপারায়ণৌ
সম্যক্ সাত্বততন্ত্রবাদপরমৌ নিঃশেষসিদ্ধান্তগৌ।
শশ্বদ্ভক্তিরসপ্রধানরসিকৌ পাষণ্ডষণ্ডন্মণ্ডলা-
বচ্ছোচ্ছপ্রিয়তাভরেণ যুগলী ভূতাবিমৌ তৌ নুমঃ
॥ ২৭৭
শ্রীনরোত্তম ক্রিয়া কহিতে কি পারি।
সর্বতীর্থদর্শী আকুমার ব্রহ্মচারী ॥ ২৭৮
তত্রৈব—
আকুমার ব্রহ্মচারী সর্বতীর্থ দর্শী।
পরমভাগবতোত্তমঃ শ্রীল-নরোত্তমদাসঃ ॥ ২৭৯
যৈছে সে প্রভাব তাহা কেবা নাহি জানে।
যাঁর জন্ম কৃষ্ণচৈতন্যের আকর্ষণে ॥ ২৮০
মাঘী পূর্ণিমায় জন্মিলেন নরোত্তম।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হইলেন চন্দ্রসম ॥ ২৮১
সর্বপ্রকারেতে গৃহে হৈলা প্রবীণ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য গুনে মগ্ন রাত্রি দিন ॥ ২৮২
প্রেমভক্তিময়-মূর্তি প্রভুর ইচ্ছাতে।
মহারাজ বিষয় না ভায় কিছু চিতে ॥২৮৩
অল্পকালে এই চিন্তা করে রাত্রিদিন।
কিরূপে ছাড়িব গৃহ হব উদাসীন ॥ ২৮৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতগণে।
করয়ে বিজ্ঞপ্তি-অশ্রু ঝরে দু' নয়নে ॥ ২৮৫
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু গণসহ দেখা দিয়া।
প্রিয় নরোত্তমে স্থির করিল প্রবোধিয়া ॥ ২৮৬
অকস্মাৎ গৌড়রাজ মনুষ্য আইল।
গৌড়ে রাজস্থানে পিতা পিতৃব্য চলিল ॥ ২৮৭
এই অবসরে রক্ষকেরে প্রতারিলা।
প্রকারে মায়ের স্থানে বিদায় হৈলা ॥ ২৮৮
অতি সুচরিতা মাতা নাম নারায়ণী।
পুত্রগতপ্রান, চেষ্টা কহিতে কি জানি ॥ ২৮৯
স্বচ্ছন্দে আছেন মাতা পুত্রের পালনে।
পুত্র যে ছাড়িবে ঘর ইহা নাহি জানে ॥ ২৯০
এথা নরোত্তম অতি সঙ্গোপন হৈয়া।
করিলেন যাত্রা প্রভু-চরণ চিন্তিয়া ॥ ২৯১ ॥
কিবা নব্য যৌবন সে পরমসুন্দর।
কার্তিক-পূর্ণিমা দিনে ছাড়িলেন ঘর ॥ ২৯২

ভগবদ্ভক্তি পরায়ন গনের প্রিয় সংসার বন্ধন মুক্তকারী, সম্যকভাবে সাত্বত শাস্ত্র বিষয়ে নিপুন, সুসিদ্ধান্ত পরায় শুদ্ধাভক্তি প্রদানে তৎপর-পাষণ্ডগনের প্রান হারী-সেই পরস্পরের প্রেমাধিক্যে যুগল রূপে প্রতিভাত সেই রামচন্দ্র ও প্রভু নরোত্তমকে বন্দনা করি ॥ ২৭৭ ॥

শ্রীল নরোত্তমদাস আকুমার ব্রহ্মচারী সর্ব তীর্থদর্শী ও পরম ভাগবতোত্তম ছিলেন ॥ ২৭৯ ॥

ভ্রমিয়া অনেক তীর্থ বৃন্দাবনে গেলা।
লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে শিষ্য হৈলা ॥ ২৯৩ ॥
শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী শুভক্ষণে।
করিলেন শিষ্য লোকনাথ নরোত্তমে ॥ ২৯৪ ॥
শ্রীলোকনাথের অতি অদ্ভুত চরিত।
প্রসঙ্গ পাইয়া এথা কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥ ২৯৫ ॥
যশোহর-দেশেতে তালখেড়া-স্থিতি।
মাতা সীতা, পিতা পদ্মনাভ চক্রবর্ত্তী ॥ ২৯৬ ॥
তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্,—
শ্রীমদ্রাধা বিনোদৈক সেবাসম্পৎ-সমন্বিতম্।
পদ্মনাভত্মজং শ্রীমল্লোকনাথ প্রভুং ভজে ॥ ২৯৭
পদ্মনাভ প্রভু অদ্বৈতের প্রিয় অতি।
লোকনাথ হেন বৃদ্ধ বিপ্রের সন্ততি ॥ ২৯৮ ॥
লোকনাথ গৃহে সদা রহয়ে উদাস।
সর্ব ত্যাগি' নবদ্বীপে আইলা প্রভু-পাশ ॥ ২৯৯
প্রভু-গৌরচন্দ্র অতি অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবনে যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিল ॥ ৩০০
ঐছে আজ্ঞা হৈথে আছে প্রয়োজন।
প্রভু করিবেন শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহন ॥ ৩০১
সন্ন্যাসী হইয়া যাইবেন বৃন্দাবনে।
এই হেতু আগে পাঠাইতে ইচ্ছা মনে ॥ ৩০২
লোকনাথ বুঝিলেন এসব আভাস।
দুই এক দিনে প্রভু করিবে সন্ন্যাস ॥ ৩০৩ ॥
শ্রীচাচর কেশের হইবে অদর্শন।
ইথে প্রান কিরূপে ধরিবে প্রিয়গণ ॥ ৩০৪
ঐছে বহু চিন্তামাত্রে ব্যাকুল হৈল।
কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুপদে প্রণমিল ॥ ৩০৫

অন্তর্যামী প্রভু লোকনাথে আলিঙ্গিয়া।
করিলেন বিদায় গোপনে প্রবোধিয়া ॥ ৩০৬
লোকনাথ প্রভুপদে আত্ম সমর্পিল।
প্রভু-গনে প্রনমিয়া গমন করিল ॥ ৩০৭
দুঃখী হৈয়া কৈল বহু তীর্থ-পর্যটন
কতদিন পরেতে গেলেন বৃন্দাবন
এথা ভক্তাধীন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া।
নীলাচল চন্দ্রে দেখে নীলাচল গিয়া ॥ ৩০৯
তথা হৈতে গেলা প্রভু দক্ষিন-ভ্রমনে।
তাহা শুনি' লোকনাথ চলিলা দক্ষিনে ॥ ৩১০
দক্ষিন হৈয়া প্রভু আইলা বৃন্দাবন।
লোকনাথ শুনি ব্রজে করিলা গমন ॥ ৩১১
প্রভু বৃন্দাবন হৈয়া প্রয়াগে চলিলা।
লোকনাথ ব্রজে আসি' ব্যাকুল হৈল ॥ ৩১২
প্রভাতে প্রয়াগ যাত্রা করিব এ মনে।
স্বপ্নে প্রভু প্রবোধি' রাখিলা বৃন্দাবনে ॥ ৩১৩
লোকনাথ প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
অজ্ঞাতরূপেতে ব্রজবনে বাস কৈল ॥৩১৪
কতদিন পরে রূপ-সনাতন সনে।
হইল মিলন কি আনন্দ বৃন্দাবনে ॥ ৩১৫
শ্রীগোপালভট্ট আদি প্রভুগন যত।
সবা সহ যৈছে স্নেহ কে কহিবে কত ॥ ৩১৬
ভূগর্ভেতে স্নেহ যৈছে জগতে প্রচার।
লোকনাথ সহ দেহ ভিন্ন মাত্র তাঁর ॥ ৩১৭
প্রভু লোকনাথ সর্বপ্রকারে প্রবীণ।
শ্রীমদ্ গোবিন্দ দি-সেবা কৈল কতদিন ॥ ৩১৮ ॥

শ্রীমদ রাধা বিনোদ দেবের ঐকান্তিক সেবা পরায়ন পদ্মনাভের পুত্র শ্রীমৎ লোকনাথ প্রভুকে বন্দনা করি ॥ ২৯৭ ॥

প্রেমেতে বিহ্বল সদা বৈরাগ্যের সীমা।
ভুবনে প্রচার যাঁর অদ্ভুত মহিমা ॥ ৩১৯ ॥
হরিভক্তিবিলাসে গোসাঞি সনাতন।
মঙ্গলাচরণে কৈল যে নাম-গ্রহন ॥ ৩২০
তথাহি—
কাশীশ্বরঃ কৃষ্ণবনে চকাস্তু।
শ্রীকৃষ্ণদাশ্চ সলোকনাথঃ ॥৩২১
শ্রীবৈষ্ণবতোষণী-গ্রন্থের প্রথ মতে।
যে নাম গ্রহন কৈল মঙ্গল নিমিত্তে ॥ ৩২২
তথাহি—
বৃন্দাবনপ্রিয়ান্ বন্দে শ্রীগোবিন্দপদাশ্রিতান্।
শ্রীমৎকাশীশ্বরং লোকনাথম্ শ্রীকৃষ্ণদাসকম্ ॥ ৩২৩
লোকনাথ ব্রজে সদা ভ্রমন করিয়া।
কৃষ্ণলীলাস্থান দেখি আনন্দিত হৈয়া ॥ ৩২৪
ছত্রবনপার্শ্বে উমরাও নামে গ্রাম।
তথা শ্রীকিশোরীকুণ্ড-শোভা অনুপম ॥ ৩২৫
সেই স্থানে কতদিন রহেন নির্জনে।
করিব বিগ্রহসেবা এই চেষ্টা মনে ॥ ৩২৬
জানিলেন প্রভু লোকনাথ উৎকণ্ঠিত।
অন্তরূপে বিগ্রহ লইয়া উপস্থিত ॥ ৩২৭
রাধাবিনোদ নাম কহি সমর্পিলা।
সেইক্ষনে তেঁহ তথা অদর্শন হৈলা ॥ ৩২৮
লোকনাথ গোসাঞি চিন্তয়ে মনে মনে।
কে হেন বিগ্রহ দিয়া গেল কোন্ স্থানে। ৩২৯
চিন্তায় ব্যাকুল লোকনাথে নিরখিয়া।
শ্রীরাধাবিনোদ তথা কহেন হাসিয়া ॥ ৩৩০
এই উমরাও-গ্রামে বিপিনে বসতি।
এই যে কিশোরীকুণ্ড এথা মোর স্থিতি ॥ ৩৩১
তোমার উৎকণ্ঠা দেখি ব্যাকুল হৈল।
কে মোরে আনিবে মুঞি আপনি আইল ।৩৩২
শীঘ্র করি মোর কিছু করাও ভক্ষণ।
শুনি প্রেমধারা নেত্র বহে অনুক্ষণ ॥৩৩৩
মহাসুখ শীঘ্র পাক করি ভুঞ্জাইল।
পুষ্পশয্যা রচিয়া শয়ন করাইল। ৩৩৪
পল্লবে বাতাস করিলেন কতক্ষণ।
মনের আনন্দে কৈল পাদ-সম্বাহন ॥ ৩৩৫
তনু-মনঃ প্রাণ প্রভু-পদে সমর্পিলা।
সে রূপ-মাধুর্যামৃত পানে মগ্ন হৈলা ॥ ৩৩৬
শীঘ্র করি এক ঝোলা নির্মাণ করিল।
রাধাবিনোদের যেন মন্দির হৈল ॥ ৩৩৭
পরম অদ্ভুতরূপে ঝোলা হৈল আলা।
অনুক্ষন বক্ষে রাখে দেন কণ্ঠমালা। ৩৩৮
গ্রামবাসী কুটীর করিয়া দিতে চায়।
বৃক্ষমূল বিনা লোকনাথের নাহি ভায়। ৩৩৯
পরম বিরক্ত স্ব-নির্বাহ যাতে হয়।
তাহা সে গ্রহনক্রিয়া অন্যে কি বুঝয় ॥ ৩৪০
কতদিন রহি কুণ্ডে আইলা বৃন্দাবন।
রাখিলা গোস্বামী সবে করিয়া যতন ॥ ৩৪১
কতদিন পরম আনন্দে গোঙাইল।
তারপর বিচ্ছেদাগ্নি জ্বালায় ব্যাপিল ॥ ৩৪২
সনাতন রূপ আদি হৈলা অদর্শন।
তাহাতে যে দশা তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৩৪৩

শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী, প্রভু লোকনাথ সহশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরাজিত থাকুন ॥ ৩২০ ॥
বৃন্দাবনেশ্বর শ্রীগোবিন্দ দেবের চরনাশ্রিত শ্রীমৎ কাশীশ্বর পণ্ডিত লোকনাথ প্রভু ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীকে বন্দনা করি ॥ ৩২৩ ॥

সনাতন রূপ শুনে কান্দে দিবারাতি।
প্রভুর ইচ্ছাতে দেহে জীবনের স্থিতি ॥ ৩৪৪
হেনই সময়ে নরোত্তম তথা গিয়া।
গুরুসেবা যথোচিত কৈল হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৪৫
সেবায় প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিল।
নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল ॥ ৩৪৬
শ্রীগোপালভট্ট আদি যত দ্বিজবর।
নরোত্তমে জানে সবে প্রাণের সোসর ॥ ৩৪৭
তথা শ্রীঠাকুর মহাশয় নাম হৈল।
জীবের স্নেহ যত বর্ণিতে নারিল ॥ ৩৪৮
শ্রীনিবাস আচার্য মিলিলা সেই ঠাঞি।
তেঁহ যত সুখ পাইল তার অন্ত নাই ॥৩৪৯
শ্যামানন্দসহ তথা হৈল মিলন।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ এথা তাঁর বিবরণ ॥ ৩৫০
দণ্ডেশ্বর-গ্রামে বাস সর্বাংশে প্রবল।
মাতা শ্রীদুরিকা, পিতা শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল ॥ ৩৫১
সদগোপকুলেতে শ্রেষ্ঠ অতি সুচরিত।
কৃষ্ণ সে সর্বস্ব তাঁর ভক্তে অতি প্রীত ॥ ৩৫১
শ্রীকৃষ্ণমণ্ডল দুরিকার গুণগণ।
গ্রন্থের বাহুল্য-ভয়ে না হয় বর্ণন ॥ ৩৫৩
ধারেন্দা-বাহাদুরপুরেতে পূর্বস্থিতি
শিষ্ট লোক কহে শ্যামানন্দ-জন্ম তথি ॥ ৩৫৪
কোন মতে মণ্ডলের নাহি প্রতিবন্ধ।
পুত্র কন্যা গত হৈল শ্যামানন্দ ॥ ৩৫৫
জন্মিলেন শ্যামানন্দ অতি শুভক্ষণে।
যে দেখে বারেক তাঁর মহানন্দ মনে। ৩৫৬
পুত্র তেজ দেখি কৃষ্ণ কহয়ে পত্নীরে।
করহ যতন যদি কৃষ্ণ রক্ষা করে ॥ ৩৫৭
গ্রামবাসী স্ত্রীগন কহয়ে বারবার।
এখন দুঃখিয়া নাম রহুক ইহার ॥ ৩৫৮
মাতা পিতা দুঃখসহ পালন করিল।
এই হেতু দুঃখী নাম প্রথমে হৈল ॥ ৩৫৯
শ্রীঅন্নপ্রাশন চূড়াকরণ সময়।
যে সুখ হৈল তাহা কহিলে না হয় ॥ ৩৬০
কখন না যায় অন্য বালকের মেলে।
ব্যাকরন আদি পাঠ হৈল অল্পকালে ॥ ৩৬১
দিনে দিনে বাড়ে দেখি সবার উল্লাস।
পরম অদ্ভুত চেষ্টা হৈল প্রকাশ ॥ ৩৬২
গৌর নিত্যানন্দগনের চরিত।
বৈষ্ণবের মুখে শুনে হৈয়া সাবহিত ॥ ৩৬৩
নিরন্তর সেইগুন করয়ে কীর্তন।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দুনয়ন ॥ ৩৬৪
সদা রাধাকৃষ্ণলীলামৃত করে পান।
পিতা মাতা সেবায় অত্যন্ত সাবধান ॥ ৩৬৫
পিতা মাতা পুত্র যোগ্য দেখিয়া কহয়।
কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লহ যথা মনে লয় ॥ ৩৬৬
শুনিয়া দোঁহার বাক্য কহে যোড়হাতে।
মোর প্রভু হৃদয়চৈতন্য অম্বিকাতে ॥৩৬৭
প্রভু গৌরীদাস পণ্ডিতের শাখা তেঁহ।
কৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রিয় যেঁহ ॥৩৬৮
তাঁর গৃহে সাক্ষাৎ বিহরে দুই ভাই।
তথ শিষ্য হই গিয়া যদি আজ্ঞা পাই ॥৩৬৯
যদি কহ দূরদেশে যাইবে কেমনে।
তাতে এক যুক্তি মুই বিচারিনু মনে ॥৩৭০
দেশবাসী লোক বহু গঙ্গাস্নানে চলে।
কোনই সন্দেহ নাই এই সঙ্গে গেলে ॥৩৭১
মোরে আজ্ঞা দেহ দোঁহে হইয়া সদয়।
মোর যত অভিলাষ যেন সিদ্ধি হয় ॥৩৭২
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আনন্দ পাইল।
প্রভু ইচ্ছামতে পুত্রে অনুমতি দিল ॥৩৭৩

বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকা-নগরে।
শ্রীহৃদয় চৈতন্য দেখিয়া হৃষ্ট তাঁরে ॥৩৭৪
জিজ্ঞাসিলা কি নাম অইলা কি কারণে।
শুনি নিবেদিল সব প্রভুর চরণে ॥৩৭৫
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের দয়া উপজিল।
দুঃখী নাম পূর্বে কৃষ্ণদাস নাম থুইল ॥৩৭৬
শ্যামানন্দ নাম ব্যক্ত হ'বে বৃন্দাবনে।
জানাইল ভঙ্গিতে জানিল বিজ্ঞগণে ॥৩৭৭
দুঃখী কৃষ্ণদাস নাম হৈল বিদিত
নিজ-ইষ্ট-সেবায় হৈল নিয়োজিত ॥৩৭৮
শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর প্রেমময়।
সেবায় হৈলা মহা প্রসন্ন হৃদয় ॥৩৭৯
শিষ্য করি প্রভুপদে কৈল সমার্পন।
শ্রীশ্যামানন্দের হৈল বাঞ্ছিত পূরণ ॥৩৮০

তথাহি শ্যামানন্দশতকে—

যং লোকা ভুবি কীর্তয়ন্তি হৃদয়ানন্দস্য শিষ্যং প্রিয়ং
সখ্যে সুবলস্য যং ভগবতঃ প্রেষ্ঠানুশিষ্যং তথা।
স শ্রীমান রসিকেন্দ্রমস্তকমণিশ্চিত্তে মমাহর্নিশং
শ্রীরাধাপ্রিয়-নর্মমর্মসু রুচিং সম্পাদয়ন্ ভাসতাম্ ॥৩৮১

শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি কিছুদিনে।
আজ্ঞাদিল শীঘ্র করি যাহ বৃন্দাবনে ॥ ৩৮২
শুনি বাক্য ব্যাকুল হইয়া নিবেদয়।
নিকটে থাকিয়া প্রভু এই আজ্ঞা হয় ॥৩৮৩
হৃদয়চৈতন্য পুনঃ করি আলিঙ্গন।
প্রেমাবিষ্ট হঞা কহে যাহ বৃন্দাবন ॥৩৮৪
দুঃখী কৃষ্ণদাস বহু ক্রন্দন করিয়া।
হইলা বিদায় প্রভু-পদে প্রণমিয়া ॥৩৮৫
প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্যের দরশনে।
উথলিল প্রেম অশ্রু ধারা দু নয়নে ॥৩৮৬
করিয়া বিলাপ বহু ভূমে প্রণমিল।
প্রভু পরিকর স্থানে বিদায় হৈল ॥৩৮৭
নবদ্বীপ আদি স্থান করিলা দর্শন ॥
সর্বত্র মাগিল প্রেমভক্তি মহাধন ॥৩৮৮
শ্রীগৌড়মণ্ডল বলি করয়ে ফুৎকার ॥
মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার ॥৩৮৯
নিত্যানন্দাদ্বৈত চৈতন্যের পরিকর।
লইতে সে-সব নাম কান্দে নিরন্তর ॥৩৯০
প্রভুকে প্রার্থনা পুনঃ করে বারে বারে।
শ্রীগৌড়মণ্ডল কৃপা করুন আমারে ॥৩৯১
মহান্তের মনোবৃত্তি বুঝে কোন জন।
প্রসঙ্গে কহিয়ে গৌড় প্রার্থনা কারণ ॥৩৯২
শ্রীগৌড়মণ্ডল চিন্তামণি সবে কয়।
শ্রীগৌড়কৃপা হৈতে সর্ববাঞ্ছা সিদ্ধি হয় ॥৩৯৩

তথাহিগীতে ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা)—

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যা'র ধন-সম্পদ
সে জানে ভকতি-রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যা'র কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তাঁর ॥৩৯৪
যে গৌরাঙ্গের নাম লয় তাঁর হয় প্রেমোদয়
তাঁরে মুঞি যাও বলিহারি।

তাঁহাকে সকলে হৃদয়ানন্দ ঠাকুরের শিষ্য বলিয়া থাকেন সুবল সখার অনুগত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের প্রিয়জনের অনুশিষ্য। সেই রসিকেন্দ্র চূড়ামনি প্রভু শ্যামানন্দ শ্রীরাধা মাধবের অন্তরঙ্গ লীলাবিলাস সেবায় অনুরাগ উৎপত্তি করাইয়া আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা বিরাজমান থাকুন ॥ ৩৮১

গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে নিত্যলীলা তাঁরে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী ।৩৯৫
গৌরাঙ্গের সঙ্গিগণে নিত্যসিদ্ধ করি জানে
সে যায় ব্রজেন্দ্রসুতপাশ ॥ ৩৯৬
শ্রীগৌরমণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামণি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস ।৩৯৬
গৌর-প্রেম-রসার্ণবে সে তরঙ্গে যেবা ডুবে
সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ ।
গৃহে বা বনেতে থাকে হা গৌরাঙ্গ বলি ডাকে
নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ ॥৩৯৭
ঐছে বহু মহান্ত গৌড়ের গুণ গায় ।
শ্যামানন্দ গৌড়ভূমি সতত ধেয়ায় ॥৩৯৮
প্রভু আজ্ঞামতে অতি উৎকণ্ঠিত মন ।
বহুতীর্থ দেখি শীঘ্র গেল বৃন্দাবন ।৩৯৯
বৃন্দাবনে গিয়া করে অপূর্ব সাধন ।
দেখি তেই সবার জুড়ায় নেত্র মন ॥৪০০
শ্যামসুন্দরের মহানন্দ জন্মাইল ।
শ্যামানন্দ-নাম পুনঃ বৃন্দাবনে হৈল ৪০১
শ্রীজীব গোস্বামী চারু চেষ্টা নিরখিয়া ।
পড়াইল ভক্তিগ্রন্থ নিকটে রাখিয়া ॥৪০২
বৃন্দাবনে বৈসে যত প্রভুপরিকর ।
শ্যামানন্দে দেখি সবে আনন্দ অন্তর ॥৪০৩
বৃন্দাবনে শ্যামানন্দ যে যে কার্য করে ।
সে কেবল শ্রীগুরুদেব আজ্ঞা অনুসারে ॥৪০৪
শ্রীশ্যামানন্দের চারু চরিত শুনিয়া ।
এথা হৃদয়চৈতন্যের হর্ষ হিয়া ॥৪০৫
শ্রীজীব গোস্বামীরে লিখয়ে পত্রীদ্বারে ।
দুঃখী কৃষ্ণদাস শিষ্যে সঁপিল তোমারে ॥৪০৬
ইহার যে মনোহভীষ্ট পুরিবে সর্বথা ।
কতদিন পরে পুনঃ পাঠাইবে এথা ॥৪০৭
শ্যামানন্দে কহিয়া পাঠান নিরন্তর ।
শ্রীজীবে জানিবে তুমি আমার সোসর ॥৪০৮
সাবধান হবে ভক্তিরত্ন উপার্জনে ।
অপরাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে ॥৪০৯
এইরূপ শিষ্যে সদা করে সাবধান ।
গুরু-অনুগ্রহে শ্যামানন্দ ভাগ্যবান ॥৪১০
কতদিনে গৌড়ে আসি প্রভু ইচ্ছামতে ।
শ্রীমুরারী আদি শিষ্য কৈল উৎকলেতে ॥৪১১
এসব প্রসঙ্গ এথা না কৈল বিস্তার ।
শ্রীনরোত্তমের সহ প্রনয় অপার ॥৪১২
বৃন্দাবনে নরোত্তম প্রেমানন্দে ভাসে ।
প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ আইলা গৌড় দেশে ॥৪১৩
যে প্রকারে গৌড়দেশে হৈল আগমন ।
সে সকল বিস্তারিয়া হইব বর্ণন ।৪১৪
নরোত্তমের শিষ্য-নাম শ্রীবসন্ত ।
বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত ।৪১৫
শ্রীনরোত্তমের গৌড়-ব্রজ-উৎকলেতে ।
গমনাগমন কিছু বর্ণিলেন গীতে ॥৪১৬
তথাহি গীতম্ । যথা রাগং—
প্রভু নরোত্তম-গুণনিধি ।
কনক কমল জিনি সুকোমল তনুখানি
না জানি গড়িল কোন্ বিধি ॥৪১৭
গোরা-প্রেমে মত্ত হইয়া রাজভোগ তেয়াগিয়া
পরম আনন্দ বৃন্দাবনে
পাইয়া অমূল্য ধন কৈলা আত্ম-সমর্পন
প্রভু লোকনাথের চরণে ॥৪১৮
কৃপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাৎ
হইল গমন গৌড়দেশে ।

শ্রীগৌড় ভ্রমণ করি গিয়া নীলাচলপুরী
পুনঃ গৌড়ে করিলা প্রবেশ ॥ ৪১৯
প্রভু পরিকর যত অনুগ্রহ কৈল কত
কি অদ্ভুত গীত প্রকাশিলা।
এ দাস বসন্ত ভণে পাষণ্ডী অসুরগণে
করুণা করিয়া উদ্ধারিলা ॥ ৪২০
ঐছে নানামতে সবে করিলা বর্ণন।
এবে যে কহিয়ে তাহা করহ শ্রবন ॥ ৪২১
নরোত্তম যে-সময়ে গৌড়দেশ আইল।
প্রভু লোকনাথ সে-সময়ে আজ্ঞা কৈল ॥ ৪২২
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ সেবন।
শ্রীবৈষ্ণব-সেবা শ্রীপ্রভুর সঙ্কীর্তন ॥ ৪২৩
যৈছে আজ্ঞা কৈলা, তৈছে হইলা তৎপর।
কৈল ছয় সেবা শ্রীবিগ্রহ মনোহর ॥ ৪২৪
অতি সে তাৎপর্য সদা নিমগ্ন সেবায়।
শুনিতে সেসব নাম পরাণ জুড়ায় ॥ ৪২৫
তথাহি তৎকৃতপদ্যে—
গৌরাঙ্গ, বল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ,ব্রজমোহন।
রাধারমণ, হে রাধে, রাধাকান্ত, নমোহস্তু তে
॥ ৪২৬
কহিতে কে পারে তাঁর যৈছে শুদ্ধাচার।
কায়মনোবাক্যে শ্রীবৈষ্ণব-সেবা যাঁর ॥ ৪২৭
পরম আশ্চর্য সদা সঙ্কীর্তন-উৎসব।
যে সুখসমুদ্রে ভাসে আপামর সব ॥ ৪২৮
গৌড়দেশে গৌরাঙ্গের প্রিয় পরিকর।
নরোত্তমে দেখি' সবে আনন্দ অন্তর ॥ ৪২৯
শ্রীজাহ্নবী দেবী সূর্যপণ্ডিত-দুহিতা।
নিত্যানন্দ-প্রেয়সী যে জগতে পূজিতা ॥৪৩০
প্রেমভক্তিরত্ন-প্রদানে প্রবীণা যেহ।
শ্রীঠাকুর মহাশয় নামে হৃষ্ট তেঁহ ॥ ৪৩১
দেখি' অলৌকিক-প্রেম বৈরাগ্য প্রবল।
শ্রীজাহ্নবী দেবী মহা-আনন্দে বিহ্বল ॥ ৪৩২
কৃপা করি' শ্রীখেতুরী-গ্রামেতে আসিয়া।
করয়ে সবারে তৃপ্ত সন্দর্শন দিয়া ॥ ৪৩৩
শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর অনুগ্রহ যত।
মো ছার পামর তাহা বর্নিব বা কত ॥ ৪৩৪
শ্রীঠাকুর মহাশয় পরম উদার।
যাঁরে কৃপা কৈল, সর্বসিদ্ধি হৈল তাঁর ॥ ৪৩৫
প্রভু-ইচ্ছামতে শিষ্য কৈল কত জন।
রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী গঙ্গানারাণ ॥ ৪৩৬
সন্তোষাদি সবে হৈলা ভক্তিপথে আর্য
শ্রীনরোত্তমের সব অলৌকিক কার্য ॥ ৪৩৭
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ হৈয়া আনন্দিত।
বর্নিলেন গীতে কিছু যাঁহার চরিত ॥ ৪৩৮
তথাহি গীতং—
"জয়রে জয়রে জয়, ঠাকুর নরোত্তম,
প্রেমভক্তি মহারাজ।
যা' কর মন্ত্রী, অভিন্ন কলেবর
রামচন্দ্র কবিরাজ ॥ ৪৩৯
প্রেম-মুকুটমণিঃ ভূষণ ভাবাবলী,
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ-আসন, খেতুরী মাহ বৈঠল,
সঙ্গহি ভকত-সমাজ ॥ ৪৪০

হে শ্রীগৌরাঙ্গ, হে বল্লভীকান্ত, হে শ্রীকৃষ্ণ হে ব্রজমোহন, হে রাধারমন হে রাধে হে রাধাকান্ত, আমি তোমাদিগকে প্রণাম করিতেছি ॥ ৪২৬॥

সনাতন রূপ কৃত গ্রন্থ শ্রীভাগবত,
অনুদিন করত বিচার।
রাধামাধব, যুগল উজ্জ্বল রস,
পরমানন্দ সুখসার॥ ৪৪১
শ্রীসঙ্কীর্ত্তন, বিষয়-রসোন্মত্ত,
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি জান
যোগ-দান-ব্রত আদি ভয়ে ভাগত,
রোয়ত করম গেয়ান॥ ৪৪২
ভাগবত-শাস্ত্রগণ, যো দেই ভকতিধন,
তাক গৌরব করু আপ।
সাংখ্য মীমাংসক, তর্কাদিক যত,
কম্পিত দেখি পরতাপ॥ ৪৪৩
অভকত চৌর, সুদূরহি ভাগি রহু,
নিয়ড়ে নাই পরকাশ।
দীনহীন জনে, দেয়ল ভকতি-ধনে,
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥ ৪৪৪

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয়॥ ৪৪৫
শ্রীজীব শ্রীলোকনাথ আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে॥ ৪৪৬
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি॥ ৪৪৭
তথাহি—
শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্র-চন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলেনা
নীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দু সম্বন্ধভাক্।
শ্রীমজ্জীব সুরাঙ্‌ঘ্রি পাশ্রয়কুযো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
সর্বস্থাপিচমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্
॥৪৪৮

শ্রীজীবগোস্বামী পত্রীদ্বারে ব্রজ হৈতে।
পুনঃ পুনঃ লেখে গীতামৃত পাঠাইতে॥ ৪৪৯
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ গীতামৃতগণে।
গোস্বামীর আদেশে পাঠান বৃন্দাবনে॥ ৪৫০
এসব প্রসঙ্গ আগে হবেন বিস্তার।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ প্রান সবাকার॥ ৪৫১
যবে যে বর্ণয়ে তাহা পরামৃত হয়।
নরোত্তম কবিরাজ আদি আস্বাদয়॥ ৪৫২
যখন যা' বর্ণিতে কহয়ে বিজ্ঞগনে।
তখন তা বর্ণয়ে পরানন্দ মনে॥ ৪৫৩
হরিনারায়ন রাজা বৈষ্ণব প্রধান।
রামচন্দ্র বিনা তিঁহ না জানয়ে আন॥ ৪৫৪
তিঁহ যৈছে শিষ্য হইলা, যে শিষ্য করিল।
সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল॥ ৪৫৫
হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা।
শ্রীরামচরিত্র গীত তারে বর্ণি দিলা॥ ৪৫৬
তথাহি গীতং, যথা রাগঃ—
"জয় জয় রাম, রাম রঘুনন্দন,
জনকসুতা নিজ-কান্ত
সুর, নর, বানর, খচর, নিশাচর
যছু গুন গাওয়ে অনন্ত॥ ৪৫৭
জয় জয় দূর্বাদল, নব জলধর,
কঞ্জনয়ন রণধীর।

শ্রী গোবিন্দ কবিরাজ রূপ চন্দন গিরি হইতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সম্বন্ধযুক্ত কবিতাবলীর সৌরভ চঞ্চল বসন্ত বায়ু দ্বারা আনীত হইয়া শ্রীজীব গোস্বামীরূপ কল্পতরু আশ্রয় কারী মধুকর সদৃশ ভক্তগনকে সম্যকভাবে ব্যাকুলিত করিয়া বৃন্দাবন বাসী নিখিল ভক্তগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। অতএব ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর অধিক কি হইতে পারে॥ ৪৪৮॥

ডাহিনে নিহিত শর, বামে ধনুর্ধর,
জলনিধি কোটি গভীর ॥৪৫৮
পাদুকা ধরত, ভরত ভরতানুজ,
ছত্র চামর নাহি ছোড়ি।
শিব, চতুরানন, সনক, সনাতন,
সম্মুখে রহে কর যোড়ি ॥ ৪৫৯
হৃদয়ে আনন্দিত মারুত নন্দন
ভরত চরণ করু সেবা।
গোবিন্দ দাস, হৃদয়ে অবধারল,
হরিনারায়ণ অধিদেবা ॥ ৪৬০
ঐছে শ্রীসন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল।
'সঙ্গীত মাধব'-নাম নাটক বর্নিল ॥ ৪৬১
রাধাকৃষ্ণ পূর্বরাগ অপূর্ব তাহাতে।
শুনিয়া সন্তোষ দত্ত পরমানন্দচিতে ॥ ৪৬২
প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু সন্তোষ-আখ্যান।
যাহার শ্রবনে তৃপ্ত কর্ণ, মনঃ, প্রাণ ॥ ৪৬৩
রাজধানী স্থান পদ্মাবতী-তীরবর্তী।
গোপালপুর নগর সুন্দর বসতি ॥ ৪৬৪
তথা বিলসয়ে রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত।
শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত পরম-মহত্ত্ব ॥ ৪৬৫
জ্যেষ্ঠ পুরুষোত্তম কনিষ্ঠ কৃষ্ণানন্দ।
এই দুই ভ্রাতার প্রীতে-লোকের আনন্দ ॥ ৪৬৬
শ্রীকৃষ্ণানন্দের পুত্র শ্রীল নরোত্তম।
পূর্বে জানাইল যার চরিত্রানুপম ॥ ৪৬৭
শ্রীপুরুষোত্তমের তনয় সন্তোষাখ্য।
শ্রীকৃষ্ণানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কার্যে দক্ষ ॥ ৪৬৮
গৌড়রাজামাত্য প্রজাপালনে প্রবীণ।
অত্যন্ত প্রভাব অন্য যাঁহার অধীন ॥ ৪৬৯
সর্বপ্রকারে সবার আনন্দ বাঢ়য়।
অতি বিদ্যাবান্ শাস্ত্র প্রসঙ্গ সদায় ॥ ৪৭০
শ্রীমন্নরোত্তমের ভ্রাতা ও শিষ্য তাঁর।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায় শুদ্ধাচার ॥ ৪৭১

তথাহি শ্রীসঙ্গীতমাধবনাটকে—

পদ্মাবতীতীরবর্তি-গোপালপুর নগরবাসী গৌড়াধিরাজমহামাত্য শ্রীপুরুষোত্তমদত্ত সত্তমতনুজঃ শ্রীসন্তোষদত্তঃ সহি শ্রীনরোত্তমদত্ত সত্তম মহাশয়ানাং কনীয়ান্ যঃ পিতৃব্য ভ্রাতৃশিষ্যঃ তেন চ শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রকটলীলানুসারেণ লৌকিকরীত্যা পূর্বরাগাদি বিলাসার্হং সঙ্গীতমাধবং নাটকং বিরচয্য নানারত্নাদিদানেন নাম্না পুরস্কৃত্য সমর্পিতমস্তি ॥ ৪৭২

পুনঃ—

যোঽন্তঃ প্রেমগুণৈর্নিবধ্য যগপৎ শ্রীরাধিকামাধবৌ হৃৎপদ্মেন বহির্নিধায় জগতাং ভদ্রোদয়ায় স্ফুটম্। সাক্ষাদেব নিজালয়ে চ বিদধে সেবাং সমস্তার্পণৈ-স্তস্মাদপ্যপরোঽস্তি কোঽত্র সুকৃতি-সন্তোষদত্তাদলম্ ॥ ৪৭৩

পদ্মাবতী তীরে গোপাল পুর বাসী গৌড়াধিপতির প্রধান আমাত্য শ্রীপুরুষোত্তম পুত্র সন্তোষ দত্ত। তিনি ঠাকুর নরোত্তম কনিষ্ঠ পিতৃব্য ভ্রাতা ও শিষ্য তিনি শ্রীরাধা মাধবের প্রকট লীলানুসারে লৌকীক রীতিতে পূর্ব্বরাগাদি বিলাস যুক্ত সঙ্গীত মাধব নাটক রচনা করিয়া নানারত্নাদি প্রদানে স্বীয় নামাঙ্কিত করতঃ সমর্পন করিয়া ছেন ॥ ৪৭২ ॥

যিনি শ্রীরাধামাধবকে প্রেমগুনে হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া ছেন বাহিরে জগতের কল্যানের জন্য সাক্ষাৎরূপে প্রকট করিয়া সর্বস্ব প্রদানে সেবার বিধান করিয়াছেন সেই সন্তোষদত্ত ব্যতীত জগতে তত্তাদৃশ সৌভাগ্য বান কে থাকিতে পারে ॥ ৪৭৩

পুনঃ—

অহো শ্রীগৌরাঙ্গে ব্রজদয়িতরা ধারমণতঃ
সদা রাধাকান্তপ্রকট-হরিদেহ-ব্যতিকরাঃ।
সভা কিং শোভা কিং কিমুত গুরুসেবা সমভবন্
সন্তোষাদন্যঃ পরমহহ সন্তোষভবনম্॥ ৪৭৪

সন্তোষদত্তের মহা-আশ্চর্য ক্রিয়ায়।
পরস্পর লোকে সন্তোষের গুণ গায়॥ ৪৭৫
কেহ কহে বুঝি কেহ সহায় আছয়।
নহিলে এ ভক্তিধন প্রাপ্তি নাহি হয়॥ ৪৭৬
কেহ কহে বুঝি কবিরাজ নরোত্তম।
ইহার সহায় তেঞি বুদ্ধি অনুপম॥ ৪৭৭

তথাহি শ্রীসঙ্গীতমাধবনাটকে—

যৎসহায়ৌ সদা শ্রীমৎ কবিরাজ নরোত্তমৌ
তস্যৈতাদৃশী বুদ্ধিঃ কিমাশ্চর্যায় কল্পতে॥ ৪৭৮

শ্রীসন্তোষদত্তের আশ্চর্য ভক্তি প্রথা।
গ্রন্থ-বাহুল্যার্থে বিস্তারিতে নারি এথা। ৪৭৯
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজসহ অতি স্নেহ।
সকল অভিন্ন দৃষ্টে ভিন্ন মাত্র দেহ॥ ৪৮০
শ্রীখেতরী গ্রামে এ সকল প্রিয়-সঙ্গে।
শ্রীকবিরাজ নরোত্তম বিলসয়ে রঙ্গে॥ ৪৮১
অল্পে জানাইল এই দোঁহার যে রীত।
এ প্রসঙ্গ শ্রবণে উপজে কৃষ্ণে প্রীত॥ ৪৮২
শ্রীরামচন্দ্রে ইষ্টসেবা যে প্রকার।
আগে জানাইব ইহা করিয়া বিস্তার॥ ৪৮৩
এবে কহি পূর্বে যে করিল নিবেদন।
শ্রীগোকুলানন্দ চক্রবর্তী বিবরণ॥ ৪৮৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ।
দ্বিজ হরিদাসাচার্য যে খণ্ডে বিপদ॥ ৪৮৫
প্রেমভক্তি মহারত্ন প্রদানে প্রবীণ।
সঙ্কীর্তন রসেতে উন্মত্ত রাত্রিদিন॥ ৪৮৬
তাঁর পুত্র গোকুলানন্দ শ্রীদাসদ্বয়।
শিশুকাল হৈতে সর্ব চিত্ত আকর্ষয়॥ ৪৮৭
অনায়াসে হৈলা সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
সঙ্কীর্তনানন্দে উন্মত্ত অনুক্ষণ॥ ৪৮৮
কি কহিব শ্রীগোকুলানন্দের মহিমা।
শ্রীনিবাস আচার্যের অনুগ্রহ সীমা॥ ৪৮৯
যৈছে আজ্ঞা কৈল পিতা গোকুলের প্রতি।
তৈছে শিষ্য হৈয়া গুরুপদে হৈল রতি॥ ৪৯০
মহাবিজ্ঞ শ্রীদাসের তৈছে ভক্তি প্রথা।
বিশেষ জানিবে আগে এ অদ্ভুত কথা॥ ৪৯১
শ্রীনিবাস আচার্য পরম দয়াময়।
এ-সকল শিষ্য সঙ্গে সুখে বিলসয়॥ ৪৯২
ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ করয়ে সদায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যগুণে জগৎ মাতায়॥ ৪৯৩
শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর প্রিয় দাস।
ব্যাপিল যাহার যশে এ ভূমি আকাশ॥ ৪৯৪
শ্রীনিবাস জন্মাদি চরিত্র মনোহর।
বৈষ্ণবের সাধ এ শুনিতে নিরন্তর॥ ৪৯৫

অহো শ্রীগৌরাঙ্গ ব্রজজন প্রিয় শ্রীরাধারমন, শ্রীরাধাকান্ত বিগ্রহের প্রকট সম্বন্ধ প্রকাশিত হইল। গৃহে মনোরম সভা ও শোভা অদ্ভুত শ্রীগুরু সেবা হইতেছিল। সন্তোষ দত্ত ভিন্ন অন্য কেহই মানব সমাজেরে সন্তোষ বিধান কারী ছিল না॥ ৪৭৪

শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ ও ঠাকুর নরোত্তম সর্বদা যাহার উৎসাহ দাতা সেই সন্তোষদত্তের এতাদৃশ চেষ্টা ও বুদ্ধি ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি কারন থাকিতে পারে॥ ৪৭৮॥

বৈষ্ণবের চেষ্টা কিছু বুঝিতে নারিল।
মো হেন মূর্খেরে বর্ণিবারে আজ্ঞা দিল ॥ ৪৯৬
তাঁ সবার আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধরিয়া।
যে কিছু কহিব তাঁ শুনিবে হৃষ্ট হইয়া ॥ ৪৯৭
শ্রীনিবাস চরিত্র শুনিতে যাঁর মন।
তাঁরে সুপ্রসন্ন গৌর ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥ ৪৯৮
ইহা শুনইতে যাঁর উল্লাস অন্তরে।
প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত কৃপা তাঁরে ॥ ৪৯৯
প্রভু গদাধর শ্রীবাসাদি ভক্তগন।
ইথে রতি যাঁর তাঁরে দেন ভক্তিধন ॥ ৫০০
ইহার চরিত্রে যাঁর নাহিক বিশ্বাস।
এই সব তাহার করয়ে সর্বনাশ ॥ ৫০১
শ্রীনিবাস-চরিত্র শুনহ সর্ব্বজন।
অনায়াসে হ'বে সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৫০২
প্রসঙ্গ পাইয়া ইথে আর যে বর্ণিব।
সে সব শুনিতে মহা-আনন্দ বাঢ়িব ॥ ৫০৩
অতি সুমধুর এই শ্রবণ-পরশে।
বহির্মুখ সম্মুখ না হ'ব অনায়াসে ॥ ৫০৪
পুনঃ-পুনঃ নিবেদিয়ে অহে শ্রোতগণ।
নিরন্তর কর এই গ্রন্থ-আস্বাদন ॥ ৫০৫
গ্রন্থনাম থুইল বিজ্ঞে ভক্তিরত্নাকর।
বিবিধ তরঙ্গ ইথে অতি মনোহর ॥ ৫০৬
শ্রীভক্তগোষ্ঠির পাদপদ্ম ধরি' শিরে।
সতত ডুবহ এই ভক্তিরত্নাকরে ॥ ৫০৭

ভক্তের সম্পত্তি ভক্তি কহে সর্বজন।
ভক্তে দিলে মিলে এই ভকতি রতন ॥ ৫০৮
জয় জয় ভক্তিদেবি ! কৃপা কর দীনে।
অভিলাষ পূর্ণ নহে ভক্তিস্পর্শ বিনে ॥ ৫০৯
বহু জন্ম করে যদি বিবিধ সাধন।
তথাপি দুর্লভ কৃষ্ণপদে ভক্তিধন ॥ ৫১০
প্রভুপাদে সে ধন পাইতে যার সাধ।
সে করুক নিরন্তর ভক্তিরসাস্বাদ ॥ ৫১১
ভক্তিরত্ন যত্ন করি রাখহ হিয়ায়।
সবার প্রধান ভক্তি সর্ব্বশাস্ত্রে গায় ॥ ৫১২
তথাহি পাদ্মে—
জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তির্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ।
সেয়ং সাধনসাহস্রৈর্হরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ ৫১৩
শ্রীভক্তির মহিমা কহিতে সাধ্য কার।
ভক্তির আস্বাদিতে চৈতন্য অবতার। ৫১৪
হেন অবতারের বালাই লৈয়া মরি।
মহানীচে কৈল শ্রীকৃষ্ণভক্তি অধিকারী ॥ ৫১৫
নহিলে এ ভক্তিরত্ন রাখে লুকাইয়া।
কখন ও না দেয় ছুটে ভুক্তিমুক্তি দিয়া ॥ ৫১৬
তথাহি শ্রীভাগবতে (৫/৬/১৮)—
রাজন্ পতিগুর্ুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্ ॥ ৫১৭

জ্ঞান হইতে মুক্তি এবং যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম হইতে ভোগ লাভ সহজে করা যায়। কিন্তু চির প্রসিদ্ধা হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধন দ্বারা অতিব দুর্লভ ॥ ৫১৩ ॥

হে রাজন ! শ্রীকৃষ্ণ আপনাদের ও যদুগণের পালক, গুরু, উপাস্য, বন্ধু, কুলপতি ও কিঙ্কর। যাঁহারা তাঁহার ভজনা করেন তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন তিনি কাহাকেও ভক্তিযোগ প্রদান করেন না ॥ ৫১৭ ॥

লোকার দুর্লভ ভক্তি কেবা ইহা পায়।
হইল সুলভ কৃষ্ণচৈতন্য কৃপায় ॥ ৫১৮
প্রভু নিত্যানন্দ অভিন্ন বলরাম।
মহাবিষ্ণু অবতার শ্রীঅদ্বৈত নাম ॥ ৫১৯
মরি মরি কি অদ্ভুত করুনা দোঁহার।
জগত ভরিয়া কৈল ভক্তির পাথার ॥ ৫২০
শ্রীপণ্ডিত গদাধর আদি প্রভুর শক্তি
কৃপা করি কারে বা না দিল কৃষ্ণভক্তি ॥ ৫২১
শ্রীবাসাদি যতেক প্রভুর ভভুর ভক্তগন
মহানন্দে ভক্তিধন কৈল বিতরণ ॥ ৫২২
ভক্তিদাতা গোরাগুণ কে বর্নিতে পারে।
আপনি করয়ে দান করায়ে সবারে ॥ ৫২৩
স্থানে স্থানে ভক্তগণে করি নিয়োজিত।
পরম দুর্লভ-ভক্তি করিল বিদিত ॥ ৫২৪
দিলেন পশ্চিমদেশে রূপ-সনাতনে।
তথা প্রকাশিলা ভক্তিশাস্ত্রের প্রমানে ॥ ৫২৫
বর্নিলেন গ্রন্থ শ্রীহরিভক্তি বিলাস।
লক্ষ লক্ষ ভক্তি অঙ্গ তাহাতে প্রকাশ ॥ ৫২৬
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ মহাশূর।
যাহা শুনি ভক্ত চিত্তে আনন্দ প্রচুর ॥ ৫২৭
দুই মহারথী প্রভু-ভক্ত প্রিয়পাত্র।
কৃষ্ণভক্তি লভে এ দোঁহার স্মৃতিমাত্র ॥ ৫২৮
শ্রীজীব গোস্বামী আদি যত মহাশয়।
ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশি ভুবন কৈল জয় ॥ ৫২৯
শ্রীজীব গোসাঞির গুন কে বর্নিতে পারে।
সনাতন গোস্বামীর পূর্ণকৃপা যাঁরে ॥ ৫৩০
শ্রীসনাতনের অতি অদ্ভুত চরিত।
শ্রীমদ্ভাগবতে যাঁর অতিশয় প্রীত ॥ ৫৩১
প্রথম বয়সে স্বপ্নে এক বিপ্রবর।
শ্রীমদ্ভাগবত দেই আনন্দ অন্তর ॥ ৫৩২
স্বপ্নভঙ্গে সনাতন ব্যাকুল হইলা।
প্রাতে সেই বিপ্র শ্রীমদ্ভাগবত দিলা ॥ ৫৩৩
পাইয়া শ্রীভাগবত মহাহর্ষচিতে।
মগ্ন হৈল প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রেতে ॥ ৫৩৪
শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ যৈছে আস্বাদিল।
তাহা শ্রীবৈষ্ণবতোষণীতে প্রকাশিল ॥ ৫৩৫
শ্রীজীব গোস্বামী বিস্তারিলা তোষনীতে ॥ ৫৩৬
তথাহি শ্রীলঘুতোষণ্যাং—
যে শ্রীভাগবতং প্রাপ্য স্বপ্নে প্রাতশ্চ জাগরে।
স্বপ্নদৃষ্টাদেব বিপ্রাৎ প্রথমে বয়সি স্থিতাঃ ॥ ৫৩৭
মমজ্জুঃ শ্রীভগবতঃ প্রেমামৃত-মহাম্বুধৌ।
তেষামেব হি লেখোঽয়ং শ্রীসনাতননামিনাং ॥ ৫৩৮
তদেতদ্বিনিবেশ্যাপি কিঞ্চিদন্যদ্বিবক্ষয়া।
অথো তদঙ্ঘ্রিজীবেন জীবেনদং নিবেদ্যতে ॥ ৫৩৯
শ্রীজীবগোস্বামী সপ্তপুরুষ প্রচার।
প্রথম হৈতে নাম কহি তাঁ' সবার ॥ ৫৪০
শ্রীসর্বজ্ঞ জগদগুরু নাম বিপ্ররাজ।
মহাপূজ্য যজুর্বেদী গোত্র ভরদ্বাজ ॥ ৫৪১
সর্ববেদে অধ্যাপক মহাপরাক্রম।
কর্ণাটদেশের রাজা নাহি যাঁর সম ॥ ৫৪২

যিনি প্রথম বয়সে যে বিপ্রদ্বারা স্বপ্নে ভাগবত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, স্বপ্নভঙ্গে প্রাতর কালে সেই বিপ্রের মাধ্যমে ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া। প্রেমামৃত মহাসমুদ্রে নির্মজ্জিত হইয়াছিলেন সেই শ্রীসনাতন গোস্বামীপদই ঐই গ্রন্থ রচনা করেন ॥ ৫৩৭-৫৩৮ ॥

সেইজন্য অগ্রে তাঁহার লিখিত গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মাবলম্বী শ্রীজীব গোস্বামী আর ও কিছু বলিবার জন্য ইহা নিবেদন করিলেন ॥ ৫৩৯ ॥

সর্বমহীপতি সদা পূজয়ে যাঁহারে।
ঐছে লক্ষ্মীবন্ত তাহা কে কহিতে পারে ॥ ৫৪৩
তাঁর পুত্র অনিরুদ্ধদেব ইন্দ্রসম।
চন্দ্রেও করয়ে স্পর্দ্ধা যশঃ সর্বোত্তম ॥ ৫৪৪
মহীপতি পূজিত বেদজ্ঞ লক্ষ্মীবান্।
পৃথিবীতে বিখ্যাত মহিষীদ্বয় তান ॥ ৫৪৫
রূপেশ্বর হরিহর নামে পুত্রদ্বয়।
বহুগুণ সর্বত্র বিদিত অতিশয় ॥ ৫৪৬
শাস্ত্রে বিচক্ষন জ্যেষ্ঠপুত্র রূপেশ্বর।
শস্ত্রে মহাপ্রবীণ কনিষ্ঠ হরিহর ॥ ৫৪৭
বিবাহ করিয়া দোঁহে দিয়া রাজ্যভার।
শ্রীকৃষ্ণের ধামপ্রাপ্তি হৈল পিতার ॥ ৫৪৮
কতদিন পরে লোক সন্তুষ্ট করিয়া।
লইল জ্যেষ্ঠের রাজ্য কনিষ্ঠ হইয়া ॥ ৫৪৯
রাজ্য গেলে রূপেশ্বর পত্নীর সহিতে।
অষ্ট অশ্বে যুক্ত আইলা পৌলস্ত্য দেশেতে ॥ ৫৫০
শ্রীশিখরেশ্বর সখ্য তাতে সুখ পাই।
রূপেশ্বর দেব বাস করিল তথাই ॥ ৫৫১
শ্রীরূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নাম।
পরম সুন্দর সর্বগুণে অনুপম ॥ ৫৫২
অঙ্গসহ চতুর্বেদাদিক অধ্যয়নে।
পরম অপূর্ব যশঃ বিদিত ভুবনে ॥ ৫৫৩
কি অপূর্ব পদ্মনাভদেবের চরিত।
শ্রীজগন্নাথের প্রেমে সদা উল্লসিত ॥ ৫৫৪
পদ্মনাভ নৃপ সে শিখর ভূমি হৈতে।
আইলেন গঙ্গাতীরে বাস স্পৃহা চিতে ॥ ৫৫৫
নবহট্ট গ্রামে বাস কৈল মহাশয়।
নৈহাটি নাম যার সর্বলোক কয় ॥ ৫৫৬
তথা পদ্মনাভদেব মহাহর্ষ চিতে।
শ্রীপুরুষোত্তম মূর্তি পূজয়ে যত্নেতে ॥ ৫৫৭
করি যজ্ঞ উৎসব পরমানন্দ হৈল।
অষ্টাদশ কন্যা পঞ্চপুত্র জন্মাইল ॥ ৫৫৮
শ্রীপুরুষোত্তম জগন্নাথ, নারায়ণ।
মুরারি মুকুন্দ এই পুত্র পঞ্চজন ॥ ৫৫৯
পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ সর্ব কনিষ্ঠ মুকুন্দ।
সর্বাংশে প্রবীন সর্বোত্তম গুনবৃন্দ ॥ ৫৬০
শ্রীমুকুন্দ দেবের নন্দন শ্রীকুমার।
বিপ্রকুল-প্রদীপ, পরম শুদ্ধাচার ॥ ৫৬১
সদা যজ্ঞাদিক ক্রিয়া নিভৃতে করয়।
কদাচার জন স্পর্শে অতিভীত হয় ॥ ৫৬২
যদি অকস্মাৎ কভু দেখয়ে যবন।
করে প্রায়শ্চিত্ত অন্ন না করে গ্রহন ॥ ৫৬৩
জ্ঞাতিবর্গ হইতে উদ্বেগ হৈল মনে।
ছাড়িলেন নবহট্টগ্রাম সেই ক্ষনে ॥ ৫৬৪
নিজগনসহ বঙ্গদেশে শীঘ্র গেলা।
বাকলা চন্দ্রদ্বীপ গ্রামেতে বাস কৈলা ॥ ৫৬৫
যশোরে ফতেয়াবাদ নামে গ্রাম হয়।
গতায়াত হেতু তথা করিল আলয় ॥ ৫৬৬
কুমারদেবের হৈল অনেক সন্তান।
তার মধ্যে তিন পুত্র বৈষ্ণবের প্রান ॥ ৫৬৭
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ এই ত্রয়।
স্বগোত্র অন্যত্র যে অর্চিত অতিশয় ॥ ৫৬৮
তথাহি তত্রৈব —
উদ্যচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিনী
জিহ্বা কল্পলতাত্রয়ীমধুকরী ভূয়ো নরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমিপতিঃ
শ্রীসর্বজ্ঞ জগদগুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয় গ্রামনী। ॥৫৬৯

পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুল্যমারোহত্তো রোহিনী
কান্ত স্পর্ধি যশোভর সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোহভবৎ
সর্বক্ষ্মাপতি পূজিতোহখিল যজুর্বেদৈক বিশ্রামভূ
লক্ষ্মীবাননিরুদ্ধদেব ইতি য খ্যাতিং ক্ষিতৌ
জগ্মিবান্ ॥ ৫৭০

মহিষ্যোভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বর হরিহরাখ্যৌ গুণনিধী
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগামান্যঃশস্ত্রে নিজ নিজ গুন প্রেরিততয়া ॥ ৫৭১

বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপু পুর প্রস্থিতি দিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বহরিহরাভ্যাং কিল দদৌ
নিজজ্যেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদার্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥ ৫৭২

শ্রীরূপেশ্বরদেব এবমরিভির্নির্ধূতরাজ্যঃ ক্রমা
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌরস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্ গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্ ॥৫৭৩

যজুর্বেদঃ সাঙ্গো বিততিরপি সর্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটমাত্তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ॥৫৭৪

বিহায় গুণশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎসুরতরঙ্গিণীতট নিবাস পর্যুৎসুকঃ।
ততো দনুজমর্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রমা-
দুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥৫৭৫

কর্ণাটদেশাধিপতি শ্রীসর্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু ভরদ্বাজ গোত্রীয় সর্বরাজ মণ্ডলী কর্তৃক পরিবেশিত বিখ্যাত নরপতি ছিলেন তাঁহার উৎকৃষ্ট শব্দ বিন্যাস যুক্ত অপূর্ব বর্ণন এবং বেদত্রয়রূপ কল্পলতার মাধুকরী তুল্য জিহ্বা নিরন্তর নৃত্য করিত ॥ ৫৬৯ ॥

কশ্যপ সদৃশ সেই নৃপ তির পরম শ্রীসম্পন্ন এক পুত্র জন্মগ্রহন করে। তাঁহার যশোদীপ্তি চন্দ্রকে স্পর্দ্ধা করিত এবং তাঁহার ইন্দ্রসম প্রভাবে সমস্ত রাজগন তাঁহাকে পূজা করিত। তিনি সমগ্র যজুর্বেদের অদ্বিতীয় উপদেষ্টা হইয়া অনিরুদ্ধদেব নামে নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সেই সর্বজন বন্দিত নৃপতির মহিষীদ্বয় হইতে রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুইটি গুনবান পুত্র জন্ম গ্রহন করে। নিজ নিজ ভাবানুরাগ বশতঃ প্রথম পুত্র বহু বিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত এবং দ্বিতীয় পুত্র অস্ত্র বিদ্যায় প্রবল ক্ষমতা লাভ করিয়া ছিলেন ॥ ৭১ ॥

রাজা বৈকুণ্ঠ গমন দিবসে নিজরাজ্য যথাযোগ্য ভাবে বিভাগ করিয়া রূপেশ্বর ও হরিহরকে প্রদান করেন। পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ হরিহর সর্বজন বন্দিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রূপেশ্বর কে স্বরাজ্য হইতে বিতাড়িত করিয়া ছিলেন ॥ ৫৭২

শ্রীরূপেশ্বর দেব এই প্রকারে রাজ্য ভ্রষ্ট হইয়া ভার্য্যার সহিত অষ্ট অশ্বে আরোহন পূর্ব পৌরস্তদেশে আগমন করেন তথায় শ্রী রূপেশ্বর দেব সখা শিখরেশ্বরের রাজ্যে সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তথায় শ্রীপদ্ম নাভ নামে এক গুনবান পুত্রের জন্ম হৈল ॥ ৫৭৩

যাহার জিহ্বায় অঙ্গ সহিত যজুর্বেদং সকল উপনিষদের বর্ণিত বিষয় স্পষ্টরূপে বিরাজ করিত। সেই শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রেমে বিগলিত ও সদানন্দমগ্ন রাজা রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভদেবের মহিমা সর্বত্র প্রতিভাত হইয়াছিল ॥ ৫৭৪

মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজত স্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীল-মুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমান মুকুন্দঃ কৃতী॥

৫৭৬

জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান কুমারাভিধঃ
কশ্চিদ্দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠ বৈষ্ণবগণ প্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে।
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তরামচিন্তম্॥

৫৭৭

সনাতন রূপ শ্রীবল্লভ ভক্তভূপ।
সর্বজ্যেষ্ঠ সনাতন অনুজ শ্রীরূপ ॥৫৭৮
সবার অনুজ শ্রীবল্লভ প্রেমময়।
শ্রীজীব গোস্বামী হ'ন তাঁহার তনয় ॥৫৭৯
এ তিন ভ্রাতার যৈছে গৃহে ব্যবহার।
গ্রন্থের বাহুল্য ভয়ে নারি বর্ণিবার ॥৫৮০
সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে ॥ ৫৮১
গৌড়ের রাজা যবন অনেক অধিকার।
সনাতন রূপে আনি দিল রাজ্যভার ॥ ৫৮২
ম্লেচ্ছভয়ে বিষয় করিল অঙ্গীকার।
এ দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হৈল তাঁর ॥ ৫৮৩
রাজা হর্ষে দিল রাজ্য পৃথক্ করিয়া।
রাজ্য ভোগ করয়ে কিঞ্চিৎ কর দিয়া ॥ ৫৮৪
গৌড় রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস ॥ ৫৮৫
ইন্দ্রসম সনাতন রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগন নানা দেশ হৈতে ॥ ৫৮৬
গায়ক বাদক নর্তকাদি কবিগণ।
সর্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্বক্ষণ ॥ ৫৮৭
নিরন্তর করেন অনেক অর্থব্যয়।
কোনরূপে কারু অসম্মান নাহি হয় ॥ ৫৮৮
সদা সর্বশাস্ত্রেচর্চা করে দুইজন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন ॥ ৫৮৯
ন্যায় সূত্র ব্যাখ্যা নিজ কৃত যে করয।
সনাতন রূপ শুনিল সে দৃঢ় হয়॥ ৫৯০
ঐছে সবে সর্বপ্রকারেতে দৃঢ় হঞা
সনাতন রূপ গুণ গায় সুখ পাঞা ॥ ৫৯১
সর্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগণ।
কর্ণাট দেশাদি হৈতে আইল বিপ্রগণ ॥ ৫৯২

সেই সর্বগুন মণ্ডিত যশস্বী শ্রীপদ্ম নাভদেব শেখর ভূমি বাসের স্পৃহা ত্যাগ করিয়া পরমাগ্রহে শোভাময়ী সুরধুনীর তীরে রাজা দনুজমর্দ্দন কর্তৃক আহুত হইয়া ক্রমে নবহট্টে আসিয়া বাস করেন ॥ ৫৭৫

সেই নবহট্টে বাস করিয়া তিনি যাগ যজ্ঞ সহকারে উৎসবাদি করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমের শ্রীমূর্ত্তি অর্চ্চা করিয়াছেন। তাঁহার অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহনকরে। পুত্রগণের মধ্যে পুরুষোত্তম জ্যেষ্ঠ দ্বিতীয় জগন্নাথ ধীর স্বভাব সম্পন্ন নারায়ণ, তৎপরে উত্তম গুনযুক্ত শ্রীল মুরারী ও যশস্বী শ্রীমান মুকুন্দ জন্মগ্রহন করে ॥৫৭৬

মুকুন্দের পুত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুমার দেব জন্মগ্রহন করে। সৎকুলভব কুমারদেব শত্রুতাহেতু কারনে বঙ্গদেশের আবাস স্থানে গমন করেন তৎপুত্র তিনজন বৈষ্ণব গনের পুজনীয় ছিলেন। তাঁহারা নিজকুলকে ইহলোক ও পরলোকে বিশেষভাবে সর্বজনে পুজিত করিয়াসেন ॥ ৫৭৭

সনাতন রূপ নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থান দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে ॥ ৫৯৩
ভট্টগোষ্ঠী বাসে ভট্টবাটী নামে গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্বমতে অনুপম ॥ ৫৯৪
রামকেলি গ্রামে সে সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহার কার্য সব সাধে হর্ষ হৈয়া। ৫৯৫
বৈষ্ণবসম্প্রদায়গণে রূপ সনাতন।
যেরূপ আদরে তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৫৯৬
নবদ্বীপ হৈতে আইসে বিপ্রগণ যত।
কহিতে না পারি তা সবারে ভক্তি কত ॥ ৫৯৭
শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচস্পতি।
মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি ॥ ৫৯৮
সর্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিলা যার ঠাঞি।
যৈছে গুরুভক্তি কহি ঐছে সাধ্য নাঞি ॥ ৫৯৯
সনাতনকৃত শ্রীদশমটিপ্পনীতে।
লিখিলা গুরুর নাম মঙ্গল নিমিত্তে ॥ ৬০০
তথাহি দশমটিপ্পন্যাং—
ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্।
বন্দে বিদ্যাভূষণঞ্চ গৌড়দেশবিভূষণম্ ॥ ৬০১
বন্দে শ্রীপরমানন্দভট্টাচার্যং রসপ্রিয়ং।
রামভদ্রং তথা বাণীবিলা[illegible]ং চোপদেশকম্ ॥ ৬০২
সনাতন রূপের সাধন যে প্রকার।
সে সকল বিস্তারি কহিতে সাধ্য কার ॥ ৬০৩
বাড়ীর নিকটে অতিনিভৃত স্থানেতে।
কদম্বকানন রাধাশ্যামকুণ্ড তাতে ॥ ৬০৪
বৃন্দাবনলীলা তথা করয়ে চিন্তন।
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ ৬০৫
শ্রীবিগ্রহ মদনমোহন সেবায় রত।
সদা খেদ উক্তি তাহা কহিব বা কত ৬০৬
পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার ॥ ৬০৮
যবনে দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয় ॥ ৬০৯
করি মুখাপেক্ষা যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনা মানে ম্লেচ্ছের সমান ॥ ৬১১
যৈছে মনোবৃত্তি তাহা কিছু নাহি হয়।
ইথে অতি দীনহীন আপনা মানয় ॥ ৬১১
যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাদিক হৈতে নীচ মানে আপনারে ॥ ৬১২
নীচজাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচজাত্যাদিক উক্তি তাঁর ॥ ৬১৩
বিপ্ররাজ হৈয়া মহাখেদযুক্তান্তরে।
আপনাকে বিপ্র জ্ঞান কভু নাহি করে ॥ ৬১৪
শ্রীচৈতন্যকৃপা যাঁরে তাঁর ঐছে রীত।
আপনা উত্তম বুদ্ধি নহে কদাচিৎ ॥ ৬১৫
সদা এক রস আপনাকে নীচ মানে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে ভক্তের তত্ত্ব জানে ॥ ৬১৬
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
যৈছে দৈন্য করে তৈছে না করয়ে অন্য ॥ ৬১৭
তাঁর ভক্ত দৈন্যরসে নিমগ্ন সদায়।
দৈন্যে যে আনন্দ তাহা জানে গৌররায় ॥ ৬১৮
সনাতন রূপের অন্তরে হৈল যাহা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র জানিলেন তাহা ॥ ৬১৯

[illegible]ামি গুরু বিদ্যাচস্পতি, সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও গৌড় দেশ বিভূষন বিদ্যাভুষণকে বন্দনা করিলাম ॥ ৬০১
[illegible]ামি রস প্রিয় পরমানন্দ ভট্টাচার্য্য এবং বাকচতুর রামভদ্রকে বন্দনা করি ॥ ৬০২

ভক্তেরে মিলিতে প্রভু কত ভঙ্গী জানে।
রামকেলি আইলা যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৬২০
প্রভুরে দেখিতে লক্ষ লক্ষ ধায়।
যবনেহ আনন্দে প্রভুর গুণ গায় ॥ ৬২১
সনাতন রূপ হিয়া আনন্দে উথলে।
সঙ্গোপনে গিয়া পড়ে প্রভুপদতলে ॥ ৬২২
দন্তে তৃণ ধরি দৈন্য কৈল যে প্রকার।
সে সব শুনিতে প্রাণ বিদরে সবার ৬২৩
শ্রীভক্তবৎসল প্রভু ধৈর্য নাহি বান্ধে।
সনাতন রূপের দৈন্যেতে প্রান কান্দে। ৬২৪
চৈতন্যচরিতমৃতগ্রন্থে এ লিখন।
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন ॥ ৬২৫
যৈছে দৈন্য কৈল তাহা কিছু ব্যক্ত তথা।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে না লিখিনু এথা ॥ ৬২৬
সর্বাংশে উত্তম হৈয়া ঐছে দৈন্য করে।
নীচ ম্লেচ্ছ পাপী বলি' আপনা' ধিক্কারে ॥ ৬২৭
বিপ্রগনে বিস্ময় এ মর্ম না বুঝিল।
প্রভু ভক্তদ্বারে লোকে শিক্ষা করাইল ॥ ৬২৮
অহে ভাই কে বুঝিতে পারে প্রভু হিয়া।
ভক্তাধীন হন ভক্তগুণ প্রকাশিয়া ॥ ৬২৯
রামানন্দ দ্বারে কন্দর্পের দর্পনাশে।
দামোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশে ॥ ৬৩০
হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জানাইল।
সনাতন রূপদ্বারে দৈন্য প্রকাশিল ॥ ৬৩১
জিতেন্দ্রিয় নিরপেক্ষ সহিষ্ণুতা দৈন্য।
এ চারি অবধি ব্যক্ত কৈলা শ্রীচৈতন্য ॥ ৬৩২
সনাতন রূপ দৈন্য না পারি বুঝিতে।
মূর্খগণ ইথে তর্ক করে নানা মতে ॥ ৬৩৩
মহাঘোর নরক যাইতে যার সাধ।
সে করুক ঐছে কুতর্কাদি অপরাধ। ৬৩৪
গণসহ সনাতন রূপে কৃপা করি।
* রামকেলি হৈতে যাত্রা কৈলা গৌরহরি ॥ ৬৩৫
সনাতন, রূপ, শ্রীবল্লভ তিন ভাই।
যে সুখে ভাসিল তা কহিতে সাধ্য নাই ॥ ৬৩৬
* কেশব ছত্রীর আদি যত বিজ্ঞগণ।
হইল কৃতার্থ পাই প্রভুর দর্শন ॥ ৬৩৭
শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল।
অতি প্রাচীনের মুখে এ সব শুনিল ॥ ৬৩৮
অল্পকালে শ্রীজীবের বুদ্ধি চমৎকার।
ব্যাকরন আদি শাস্ত্রে অতি অধিকার ॥ ৬৩৯
সনাতন রূপ ভ্রাতুষ্পুত্রে নিরখিয়া।
করে অতি অনুগ্রহ স্নেহ প্রকাশিয়া ॥ ৬৪০
শ্রীজীব চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে।
প্রভু রূপমাধুরী সদাই চিন্তা করে ॥ ৬৪১
অধ্যাপক স্থানে শাস্ত্র পড়ে নিরন্তর।
দেখিয়া সবার অতি প্রসন্ন অন্তর ॥ ৬৪২

---

* রামকেলি—রাম কেলি মালদহ জেলায় অবস্থিত। মালদহ ষ্টেশন হইতে রিক্সায় রথবাড়ী মোড়। তথা হইতে বাস বা ট্রেকারে রামকেলি যাওয়া যায়।

* কেশবছত্রী—কেশব ছত্রী গৌড়ের নবাব হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। মহাপ্রভু রামকেলিতে গমন করিলে দূতে মুখে শুনিয়া নবাব সর্ব্বাগ্রে কেশব ছত্রীকে বিবরন জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর পুত্র দুর্লভ ছত্রী নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রের মালদহে আগমনে যুধিষ্ঠির যজ্ঞ সদৃশ মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন।

সবে কহে —দেব অংশে জনম ইহার।
নহিলে কি অল্পকালে এত অধিকার ॥ ৬৪৩
যৈছে সনাতন, রূপ, বল্লভ সুন্দর।
তৈছে শ্রীজীবের কি সৌন্দর্য মনোহর ॥ ৬৪৪
ঐছে কত কহে বর্নিতে না পারি।
এহেন শ্রীজীবের বালাই লৈয়া মরি ৬৪৫
সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্বমতে।
উপায় সৃজিল মহাবিষয় ছাড়িতে ॥ ৬৪৬
প্রভুরে মিলিতে পুরশ্চরণ করিল।
প্রভুর সম্বাদহেতু লোক নিয়োজিল ॥ ৬৪৭
পূর্বে পরিজনে পাঠাইলা সাবহিতে।
কত চন্দ্রদ্বীপে কত ফতেয়াবাদেতে ॥ ৬৪৮
শ্রীরূপ বল্লভ সহ নৌকায় চড়িয়া।
বহু ধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৬৪৯
বিপ্র বৈষ্ণবাদি সবে ধন বাঁটি দিল।
প্রভু ব্রজে গেলেন শুনিয়া যাত্রা কৈল ॥ ৬৫০
বৃন্দাবনে হৈতে প্রভু প্রয়াগে আইলা।
প্রয়াগে যাইয়া রূপ বল্লভ মিলিলা ॥৬৫১
পরম আনন্দে কৃপা করি গৌরহরি।
যত্নে বৃন্দাবনে পাঠাইলা শীঘ্র করি ॥৬৫২
সনাতন রাজকার্য করে লোকদ্বারে।
আপনি না যায় শাস্ত্র বিচারয়ে ঘরে ॥৬৫৩
বিশ ত্রিশ ভট্টাচার্য পণ্ডিতে লইয়া।
ভাগবত বিচারয়ে সভাতে বসিয়া ॥৬৫৪
চৈতন্য চরিতামৃতে এ সব বর্ণিল।
সনাতন কাশী গিয়া প্রভুরে মিলিল ॥৬৫৫
সনাতনে যৈছে কৃপা কে বর্ণিতে পারে।
যাঁর অঙ্গমলা ছাড়াইলেন নিজ করে ॥৬৫৬
প্রভুপ্রিয় কবিকর্ণপুর গ্রন্থ কৈল।
সনাতনে যে প্রসাদ তাহা জানাইল ॥৬৫৭
তথাহি —
গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা য ঋদ্ধাং শ্রিয়ং
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেন পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেঽবধূতাকৃতিং।
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদা-
মিতি ॥ ৬৫৮
তং সনাতনমুপাগতমক্ষোর্দৃষ্টপূর্বমতিমাত্রদয়ার্দ্রঃ
আলিলিঙ্গ পরিঘায়তদোর্ভ্যাংসানুকম্প মথ চম্পক গৌর ॥ ৬৫৯
কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্তা লুপ্তেতি তাং স্থাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ নাথস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ ৬৬০
সনাতনে প্রভুর অনুগ্রহ নিরখিয়া।
কাশীবাসী ভক্তের হইল হর্ষ হিয়া ॥৬৬১

গৌড় দেশাধিপতির সভাবিভূষনমনি, শ্রীরূপের বড়ভাই যিনি প্রভূত ঐশ্চয্য পরিত্যাগ করিয়া নবীন বৈশ ধারন করিয়া ছিলেন এবং তত্ত্বজ্ঞানের নিকট জলজ তৃন আবৃত মহাসরোবরের ন্যায় বাহিরে অবধুত বেশধারী হইলেন ও অন্তরে ভক্তিরস পূর্ণ বলিয়া আহ্লাদ দায়ক ছিলেন ॥ ৬৫৮

তারপর অত্যাধিক করুনাময় মুর্ত্তি চম্পক পুষ্পসদৃশ গৌরবর্ণ শ্রীগৌর সুন্দর সনাতন কে পূর্ব্বে দেখিলেও নিজপদ প্রান্তে উপস্থিত দেখিয়া কৃপাপরবশ হইয়া অতিব আদরের সহিত মুদ্গরের ন্যায় বিশাল বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৬৫৯

কালপ্রভাবে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবন লীলা কাহিনী জন মানস হইতে লুপ্ত হওয়ায় তাহা প্রচারের জন্য শ্রীগৌর সুন্দর শ্রীরূপ সনাতন গোস্বামীকে সঠিক উপদেশ প্রদান করিয়া কৃপাশক্তি সঞ্চার করতঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনে অবস্থান করাইলেন ॥ ৬৬০

প্রভু-আজ্ঞামতে ব্রজে গেলা সনাতন।
ব্রজ হৈতে আইলা রূপ না হৈল মিলন ॥৬৬২
এথা প্রভু নীলাচলে আসি কিছু দিনে।
রূপ সনাতন লাগি উৎকণ্ঠিত মনে ॥৬৬৩
শ্রীরূপ বল্লভ-সহ উল্লাসিত হিয়া।
নীলাচল চলে শীঘ্র গৌড়দেশ দিয়া ॥৬৬৪
শ্রীরূপের অনুজ বল্লভ বিজ্ঞবর।
'অনুপম' নাম থুইল শ্রীগৌরসুন্দর ॥৬৬৫
রঘুনাথ বিনা যেঁহ অন্য নাহি জানে।
সদা মত্ত রঘুনাথ বিগ্রহ সেবনে ॥৬৬৬
সাক্ষাৎ শ্রীরঘুনাথ চৈতন্য গোসাঞি।
আপনা মানয়ে ধন্য ঐছে প্রভু পাই ॥৬৬৭
কি বলিব বল্লভের মহিমা অশেষ।
শ্রীরূপ বল্লভে লৈয়া আইলা গৌড়দেশ ॥ ৬৬৮
শ্রীবল্লভ অপ্রকট হৈলা গঙ্গাতীরে।
নীলাচলে গেলা রূপ কিছু দিন পরে ॥৬৬৯
নীলাচলে প্রভু ভক্তগণের দর্শনে।
যে আনন্দ হইল তা বর্ণিবে কোন জনে ॥৬৭০
গণসহ শ্রীচৈতন্য অদ্বৈত নিতাই।
যে কৃপা করিল রূপে কহি সাধ্য নাই ॥৬৭১
কতদিন রহি প্রভু ভক্ত-আজ্ঞামতে।
বৃন্দাবন চলিলেন গৌড়দেশ পথে ॥৬৭২
গৌড়ে যে আছিল অর্থ তাহা আনাইলা।
কুটুম্ব ব্রাহ্মণ দেবালয়ে বাঁটি দিল ॥৬৭৩
নিশ্চিন্ত হইয়া ব্রজে করিল গমন।
চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে এ লিখন ॥৬৭৪
বৃন্দাবন হৈতে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
ঝারিখণ্ড পথে কৈলা নীলাদ্রি-গমন ॥৬৭৫
কিছুদিনে আসি নীলাচলে প্রবেশিলা।
সনাতনে দেখি প্রভু মহাহর্ষ হৈলা ॥৬৭৬
কি অদ্ভুত স্নেহে সর্ব্বভক্ত মিলাইল।
কিছুদিন রাখি পুনঃ ব্রজে পাঠাইল ॥৬৭৭
বৃন্দাবন সনাতন কিরূপে মিলিলা।
চৈতন্যচরিতামৃতে ইহা বিস্তারিলা ॥ ৬৭৮
এ দোঁহার কৃপালেশ হয় যাঁর প্রতি।
তাঁর হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদে রতি ॥৬৭৯
গোস্বামীর পুরোহিত বিপ্রের কুমার।
বৃন্দাবনে গেল কৃপা হইল দোঁহার ॥৬৮০
অর্থবাঞ্ছা ছিল ছাড়ি উল্লাসিত মনে।
শিষ্য হইল সনাতন গোস্বামীর স্থানে ॥৬৮১
অদ্যাপি খাড়গ্রামে তাঁহার সন্তান।
প্রভু সনাতন বিনা না জানয়ে আন ॥৬৮২
সনাতন-রূপ করুণায় আর্দ্র হৈলা।
মথুরামণ্ডলে লুপ্ততীর্থ ব্যক্ত কৈলা॥৬৮৩
বৃন্দাবন হইতে শ্রীজীবেরে আকর্ষিল।
শ্রীজীব গোস্বামী গৌড়ে উদ্বিগ্ন হইল ॥৬৮৪
শ্রীজীব গোস্বামী যৈছে গেলা বৃন্দাবন।
সে অতি আশ্চর্য কিছু করি নিবেদন ॥৬৮৫
যে হইতে গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে।
সেই হৈতে শ্রীজীবের কিবা হৈল মনে ॥৬৮৬
নানা রত্নভূষা পরিধেয় সূক্ষ্মবাস।
অপূর্ব শয়ন শয্যা ভোজন বিলাস ॥৬৮৭
এ সব ছাড়িল কিছু নাহি ভায় চিতে
রাজ্যাদি বিষয়-বার্ত্তা না পারে শুনিতে ॥৬৮৮
শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি শিষ্ট লোকগণে।
কেহ কারু প্রতি কহে সস্নেহ বচনে ॥৬৮৯
ওহে ভাই! কুমার দেবের পুত্রগণ।
তার মধ্যে বৈষ্ণব-শাস্ত্রজ্ঞ তিনজন ॥৬৯০
সনাতন শ্রীরূপ বল্লভ এই তিন।
সর্বত্যাগ করিয়া হইলা উদাসীন ॥৬৯১

কি অদ্ভুত বৈরাগ্য মমতামাত্র নাই।
ঐছে নিরপেক্ষ না দেখিয়ে কোন ঠাঁই ॥৬৯২
গঙ্গাতীরে বল্লভের হইল পরলোক।
অল্পকালে শ্রীজীব পাইল মহাশোক ॥৬৯৩
শ্রীজীবের এহেন ঐশ্বর্যে নাই মন।
কহিতে বিদরে হিয়া হইল যেমন ॥৬৯৪
একদিন তাঁরে মুঞি দেখিনু বিরলে।
নিরন্তর ভাসে দুই নয়নের জলে ॥৬৯৫
কেহ কহে—ওহে ভাই! এই সত্য হয়।
জানিহ শ্রীজীবে কৃষ্ণ-কৃপা নিশ্চয় ॥৬৯৬
অল্প বয়সে অতি গম্ভীর অন্তর।
শ্রীমদ্ভাগবতে জানে প্রানের সোসর ॥৬৯৭
সদা কৃষ্ণকথা-সুখসমুদ্রে সাঁতারে।
অন্যকথা কেহ ভয়ে কহিতে না পারে ॥৬৯৮
একদিন দেখিল হইয়া অলক্ষিত।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি হইলা মূর্চ্ছিত ॥৬৯৯
ধরণী লোটায় ধৈর্য ধরণ না যায়।
মুখ বক্ষ ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥৭০০
করয়ে কতেক খেদ কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
দেখি ত সে দশা কার না বিদরে হিয়া ॥৭০১
কেহ কহে—অহে ভাই! বিচারিনু মনে।
শ্রীজীব ছাড়িবে ঘর অতি অল্প দিনে ॥৭০২
কেহ কহে—কৈছে এ ভ্রমিব সুকুমার।
কেহ কহে—অনুরাগ প্রবল ইহার ॥৭০৩
কেহ কহে—বিপ্রকুলপ্রদীপ এ হয়।
এই গেলে হবে সব অন্ধকারময় ॥৭০৪
ঐছে কত কহে সবে ব্যাকুল অন্তরে।
শ্রীজীবে ছাড়িয়া কেহ নাহি যায় ঘরে ॥৭০৫
নিরন্তর শ্রীজীবের এই চিন্তা মনে।
ঘর হৈতে বাহির হইব কতক্ষণে ॥৭০৬
একদিন একাকী বসিয়া সন্ধ্যাকালে।
শ্রীনামকীর্তনে সিক্ত হয় নেত্রজলে ॥ ৭০৭
করয়ে যতন ধৈর্য ধরিতে না পারে।
দুই বাহু ঊর্ধ্ব তুলি কহে বারে বারে ॥ ৭০৮
অহে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
অহে করুনাসিন্ধু শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র ॥ ৭০৯
অহে কৃপাময় প্রভুর শ্রীপ্রিয়গন।
মো হেন পতিতে কর কৃপার ভাজন ॥ ৭১০
ঐছে কত কহে কণ্ঠরুদ্ধ ক্ষণে ক্ষণে।
নিশি শেষ হৈল নিদ্রা নাহিক নয়নে ॥ ৭১১
শ্রীভকতবৎসল প্রভু প্রভুর ইচ্ছায়।
শ্রীজীব দেখয়ে স্বপ্ন কিঞ্চিৎ নিদ্রায় ॥ ৭১২
রামকেলিগ্রামে যৈছে দেখিল স্বপনে।
সেইরূপ দেখে গৌরচন্দ্র গণসনে ॥ ৭১৩
সঙ্কীর্তন মধ্যে নৃত্য করে গৌররায়।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমে জগৎ মাতায় ॥ ৭১৪
লক্ষ লক্ষ লোক ধাইয়া আইসে চারিপাশে।
হরি হরি ধ্বনি হয় এ ভুমি আকাশে ॥ ৭১৫
ঐছে দেখা দিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
স্বপ্নভঙ্গে জীবের ব্যাকুল হৈল প্রান ॥ ৭১৬
পুনঃ শ্রীজীবেরে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
শ্রীজীব দেখয়ে কিবা অপূর্ব স্বপন ॥ ৭১৭
কহিব সে স্বপ্ন পূর্ব কহিব কিঞ্চিৎ।
পরম অদ্ভুত এই শ্রীজীব চরিত ॥ ৭১৮
শ্রীজীব বালককালে বালকের সনে।
শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধ বিনা খেলা নাহি জানে ॥ ৭১৯
কৃষ্ণবলরাম মূর্তি নির্মাণ করিয়া।
করিতেন পূজা পুষ্প চন্দনাদি দিয়া ॥ ৭২০
বিবিধ ভূষণ বস্ত্রে শোভা অতিশয়।
অনিমেষ নেত্রে দেখি' উল্লাস হৃদয় ॥ ৭২১

কনক-পুত্তলি-প্রায় পড়ি ক্ষিতিতলে।
করিতে প্রণাম সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥ ৭২২
বিবিধ মিষ্টান্ন অতি যত্নে ভোগ দিয়া।
ভুঞ্জিতেন প্রসাদ বালকগণে লইয়া ॥ ৭২৩
কৃষ্ণ বলরাম বিনা কিছুই না ভায়।
একাকীও দোঁহে লইয়া নির্জনে খেলায় ॥ ৭২৪
শয়ন সময়ে দোঁহে রাখয়ে বক্ষেতে।
মাতা পিতা কৌতুকেও না পারে লইতে ॥ ৭২৫
কৃষ্ণ-বলরাম প্রতি অতিশয় প্রীত।
দেখিয়া বালক চেষ্টা সবে উল্লাসিত ॥ ৭২৫
চৈতন্য নিতাই তাঁর বাল্যকাল হৈতে॥
যৈছে প্রেমাধীন ব্যক্ত করয়ে স্বপ্নেতে ॥ ৭২৭
হইলা প্রত্যক্ষ প্রভু কৃষ্ণ বলরাম।
শ্যাম শুক্ল রূপ দোঁহে আনন্দের ধাম ॥ ৭২৯
দোঁহার অদ্ভুত বেশ কন্দর্প মোহন।
অঙ্গের ভঙ্গীতে মত্ত করে ত্রিভুবন ॥ ৭২৯
ঐছে দোঁহে দেখি' পুনঃ দেখে গৌরবর্ণ।
ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধ স্বর্ণ ॥ ৭৩০
দুহুঁ অঙ্গ সৌরভে ব্যাপিব ত্রিভুবন।
তাহে ধৈর্য ধরে ঐছে নাহি কোন জন ॥ ৭৩১
শ্রীজীবের মনে মহা হৈল চমৎকার।
অনিমিষ নেত্রে শোভা দেখয়ে দোঁহার ॥ ৭৩২
ভাসয়ে দীঘল দুটি নয়নের জলে।
লুটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে ॥ ৭৩৩
করুণাসমুদ্র গৌর নিত্যানন্দ রায়।
পাদপদ্ম দিলেন জীবের মাথায় ॥ ৭৩৪
পরম বাৎসল্যে পুনঃ করে আলিঙ্গন।
কহিল অমৃতময় প্রবোধ বচন ॥ ৭৩৫
শ্রীগৌরসুন্দর মহা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া।
প্রভু নিত্যানন্দ পদে দিল সমর্পিয়া ॥ ৭৩৫

নিত্যানন্দ শ্রীজীবে কহয়ে বার বার।
এই মোর প্রভু হোক সর্বস্ব তোমার ॥ ৭৩৭
ঐছে প্রভু অনুগ্রহে পুনঃ প্রনমিতে।
দোঁহে অদর্শন দেখি নারে স্থির হৈতে ॥৭৩৮
নিদ্রাভঙ্গ হৈতে দেখে নিশি পোহাইল।
অধ্যয়ন ছলে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল ॥ ৭৩৯
নবদ্বীপবাসী লোক বিচারিল মনে।
অবশ্য জীব যাইবেন বৃন্দাবনে ॥ ৭৪০
শ্রীজীব সঙ্গের লোকে বিদায় করিয়া
ফতেয়া হৈতে চলে এক ভৃত্য লৈয়া ॥ ৭৪১
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া পথে কি অদ্ভুত গতি।
শ্রীজীবে দেখিয়া কেহ কহে কারো প্রতি ॥ ৭৪২
দেখ দেখ এই কোন্ রাজার কুমার ॥
কনক-চম্পক-বর্ণ তনু মনোহর ॥ ৭৪৩
কি অপূর্ব বদন-মাধুরী প্রাণ হরে।
কিবা দীর্ঘ নয়ন নাসিকা শোভা করে ॥ ৭৪৪
কিবা ভুরু ললাট, শ্রবন, চারু কেশ।
কিবা গণ্ড, গ্রীবা, কি অদ্ভুত বক্ষঃদেশ ॥ ৭৪৫
কিবা হস্তপদ্ম নখাবলী বিলসয়।
কিবা ক্ষীন মধ্য জঙ্ঘ, জানু, পদদ্বয় ॥ ৭৪৬
অপূর্ব তুলসীমালা কণ্ঠে সুকোমলে।
কিবা শুভ্র সূক্ষ্ম চারু যজ্ঞসূত্র গলে ॥ ৭৪৭
অহে ভাই ইহার বালাই লৈয়া মরি।
মনে হয় নিরন্তর রাখি নেত্র ভরি, ॥ ৭৪৮
কেহ কহে,—ভাই সব ইহারে দেখিয়া।
না জানিয়ে আমার কেমন করে হিয়া ॥ ৭৪৯
কেহ কহে—অহে ঐছে হয় মোর মন।
করিব অবশ্য ইহঁ সন্ন্যাস গ্রহণ ॥ ৭৫০
এইরূপ কহে কত ব্যাকুল হিয়ায়।
শ্রীজীব পরম-প্রেমাবেশে চলি যায় ॥ ৭৫১

নবদ্বীপ প্রবেশিতে এই ধ্বনি হইল।
সনাতন শ্রীরূপের ভ্রাতুষ্পুত্র আইল ॥ ৭৫২
শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি ব্রাহ্মন পণ্ডিত।
কিবা জিজ্ঞাসিল সবে হইলা বিস্মিত ॥ ৭৫৩
শ্রীজীব নবদ্বীপমধ্যে প্রবেশিল।
দেখি নবদ্বীপ শোভা বিস্ময় হইল ॥ ৭৫৪
ষোলক্রোশ নবদ্বীপ বসতি সুন্দর।
স্থানে স্থানে ব্যাপী, পুষ্পবাটী, সরোবর ॥ ৭৫৫
সুরধুনী তীর, বন, পুলিন দেখিয়া।
কে আছে এমন যার না জুড়ায় হিয়া ॥ ৭৫৬
শ্রীজীব বিহ্বল হৈয়া করয়ে গমন।
সেই পথে আইসে বৈষ্ণব কত জন
শ্রীজীবে দেখিয়া সবে মনের উল্লাসে।
শীঘ্র গেলা শ্রীপণ্ডিত শ্রীবাস আবাসে ॥ ৭৫৮
নিত্যানন্দপ্রভু তথা প্রিয়গন সঙ্গে।
বসিয়া আছেন মহাপ্রেমানন্দ রঙ্গে ॥ ৭৫৯
শ্রীবাস পণ্ডিতে প্রভু হাসিয়া কহয়।
শ্রীজীব আসিবে মোর মনে হেন লয় ॥৭৬০
প্রভু-আগে সে বৈষ্ণব কহে ধীরে ধীরে।
শ্রীজীব আইলা প্রভু ভবন বাহিরে ॥৭৬১
শুনি নিত্যানন্দ প্রভু আনন্দিত হৈলা।
শ্রীজীবেরে শীঘ্র লোকদ্বারে আনাইলা ॥৭৬২
শ্রীজীব অধৈর্য হৈলা প্রভুর দর্শনে।
নিবারিতে নারে অশ্রুধারা দু'নয়নে ॥৭৬৩
করয়ে যতেক দৈন্য কহনে না যায় ॥
লোটাইয়া পড়ে প্রভু নিত্যানন্দ-পায় ॥৭৬৪
নিত্যানন্দ প্রভু মহাবাৎসল্যে বিহ্বল।
ধরিল শ্রীজীব-মাথে চরণ যুগল ॥৭৬৫
শ্রীজীবেরে অনুগ্রহ সীমা প্রকাশিলা।
ভূমি হৈতে তুলি দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥৭৬৬

প্রভু প্রেমাবেশে কহে—তোমার নিমিত্তে।
আইলাম শীঘ্র এথা খড়দহ হৈতে ।৭৬৭
ঐছে কত কহি শ্রীজীবেরে স্থির কৈলা।
শ্রীবাসাদি ভক্ত অনুগ্রহ করাইলা ॥৭৬৮
নিকটে রাখিয়া অতি আনন্দ হিয়ায় ॥
শ্রীজীবে পশ্চিমদেশে করয়ে বিদায় ।৭৬৯
বিদায়ের কালে মহা-ব্যাকুল হইলা।
শ্রীজীব নিত্যানন্দ পদে প্রণমিলা ॥৭৭০
শ্রীজীব মস্তকে প্রভু অর্পিয়া চরণ।
করিয়া যতেক স্নেহ কৈল আলিঙ্গন ॥৭৭১
প্রভু কহে—শীঘ্র ব্রজে করহ প্রয়াণ।
তোমার বংশে প্রভু দিয়াছেন সেই স্থান ॥৭৭২
শ্রীজীব করিলা যাত্রা প্রভু-আজ্ঞা পাঞা।
সর্বভক্তগনের শ্রীচরন বন্দিয়া ॥ ৭৭৩
শ্রীবাসপণ্ডিত আদি ভাগবতগণ।
শ্রীজীবে যে স্নেহ কৈল না হয় বর্ণন ॥ ৭৭৪
নবদ্বীপ হইতে পরমানন্দ মনে।
শ্রীজীব গোস্বামী কাশী গেলা কতদিনে ॥ ৭৭৫
তাহা রহে শ্রীমধুসূদন বাচস্পতি।
সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক যেন বৃহস্পতি ॥ ৭৭৬
তেঁহ শ্রীজীবেরে দেখি অতি স্নেহ কৈলা।
কতদিনে রাখি বেদান্তাদি পড়াইলা ॥ ৭৭৭
শ্রীজীবের বিদ্যাবল দেখি বাচস্পতি।
যে আনন্দ হৈল তাহা কহি কি শকতি ॥ ৭৭৮
কাশীতে শ্রীজীবেরে প্রশংসে সর্ব ঠাঁই।
ন্যায় বেদান্তাদি শাস্ত্রে ঐছে কেহ নাই ॥ ৭৭৯
কাশী হৈতে শ্রীজীব গেলেন বৃন্দাবন।
তথা অনুগ্রহ কৈলা রূপ সনাতন ॥৭৮০
সনাতন, রূপ শ্রীবল্লভ তিন ভাই।
এ তিনের চরিত্র বর্নিতে অন্ত নাই ॥ ৭৮১

রঘুনাথ দাস শ্রীপুরুষোত্তম হৈতে।
বৃন্দাবন গেলা যৈছে না পারি কহিতে ॥ ৭৮২
সনাতন, রূপ রঘুনাথ এই তিনে।
রঘুনাথ চেষ্টাদিক বিদিত ভুবনে ॥ ৭৮৩

তথাহি শ্রীলঘুতোষন্যাম্—
আদিঃ শ্রীল সনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয়বলিতো নির্বেদ্য যে রাজাতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাখ্যভক্তিশ্রিয়ে
॥ ৭৮৪

যঃ সর্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতমগ্রজৌ পুনরমূ বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।
যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো ভক্তির
প্যুচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দনগতা সর্বত্র সম্বর্ধিতা ॥৭৮৫

যন্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেম-মহার্ণবোর্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্ত-প্রকর-প্রভাভরমতীত্যেবানয়োর্গ্রাজতো-
স্তুল্যাস্তত্বপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্যমার্যৈস্তমৈঃ ॥৭৮৬

সনাতন রূপ বিলসয়ে বৃন্দাবনে।
দুহুঁ মনোবৃত্তি কৃষ্ণ বিনা কেবা জানে ॥৭৮৭
সনাতন রূপে মহা অনুগ্রহ কৈলা ॥
গোপাল বালক ছলে সাক্ষাৎ হইলা ॥৭৮৭
দিলেন অপূর্ব ক্ষীর কহিতে কি আর।
সনাতন রূপের সুখের নাহি পার ॥৭৮৯
হেন সনাতন রূপ প্রভুর আজ্ঞাতে।
বর্ণিল যতেক তাহা ব্যাপিল জগতে ॥৭৯০
শ্রীরূপ শ্রীহংসদূত আদি গ্রন্থ কৈলা।
সনাতন ভাগবতামৃতাদি বর্ণিলা ॥৭৯১
শ্রীবৈষ্ণব তোষণী করিয়া সনাতন।
শ্রীজীবেরে আজ্ঞা দিলা করিতে শোধন ॥৭৯২
আজ্ঞা পাঞা জীব লঘুতোষণী করিলা।
যৈছে করিলেন তাহা তথাই লিখিলা ॥৭৯৩
চৌদ্দশত সপ্ত ছয়ে সম্পূর্ণ বৃহৎ ॥
পনরশত চারি শকে লঘু সমাপ্ত ॥৭৯৪

তথাহি তত্রৈব—
গোপালবালকব্যাজাদদ্বযোঃ সাক্ষাদ্বভুব হ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুত-গোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥৭৯৫

জ্যেষ্ঠ সনাতনের কনিষ্ঠ শ্রীরূপ তাঁহার কনিষ্ঠ শ্রীনাদ, বল্লভ এই তিনজন বৈরাগ্যাবেশ হেতু রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপালাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমময়ী ভক্তিলাভের নিমিত্ত ভক্তিভাবাশ্রয়ে উপাসনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন ॥ ৭৮৪

যিনি ভ্রাতাগনের কনিষ্ঠ, তিনি আমার পিতা, তিনি গঙ্গাতীরে পর্থিব লীলা সম্বরন করিলে অগ্রজ দ্বয় সত্বর বৃন্দাবনে গমন করিলেন মথুরা মণ্ডলের গুপ্ত লীলা স্থলী গুলি প্রকট করেন এবং তাঁহাদের দ্বারা শ্রীনন্দনন্দনাশ্রিত ভজন ক্রিয়া সর্বদেশে বিশেষ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল ॥ ৭৮৫

পৃথিবীতে তাঁহাদের মিত্র বলিয়াখ্যাত সেই রঘুনাথদাস শ্রীরাধা কৃষ্ণ প্রেমরসার্ণবের তরঙ্গরাশিতে সর্বদা বিহার করিতেন। সমগ্র উপমার রহিত প্রভারাশিতে শোভা যুক্ত যে রূপসনাতনঃ ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ সজ্জাগন শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামীকে সবিস্ময়ে তাঁহাদের তুল্য জ্ঞানে পূজা করিতেন ॥ ৭৮৬

গোপ বালকের বেশে ক্ষীর লইয়া গোপাল দেব তাঁহাদের দর্শন প্রদান করিয়া ছিলেন ॥ ৭৯৫

তাঁহাদের অনুজ শ্রীনরূপ গোস্বামির লিখিত গ্রন্থরাজীর বর্ণন এইরূপ শ্রীহংসদূত কাব্য, শ্রীমদুদ্ধব সন্দেশ, ছন্দোঽষ্টাশক ॥ ৭৯৬

তয়োরনুজস্যষ্টৈষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রী·কৃষ্ণবনন্দেশশ্ছন্দেহষ্টাদশকং তথা ॥ ৭৯৬

স্তবস্তোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দ বিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাদ্যাশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৭৯৭

বিদগ্ধ ললিতাপ্রাখ্য মাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভানিকা দানকেলাখ্যারসামৃতযুগং পুনঃ ॥ ৭৯৮

মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটক চন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥ ৭৯৯

তথাগ্রজকৃতেষগ্র্যং শ্রীল ভাগবতামৃতম্
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিকপ্রদর্শিনী ॥ ৮০০

লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া ॥ ৮০১

অবুদ্ধ্যা বুদ্ধ্যা বা যদিহ ময়কালেখি সহসা।
তথা যদ্বাচ্ছেদি দ্বয়মপি সহেরন্ পরমমী।
অহো কিম্বা যদযন্মনসি মম বিস্ফারিতমভূ
দমীভিস্তন্মাত্রং যদি বলমলং শঙ্কিতকুলৈঃ ॥ ৮০২

শকে ষটসপ্তমিমনৌ পূর্ণেয়ং টিপ্পনী শুভা।
সংক্ষিপ্তা যুগশূন্যাগ্রপক্ষৈকগণিতে তথা ॥ ৮০৩

এইত কহিল গোস্বামীর গ্রন্থগন।
পুনঃ বিবরিয়া কহি করহ শ্রবন ॥ ৮০৪

শ্রীজীবের শিষ্য কৃষ্ণদাস অধিকারী।
তিঁহ নিজ গ্রন্থে ইহা কহিল বিস্তারি ॥ ৮০৫

সনাতন গোস্বামীর গ্রন্থ চতুষ্টয়।
টীকাসহ ভাগবতামৃত খণ্ডদ্বয় ৮০৬

হরিভক্তিবিলাস টীকা দিক্‌প্রদর্শিনী।
বৈষ্ণবতোষণী নাম দশম টিপ্পনী ॥৮০৭

লীলাস্তব দশমচরিত যাহে কয়।
সনাতন গোস্বামীর এই চতুষ্টয় ॥ ৮০৮

তথাহি—

তয়োর্জ্যেষ্ঠস্য কৃতিষু শ্রীসনাতননামিনঃ।
সিদ্ধান্তগ্রন্থনম্মোহাল্লেখোল্লেখো বিধীয়তে ॥ ৮০৯

প্রথমাদিদ্বয়ং খণ্ডযুগ্মং ভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকা দিকপ্রদশিনী।
লীলাস্তবটিপ্পনী চ নাম্না বৈষ্ণবতোষণী ॥ ৮১০ ॥

ইঁহা ভিন্ন স্তবমালা, গোবিন্দ বিরুদাবলী প্রেমেন্দু সাগরাদি সুবিখ্যাত গ্রন্থ রহিয়াছে ॥ ৭৯৭
ললিত মাধবও বিদগ্ধ মাধব নামক নাটক দ্বয় দানকেলী কৌমুদী, রসামৃত যুগল। মথুরা মহিমা, নাটক চন্দ্রিকা, লঘু ভাগবতামৃত প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থাবলী ॥ ৭৯৮-৭৯৯

তাঁহার মত তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সনাতন গোস্বামী শ্রীভাগবতামৃত দিক প্রদর্শিনী টিকার সহিত শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ও লীলাস্তব রচনা করেন। তাঁহার আদেশে দশমটিপ্পনী, বৈষ্ণব তোষনী গ্রন্থ দীনহীন মৎকর্তৃক অর্থ্যাৎ শ্রীজীব গোস্বামী কর্তৃক সংক্ষেপে সম্পাদিত হইল ৮০০-৮০১ ॥

আমি আলোচ্য গ্রন্থে বুদ্ধি ও অবুদ্ধি পূর্বক সত্বরতার সহিত যাহা লিখিয়াছি এবং তাঁহাদের বর্ণন—
যত্র যত্র পরিত্যাগ করিয়াছি তাঁহারা উভয়বিধ বিচ্যুতি মার্জ্জনা করিবেন। তাঁহারা আমার চিত্তে যেরূপ প্রেরনা প্রদান করিয়াছেন তাহাই আমি লিখিয়াছি। কেবল মাত্র যদি তাহাই আমার ভরসা হয় তবে আমার কোনরূপ ভয় করিবার কারন নাই ॥ ৮০২

শ্রীরূপ গোস্বামী গ্রন্থ ষোড়শ করিল।
লীলাসহ সিদ্ধান্তের সীমা প্রকাশিল ॥ ৮১১
কাব্য হংসদূত আর উদ্ধবসন্দেশ।
কৃষ্ণজন্মতিথি-বিধি বিধান অশেষ ॥ ৮১২
গণোদ্দেশদীপিকা বৃহৎ লঘুদ্বয়।
স্তবমালা বিদগ্ধমাধব-রসময় ॥ ৮১৩
ললিতমাধব বিপ্রলম্ভের অবধি।
দানলীলাকৌমুদী আনন্দ মহোদধি ॥৮১৪
দানকেলিকৌমুদী বিদিত এই নাম।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এই অনুপম ॥৮১৫
শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থ রসপুর।
প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা গ্রন্থ সুমধুর ॥৮১৬
মথুরা মহিমা পদ্যাবলী এ বিদিত।
নাটকচন্দ্রিকা লঘুভাগবতামৃত ॥৮১৭ ॥
বৈষ্ণব ইচ্ছায় একাদশ শ্লোক কৈল ॥
* কৃষ্ণদাস কবিরাজে বিস্তারিতে দিল ॥৮১৮
অষ্টকাললীলা তাতে অতিসায়ন।
ভাগবন্ত জন সে করয়ে আস্বাদন ৮১৯
সংক্ষেপে করিল আর বিরুদ্ লক্ষণ।
গ্রন্থের গণনামধ্যে না কৈল গণন ॥৮২০
গোবিন্দ বিরুদাবলী লক্ষন তাহার।
দোঁহে এক এ হেতু লক্ষণে এ প্রচার ॥৮২১

তথাহি—
তয়োরনুজসৃষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশঃ কৃষ্ণজন্মতিথের্বিধিঃ ॥ ৮২২
বৃহল্লঘুতয়া খ্যাতা শ্রীগণোদ্দেশদীপিকা।
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়ানাঞ্চ স্তবমালা মনোহরা ॥৮২৩

মঙ্গল প্রদায়িনী বৈষ্ণব তোষনীরটিপ্পনী ১৪৭৬ শকাব্দে। আর লঘু তোষনী ১৫০৪ শকাব্দে সমাপ্ত হইয়াছে ॥ ৮০৩
সনাতন গোস্বামী নামক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারচিত সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সমূহ হইতে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নামোল্লেখ করিতেছি ॥ ৮০৯

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সমন্বিত ভাগবতামৃত হরিভক্তি বিলাসের দিকদর্শিনী টিকা, লীলাস্তব ও বৈষ্ণব তোষনী নামক টিপ্পনী। ইহা শ্রীসনাতন গোস্বামী কর্ত্তৃক লিখিত ॥ ৮১০

কৃষ্ণদাস কবিরাজ—
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর পূর্বানতার বিষয়ে তৎশিষ্য শ্রীমুকুন্দ দাস কৃত সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় গ্রন্থের বর্ণন—
কস্তুরী মঞ্জরী পাদপদ্ম করিধ্যান। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় এই কহিল আখ্যান ॥
শ্রীহরিদাস দাসের গৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান গ্রন্থের বর্ণনে পূর্বলীলায় রত্নরেখা, পিতা ভগীরথ, মাতা সুনন্দা, ভ্রাতা শ্যামদাস ১৪২৮ শকাব্দে কাটোয়ার নিকটে ঝামটপুরগ্রামে বৈদ্যকুলে জন্ম। ছয়বর্ষ বয়সে পিতা দেহরক্ষা করায় ভ্রাতা সহ পিতৃস্বসার গৃহে পালিত হন। প্রাপ্ত বয়সে প্রভুনিত্যানন্দের স্বপ্নাদেশে বৃন্দাবনে গমন করিয়া শেষ জীবন পর্য্যন্ত অতিবাহিত করেন। শ্রীপাদ রূপ সনাতন গোস্বামীর অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীরাধাকুণ্ডে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর অনুগতো অবস্থান করেন। ১৫০৩ শকাব্দে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেন। তথাহি শ্রীপ্রেমবিলাসের ২৪ বিলাসের বর্ণন—

কৃষ্ণদাস কবিরাজ থাকি বৃন্দাবন। পনর শত তিন শকাব্দে যখন।
জ্যেষ্ঠ মাসের রবিবারে কৃষ্ণ পঞ্চমীতে পূর্ণ। কৈল গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে ॥
তিনি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতাদি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি চৈতন্যচরিতামৃত রচনার পর কিছু কাল জীবিত ছিলেন।

বিদগ্ধমাধবঃখ্যাতস্তথা ললিতমাধবঃ।
দানলীলাকৌমুদী চ তথা ভক্তিরসামৃতম্ ॥৮২৪
উজ্জ্বলাখ্যো নীলমণিঃ প্রযুক্তাখ্যাতচন্দ্রিকা।
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা ॥৮২৫
সংক্ষিপ্ত শ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ।
গোপালবালকব্যাজাদনয়োঃ সাক্ষাদ্বভূব হ।
নন্দাত্মজঃ স গোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ৮২৬
এই ত মধ্যম গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
তার মধ্যে কহি স্তবমালা-বিবরণ ॥৮২৭
পৃথক পৃথক স্তব গোস্বামী বর্ণিল।
শ্রীজীব-সংগ্রহে স্তবমালা নাম হৈল ॥৮২৮
তথাহি তৎকৃতপদ্যম্—
শ্রীমদীশ্বররূপেন রসামৃতকৃতা কৃতা।
স্তবমালানুজীবেন জীবেন সমগৃহ্যত ॥৮২৯
রঘুনাথ দাসগোস্বামীর গ্রন্থত্রয়।
স্তবমালা নাম স্তবাবলী যারে কয় ॥৮৩০
শ্রীনামচরিত মুক্তাচরিত মধুর।
যাহার শ্রবণে মহাদুঃখ হয় দূর ॥৮৩১
তথাহি—
রঘুনাথাভিধেয়স্য তয়োমিত্রত্রমীযুষঃ।
স্তবমালা দানমুক্তাচরিতং কৃতিমুদিতম্ ॥৮৩২
শ্রীজীবের গ্রন্থ পঞ্চবিংশতি বিদিত।
হরিনামামৃতব্যাকরণ দিব্য রীত ॥৮৩৩

সূত্রমালিকা ধাতুসংগ্রহ সুপ্রকার।
কৃষ্ণার্চনদীপিকা গ্রন্থ অতি চমৎকার ৮৩৪
গোপালবিরুদাবলী রসামৃতশেষ।
শ্রীমাধব মহোৎসব সর্বাংশে বিশেষ ॥৮৩৫
শ্রীসঙ্কল্পকল্পবৃক্ষ গ্রন্থ এ প্রচার॥
ভাবার্থসূচকচম্পূ অতি চমৎকার ॥৮৩৬
গোপালতাপনী টীকা ব্রহ্মসংহিতার।
রসামৃতটীকা শ্রীউজ্জ্বল টীকা আর ॥৮৩৭
যোগসার স্তবের টীকাতে সুসঙ্গতি।
অগ্নিপুরাণস্থ শ্রীগায়ত্রী ভাষ্য তথি ॥৮৩৮
পদ্মপুরাণোক্ত শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন।
শ্রীরাধিকা-কর-পদস্থিত চিহ্ন ভিন্ন ॥৮৩৯
গোপালচম্পূ পূর্ব উত্তর বিভাগেতে।
বর্ণিলেন কি অদ্ভুত বিদিত জগতে ॥৮৪০
সপ্ত সন্দর্ভ বিখ্যাত ভাগবত রীতি।
তত্ত্ব ভগবৎ-পরমাত্ম কৃষ্ণ-ভক্তি প্রীতি ৮৪১
এই ছয় ক্রমসন্দর্ভ সপ্ত হয়।
প্রয়োজনাভিধেয়সম্বন্ধ ইথে ত্রয় ॥৮৪২
তথাহি—
শ্রীমদ্বল্লভপুত্র-শ্রীজীবস্য কৃতিমুখ্যতে।
শব্দানুশাসনং নাম্ন' হরিনামামৃতং তথা ॥৮৪৩
তৎসূত্রমালিকা তত্র প্রযুক্তো ধাতুসংগ্রহঃ।
কৃষ্ণার্চাদীপিকা সূক্ষ্মা গোপালবিরুদাবলী ॥ ৮৪৪

তাঁহার অনুজ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রনীত শ্রীহংস দূত কাব্য, শ্রীমদুদ্ধব সন্দেশ, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম তিথির বিধি, শ্রীবৃহদ গনোদেশ দীপিকা, শ্রীলঘুগনোদেশ দীপিকা শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রিয়গনের মনোহর স্তব মালা প্রখ্যাত বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব, দানকেলী কৌমুদী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু উজ্জল নীলমনি প্রযুক্তাখ্যাত চন্দ্রিকা মথুরা মহিমা পদ্যাবলী নাটক চন্দ্রিকাও লঘুভাগবতামৃত প্রভৃতি সংগ্রহ গ্রন্থ। শ্রীনন্দনন্দন মদন গোপাল গোপবালকছলে ক্ষীর প্রদান লীলা করিয়া তাঁহাদের দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮২২-৮২৬

রসামৃতশ্চ শেষশ্চ শ্রীমাধবমহোৎসবঃ।
সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষো যশ্চম্পূর্ভাবার্থসূচক॥৮৪৫
টীকা গোপালতাপন্যাঃ সংহিতায়াশ্চ ব্রাহ্মণং।
রসামৃতস্যোজ্জ্বলস্য যোগসার স্তবস্য চ॥৮৪৬
তথা চাগ্নিপুরাণস্থ-গায়ত্রীবিবৃতিরপি
শ্রীকৃষ্ণপদচিহ্নানাং পাদ্মোক্তানামথাপি চ॥৮৪৭
লক্ষ্মী বিশেষরূপা যা শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনেশ্বরী।
তস্যাঃ কর পদস্থানাং চিহ্নানাঞ্চ সমাহৃতিঃ।৮৪৮
পূর্বোত্তরতয়া চম্পূদ্বয়ী যা চ ত্রয়ী ত্রয়ী।
সন্দর্ভাঃ সপ্ত বিখ্যাতাঃ শ্রীমদ্ভাগবতস্য বৈ॥৮৪৯
তত্ত্বাখ্যো ভগবৎসংজ্ঞঃ পরমাত্মাখ্য এব চ।
কৃষ্ণভক্তি প্রীতিসংজ্ঞাঃ ক্রমাখ্যাঃ সপ্তমঃস্মৃতঃ॥৮৫০
সম্বন্ধশ্চ বিধেয়শ্চ প্রয়োজনমিতি ত্রয়ম্।
হস্তামলক বদ্যেষু সন্তিরাত্যৈঃ প্রকাশিতম্।
ইত্যাদয়ঃ॥৮৫১
এইত কহিল চারি গোস্বামীর বর্ণন।
ঐছে বহু বর্ণিলা অসংখ্য ভক্তগণ॥ ৮৫২
এসব গ্রন্থের মর্ম সে বুঝিতে পারে।
শ্রীভক্তিদেবীর অনুগ্রহ হৈল যারে॥ ৮৫৩
বেদ পুরাণেতে গায় ভক্তির বড়াই
ভক্তিবলে ভক্তের অসাধ্য কিছু নাই॥ ৮৫৪

ভক্তির মহিমা বেদ-পুরাণে বাখানে।
ভক্তির মহিমা সে জানয়ে ভক্তজনে॥ ৮৫৫
অহে বন্ধুগণ মুঞি এই ভিক্ষা চাঙ।
সদা ভক্তি ভক্তের মহিমা যেন গাঙ॥ ৮৫৬
ভক্ত ভক্তি দ্বেষী যত পাষণ্ডীরগণ
এসবার স্পর্শ যেন না হয় কখন॥ ৮৫৭
জয় বাঞ্ছাকল্পতরু গৌরভক্তগন।
কৃপা কর শ্রীনিবাস পদে রহুঁ মন॥ ৮৫৮
শ্রীনিবাসাচার্য ঠাকুর গুনমনি।
যাঁর ভক্তিদানে ধন্য মানয়ে ধরনী॥ ৮৫৯
গৌড় নীলাচল বৃন্দাবনে শ্রীনিবাস।
আপনার মনোবৃত্তি করিলা প্রকাশ॥ ৮৬০
যদি মোর ভাগ্য থাকে হইবে বিস্তার।
এবে সূত্ররূপে কহি জন্মাদিক তাঁর॥ ৮৬১
শ্রীচাখন্দি নামে গ্রাম সুরধুনীর তীরে।
তথাহি জন্মিলা বিপ্র চৈতন্যের ঘরে॥ ৮৬২
শ্রীচূড়াকরন আদি তথাই হইল।
অল্পে ব্যাকরণ আদি অধ্যয়ন কৈল॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র গুণ শুনি প্রেমাবেশে।
শ্রীখণ্ড হইয়া ক্ষেত্রে চলয়ে উল্লাসে॥ ৮৬৪

শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থের রচয়িতা আমার গুরুদেব শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তৃক প্রণীত স্তবমালা গ্রন্থখানি তাঁহার সেবক শ্রীজীব কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে॥ ৮২৯

তাঁহাদের বন্ধত্ব প্রাপ্ত শ্রীরঘুনাথ নামক গোস্বামীর গ্রন্থমধ্যে স্তবমালা, দানচরিত ও মুক্তাচরিত প্রসিদ্ধ॥ ৮৩২
শ্রীল বল্লভের পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত কতিপয় গ্রন্থের নাম। হরি নামামৃত ব্যাকরণ, তৎসূত্র মালিকা তৎসহ ধাতু সংগ্রহ, লঘু কৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা, গোপাল বিরুদাবলী, রসামৃতের শেষাংশ মাধব মহোৎসব, সঙ্কল্প কল্পবৃক্ষ, ভাবার্থ সূচক—চম্পূ, গোপাল তাপনী টীকা, ব্রহ্মসংহিতা টিকা, রসামৃতের টীকা, উজ্জ্বল নীলমনির টিকা, যোগসার স্তবের টিকা, অগ্নিপুরানস্থ গায়ত্রী বিবৃতি পদ্মপুরানোক্ত শ্রীকৃষ্ণ পদ চিহ্নের এবং লক্ষ্মী বিশেষরূপা শ্রীরাধিকার কর—পদ চিহ্ন বিবৃতি। গোপাল চম্পূ পূর্ব ভাগ ও উত্তর ভাগ, সপ্তসন্দর্ভ—তত্ত্ব, ভগবৎ, পরমাত্ম, কৃষ্ণ, ভক্তি, প্রীতি এবং ক্রম সন্দর্ভ। যাহাতে সর্ব্বোত্তম মহাত্মা দ্বারা হস্তস্থি আমলকের ন্যায় সম্বন্ধ, অভিধেয়ও প্রয়োজন সহজ বোধ্য ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে॥ ৮৪২—৮৫১

নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রগণ সনে।
করিব দর্শন এই অভিলাষ মনে। ৮৬৭
কতদূরে শুনি' চৈতন্য সঙ্গোপন।
ঐছে হইল দেহে যেন না রহে জীবন॥ ৮৬৬
শ্রীভকতবৎসল প্রভু ভক্ত প্রাণনাথ।
অতি শীঘ্র স্বপ্নচ্ছলে হইলা সাক্ষাৎ॥
করিল প্রবোধ সে প্রভুর আজ্ঞা পাঞা।
দেখে প্রভু-প্রিয়গণে নীলাচলে যাঞা॥ ৮৬৬
তথা প্রভু পার্ষদ পরম কৃপা কৈলা।
তাঁসবার আজ্ঞামতে গৌড়দেশে আইলা॥ ৮৬৯
সতত ব্যাকুল হিয়া নারে প্রবোধিতে।
পুনঃ নীলাচল চলে শ্রীখণ্ড হইতে॥ ৮৭১
যাজপুর আগে গিয়া করিল শ্রবন।
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি সঙ্গোপন॥ ৮০১
মূৰ্চ্ছিত হঞা ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
করয়ে ক্রন্দন শুনি' পাষান মিলায়॥ ৮৭২
স্বপ্নচ্ছলে পণ্ডিত গোসাঞি প্রবোধিলা।
তথা হইতে পুনঃ গৌড়দেশেতে চলিলা॥ ৮৭৩
ক্ষিপ্তপ্রায় যেখানে সেখানে বসি' রয়।
মনের উদ্বেগ কারে কিছুই না কয়॥ ৮৭৪
একদিন গৌড়পথে করিতে গমন।
শুনিলেন নিত্যানন্দাদ্বৈত সঙ্গোপন॥ ৮৭৫
হইলেন যৈছে তাহা কে পারে কহিতে।
ত্যজিব জীবন এই দঢ়াইল চিতে॥ ৮৭৬
স্বপ্নচ্ছলে দুই প্রভু দিয়া দরশন।
প্রবোধিল স্নেহে কহি' মধুর বচন॥ ৮৭৭
প্রভাতে উঠিয়া গৌড়ে গমন করিলা।
নবদ্বীপ আদি যত সর্বত্র ভ্রমিলা॥ ৮৭৮
শ্রীখণ্ড হইয়া শীঘ্র বৃন্দাবন গেলা।
শ্রীগোপালভট্ট পদে আত্মসমর্পিলা॥ ৮৭৯
নরোত্তমসঙ্গে তথা হইল মিলন।
গোস্বামিগণের গ্রন্থ কৈল অধ্যয়ন॥ ৮৮০
সে সকল গ্রন্থরত্ন প্রদান করিতে।
আইলেন গৌড়ে সব গোস্বামি আজ্ঞাতে॥ ৮৮১
বনবিষ্ণুপুরে রাজা গ্রন্থ চুরি কৈল।
গ্রন্থ দিয়া পাদপদ্মে আত্মসমর্পিল॥ ৮৮২
শ্রীসরকার ঠাকুর বিবাহ করাইলা।
কিছুদিন পরে পুনঃ বৃন্দাবনে গেলা॥ ৮৮৩
পুনঃ বৃন্দাবন হৈতে আইলা গৌড়দেশ।
নরোত্তম সহ সুখ বাড়িল অশেষ॥ ৮৮৪
প্রভু বীরচন্দ্র মহা অনুকূল কৈলা।
দিবা নিশ সঙ্কীর্ত্তনরসে মগ্ন হৈলা॥ ৮৮৫
ভক্তিগ্রন্থরত্ন দান করিলা সর্বত্র।
পাষণ্ড পামর যত হৈলা পবিত্র॥ ৮৮৬
করিলা যতেক শিষ্য সে সব সহিতে।
হইলা উল্লাস ভক্তিরস আস্বাদিতে॥ ৮৮৭
গৌড়দেশে অশেষ আনন্দ প্রকাশিলা।
পুনঃ কতদিন পরে বৃন্দাবনে গেলা॥ ৮৮৮
গৌড় বৃন্দাবনভূমি গমনাগমন।
এসব শ্রবণে হয় বাঞ্ছিত পূরন॥ ৮৮৯
কহিলাম সূত্র কিছু হইবে বিস্তার।
কৃপা করি' শ্রোতাগন কর অঙ্গীকার॥ ৮৯০
মুঞি অতি অজ্ঞ কাব্য কৌশল না জানি।
যেন তেন মতে ভক্তচরিত্র বাখানি॥ ৮৯১
কুতর্কি তস্করগনে পরিহরি দূরে।
নিরন্তর ডুব এই ভক্তিরত্নাকরে॥ ৮৯২
শ্রীনিবাস আচার্য্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥ ৮৯৩

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে মঙ্গলাচরনে
নানাপ্রসঙ্গানুকথনে
শ্রীনিবাসাচার্য্য জন্মাদিসূত্রবর্ণনং নাম প্রথমস্তরঙ্গঃ
সমাপ্তঃ॥

॥ দ্বিতীয় তরঙ্গ ॥

জয় জয় গৌর কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
নদীয়ার নাথ ভক্তজনের জীবন ॥ ১
জয় জয় নিত্যানন্দ দেব হলধর।
জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত আচার্য ঈশ্বর ॥ ২
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত, শ্রীবাস।
জয় শ্রীস্বরূপ, বক্রেশ্বর, হরিদাস ॥ ৩
জয় বাসুদেব সার্বভৌম বৃহস্পতি।
জয় জয় রামানন্দ রসের মূরতি ॥ ৪
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি মহাশয়।
জয় শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, সঞ্জয় ॥ ৫
জয় বিদ্যাবাচস্পতি জগতে প্রচার।
জয় জয় চক্রবর্ত্তী শ্রীনাথ উদার ॥ ৬
জয় গদাধরদাস, দাস নরহরি।
জয় শ্রীমুকুন্দ প্রেমভক্তি অধিকারী ॥ ৭
জয় বাসুঘোষ গৌরীদাস, ধনঞ্জয়।
জয় বনমালী, শ্রীগরুড় মহাশয় ॥ ৮
জয় জয় বল্লভ আচার্য সনাতন।
জয় হরিদাস দ্বিজ, আচার্য নন্দন ॥ ৯
জয় জয় রূপ সনাতন দয়াময়।
জয় শ্রীগোপালভট্ট প্রেমের আলয় ॥ ১০
জয় রঘুনাথ ভট্ট রঘুনাথ দাস।
জয় শ্রীমজ্জীব যাঁর অদ্ভুত বিলাস ॥ ১১
জয় শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ, যষ্ঠীধর।
জয় শ্রীসুবুদ্ধিমিশ্র, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ ১২
জয় কাশীমিশ্র, গোপীকান্ত ভগবান।
জয় শ্রীহৃদয়ানন্দ কমলনয়ন ॥ ১৩
জয় জগন্নাথ সেন, শ্রীমধুসূদন।
জয় সেন চিরঞ্জীব, শ্রীরঘুনন্দন ॥ ১৪
জয় শ্রীসারঙ্গ, অভিরাম গুনমনি।
জয় শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন প্রেমখনি ॥ ১৫
জয় কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়।
জয় শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস প্রেমময় ॥ ১৬
জয় শ্রীঠাকুরমহাশয় নরোত্তম।
জয় শ্যামানন্দ ভক্তিমূর্ত্তি মনোরম ॥ ১৭
জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগন।
সবে প্রেমভক্তিদাতা পতিতপাবন ॥ ১৮
অনন্তচৈতন্যভক্তচরিত্র অপার।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র সর্বস্ব সবার ॥ ১৯
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যা কহিব শুন হইয়া সদয় ॥ ২০
ভাগীরথী তীরবর্ত্তী শ্রীচাখন্দি গ্রাম।
তথা বৈসে বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস নাম ॥ ২১
পূর্বে গঙ্গাধর ভট্টাচার্যাখ্যা ইঁহার।
এ নাম হইল যৈছে শুন সেপ্রকার ॥ ২২
নবদ্বীপচন্দ্র গৌর গুণের সাগর।
গণসহ নদীয়া বিহরে নিরন্তর ॥ ২৩
প্রকারে সকলে জানাইয়া মনঃকথা।
* কণ্টকনগরে আইলা শ্রীভারতী যথা ॥২৪
সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন গৌররায়।
হইল সর্বত্র ধ্বনি শুনি' লোকে ধায় ॥ ২৫
কি বালক, যুবা বৃদ্ধ, স্ত্রীপুরুষগণ।
হইল মোহিত, করি গৌরাঙ্গ দর্শন ॥ ২৬
শ্রীচারু চাঁচরকেশ পানে সবে চাঞা।
চিত্রের পুত্তলিপ্রায় রহে দাণ্ডাইয়া ॥ ২৭
স্ত্রী পুরুষগণের মনেতে হয় ভীত।
তাহা একমুখে বা কহিবে কেবা কত ॥ ২৮

অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র কহে সবা প্রতি।
আশীর্বাদকর—কৃষ্ণে হউক ভকতি ॥ ২৯
ঐছে কহি রহে প্রভু ভারতীর ঠাঁই।
ভারতীরে কহে—বিলম্বের কার্য নাই ॥ ৩০
ভারতী ব্যাকুল কিছু না পারে কহিতে।
* নাপিত আইল তথাপ্রভুর আজ্ঞাতে ॥৩১
আজ্ঞা না লঙ্ঘিয়া প্রণমিয়া পদতলে।
শ্রীমস্তকে হস্ত দিয়া ভাসে নেত্রজলে ॥৩২
শ্রীশিখা মুণ্ডন করি প্রভুর ইচ্ছায়।
কি কৈনু কি কৈনু বলি ভুমিতে লোটায় ॥৩৩
শ্রীমস্তকে দেখি শ্রীশিখার অদর্শন।
চতুর্দ্দিকে লোক সব করয়ে ক্রন্দন ॥৩৪
ক্ষিতি সিক্ত অসংখ্য লোকের নেত্রজলে।
কহ কিছু না শুনে ক্রন্দন কোলাহলে ॥৩৫
কিবা স্ত্রী পুরুষ ধৈর্য্য ধরিতে না পারে ॥
শিরে করাঘাত করি নিন্দে বিধাতারে ॥৩৬
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ছিলেন তথায়।
প্রভুর সন্ন্যাস দেখি কান্দে উভরায় ॥৩৭
সিক্ত হইলা বিপ্র দুই নয়নের জলে।
মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলা ভুমিতলে ॥৩৮
প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন।
কতক্ষণ পরে কিছু পাইল চেতন ॥৩৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রভুর হইল।
শ্রীচৈতন্যনাম বিপ্রকর্ণে প্রবেশিল ॥৪০
শ্রীচৈতন্যনাম বিপ্র লয় বার বার।
নিরন্তর দুই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥৪১
কণ্টকনগরে স্থির হইতে না পারে।
চলিলেন ক্ষিপ্তপ্রায় গঙ্গাতীরে তীরে ॥৪২
চৈতন্য চৈতন্য বলি ডাকয়ে সদায়।
স্নান ভোজনাদি ক্রিয়া কিছু নাহি ভায় ॥৪৩
এইরূপে চাখন্দি গ্রামেতে প্রবেশিলা।
গঙ্গাধারে দেখি সবে বিস্ময় হইলা ॥৪৪
কিছুদূরে থাকি অতি সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ।
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যে করি নিরীক্ষণ ॥ ৪৫
কেহ কারো প্রতি কহে—এবা কি আশ্চর্য্য।
হইলেন ক্ষিপ্ত গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ॥৪৬
কেহ কহে—ইহঁ ক্ষিপ্ত হইলা যে নিমিত্ত ॥
তাহা কিছু জানি আমি শুন একচিত্তে ॥৪৭
ঈশ্বরাংশ নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার।
পরমসুন্দর সূর্য্যসম তেজঃ যাঁর ॥৪৮

---

* কণ্টকনগর— কণ্টকনগরের বর্ত্তমান শ্রীধাম কাটোয়া, কাটোয়া বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—বারহারয়া লুপ রেলপথে কাটোয়া রেলওয়ে জংশন ষ্টেশনের পূর্ব দিকে কাটোয়া ঘাটেগমন পথে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগুরু শ্রী কেশব ভারতীর শ্রীপাট বিরাজিত। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্ত্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেশ মুণ্ডন স্থান, শ্রীকেশের সমধি প্রভুর সন্ন্যাস স্থান কেশব ভারতীর সমাধি শ্রীমধু নাপিতের সমাধি শ্রীগদাধর দাসের সমাধি দর্শনীয়।

* নাপিত – নাপিতের নাম বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের মধ্য খণ্ডের বর্ণন—
প্রভু বলে—শুনরে নাপিত হরিদাস। মণ্ডন করহ আমি করিব সন্ন্যাস। জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের সন্ন্যাস খণ্ডের বর্ণন—
কলাধর নাপিত সম্মুখে জোড় হাত। দণ্ডবৎ হইঞা ভূমে পড়িল পশ্চাৎ॥

তাঁহার প্রভাব অতি বিদিত সংসারে।
গৃহ ছাড়ি আইলা তিঁহ কণ্টকনগরে॥
পরম অপূর্ব বেশ কন্দর্প মে হন।
তাহা ত্যাগ করি কৈলা সন্ন্যাস গ্রহণ ॥৫০
*শ্রীকেশবভারতী সন্ন্যাস করাইলা॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম পণ্ডিতের থুইলা ॥৫১
দেখিয়া সন্ন্যাস কেহ ধৈর্য্য নাহি বান্ধে।
চতুর্দ্দিকে ব্যাকুল হইয়া লোক কান্দে ॥৫২
রহিয়া গগন-পথে কান্দে দেবগণ।
বিনা মেঘে বৃষ্টি— লোক ভাবিল তখন ॥৫৩
গঙ্গাধর অধৈর্য্য সে বেশ অদর্শনে।
হা চৈতন্য বলি ক্ষিপ্ত হৈলা সেইক্ষণে ৫৪
সর্বক্রিয়া রহিত সদাই ঝরে আঁখি।
কিরূপে হইব ভাল—উপায় না দেখি ॥৫৫
কেহ কহে—ইহঁ চৈতন্যের দাস হয়।
চৈতন্য করিবে ভাল এই মনে লয় ॥৫৬
ঐছে কত কহি গঙ্গাধর বিপ্রবরে।
শ্রীচৈতন্যদাস বলি ডাকে বারে বারে ॥৫৭
শ্রীচৈতন্যদাস নাম শুনি আপনার।
করয়ে উত্তর চিত্তে হর্ষ অনিবার ॥৫৮
গঙ্গাধর পূর্ব নাম কেহ নাহি কয়।
শ্রীচৈতন্যদাস বলি সকলে ডাকয় ॥৫৯
এইরূপে হৈল নাম শ্রীচৈতন্যদাস।
কতদিনে স্থির হৈয়া কৈল গ্রামে বাস ॥৬০
চাখন্দি গ্রামের অতি প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
তাঁর মুখে এসকল করিল শ্রবন ॥৬১
চৈতন্যদাসের অলৌকিক ভক্তি ক্রিয়া।
তৈছে তাঁর পত্নী পতিব্রতা লক্ষ্মীপ্রিয়া ॥৬২

* কেশবভারতী—কেশব ভারতী শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গুরু। কেশব ভারতীর পূর্ব্বাবতার বিষয়ে কবি কর্ণপুরের শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৫২ শ্লোকের বর্ণন—

মথুরায়াং যজ্ঞ সূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ। দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূদদ্য কেশব ভারতী॥

তথাহি—শ্রীদেবকীনন্দন কৃত বৈষ্ণব বন্দনায়।

কেশব ভারতী বন্দো সান্দীপনি। প্রভু যাঁরে ন্যাসীগুরু করিলা আপনি॥

শ্রীকৃষ্ণ অবতারে শ্রীকৃষ্ণের বিদ্যাগুরু সান্দীপনি মুনিই কেশব ভারতী নামে গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস গুরু হন। কেশব ভারতীর বংশ পরিচিতি বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ২৩ বিলাসের বর্ণন—

বারেন্দ্র ব্রাহ্মন শ্রীকালীনাথ আচার্য্য। কুলিয়া নিবাসী বিপ্র সর্বগুনে বর্য্য॥
মাধবেন্দ্র শিষ্য হঞা করিলা সন্ন্যাস। কেশব ভারতী নাম জগতে প্রকাশ॥

শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের দেনুড়া গমন প্রসঙ্গে বর্ণন—

রাঢ় দেশে গ্রামগ্রামে নাম প্রচারিয়া। উপনীত হইলাশেষে দেনুড়া আসিয়া॥
কেশব ভারতী যথা করি বাল্য লীলা। শৃঙ্গারী মঠেতে গিয়া সন্ন্যাস লইলা॥
তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র হয় গোপাল ব্রহ্মচারী। যার পুত্র গোপীনাথ অতি সদাচারী॥
এই গ্রামে তিঁহো বাস করেন এখন। নিত্যানন্দ সঙ্গে মোরা আইলা যখন॥

কুলিয়া নিবাসী কালীনাথ আচার্য্য শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীসমীপে সন্ন্যাস গ্রহন করিয়া কেশব ভারতী নাম ধারন করেন। বাল্যকাল তাঁর শ্রীপাট দেনুড়ে অতিবাহিত হয়। যখন প্রভু নিত্যানন্দ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর সহ প্রেম প্রচারে দেনুড়ে গমন করেন সে সময় কেশব ভারতীর ভ্রাতুষ্পুত্র গোপাল ব্রহ্মচারীর পুত্র গোপীনাথ দেনুড়ে অবস্থান করিতেছিল। শ্রীগৌরাঙ্গদেব কাটোয়া গমন পূর্ব্বক কেশব ভারতীর সমীপে সন্ন্যাস গ্রহন করেন।

অপুত্রক বিত্ত নাই কোনই বাসনা।
প্রভুর ইচ্ছাতে হৈল পুত্রের কামনা ॥৬৩
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র কহে পত্নী স্থানে।
অকস্মাৎ পুত্রের বাসনা হৈল কেনে ॥৬৪
হয়েছে উদ্বিগ্নচিত্ত পুত্রের লাগিয়া।
কিরূপে হইব স্থির কহ বিচারিয়া ॥৬৫
লক্ষ্মীপ্রিয়া কহে—শীঘ্র চল নীলাচল।
প্রভুর দর্শনে পূর্ণ হইবে সফল ॥৬৬
ইহা শুনি চৈতন্যদাসের হর্ষ হিয়া।
চলিলেন শীঘ্র দোঁহে যাজিগ্রাম দিয়া ॥৬৭
* যাজিগ্রামে বলরাম বিপ্রের বসতি।
শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার পিতা অতি শুদ্ধ রীতি ॥৬৮
দুই চারি দিবস রহিলা সেইখানে।
তথা হৈতে যাত্রা কৈলা অতি শুভক্ষণে ॥৬৯
কন্যা-জামাতারে বিপ্র করিলা বিদায়।
কহিলা কাতরে প্রণমিতে প্রভুপায় ॥৭০
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র আনন্দে বিহ্বল।
বিদায়সময়ে দেখে পরম মঙ্গল ॥৭১
নীলাচলে যাইতে বহুলোক গতাগতি।
চলিলেন দোঁহে হৈল অপূর্ব সঙ্গতি ॥৭২
একদিন রাতে স্ত্রী পুরুষ দুই জন।
করয়ে অনেক খেদ করিয়া ক্রন্দন ॥৭৩
এ হেন মনুষ্যজন্ম হেলে হারাইনু।
প্রভুপাদপদ্ম কভু স্মরণ না কৈনু ॥৭৪
হেন ভাগ্য হবে কি দেখিব নেত্র ভরি।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জগন্নাথের মাধুরী ॥৭৫
ঐছে বহু কহি বিপ্র করিলা শয়ন।
নিদ্রাচ্ছলে দেখে সুখে অপূর্ব স্বপন ॥৭৬
কিশোর বয়স শ্যামসুন্দর স্বরূপ
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কোটিকন্দর্পের ভূপ ॥৭৭
শিরে শিখিপাখা পরিধেয় পীতাম্বর।
শ্রীমুখের শোভা জিনি কোটি সুধাকর ॥৭৮
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত।
বাজায় মুরলী যাতে জগৎ মোহিত ॥৭৯
ঐছে দেখি পুনঃ তাঁরে দেখে গৌরবর্ণ।
ঝলমল করয়ে জিনিয়া শুদ্ধবর্ণ ॥৮০
রক্তপ্রান্ত মেঘবর্ণ বস্ত্র পরিধান।
আর সব পূর্ববত রসের নিধান ॥৮১
পুনঃ গৌর বিগ্রহ নিরীখে অন্ত বেশ।
দণ্ড-কমণ্ডলু ধারী শিরে শূন্যকেশ ॥৮২
পুনঃ তাঁরে দেখে শ্যামমূর্ত্তি মনোহর।
পদ্মপত্র-প্রায় নেত্র পরম সুন্দর ॥৮৩
বলভদ্র-সুভদ্রা সহিত বিলসয়।
ব্রহ্মাদি করয়ে স্তব আনন্দ হৃদয় ॥৮৪
এছে বহু রহস্য দেখয়ে বিপ্রবর।
অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গে ব্যাকুল অন্তর ॥৮৫
লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রবোধ করিলা নানামতে।
মনের আনন্দে বিপ্র চলিলা প্রভাতে ॥৮৬
কতদিনে নীলাচলে উত্তরিলা গিয়া।
প্রভুর দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত হিয়া ॥৮৭
অন্তর্যামী প্রভু সেই সিংহদ্বার পথে।
আইসেন নিজ প্রিয় পরিকর সাথে ॥৮৮

---

* যজিগ্রাম—যাজিগ্রাম বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল—বারহারোয়া লুপ রেলপথে কাটোয়া ষ্টেশন তথা হইতে দেড় মাইল দূরে শ্রীপাট অবস্থিত। কাটোয়া— দাঁইহাট বাস রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। শ্রীনিবাসাচার্য্যের। শ্রীপাট।

কি অপূর্ব গমন গজেন্দ্র গতি জিনি।
চরণ-চালনে ধন্য মানয়ে ধরণী ॥৮৯
কনকপর্বত জিনি গৌরকলেবর।
জিনিয়া সে তেজঃ প্রভাতের প্রভাকর ॥৯০
শ্রীমুখমণ্ডলে কত চাঁদের উদয়।
মধুর হাসিতে সদা সুধাবৃষ্টি হয় ॥৯১
দর্শন ছটায় কন্দর্পের দর্প হরে।
নাসিকা-সৌন্দর্য দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে ॥৯২
আকর্ণপর্য্যন্ত দুই নয়ন কমল।
ললাটে চন্দন টীকা করে ঝলমল ॥৯৩
ভুবনমোহন কণ্ঠে তুলসীর দাম।
হেরি পরিসর বক্ষ মুরছয়ে কাম ॥৯৪
পরিধেয় অরুণ বসন মনোহর।
আজানুলম্বিতভুজ জিনি করিকর ॥৯৫
অপূর্ব উদরশোভা করয়ে ত্রিবলি।
নাভিপদ্মে বিলসে ভ্রমর-লোমাবলী ॥৯৬
সিংহের গরব হরে ক্ষীণ মাজাখানি।
মধুর নিতম্ব উরু রামরম্ভা জিনি ॥৯৭
লখিমীললিত চারু চরণ যুগল।
নখের কিরণে করে ধরণী উজ্জ্বল ॥৯৮
হেন গৌরচন্দ্র বিপ্রপত্নীর সহিতে।
অনিমিষ নেত্রে হেরে রহি এক ভিতে ॥৯৯
যে অঙ্গে পড়য়ে দিঠি সেই অঙ্গে রহে।
অবিরত নয়নে আনন্দধারা বহে ॥১০০
সে কেশবিহীন শ্রীমস্তক নিরখিতে।
যে দশা হইল তাহা কে পারে কহিতে ॥১০১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু চাহি নেত্রকোণে।
কৃপাসুধাবৃষ্টি কৈল বিপ্র ভাগ্যবানে ॥১০২
মধুর বচনে বিপ্রে কহে প্রবোধিয়া।
জগন্নাথ তোমা আনাইলা হৃষ্ট হৈয়া ॥১০৩
চল চল জগন্নাথ করহ দর্শন।
করিবে কামনা পূর্ণ শ্রীপদ্মলোচন ॥১০৪
শ্রীমুখচন্দ্রের বাক্য শুনি বিপ্রবর।
ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর ॥১০৫
দেহ মনঃ প্রাণ প্রভু-পদে সমর্পিল।
অন্তর্যামী প্রভু বিপ্রে আত্মসাৎ কৈল ॥১০৬
প্রভু কহে গোবিন্দ—এ নিরীহ ব্রাহ্মণ।
নির্বিঘ্নে করাহ জগন্নাথ দরশন ॥১০৭
এত কহি গৌরচন্দ্র ভক্তগোষ্ঠী সনে।
চলিলেন নীলাচলচন্দ্র দরশনে ॥১০৮
শ্রীচৈতন্যদাস প্রভুগণে নমস্করি।
করিলেন দৈন্য যত কহিতে না পারি ॥১০৯
শ্রীচৈতন্যদাসের চেষ্টা দেখি সর্বজন।
কৈল যে উচিত হৈল সর্বত্র মিলন ॥১১০
প্রভুর আদেশে প্রভু পরিকর সনে।
চলিলেন বিপ্র জগন্নাথ দরশনে ॥১১১
সচল অচল ব্রহ্ম দোঁহে একঠাঞি।
দেখি বিপ্র মনে যে আনন্দ অন্ত নাই ॥১১২
করিল অনেক স্তুতি সংগোপন করি।
হাসিয়া বিপ্রের পানে চাহে গৌরহরি ॥১১৩
জগন্নাথ চরণে বিপ্রারে সমর্পিল।
ভক্তি করি গৌড়দেশ যাইতে আজ্ঞা দিল ॥১১৪
জগন্নাথ দেখি প্রভু ভক্তগোষ্ঠি সনে।
আইলেন প্রিয় কাশী মিশ্রের ভবনে ॥১১৫
শ্রীচৈতন্যদাস-বিপ্র প্রভু আজ্ঞা পাঞা।
গেলেন আপন বাসা মহা হৃষ্ট হৈয়া ॥১১৬
নিজ নিজ বাসায় চলিলা ভক্তগণ।
পরস্পর কহে সবে বিপ্রের কথন ॥১১৭
আর দিন সবে গোবিন্দেরে জানাইল।
না বুঝিনু এই বিপ্র কি কামনা কৈল ॥১১৮

গোবিন্দ কহে—ইথে আছয়ে রহস্য ॥
প্রভু ইচ্ছা মতে ব্যক্ত হইবে অবশ্য ॥১১৯
হেনই সময়ে প্রভু গোবিন্দ ডাকিয়া ।
কহয়ে গম্ভীরনাদে ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥১২০
পুত্রের কামনা করি আইল ব্রাহ্মণ ।
শ্রীনিবাস নামে তাঁর হইবে নন্দন ॥১২১
শ্রীরূপাদি দ্বারে ভক্তিশাস্ত্র প্রকাশিব ।
শ্রীনিবাস দ্বারে গ্রন্থরত্ন বিতরিব ।১২২
মোর শুদ্ধপ্রেমের স্বরূপ শ্রীনিবাস ।
তাঁরে দেখি সর্ব্বচিত্তে বাড়িব উল্লাস ॥১২৩
শীঘ্র গৌড়দেশে বিপ্র করহ গমন ।
ঐছে বহু কহি কৈল ভাব সম্বরণ ॥১২৪
এথা স্বপ্নছলে হৈল জগন্নাথাদেশ ।
না কর বিলম্ব বিপ্র যাহ গৌড়দেশ ॥১২৫
জন্মিব তোমার এক পুত্র প্রেমময় ।
অল্পকালে সর্ব্বশাস্ত্রে হইব বিজয় ॥১২৬
ঐছে স্বপ্ন দেখি বিপ্র ভাবে মনে মনে ।
এই সুখ ছাড়িয়া আমি যাইব কেমনে ॥১২৭
ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরচন্দ্র জগন্নাথ ।
মো হেন পামরে করিলেন আত্মসাৎ ॥১২৮
কহিতে প্রভু চারু চরিত্র মঙ্গল
পত্নীর সহিত বিপ্র কান্দিয়া বিহ্বল ॥১২৯
হেন কালে * গোবিন্দ আইলা সেই খানে ।
যত্ন করি বিপ্রে লৈয়া গেলা প্রভু স্থানে ॥১৩০
প্রভু প্রিয় বিপ্রে নিজ ভৃত্য সঙ্গে দিয়া ।
আনিলেন নীলাচলচন্দ্রে দেখাইয়া ॥১৩১

হাসি কহে— জগন্নাথ প্রসন্ন তোমারে ।
তুয়া মনোরথ সিদ্ধি হইব অচিরে ॥১৩২
শীঘ্র গৌড়দেশ তুমি করহ গমন ।
নিরন্তর করিবে শ্রীনামসঙ্কীর্ত্তন ।১৩৩
এত কহি বিপ্রে প্রভু করিলা বিদায় ।
চলে বিপ্র কাতরে প্রণমি প্রভুপায় ॥১৩৪
বিদায়ের কালে প্রভু ভৃত্যের যে রীতি ।
তাহা বর্ণিবারে নাহি আমার শকতি ॥১৩৫
প্রভু পরিকরের চরণ প্রণমিল ।
করিয়া বিনয় দৈন্য বিদায় হইল ॥১৩৬
শ্রীচৈতন্যদাসবিপ্র বিদায় সময় ।
হইল ব্যাকুল ভক্তগণের হৃদয় ॥১৩৭
যাত্রা কৈল বিপ্র পত্নী সহিত সত্বরে ।
পতিতপাবনে প্রণমিয়া সিংহদ্বারে ॥১৩৮
কান্দি ও কান্দিতে বিপ্র পথে চলি যায় ।
যে তাঁরে দেখয়ে তার নয়ন জুড়ায় ॥১৩৯
গৌড়দেশে আইলা বিপ্র প্রভুর আদেশে ।
এ সকল কথা ব্যক্ত হৈল সর্ব্বদেশে ॥১৪০
মনের উল্লাসে যাজিগ্রাম উত্তরিল ।
বলরাম শর্ম্মা প্রভৃতি সকল কহিল ॥১৪১
দুই চারি দিবস থাকিয়া সেইখানে ।
বলরাম সহ আইলা নিজ বাসস্থানে ॥ ১৪২
গ্রামবাসী সুহৃদ্গণ গমন শুনিয়া ।
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্রে মিলিলা আসিয়া । ১৪৩
পাঁচ সাত দিবস রহিয়া বলরাম ।
মনের আনন্দে আইলেন যাজিগ্রাম ॥ ১৪৪

---

* গোবিন্দ শ্রীগোবিন্দ দাস শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শিষ্য। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীপাদ অন্তর্দ্ধান কালে গোবিন্দ ও কাশীশ্বর গোস্বামীকে মহাপ্রভু সমীপে গিয়া সেবা কার্য্য করিবার নির্দ্দেশ প্রদান করেন। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর অন্তর্দ্ধানের পর গোবিন্দ দাস নীলাচলে মহাপ্রভুর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

* শ্রীচাখন্দিগ্রামের ভাগ্যের সীমা নাই।
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র রহে যেই ঠাঁই ॥ ১৪৫
শ্রীচৈতন্যদাসের কি প্রেম অনর্গল!
কৃষ্ণকথারসে সদা হয়েন বিহ্বল ॥ ১৪৬
শ্রীগৌরচন্দ্রের পদে সমর্পিয়া মন।
নিভৃতে করয়ে নিত্য-নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ১৪৭
শ্রীচৈতন্যদাসের অপূর্ব ভক্তিরীত।
গ্রামবাসী কেহ কেহ দেখি' পায় প্রীত ॥ ১৪৮
কেহ কেহ কহে—এ সকল অনর্থক।
এই হেতু ধনহীন হৈলা অপুত্রক ॥ ১৪৯
শুনিয়া এ সব বাক্য ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণে।
কারে কিছু না কহে হাসয়ে মনে মনে ॥ ১৫০
খণ্ডাইতে এই সব লোকের দুর্ম্মতি।
কতদিনে * লক্ষ্মীপ্রিয়া হৈল গর্ভবতী ॥ ১৫১
যে হইতে হৈল শুভ গর্ভের আধান।
সেই হৈতে দুষ্ট লোকে করয়ে সম্মান ॥ ১৫২
স্ত্রীগণের সাধ লক্ষ্মীপ্রিয়ারে দেখিতে।
দেখিলে বাড়য়ে প্রীত, না পারে যাইতে ॥ ১৫৩
কোথা হৈতে নানা দ্রব্য উপনীত হয়।
গর্ভের সঞ্চারে সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ১৫৪
প্রসব-সময় আসি হৈল উপনীত।
বন্ধুগণ সহিত বিপ্রের হর্ষ চিত ॥ ১৫৫
বৈশাখী পূর্ণিমা দিবা রোহিণী-মুহূর্ত।
শুভক্ষণে লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রসবিল পুত্র ॥ ১৫৬
শ্রীনিবাস-জন্মকালে যে মঙ্গল হৈল।
গ্রন্থের বাহুল্য তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ ১৫৭
শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্র পুত্র জন্মকালে।
দেখিলেন বিবিধ রহস্য স্বপ্নচ্ছলে ॥ ১৫৮
অপূর্ব্ব পুত্রের শোভা সর্ব্ব সুলক্ষণ।
কনকচম্পকপারা অঙ্গের কিরণ ॥ ১৫৯
মহানন্দে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী দুইজনে।
সমর্পিল পুত্রে গৌরচন্দ্রের চরণে ॥ ১৬০
পুত্র জন্ম শুনিয়া যতেক আপ্তগণ।
সবে আইলা শ্রীচৈতন্যদাসের ভবন ॥ ১৬১
পুত্রে আশীর্বাদ করি মনের উল্লাসে।
কহিল অনেক অতি সুমধুর ভাষে ॥ ১৬২

* শ্রীচাখন্দী—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল বারহারওয়া লুপরেলপথে ব্যাণ্ডেল—কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী অগ্রদ্বীপ বা পাটুলী ষ্টেশন হইতে দেড়ক্রোশ ব্যবধানে বিরাজিত শ্রীনিবাস আচার্যের জন্মভূমি।

* লক্ষ্মীপ্রিয়া—শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদাসের পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াতে নিজ প্রেমশক্তি সঞ্চার বিষয়ে প্রেমবিলাস গ্রন্থের ১ বিলাসের বর্ণন—

শুনশুন পৃথিবী শুন সাবধান হৈয়া। লক্ষ্মীপ্রিয়া স্থানে প্রেম তুমি দেহ লঞা ॥
সকল প্রেম তারে দিবা কিছু নারাখিবে। আমার বাক্য সত্য ত্রই অবশ্য পালিবে ॥
আনন্দিত হৈয়া পৃথিবী লাগিলা নাচিতে। আনি প্রেমদিলা লক্ষ্মীপ্রিয়ার সম্মুখেতে
নিশ্চিন্তে প্রভু তথা কীর্ত্তন আরম্ভিল। জগন্নাথ মন্দির প্রাঙ্গনে নাচিতে লাগিল ॥
জগন্নাথ সম্মুখে প্রভু যোড় হাত করি। শ্রীনিবাস শ্রীনিবাস বলিকান্দে উচ্চ করি ॥

এই ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজ প্রেমশক্তি লক্ষ্মীপ্রিয়াতে সঞ্চার করায় শ্রীনিবাস আচার্য্যের জন্ম হয় ॥

স্ত্রীগণ বালকে দেখি' জুড়ায় নয়ন :
ধান্য দূর্বা দিয়া সবে করয়ে কল্যাণ ॥ ১৬৩
শ্রীচৈতন্যদাসের সৌভাগ্য শ্লাঘা করে।
কেহ ছাড়ি যাইতে নারয়ে নিজ ঘরে ॥ ১৬৪
দিনে দিনে বাঢ়ে পুত্র চন্দ্রের সমান।
নেত্র ভরি' দেখয়ে যতেক ভাগ্যবান্ ॥ ১৬৫
কতদিন পরে বিপ্র পরম উল্লাসে।
পুত্র মুখে অন্ন দিল অপূর্ব দিবসে ॥১৬৬
প্রথমে করিল যৈছে শ্রীনামকরণ।
বিস্তারের ভয়ে তাহা না কৈল বর্ণন ॥ ১৬৭
সবে কহে—শ্রীনিবাস নাম সে ইহার।
ইহা না জানয়ে পূর্বে ত্র-নাম-প্রচার ॥ ১৬৮
ঐছে কত কহে সবে হইয়া উল্লাস।
সর্বাচিত্তার্ষন করয়ে শ্রীনিবাস ॥ ১৬৯
কত দিনে হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে!
সে কৌতুক দেখি' উল্লসিত সর্বজনে ১৭০
ধরিয়া মায়ের করাঙ্গুলি চলে পায়।
চলিতে স্খলিত হইয়া চারিপানে চায় ॥ ১৭১
জননী অঙ্গুলি ছাড়ি' পড়ে মহীতলে।
হাসিয়া জননী শীঘ্র তুলি' লয় কোলে ॥ ১৭২
অন্য বিপ্রপত্নী কহি' সস্নেহ বচন।
কোলে লৈয়া করে চারু বদন চুম্বন ॥ ১৭৩
ঐছে পরস্পর শ্রীনিবাসের কোলে করি।
যে আনন্দ মনে তাহা কহিতে না পারি ॥ ১৭৪
একদিন লক্ষ্মীপ্রিয়া মনের উল্লাসে।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥ ১৭৫
অরে বাপ বল দেখি—গৌর বিশ্বম্ভর।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া পতি শচীর কুমার ॥ ১৭৬
গদাধর প্রাণনাথ শ্রীশ্রীবাসেশ্বর।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ হলধর ॥ ১৭৭
বল দেখি—শ্রীঅদ্বৈত প্রভু দয়াময়।
বল দেখি—রাধাকৃষ্ণ শ্রীনন্দ তনয় ॥ ১৭৮
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ, মদনমোহন।
ঐছে কহে প্রভু পরিকর নামগণ ॥ ১৭৯
শুনি শ্রীনিবাস অতি উল্লাস অন্তরে।
কিছু উচ্চারয়ে কিছু উচ্চারিতে নারে ॥
শুনি সে অমৃতবাক্য জুড়ায় শ্রবণ।
পরম আনন্দে করে পুত্রের পালন ॥ ১৮১
পঞ্চ বৎসরের হইলেন শ্রীনিবাস।
পড়িতে চাহেন শুনি সবার উল্লাস ॥ ১৮২
বিদ্যা আরম্ভ করাইলা কতদিন পরে।
পড়া নামমাত্র, অনায়াসে সবস্ফুরে ॥ ১৮৩
কতদিন চূড়াকরণ হইল।
শ্রীযজ্ঞোপবীত স্কন্ধে অদ্ভুত শোভিল ॥ ১৮৪
অল্পদিনে ব্যাকরন, কোষ, অলঙ্কার।
তর্কাদি পড়িল—লোকে হৈল চমৎকার ॥ ১৮৫
ধনঞ্জয় বিদ্যাবাচস্পতি ভাগ্যবান।
নিজ সাধ্যমতে করিলন বিদ্যা দান ॥ ১৮৬
চাখন্দিতে বৈসে বিদ্যাবন্ত বহু জন।
শ্রীনিবাসে দেখি সবে সঙ্কুচিত হন ॥ ১৮৭
বিষ্ণুপরায়ণ যে প্রাচীন বিপ্রবর্য।
তাঁরা সব পরস্পর কহে—কি আশ্চর্য ॥ ১৮৮
অল্পকালে সকল শাস্ত্রেতে হৈল জ্ঞান।
সদা সুনির্মল, ভক্তি-পথে সাবধান ॥ ১৮৯
বহু দিন হৈতে বাস হইল এথাই।
এমন বালক মোরা কভু দেখি নাই ॥ ১৯০
কিবা কাঁচা সোণার বরণ তনুখানি।
কিবা সে মুখের শোভা কি মধুর বানী ॥ ১৯১
হাসিতে খসয়ে সুধা দশন সুন্দর।
কিবা দুটি দীঘল নয়ন মনোহর ॥ ১৯২

কিবা নাসা শ্রুতি গণ্ড ভুরু ভালদেশ।
কিবা মাথে চিকণ চাঁচর চারু কেশ ॥১৯৩
কিবা বাহু-বলনী ললিত বক্ষঃ পীন ॥
নিরুপম উদর-মাধুর্য কটি ক্ষীন ।১৯৪
কিবা জানু জঙ্ঘা সুকোমল পদদ্বয়।
দেব অংশ বিনা কি মনুষ্যে ঐছে হয় ॥১৯৫
শ্রীচৈতন্যদাস যৈছে অপুত্রক ছিল।
তৈছে প্রভু আনন্দের মূর্তি পুত্র দিল ॥১৯৬
কেহ কহে—ইহার বালাই লৈয়া মরি।
না দেখি কি করে হিয়া পাসরিতে নারি ॥১৯৭
কেহ কেহ—সংসারে পাইয়ে মহাদুঃখ।
ইহারে দেখিলে মনে উপজয়ে সুখ ॥১১৮
কেহ কহে—মোর পুত্র কন্যা বহু হয়।
তাহা হৈতে শ্রীনিবাসে স্নেহ অতিশয় ॥১৯৯
শ্রীচৈতন্যদাসেরে কহিব কোন ছলে ॥
ইহার বিবাহ যেন দেন অল্পকালে ।২০০
ঐছে পরস্পর কহি করে আশীর্ব্বাদ।
নেত্রে ভরি রাখে সদা মনে এই সাধ ॥২৭১
চাখন্দিতে জন্ম শ্রীনিবাসের যে রীত।
এ সকল কথা হৈল সর্বত্র বিদিত ॥২০২
চাখন্দি নিকট যে যে ভক্তের আলয়।
তথা শ্রীনিবাসের গমন সদা হয় ।২০৩
শ্রী গোবিন্দঘোষ আদি অধৈর্য অন্তরে।
গৌরচন্দ্রের লীলামৃতে সিক্ত করে ।২০৪
কহিতে কি জানি সবে যে আনন্দ পায়।
সবাকার ইচ্ছা—ভরি রাখয়ে হিয়ায় ॥২০৫
তিলে তিলে কি অদ্ভুত স্নেহের প্রকাশ।
সবে কহ গৌর-প্রেম-মূর্তি শ্রীনিবাস ॥২০৬
শ্রীনিবাস প্রসঙ্গ সর্বত্র সবে কয়।
শ্রীনিবাসে দেখিতে সবার সাধ হয় ॥২০৭
* শ্রীখণ্ডের শ্রীনরহরি * শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনিবাসে দেখিতে উদ্বিগ্ন অনুক্ষণ ॥২০৮

---

* শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর—শ্রীনরহরি সর কার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। শ্রীখণ্ড তাঁহার শ্রীপাট ব্রজের মধুমতী সখী নরহরি সরকার নামে আবির্ভূত হইয়া পূর্ব ভাবানুরাগে শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় বিহার করিয়াছেন। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বংশ বিবরন—পদ্মনাসের পুত্র (নীলকণ্ঠও দেবলী)—দেবলী শূলপানি—ডোমন— হরি—ঈশান নায়ক—বামন—কার্ত্তিক—নারায়নদাসের তিনপুত্র মুকুন্দ, মাধব, নরহরি। মুকুন্দেন। তাঁহার পুত্র ঠাকুর কানাই। তাঁহার দুই পুত্র—বংশীও মদন, মদনের পাঁচপুত্র রতিপতিও ঘনশ্যাম প্রভৃতি। রতি পতির তিনপুত্র—শচীনন্দন, প্রানবল্লভ ও যাদবেন্দ্র ঠাকুর রতিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঘন শ্যামেব পুত্র [illegible]।

শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গলীলা বিষয়ক-পদাবলী রচনার সর্ব আদি ও পথ প্রদর্শক আর শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভাবের পূর্ব্বে সুরতাল সহযোগে শ্রীকৃষ্ণ লীলা কার্ত্তন করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপ্রকটের পর বহুদিন জীবিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমশক্তির প্রকাশ শ্রীনিবাসাচর্য্যের প্রেমলীলার পথ প্রদর্শক। শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের অন্তর্দ্ধান মহোৎসবে তৎকালীন প্রকট সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদ একত্রে সমবেত হইয়া মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করেন। এই মহামহোৎসবের মাধ্যমে সমস্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের একত্রিকরনের সর্ব্বপ্রথম সূচনা ঘটে. তৎপরে কাটোয়া ও খেতুরী মহামহোৎসব সংঘটিত হয় [illegible]

শ্রীনিবাস তাঁ সবার দর্শন নিমিত্তে।
সদা উৎকণ্ঠিত একা নারয়ে যাইতে ॥২০৯
অকস্মাৎ যাজিগ্রাম হৈতে কেহ আইলা।
শ্রীনিবাস তাঁর সহ যজিগ্রাম গেলা ॥২১০
ঠাকুর শ্রীনরহরি গোষ্ঠীর সহিতে।
গঙ্গাস্নানে আইলেন যাজিগ্রাম পথে ॥ ২১১
তথা নিবাসে দেখি যে আনন্দ মনে।
তাহা একমুখে বা বর্ণিবে কোন্ জনে ?২১২
শ্রীনিবাস শ্রীসরকার ঠাকুরে দেখিয়া।
হইলা অধৈর্য সুখে উথলয়ে হিয়া ॥২১৩
অতি দীনপ্রায় হৈয়া প্রণাম করিতে।
ঠাকুর করিলা কোলে বিহ্বল স্নেহেতে ॥২১৪
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে মধুর বচন
তোমারে দেখিয়া জুড়াইল নেত্র-মন ॥২১৩
বড় সাধ ছিল বাপু তোমায় দেখিতে।
এত কহি হস্তপদ্ম বুলায় অঙ্গেতে ॥২১৬
শ্রীনিবাস করযোড় করি নিবেদয়।
এই কর যেন মনোরথ পূর্ণ হয় ॥২১৭

মুঞি অতি অজ্ঞ কিছু কহিতে না জানি।
সর্বপ্রকারেতে রক্ষা করিবা আপনি ॥ ২১৮
ঐছে কত কহি নেত্রে ধারা নিরন্তর।
ঠাকুর প্রবোধি' আজ্ঞা কৈল—যাহ ঘর ॥ ২১৯
শ্রীসরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা।
ব্রজের মধুমতী যে—গুণের নাই সীমা ॥ ২২০
যথা - শ্রীগৌরগণোদ্দেশে (১০৭ সংখ্যা)—
পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতা।
অধুনা নরহর্যাখ্যসরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ২২১
যথা — শ্রীমদ্রূপকবিকৃত-পদ্যম্ —
শ্রীবৃন্দাবনবাসিনো রসবতী রাধাঘনশ্যাময়ো
রসোল্লাসরসাত্মিকা মধুমতী সিদ্ধানুগা যা পুরা।
সেয়ং শ্রীসরকারঠক্কুর ইহ প্রেমার্থিনঃ প্রেমদঃ
প্রেমানন্দমহোদধির্বিজয়তে শ্রীখণ্ড-ভূখণ্ডকে ॥ ২২২
যথা — শ্রীকর্ণপূরকৃতপদ্যম্ —
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোরতিকৃপামাধ্বীকসম্ভাজনং
সান্দ্রপ্রেমপরম্পরা কবলিতং বাচা প্রফুল্লং মুদা।
শ্রীখণ্ডে রচিতস্থিতিং নিরবধি শ্রীখণ্ডচর্চাচিতং
বন্দে শ্রীমধুমত্যুপাধিবলিতং কঞ্চিন্মহাপ্রেমদম্ ॥২২৩

---

* শ্রীরঘুনন্দন - শ্রীরঘুনন্দন শ্রীখণ্ডবাসী নরহরি সরকার ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র ও মুকুন্দদাসের পুত্র তাঁহার পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৭০ শ্লোকের বর্ণন—

বৃহস্তৃতীয় প্রদ্যুম্ন প্রিয় নর্ম সখোভবৎ। চক্রে লীলা সহায়ং যো রাধামাধবয়োর্বজে ॥
শ্রীচৈতন্যা দ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্ন তনু শ্রীরঘুনন্দন। তিনি প্রদ্যুম্ন তৃতীয় বৃহ প্রিয় নর্ম সখা হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজেরস খেলা করিতেন শ্রীগোপীনাথে নাড়ুভক্ষন, অভিরাম সহ বড়ডাঙ্গি স্থানে মিলন লীলা তাঁহার মহিমার উজ্জল দৃষ্টান্ত, শ্রাবন মাসের শুক্লা চতুর্থীতে তাঁহার অন্তর্দ্ধান।

পুরাকালে বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকার প্রিয়সখী মধুমতী অধুনা মহাপ্রভুর প্রিয় শ্রীনর হরি সরকার ॥ ২২১

পূর্বে যিনি যুথেশ্বরী সিদ্ধভাবের স্মরনে শ্রীবৃন্দাবন বিলাসী শ্রীরাধাঘনশ্যামের রসোল্লাস কারিনী রসবতী মধুমতী ছিলেন, তিনি শ্রীখণ্ডনিবাসী প্রেমানন্দেরমহা সমুদ্র ও আশ্রিত প্রেমদাতা শ্রীসরকার ঠাকুর রূপে জয়যুক্ত হইতেছেন ॥ ২২২

ঐছে বহু চরিত্র বর্ণয়ে বিজ্ঞগণ।
শ্রীনিবাসে যৈছে স্নেহ না হয় বর্ণন ॥ ২২৪
শ্রীসরকার ঠাকুরের আজ্ঞামৃত-পানে।
যে আনন্দ হৈল তাহা কে বর্ণিতে জানে ॥ ২২৫
চাখন্দি-গ্রামেতে শীঘ্র গেলা শ্রীনিবাস
নিরন্তর শুনে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ২২৬
একদিন গৌরাঙ্গের সুচারু চরিত।
জিজ্ঞাসে পিতার স্থানে হৈয়া উল্লসিত ॥ ২২৭
বিপ্র কহে—ব্রহ্মাদি না পায় অন্ত যাঁর।
তাঁর লীলা কহিব কি মুঞি জীব ছার ॥ ২২৮
শুন শুন শ্রীনিবাস কহিয়ে তোমায়।
বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর-রায় ॥ ২২৯
নবদ্বীপে বাল্যাবেশে বিহরে যখন।
সে সময়ে আমরা করিয়ে অধ্যয়ন ॥ ২৩০
ভক্তিমর্ম না বুঝিয়া তর্কাদি পড়িয়ে।
বহির্মুখগণ-সঙ্গে সদাই রহিয়ে ॥ ২৩১
দিনে দিনে প্রভু-লীলা শুনি চমৎকার।
সদা মনে করিয়ে যাইব দেখিবার ॥ ২৩২
দুষ্টসঙ্গ-মতে তথা যাইতে না পারি।
তা সবার অহঙ্কার সহিতেও নারি ॥ ২৩৩
বিদ্যামদে সে সবে কাহুকে নাহি গণে।
প্রভুর প্রসঙ্গে হাস্য করে সর্বজনে ॥ ২৩৪
মহা দুঃখ পাই মনে, নহে সম্বরণ।
বিধি প্রতি প্রার্থনা করিয়ে অনুক্ষণ ॥ ২৩৫
ত্বরিতে হউক এ- সবার দর্প চূর্ণ।
শুন সে প্রসঙ্গ বিধি যৈছে কৈল পূর্ণ ॥ ২৩৬
অকস্মাৎ দিগ্বিজয়ী নবদ্বীপে আইলা।
তাঁহার প্রভাবে সবে কম্পিত হইলা ॥ ২৩৭
সরস্বতীদেবী তাঁর ভক্তিতে অধীন।
এ হেতু সে মহাকবি শাস্ত্রেতে প্রবীণ ॥ ২৩৮
তাঁরে পরাজয় করে হেন কেহ নাই।
চিন্তিত সকল অধ্যাপক এক ঠাঁই ॥ ২৩৯
চাখন্দি নিবাসী আদি যত বিদ্যাবান্।
শুনি সে-প্রসঙ্গ স্থির নহে কারু প্রাণ ॥ ২৪০
সে সময়ে সরস্বতী-পতি নারায়ণ।
নিমাই-পণ্ডিত নাম, পাঠ ব্যাকরণ ॥ ২৪১
ব্যাকরণে অধ্যাপক বহু শিষ্য-সঙ্গে।
শ্রীজাহ্নবী-তীরে বিলসয়ে মহারঙ্গে ॥ ২৪২
দিগ্বিজয়ী অপূর্ব বালক নিরখিয়া।
চলিলেন বিদ্যামদে হাসিয়া হাসিয়া ॥ ২৪৩
নিকটে যাইতে প্রভু করি পুরস্কার।
কহিলেন গঙ্গার মহিমা বর্ণিবার ॥ ২৪৪
বহু শ্লোক কৈল তিঁহ ক্ষণেকে বর্ণন।
অতি সে আশ্চর্য সর্বমতে নির্দূষণ ॥২৪৫
তার মধ্যে প্রভু এক শ্লোকার্থ পুছিল।
করিতে শ্লোকার্থ তিন স্থানে দোষ দিল ॥২৪৬
করিতে নারিয়া নিজ শ্লোকার্থ সঙ্গতি।
প্রভু আগে দিগ্বিজয়ী লজ্জা পাইল অতি ॥২৪৭
তথাপিহ প্রভু তাঁর করিলা সম্মান।
প্রভু গুণে মগ্ন দিগ্বিজয়ী ভাগ্যবান্ ॥২৪৮
সরস্বতী তাঁরে প্রভু পরিচয় দিল।
দিগ্বিজয়ী প্রভুপদে আত্ম সমর্পিল ॥২৪৯
নিমাইর স্থানে দিগ্বিজয়ি পরাভব।
শুনি মহাহর্ষ হৈলা ভট্টাচার্য সব ॥২৫০

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপারসের উত্তম অধিকারী, কীর্তন পরায়ন প্রেমানন্দে পরি পূরিত অনন্ত, শ্রীখণ্ডে বাসকারী সর্বাঙ্গ চন্দনে চর্চিত, পূর্বে মধুমতী নামে খ্যাত সেই মহাপুরুষকে বন্দনা করি ॥২২৭

নিমাই-পণ্ডিত কৈলা দিগ্বিজয়ি-জয়।
এই কথা সর্বত্র সকল লোকে কয় ॥২৫১
মোর অধ্যাপক-আদি যত বিদ্যাবান।
ছাড়িল মনুষ্যবুদ্ধি হৈল দিব্যজ্ঞান ॥২৫২
কি করিব বাপ! অলৌকিক তাঁর।
দেখে মহাভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার ॥২৫৩
কতদিন বিদ্যা-বিলাসাদি করি রঙ্গে।
গয়া করিবারে গেলা বহু লোক সঙ্গে ॥২৫৪
লোকশিক্ষা-হেতু এ প্রভুর ব্যবহার।
গয়া হৈতে আসি কৈলা সে প্রেমপ্রচার ॥২৫৫
অলৌকিক প্রেমচেষ্টা দেখি শিষ্যগণে।
পরস্পর প্রশংসয়ে মহানন্দ-মনে ॥২৫৬
পূর্বে প্রভু ইচ্ছামতে কেহ না চিনিল।
শ্রীবাসাদি ভক্তসবে আশীর্বাদ কৈল ॥২৫৭
ভক্ত অনুগ্রহ জানাইল সর্বোপরি।
লুকাইতে নারে ভক্তপ্রিয় গৌরহরি ॥২৫৮
হইলেন ব্যক্ত প্রভু ভুবনমোহন।
চিনিলেন পরম কৌতুকে ভক্তগণ ॥২৫৯
* শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
* শ্রীমুরারিগুপ্ত হরিদাস বিজ্ঞবর ॥২৬০
* শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী আদি পরিকর।
প্রভুগুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর ॥২৬১

---

* শ্রীবাস পণ্ডিত—শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। নারদ মুনিই শ্রীবাসপণ্ডিত রূপে শ্রীগৌরাঙ্গের লীলার সহায়ক হইয়াছেন। শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীহট্ট নিবাসী জলধর পণ্ডিতের পুত্র। পাঁচ ভাই—নলিন, শ্রীবাস রামাই শ্রীপতি ও শ্রীনিধি শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশের পূর্বে নলিন পণ্ডিতের অন্তর্দ্ধান ঘটায় শ্রীবাসের চারভাই বলিয়া সর্বজন প্রসিদ্ধ শ্রীবাসের দেহে নারদশক্তি প্রকাশ বিষয়ে কবিকর্ণপুরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে বর্ণিত রহিয়াছে। শ্রীবাস প্রথমজীবনে উৎপথ গামীছিলেন। ষোল বৎসর বয়সে তাঁর পরিবর্ত্তন ঘটে একদা স্বপ্নে এক দৈবপুরুষ বলিলেন তোমার পাপ প্রভাবে বর্ষপূর্ণ দিনে তোমার মৃত্যু তখন মৃত্যু ভয়ে শ্রীবাস নিজের পাপ মোচনের চিন্তায় যুগধর্ম নাম সঙ্কীর্ত্তনের সূচনা করিলেন বর্ষপূর্ণ দিনে বন্ধু দেবানন্দ পণ্ডিতের ভবনে ভাগবত শ্রবন কালে অজ্ঞান হইয়া যান সেই সময় প্রভু নারদ শক্তি শ্রীবাসের মৃত দেহে আরোপ করিয়া প্রান সঞ্চার করেন। ১৩৯৫ শকাব্দের মাঘ মাসে চন্দন উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্রপুরী শান্তিপুরে আগমন করিলে অদ্বৈত প্রভুসহ শ্রীবাস পণ্ডিত দীক্ষা গ্রহন করেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব তাঁহার ভবনে অভিষিক্ত হইয়া নাম প্রেম প্রচারের উদ্বোধন করেন এবং এক বর্ষকাল রাত্রিতে সংকীর্ত্তন করিয়া সমস্ত পার্ষদ বর্গে শক্তি সঞ্চার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসের পর শ্রীবাস পণ্ডিত কুমার হট্ট তথা হালিসহরে আসিয়া ভ্রাতা রামাই সহ অবস্থান করেন কুমার হট্ট শ্রীবাসভবনে শ্রীগৌরাঙ্গ বহু লীলা করেন কুমার হট্ট শ্রীবাস ভবনে বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের জন্ম হয়।

* শ্রীমুরারী গুপ্ত—মুরারী গুপ্ত শ্রীহট্ট নিবাসী। নবদ্বীপে আসিয়া বাসকরেন তিনি পূর্ব অবতারে হনুমান ছিলেন কবি কর্ণপুর কৃত শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকায় ৯১ শ্লোকের বর্ণন—

মুরারি গুপ্তো হনুমানঃ। তাঁহার গুরুপরিচয় বিষয়ে কবি কর্ণপুর কৃত শ্রীচৈতন্য চরিত মহাকাব্যের একাদশসর্গে ৪৭শ্লোকের বর্ণন

ততঃ সায়ং গত্বা গৃহমভি মুরারেরুপদশিন। জগাদাদ্বৈতে তং শ্রয়িতুম ভি ধায়াস্য চরিতং॥

গৌরচন্দ্র সায়ং কালে মুরারীগুপ্তের গৃহে গমন পূর্বক অদ্বৈতকে আশ্রয় করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিয়া তাঁহার নিকট অদ্বৈতের চরিত্র বর্ণনা করিলেন। মুরারীগুপ্ত গৌরাঙ্গের আবাল্য নদীয়া লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রভৃত লীলা বিলাস করিয়াছেন। গৌরাঙ্গের জীবন কাহিনী সর্বাগ্রে সংস্কৃত শ্লোকে বর্ণন করেন। তাহাই মুরারী গুপ্তের কড়চা নামে বিখ্যাত।

মিলিলেন মহারঙ্গে অদ্বৈত গোসাঞি।
কি কহিব তাঁহার গুণের অন্ত নাঞি ॥২৬২
প্রভু বলদেব নিত্যানন্দ অবধূত।
গৌরচন্দ্র সঙ্গে তাঁর মিলন অদ্ভুত ॥১৬৩
নিত্যানন্দাদ্বৈত শ্রীবাসাদি লৈয়া সঙ্গে।
বিহরয়ে প্রভু নবদ্বীপে মহারঙ্গে ॥২৬৪
ওহে বাপু শ্রীনিবাস! কহি তোর ঠাঁই।
এই অবতারে করুণার সীমা নাই ॥২৬৫
না ধরয়ে অস্ত্র না মারয়ে কারু প্রাণে।
উদ্ধার করয়ে সে দুর্লভ প্রেমদানে ॥২৬৬
প্রভুর উৎসাহ বাপ পাষণ্ডী তারিতে।
এ হেতু দুর্জয় দুষ্ট প্রভাব কলিতে ॥২৬৭
* জগাই মাধাই নামে দুই দস্যুরাজ।
যা'র ভয়ে কাঁপে সব নদীয়া সমাজ ॥২৬৮
মদ্য-মাংস বিনা তা'র ভক্ষণ না হয়।
তা'রে দেখি কেহ স্থির হইতে না'রয় ॥২৬৯
করয়ে কুক্রিয়া যত তা'র অন্ত নাই ॥
আমরাহ তা'র ভয়ে ভাবিত সদাই।২৭০
দেখিয়া দৌরাত্ম্য বিজ্ঞগণে বিচারয়।
ঈশ্বর বিহনে ইহার শাস্তা কেহ নয় ॥২৭১
রাবণ কংসাদি সে ইহার সম নহে
এই মত কত কথা পরস্পর কহে ॥১৭২

সেই দুই পাপীরে প্রভু উদ্ধার করিলা।
নিত্যানন্দ দয়াল জগতে জানাইলা ॥২৭৩
একদিন গৌরচন্দ্র কহে হর্ষ হৈয়া।
উদ্ধারহ জীবে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়া ॥২৭৪
শুনি প্রভু নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গে।
কৃষ্ণনাম উপদেশ করি ফিরে রঙ্গে ॥২৭৫
পড়ুয়া অধম মিলি নিণ্ডয়ে সদাই।
বাটীতে কহিল যথা জগাই মাধাই ॥২৭৬
কৃষ্ণনাম শুনি দোঁহে ক্রোধযুক্ত হঞা।
এ দোঁহারে মারিতে আইল দোঁহে ধাঞা ॥২৭৭
মদে মত্ত মাধাই কহি বাক্য বজ্রাঘাত।
* নিত্যানন্দ দেবের করিল রক্তপাত ॥২৭৮
তথাপিহ নিত্যানন্দ করুণাসাগর।
চিন্তয়ে দোঁহার হিত আনন্দ অন্তর ॥২৭৯
শুনি গৌরাঙ্গচন্দ্র মহাক্রোধযুক্ত হৈল।
নিত্যানন্দ-অনুগ্রহে অনুগ্রহ কৈল ॥২৮০
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র একদেহ হয়।
লীলা-কারণেতে ভিন্ন সর্বলোকে কয় ॥২৮১
জগাই-মাধাই দুই প্রভুপদে ধরি।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥২৮২
যদ্যপি সকল দোষ ক্ষমা করি প্রভু।
করিলেন আত্মসাৎ শান্তি নহে তবু ॥২৮৩

* শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী—শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী পূর্বাবতারের যাজ্ঞিক ব্রাহ্মন যজ্ঞপত্নী ও সুদামা বিপ্রের মিলনে তাঁহার আবির্ভা[ব।] শ্রীমন্মহাপ্রভু গয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া প্রথম শুক্লাম্বরব্রহ্মচারীর ভবনে আত্মপ্রকাশ করেন শ্রীমান পণ্ডিতাদি পার্ষদ বৃন্দ[কে] আকর্ষন করিয়া প্রেম বৈভবের অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে শুক্লাম্বর ভবনে বহু প্রেমলীলা করেন। সুদামা[র] খুদ ভক্ষনের ভাবাহুরাগে শুক্লাম্বরের ভিক্ষার ঝুলি হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু একমুষ্টি তণ্ডুল গ্রহন করিয়া ভক্ষন করিয়াছিলেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবত মধ্যে ১৬ অধ্যায়—

আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষন চাই। তুমি না দিলেও আমিবল করি খাই ॥
দ্বারকার মধ্যে খুদ কাড়ি খাইমু তোর। পাসরিলা কমলা ধরিল হস্ত মোর ॥

জগাই মাধাই কহে কান্দিয়া কান্দিয়া।
ঐছে আজ্ঞা কর যেন স্থির হয় হিয়া ॥২৮৪
শুনি সেই প্রভু হৃষ্ট হৈয়া দুইজনে।
আজ্ঞা দিল গঙ্গাস্নানঘাট সম্মার্জনে।২৮৫
তবে দোঁহে আপনা মানিয়া দীন অতি।
গঙ্গাঘাট মার্জন করয়ে নিতি নিতি ॥২৮৬
হইলেন দুইভাই প্রভু পরিকর।
যাঁর নাম লৈলে ঘুচে পাষণ্ড অন্তর ॥২৮৭
এই কথা সর্বলোকে হইল বিদিত।
উদ্ধারিল মহাদুষ্টে নিমাই পণ্ডিত ॥২৮৮
পড়ুয়া অধম অতি বিস্মিত হইয়া।
কেহ কার প্রতি কহে হাসিয়া হাসিয়া।২৮৯
অহে ভাই নিমাই পণ্ডিত কেবা জানে।
জগাই মাধাইরে আনিল নিজ গণে ২৯০
কোথাও না দেখি ইহার পরাভব।
ঐছে পাছে হয় নদীয়ার লোক সব ॥২৯১

জগাই মাধাই—জগাই মাধাই নবদ্বীপ বাসী জয়দেব পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৫ শ্লোকের বর্ণন—

বৈকুণ্ঠ দ্বার পালৌ যৌ জয়শ্চ বিজয়োস্তকৌ। তাবাস্থ জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথ মাধবৌ ॥

বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়ই—জগাই—মাধাই রূপে প্রকট হন। তাঁহার বংশ পরিচয় বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ২১ বিলাসের বর্ণন—

নবদ্বীপ বাসী শুভানন্দ রায়। ব্রাহ্মন কুলেতে জন্ম কুলীন যে হয় ॥
নবদ্বীপের জমিদার রাজা তাঁর খ্যাতি। • ৪ • •
পরম সুন্দর তাঁর দুইত কুমার। জ্যেষ্ঠ্য রঘুনাথ, কানিষ্ঠ জনার্দ্দন দাস ॥
পরম পণ্ডিত সর্বগুনের নিবাস ॥ রঘুনাথের পুত্রের নাম জগন্নাথ হয় ॥
জনার্দ্দনের পুত্রকে মাধব বলি কয়। জ্যৈষ্ঠ জগন্নাথের তারে জগাই বলিকয় ॥
কনিষ্ঠ মাধব তারে মাধাই ডাকয় ॥

যৌবনে চরম উশৃঙ্খল হয়। প্রভু নিতাই চাঁদের কৃপায় দুজনেই পরম ভাগবত হন।

* নিত্যানন্দ—সন্ধিনী শক্তি মুলসঙ্কর্ষণই প্রভু নিত্যানন্দ স্বরূপে ১৩৯৫ শকাব্দে বীরভূম জেলার একচাক্রা (বর্ত্তমান বীরচন্দ্রপুর গ্রামে আবিভূত হন। পিতা কুবের পণ্ডিত। মাতা পদ্মাবতী। নিত্যানন্দের বংশ বিবরন—নারায়ণ ভট্ট (শাণ্ডিল্য গোত্র) পুত্রআদি বরাহ—বৈনতেয়—সুবুদ্ধি—বিবুধেশ—গুহ—গঙ্গাধর—সুহাস—শকুনি—মহেশ্বর—মহাদেব—তিকু—নেঙ্গুর—মিহির ভাস্কর—পুষ্কর—সৃষ্টিধর—মালাধর—বৃষকেতু—চন্দকেতু—সুন্দরামল্ল-হাড়াওঝা পুত্র নিত্যানন্দ, সর্ব্বানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, প্রেমানন্দ ও বিশুদ্ধানন্দ। নিত্যানন্দ পত্নী বসুধা ও জাহ্নবা পুত্র বীরচন্দ্র কন্যাগঙ্গাদেবী। বীরচন্দ্র পুত্র-গোপীজন বল্লভ, রামকৃষ্ণ, রামচন্দ্র কন্যা ভুবন মোহিনী প্রভু নিত্যানন্দ দ্বাদশ বর্ণ বয়সে শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে গৃহত্যাগ ও দীক্ষাদি গ্রহন করত তীর্থ ভ্রমন করেন। কুড়ি বৎসর তীর্থ ভ্রমন করত নবদ্বীপে গৌরাঙ্গ সহ মিলিত হন পরে গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিলে তৎসহ নীলাচলে অবস্থান করেন তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদেশে প্রেমপ্রচার উদ্দেশে গৌড়দেশে আগমন করতঃ সূর্য্যদাস পণ্ডিতের দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া খড়দহে শ্রীপাট স্থাপন করেন। আর গৌড় দেশের ঘরে ঘরে নাম প্রেম প্রচার করিয়া ১৪৬৩ শকাব্দে ৬৮ বৎসর বয়সে খড়দহে শ্রীশ্যাম সুন্দরে অপ্রকট হইয়া সম্বরন করেন।

কেহ কহে আপনাকে সাবধান হবে।
দুই চারিদিনে সব দেখিতে পাইবে ॥২৯২
ঐছে কহি পড়ুয়া আপনা ধন্য মানে।
ফিরয়ে সকলে সদা ছিদ্র-অন্বেষণে ॥২৯৩
অহে বাপু শ্রীনিবাস! সে দুষ্ট উদ্ধারে।
হইনু আমরা সবে নির্ভর অন্তরে ॥২৯৪
নবদ্বীপে সদা মহা আনন্দ পাথার।
সবে সংকীর্তনেই উন্মত্ত অনিবার ॥২৯৫
পাষণ্ডি সকল তথা কতক প্রকারে।
যবনের ভয় জানাইয়া হাস্য করে ॥২৯৬
কাজী নামে যবন প্রতাপ অতিশয়।
নবদ্বীপ আদি তা'র অধিকার হয় ॥২৯৭
গৌড়েতে যবনরাজা তার প্রিয় অতি।
কাজীরে লঙ্ঘিতে নাহি কাহার শকতি ॥২৯৮
এ-দেশের লোক সব কাঁপে তা'র ডরে।
দেবপূজা স্বচ্ছন্দে করিতে কেহ নারে ॥২৯৯
তিঁহ হেন দুর্লভ কীর্তন দ্বেষ কৈল।
এ-হেতু প্রভুর মহা ক্রোধ উপজিল ॥৩০০
একদিন রাত্রে প্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
বিহরয়ে নবদ্বীপে সংকীর্তন রঙ্গে ॥৩০১
যে অপূর্ব শোভা হইল নদীয়া নগরে॥
লক্ষ-মুখে তাহা কেহ বর্ণিতে না পারে ॥৩০২
প্রভুর ইচ্ছামতে নদীয়ার লোক সব।
ঘরে ঘরে করে মহামঙ্গল উৎসব ॥৩০২
লক্ষ লক্ষ দীপ জ্বলে-কৌতুক অপার
রাত্রিকে দিবস জ্ঞান হইল সবার ॥৩০৪
আত্মবিস্মরিত লোক ভ্রমে চারিভিতে।
দেবতা মনুষ্য কেহ না পারে চিনিতে ॥৩০৫
লক্ষ লক্ষ লোক মিলি করয়ে কীর্তন।
খোল-করতাল-শব্দে ভেদয়ে গগন ॥৩০৬
নৃত্য পদাঘাতে ক্ষিতি করে টলমল।
হইল অদ্ভুত জয়ধ্বনি কোলাহল ॥২০৭
সিংহপরাক্রম জিনি সবে বলবান।
কাজী মার কাজী মার বলি করিলা পয়ান ॥৩০৮
সে গর্জন শুনিতে পাষণ্ডী মরে ফাটি।
ভাঙ্গিল কাজীর ঘর-দ্বার পুষ্পবাটী ॥৩০৯
কাজী-বক্ষঃ বিদারিতে প্রভু পূর্বদিনে।
হইল নৃসিংহ কাজী দেখিল নয়নে ॥৩১৭
জানিলেন—নিমাই মনুষ্য কভু নয়।
এ-কথা সবার প্রতি ব্যক্ত করি কয় ॥৩১১
শুনি সবে নানাকথা কহে পরস্পরে।
হেনকালে মহাধ্বনি হইল নগরে ॥৩১২
লোকে গিয়া কহে—সেই পণ্ডিত নিমাই।
করয়ে কীর্তন সে লোকের সংখ্যা নাই ॥৩১৩
মার মার করি সবে আইসে এথায়।
ভাঙ্গে ঘর দ্বার বৃক্ষ না দেখি উপায়। ৩১৪
এ বাক্য শ্রবনে কাজী মহাভয় পাঞা।
চলিলেন প্রভু আগে অশ্রুযুক্ত হঞা। ॥ ৩১৫
প্রভুরে দেখিয়া কৈল আত্মসমর্পণ।
কহিতে না আইসে দৈন্য করিল স্তবন ॥ ৩১৬
পতিত পাবন গৌরসুন্দর-বিগ্রহ।
ভাগ্যবন্ত কাজীরে করিলা অনুগ্রহ ॥ ৩১৭
এ- সব আশ্চর্যকথা শুনি শিষ্টগণ।
নিশ্চয় জানিলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥ ৩১৮
ঐছে নবদ্বীপে প্রভু রঙ্গে বিলসয়।
শুনিতে সে সব কথা চিত্তে ক্ষোভ হয় ॥ ৩১৯
মনে কৈনু যাজিগ্রাম হইতে আসিয়া।
দেখিব শ্রীগৌরচন্দ্র নবদ্বীপে গিয়া ॥ ৩২০
শীঘ্র যাজিগ্রামে গিয়া কার্য সমাধিনু।
কন্টকনগরে অতি উল্লাসে আইনু ॥ ৩২১

তথা শ্রীভারতীস্বামী মহাতেজোময়।
মোর প্রতি তাঁরে অনুগ্রহ অতিশয় ॥ ৩২২
যাজিগ্রাম কণ্টকনগরে যবে যাই
তাঁরে দেখি কখন বা রহি তাঁর ঠাঁই ॥ ৩২৩
মনে কৈনু তাঁর স্থানে বিদায় হইয়া।
নবদ্বীপে যাব গৌর দর্শন লাগিয়া ॥ ৩২৪
এই কথা চিত্তে বিচারিয়া তথা যাই।
হেনকালে দেখিয়া লোকের ধাওয়া ধাই ॥ ৩২৫
বাল বৃদ্ধ-যুবা স্ত্রী-পুরুষ কত শত।
মহাভিড় হইল, চলিতে নাই পথ ॥ ৩২৬
জিজ্ঞাসিলে কহে—যাব ভারতীর ঘর।
নদীয়া হৈতে আইলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ৩২৭
শুনিতে এ বাক্য যেন হাতে চাঁদ পাইনু।
শ্রীকেশবভারতী স্বামীর স্থানে গেনু ॥ ৩২৮
দেখিলাম শ্রীগৌরসুন্দরে নেত্র ভরি।
ভুবনমোহন প্রতি অঙ্গের মাধুরী ॥ ৩২৯
কি ছার কনকচাঁপা বিদ্যুৎ কেশর।
সেরূপ তুলনা নাই ভুবন ভিতর ॥ ৩৩০
সুচারু চাঁচর কেশে জগৎ মাতায়।
কেবা না ভুলয়ে গণ্ড-ললাট-ছটায় ॥ ৩৩১
শ্রবণযুগল ভুরু পরম সুন্দর।
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, নাসা মনোহর ॥ ৩৩২
কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া চন্দ্রমুখ।
দেখিতেই ঘুচে কোটি জনমের দুঃখ ॥ ৩৩৩
আজানুলম্বিত দুই বাহু, বক্ষঃ পীন।
সিংহের শাবক জিনি কটিদেশ ক্ষীণ ॥ ৩৩৪
নিতম্ব মধুর, উরু-চরণ ভঙ্গিতে।
কোটি কোটি কন্দর্প নারয়ে স্থির হৈতে ॥ ৩৩৫
রাঙা পদতল দেখি মনে বিচারিল।
কত শত অরুণ শরণ বুঝি লৈল ॥ ৩৩৬

আরে বাপু শ্রীনিবাস কি বলিব তোরে।
ডুবিনু সে গোরারূপ-অমিয়া-পাথারে ॥ ৩৩৭
তথা কেহ কারু প্রতি যত্নে জিজ্ঞাসয়।
এথা কেনে হইল গৌরচন্দ্রের বিজয় ॥ ৩৩৮
তিঁহ কহেন—করিবেন সন্ন্যাসগ্রহণ।
ভুবনমোহন কেশ হবে অদর্শন ॥ ৩৩৯
এ বাক্য শুনিতে মোর উড়িল পরাণ।
হেনকালে নাপিত দেখিল বিদ্যমান ॥ ৩৪০
নাপিতে নাপিত-ক্রিয়া কৈল যে-প্রকারে।
তাহা দেখি কেবা ধৈর্য ধরিবারে পারে ॥ ৩৪১
শ্রীমস্তকে হৈল শ্রীকেশের অদর্শন।
উঠিল ক্রন্দন ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন ॥ ৩৪২
এই কথা কহিতে কহিতে বিপ্রবর।
হইলা মূর্ছিত, নেত্রে ধারা নিরন্তর ॥ ৩৪৩
পিতার মুখেতে এই প্রসঙ্গ শুনিয়া।
শ্রীনিবাস কান্দে অতি ব্যাকুল হইয়া ॥ ৩৪৪
কতক্ষণ পরে বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস।
শ্রীচাঁচর কেশ বলি ছাড়য়ে নিঃশ্বাস ॥ ৩৪৫
অনেক যত্নেতে স্থির হৈয়া নেত্র মেলে।
দেখে—পুত্র কান্দয়ে পড়িয়া ভূমিতলে ॥ ৩৪৬
বিহ্বল হইয়া বিপ্র পুত্র কোলে করি।
আশীর্বাদ করে—কৃপা কর গৌরহরি ॥ ৩৪৭
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলি পোঁছে নেত্রধারা।
স্থির করি কহে কত অমৃতের পারা ॥ ৩৪৮
নীলাচলে কৈল যৈছে প্রভুর দর্শন।
প্রেমাবেশে কহিল সে সব বিবরণ ॥ ৩৪৯
যৈছে প্রভু নীলাচলে করয়ে বিহার।
সে সব কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৩৫০
নিত্যানন্দ অদ্বৈতের চরিত্র কহিল।
প্রভু পরিকরের চরিত্র জানাইল ॥ ৩৫১

কহিল প্রভুর যৈছে ব্রজেতে বিহার ।
নবদ্বীপে যে লাগি হইলা অবতার ॥ ৩৫২
শুনিয়া পিতার মুখে এ-সব প্রসঙ্গ ।
শ্রীনিবাস অধৈর্য ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ ৩৫৩
শুনিতে গৌরাঙ্গলীলা বড় সাধ মনে ।
লক্ষ লক্ষ শ্রুতি বাঞ্ছে বিধাতার স্থানে ॥ ৩৫৪
অনুরাগে রক্তবর্ণ নেত্রে ধারা বয় ।
পুনঃ-পুনঃ পিতার চরণে প্রণময় ॥ ৩৫৫
আত্মবিস্মরিত শ্রীনিবাস প্রেমাবেশে ।
নিতি নিতি ঐছে জিজ্ঞাসয়ে পিতা-পাশে ৩৫৬
একদিন শ্রীচৈতন্যদাস বিপ্রবর ।
পুত্র প্রতি কহে অতি সস্নেহ অন্তর ॥ ৩৫৭
অহে বাপু, মাতার পালনে যোগ্য হইলা ।
মাতা-সহ তোমারে সকল সমর্পিলা ॥ ৩৫৮
এবে মাতা-সহ তোমা রাখি যাজিগ্রামে ।
মনে হয় শীঘ্র যাই বৃন্দাবনধামে ॥ ৩৫৯
বৃন্দাবনে রূপ-সনাতনাদি দ্বারায় ।
কৈল অলৌকিক কার্য প্রভু গৌররায় ।
অহে বাপু, সে দোঁহার অদ্ভুত চরিত ।
দেখিলে মনুষ্য-জ্ঞান নহে কদাচিত ॥ ৩৬১
যে সময় দর্শন করিনু সে দোঁহার ।
সে সময় ঐছে বুদ্ধি না ছিল আমার ॥ ৩৬২
এবে আপনাকে ধন্য করিয়া মানিনু ।
সংক্ষেপে কহিয়ে যৈছে দর্শন করিনু ॥৩৬৩
নবদ্বীপ আদিস্থিত অধ্যাপকগন
প্রায় রামকেলি -গ্রামে সবার গমন ॥৩৬৪
মোর অধ্যাপক অগ্রগণ্য চাথন্দিতে ।
রামকেলি হৈতে লোক আইল তাঁরে লৈতে ॥৩৬৫
চলিলেন অধ্যাপক মোরা সঙ্গে গেনু ।
শুভক্ষণে রামকেলি-গ্রামে প্রবেশিনু ॥৩৬৬
সনাতন-রূপের ভবন-সন্নিধানে ।
হইল সবার বাসা পরম সম্মানে ॥৩৬৭
অধ্যপকগণ মহা উল্লাস হিয়ায় ।
চলিলেন সনাতন-রূপের সভায় ॥৩৬৮
ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণে বেষ্টিত হইয়া ।
ইন্দ্রসম সভামধ্যে আছেন বসিয়া ॥৩৬৯
কনক সুন্দর তনু অতি তেজোময় ।
দেখিতে দোঁহার শোভা কেবা ধৈর্য হয় ॥৩৭০
কিবা মন্দহাস্য মুখে সুখের অবধি ।
কিবা দীর্ঘ নয়ন নির্মিল কোন্ বিধি? ৩৭১
কিবা বাহু বক্ষঃ কটিদেশ মনোহর ।
তুলনা দিবার নাই সর্বাঙ্গ সুন্দর ।৩৭২
অধ্যাপক-সঙ্গে গিয়া দেখিনু সাক্ষাতে ।
করিলেন সবার সম্মান নানা মতে ॥৩৭৩
ঐশ্বর্যের সীমা অহঙ্কারমাত্র নাই ।
কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি মাগে সর্ব ঠাঁই ॥ ৩৭৪
দুই ভাই সর্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ।
জ্যেষ্ঠ সনাতন, রূপ কনিষ্ঠ বিদিত ॥ ৩৭৫
নানাদেশী পণ্ডিতের শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে ।
বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্বজনে ॥ ৩৭৬
সে দোঁহার শাস্ত্র-ব্যাখ্যা অধ্যাপক শুনি ।
যে শ্লাঘা করয়ে তাহা কহিতে না জানি ॥ ৩৭৭
মহামন্ত্রী দোঁহে রাজবিষয়ে প্রধান ।
কোনমতে কারু না করয়ে অসম্মান ॥ ৩৭৮
গৌড়ে বাদসার ভাগ্য কহিলে না হয় ।
সনাতন-রূপে প্রীতি করে অতিশয় ॥ ৩৭৯
শুনিও লোকের মুখে সে সত্য সকল ।
সে চেষ্টা দেখিয়া কেবা না হয় বিহ্বল ॥ ৩৮০

কতদিন রহি তথা হইয়া বিদায় ।
চলিলেন অধ্যাপক উল্লাস-হিয়ায় ॥ ৩৮০
সনাতন-রূপ আনন্দিত সর্বমতে ।
কিবা সে বৈষ্ণব ক্রিয়া বিখ্যাত জগতে ॥ ৩৮১
রামকেলি হৈতে মোরা শীঘ্র আইনু ঘরে ।
প্রভুর সন্ন্যাস তার কিছুদিন পরে ॥ ৩৮৩
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গেলা নীলাচলে ।
তিলেক না ছাড়ে সঙ্গে বৈষ্ণব-সকলে ॥ ৩৮৪
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শচীর নন্দন
নীলাচল হৈতে যাত্রা কৈলা বৃন্দাবন ॥ ৩৮৫
রামকেলি-গ্রামেতে আসিলা গণ-সহ ।
সনাতন-রূপে কৈল মহা অনুগ্রহ ॥ ৩৮৬
নহিল গমন ব্রজে, ক্ষেত্রে ফিরি গেলা ।
পুনঃ প্রভু বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥ ৩৮৭
এথা রামকেলি-গ্রামে রূপ সনাতন ।
শুনিলেন—মহাপ্রভু গেলা বৃন্দাবন ॥ ৩৮৮
কি বলিব দোঁহার প্রবল অনুরাগ ।
অনায়াসে দোঁহে করিলেন সর্বত্যাগ ॥ ৩৮৯
শ্রীরূপের ভ্রাতা শ্রীবল্লভ তাঁর নাম ।
পরম বৈষ্ণব পূর্ব নাম অনুপম ॥ ৩৯০
তাঁ সহ প্রথমে রূপ ব্রজে যাত্রা কৈল ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে প্রয়াগে মিলিলা ॥ ৩৯১
শ্রীরূপের দেখি প্রভু যে আনন্দ মনে ।
যে কৃপা করিল তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥ ৩৯২
এথা রামকেলিতে গোস্বামী সনাতন ।
হইয়া অস্পষ্ট ব্রজে করিলা গমন ॥ ৩৯৩
কাশী গিয়া প্রভুর শ্রীচরণ দেখিল ।
না জানি কি সুখের সমুদ্র উথলিল ॥
মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর ।
সনাতনে দেখি স্নেহে বিহ্বল অন্তর ॥ ৩৯৫

মনের আনন্দে বহু উপদেশ কৈল ।
সনাতন অনুগ্রহ সীমা জানাইল ॥৩৯৬
সনাতন রূপের শ্রীব্রজেতে গমন ।
এ-সব দেশেতে শুনিলেন সর্বজন ॥৩৯৭
কেহ কোনরূপে ধৈর্য নারে ধরিবার ॥
হইল সবার মনে মহা-চমৎকার ॥৩৯৮
এমন ঐশ্বর্য ত্যাগ করিল কেমনে ।
দিবারাত্রি এই কথা কহে সর্বজনে ॥৩৯৯
কিবা স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবাগণ ।
সবে গায়—ব্রজে গেলা রূপ সনাতন ॥৪০০
অধ্যাপকগণ রূপ-সনাতন বিনে ।
রামকেলি হৈতে দুঃখে গেলা অন্যস্থানে ॥৪০১
সনাতন রূপের বৈরাগ্যে সবে দুঃখী ।
এক কৃষ্ণভক্তগণ হৈলা মহা সুখী ॥৪০২
বৃন্দাবন আচার্য শ্রীরূপ-সনাতন ।
প্রভু মনোবৃত্তি প্রকাশিলা দুইজন ॥৪০৩
লুপ্ত তীর্থ ব্যক্ত করি শাস্ত্র প্রমাণেতে ।
শ্রীরূপগোসাঞির এক চিন্তা হৈল চিতে ॥৪০৪
শ্রীবিগ্রহ গোবিন্দ ব্রজেন্দ্রকুমার ।
সদা যোগপীঠে স্থিতি শাস্ত্রে এ প্রচার ॥৪০৫
হেন গোবিন্দদেবের না পাই দর্শন ॥
গ্রামে গ্রামে বনে বনে করয়ে ভ্রমণ ॥৪০৬
ব্রজবাসী ঘরে ঘরে অন্বেষণ করি ।
যমুনার তীরে রহে ধৈর্য পরিহরি ॥৪০৭
একদিন এক ব্রজবাসী অকস্মাৎ ।
শ্রীরূপগোস্বামী আগে হইল সাক্ষাৎ ॥৪০৮
পরম সুন্দর তিঁহ মধুর বচনে ।
শ্রীরূপে কহয়ে—স্বামি দুঃখী দেখি কেনে ॥৪৯
তাঁহার মধুর বাক্যে চিত্ত আকর্ষিল ।
শ্রীরূপগোস্বামী ক্রমে সব নিবেদিল ॥৪১০

ব্রজবাসী কহে চিন্তা না করিহ মনে।
গোমাটিলা খ্যাতি যোগপীঠ বৃন্দাবনে ॥৪১১
তথা কোন গাভী শ্রেষ্ঠ পূর্বাহ্ণ-সময়।
দুগ্ধ দেন প্রতিদিন উল্লাস-হৃদয় ॥৪১২
শ্রীগোবিন্দদেব তথা আছেন গোপনে ॥
এত কহি লৈয়া গেলা সেইখানে ৪১৩
স্থান জানাইয়া তিঁহ অদর্শন হৈতে।
মূর্ছিত হইয়া রূপ পড়িলা ভূমিতে ॥৪১৪
কতক্ষণ পরে রূপ পাইয়া চেতন
নিরাইতে নারে নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥৪১৫
শ্রীরূপগোস্বামী কোটি সমুদ্র গভীর।
প্রভুর রহস্য জানি হইলেন স্থির ॥৪১৬
মনের উল্লাসে কহে ব্রজবাসীগণে।
শ্রীগোবিন্দদেব প্রভু আছেন এখানে ॥৪১৭
শুনি ব্রজবাসী প্রেমে বিহ্বল হইলা।
বাল-বৃদ্ধ আদি সবে গোমাটিলা আইলা ॥৪১৮
কেহ কারু প্রতি কহে সহাস্যবদনে ॥
'গোমাটিলা' যোগপীঠ জানিনু এখানে ॥৪১৯
যত্নে যোগপীঠ-ভূমি খননের কালে।
কৈল বলরাম আজ্ঞা—দেখ মধ্যস্থলে ॥৪২০
যোগপীঠ মধ্যে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
হইলা সাক্ষাৎ কোটি কন্দর্প মোহন ॥৪২১
তথাহি—

তথাহি— ব্রজস্থ শ্রীহরিদাস পণ্ডিত গোস্বামিনঃ শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামিকৃত শ্রীসাধনদীপিকায়াম্—

প্রভোরাজ্ঞাপালনার্থং গত্বা বৃন্দাবনান্তরে।
ন দৃষ্ট্বা শ্রীবপুস্তত্র চিন্তিতঃ স্বান্তরে সুধীঃ ॥৪২২

ব্রজবাসী শ্রীহরিদাসপণ্ডিত-গোস্বামীর শিষ্য শ্রীরাধাকৃষ্ণগোস্বামীকৃত শ্রীসাধনদীপিকাগ্রন্থে এইরূপ দেখা যায়—

ব্রজবাসীজনানান্তু গৃহেষু চ বনে বনে।
গ্রামে গ্রামে ন দৃষ্ট্বা তু রুদিতশ্চিন্তিতো বুধঃ ॥ ৪২৩

একদা বসতস্তস্য যমুনায়াস্তটে শুচৌ
ব্রজবাসিজনাকারঃ সুন্দরঃ কশ্চিদাগতঃ ॥৪২৪
তং দৃষ্ট্বা কথিতং তেন—হে পতে! দুঃখিতো নু কিম্?
তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য স্নেহাকর্ষিত মানসঃ ॥ ৪২৫
প্রেমগম্ভীরয়া বাচা দূরীকৃতমনঃ ক্লমঃ।
কথয়ামাস তং সর্বং তং নিদেশং মহাপ্রভোঃ ॥৪২৬
স শ্রুত্বা সর্ববৃত্তান্তমাগচ্ছেতি ব্রুবন্নমুম্।
গুমাটিলা ইতি খ্যাতে তত্র নীত্বাব্রবীৎ পুনঃ ॥ ৪২৭
অত্র কাচিদ্গবাং শ্রেষ্ঠা পূর্বাহ্ণে সমুপাগতা ॥
দুগ্ধস্রাবং বিকুর্বাণাপ্যহন্যহনি যাতি ভোঃ।
স্বামিংশ্চাত্র বিমৃশ্যৈতদ্ধৃচিত্তং কুরু যাম্যহম্ ॥ ৪২৮

মহাপ্রভুর আজ্ঞা পালনের জন্য বৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া শ্রীরূপ গোস্বামী অন্তরে চিন্তিত হইলেন ॥ ৪২২

ব্রজবাসীগনের গৃহে, বনে বনে, গ্রামে গ্রামে, শ্রীবিগ্রহ না দেখিতে পাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৪২৩

একদা যমুনার পবিত্র তটে বসিয়া আছেন সহসা ব্রজবাসী বেশেত্রক সুন্দর পুরুষ তথায় আগমন করিল ॥ ৪২৪

তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন হে স্বামিন আপনার দুঃখের কারন কি? তাহার বাক্য শ্রবনে গোস্বামীর মন স্নেহাকৃষ্ট হইলা প্রেম পূর্ণ বাক্যে মনের অবসাদ দুরীভূত হইল। তখন তাঁহাকে মহাপ্রভুর নির্দেশ বাক্য সমস্ত বলিলেন ॥ ৪২৫-৪২৬

শ্রীরূপস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা রূপং দৃষ্ট্বা চ মূর্চ্ছিতঃ।
পুনঃ ক্ষণান্তরে ধীরো ধৈর্য্যং ধৃত্বোপচিন্তয়ন্ ॥ ৪২৯
তাতসর্ব্বরহস্যোঽপি লোকানুকৃচেষ্টিতঃ।
ব্রজবাসিজনানাহ শ্রীগোবিন্দোঽত্র বিদ্যতে ॥৪৩০
তচ্ছ্রুত্বা তু তে সর্ব্বে প্রেমসংভিন্নচেতসঃ ॥
মিলিত্বা বালবৃদ্ধেশ্চ তাং ভূমিং সমশোধয়ন্ ৪৩১
যোগপীঠস্য মধ্যস্থং পশ্যন্ত কৃষ্ণমীশ্বরম।
সাক্ষাদ্ ব্রজেন্দ্রতনয়ং কোটি মন্মথমোহনম্।
রুরুধুস্তাং ধরাং বল্লাদ্রামস্যাজ্ঞানুসারতঃ ॥ ৪৩২
শ্রীগোবিন্দদেবের প্রকটধ্বনি হৈতে।
উল্লাসে অসংখ্য লোক ধায় চারি ভিতে ॥ ৪৩৩
মিশাইয়া মনুষ্যে ব্রহ্মাদি দেবগণ।
পরম উল্লাসে করে গোবিন্দ দর্শন ॥ ৪৩৪
তিলার্দ্ধেক লোকভিড় নিবৃত্ত না হয়।
কোথা হৈতে আইসে কেহ লখিতে নারয় ॥ ৪৩৫
গোবিন্দ প্রকটমাত্রে শ্রীরূপগোসাঞি।
ক্ষেত্রে পত্রী পাঠাইলা মহাপ্রভু ঠাঞি ॥ ৪৩৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু পার্ষদ সহিতে।
পত্রী পড়ি' আনন্দে না পারে স্থির হৈতে ॥ ৪৩৭
* কাশীশ্বর প্রতি প্রভু কহয়ে নির্জ্জনে।
তোমারেই যাইতে হইল বৃন্দাবনে ॥ ৪৩৮

সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবন করিয়া তিনি গোস্বামীকে আপনি আসুন বলিয়া গুমাটিলানামক স্থানে লইয়া গিয়া পুনরায় বলিলেন ॥ ৪২৭

এই স্থানে পূর্বাহ্ন কালে একগাভী শ্রেষ্ঠা প্রত্যহ আসিয়া দুগ্ধ প্রদান করে। স্বামিন আপনি মনে বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করুন আমি চলিলাম ॥ ৪২৮

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহার বাক্য শ্রবন করিয়া ও রূপমাধুর্য্য দর্শনে মূর্চ্ছিত হইলেন। ক্ষনকাল পরে তিনি ধৈর্য্যধারন পূর্ব্বক সমস্ত রহস্য জ্ঞাত হইয়া লৌকিক চেষ্টার অনুকরনে ব্রজ বাসিগনকে বলিলেন; এই স্থানে শ্রীগোবিন্দ বিরাজ মান। ৪২৯-৪৩০

তাহা শুনিয়া তাহারা সকলে প্রেমাপ্লুত চিত্তে বালক বৃদ্ধ গনের সকলে মিলিত হইয়া স্থানটি পরিষ্কার করিল। ৪৩১

সাক্ষাৎ কোটি মন্মথ মোহন ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে যোগপীঠ মধ্যে দর্শন কর। শ্রীবলরামের দৈবাদেশ অনুসারে তাঁহার সযত্নে এই স্থানটি সংরুদ্ধ করিল ॥ ৪৩২

* কাশীশ্বর—শ্রীকাশীশ্বর পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের দীক্ষা গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শিষ্য। কাশীশ্বর পণ্ডিতের পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৩৭ শ্লোকের বর্ণনা--

পুরা বৃন্দাবনে চেটৌস্থিতৌ ভৃঙ্গার ভঙ্গুরৌ। শ্রীকাশীশ্বর গোবিন্দৌ তৌজাতৌ প্রভুরেবকৌ॥

বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবক চেটগনের মধ্যে ভৃঙ্গার ও ভঙ্গুরই কাশীশ্বর ও গোবিন্দদাস নামে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলায় সেবায় ব্রতী হইয়াছেন।

কাশীশ্বর ও গোবিন্দদাস শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর পাদের প্রভূত সেবা করেন। অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্বে উভয়কে শ্রীগৌরাঙ্গ সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে নির্দ্দেশ প্রদান করেন। গোবিন্দদাস প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবায় ব্রতীহন। আর কাশীশ্বর খুবই বলিষ্ঠ ছিলেন তিনি লোকভিড় সরাইয়া প্রভুকে নিত্য শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন কার্য্যে সহায়তা করিতেন।

কাশীশ্বর কহে,—"প্রভু তোমারে ছাড়িতে।
বিদরে হৃদয় যে উচিত কর ইথে" ॥ ৪৩৯
কাশীশ্বর অন্তর বুঝিয়া গৌরহরি।
দিলেন নিজ স্বরূপ বিগ্রহ যত্ন করি ॥ ৪৪০
প্রভু সে বিগ্রহ সহ অন্নাদি ভুঞ্জিল।
দেখি' কাশীশ্বরের পরমানন্দ হৈল ॥৪৪১
শ্রীগৌরগোবিন্দ নাম প্রভু জানাইলা।
তাঁরে লৈয়া কাশীশ্বর বৃন্দাবনে আইলা ॥ ৪৪২
শ্রীগোবিন্দ দক্ষিণে প্রভুরে বসাইয়া।
করয়ে অদ্ভুত সেবা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ৪৪৩
তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াং মহাপ্রভু-পার্ষদ শ্রীমুখশ্রুতকথা-
একদা শ্রীমহাপ্রভুঃ শ্রীকাশীশ্বরং কথিতবান্ -ভবান্ শ্রীবৃন্দাবনং গত্বা শ্রীরূপসনাতনয়োরন্তিকং নিবসত্বিতি সতুতচ্ছ্রুত্বা হর্ষবিস্মিতোহভূৎ। সর্বজ্ঞশিরোমণিস্তদ্হৃদয়ং জ্ঞাত্বা গৌর পুনঃ কথিতবান্ শ্রীজগন্নাথপার্শ্ববর্তিনং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ-মানীয়-স্বয়ংভগবত্তানেন মমাভেদং জানীহি এবমেনং সেবস্ব (ইতি)। তচ্ছ্রুত্বা স তুষ্ণীং বভূব। ততো বিগ্রহ-বপুষা শ্রীকৃষ্ণেন মহাপ্রভুনা চ একত্র ভোজনং কৃতম্। ততঃ শ্রীকাশীশ্বরো দণ্ডবৎ প্রণম্য গৌরগোবিন্দবিগ্রহং বৃন্দাবনং প্রাপয়ামাস। সোহয়ং শ্রীগোবিন্দপার্শ্ববর্তী মহাপ্রভুঃ ৪৪৪
পদকান্ত্যা জিতমদনো মুখকান্ত্যা খণ্ডিতকমলমণিগর্বঃ।
শ্রীরূপাশ্রিতচরণঃ কৃপয়তু ময়ি গৌরগোবিন্দঃ ॥ ॥ ৪৪৫
গোবিন্দের লীলা অতি অদ্ভুত অপার।
কে বুঝিতে পারে কৃপা না হইলে তাঁর ॥ ৪৪৬
প্রকটাপ্রকট লীলা দুই মত হয়।
অপ্রকটে মৌনমুদ্রারূপে বিলসয় ॥ ৪৪৭
অহে শ্রীনিবাস কত কহিব তোমারে।
শ্রীগোবিন্দ প্রকট হইলা রূপদ্বারে ॥ ৪৪৮
শ্রীরূপে শ্রীবৃন্দা স্বপ্নচ্ছলে জানাইল।
ব্রহ্মকুণ্ড তট হৈতে তাঁরে প্রকাশিল ॥ ৪৪৯
শ্রীবৃন্দাদেবীর শোভা মহিমা অপার।
সর্বকার্য সিদ্ধি হয় হৈলে কৃপা তাঁর ॥৪৫০
তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াম্—
ব্রহ্মকুণ্ডতটোপান্তে বৃন্দাদেবী প্রকাশিতা।
প্রভোরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেণ কৃপাব্রনা ॥ ৪৫১
চূড়ায়াং চারুরত্নাম্বরমণিমুকুটং বিভ্রতীং মূর্দ্ধি দেবীং
কর্ণদ্বন্দ্বে চ দীপ্তে পুরটবিরচিতে কুণ্ডলে হারিহারান্।
নিষ্কং কাঞ্চীং সুহাসাং ভুজকটকতুলাকোটিকা দীপ্তাংশ্চ বন্দে
বৃন্দাং বৃন্দাবনান্তঃ সুরুচিরসনাং শ্রীলগোবিন্দ পার্শ্বে ॥৪৫২

একদা মহাপ্রভু কাশীশ্বর কে বলিলেন। আপনি বৃন্দাবনে গিয়া রূপসনাতনের নিকট বাসকরুন। তাহাশুনিয়া তিনি হর্ষ ও বিস্মিত হইলেন। সর্বজ্ঞ শিরোমনি গৌরাঙ্গ তাঁহার অন্তর বুঝিয়া শ্রীজগন্নাথ পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আনিয়া পুনরায় বলিলেন স্বয়ং ভগবান এই বিগ্রহের সহিত আমার ভেদ নাই, এরূপ চিন্তা করিয়া সেবা করিবে। তাহা শুনিয়া তিনি চুপ রহিলেন। তারপর বিগ্রহরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও মহাপ্রভু একত্রে ভোজন করিলেন। অতঃপর কাশীশ্বর দণ্ডবৎ প্রনাম করিয়া শ্রীগৌর গোবিন্দ বিগ্রহ বৃন্দাবনে লইয়া আসিলেন তিনিই শ্রীগোবিন্দ দেবের পার্শ্ববর্ত্তী মহাপ্রভু॥ ৪৪৪

শ্রীবৃন্দায়াঃ পদাব্জং সুরমুনিসকলৈশ্চাপি ভক্ত্যা-
নুবন্দ্যং
প্রেম্না সংসেব্যমানং কলিকলুষহরং সর্ববাঞ্ছাপ্রদঞ্চ।
বক্তব্যং চাত্র কিম্বা নু যদনু ভজতো দুর্লভে
দেবলোকৈঃ
শ্রীমদ্বৃন্দাবনেঽস্মিন্ নিবসতি মনুজঃ সর্বদুঃখ-
বিমুক্তঃ ॥৪৫৩

অহে নিবাস শ্রীরূপের কর্ম যত।
তাহা আমি এক মুখে কহিব বা কত ॥৪৫৪
সনাতন গোস্বামীর অদ্ভুত বিলাস।
মধ্যে মধ্যে করেন শ্রীমহাবনে বাস ॥৪৫৫
মদনগোপাল তথা বালক সহিতে।
যমুনাপুলিনে খেলে দেখয়ে সাক্ষাতে ॥৪৫৬
মদনগোপাল সনাতন প্রেমাধীন।
স্বপ্নচ্ছলে সনাতনে কহে একদিন ॥৪৫৭
সনাতন তোমার কুটীর মোরে ভায়।
মহাবন হৈতে আমি আসিব এথায় ॥৪৫৮
এত কহি প্রভু হইলেন অদর্শন।
প্রেমাবেশে বিহ্বল হৈলা সনাতন ॥ ৪৫৯
প্রভুর ভঙ্গিমা জানে ভালমতে।
মদনগোপাল আইলা রজনী প্রভাতে ॥ ৪৬০
সনাতন মনে হৈল আনন্দ প্রচুর।
পত্রকুটীরেতে সেবা করেন প্রভুর ॥ ৪৬১
মহারাজকুমার শ্রীমদনমোহন।
তিঁহ শুষ্ক রুটী ভুঞ্জে—দুঃখী সনাতন ॥ ৪৬২
সনাতন-মনঃ জানি মদনগোপাল।
নিজ-সেবাবৃদ্ধি ইচ্ছা হইল তৎকাল ॥ ৪৬৩
হেন কালে মূলতানদেশীয় একজন।
অতিশয় ধনাঢ্য সর্বাংশে বিচক্ষণ ॥ ৪৬৪
কর্পূর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ নাম কৃষ্ণদাস।
নৌকা হৈতে নামি আইলা গোস্বামীর পাশ
॥ ৪৬৫
গোস্বামীর চরণে পড়িল লোটাইয়া।
কৈল কত দৈন্য নেত্রজলে সিক্ত হইয়া ॥৪৬৬

শ্রীচরন কান্তিতে যিনি মদনকে জয় করিয়াছেন; মুখকান্তিতে কমল ও মনির গর্বনাশ করেন; শ্রীরূপ যাঁহার চরন আশ্রয় করিয়াছেন সেই গৌর গোবিন্দ দেব আমায় কৃপা করুন। ॥ ৪৪৫ ॥

মহাপ্রভুর আদেশে করুনাবতার শ্রীরূপগোস্বামী ব্রহ্ম কুণ্ডের তট হইতে শ্রীবৃন্দাজীকে প্রকট করেন ॥ ৪৫১

বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ দেবের পার্শ্বে বিরাজিতা মস্তক চূড়ায় চারুরত্নাম্বর ও মনি মুকুট,—কর্ণযুগলে স্বর্ণরচিত উজ্জ্বল কুণ্ডল দ্বয় বক্ষে সুচারু হার ও পদক কটিতে সুবিকশিত চন্দ্রহার হস্তে বলয় ও চরনে নুপুর প্রভৃতি অলঙ্কার ধারিনী মনোরম বস্ত্র পরিহিত শ্রীবৃন্দা দেবীকে বন্দনা করি ॥ ৪৫২ ॥

দেব মুনিগনের ভক্তি সহকারে বন্দিতা শ্রীবৃন্দাদেবীর পাদপদ্ম সম্যকভাবে সেবাকরিতে কলি কলুষ হরন হয় ও সকল বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তাঁর পাদপদ্মে নিত্যভজন কারীর মহিমা আর কি বলিব তাদৃশ ভজন পরায়ন ব্যক্তি সর্বদুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া দেব দুর্লভ এই বৃন্দাবনে বাস করিয়া থাকেন ॥ ৪৫৩

যাহারা দ্বারা (মধুপণ্ডিত) যমুনার তটস্থিত বংশীবটে দয়ার সাগর শ্রী গোপীনাথ দেব সুপ্রকটিত হইয়াছেন ॥ ৪১১

সনাতন তাঁরে বহু অনুগ্রহ কৈলা।
শ্রীমদনমোহন-চরণে সমর্পিলা ॥৪৬৭
সেইদিন মন্দিরের আরম্ভ করিল।
নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত করাইল ॥৪৬৮
পরিধেয় বস্ত্রাদি সে বিবিধ প্রকার
রাখাইলা যত্ন করি' পৃথক্ ভাণ্ডার ॥৪৬৯
ভোগের সামগ্রী নানাপ্রকার করিলা।
ভুঞ্জিবেন প্রভু, ইথে মহাহর্ষ হৈলা ॥৪৭০
মদনগোপালে দেখি' কেবা ধৈর্য ধরে।
ব্রজবাসিগণ ভাসে সুখের সাগরে ॥৪৭১
সংক্ষেপে কহিল এ প্রসঙ্গ রসায়ন।
মদনমোহন সনাতনের জীবন ॥৪৭২
অহে বাপু শ্রীনিবাস! কহিতে কি আর!
প্রভু ভক্তদ্বারে কৈল আপনা' প্রচার ৪৭৩
পরমানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়।
শ্রীমধুপণ্ডিত অতি গুণের আলয় ॥৪৭৪
দোঁহাপ্রেমাধীন কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
পরমদুর্গম চেষ্টা, কহি সাধ্য কা'র ॥৪৭৫
বংশীবট-নিকট পরম রম্য হয়।
তথা গোপীনাথ মহারঙ্গে বিলসয় ॥৪৭৬
তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াম্—
যত্নেন সুপ্রকটিতো গোপীনাথো দয়াম্বুধিঃ।
বংশীবটতটে শ্রীমদ্‌যমুনোপতটে শুভে ॥৪৭৭
শ্রীমদনমোহনে দেখিয়া কৃষ্ণদাস।
ভূমে পড়ি' প্রণময়ে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাস ৪৭৮
অকস্মাৎ দর্শন দিলেন কৃপা করি।
শ্রীমধুপণ্ডিত হৈলা সেবা-অধিকারী ॥৪৭৯
শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়।
মধুপণ্ডিতে তাঁর স্নেহ অতিশয় ॥৪৮০
অহে শ্রীনিবাস! গোপীনাথের দর্শনে
কহিতে কে জানে যে আনন্দ বৃন্দাবনে ৪৮১
হরয়ে সবার মনঃ অঙ্গের ছটায়।
করিতে দর্শন লক্ষ লক্ষ লোক ধায় ৪৮২
শ্রীগোপীনাথের চারু চরিত্র মধুর
যে শুনে বারেক তার তাপ যায় দূর ॥৪৮৩
শ্রীব্রজের কথা ভক্তমুখে যে শুনিনু।
সে অতি বিস্তার, তার কিছু শুনাইনু ৪৮৪
অহে শ্রীনিবাস! প্রাণ করয়ে কেমন।
হেন দিন হবে কি,যাইব বৃন্দাবন ॥৪৮৫
শ্রীচৈতন্যদাস ঐছে কহিতে কহিতে।
নয়নে বহয়ে ধারা, নারে নিবারিতে ॥ ৪৮৬
পিতার চরণ ধরি' কাঁদে শ্রীনিবাস।
মনে মনে কহে—কি পূরিবে মোর আশ ॥ ৪৮৭
পিতা পুত্রে স্থির হইলেন কতক্ষনে।
কি অদ্ভুত প্রেমের প্রতাপ কেবা জানে। ৪৮৮
কৃষ্ণকথা বিনা কিছু নাহি ভায় চিতে।
হেন পিতা পুত্রের উপমা নাহি দিতে ॥ ৪৮৯
পিতা পুত্র সংবাদ শুনয়ে যেই জন।
অনায়াসে পায় সে দুর্লভ ভক্তিধন ॥ ৪৯০
শ্রীনিবাস আচার্য চরন চিন্তা করি'।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৪৯১
ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনিবাস জন্মাদি
প্রসঙ্গানুকথনে
বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দাদি প্রকটবর্ণনং নাম
দ্বিতীয়স্তরঙ্গঃ।

—

তৃতীয় তরঙ্গ

জয় নবদ্বীপ চন্দ্র শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ অবধূত হলধর ॥১
জয় শান্তিপুরনাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় গৌরপ্রিয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥২
জয় জয় পণ্ডিত ঠাকুর শ্রীনিবাস।
জয় হরিনামামৃতমগ্ন দাস ॥৩
জয় প্রেমময় শ্রীস্বরূপ দামোদর।
জয় শ্রীমুরারীগুপ্ত গুনের সাগর ॥৪
জয় বাসুদেব সার্বভৌম মহাশয়।
জয় রায় রামানন্দ রসের আলয় ॥৫
জয় গৌরীদাস, শ্রীপণ্ডিত বক্রেশ্বর।
জয় নরহরি শ্রীমুকুন্দ, কাশীশ্বর ॥৬
জয় জগদীশ, গৌরীদাস, ধনঞ্জয়।
জয় সনাতন-রূপ গুনের আলয় ॥৭
জয় জীব, গোপাল, ভূগর্ভ লোকনাথ।
জয় রঘুনাথভট্ট ভুবনে বিখ্যাত ॥৮
জয় রঘুনাথদাস শ্রীকুণ্ড নিবাসী।
জয় জয় শ্রীরাঘব গোবর্ধনবাসী ॥৯
জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম, রামচন্দ্র।
জয় দীন-দুঃখীর জীবন শ্যামানন্দ ॥১০
জয় শ্রীঠাকুর মোর বৈষ্ণব গোসাঞি।
জগৎ পবিত্র হয় যার গুন গাই ॥১১
জয় জয় শ্রোতাগন গুনের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥১২
গৌরগুনে মগ্ন শ্রীনিবাসের অন্তর।
শ্রীপিতা মাতার সেবা করে নিরন্তর ॥১৩
পিতা মাতা দোঁহার যে স্নেহ পুত্র প্রতি।
সে সব কহিতে নাই আমার শকতি ॥১৪
কি আনন্দ চাখন্দি গ্রামেতে প্রতি ঘরে।
তিলার্ধেক শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে ॥১৫
শ্রীনিবাস সবারে তোষয়ে নানা মতে।
শ্রীনিবাসে সবে প্রশংসয়ে হর্ষচিতে ॥ ১৬
চাখন্দিতে যৈছে শ্রীনিবাস বিলসয়।
তাহা একমুখে কি কহিতে সাধ্য হয় ॥ ১৭
কতদিনে পিতার হইল পরলোক।
পুত্রমুখ দেখি' মাতা পাসরিল শোক ॥১৮
কিছুদিন পরে শ্রীনিবাস মহাশয়।
যাজিগ্রামে গেলা মাতামহের আলয় ॥১৯
যুক্তি স্থির করিলেন মাতার সহিত।
যাজি গ্রামে বাস এবে হয়ত উচিত ॥ ২০
গ্রামবাসী লোক সব একথা শুনিল।
পরম আনন্দে বাসযোগ্য স্থান কৈল ॥ ২১
যাজিগ্রাম-সমীপাদি সবার উল্লাস।
সর্বপ্রাণাধিক হইলেন শ্রীনিবাস ॥ ২২
ভক্তিরসে মগ্ন শ্রীনিবাস অনুক্ষণ।
দেখি' মহাহর্ষ চৈতন্যের প্রিয়গণ ॥২৩
নিরন্তর শ্রীনিবাস ভক্তগোষ্ঠী-পাশে।
শুনয়ে চৈতন্যলীলা অশেষ বিশেষে ॥ ২৪
প্রভুগণ-সহ বিলসয়ে নীলাচলে।
শুনিতে সে সব কথা হৃদয় উথলে ॥ ২৫
হইলা উদ্বিগ্ন শ্রীনিবাস মহাধীর।
নীলাচলে চলিতে করিলা মন স্থির ॥ ২৬
কত অভিলাষ চিত্তে হয় ক্ষনে ক্ষনে।
মো পামরে প্রভু কি দিবেন দরশনে ? ২৭॥
প্রভুভক্তগন কৃপা করিবে কি মোরে ?
তা সবার পদধূলি ধরিব কি শিরে ? ২৮
মো হেন অযোগ্যে শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
চরন-নিকটে কি রাখিবে নিরন্তর ? ২৯

শ্রীমদ্ভাগবত প্রভু শুনিবেন যবে।
সে শ্রীমুখ-বাক্য কর্ণে প্রবিষ্ট কি হ'বে ?৩০ ॥
দেখিব কি নীলাচলচন্দ্র জগন্নাথ।
শ্রীসুভদ্রাদেবী প্রভু বলরাম-সাথ ? ৩১ ॥
ঐছে বহু কহে, ধারা বহে দু নয়নে।
চলিলেন খণ্ডে স্থির হৈয়া কতক্ষণে ॥ ৩২
দেখি শ্রীবিগ্রহ কৈল প্রণতি অপার।
নিরন্তর দুই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৩৩
শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রিয় পার্ষদগণেরে।
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময় বারে বারে ॥ ৩৪
ঠাকুর শ্রীনরহরি প্রেমের আবেশে।
শ্রীভুজ পসারি' কোলে কৈল শ্রীনিবাসে ॥ ৩৫
স্নেহে শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চে নেত্রজলে।
জিজ্ঞাসে কুশল—যেন কত সুধা ঢালে ॥ ৩৬
শ্রীনিবাস কহয়ে—যাইব নীলাচল।
আজ্ঞা দেহ' দেখি গিয়া শ্রীপদকমল ॥ ৩৭
শুনিতে এ-বাক্য অতি উদ্বিগ্ন হৃদয়।
আজ্ঞা দিল—যাহ শীঘ্র বিলম্ব না সয় ॥ ৩৮
পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে গদগদ বচন।
প্রভু করিবেন এই লীলা-সঙ্গোপন ৩৯
অদ্বৈত আচার্য তর্জা করি' পাঠাইল।
তর্জা প্রহেলীতে মনোবৃত্তি প্রকাশিল ॥ ৪০
তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অন্ত্য ১৯ পরিঃ
"বাউলকে কহিও,—লোক হইল আউল।
বাউলকে কহিও—হাটে না বিকায় চাউল ৪১
বাউলকে কহিও,—কাজে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিও,—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥৪২
তর্জা-অর্থ প্রভু অন্ত ছলে ব্যক্ত কৈল।
সেই হৈতে সকল ভক্তের চিন্তা হৈল ॥ ৪৩
স্বতন্ত্র ঈশ্বর—কেবা জানে মর্ম তাঁর ?
না জানি যে কখন করিবে অন্ধকার ॥ ৪৪
এত কহিতেই নেত্রজলে সিক্ত হৈল।
শ্রীনিবাসে ব্যাকুল দেখিয়া প্রবোধিল ॥ ৪৫
পথের সঙ্গতি করি' দিল সেইক্ষণে।
ঠাকুরের যে স্নেহ বর্ণিবে কোন্ জনে ? ৪৬
শ্রীরঘুনন্দন আসি' তথায় মিলিল।
শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া প্রেমাবিষ্ট হৈল ॥ ৪৭
খণ্ডবাসী প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
যথা যোগ্য সবা-সহ হইল মিলন ॥ ৪৮
সবাকার স্থানে শীঘ্র হইয়া বিদায়।
যাজিগ্রাম গিয়া সব নিবেদিল মায় ॥ ৪৯
যত্নপূর্বক বিদায় হইয়া মাতা-স্থানে।
চলিলেন নীলাচলে প্রভুর দরশনে ॥ ৫০
মাঘ শুক্লাপঞ্চমীদিবস শুভক্ষণ।
মনের উল্লাসে শ্রীনিবাসের গমন ॥ ৫১
কৈশোর বয়স, অতি সুন্দর শরীর।
যে দেখে বারেক সে হইতে নারে স্থির ॥ ৫২
কেহ কহে,—'ইঁহ কোন রাজার তনয়।
পদব্রজে চলে অনুরাগ অতিশয়' ॥ ৫৩
কেহ কহে,—ইঁহ হন গৌর-পরিকর।
নহিলে কেনে নেত্রে এত ধারা নিরন্তর' ? ৫৪
কেহ কহে,—'ইহাতে সন্দেহ কিছু নাঞি।
সকল করিতে পারে গৌরাঙ্গ-গোসাঞি' ॥ ৫৫
কেহ কহে,—অহে সে দেখিয়া গোরাচাঁদে।
কি নারী পুরুষ,—কেহ স্থির নাহি বাঁধে' ॥ ৫৬
কেহ কহে, গৌরচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার।
নীলাচলে দেখিলাম অদ্ভুত বিহার' ॥ ৫৭
কেহ কহে;—'উৎকলের ভাগ্যের সীমা নাই।
সচল অচল দুই প্রভু এক ঠাঁই ॥ ৫৮

কেহ কহে, —'গৌর-জগন্নাথ এক হয়।
ইথে যাঁ'র ভেদবুদ্ধি সেই যায় ক্ষয়' ॥ ৫৯
এইরূপ কহে কত পথিকসকলে।
শ্রীনিবাস-চেষ্টা দেখি' ভাসে নেত্রজলে ॥৬০
আনন্দ-আবেশে শ্রীনিবাস চলি' যায়।
ক্ষেত্র হৈতে যে আইসে প্রণমে তাঁহায় ॥ ৬১
প্রভু ভক্তগণে পুছেন সমাচার।
শুনিতে সে সব কথা আনন্দ অপার ॥ ৬২
উড়িয়া যাইতে পাখা প্রভুরে প্রার্থয়।
দিবানিশি চলে পথে, শ্রম না জানয় ॥ ৬৩
মনের আনন্দে শ্রীনিবাসের গমন।
কতদূরে শুনিল চৈতন্য সঙ্গোপন ॥ ৬৪
মহাপ্রভুর অদর্শন — এ-বাক্য শুনিতে।
যে দশা হইল, তাহা কে পারে বর্ণিতে ? ৬৫
কত শত করাঘাত করে নিজ-শিরে।
ছিঁড়িয়া ফেলেন কেশ, নখে বক্ষঃ চিরে ॥ ৬৬
আপনা ধিক্কার করে কান্দিয়া কান্দিয়া।
সে বিলাপ শুনি' যায় পাষাণ গলিয়া ॥ ৬৭
মূর্ছিত হইয়া ভূমে পড়ে বার বার।
নেত্র ধারা দেখি' প্রাণ বিদরে সবার ॥ ৬৮
অতি কদর্থনে হইল দিবা-অবসান।
নিশ্চয় করিল —দেহে না রাখিব প্রাণ ॥ ৬৯
অগ্নিকুণ্ড করি' তাহে করিব প্রবেশ।
তবে সে ঘুচিবে মোর এ দারুণ ক্লেশ ॥ ৭০
ঐছে বিচারিতে রাত্রি হৈল দণ্ড চারি।
লইয়া প্রভুর নাম কান্দে উচ্চ করি' ॥ ৭১

প্রভু-ইচ্ছামতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ।
স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র দিলেন দর্শন ॥ ৭২
বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি' শ্রীঅঙ্গ সুন্দর।
শ্রীমুখমণ্ডল জিনি' কোটি সুধাকর ॥ ৭৩
আকর্ণ-পর্য্যন্ত দুই লোচন বিশাল।
আজানুলম্বিত ভুজ, গলে বনমাল ॥ ৭৪
বরিষে অমৃতধারা মধুর হাসিতে।
কে ধরে ধৈরয শোভা বারেক দেখিতে ? ৭৫ ॥
ভকতবৎসল প্রভু ভুবনমোহন্।
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিয়া রাখিল জীবন ॥ ৭৬
শ্রীনিবাস-মস্তকে শ্রীচরণ অর্পিল।
প্রেমাবেশে প্রভু অতিশয় আশ্বাসিল ॥ ৭৭

তথাহি শ্রীনৃসিংহকবিরাজকৃত-নবপদ্যে—

গন্তুং শ্রীপুরুষোত্তমং কৃতমতিঃ শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভো
শ্চৈতন্যস্য কৃপাম্বুধের্গমনুখাচ্ছ্রুত্বা তিরোধানতাম্।
দুঃখৌঘৈঃ স মুহুর্মুর্মূর্চ্ছ ভগবান্ দৃষ্টাথ ভক্তব্যথা-
মাশ্বাসাতিশয়ং দয়ামভিবদন্ স্বপ্নে সমাদিষ্টবান ॥৭৮

শ্রীনিবাসে বাৎসল্য প্রকাশি' ভগবান্।
ক্ষনেক থাকিয়া স্বপ্নে হৈল অন্তর্দ্ধান ॥ ৭৯
প্রভু অদর্শন হৈলে হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
বাড়িল বিচ্ছেদ-দুঃখ-সমুদ্র-তরঙ্গ ॥৮০
শ্রীনিবাসে মহাদুঃখী দেখি' গৌরহরি।
পুনঃ স্বপ্ন-চ্ছলে কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥ ৮১
'গদাধর আদি মোর প্রিয়-পরিকর।
নিরীখে তোমার পথ ব্যাকুল অন্তর ॥ ৮২

শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীপুরুষোত্তম ধামে গমন পথে শ্রীচৈতন্য দেবের লীলা সঙ্গোপন কাহিনী লোকমুখে শুনিয়া বিরহে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইতে লাগিলেন। তারপর তাঁহার দুঃখ দূর করিবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বপ্নে দর্শন প্রদান করিয়া অনেক আশ্বাস বাক্য কহিলেন ॥৭৮.

বিলম্ব না কর শীঘ্র যাহ নীলাচল।'
এত কহি' নিজ হস্তে পোঁছে নেত্রজল ॥ ৮৩
অতিস্নেহে আলিঙ্গন করি বার বার।
অন্তর্দ্ধান হৈলা প্রভু শচীর কুমার ॥ ৮৪
নিদ্রাভঙ্গ হৈল নিশি প্রভাত দেখিয়া।
চলে শ্রীনিবাস প্রভু-চরণ চিন্তিয়া ॥ ৮৫
নীলাচলে শ্রীনিবাস গেলা কত দিনে।
শ্রীনরেন্দ্র-শৌচ দেখি' ধারা দু' নয়নে ॥৮৬
শ্রীনরেন্দ্র রাজা, শৌচ মহাপাত্র তার।
এ দু'য়ের নামে সরোবর এ প্রচার ॥ ৮৭
মহাপ্রভু জলক্রীড়া কৈল নরেন্দ্রেতে।
এ সকল কথা পূর্বে শুনিল গৌড়েতে ॥৮৮
সে সকল ভাবিতে অধৈর্য্য হৈল মন।
কতক্ষণ তীরে বসি করিলা ক্রন্দন ॥৮৯
উথলিল প্রেমসিন্ধু নারে স্থির হৈতে।
ধরণী লোটায়, চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ?৯০ ॥
বাহ্য প্রকাশিয়া সিক্ত হৈয়া নেত্রনীরে।
নরেন্দ্র প্রণমি চলিলেন ধীরে ধীরে ॥৯১
হইল অনেক রাত্রি বিচারিয়া মনে।
সিংহদ্বার-সমীপে রহিল এক স্থানে ॥৯২
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া করে নামসঙ্কীর্ত্তন।
নদীর প্রবাহ তুল্য ঝরে দু'নয়ন ॥৯৩
ধরিতে না পারে অঙ্গ, লোটায় ভূমিতে।
নিদ্রা-আকর্ষণ হৈল প্রভুর ইচ্ছাতে ॥৯৪
বলরাম-সুভদ্রা-সহিত জগন্নাথ
কৃপা করি স্বপ্নচ্ছলে হইল সাক্ষাৎ ॥৯৫
কি অদ্ভুত বাৎসল্য ! কে বুঝে হেন রঙ্গ ?
নেত্র ভরি দেখিল, হইল নিদ্রাভঙ্গ ॥৯৬
শ্রীনিবাস অতিশয় ব্যাকুল হইল।
হেন কালে এক বিপ্র তথায় আইল ॥৯৭

তিহঁ কহে—'অহে বাপু ব্রাহ্মণ-কুমার।
দুঃখে দগ্ধ হৈলা, নাহি ভক্ষণ তোমার ॥৯৮
শ্রীমহাপ্রসাদ লহ করহ ভোজন।
প্রসাদ সমর্পি, তিহঁ হৈল অদর্শন ॥৯৯
শ্রীনিবাস ব্যগ্র হৈয়া বিচারিছে মনে।
মোর ঐছে দুঃখ ইহ জানিল কেমনে ?১০০
শ্রীমহাপ্রসাদ মোরে করি সমর্পণ।
দেখিতে দেখিতে হইলেন অদর্শন ॥১০১
ঐছে বিচারিতে চিত্তে চিন্তাযুক্ত হৈলা।
হইয়া সাক্ষাৎপ্রায় প্রভু প্রবোধিলা ॥১০২
প্রভু জগন্নাথ অনুগ্রহে হর্ষমনে।
শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জিলেন সেই ক্ষণে ॥ ১০৩
নরেন্দ্রশৌচের জল জলপাত্রে ছিল।
যত্নে হস্ত প্রক্ষালন করি পান কৈল ॥১০৪
প্রভু-নাম সঙ্কীর্ত্তন করে ধীরে ধীরে।
কিছু নিদ্রা আকর্ষিল কতক্ষণ পরে ॥ ১০৫
স্বপ্নে দেখে শ্রীগৌর বেষ্টিত পরিকর।
দেবগণ মধ্যে যেন শোভে পুরন্দর ॥১০৬
গদাধর পণ্ডিত প্রভুর আগে বসি।
পড়ে ভাগবত—সুধা ঢালে রাশি রাশি ॥১০৭
অশ্রু-কম্প-ভাবাদি-ভূষিত সর্বজন
হেন শোভা শ্রীনিবাস করেন দর্শন ॥১০৮
মনের বাঞ্ছিত সব সফল হইল।
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গে অতি দুঃখ পাইল ॥১০৯
পুনঃ নামসঙ্কীর্ত্তন করে মহাশয়।
পুনঃ অকস্মাৎ কিছু নিদ্রা আকর্ষয় ॥১১০
পুনঃ স্বপ্নে দেখে সেই সিংহদ্বার-পথে।
আসিছেন গৌরচন্দ্র পরিকর সাথে ॥১১১
কনক-পর্ব্বত জিনি গৌর কলেবর।
আজানুলম্বিত ভুজ, ভঙ্গী মনোহর ॥১১২

শ্রীমুখমণ্ডলে কত চাঁদের উদয়।
হাসে মন্দ মন্দ—সদা সুধাবৃষ্টি হয় ॥ ১১৩
আকর্ণপর্য্যন্ত দুই নয়নকমল।
পরিপূর্ণ প্রেমজলে করে টলমল ॥ ১১৪
ভুবনমোহন কণ্ঠে তুলসীর দাম।
পরিধেয় অরুণ বসন অনুপম ॥ ১১৫
ঝলমল করে দিক্ অঙ্গের শোভায়।
নিজ প্রেমে মহামত্ত চলে সিংহপ্রায় ॥ ১১৬
হেন শোভা দেখি' তেঁই হইল বিহ্বল।
ধরিতে না পারে অঙ্গ, করে টলমল ॥ ১১৭
ধরণী লোটায়ে পড়ে প্রভুর চরণে।
করুণ নয়নে প্রভু চায় ভৃত্য পানে ॥ ১১৮
হাসি' প্রভু কহে 'দুঃখ না ভাবিহ আর।
তোমার হৃদয়ে সদা বিশ্রাম আমার ॥' ১১৯
এত কহি' অন্তর্দ্ধান হৈলা দয়াময়।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল, দেখে প্রভাত সময় ॥ ১২০
অনেক যতনে স্থির হৈয়া সেইক্ষণে।
মার্কণ্ডে চলেন জিজ্ঞাসিয়া কোন জনে ॥ ১২১
প্রাতঃকৃত্য করি' কৈল মার্কণ্ডেতে স্নান।
শ্রীনিবাসে দেখি সবে জুড়ায় নয়ন ॥ ১২২
শ্রীনিবাস চলয়ে মার্কণ্ডে প্রনমিয়া।
তথা কোন বৃদ্ধে পুছে অতি ব্যগ্র হৈয়া ॥১২৩
গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী আছে কোথা?
তিঁহ কহে —লইয়া যাইব, তিঁহ যথা ॥১২৪
এত কহি শ্রীনিবাস সঙ্গে আগে যায়।
উলটি উলটি শ্রীনিবাস পানে চায় ॥১২৫
শ্রীগোপীনাথের পুষ্পবাটী মনোহর।
দেখাইল—এখানে রহেন গদাধর ॥ ১২৬
আহ বাপু! তাঁর দশা কি কব তোমারে?
প্রভুর বিচ্ছেদে প্রান ধরিতে না পারে ॥১২৭
ক্ষেত্র শূন্য হৈল, ভাগ্য মন্দ মো সবার।
এত কহি গেলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ উদার ॥ ১২৮
শ্রীনিবাস দেখি তাঁর কাতর অন্তর।
প্রণমিয়া তাঁরে কৈল মিনতি বিস্তর ॥ ১২৯
অতি শীঘ্র শ্রীগোপীনাথের আগে গিয়া
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে ভূমে লোটাইয়া ॥ ১৩০
অনিমিখ নেত্রে দেখে শ্রীমুখ-সুন্দর।
অশ্রু-কম্পে পরিপূর্ণ হৈল কলেবর ॥ ১৩১
শ্রীনিবাসে দেখি সবে পুছে ব্যগ্রচিত্তে।
'কার পুত্র, কি নাম, আইলা কোথা হৈতে? ১৩২
শুনি কহে—'গৌড়দেশ হইতে আগমন।
শ্রীনিবাস নাম, বিপ্রচৈতন্য-নন্দন ॥ ১৩৩
শুনিয়াই এই বাক্য ভাসে প্রেমজলে।
সবাই ধাইয়া শ্রীনিবাসে করে কোলে ॥ ১৩৪
কেহ গেলা শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামীর স্থানে।
তিঁহ একা বসিয়াছেন পরম নির্জ্জনে ॥ ১৩৫
যে অদ্ভুত দশা তাহা কহনে না যায়।
সেই স্থানে, সে সময়ে দেখিল তাঁয় ॥ ১৩৬
হেমপুঞ্জ জিনি অঙ্গ-বলনি সুন্দর।
হইল মলিন যেন দিবা শশধর ॥ ১৩৭
দেখিতে চাঁদের সাধ যে মুখমণ্ডল।
শুখাইল যেন বারিবিহীন কমল ॥ ১৩৮
অরুণ কমলনেত্রে ধারা নিরন্তর।
ভিজয়ে সে সকলে কোমল কলেবর ॥ ১৩৯
সম্মুখে শ্রীভাগবত, তাহা ভিজি যায়।
কিছু স্মৃতি নাই—অগ্নিজ্বলয়ে হিয়ায় ॥ ১৪০
অত্যন্ত গদগদ কণ্ঠ শ্লোক উচ্চারিতে।
মহাধীর শ্রীপণ্ডিত নারে স্থির হৈতে ॥ ১৪১
শ্রীগৌরসুন্দর বলি মুদয়ে নয়ন।
ছাড়য়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ অনল সমান ॥ ১৪২

গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদে শ্রীপণ্ডিত-গদাধর।
যেরূপ হইল তাহা প্রভু-আগোচর ॥ ১৪৩
শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে।
আছয়ে জীবন মাত্র নিশ্চল শরীরে ॥ ১৪৪
কিছু বাহ্যস্ফূর্ত্তি হৈল প্রভু-ইচ্ছামাত্তে।
হেনই সময়ে কেহ কহে যোড়হাতে ॥ ১৪৫
'শ্রীগৌড় হইতে আইলেন শ্রীনিবাস।
যাঁর পিতা নাম—বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস ॥১৪৬
শুনি কহে আন দেখি জুড়াই নয়ন।
শ্রীনিবাসে লইয়া গেলেন সেইক্ষন ॥১৪৭
শ্রীনিবাস চাহি প্রভু গদাধর পানে।
ভুমে পড়ি প্রনময়ে ধারা দুনয়নে ১৪৮
পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীনিবাসে নিরখিয়া।
উঠিলেন শীঘ্র দুই বাহু প্রসারিয়া ॥১৪৯
আইস বাপু বলি— তুলি লইলেন কোলে।
শ্রীনিবাসে স্নান করাইল নেত্রজলে ॥১৫০
পরমবাৎসল্যে বসাইয়া নিজ পাশে।
সুমধুর বাক্যে স্থির করিল শ্রীনিবাসে ॥১৫১
যদ্যপি শ্রীপ্রভুর বিয়োগে মহাদুঃখ।
তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখি পায় সুখ ॥১৫২
যত্ন করি কহে নিজ লোক সঙ্গে দিয়া।
শ্রীনিবাসে আনহ সর্বত্র মিলাইয়া ১৫৩
তথা পরস্পর শুনিলেন ভক্তগন।
পণ্ডিতের পাশে শ্রীনিবাসের গমন ॥১৫৪
সবে উৎকণ্ঠিত শ্রীনিবাসে দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলা * সার্বভৌমের বাটীতে ॥১৫৫

---

* সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের বংশ বিবরন বিষয়ে গোবর্দ্ধন দাস সম্পাদিত শ্রীগৌর মন্ত্রোপাসনা গ্রন্থে বর্নিত রহিয়াছে যে ভা বর্ষের পশ্চিম রাজ্যে বৃহদথ নামে এক ব্রাহ্মন বংশীয়রাজা ছিলেন। তিনি তপস্যায় ব্রতী হইয়া দেবীকে বশীভূত করেন। ে একখণ্ড প্রস্তর বহন করিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করিতেন। নবদ্বীপে আসিয়া পোড়ামা তলা নামক স্থানে প্রস্তর খণ্ড প্র করিয়া উপরে ঘট স্থাপন করতঃ সেবায় ব্রতী হন। ঐসময় ঐ স্থানেক পশ্চিম ভাগে চীনে ডাঙ্গা নামক গ্রামের এক পণ্ডি পুত্র নরহরি পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তথায় উপনীত হন। যোগীবর তাহার পরিচর্য্যায় সুখী হইয়া সিদ্ধমন্ত্র প্রদান ক বিল্ববৃক্ষের কণ্টক দ্বারা সুসিদ্ধ মন্ত্র লিখিয়া দেওয়ায় নরহরি সর্বশাস্ত্র বিশারদ হইলেন। একদা পিতার অনুপ স্থিতিতে ছাত্রদ পড়াইলেন। গৃহে ফিরিয়া পুত্রের অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া পুত্রকে আহ্বান করতঃ সমস্ত দায়িত্ব প্রদান করেন। নরহরির পুত্র মহেশ্বর বিশারদ। তাঁর পুত্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ও বিদ্যা বাচষ্পতি। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের পুত্র চন্দ্র সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১১৯ শ্লোকের বর্ণন—

ভট্টাচার্য্য : সার্বভৌমঃ পুরাসীদ গীষ্পতির্দিবি।

দেবগুরু বৃহস্পতিই সার্বভৌম ভট্টাচার্য রূপে আবির্ভূত হন। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রবাস বিষয়ে জয়ানন্দের শ্রীচৈ মঙ্গলে নদীয়া খণ্ডের বর্ণন—

পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মন ॥
বিশারদ সুত সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সবংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌড় রাজ্য ॥
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধর্মময় রাজা রত্ন সিংহাসনে কৈল সার্ব্বভৌমে পূজা ॥
তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচষ্পতি গৌড়ে বসি। বিশারদ নিবাস কৈল বারানসী ॥

তথায় * শ্রীরায় রামানন্দের গমন ।
দোঁহে বসি গায় গৌরচন্দ্র গুনগান ॥১৫৬
শ্রীনিবাস গিয়া দোঁহে দর্শন করিল ।
ভূমিতে পড়িয়া দুই চরন বন্দিল ॥১৫৭
মহাশোক সমুদ্রে ভাসয়ে দুই জনে ।
শ্রীনিবাসে দেখি সুখ উপজিল মনে ॥১৫৮
দোঁহে উঠি শ্রীনিবাসে কৈল আলিঙ্গন ।
প্রেমজলে কৈল শ্রীনিবাসের সিঞ্চন ।১৫৯
পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে ।
নিরন্তর ভাসে দুই নয়নের জলে ॥১৬০
দেখি শ্রীনিবাস দশা কান্দে দুইজন ।
পুনঃ পুনঃ শ্রীনিবাসে করে আলিঙ্গন ॥১৬১
দোঁহার বাৎসল্য কিছু কহনে না যায় ।
করে ধরি দোঁহে নিজ নিকটে বসায় ॥১৬২
দোঁহে মহাধীর মহামধুর বচনে ।
শ্রীনিবাসে স্থির করিলেন কতক্ষনে ॥১৬৩
সঙ্গে যে আছিল তারে কহে মৃদুভাষে ।
সর্বত্র মিলাও প্রানসম শ্রীনিবাসে ॥১৬৪
চলিলেন নিবাস বিহ্বল অন্তর ।
যথা বসিয়া আছেন * পণ্ডিত বক্রেশ্বর ॥১৬৫

---

* রায় রামানন্দ—শ্রীরামানন্দ রায়ের অবস্থিতি বিষয়ে শ্রীপাট পর্যটনের বর্ণন—

বিশখিকা রামানন্দ জানিবা সর্বজনে ॥
রামানন্দ রায়ের বাস গোদাবরী তীরে । দক্ষিন দেশেতে বাস শ্রীবিদ্যানগরে ॥

শ্রীরামানন্দ রায়ের পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১২০।১২৩।১২৪ শ্লোকের বর্ণন—

প্রিয় নর্ম সখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোহর্জ্জুনঃ । মিলিত্বাসমভূদ্রামানন্দ রায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥
গোপ্যহর্জ্জুনীয়া সার্দ্ধমেনী ভূয়াপীপাণ্ডবঃ । অর্জ্জুনো যদ্রায় রামানন্দ ইত্যাহুরুপমা ॥
অর্জ্জুনীয়াভবত্তূর্ণ গর্জ্জুনোহপি চ পাণ্ডবঃ । ইতি পাদ্মোত্তর খণ্ডে বাক্যমেব বিরাজতে ॥
তস্মাদেতত্রয়ং রামানন্দ রায় মহাশয়ঃ ॥

পাণ্ডব অর্জ্জুন, ব্রজের অর্জ্জুন নর্মসখা, অর্জ্জুনীয়া সখীর মিলনে রামানন্দ রায়ের আবির্ভাব । তাঁহার গুরু পরিচয় বিষয়ে শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত ভজন নির্ণয় গ্রন্থের বর্ণন—

মাধবেন্দ্র রায়ের শিষ্য রাঘবেন্দ্র পুরী । তাঁর শিষ্য রামানন্দ প্রেম অধিকারী ॥

রামানন্দ রায়ের পিতার নাম ভবানন্দ রায় । তাঁর পাঁচ পুত্র —রামানন্দ, কলানিধি, সুধানিধি গোপীনাথ, বানীনাথ । গোদাবরী তীরে মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ । তৎপরে নীলাচলে প্রভুর সমীপে অবস্থান করিয়া প্রভু প্রেমলীলা রস আস্বাদন করেন

* বক্রেশ্বর পণ্ডিত—বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৭১—৭৩ শ্লোকের বর্ণন—

ব্যূহস্তুর্য্যোহনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বর পণ্ডিতঃ । কৃষ্ণবেশজনৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ ॥
সহস্রগায়কান্মহ্যং দেহীত্বং করুনাময় । ইতি চৈতন্যপাদে য উবাচঃ মধুরং বচঃ ॥
স্বপ্রকাশভেদেন শশিরেখাক্রমাবিশাৎ ॥

ভূমে পড়ি তাঁর পাদপদ্মে প্রনমিলা ।
শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপণ্ডিত সুখী হৈলা ॥১৬৬
আইস বাপ বলি—তুলি লইলেন কোলে ।
শ্রীনিবাস অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্রজলে ॥১৬৭
বসাইল নিকটে বাৎসল্য অতিশয় ।
অঙ্গে হস্ত দিয়া কথা কহে সুধাময় ॥১৬৮
ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে ।
বহুকার্য্য প্রভু সাধিবেন তোমা দ্বারে ॥১৬৯
এত কহি অধৈর্য্য হইলা মহাশয় ।
পরম বাৎসল্যে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥১৭০
যদ্যপিহ শ্রীনিবাসে নারিয়ে ছাড়িতে ।
তথাপিহ আজ্ঞা দিল সবারে মিলিতে ॥১৭১
শ্রীনিবাস পুনঃ প্রনমিয়া শ্রীচরনে ।
চলিলেন অশ্রুধারা বহে দুনয়নে ॥১৭২

* শ্রীপরমানন্দ আদি সন্ন্যাসী সকল ।
প্রভুর বিয়োগে সবে অত্যন্ত বিকল ॥১৭৩
বসিয়া উঠিতে শক্তি নাহিক কাহার ।
প্রভুর ইচ্ছাতে দেহ আছয়ে সবার ॥১৭৪
মৃতপ্রায় হইয়া আছয়ে নিরজনে ।
দিবস রজনী স্মৃতি নাহি কারু মনে ॥১৭৫
শ্রীনিবাস যাইয়া করিল দরশন ।
মহাযত্নে বন্দিলেন সবার চরন ॥১৭৬
শ্রীনিবাসে দেখিতে সবার হর্ষোদয় ।
ভুমি হৈতে তুলি পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয় ॥১৭৭
শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইল যেন প্রাণ ।
প্রেমজলে শ্রীনিবাসে করাইলা স্নান ॥১৭৮
শ্রীনিবাস হৈল মহাপ্রেমেতে বিহ্বল ।
মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে নেত্রজল ॥১৭৯

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিষ্য ধ্যান গোস্বামী কৃত শ্লোক—

বক্রেশ্বর সমাখ্যাতঃ রসরূপ স্বভাবতঃ । সিদ্ধাখ্যা তস্য কথিতাতুঙ্গবিদ্যাভিধাতু যা ॥
কৃষ্ণসখী মধ্যে নাম্নাতুঙ্গবিদ্যেতি বিশ্রুতা । পণ্ডিতোভক্তি যোগেন নিতাং বক্রেশ্বরং ভজে ॥

শ্রীকৃষ্ণের ব্যূহ অনিরুদ্ধ, ব্রজের তুঙ্গবিদ্যা ও শশীরেখা সখীর মিলনে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের আবির্ভাব। তিনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীগদাধর শাখা নির্ণয়ের বর্ণন—

উৎকলে চৈব তৈলঙ্গে কীর্ত্তির্যস্য বিরাজিতো । প্রেমবন্যাপ্লুতং বন্দে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতম ॥

* শ্রীপরমানন্দ—শ্রীপরমানন্দ পুরী মাধবেন্দ্র পুরী পাদের শিষ্য ও ভক্তিকল্পবৃক্ষের মধ্যমূল। ইহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রী গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের বর্ণন—« পুরী শ্রীপরমনন্দ য আসীদুদ্ধবঃ পুরা » দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের সখা উদ্ধবই শ্রীপরমানন্দ পুরী নামে আবির্ভূত হইয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিশ্বরূপের তেজ শ্রীপরমানন্দ পুরীতে প্রবিষ্ট হন। এত দ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ৮ অঙ্ক ৮ শ্লোকের বর্ণন—

অহো পরমানন্দপুরীশ্বর তাবন্মুনীন্দ্র মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরস্য শিষ্যঃ ।
যত্র খলু অগ্রজস্ত : বিশ্বরূপস্য সমগ্রমেবং তেজং প্রবিষ্ট ।

গৌরাঙ্গের দক্ষিন ভ্রমনকালে ঋষভ পর্বতে পরমানন্দ পুরী সহ সাক্ষাত ঘটে। তারপর নীলাচলে প্রভুর সমীপে অবস্থান করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ লীলারস মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন। নীলাচলে পরমানন্দ পুরীর কূপ সৃষ্টিতে তাঁহার প্রেমবৈচিত্র পরিস্ফুট রহিয়াছে। প্রভু সর্বক্ষন তাঁহাকে গুরু বুদ্ধিতে সম্মান প্রদর্শন করিতেন।

শ্রীনিবাসে স্থির করি কতক্ষণ পরে।
আজ্ঞা দিল—যাহ বাপু ! মিলহ সবারে ॥ ১৮০
শ্রীনিবাস গেলা * শিখিমা হিতি-ভবন।
স্বজনসঙ্গে তথা হইল মিলন ॥১৮১
শ্রীনিবাস প্রণমিতে কৈলা সবে কোলে।
শ্রীনিবাস ভিজে তাঁ-সবার নেত্রজলে ॥১৮২
শ্রীনিবাস কহে কিছু কান্দতে কান্দিতে।
শুনিয়া সে-সব বাক্য নারে স্থির হৈতে ॥ ১৮৩

কানাই খুটিয়া কহে শুন শ্রীনিবাস।
আজি তুমি কৈলা অন্ধ-নয়ন প্রকাশ ॥১৮৪
ভগ্নীর সহিত শিখিমাহিতি কহয়ে।
তোমারে দেখিব, তাই জীবন আছয়ে ॥১৮৫
* শ্রীপট্টনায়ক-বাণীনাথ আদি যত।
শ্রীনিবাসে কোলে করি কহে এই মত ॥১৮৬
আজ্ঞা দিল শ্রীনিবাসে রাখি কতক্ষণ।
মিলহ সর্বত্র দেখি জুড়াক নয়ন ॥১৮৭

---

* শিখি মাইতি—শিখি মাইতি ক্ষেত্র বাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের একজন। তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৮৯ শ্লোকের বর্ণন—

রাগরেখা কলাকেল্যৌ রাধাদাসৌ পুরাস্থিতে। তে জ্ঞেয়ে শিখি মাইতি তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ ॥

ব্রজের রাগরেখা সখীই শিখি মাইতি নামে ও কলাকেলী সখী তৎ ভগ্নী মাধবী নামে আবির্ভূত হন।
শিখি মাইতি ভ্রাতা চতুষ্টয়ের বিবরনে শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকে ৮ অঙ্কের ৬ শ্লোকের বর্ণন—

ভগবন্ অয়ং ভগবতোঽনবসর কালাঙ্গ সেবকোহস্তরাঙ্গো জনার্দ্দন নামা।
অয়ং স্বর্ণবেত্রধারী পার্ষদঃ কৃষ্ণদাস নামা ॥
অয়ং লিখনাধিকারী শিখি মাইতি ভ্রাতরৌ তস্য চেতৌ।

এত দ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের ১০ পরিচ্ছেদের বর্ণন।

জগন্নাথ সেবক এই নাম জনার্দ্দন। অনবসর করে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ সেবন ॥
কৃষ্ণদাস নাম এই স্বর্ণ বেত্রধারী। শিখি মাইতি নাম এই লিখনাধিকারী ॥
মুরারী মাইহি হই শিখি মাইতির ভাই ॥

জনার্দ্দন, কৃষ্ণদাস, শিখি মাইতি ও মুরারী মাইতি এই চার ভাই শ্রীজগন্নাথের সেবক ও শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ।

* পট্টনায়ক বানীনাথ—শ্রীবানীনাথ রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা। তাঁহার বংশ বিবরন বিষয়ে বানীনাথের বংশধর মনোহর রায়ের বিরচিত দীনমনি চন্দ্রোদয় গ্রন্থের বর্ণন—

বানীনাথ পট্টনায়ক মহাশয়। রামানন্দ ভ্রাতা তিঁহো মোর জ্ঞান হয় ॥
বানীনাথের হইল দুইটি তনয়। গোকুলানন্দ হরিহর রায় মহাশয় ॥
তাহার তনয় এক গোবিন্দানন্দ হৈল। মহাবিদ্যাবান তিঁহো এইত কহিল ॥
তাঁর দুই পুত্র হৈল নিত্যানন্দ মনোহর। নিজগ্রাম ছাড়ি পিতা আইলা কটক নগর ॥
কটকে কহিলাভিঁহো এক রাজধানী।

আজ্ঞা পাঞা শ্রীনিবাস সজল নয়নে।
চলিলেন গোবিন্দ * শঙ্কর-দরশনে ॥১৮৮
দেখে গিয়া দুইজন নির্জ্জনে বৈসয়ে।
গৌরাঙ্গ-বিরহে শুষ্ক বাতাসে হালয়ে ॥১৮৯
শ্রীনিবাস দুহুঁ আগে পড়ে ভূমিতলে।
দোঁহে শ্রীনিবাসে তুলি করিলেন কোলে ॥১৯০
কহিলেন কত কথা ব্যাকুল হিয়ায়।
শুনিতে সে-সব দুঃখ পাষাণ মিলায় ॥ ১৯১
শ্রীনিবাস উচ্চৈঃস্বরে করয়ে ক্রন্দন।
ভূমিতে পড়িয়া হইলেন অচেতন ॥ ১৯২
শ্রীনিবাস-দশা' দেখি দোঁহে স্থির করে।
যত্ন আজ্ঞা দিল—যাই মিলহ সবারে ॥ ১৯৩
চলিলেন শ্রীনিবাস, স্থির নহে মন।
* গোপীনাথ আচার্য্যের কৈল দরশন ॥ ১৯৪
ভূমিতলে পড়ি প্রণমিল তাঁর পায়।
তিঁহ কোলে কৈল অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ১৯৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি' প্রেমজলে ভাসে।
কোলে করি ছাড়িতে না পারে শ্রীনিবাসে ॥ ১৯
শ্রীনিবাস কান্দে তাঁর চরণ ধরিয়া।
সে দশা দেখিতে কে ধরিতে পারে হিয়া ॥ ? ১৯

দুই পুত্র রাখিয়া গোবিন্দানন্দ দেহত্যাগ করিলে উড়িষ্যার রাজা সব অপহরন করিল। নিত্যানন্দ বিষ্ণানগরে পরিজনবর্গ র বর্দ্ধমানে আসিয়া বাস করেন।

* শঙ্কর—শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত দামোদর পণ্ডিতের ভ্রাতা। শঙ্কর পণ্ডিতের পাঁচ ভাই।—এতদ্বিষয়ে বৈষ্ণব বন্দনার বর্ণন

বন্দো মহানিরীহ পণ্ডিত দামোদর। পীতাম্বর বন্দো তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥
বন্দো শ্রীজগন্নাথ শঙ্কর নারায়ন। বড় উদাসীন এই ভাই পঞ্চজন ॥

শ্রীশঙ্কর পণ্ডিতের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৫৭ শ্লোকের বর্ণন—

যস্যা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরী। সা শ্রীভদ্রাস্থ গৌরাঙ্গ প্রিয়ঃ শঙ্করঃ পাণ্ডিতঃ ॥

ব্রজের চন্দ্রাবলীর সখি ভদ্রা যাঁহার বক্ষোপপি শ্রীকৃষ্ণ শয়ন করিত; সেই ভদ্রা সখী শঙ্কর পণ্ডিত নামে আবির্ভূত হ পূর্ব্বানুরাগে শ্রীগৌরাঙ্গের সেবা করিয়াছেন। এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্তখণ্ডে ১৯ পরিচ্ছেদের বর্ণন—

শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ সম্বাহন। ঘুমাইয়া পড়েন তৈছে করেন শয়ন ॥
উঘাড় অঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়। প্রভু উঠি আপন কাঁথা তাহারে জড়ায় ॥
নিরন্তর ঘুমায় শঙ্কর শীঘ্র বেতন। বসি পাদ চাপি করে রাত্রি জাগরন ॥

রাধাভাবে ভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গ উচাটন অবস্থায় গমনে গৃহ ভিতে মুখ ঘর্ষনে মুখে ক্ষত হওয়ায় প্রভূকে রক্ষার জন্য শঙ্কর প্র পাদদেশে অবস্থান করিতেন।

* শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য—শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য নবদ্বীপ বাসী। সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ভগ্নিপতী। নবদ্বীপে গোপী নাথ আচার্য্যভবনে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী সহ শ্রীগৌরাঙ্গের বিদ্যাচর্চ্চা ঘটে। শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর রচিত শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত গ্র বিচার উপলক্ষ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ বিদ্যাগর্ব সঙ্কোচন করেন। প্রভু সন্ন্যাস করিয়া নীলাচলে গমন করিলে প্রারম্ভে সার্বভৌম আল প্রভুকে জগন্নাথ দর্শন ও বাসাস্থান প্রদান করেন এবং সার্ব্বভৌম সমীপে শ্রীগৌরাঙ্গের নিগূঢ় মহিমা ব্যক্ত করেন।

কতক্ষণে গোপীনাথ আপনা সম্বরি'।
শ্রীনিবাসে পাশে বসাইল স্থির করি' ॥১৯৮
ধীরে ধীরে কহে কথা অমৃতের ধার।
'তোমারে দেখিতে সাধ ছিল সবাকার ॥ ১৯৯
এই কতদিন প্রভু হৈল অদর্শন।
তদিচ্ছায় নহিল তোমার আগমন ॥ ২০০
দুঃখ না ভাবিহ আরে বাপ শ্রীনিবাস।
তোমার হৃদয়ে সদা প্রভুর বিলাস ॥' ২০১
ঐছে কত কহি' আজ্ঞা দিল মিলি সবে।
চলিলেন শ্রীনিবাস সে দর্শনলোভে ॥ ২০২
এইরূপ সর্ব্বত্র মিলিলা প্রেমাবেশে।
সবেই করিল কৃপা প্রিয় শ্রীনিবাসে ॥ ২০৩
প্রভুর বিয়োগে দশা যেরূপ সবার।
লক্ষ লক্ষ মুখে কেবা পারে বর্ণিবার ? ২০৪
শ্রীবিগ্রহ মৌনমুদ্রারূপে রহে যৈছে।
শ্রীনিবাস সর্বত্র দেখিল সবে তৈছে ॥ ২০৫
প্রিয় শ্রীনিবাসে কৃপা করিবার তরে।
এ হেন বিয়োগে প্রাণ রহিল শরীরে ॥ ২০৬
* স্বরূপের *রঘুনাথে দর্শন না পাঞা।
কান্দে শ্রীনিবাস অতি ব্যাকুল হইঞা ॥২০৭

* স্বরূপ দামোদর—শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামী গম্ভীরার রসাস্বাদন লীলার অন্যতম, সগাম্বক সার্দ্ধ তিন বৈষ্ণবের অন্যতম। স্বরূপ গোঁসাই, স্বরূপ গোস্বামী ও শুধু দামোদর নামে শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। ইনি নবদ্বীপবাসী, পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাসে বিরহান্বিত হইয়া কাশীধামে সন্ন্যাস গ্রহন করতঃ নীলাচলে শ্রীগৌরাঙ্গ সমীপে গমন করেন। যোগপট্ট গ্রহন না করায় স্বরূপ নাম হয়। তাঁহার পিতার নাম পদ্মগর্ভাচার্য্য শ্রীহট্ট নিবাসী। বিদ্যা অধ্যয়নে নবদ্বীপে আসিয়া জয়রাম চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে বিবাহ করতঃ কয়েক বৎসর অবস্থান করেন। ঐসময় শ্রীপুরুষোত্তম আচার্য্যের জন্ম হয়। নবদ্বীপে মাতামহ ভবনে রহিয়া গৌরাঙ্গ সহ নদীয়া লীলায় বিহার করেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে নীলাচলে গৌরাঙ্গ সমীপে রহিয়া ক্ষেত্রলীলা প্রত্যক্ষ করেন। তাহা কড়চা আকারে লিপিবদ্ধ করেন। তাহাই স্বরূপের কড়চা নামে বিখ্যাত। গ্রন্থখানি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কয়েকটি শ্লোক বিদ্যমান। ইনি ব্রজ লীলায় ললিতা সখী ছিলেন। পূর্বভাবঅনুরাগে প্রভুর সমীপে সর্বক্ষন অবস্থান করিয়া সঙ্গীতের মাধ্যমে শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিরহ বেদনা নির্বাপিত করিতেন।

* রঘুনাথ—শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী ষড় গোস্বামীর অন্যতম। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পুর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১৮৬ শ্লোকের বর্ণন—

দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্বাখ্যা রসমঞ্জরী। অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীং।
ভানুমত্যাখ্যায়া কেচিদাহুস্তং নাম ভেদতঃ।

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্রজের রসমঞ্জরী মতান্তরে রতীমঞ্জরী নামভেদে ভানুমতী নামে প্রসিদ্ধ। সপ্তগ্রামের বার লক্ষ মুদ্রার অধিপতি হিরন্য গোবর্দ্ধন দুইভাই। গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস। বাল্যে হরিদাস ঠাকুরাদির সান্নিধ্য লাভ করেন। তাঁহার গুরু পরিচয় বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাসের ২৪ বিলাসের বর্ণন—

শ্রীল যদুনন্দন আচার্য্য মহাশয়। অদ্বৈতের শিষ্য তঁয়া ভাগবত পড়ায়।
যদুনন্দনের শিষ্য দাস রঘুনাথ। দাস গোস্বামী বলিয়া যে হৈল বিখ্যাত।

প্রভুর বিয়োগ, স্বরূপের অদর্শন।
মহাদুঃখে রঘুনাথ গেলা বৃন্দাবন ॥ ২০৮
এই হেতু দেখা না হইল তাঁর সনে।
করিল বিলাপ বহু স্বরূপ সদনে ॥ ২০৯
রঘুনাথ ছিলা যথা, সে স্থান দেখিয়া।
ছাড়ে দীর্ঘনিশ্বাস সে গুণ সোঙরিয়া ॥ ২১০
শ্রীরঘুনাথের গুন বলিবেক কে ?
* শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের শিষ্য যে ॥ ২১১
তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে দশমাঙ্কে
আচার্য্যো যদুনন্দনঃ সুমধুরঃ শ্রীবাসুদেব প্রিয়-
স্তচ্ছিষ্যো রঘুনাথ ইত্যধিগুণঃ প্রাণাধিকো
মাদৃশাম্
শ্রীচৈতন্যকৃপাতিরেক-সততস্নিগ্ধঃ স্বরূপানুগো
বৈরাগ্যস্য নিধির্ণ কস্য বিদিতো নীলাচলে
তিষ্ঠতাম্ ॥ ২১২

শুনিলেন প্রতাপরুদ্রের সমাচার।
দৈবে তাঁর চেষ্টা, তাহা কহে সাধ্য কার ? ২১৩
প্রভু কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের বিদ্যমানে।
পুত্র রাজ্য সমর্পিলা মঙ্গল-বিধানে ॥ ২১৪
বাসুদেবসার্বভৌম রামানন্দ সনে।
নিরন্তর মগ্ন প্রভু চরিত্র-কীর্ত্তনে ॥ ২১৫
পরম আনন্দে দিবারাত্রি গোঙাইতে।
অকস্মাৎ উদ্বেগ নারয়ে স্থির হৈতে ॥ ২১৬
হেনকালে প্রভু-অদর্শন কথা শুনি'।
অঙ্গ আছাড়িয়া রাজা লোটায় ধরণী ॥ ২১৬
শিরে করাঘাত করি' হৈলা অচেতন।
রায়-রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন ॥ ২১৮
প্রভুর বিয়োগ রাজা সহিতে না পারে।
নীলাচল হইতে রহিল কত দূরে ॥ ২১৯

শ্রীগৌরাঙ্গের আত্মপ্রকাশে রঘুনাথ প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহান্বিত। বারে বারে নীলাচলে যাইবার জন্য চে[illegible] করেন। পিতা তাহাকে পথ হইতে ধরিয়া আনেন। শান্তিপুরে প্রভুর উপদেশ, পানিহাটীতে দণ্ড মহোৎসব লীলায় নিত্যা[illegible] নন্দের কৃপা প্রাপ্তি, গৃহত্যাগ, নীলাচলে প্রভুর সমীপে গমন, প্রভু কর্ত্তৃক স্বরূপ দামোদরের হস্তে অর্প , শ্রীগৌরাঙ্গ[illegible] স্বরূপ দামোদরের অন্তর্দ্ধানে বৃন্দাবনে গমন। শ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামীগণের অন্তর্দ্ধানে শ্রীরাধাকুণ্ডেবাস ও শ্রীরাধাকু[illegible] শ্যামকুণ্ডের সংস্কার সাধন করেন। তাঁহার বৈরাগ্য নিষ্ঠা ও ভজন গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের আদর্শ।

* যদুনন্দন আচার্য্য— শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য সপ্তগ্রামবাসী। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ও শ্রীস রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীগু[illegible] দেব। যদুনন্দন আচার্য্যের পরিচয় বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে ৬ পরিচ্ছেদের বর্ণন —

যদুনন্দন আচার্য্য তবে করিল প্রবেশ।
বাসুদেব দত্তের তিঁহ হয় অনুগৃহীত। রঘুনাথের গুরু তিঁহ হয়েন পুরোহিত ॥
অদ্বৈতাচার্য্যের তিঁহ শিষ্য অন্তরঙ্গ হন। আচার্য্য আজ্ঞাতে মানে চৈতন্য প্রানধন ॥
[illegible] আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে ॥

শ্রীবাসুদেব দত্তের প্রিয় ও সুমধুর স্বভাব যদুনন্দন আচার্য্য। ইহার শিষ্য অতিশয় গুনশালী। আমাদের প্রানাধি[illegible] শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপাপ্রভাবে সর্ব্বদা প্রেমময়, স্বরূপ দামোদরের অনুগত, বৈরাগ্য বান শ্রীরঘুনাথকে নীলাচলে কে না চিনে

ইহা শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রজলে।
না হইল রাজার দর্শন নীলাচলে ॥ ২২০
ঐছে কতজন সঙ্গে না হইল দেখা।
মানে নিজ দুর্দ্দৈব দুঃখের নাই লেখা ॥ ২২১
শ্রীনিবাস শীঘ্র সমুদ্রের কূলে গেলা।
* হরিদাস ঠাকুরের সমাধি দেখিলা ॥ ২২২
ভূমিতে পড়িয়া কৈল প্রণতি বিস্তর।
নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর ॥ ২২৩
শ্রীহরিদাসের চেষ্টা পূর্ব্বে যে শুনিল।
সে-সব চিন্তিতে চিত্ত ব্যাকুল হইল ॥ ২২৪
'হা হা প্রভু হরিদাস বলিতে বলিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥ ২২৫
অলৌকিক প্রেম-চেষ্টা না হয় বর্ণন।
প্রভু-ইচ্ছামতে মাত্র হইল চেতন ॥ ২২৬
ভাগবতগণ শ্রীসমাধি-সন্নিধানে।
শ্রীনিবাসে স্থির কৈল সস্নেহ-বচনে ॥ ২২৭
পুনঃ শ্রীনিবাস শ্রীসমাধি প্রণমিয়া।
যে বিলাপ কৈল, তা শুনিতে দ্রবে হিয়া ॥২২৮
সঙ্গে যে ছিলেন তিঁহ যত্নে শ্রীনিবাসে।
লইয়া গেলেন শীঘ্র পণ্ডিতের পাশে ॥ ২২৯
পণ্ডিত-গোসাঞি পুনঃ কহিলেন তাঁরে।
'ইহোঁ' লৈয়া * জগন্নাথ দেখিবারে ॥ ২৩০
সিংহদ্বার-পথে চলিলেন শ্রীনিবাস।
অত্যদ্ভুত তেজ—যেন সূর্য্যের প্রকাশ ॥ ২৩১
ধূলায় ধূসর সে কোমল কলেবর।
অরুন-নয়ন-জলে ভাসে নিরন্তর ॥ ২৩২
যে বারেক নিরিখয়ে শ্রীনিবাস পানে।
সে অতি অধৈর্য. ধারা বহয়ে নয়নে ॥ ২৩৩

---

* হরিদাস ঠাকুরের সমাধি—হরিদাস ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজহস্তে তাঁহার সমাধি প্রদান করেন। হরিদাস ঠাকুরের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৯৩ শ্লোকের বর্ণন –

ঋচকস্য মুনেঃ পুত্রো নাম্নাব্রহ্ম মহাতপাঃ। প্রহ্লাদেন সমং জাতো হরিদাসাখ্যকোঽপিসন ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থের ২ দর্শনের বর্ণন—

চতুর্ম্মুখো জগৎকর্ত্তা চতুর্বেদ পরায়নঃ। হরিদাসঃ কলৌ জাতঃ ব্রহ্মানং তং নমাম্যহং ॥

চতুর্মুখ ব্রহ্মা, ঋচিক মুনিপুত্র ব্রহ্মা, ওপ্রহ্লাদের মিলনেই হরিদাস ঠাকুরের আবির্ভাব। বূঢ়নে ব্রাহ্মন বংশে আবির্ভাব। শৈশবে পিতামাতার অন্তর্দ্ধানে মলয় কাজী পালন করেন। পিতা মনোহর, মাতা উজ্জলা। ১৩৭২ শকাব্দে আবির্ভাব। বেশ্যা উদ্ধার, মায়াকে দীক্ষা প্রদান, বাইশ বাজারে বেত্রাঘাতাদি তাঁহার মহিমার নিদর্শন। অদ্বৈত প্রভুর সমীপে দীক্ষা গ্রহন, নদীয়ায় নাম সংকীর্ত্তন প্রচার, ফুলিয়ায় সর্প উদ্ধার, গৌর সন্ন্যাসে ক্ষেত্রে বাস, সিদ্ধ বকুলে অবস্থান ও তাঁহার নির্য্যান লীলার বৈচিত্র বৈষ্ণব জগতের চির স্মরনীয় বিষয়।

* জগন্নাথ—ব্রহ্মার প্রথম পরার্ধে শ্রীচতুর্ব্যূহ ভগবান শ্রীনীল মাধব মূর্ত্তিতে নীলাচলে পতিত জীবকে কৃপা বিতরনের জন্য অবতীর্ণ হন। সত্যযুগে সূর্য্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠা করেন। বৈষ্ণব মুখে শ্রীনীল মাধবের কথা শুনিয়া বিদ্যাপতি নামক এক ব্রাহ্মনের মাধ্যমে শবর পল্লীতে নীল মাধবের সন্ধান প্রাপ্ত হন। রাজা তথায় উপনীত হইয়া নীল মাধবের দর্শন পাইলেন না। দৈব বানীতে নীল মাধব বলিলেন একটি মন্দির নির্মান কর তাহাতে দারু ব্রহ্মরূপে দর্শন পাইবে

কেহ শ্রীনিবাস-আগে চলয়ে ধাইয়া।
গমনের শোভা দেখে সন্মুখে রহিয়া ॥ ২৩৪
কেহ কহে—'অহে ভাই দেখ শ্রীনিবাসে।
ইঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণচৈতন্য বিলাসে ॥ ২৩৫
কেহ কহে যে কহিল এইত সম্ভব।
নহিলে কি এত স্নেহ কার ভক্তসব ? ২৩৬
প্রভুর বিয়োগে ভক্ত রহে মৃতপ্রায়।
তথাপিহ শ্রীনিবাসে দেখি' সুখ পায় ॥ ২৩৭
কেহ—কহে—মো সবার ঘুচাইতে ব্যথা।
শ্রীনিবাসে জগন্নাথ আনিলেন এথা ॥ ২৩৮
কেহ কহে—পূর্ব্বে প্রভু যে আজ্ঞা করিল।
তাহা মো-সবার নেত্রে প্রত্যক্ষ হইল ॥ ২৩৯
কেহ কহে—'অলপ বয়স সুকুমার।
দেখিতে এদশা প্রাণ বিদরে আমার ॥ ২৪০
এইরূপ কত কথা কহে পরস্পরে।
শ্রীনিবাস আসি প্রণমিলা সিংহদ্বারে ॥ ২৪১
প্রথমেই পতিতপাবনে নিরখিয়া।
চলিলেন কিছু আগে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ২৪২
আপনাকে দীনহীন মানে নিরন্তর।
নৃসিংহদেবের স্তুতি করেন বিস্তর ॥ ২৪৩
অতি যত্নে প্রণমিয়া নৃসিংহদেবেরে।
সাবধান-পূর্ব্বক প্রবেশিল শ্রীমন্দিরে ॥ ২৪৫
সর্বচিত্তাকর্ষি রহে দূরে দাঁড়াইয়া।
নীলাচলচান্দ্রে দেখে নয়ন ভরিয়া ॥ ২৪৬
নীলাচলচান্দ্রের মাধুর্য্য মনোহর।
সজল জলদঘটা জিনি কলেবর। ২৪৭
শ্রীপদ্মলোচনদ্বয় ত্রিভুবন-লোভা।
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি শ্রীমুখের শোভা ॥ ২৪৭
পরম অদ্ভুত বাহু ভঙ্গির সুষমা।
নানা-রত্ন-ভুষণে ভুষিত মনোরমা ॥ ২৪৮
বিবিধ পুষ্পের মালা চরণ পর্যন্ত।
ক্রমে বিলসয়ে শোভা কে করিবে অন্ত ? ২৪৯

রাজা মন্দির নির্মান করিয়া উদ্বোধনের জন্য ব্রহ্মালোকে গিয়া ব্রহ্মাকে আনয়নের জন্য গমন করিলেন। ব্রহ্মলোকে কিছু অবস্থান করায় তাঁহার নির্মিত মন্দির বালুকাবৃত হয়। গলা মাধব নামক রাজা বালুকা হইতে মন্দিরটি উদ্ধার করেন ই স্তুম্ন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নিজ মন্দির প্রাপ্ত হন। স্বপ্নাদেশে সমুদ্রে কাষ্ঠ প্রাপ্ত হইলে স্বয়ং ভগবান অনন্ত মহারানা নামে শিল্পীর বেশে আসিয়া শ্রীমূর্ত্তি নির্মান করেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্বে রাজা দ্বার উদঘাটন করায় হস্তপদ সুচারু রূপে হয় নাই। রাজা ব্যাকুল হইলে শ্রীজগন্নাথদেব বলিলেন; আমি এই স্বরূপে জীবের কল্যান করিব। এতদ্বিষয়ে শ্রী নন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের প্রকাশ খণ্ডে বিশেষ ভাবে বর্নিত রহিয়াছে। এদিকে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মশাপ সৃষ্টি ক নিজবংশ ধ্বংস করতঃ নিজে অন্তর্দ্ধান করেন।

সেই কাষ্ঠ বা ছিল কৃষ্ণের চরনে।
তাহে দেহত্যাগ ব্রহ্মশাপের কারনে ॥
আচম্বিতে ব্রহ্ম অগ্নি উঠিল খরতর।
সেই অগ্নে পোড়া গেল কৃষ্ণ কলেবর ॥
নিম্ববৃক্ষ পোড়া গেল সেই হুতাশনে।
বিষ্ণুর পঞ্জর মাত্র দেশে অবশেষ যত্নে ॥
বিষ্ণুপঞ্জর আর সেই নিম্ব তরু।
সমুদ্রের জলে ভাসে সেই পোড়া দারু ॥
সেই দারু ভাসিয়া আইস উড়িষ্যাতে।
জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা দর্শন।
বিষ্ণুপঞ্জর অধিষ্ঠান এই তিন জন ॥

নানা পুষ্পচূড়া চারু শিরে সুশোভয় ।
ঝলকে ললাটে কোটি কন্দর্প বিজয় ॥ ২৫০
ঐছে জগন্নাথদেবে করি সন্দর্শন ।
বলদেবচন্দ্র দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ২৫১
ইন্দু কুন্দ-চন্দন-রজত গিরি জিনি ।
ঝলমল করে অঙ্গ অদ্ভুত লাবণি ॥ ২৫২
শ্রীমুখচন্দ্রের শোভা ভুবন ভুলায় ।
নেত্র পদ্মভঙ্গিতে কন্দর্প মূর্চ্ছা পায় ॥ ২৫৩
নিরুপম ভুজ, চারু ললাট শোভিত ।
নানা-রত্ন-পুষ্পে ভূষণে বিভূষিত ॥ ২৫৪
হেন বলরাম-শোভা দেখে শ্রীনিবাস ।
ধরিতে না পারে অঙ্গ বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ ২৫৫
শ্রীসুভদ্রামুখপদ্ম করিয়া দর্শন ।
নেত্র ভরি' দেখিলেন চক্র-সুদর্শন ॥ ২৫৬
শ্রীজগন্নাথের প্রিয় সেবক উল্লাসে ।
শ্রীমালাপ্রসাদ বস্ত্র দিল শ্রীনিবাসে ॥ ২৫৭
চক্রবেড় মধ্যেতে যতেক দেবালয় ।
মহাযত্নে সকল দেখিল মহাশয় ॥ ২৫৮
শ্রীনিবাসে যেঁই করাইলেন দর্শন ।
তিঁহ লৈয়া আইল গোপীনাথের ভবন ॥ ২৫৯
পুনঃ গোপীনাথপাদপদ্ম নিরখিল ।
অতি সে সৌন্দর্য্য সুধা সমুদ্রে ডুবিল ॥ ২৬০
শ্রীপণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে পুনঃ গেলা ।
তিঁহ মহাপ্রসাদ সেবনে আজ্ঞা দিলা ॥ ২৬১
শ্রীনিবাস বৈসে মহাপ্রসাদ-সেবনে ।
নেত্রে অশ্রুধারা বহে প্রসাদ-দর্শনে ॥ ২৬২
আশ্চর্য্য সৌরভ পাই হৃদয় উথলে ।
মহাযত্নে ভুঞ্জয়ে প্রণমি ভূমিতলে ॥ ২৬৩
কত লৈব নাম ?—সে প্রসাদ নানা ভাতি ।
ভুঞ্জিলেন শ্রীনিবাস ভক্তিরসে মাতি' ॥ ২৬৪

শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবা করি কতক্ষণে ।
চলিলেন শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামীর স্থানে ॥ ২৬৫
পণ্ডিত-গোসাঞি মহা বিরহে জর্জ্জর ।
দু নয়নে প্রেমধারা বহে নিরন্তর ॥ ২৬৬
প্রসাদ-সেবনে জিজ্ঞাসিয়া শ্রীনিবাসে ।
পরম বাৎসল্যে বসাইলা নিজ পাশে ॥ ২৬৭
কি অপূর্ব স্নেহে পুনঃ কহে আধ আধ ।
'ভাগবত পড়িতে তোমার ছিল সাধ ॥ ২৬৮
পড়াইতে তোমারে আমারো ছিল সাধা ।
কারে কি কহিব, হৈল বিপরীত বাধা ॥ ২৬৯
এত কহি কিছুকাল রহে মৌন ধরি ।
চাহে শ্রীনিবাস-পানে আপনা সম্বরি ॥ ২৭০
মধ্যে মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবত অর্থ কহে ।
যাঁহার শ্রবণে কোন সন্দেহ না রহে ॥২৭১
শ্রীনিবাসে দেখ এই কৃপার অবধি ।
এহেন সময়ে শুনায়েন যথাবিধি ॥ ২৭২
পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে—বৃন্দাবনে যাবে ।
তথা এসকল মনোরথ পূর্ণ হবে ॥ ২৭৩
এথা যে আছেন গ্রন্থ, আহা জীর্ণ হৈল ।
এত কহি শ্রীনিবাসে গ্রন্থ আনি দিল ॥ ২৭৪
শ্রীনিবাস শ্রীগ্রন্থ করিয়া নমস্কার ।
অক্ষর দেখিতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ২৭৫
শ্রীচৈতন্যপ্রভু গদাধর-নেত্রজলে ।
মধ্যে মধ্যে বর্ণ লোপ, পাঠ নাহি চলে ॥২৭৬
দেখিতে দেখিতে যৈছে হৈলা শ্রীনিবাস ।
তাহা দেখি গোসাঞির চিত্তে হৈল ত্রাস ॥ ২৭৭
কি অপূর্ব স্নেহ ! স্থির করি শ্রীনিবাসে ।
করিলেন অনুগ্রহ অশেষ বিশেষে ॥ ২৭৮
শ্রীপণ্ডিত-গোস্বামীর বাৎসল্য চমৎকার ।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে নারি বর্ণিবার ॥ ২৭৯

শ্রীনিবাসে গৌড়দেশে যাইতে আজ্ঞা দিল।
সর্ব্বত্র বিদায় শীঘ্র হইতে কহিল ॥ ২৮০
পণ্ডিতের প্রাণসম দাস-গদাধর।
তাঁ'র লাগি করিলেন আক্ষেপ বিস্তর ॥ ২৮১
খণ্ডবাসী নরহরি আদি যত জনে।
কহিতে কহিল যা, তা দুষ্কর শ্রবণে ॥ ২৮২
গোস্বামীর ঐছে আজ্ঞা শুনি শ্রীনিবাস।
মাথায় ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল আকাশ ॥ ২৮৩
লঙ্ঘিতে না পারে আজ্ঞা, ব্যাকুল হইয়া।
যে কৈল বিলাপ, তা শুনিতে ফাটে হিয়া ॥ ২৮৪
কায়মনোবাক্য কৈল চরণবন্দন।
প্রদক্ষিণ করি কৈল অনেক রোদন ॥ ২৮৫
শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্মে প্রণমিয়া।
চলিলেন শ্রীনিবাস আত্মসমর্পিয়া ॥ ২৮৬
শ্রীজগন্নাথেরে গিয়া করিল দর্শন।
অনেক প্রার্থনা কৈল করিয়া রোদন ॥ ২৮৭
ক্ষেত্রবাসী সকল ভক্তের স্থানে গিয়া।
করয়ে প্রণাম বহু ভূমে লোটাইয়া ॥ ২৮৮
দুই নেত্রে অশ্রুধারা বহে অনিবার।
সে দশা দেখিতে প্রাণ বিদরে সবার ॥ ২৮৯
প্রেমাবেশে করে সবে দৃঢ় আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে কোন জন ॥ ২৯০
ব্যাকুল হইয়া সবে বিদায় করিল।
কহিল যে সব, তাহা বর্ণিতে নারিল ॥ ২৯১
মরি মরি স্নেহের বালাই লৈয়া মরি।
রহিলেন সবে সে গমন-পথ হেরি ॥ ২৯২
কেহ কেহ সঙ্গেতে চলিয়া কত দূরে।
সুসঙ্গ করিয়া দিল গৌড়ে যাইবারে ॥ ২৯৩
শ্রীনিবাস গৌড়দেশে গমন করিল।
পণ্ডিত-গোস্বামীর স্থানে সবে জানাইল ॥ ২৯৪

শ্রীনিবাসে পাঠাইয়া হৈল যে প্রকার।
তাহা কি কহিব? চিত্তে সংশয় সবার ॥ ২৯৫
এথা শ্রীনিবাস চিন্তা করে অনুক্ষণ।
পুনঃ কি পাইব শ্রীগোসাঞির দর্শন? ২৯৬
ঐছে বহু আশঙ্কা সে চরণ ভাবিয়া।
নির্ব্বিঘ্নে আইল খণ্ডে ব্যাকুল হইয়া ॥ ২৯৭
শ্রীনিবাসে দেখিয়া ঠাকুর নরহরি।
করিলা ক্রন্দন শ্রীনিবাস-গলা ধরি' ॥২৯৮
শ্রীনিবাস যত্নে জিজ্ঞাসেন সমাচার।
শ্রীনিবাস কহে—নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥২৯৯
প্রভুর বিয়োগে যৈছে প্রভু-পরিকর।
বিস্তারি' কহিতে নারে ব্যাকুল অন্তর ॥ ৩০০
পণ্ডিত গোসাঞির কথা কহিতে কহিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥ ৩০১
শ্রীনিবাস-দশা দেখি' প্রভু নরহরি।
অনেক যতনে স্থির কৈলা বক্ষে ধরি' ॥ ৩০২
শ্রীরঘুনন্দন-আদি যত প্রভুগণ।
শ্রীনিবাসে দেখি স্থির নহে কোন জন ॥ ৩০৩
যে-প্রকার হৈল, তাহা কহিতে কি পারি?
সবে স্থির কৈল শ্রীঠাকুর নরহরি ॥ ৩০৪
শ্রীনিবাস সেই রাত্রি রহিয়া খণ্ডেতে।
প্রাতঃকালে পুনঃ চলিলেন ক্ষেত্র-পথে ॥ ৩০৫
মনে বিচারয়ে—গোসাঞির স্থানে গিয়া।
রহিব এবার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ॥ ৩০৬
এইরূপে নানা কথা উপজে অন্তরে।
দেখিলেন কতজন আইসে কত দূরে ॥ ৩০৭
ব্যগ্র হৈয়া তা সবারে পুছে সমাচার।
কেবা কি কহিবে?—হিয়া বিদীর্ণ সবার ॥ ৩০৮
কতক্ষণে কহিলেন করিয়া ক্রন্দন।
শ্রীপণ্ডিত গোস্বামী হইলা অদর্শন ॥ ৩০৯

শ্রীনিবাস ব্যাকুল এ বাক্য-বজ্রাঘাতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥ ৩১০
শ্রীনিবাসে দেখি' সবে করে হায় হায়!
কেনে বা কহিনু মোরা এ কথা ইঁহায়? ৩১১
কেহ কহে,—জিজ্ঞাসিলে কহিতেই হয়।
এবে ঐছে করহ জীবন যৈছে রয় ॥ ৩১২
শ্রীনিবাসে লইয়া ব্যাকুল সর্বজন।
বিবিধ প্রকারে করাইলেন চেতন ॥ ৩১৩
শ্রীনিবাস তা' সবার পানে নিরখিয়া।
করে করাঘাত শিরে, উমড়য়ে হিয়া ॥ ৩১৪
হা হা প্রভু-গদাধর—কহে বার বার।
তেজয়ে নিঃশ্বাস দীর্ঘ, নেত্রে অশ্রুধার ৩১৫
ক্ষণে কহে,—অহে প্রভু নির্দয় হইয়া।
এই হেতু মো অভাগারে দিলা পাঠাইয়া ॥ ৩১৬
এইরূপ অনেক কহয়ে আর্তনাদে।
শুনিতে সে-সব বাক্য পশুপক্ষী কাঁদে ॥ ৩১৭
কত রাত্রে নিদ্রায় নিশ্চল কলেবর।
স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রবোধিলা গদাধর ॥ ৩১৮
তথাপিহ শ্রীনিবাস ধৈর্য নাহি বান্ধে।
হা হা প্রভু-গৌর গদাধর বলি' কান্দে ॥ ৩১৯
ক্ষিপ্ত প্রায় যাজপুর-গ্রাম-সন্নিধানে।
আসে কত দূরে—কিছু স্মৃতি নাই মনে ॥ ৩২০
এক দিন স্বপ্নে গৌর গদাধর-সনে।
স্নেহে শ্রীনিবাসে স্থির করিলা যতনে ॥ ৩২১
নবদ্বীপ হইয়া শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।
এত কহি দোঁহে হইলেন অদর্শন ৩২২
স্বপ্নভঙ্গে শ্রীনিবাস নারে স্থির হৈতে।
গৌড়দেশে যাত্রা কৈল রজনী-প্রভাতে ॥৩২৩
প্রেমাবেশে নিরন্তর ঝরয়ে নয়ান।
যে বারেক দেখে, সে ধরিতে নারে প্রাণ। ৩২৪
কিবা সে গমন, একা চলে রাজ পথে।
সেই পথে কতজন আইসে গৌড় হৈতে ॥ ৩২৫
শ্রীনিবাসে দেখিয়াই কেহ কেহ কয়।
শুনিয়াছি—শ্রীনিবাস সেই এই হয় ॥ ৩২৬
নীলাচল হৈতে ইঁহা আইসে অল্পদিনে।
গৌড়ের বৃত্তান্ত বুঝি কিছু নাহি জানে ॥ ৩২৭
ঐছে কত কহি সবে নিকট আইসে।
শ্রীনিবাস তা' সবারে যতনে জিজ্ঞাসে ॥ ৩২৮
কোথা হৈতে আইল, কেনে ক্ষীণ কলেবর।
পুনঃ পুনঃ পুছে কিছু না পায় উত্তর ॥ ৩২৯
কেহ অধোমুখে কহে করিয়া ক্রন্দন।
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে হৈলা অদর্শন ॥ ৩৩০
শুনিতেই অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে।
নিশ্চয় করিল প্রাণ না রাখিব ধড়ে ॥ ৩৩১
কেশ ছিড়ি হস্তাঘাত করয়ে মাথায়।
কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে শুনি' পাষাণ মিলায় ॥ ৩৩২
কি হৈল, কি হৈল বলি নখে বক্ষঃ চিরে।
ঊর্ধ্ব বাহু করিয়া কহয়ে বারে বারে ॥ ৩৩৩
হা হা গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈত-গদাধর।
হা হা স্বরূপ প্রভু-প্রাণের দোসর ॥ ৩৩৪
মো হেন অধমে দুঃখ ভুঞ্জাইতে।
অসময়ে জন্মাই রাখিলা পৃথিবীতে ॥ ৩৩৫
করিব উচিত, প্রাণ যৈছে বাহিরায়।
প্রভাতে জ্বালিয়া অগ্নি প্রবেশিব তায় ॥ ৩৩৬
ঐছে মহাদুঃখে দগ্ধি' রাত্রিশেষ কৈল।
প্রভু-ইচ্ছামতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ৩৩৭
স্বপ্নচ্ছলে নিত্যানন্দাদ্বৈত দয়াময়।
শ্রীনিবাস আগে আসি হইলা উদয় ॥ ৩৩৮
কনক অরুণ কিবা নিতাইর তনু।
ঝলমল করে জিনি প্রভাতের ভানু ॥ ৩৩৯

পিরীতি অমিয়া-মাখা মধুর লাবণী।
সে নব ভঙ্গীতে কোটি মদন নিছনী॥ ৩৪০
বদন-সৌন্দর্য কিবা তাহে মৃদু হাস।
যেন সুনির্মল কোটি চাঁদের প্রকাশ॥ ৩৪১
শিরে সুকুন্তল চারু তিলক কপালে।
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ডতটে ঝলমলে॥ ৩৪২
ভুরু-ভৃঙ্গপাঁতি, নেত্রকমল বিশাল।
শুকচঞ্চু নাসা, কুন্দদশন রসাল॥ ৩৪৩
পরিসর বক্ষঃ, কি মধুর মহিমা।
আজানুলম্বিত বাহু সুষমার সীমা॥ ৩৪৪
ত্রিবলি-বলিত নাভি গভীর মধুর।
ক্ষীণ কটি সিংহের গরব করে দূর॥ ৩৪৫
উলট কদলী জানু জগৎ মোহয়।
চরণে নূপুর-বীণা চলিতে বাজয়॥ ৩৪৬
করে চারু লগুড় কনক-মণিময়।
যারেক দেখিতে দ্রবে পাষাণ হৃদয়॥ ৩৪৭
* অদ্বৈত-গোসাঞি-শোভা পরম সুন্দর।
কনক পর্বত জিনি তনু মনোহর॥ ৩৪৮
ললাটে তিলক, গলে তুলসীর দাম।
সুদীর্ঘ লোচন দেখি মুরুছয়ে কাম॥ ৩৪৯
চান্দের গরব নাশে হাসিমাখা মুখ।
দশন ছটায় যেন বরিষয়ে সুখ॥ ৩৫০
আজানুলম্বিত বাহু করিশুণ্ড জিনি।
পরিসর বুক, কিবা ক্ষীণ মাজাখানি॥ ৩৫১

* অদ্বৈত আচার্য্য—মহাবিষ্ণু, গুনাবতার শঙ্কর, ব্রজের উজ্জ্বল সখা, পূর্ণতর কৃষ্ণ(বসুদেব পুত্র বিশাখা ও সম্পূর্ণ মঞ্জরী একত্র মিলনে অদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাব। ১৩৫৫ শকাব্দে(১৪৩৩ খৃষ্টাব্দে) মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শ্রীহট্ট জেলার লাউড় পরগনার অন্তর্গত নবগ্রামে শ্রীল অদ্বৈত প্রভু জন্মগ্রহন করেন। পিতা কুবের পণ্ডিত, মাতা লাভাদেবী। কুবের পণ্ডিতের পিতৃ পুরুষ গনের পরিচয় যথা—নারায়ন ভট্ট—(শাণ্ডিল্য গোত্র, চতুর্বেদী) আদি বরাহ-বৈনেতয়—সুবুদ্ধি—বিধুধেশ—গুহ—গদাধর—সুহাস—শকুনি—আকাশ বানী(আকাই)—নারায়ন পঞ্চতপা—অগ্নিহোত্রী পৃথবীধর—কুলপতি—শরং আচার্য্য(মাড়ড়া) মত্ত ওঝা(মাতঙ্গ ওঝা)—জিষ্ণুনী—ভাস্কর বৈদান্তিক—সায়ন আচার্য্য—আরো ওঝা(আরুনি)—যত্নাথপণ্ডিত—শ্রীপতি—কুলপতি—ঈশান—বিভাকর—প্রভাকর—নরসিংহ আড়িয়াল(সাত পুত্র—কন্দর্প—সারঙ্গ—বিদ্যাধর—মহাদেব—নারায়ন—পুরন্দর—গঙ্গাধর)—বিদ্যাধর—ছকড়ি পুত্র কুবের ও নীলাম্বর। কুবের পণ্ডিতের সাত পুত্র। শ্রীকান্ত, লক্ষ্মীকান্ত, হরি হরানন্দ, সদাশিব, কুশল দাস, কীর্ত্তিচন্দ্র ও কমলাক্ষ। কমলাক্ষই অদ্বৈত আচার্য্য নামে সর্বজন পরিচিত। অদ্বৈত প্রভু দ্বাদশ বর্ষ বয়সে শান্তিপুরে আগমন করতঃ ফুলিয়ায় শান্তাচার্য্য সমীপে অধ্যয়ন করেন। পিতামাতার অন্তর্দ্ধানের পর গয়া শ্রাদ্ধ করিয়া তীর্থ ভ্রমনে গমন করেন। বৃন্দাবনে কুব্জার সেবিত শ্রীমদনমোহনকে প্রকট করিয়া প্রভুর আদেশে মথুরার চৌরের হস্তে প্রদান করতঃ নিধুবন হইতে বিশাখার নির্মিত চিত্রপট গণ্ডকী হৈতে শিলাচক্র লইয়া শান্তিপুরে আসেন। চন্দ্র উদ্দেশ্যে মাধবেন্দ্র পুরী শান্তিপুরে আসিলে তাঁহার সমীপে দীক্ষা গ্রহন করেন। সপ্তগ্রামের নারায়নপুর বাসী নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যা শ্রী ও সীতাদেবীর সহ তার বিবাহ লীলা সংঘটিত হয়। তারপর গঙ্গাজলে তুলসী সহযোগে সুরধনী তীরে গৌর আবির্ভাব করনে তপস্যায় ব্রতী হন। কতদিনে জগন্নাথ মিশ্র ঘরে গৌরাঙ্গের আবির্ভাব ঘটাইয়া গৌরাঙ্গ সহ নদীয়া লীলায় বিহার করেন। শ্রীগৌরাঙ্গ অন্তর্দ্ধানের পর সোয়াশত বৎসর বয়সে শান্তিপুরে শ্রীমদন গোপাল শ্রীবিগ্রহে অপ্রকট হন। শ্রীঅচ্যুতানন্দ, কৃষ্ণ মিশ্র গোপাল, বলরাম স্বরূপ ও জগদীশ এই ছয় পুত্র। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্রের উপর শ্রীরাধা মদন গোপালের সেবা অর্পন করেন।

উরু নিরুপম চারু চরণমাধুরী।
দেখিলে মাতায়ে জগতের নরনারী ॥ ৩৫২
হেন দুই প্রভুরে দেখিয়া শ্রীনিবাস।
ভাসয়ে নয়ন জলে বাঢ়য়ে উল্লাস ॥ ৩৫৩
লোটাইয়া পড়িল দোঁহার পদতলে।
দুঁহু পাদপদ্ম সিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥ ৩৫৪
নিতাই অদ্বৈত দোঁহে দেখি শ্রীনিবাসে।
ভাসাইল প্রেমজলে মনের উল্লাসে ॥ ৩৫৫
পসারিয়া বাহু অতিবাৎসল্য-হৃদয়।
শ্রীনিবাসে কোলে করি যত্নে প্রবোধয় ॥ ৩৫৬
তুমি যে করিলা মনে সে উচিত নহে।
সাধিব অনেক কার্য তোমার এ দেহে ॥ ৩৫৭
গৌড়ে তোমা দেখিতে উদ্বিগ্ন বহু জন।
তা সবারে দেখি শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন ॥ ৩৫৮
ঐছে বহু কহি শ্রীনিবাসে স্থির কৈল।
পুনঃ শ্রীনিবাস প্রভু পদে প্রণমিল ॥ ৩৫৯
শ্রীনিবাস-মাথে দোহে ধরিল চরণ।
পরম বাৎসল্যে কৈল পুনঃ আলিঙ্গন ॥ ৩৬০
শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া দুইজনে।
দোঁহে অদর্শন হইলেন সেইক্ষণে ॥ ৩৬১
নিদ্রাভঙ্গে শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইল।
রজনী-প্রভাতে তথা হৈতে যাত্রা কৈল ॥ ৩৬২
কিছু দিনে উৎকলের সীমা ছাড়াইলা।
মধ্যদেশ হৈয়া গৌড়দেশে প্রবেশিলা ॥ ৩৬৩
খণ্ডে গিয়া প্রভু-প্রিয়গণ দর্শনেতে।
যে হইল পরস্পর—না পারি বর্ণিতে ॥ ৩৬৪
শ্রীপ্রভুর স্বপ্নাদেশ করিয়া স্মরণ।
নবদ্বীপ পথ পানে করয়ে গমন ॥ ৩৬৫
লোকমুখে শুনে নদীয়ার সমাচার।
না ধরে ধৈরয, নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৩৬৬
নবদ্বীপ যাইতে উদ্বেগ বাঢ় মনে।
দুই দিবসের পথ চলে একদিনে ॥ ৩৬৭
পথেতে যাইতে চিত্তে উপজয়ে যাহা।
একমুখে কেবা বর্ণিতে পারে তাহা? ৩৬৮
শ্রীশ্রীনিবাসের এই নদীয়া গমন।
যে করে শ্রবণ তারে মিলে ভক্তিধন ॥ ৩৬৯
শ্রীনিবাস আচার্যচরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৩৭০

ইতি শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাকরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য চরিত্র বর্ণনে
তন্নীলাচলগমনং পুনর্গৌড়াগমনং নাম
তৃতীয়স্তরঙ্গঃ সমাপ্তঃ ॥ ৩

—

চতুর্থ তরঙ্গ

জয় নবদ্বীপচন্দ্র শচীর নন্দন।
অনাথের নাথ, ভক্তজনের জীবন ॥ ১
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর তনয়।
ভুবনপাবন প্রভু অতি দয়াময় ॥২
জয় জয় গদাধর মাধব-নন্দন।
জয় জয় শ্রীবাসাদি প্রভুভক্তগন ॥ ৩
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥৪
নবদ্বীপ-প্রান্তে শ্রীনিবাস ব্যগ্র হঞা।
করয়ে ক্রন্দন নবদ্বীপ-পানে চাঞা ॥৫
বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিলা কতক্ষণ।
অনেক যতনে কৈল ধৈর্যাবলম্বন ॥ ৬
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের বিলাস আশ্চর্য।
সে সব ভাবিতে পুনঃ হইল অধৈর্য ॥ ৭
নবদ্বীপ প্রবেশিতে দেখে চমৎকার।
ভক্তগোষ্ঠী-সহ প্রভুর প্রকট বিহার ॥ ৮
পরম অদ্ভুত গৌরাঙ্গের গুন গাই।
নবদ্বীপাঙ্গনা সব করে ধাওয়া ধাই ॥ ৯
ভুবনমঙ্গল সঙ্কীর্তন ঘরে ঘরে।
আনন্দের নদী বহে নদীয়া-নগরে ॥১০
দেখি আত্মবিস্মরিত হৈল শ্রীনিবাস।
কে কহিতে পারে যৈছে বাড়িল উল্লাস ॥ ১১
ঐছে কতক্ষন দেখি দেখে তারপর।
দুঃখের সমুদ্রে সবে ভাসে নিরন্তর ॥ ১২
শ্রীনিবাস বিস্মিত হইয়া আগে যায়।
প্রভুর আলয় কোথা সবারে শুধায় ॥ ১৩
কেহ কিছু নাহি কয়, ভাসে নেত্রজলে।
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া পথে চলে ॥ ১৪
হা হা গৌর গদাধর-প্রাণনাথ বলি।
করয়ে ফুৎকার ঊর্ধ্ব দুই বাহু তুলি ॥ ১৫
হা হা প্রভু নিত্যানন্দাদ্বৈত দয়াময়।
এত কহি হৈল মহা-অধৈর্য হৃদয় ॥ ১৬
পাষান বিদরে ঐছে করয়ে ক্রন্দন।
তথা অকস্মাৎ আইলেন একজন ॥ ১৭
অপূর্ব বালক দেখি বিস্মিত হইয়া।
প্রভুর বাড়ীর পথ দিল দেখাইয়া ॥ ১৮
বাড়ীর নিকটে গিয়া চাহি চারি পানে।
কাষ্ঠের পুত্তলিপ্রায় রহে একস্থানে ॥ ১৯
শ্রীবংশীবদন দেখি বিনা পরিচয়।
মনে বিচারয়ে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয় ॥২০
নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল।
শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল ॥ ২১
শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে।
শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ-নেত্রে-জলে ॥ ২২
শ্রীনিবাস ভুমে পড়ি চাহে প্রণমিতে।
শ্রীঠাকুর বংশী না ছাড়য়ে কোল হৈতে ॥ ২৩
শ্রীঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া মায়ে জানাইতে।
চলিলেন * শ্রীবংশীবদন সাবহিতে ॥২৪
এথা বিষ্ণুপ্রিয়া প্রিয়দাস প্রতি কয়।
দেখিনু স্বপন, কহি মনে যে আছয় ॥২৫

* বংশীবদন—শ্রীবংশীবদন নবদ্বীপ বাসী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ। বংশীবদনের আবির্ভাবাদি বিষয়ে বংশীশিক্ষা গ্রন্থের ২উল্লাসের বর্ণন—

ভাগীরথী তটে রম্যে গৌড়ে পুন্যে নবদ্বীপে। কুলীয়াখ্যাঃ শুভে শাকে রসেন্দু বেদ চন্দ্রমে ॥

ভুবনমোহন প্রভু মোর প্রাণপতি।
আইল আমার আগে, কি মধুর গতি। ২৬
কামের গরব-নাশে সে রূপের ছটা।
তাহে কি উপমা ছার বিজুরীর ঘটা ২৭
কিবা চারু-চন্দন চর্চিত সব তনু।
শরদের চাঁদে-বাটি লেপিয়াছে যনু ॥ ২৮
ভূষণে ভূষিত সে বসন পরিধানে।
লোভায় যুবতিলাজ, ভয় নাহি মনে ॥২৯
আহা মরি চাঁচর চিকণ চারু চুলে।
কিবা সে সৌরভ, তায় কেবা নাই ভুলে ॥ ৩০

শ্রীবংশীবদন যস্যাং প্রকটোঽভূৎ দ্বিজালয়ে। সর্ব্ব সদগুন পূর্ণা তাং বন্দেঽহং মধুপূর্নিমাং ॥
শ্রীছকড়ি চট্টনাম বিখ্যাত ভুবন ॥
পাটুলীর বাস ছাড়ি তেঁহ কুলিয়ায়। বাস করিলেন আসি গৌরাঙ্গ ইচ্ছায় ॥

১৪১৬ শকাব্দে মধুপূর্নিমায় বংশীবদনের আবির্ভাব। তাঁহার বংশ পরিচয় বিষয়ে বংশীলীলামৃত গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয়— বিষ্ণু—ব্রহ্মা—মরীচি—কশ্যপ কাশ্যপ—শম্বরানি—গৌতম—বীতরাগ—কলাধর—রত্নাকর—হাম্মো—দক্ষ—সুলোচন—নাই দেব—বরাহ—শ্রীকর ঠাকুর—বহুরূপ—গোবিন্দ—চক্রপানি—গুনাকর(ভ্রাতা শ্রীকর)—অর্কচাঁদ—শ্রীকৃষ্ণ—লোকনাথ—শ্রীমান —গোপাল—তপন—গদাধর—হরিদাস—বিদ্যাবাগীশ ধনপতি—যুধিষ্ঠীর —মাধবদাস ছকড়ি চট্ট নামে বিখ্যাত। তাঁহার পুত্র বংশীবদন পুত্র চৈতন্য ও নিত্যানন্দ। চৈতন্যের পুত্র রামাই ও শচীনন্দন। শচীনন্দনের পুত্র রাজবল্লভ, শ্রীবল্লভ ও বল্লভ। বংশীবদনের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে বংশী শিক্ষা গ্রন্থের ৪ উল্লাসের বর্ণন-

কৃষ্ণ প্রিয় সখী শ্রীবংশীবদনানন্দ। রাধিকার প্রানরূপ সর্ব্বানন্দ কন্দ ॥
সরলা বলিয়া ব্রজে যেঁহ সখী ছিল। তেঁহ শ্রীবংশীবদনানন্দে প্রবেশিল ॥

শ্রীকৃষ্ণের হস্তস্থিত বংশীর সঙ্গে সরলা সখীর মিলনে বংশীবদনের আবির্ভাব। বংশী, বংশীদাস, শ্রীবদন, বদনানন্দ ও শ্রীবংশীবদন এই পাঁচ নামে পরিচিত। পদাবলী সাহিত্যে তাহার অপূর্ব্ব অবদান। প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব বংশীবদনের উপর অর্পন করেন। বংশীবদন প্রভুর সন্ন্যাসের পর

প্রভুর গৃহে অবস্থান করিয়া দায়িত্ব পালন করেন। প্রভু অন্তর্দ্ধানের পর স্বপ্নাদেশ প্রদানে বংশীর মাধ্যমে নিজ মূর্ত্তি নির্মান করান। বংশী সেই শ্রীমূর্ত্তির পাদ পদ্মে নিজ নাম খদিত করেন। তাঁহার কতদিন পর প্রভু স্বপ্নাদেশে দেহত্যাগ করিয়া নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র বধুর গর্ভে জন্মগ্রহন করতঃ রামাই পণ্ডিত নামে বাঘ্না পাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। বংশী শিক্ষা ও মুরলী বিলাস গ্রন্থে বিস্তার বর্ণন রহিয়াছে।

* প্রয়দাসী-শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রিয় দাসীর নাম কৃষ্ণপাগলিনী। তিনি খণ্ডবাসী নরহরি ঠাকুরের শিষ্যা। তাঁহার পরিচিতি বিষয়ে শ্রীনরহরি শাখা নির্ণয়ের বর্ণন—

ঠাকুরের আর এক শাখার শুন কথা। কৃষ্ণ পাগলিনী নামে ব্রাহ্মন দুহিতা ॥
তাঁরে কৃপা করি পাঠাইলা নবদ্বীপে। বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সেবা করিলা সমীপে ॥

তথাহি শ্রীবলরাম দাস কৃত পদের বর্ণন—

তা পরে বন্দিব আমি দুখিনী কাঙ্গনা। বিষ্ণুপ্রিয়া সখী মাঝে যেজন প্রবীনা ॥
কৃষ্ণ পাগলিনী নাম দিলা নদে বাসী। বিষ্ণুপ্রিয়া সনে যেই কান্দে দিবানিশি ॥

দুটি আঁখি দীঘল কমলদল জিনি।
না ধরে ধৈরয কেহ দেখি সে চাহনি ॥ ৩১
আজানুলম্বিত বাহু, ভঙ্গী মনোহর।
জগৎ মাতায় কিবা বক্ষঃ পরিসর ৩২
সে চাঁদবদনে অতি মন্দ মন্দ হাসি।
না জানি কি অমিয়া বরিষে রাশি রাশি ॥ ৩৩
কত না আদরে মোরে বসায়ে আসনে।
ধীরে ধীরে কহে মোরে মধুর বচনে ॥ ৩৪
শ্রীনিবাস-নামে এক ব্রাহ্মণকুমার।
পাইল যতেক দুঃখ—লেখা নাহি তার ॥ ৩৫
অদ্য আসিবেন তিঁহ তোমার দর্শনে।
আপনা জানিয়া কৃপা করিবা তাহানে ॥ ৩৬
ঐছে কত কহি কি আনন্দ প্রকাশিয়া।
হৈল অদর্শন, দুঃখে বসিনু জাগিয়া ॥৩৭
বুঝিনু সে মোর প্রাননাথ প্রিয় অতি।
মনে হেন হয়—তাঁর হবে শীঘ্র গতি ॥ ৩৮
হেনকালে শ্রীবংশীবদন জানাইলা।
নীলাচল হৈতে শ্রীনিবাস এথা আইলা ॥ ৩৯
শুনি ঈশ্বরীর ইচ্ছা হইল দেখিতে।
শ্রীনিবাস গেলেন শ্রীঈশ্বরী সাক্ষাতে ॥৪০
প্রেমধারা নেত্রেতে বহয়ে নিরন্তর।
ধরণী লোটাঞা কৈল প্রণতি বিস্তর ॥৪১
শ্রীনিবাস প্রণময়ে শুনিয়া ঈশ্বরী।
দাঁড়াইল সংগোপনে গৌরাঙ্গ সঙরি ॥৪২
প্রভুর বিচ্ছেদ-দাবানলে জ্বলে হিয়া।
তথাপি উল্লাস শ্রীনিবাসে নিরখিয়া ॥৪৩
বাৎসল্যানুগ্রহে কহি মধুর বচন।
শ্রীনিবাস মস্তকে দিলেন শ্রীচরণ ॥ ৪৪
মহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইতে আজ্ঞা দিয়া।
হইলেন স্তব্ধ, নেত্রজলে ভাসে হিয়া ৪৫
শ্রীনিবাসে দিল কেহ প্রসাদ বিরলে।
পাইল প্রসাদ- সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥৪৬
প্রতি দিন শ্রীনিবাস করয়ে দর্শন।
ঈশ্বরীর ক্রিয়া যৈছে না হয় বর্ণন ॥৪৭
প্রভুর বিচ্ছেদে নিদ্রা ত্যজিল নেত্রেতে।
কদাচিৎ নিদ্রা হৈল শয়ন ভূমিতে ॥৪৮
কনক জিনিয়া অঙ্গ সে অতি মলিন।
কৃষ্ণচতুর্দশীর শশীর প্রায় ক্ষীন ॥ ৪৯
হরিনাম সংখ্যা পূর্ণ তণ্ডুলে করয়।
সে তণ্ডুল পাক করি' প্রভুরে অর্পয় ॥ ৫০
তাহারই কিঞ্চিন্মাত্র করয়ে ভক্ষণ।
কেহ না জানয়ে কেনে রাখয়ে জীবন ॥ ৫১
শ্রীনিবাসে সন্দর্শন দিয়া দিনে দিনে।
যে দশা হইল, তা বর্নিবে কোন্ জনে।
তখনই সে অনুভব কৈল সর্বজন
শ্রীনিবাসে কৃপা হেতু এ দেহ-ধারন ॥ ৫৩
শ্রীনিবাস ভাগ্য প্রশংসয়ে সর্বজন।
শ্রীনিবাস সম নাই কৃপার ভাজন। ৫৪
স্বপ্নছলে শচীমাতা শ্রীনিবাস প্রতি
যে কৃপা করিল, তা বর্নিতে কি শকতি ॥৫৫
নবদ্বীপ-গ্রামে হৈল এ বাক্য প্রকাশ।
আইলেন গৌর প্রেমপাত্র শ্রীনিবাস ॥৫৬
শ্রীমুরারি শ্রীবাসপণ্ডিত, দামোদর।
সঞ্জয় বিজয় ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥ ৫৭
দাস গদাধর আদি প্রভু-প্রিয়গণ।
শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ কৈল সর্বজন ॥ ৫৮
যদ্যপি প্রভু-বিচ্ছেদে সবে মৃতপ্রায়।
তথাপিহ পাইলা সুখ প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৫৯
শ্রীনিবাসে অনুগ্রহ করিবার তরে।
এ হেতু প্রকট রাখিলেন পরিকরে ॥ ৬০

শ্রীবাসগৃহিণী আদি পতিব্রতাগণ।
শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য না যায় লিখন ॥ ৬১
শ্রীনিবাসে রাখি সবে কিছুদিন পরে।
আজ্ঞা দিল শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবারে ॥৬২
সর্বত্র বিদায় হৈয়া ব্যাকুল হৃদয়ে।
শান্তিপুর চলে প্রভু অদ্বৈত-আলয়ে ॥ ৬৩
* শান্তিপুর প্রবেশিতে মহ দুঃখী হৈলা।
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত দেখা দিয়া প্রবোধিল ॥ ৬৪
শ্রীনিবাস স্থির নহে মনে মনে গণি।
কি আশ্চর্য দেখিনু এ ভ্রম অনুমানি ॥ ৬৫
ঐছে বিচারিতে পুনঃ হইল আদেশ।
ঘুচিল মনের ভ্রম উল্লাস বিশেষ ॥ ৬৬
ভাসয়ে নেত্রের জলে সেকৃপা ভাবিয়া।
প্রভুর মন্দিরে শীঘ্র উত্তরিলা গিয়া ॥ ৬৭
শ্রীনিবাস-গমন শুনিয়া সর্বজন।
দেখিতে সবার হইল উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৬৮
প্রভুর বিয়োগে সবে ব্যাকুল অন্তর।
হইয়াছে সবার দুর্বল কলেবর ॥ ৬৯
প্রাণমাত্র আছে সীতা মাতার শরীরে।
শ্রীনিবাসে বোলাইয়া লৈল অন্তঃপুরে ॥ ৭০
শ্রীনিবাস কৈল গিয়া চরণ বন্দন।
অনুগ্রহ করি মাথে দিলা শ্রীচরণ ॥ ৭১
দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর বহে।
গদ্গদবাক্যে কিছু শ্রীনিবাসে কহে ॥ ৭২
অহে বাপু শ্রীনিবাস! আছি পথ চাহিয়া।
ভাল কৈলে আইলা, সুখ পাইনু দেখিয়া ॥ ৭৩
চিরজীবী হইয়া থাকহ পৃথিবীতে।
জীবের মঙ্গল হবে তোমার দ্বারাতে ॥ ৭৪
এ হেন দুর্লভ প্রেমভক্তি বিলাইবা।
ভক্তের সর্বস্ব ভক্তিশাস্ত্র প্রচারিবা ॥ ৭৫
কেহ কেহ তোমারে মিলিবে কতদিনে।
এ সকল দুঃখে স্থির হবে তাহা সনে ॥ ৭৬
হইবেক তোমার অনেক অনুচর।
সঙ্কীর্তন-সুখেতে ভাসিবা নিরন্তর ॥ ৭৭
শীঘ্র করি যাইতে হইবে বৃন্দাবন।
তথা শিষ্য হবে, হবে বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ৭৮
কত কহি মদনগোপালে সমর্পিল।
নিজ পুত্র ভৃত্যগনে সবে মিলাইল ॥ ৭৯
শ্রীনিবাসে যে বাৎসল্য নারি বর্ণিবার।
বিদায় করিলা কহি অনেক প্রকার ॥ ৮০
সবারে বন্দিয়া শ্রীনিবাস মহাশয়।
* খড়দহ গেলা প্রভু নিত্যানন্দালয় ॥ ৮১
শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
মহাদুঃখী তথাপিহ পাইল উল্লাস ॥৮২
মনে পড়াইল এই শ্রীনিবাস হয়।
নিকটে আসিয়া পাইলেন পরিচয় ॥ ৮৩
খড়দহ গ্রামেতে ব্যাপিল এই কথা।
আইলেন চাখন্দির শ্রীনিবাস এথা ॥ ৮৪
শ্রীনিবাস দেখিতে উদ্বিগ্ন সর্বজন।
যথা শ্রীনিবাস তথা করিল গমন ॥ ৮৫

---

* শান্তিপুর নদীয়া জেলায় অবস্থিত। শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে শান্তিপুর লোকালে যাইতে হয়। অন্য গাড়ীতে কৃষ্ণনগর নামিয়া ছোট গাড়ীতে শান্তিপুর ষ্টেশনে যাওয়া যায়। প্রভু অদ্বৈতের লীলাভূমি।

* খড়দহ—খড়দহ চব্বিশ পরগনা জেলায় অবস্থিত শিয়ালদা রানাঘাট রেলপথে খড়দহ ষ্টেশন। শ্যামবাজার-ব্যারাকপুর বাস রুটের মধ্যবর্তী অবস্থিত প্রভু নিত্যানন্দের বিহার ভূমি।

এথা পরমেশ্বরীদাস শ্রীনিবাসে।
লইয়া গেলেন শীঘ্র প্রভুর আবাসে ॥ ৮৬
শ্রীনিবাস ভাসয়ে সদাই নেত্রজলে।
প্রণমি' পড়িলা ঈশ্বরীর পদতলে ॥ ৮৭
*শ্রীবসুজাহ্নবী * বীরভদ্রের সহিত।
শ্রীনিবাসে দেখিয়া পাইলা মহাপ্রীত ॥ ৮৮
যদ্যপি দারুণ দুঃখ সহনে না যায়।
তথাপি জন্মিল সুখ সবার হিয়ায় ॥৮৯
দিন চারি পাঁচ রহিলেন সেইখানে।
শ্রীনিবাসে ছাড়িতে না পারে কোন জনে ॥৯০
*সূর্যদাস, * গৌরীদাস, * পণ্ডিত মহেশ।
তথা বহু ভক্ত কৃপা করিল অশেষ ॥৯১
শ্রীজাহ্নবী, প্রভু আদি ব্যাকুল অন্তরে।
আজ্ঞা করিলেন বৃন্দাবন যাইবারে ॥৯২
শ্রীবসু-জাহ্নবী পুনঃ স্নেহাবেশে কয়।
শীঘ্র যাবে অভিরাম-গোপাল-আলয় ॥৯৩
শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইলা বিদায়।
নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ ৯৪
নিত্যানন্দ-গুণে মহাব্যাকুল হইলা।
তাঁ' ইচ্ছামতে নানা রহস্য দেখিলা ॥৯৫

---

* শ্রীবসু-জাহ্নবা--শ্রীবসু-জাহ্নবা প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী ও সূর্য্যদাস পণ্ডিতের কন্যা। ইহাদের পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৬৫ শ্লোকের বর্ণন-

শ্রীবারুনী রেবত বংশ সম্ভবে তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী ॥

বলরামের পত্নী বারুনী ও রেবতীই প্রভু নিত্যানন্দের পত্নী বসুধা ও জাহ্নবী দেবী রূপে আবির্ভূত হন। সূর্য্যদাস পণ্ডিত বসুধা সহ নিত্যান্দের বিবাহকালে শ্রীজাহ্নবা দেবীকে যৌতুক রূপে প্রদান করেন। প্রভু নিত্যানন্দের অপ্রকটের পর জাহ্নবা দেবী জীবোদ্ধারে প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করিয়াছিলেন।

* বীরভদ্র--প্রভু বীরভদ্র প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র। বীরচন্দ্রের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে গৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ৬৬ শ্লোকে বর্ণন--

সঙ্কর্ষন ব্যূহ পয়োব্ধিশায়ি নামকঃ। স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্ন বিগ্রহঃ ॥

সঙ্কর্ষনের ব্যূহ প্রয়োব্ধিশায়ীই শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্ন মূর্ত্তি প্রভু বীরচন্দ্র অগ্রহায়ন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে আবির্ভূত হন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভু নিত্যানন্দকে বিবাহের নির্দ্দেশ প্রদানে বলিলেন আমি তোমায় ঘরে আবির্ভূত হইব। অভিরাম গোপালের প্রনামে নিত্যানন্দের ছয় সন্তানের অন্তর্দ্ধান ঘটে। কন্যা গঙ্গাদেবী ও পুত্র বীরচন্দ্রের অভিরামের প্রনাম সহ্য করিয়াছিলেন। প্রভু নিত্যানন্দের অন্তর্দ্ধানের পর বিংশতি বৎসর বয়সে মাতা জাহ্নবা দেবীর সমীপে দীক্ষা গ্রহন করেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহকারে উর্দ্দণ্ড প্রতাপে নাম প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন। নিতাই গৌর সীতানাথের অপ্রকটের পর শ্রীনিবাস নরোত্তম সহ প্রভু বীরচন্দ্র বাংলার ঘরে ঘরে নাম প্রেম প্রচার করিয়াছেন। গৌড়ে নবাবের নিকট হইতে পাথর আনিয়া তিনটি শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তি প্রকট করেন। খড়দহের শ্রীশ্যামসুন্দর, সাঁই বেনায় শ্রীনন্দ দুলাল ও মাহেশে শ্রীরাধা বল্লভ স্থাপন করেন। বীরচন্দ্রের তিনপুত্র। গোপীজনবল্লভ, রামকৃষ্ণ ওরামচন্দ্র। কন্যা ভুবন মোহিনী। গোপীজন বল্লভ মঙ্গলকোটে লক্তাগদী স্থাপন করেন গোপীজন বল্লভের তিনপুত্র বিষয়ে নারাত্তম বিলাসের গ্রন্থ কর্ত্তার পরিচয়ের বর্ণন

প্রভু গোপীজন বল্লভের পুত্র ত্রয়। জ্যেষ্ঠ রাম নারায়ন গুনের আলয় ॥
শ্রীরাম লক্ষন হন মধ্যম সন্তান। কনিষ্ঠ শ্রীরামগোবিন্দাখ্যা দয়াবান ॥

* সূর্য্যদাস—শ্রীসূর্য্যদাস পণ্ডিত প্রভু নিত্যানন্দের শ্বশুর। তাঁহার পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের বর্ণন—

সূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে ককুদ্মি রূপস্য চ সূর্য্য তেজসঃ ॥

পূর্বে বলরাম পত্নী রেবতীর পিতা ককুদ্মী রাজাই সূর্য্যদাস পণ্ডিত রূপে আবির্ভূত হইয়া পূর্বভাবানুরাগে বসুধা ও জাহ্নবা নামে কন্যাদ্বয়কে প্রভু নিত্যানন্দ সঙ্গে বিবাহ প্রদান করেন। তাঁহার বংশ পরিচয় বিষয়ে সুবল মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণন—

কংসারি মিশ্রের পুত্রের নাম যে কমলা। তাঁহার গর্ভেতে ছয় পুত্র জনমিলা ॥
দামোদর বড় জগন্নাথ তার ছোট। সূর্য্যদাস ঠাকুর হয়েন তাহার কনিষ্ঠ ॥
তাহার কনিষ্ঠ হয় পণ্ডিত গৌরী দাস ॥ অনুজ কৃষ্ণদাস যেই পুরে মন আশ ॥
তাহার কনিষ্ঠ হয়েন নৃসিংহ চৈতন্য। প্রেম বিতরন করি বিশ্ব কৈল ধন্য ॥
এই ছয় ভ্রাতা মিলি নিত্যানন্দ সনে। গৌরাঙ্গের আজ্ঞায় রহেন প্রেমদানে ॥

সূর্য্যদাস পণ্ডিত—গৌড়দেশের যবন রাজার রাজ কর্মচারী ছিলেন। শালিগ্রাম হইতে ভ্রাতা গৌরী দাস সহ অম্বিকা কালনায় আসিয়া বাস করেন।

* গৌরী দাস—গৌরী দাস পণ্ডিত সূর্য্যদাস পণ্ডিতের ভ্রাতা, গৌরী দাস পণ্ডিতের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে গৌরগনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১২৮ শ্লোকের বর্ণন—

সুবলো যঃ প্রিয় শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাস পণ্ডিতঃ ॥

ব্রজের সুবল সখা শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিতরূপে আবির্ভূত হন। গৌরীদাস বিষয়ে সুবল মঙ্গল গ্রন্থের বর্ণন—

গৌরী দাসের পত্নী বিমলা দেবী ॥
বলরাম দাস আর রঘুনাথ দাস। বিমলা দেবীর গর্ভে যাহার প্রকাশ ॥

গৌরীদাসের পত্নী বিমলা। পুত্র বলরাম দাস ও রঘুনাথ দাস। ভ্রাতা সূর্য্যদাস সমীপে আদেশ লইয়া অম্বিকা কালনায় আসিয়া অবস্থান করেন। অদ্যাপি শ্রীপাট কালনায় শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গের অভিন্ন কলেবর শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ মুর্ত্তি প্রভু দত্ত গীতা ও বৈঠা বিরাজিত রহিয়াছে। গৌরী দাসের কবিত্ব বিষয়ে জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গলের নদীয়া খণ্ডের বর্ণন—

গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেনী। সঙ্গীত প্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি ॥

* মহেশ পণ্ডিত শ্রীমহেশ পণ্ডিত দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। মহেশ পণ্ডিতের পূর্ব্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকায় ১২৯ শ্লোকের বর্ণন—

মহেশ পণ্ডিতঃ শ্রীমন্মহাবাহু ব্রজে সখা।

মহেশ পণ্ডিত ব্রজের মহাবাহু সখা ছিলেন। বর্ত্তমানে শ্রীপাট পাল পাড়ায় তাঁহার শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ সেবা বিরাজিত। মহেশ পণ্ডিতের বংশ পরিচয় বিষয়ে জগদীশ চরিত্র বিজয় গ্রন্থের দ্বিতীয় বর্ণের বর্ণন—

পূর্বদেশ স্থিত দ্বিজ কমলাক্ষ নাম। গয়ঘড় বন্দ্য ভট্ট নারায়ন সন্তান ॥
তাঁহার গৃহিনী অতি পতিব্রতা সতী। তাঁর নাম বিখ্যাত শ্রীমতী ভাগ্যবতী ॥

বর্ত্তমান বাংলাদেশের গোঘাট নামক স্থানে আবির্ভূত হন। মাতা ভাগ্যবতী, ভ্রাতা জগদীশ পণ্ডিত।

শ্রীনিবাস সে আনন্দ সমুদ্রে ভাসিল।
অভিরাম নিকটে যাইতে যাত্রা কৈল ॥৯৬
অতি অনুরাগে পথে করয়ে গমন।
বীরলোক যাইতে সঙ্গী হৈল একজন ৯৭
প্রাচীন ব্রাহ্মণ * খানাকুলে তাঁর ঘর।
শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসয়ে প্রসন্ন অন্তর ॥৯৮
কি নাম তোমার বাপু! যাইবা কোথায় ?
শ্রীনিবাস নিবেদিল প্রণমিয়া তায় ॥ ৯৯
শুনি বিপ্র কহয়ে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে।
শুনিনু তোমার কথা খড়দহ-গ্রামে ॥ ১০০
আইস বাপু শ্রীনিবাস! তোমা করি কোলে।
এত কহি কোলে লৈয়া ভাসে নেত্রজলে ॥১০১
* শ্রীঠাকুর অভিরাম গুণের আলয়।
তোমারে করিবে অনুগ্রহ অতিশয় ॥ ১০২
অভিরাম গোস্বামীর প্রতাপ প্রচণ্ড।
যাঁরে দেখি কাঁপে সদা দুর্জ্জয় পাষণ্ড ॥ ১০৩
নিত্যানন্দ-আবেশে উন্মত্ত নিরন্তর।
জগতে বিদিত যাঁর কৃপা মনোহর ॥ ১০৪
অহে শ্রীনিবাস! কত কহিব তোমারে ?
জীব উদ্ধারিতে অবতীর্ণ বিপ্রঘরে ॥ ১০৫
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত পরম মনোরম।
নৃত্য-গীত বাদ্যে বিশারদ নিরুপম ॥ ১০৬
প্রভু নিত্যানন্দ বলরামের ইচ্ছাতে।
করিল বিবাহ বিজ্ঞ বিপ্রের গৃহেতে ॥ ১০৭
শ্রীঅভিরামের পত্নী নাম * শ্রীমালিনী।
তাঁহার প্রভাব যত কহিতে না জানি ॥ ১০৮

---

* খানাকুল—খানাকুল হুগলী জেলায় অবস্থিত। হাওড়া—তারকেশ্বর রেলপথে তারকেশ্বর ষ্টেশনে নামিয়া ২০ এ বাসযোগে খানাকুল যাওয়া যায়। এখানে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম শ্রীঅভিরাম গোপালের বিহার ভূমি।

* শ্রীঠাকুর অভিরাম—ব্রজের শ্রীদাম সখাই ব্রজ দেহ লইয়া গৌড়দেশে আগমন করতঃ প্রভূত অপ্রাকৃত লীলার প্রকাশ করেন। তাঁহার পূর্বাবতার বিষয়ে শ্রীগৌর গনোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থের ১২৬ শ্লোকের বর্ণন—

পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান।
দ্বা ত্রিংশতাজনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ লীলাক্রমে শ্রীদাম গোবর্দ্ধনে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ আত্ম প্রকাশের পর নিত্যানন্দের মাধ্যমে গোবর্দ্ধন হইতে শ্রীদামকে আনয়ন করিয়া যুগোচিত দেহ প্রদান করতঃ অভিরাম নাম প্রদান করেন। তৎপরে অভিরামের মালিনী দেবীকে সৃষ্টি করেন। অভিরামের প্রনামে শ্রী বিগ্রহ অন্তর্দ্ধান, নিত্যানন্দের ছয় পুত্রের অন্তর্দ্ধান ঘটে। কেবল বিষ্ণুপুরের মদন মোহন ও বগড়ীর শ্রীকৃষ্ণ রায় প্রনাম সহ্য করেন। গঙ্গাদেবী, বীরচন্দ্র, রঘুনন্দন, গোপাল গুরুই অভিরামের প্রনাম সহ্য করেন। খানাকুল কৃষ্ণনগরে যোলসাঙ্গের বংশী কাষ্ঠ পুঁতিয়া বকুল বৃক্ষ সৃষ্টি করেন। রামকুণ্ড খননকালে শ্রীগোপীনাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করেন। তারপর শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে লইয়া মহামহোৎসব করেন। তাহাতে প্রভূত অপ্রাকৃত লীলা প্রকাশ ঘটাইয়া খানাকুল বাসীগনকে ভক্তিপথে আনয়ন করেন। অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থে ইহার বিস্তার বর্ণন রহিয়াছে।

* শ্রীমালিনী—শ্রীমালিনী দেবী শ্রীঅভিরাম গোপালের পত্নী। তাঁহার পূর্বাবতার বিষয়ে অভিরাম লীলামৃত গ্রন্থের ১ পরিচ্ছেদের বর্ণন—

দিবা গোষ্ঠে চ গোপালঃ কামিনী রাসমণ্ডলে।
পূর্বে বৃন্দাবতী খ্যাতা ইদানীং মালিনী স্মৃতা।

অহে শ্রীনিবাস! শ্রীঠাকুর অভিরাম।
কৃষ্ণলীলাকালে এঁহ প্রসিদ্ধ শ্রীদাম॥ ১০৯
এবে সেই পূর্ব ক্রিয়াদ্বারে ব্যক্ত হৈলা।
কোন ভৃত্যে শ্রীদামস্বরূপেতে দেখা দিলা॥ ১১০
শ্রীঠাকুর অভিরাম প্রেমমূর্তিময়।
সর্বলোকে পূজ্য, যশঃ কেবা না ঘুষয়? ॥১১১
তথাহি তচ্ছাখা শ্রীবেদগর্ভাচার্যকৃতপদ্য—
শ্রীমালিনীপতিং পূজ্যমভিরামমহং ভজে॥ ১১২
অহে শ্রীনিবাস! কি অপূর্ব তাঁর রীত।
শ্রীবিগ্রহসেবা লাগি হৈলা উৎকণ্ঠিত॥ ১১৩
গোপীনাথ স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ হইলা।
'এথা মোর স্থিতি—কহি স্থান দেখাইলা॥ ১১৪
সেই স্থান খনন করিয়া অভিরাম।
পাইলেন গোপীনাথ-মূর্তি অনুপাম॥ ১১৫
সর্বত্র হইল ধ্বনি, ধায় সর্বলোক।
করিতেই দর্শন পাসরে দুঃখ শোক॥ ১১৬
গোপীনাথ প্রকট কুণ্ডের দিব্যজল।
স্নান পানে হৈলা সবে আনন্দ বিহ্বল॥ ১১৭
'রামকুণ্ড' বলি খ্যাতি হইল তাহার।
লোক গতায়াত যত সীমা নাই তার॥ ১১৮
মালিনী শ্রীঅভিরাম নিজগণ লৈয়া।
শ্রীগোপীনাথের সেবা করে হর্ষ হৈয়া॥ ১১৯
মধ্যে মধ্যে প্রভু নিত্যানন্দ গণ সনে।
আইসেন প্রিয় অভিরামে ভবনে॥১২০
এক দিন প্রেমানন্দে মত্ত অভিরাম।
করয়ে নর্তন, সে ভঙ্গিমা অনুপাম ১২১
সখ্যরসাবেশে বংশী বাজাইতে চায়।
ইতি উতি ফিরে, নিজ-বংশী নাহি পায়॥ ১২২
শতাধিক লোকে যারে নারে চালাইতে।
হেন কাষ্ঠে বংশী করি ধরিলেন হাতে॥ ১২৩
তাহা দেখি সবে মহা বিস্মিত হইলা।
মধ্যে মধ্যে ঐছে তাঁর অলৌকিক-লীলা॥ ১২৪
এবে নিত্যানন্দ-বলরাম-অদর্শনে।
সদা দীর্ঘশ্বাস, কথা নাহি কার সনে॥ ১২৫
সে অতি দুর্গম চেষ্টা বুঝে ভাগ্যবান্।
দেখিবা সাক্ষাতে বাপু হবা সাবধান॥ ১২৬

দিবসে গোপালভাবে গোষ্ঠেতে সেবন। রাসেতে কামিনীরূপ করয়ে ধারন॥
সেই বৃন্দাদেবী এবে পূর্ব্ব অনুরাগে। অবতীর্ণ ধরা মাঝে মালিনী নামেতে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ অভিরামে লইয়া বৃন্দাবনে গমন করিলে অভিরাম তথায় মালিনীর সৃষ্টি করেন। অভিরাম লীলামৃতের ৩ পরিচ্ছেদের বর্ণন —

ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ করেন সৃজন। শক্তিতে হইলা কন্যা অপূর্ব্ব কথন॥
যমুনার স্রোত বহে দক্ষিন হইয়া। সিন্ধুকে ভরি কন্যা দিলেন ভাসাইয়া॥
সিন্ধুক সহিত কন্যা কাজীপুরে আইলা। তটেতে লাগিয়া সিন্ধুক তথাই রহিলা,

এই সিন্ধুক মালীগন তুলিয়া কন্যারত্ন পাইলেন। সংবাদ পাইয়া কাজী সেই কন্যা লইয়া গেল। কন্যা কাজী গৃহে প্রতিপালিত হইলেন। পরে অভিরাম সহ মিলন ঘটিল। অভিরাম সহ প্রভৃত লীলা করিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরে অপ্রকট হন।

পুরাকালে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীদাম নামক সখা। এখন ব্রাহ্মন শ্রেষ্ঠ শ্রীমালিনীর পতি, প্রেমমূর্তিমন্ত শ্রীঅভিরামকে বন্দনা করি ॥১১১

এত কহি বিপ্র অতি স্নেহযুক্ত হৈয়া।
শ্রীঅভিরামের বাড়ী দিল দেখাইয়া ॥১২৭
শ্রীনিবাস করি বিপ্র চরণ বন্দন।
করিলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের স্মরণ ॥ ১২৮
ঈশ্বরীর আজ্ঞাবল হৃদয়ে ধরিয়া।
শ্রীঅভিরামের গৃহে উত্তরিলা গিয়া ॥ ১২৯
প্রণতি করিয়া বহির্দ্বারেতে রহিল।
যীরলোকে শ্রীনিবাস গমন দেখিল ॥ ১৩০
অভিরাম ঠাকুর শ্রীপ্রভুর বিরহে।
সদা প্রেমাবেশে কারে কিছুই না কহে ॥ ১৩১
শ্রীনিবাস আইলা জানি হাসে মন্দ মন্দ।
'পরীক্ষা করিব'—মনে কৈল অনুবন্ধ ॥ ১৩২
দশকড়া কড়ি দিল নির্বাহ করিতে।
ইঁহ যথাযোগ্য দ্রব্য কিনিল তাহাতে ॥ ১৩৩
তথা দারুকেশ্বর-নদীর তীরে গেলা।
রন্ধন করিয়া কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিলা ॥১৩৪
হেনকালে ঠাকুর পাঠাইল চারিজন।
তাঁরে দেখি শ্রীনিবাস উল্লসিত মন ॥ ১৩৫
প্রণমিয়া চারি জনে তাহা ভুঞ্জাইলা।
আপনিও সেই মহাপ্রসাদ পাইলা ॥ ১৩৬
শ্রীনিবাস চরিত্রে সবার হর্ষ হিয়া।
ঠাকুরে কহয়ে—'আইলাম তৃপ্ত হৈয়া ॥ ১৩৭
এ সব পরীক্ষা অন্তে শিক্ষা করাইতে।
শ্রীনিবাসে আনাইলা আপন সাক্ষাতে ॥ ১৩৮
শ্রীজয়মঙ্গল-নামে চাবুক তাঁহার।
শ্রীনিবাস-অঙ্গে স্পর্শাইলা তিনবার ॥ ১৩৯
মনের উল্লাসে সে চাবুক স্পর্শাইয়া।
খল খল হাসে শ্রীনিবাসে কিছু কৈয়া ॥১৪০
প্রেমাবেশে পুনঃ সে চাবুক স্পর্শাইতে।
শ্রীমালিনীদেবী আসি ধরিলেন হাতে।
মালিনী কহয়ে—"ধৈর্য ধরহ গোসাঞি।
কৈলা অনুগ্রহ যে তাহার সীমা নাই ॥ ১৪১
শ্রীনিবাস বালক নারিবে স্থির হৈতে।
প্রেমে মত্ত হইলে কার্য সাধিবে কি মতে? ১৪৩
ঐছে পরস্পর করি প্রসন্ন হিয়ায়।
দোঁহে হস্ত ধরে শ্রীনিবাসের মাথায় ॥১৪৪
শ্রীনিবাস পড়িলা দোঁহার পদতলে।
দোঁহে তোলাইয়া সিক্ত কৈল নেত্রজলে ॥১৪৫
দোঁহে যত স্নেহ কৈলা শ্রীনিবাস-প্রতি।
সে সকল কহিতে কি আমার শকতি? ১৪৬
সমর্পিয়া রাধা-গোপীনাথের চরণে।
দোঁহে আজ্ঞা দিলেন যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ১৪৭
কৃষ্ণনগর-খানাকুলবাসী যত।
শ্রীনিবাসে দেখি' স্নেহ বাড়ে অবিরত ॥ ১৪৮
সর্ব বৈষ্ণবের স্থানে হইয়া বিদায়।
* শ্রীখণ্ডে আইল পুনঃ ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ১৪৯
শ্রীঠাকুর নরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীনিবাসে দেখি, কৈল গাঢ় আলিঙ্গন ॥ ১৫০
পুছিলেন সকল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে।
নিবেদিল শ্রীনিবাস ভাসি' নেত্রনীরে ॥১৫১

* শ্রীখণ্ড—বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল হইতে কাটোয়া জংশন নামিয়া কাটোয়া—বর্দ্ধমান রেলপথে প্রথম ষ্টেশন শ্রীপাট শ্রীখণ্ড। আর কাটোয়া জংশন নামিয়া কাটোয়া—দাঁইহাট বাসে শ্রীখণ্ড বাজার নামিয়া যাওয়াযায়। এখানে শ্রীনর হরি—রঘুনন্দনের লীলা ভূমি। শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ—গোপীনাথ, মধুপুষ্করিনী, বড়ডাঙ্গি, চক্রপানি মজুমদারের বৃন্দাবন চন্দ্র গোবিন্দ কবিরাজের জন্মস্থান। চন্দ্রশেখর বৈদ্যের রসিকরায় আদি দর্শনীয়।

ঠাকুর শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন।
অনুমতি দিলেন যাইতে বৃন্দাবন ॥১৫২
শ্রীনিবাসে ঠাকুর লইয়া পুনঃ কোলে।
ছাড়িতে না পারয়ে, ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ১৫৩
পথের সন্ধান সব দিলেন কহিয়া।
বিদায় কালেতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥১৫৪
শ্রীঠাকুর নরহরি, শ্রীরঘুনন্দনে।
দোঁহে প্রণমিয়া যাত্রা কৈল শুভক্ষণে ॥ ১৫৫
যৈছে পথে চলে, তাহা না হয় বর্ণন।
যাজিগ্রামে গিয়া কৈল মাতার দর্শন ॥ ১৫৬
সকল বৃত্তান্ত নিবেদিয়া তাঁর আগে।
শীঘ্র বৃন্দাবন যাইবারে আজ্ঞা মাগে ॥ ১৫৭
শুনিয়া মাতার চিত্ত ব্যাকুল হইল।
শ্রীনিবাসে নিষেধ করিতে না পারিল ॥ ১৫৮
দিন পাঁচ সাত পুত্রে যত্নেতে রাখিলা।
শ্রীনিবাস আশ্বাসিয়া বিদায় হইলা ॥ ১৫৯
পুনঃ-পুনঃ প্রণমিয়া মায়ের চরণে।
চলিলেন মিলি গ্রামবাসী সর্বজনে ॥১৬০
অগ্রহায়ণ-শুক্লাদ্বিতীয়ায় গৃহ হৈতে।
রহিলেন কত দূরে কার চেষ্টামতে ॥ ১৬১
* অগ্রদ্বীপ আদি গ্রামে ভক্ত ঘরে ঘরে।
বিদায় হইয়া আইলা * কণ্টকনগরে ॥ ১৬২
মহাপ্রভু কৈল যথা সন্ন্যাসগ্রহণ।
তথা প্রেমাবেশে কৈল অনেক ক্রন্দন ॥ ১৬৩
তথা হৈতে ত্বরায় যাইয়া গৌড়েশ্বর।
শিবের দর্শনে হৈল প্রসন্ন অন্তর ॥ ১৬৪
তথা জনগণ শ্রীনিবাসে নিবেদিলা।
যৈছে সর্পভয় প্রভু পরিত্রান কৈলা ॥ ১৬৫
* কুণ্ডলীদমন স্থান দেখি শ্রীনিবাস।
প্রভু নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ১৬৬

---

* অগ্রদ্বীপ—অগ্রদ্বীপ বর্ধমান জেলায় অবস্থিত। হাওড়া ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল—বারহারওয়া লুপ রেলপথে ব্যাণ্ডেল কাটোয়ার মধ্যবর্ত্তী অগ্রদ্বীপ ষ্টেশন। তথা হইতে এক ক্রোশ উত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ কীর্ত্তনীয়া শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রীপাট ও তৎসেবিত শ্রীগোপীনাথ দেবের সেবা বিরাজিত। এখানে গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ ও বাসুদেব ঘোষের জন্মভূমি। এখানে গোবিন্দ ঘোষের সমাধি বিদ্যমান। অদ্যাপি চৈত্রীকৃষ্ণা একাদশী তিথিতে শ্রীগোপীনাথদেব পুত্ররূপ পরিগ্রহ করিয়া শ্রীগোবিন্দ ঘোষের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

* কন্টক নগর—কন্টক নগরের বর্ত্তমান নাম কাটোয়া। কাটোয়া বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল— বারহারওয়ালুপ রেলপথে কাটোয়া জংশন। ষ্টেশনের পূর্বদিকে কাটোয়া ঘাটে যাওয়ার পথে শ্রীগৌরাঙ্গের সন্নাস গুরু শ্রীকেশব ভারতীর শ্রীপাট, দাস গদাধর এখানে অবস্থান করেন। এখানে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের শ্রীমূর্ত্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কেশমুণ্ডন স্থান, শ্রীকেশের সমাধি, প্রভুর সন্ন্যাস স্থান, কেশব ভারতীর সমাধি, শ্রীমধু নাপিতের সমাধি, দাস গদাধরে সমাধি দর্শনীয়।

* কুণ্ডলীদমন—কুণ্ডলীদমন স্থানটি বীরভূম জেলায় অবস্থিত। প্রভু নিত্যানন্দের লীলাভূমি। ব্যাণ্ডেল— আসানসোল মেন লাইনে থানা জংশন। থানা—নলহাটী রেলপথে সাঁইথিয়া ষ্টেশন নামিয়া দুই ক্রোশ দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। প্রভু নিত্যানন্দ অবধূতবেশে পর্য্যটনকালে একচাক্রায় আসিয়া শুনিলেন এক সর্পভয়ে গ্রামবাসী অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে, তখন নিত্যানন্দ জনগনের কল্যানে এক লীলার প্রকাশ করিলেন—

সর্বচিত্ত আকর্ষি শ্রীনিবাস বিজ্ঞবর।
*একচক্রা গেলা যথা হাড়ো ওঝা-ঘর ॥ ১৬৭
তথা প্রবেশিতে শ্বেত দ্বীপ হইল জ্ঞান।
নেত্র ভরি দেখে নিত্যানন্দ জন্মস্থান ॥ ১৬৮
নিত্যানন্দপ্রভু যথা কৈল রামলীলা।
সে সকল স্থান দেখি ব্যাকুল হইলা ॥ ১৬৯
ঊর্দ্ধবাহু করি নিত্যানন্দ-গুণ গায়।
নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥১৭০
ধূলায় ধূসর অঙ্গ ভূমিতে লোটায়।
প্রভু ইচ্ছা-মতে নিদ্রা করিল সহায় ॥১৭১
স্বপ্নচ্ছলে সাক্ষাৎ দেখয়ে মহারঙ্গ।
বিহরয়ে নিত্যানন্দ সঙ্গিগন-সঙ্গ ॥ ১৭২
প্রভুগন-সহ শোভা করিয়া দর্শন।
বাড়িল আনন্দ, জুড়াইল নেত্রমন ॥ ১৭৩
নিদ্রাভঙ্গ হইলে দুঃখ হইল অশেষ।
প্রভু কৈল বৃন্দাবন-গমনে আদেশ ॥১৭৪
শ্রীনিবাস একচক্রা গ্রামে নমস্করি।
চলিলেন নিত্যানন্দচরণ সঙরি ॥১৭৫
যে যে গ্রাম দিয়া শ্রীনিবাস চলি যায়।
সে সকল গ্রামবাসী দেখিবারে ধায় ॥ ১৭৬
নানা যত্ন করে সবে কিছু ভুঞ্জাইতে।
শ্রীনিবাস করেন সবার সুখ যাতে ॥১৭৭
কত দিনে গয়াক্ষেত্রে উত্তরিল গিয়া।
বিষ্ণুপাদপদ্ম দেখে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥১৭৮
তথা মহাপ্রভু-পুরীশ্বরের মিলন।
সে সব সঙরি নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥১৭৯
কিবা স্ত্রী পুরুষ—যেবা দেখে শ্রীনিবাসে।
সে হয় অধৈর্য্য সদা নেত্রজলে ভাসে ॥১৮০
কিবা মধ্য যৌবন পরমানন্দময়;
দেখিলে বারেক সঙ্গ ছাড়িতে নারয় ॥ ১৮১

এতদ্বিষয়ে নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার গ্রন্থের * স্তবকের বর্নন—

এই স্থানে বসিল নিত্যানন্দ অবধৌত।
কোথা সর্প প্রভু করেন দৃষ্টিপাত ॥
এই স্থানে বিষদগার কৈল অকস্মাৎ।
মহানাগ ফনা ধরি হইল সাক্ষাৎ ॥
চরনে পড়িয়া সর্প গর্তে প্রবেশিল।
কর্ণের কুণ্ডল দিয়া দ্বারবন্ধ কৈল ॥
সেই হৈতে কুণ্ডল বাড়িছে দিনে দিনে ॥

এইভাবে প্রভু নিত্যানন্দ যেখানে কুণ্ডলী নামক সর্পকে দলন করেন সেই স্থানের নাম কুণ্ডলী তলা ॥

* একচাক্রা—একচাক্রা বীরভূম জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল—আসানসোল মেন লাইনে খানা জংশন। খানা—নলহাটী রেলপথে আহম্মদপুর নলহাটীর মধ্যবর্তী মঁাইথিয়া বা রামপুরহাট নামিয়া বাসযোগে বীরচন্দ্রপুর নামিয়া ৭।৫ মিনিটের পথ। একচাক্রার বর্ত্তমান নাম বীরচন্দ্রপুর। আর জন্মভূমির স্থান গর্ভবাস নামে খ্যাত। বীরচন্দ্র প্রভু পিতৃ জন্মভূমি দর্শনে আসিয়া নিত্যানন্দ সেবিত শ্রীবঙ্কিম দেবে দর্শন করিয়া মহোৎসব করেন। এতদ্বিষয়ে নিত্যানন্দ বংশ বিস্তারের বর্নন—

এইমত মহোৎসব করিয়া সম্পূর্ণ।
আত্ম বর্গ মিলিয়া পাইল প্রসাদান্ন ॥
সেই গ্রামে তিনদিন করিলা বিশ্রাম।
বীরচন্দ্র পুর বলি থুইলা তার নাম ॥

একচাক্রা গ্রামে প্রভু নিত্যানন্দের প্রেমলীলা বৈচিত্র্যের বহু নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান। সূতিকাগৃহ, ষষ্ঠিপূজার স্থান, পদ্মা নামক পুষ্করিনী, মালাতলা, সন্ন্যাসীতলা, বিশ্বরূপতলা, সিদ্ধ বকুল, হাটুগাড়া প্রভৃতি বহু স্থান দর্শনীয়।

এইরূপ সর্বচিত্ত করি' আকর্ষন।
কাশী গিয়া দেখে * চন্দ্রশেখরভবন ॥ ১৮২
তথা চন্দ্রশেখরের শিষ্য মহাশয়।
শ্রীনিবাস দেখি হৈল আনন্দহৃদয় ॥ ১৮৩
পরিচয় পাইয়া প্রেমে অধৈর্য্য হইল।
শ্রীনিবাসে কোলে করি কান্দিতে লাগিলা ॥ ১৮৪
প্রভুর যেখানে স্থিতি তাহা দেখাইয়া।
দুই চারি দিবস রাখিল যত্ন পাঞা ॥ ১৮৫
কাশীতে যে ছিলা প্রভু অনুগত জন।
তাঁ' সবার সহ তথা হইল মিলন ॥ ১৮৭
বিদায় হইয়া অতি ত্বরায় চলিলা।
অযোধ্যা, প্রয়াগ দেখি প্রেমাবিষ্ট হৈলা ॥১৮৭
তথা হৈতে ব্রজে চলিলেন শ্রীনিবাস।
উপজয়ে অন্তরে অনেক অভিলাষ ॥ ১৮৮
রূপ-সনাতন-পাদপদ্ম হৃদে ধরি।
মথুরা-নগরে প্রবেশিলা তাড়াতাড়ি ॥ ১৮৯
কংস মারি, বিশ্রাম করিলা কৃষ্ণ যথা।
সেই শ্রীবিশ্রামঘাট উত্তরিলা তথা ॥ ১৯০
দুই চারি বিপ্র আইসেন সেই পথে।
শ্রীবৃন্দাবনের কথা কহিতে কহিতে ॥ ১৯১
কেহ কহে সহে কি এতেক বিড়ম্বন?
কি সুখ পাইতে আছে এ ছার জীবন ॥ ১৯২
ঈশ্বরের ইচ্ছা কিছু বুঝা নাহি যায়।
ক্রমে ক্রমে রত্নশূন্য হইল এথায় ॥ ১৯৩
নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বেশ্বর।
হইলেন সকলের নেত্র-আগোচর ॥ ১৯৪
সে অতি দুঃসহ বাক্য করিয়া শ্রবণ।
কাশীশ্বর-গোস্বামী হইলা সঙ্গোপন ॥ ১৯৫
রঘুনাথভট্ট ভাগবত বক্তা যেঁহ।
প্রভুর বিয়োগে অদর্শন হৈল তিঁহ ॥ ১৯৬
এই কথোদিনে শ্রীগোসাঞি সনাতন।
মো সবার নেত্র হৈতে হইলা অদর্শন ॥ ১৯৭

---

* চন্দ্রশেখর ভবন—শ্রীচন্দ্রশেখর পূর্ববঙ্গবাসী তপন মিশ্রের বন্ধু। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসের পূর্বে উভয়ে কাশীধামে বাস করেন। প্রভু কাশীতে অবস্থান কালে চন্দ্রশেখরের ঘরে অবস্থান ও তপন মিশ্র গৃহে ভিক্ষা নিমন্ত্রন গ্রহন করিতেন। শ্রীসনাতন গোস্বামী গৃহত্যাগ করিয়া চন্দ্রশেখর ভবনেই প্রভুর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পরিচিতি বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যখণ্ডে ১৭ পরিচ্ছেদের বর্ণন—

মিশ্রের সখা তিঁহ প্রভুর পূর্বদাস।
বৈদ্যজাতি লিখন বৃত্তি বারানসী বাস ॥

চন্দ্রশেখর ভবনের অবস্থিতি বিষয়ে শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থের ১১ বিলাসের বর্ণন—

পার হৈয়া গেলা আগে যাঁহা রাজঘাট।
বিশ্বেশ্বর যেই ঘাটে ধরিবেন বাট ॥
পরিক্রমা বন্দনাদি করিল সাবধানে।
তাহা যে উত্তরমুখে করিল গমনে ॥
ঘাটের বামে আছে বাড়ী অতি মনোহর।
নয়নে দেখিয়া মনে আনন্দ অন্তর ॥
পূর্ব্ব মুখে দ্বার বাড়ী তুলসী বেদীবামে।
সনাতনের স্থান দেখি করিল প্রনামে ॥
ভিতর আবাস যাই করিল দর্শন।
প্রাচীন বৈষ্ণব বসি করেন সাধন ॥

চন্দ্রশেখর গৃহে দশদিন প্রভু অবস্থান করিয়া বৃন্দাবন গমন করেন। প্রত্যাবর্ত্তন পথে দুই মাস অবস্থান করিয়া সনাতন গোস্বামীকে শিক্ষা প্রদান করেন।

এবে অপ্রকট হৈলা শ্রীরূপগোসাঞি।
দেখিয়া আইনু —সে দুঃখের সীমা নাঞি ॥১৯৮
শ্রীগোপালভট্ট-রঘুনাথ-আদি যত।
বিচ্ছেদাগ্নি-জ্বালায় জ্বলিছে অবিরত ॥১৯৯
মো-সবার ভাগ্য মন্দ বুঝিনু এখনে।
নহিলে এ সুখে দুঃখ দেখি কি নয়নে॥ ২০০
এইরূপ অনেক আক্ষেপ করি যায়।
শ্রীনিবাস ব্যগ্র হৈয়া জিজ্ঞাসিল তাঁয় ॥২০১
সনাতন-রূপ-অপ্রকট-বিবরণ।
তিঁহ শ্রীনিবাসে কহে করিয়া ক্রন্দন॥ ২০২
শুনি শ্রীনিবাস ভাসিলেন নেত্রজলে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে॥ ২০৩
হায়! হায়! কি শুনিনু—বলি পুনঃ উঠে।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ পুনঃ মহী লুঠে॥ ২০৪
পুনঃ কহে—হা হা প্রভু রূপ-সনাতন।
মো-অধম প্রতি কেনে হইলে এমন ॥২০৫
না দেখিনু শ্রীচরণ না পূরিল আশ।
এত কহি নখে বক্ষঃ চিরে শ্রীনিবাস॥ ২০৬
দেখিয়া ধরিল হস্ত মাথুর ব্রাহ্মণ।
কৈল বহু যত্ন প্রাণরক্ষার কারণ ২০৭
মথুরানিবাসী সবে হইল বিস্মিত।
করিল প্রবোধ বহু, না হৈল সম্মত॥ ২০৮
শ্রীনিবাস প্রণমিয়া মাথুর ব্রাহ্মণে।
উলটি চলিল পুন পূর্বদেশ-পানে ॥২০৯
মনে বিচারয়ে—গৌড়ক্ষেত্রে প্রভুগণ।
সবে আজ্ঞা কৈল শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন॥ ২১০
এই হেতু কৈল আজ্ঞা, তাহা না বুঝিনু।
ভাগ্যহীন তেঁঞি শীঘ্র আসিতে নারিনু॥ ২১১
দারুণ বিধাতা কৈল এত বিড়ম্বন।
তথাপিহ পাপদেহে আছয়ে জীবন॥ ২১২
ঐছে বিচারিতে দুই নেত্রে ধারা বয়।
নিঃশব্দ হইয়া পুনঃ আর্ত্তনাদে কয়॥ ২১৩
অহে সনাতন! রূপ! গুণের সাগর।
রঘুনাথভট্ট, শ্রীপণ্ডিত কাশীশ্বর॥ ২১৪
শুনিলাম তোমরা পরম কৃপাময়।
মো-হেন দুঃখীরে কেনে হইলে নির্দ্দয়? ২১৫॥
ঐছে কত কহয়ে ছাড়িতে চাহে প্রাণ।
পড়ে অঙ্গ আছাড়ি না জানে স্থানাস্থান॥ ২১৬
এইরূপ কতদূর যাইতে রাত্রি হৈল।
পথে এক বৃক্ষ দেখি তথাই রহিল ॥২১৭
করয়ে বিলাপ অতি ব্যাকুল অন্তরে।
সে সব শুনিতে দারু পাষাণ বিদরে ২১৮
নিকটস্থ গ্রামবাসী সবে তাহা শুনি।
যেরূপ হইলা তাহা কহিতে না জানি ২১৯
শ্রীনিবাস জাগে রাত্রি করিয়া ক্রন্দন।
প্রভু ইচ্ছামতে হৈল নিদ্রা আকর্ষণ ॥২২০
সনাতন-রূপ-আদি অতি কৃপাবান্।
স্বপ্নচ্ছলে হৈলা শ্রীনিবাসে বিদ্যমান॥ ২২১
পরম অপূর্ব্ব শোভা গোস্বামী সবার।
দেখি' শ্রীনিবাস চিত্তে আনন্দ অপার॥ ২২২
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ ভাসে নেত্রজলে।
ভূমে লোটাইয়া পড়িলেন পদতলে॥ ২২৩
শ্রীনিবাস-মাথে সবে চরণ অর্পিলা।
আলিঙ্গিয়া বিবিধ প্রকারে প্রবোধিলা॥ ২২৪
শ্রীনিবাস-তনু ক্ষীণ দেখি' বারবার।
শ্রীহস্ত বুলান অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার ॥২২৫
পুনঃ শ্রীগোস্বামী শ্রীনিবাস মুখ চাঞা।
কহয়ে মধুর কথা প্রেমাবিষ্ট হঞা॥ ২২৬
অহে বাপ শ্রীনিবাস! কহিতে কি হয়।
এবে নহে তোমার এ বিষাদ-সময়। ২২৭

মো-সহ অভিন্ন শ্রীগোপালভট্ট হন।
তাঁর স্থানে কর গিয়া শ্রীমন্ত্র-গ্রহন ॥ ২২৮
করিনু যে গ্রন্থগণ সে সব লইয়া।
অতি অবিলম্বে গৌড়ে প্রচারিবে গিয়া ॥ ২২৯
তথাহি নবপদ্যে
স্বপ্নে শ্রীল-সনাতনেন সহ তে শ্রীরূপনামাদয়ঃ
প্রোচুস্তং নহি তে বিবাদসময়ো গোপালভট্টোঽস্তি
যৎ।
তস্মান্মন্ত্রবরং গৃহান সকলান্ গ্রন্থাংস্তথাস্মৎকৃতান্
গত্বা গৌড়মলং প্রচারয় মতং ত্বং বৈষ্ণবান্
শিক্ষয় ॥ ২৩০
ঐছে বহু কহি শ্রীনিবাসে কৃপা করি।
হইলেন অন্তর্দ্ধান গৌরাঙ্গ সোঙরি ॥ ২৩১
শ্রীনিবাস সে দর্শন-বাক্যামৃত পিয়া।
হইলা বিহ্বল প্রাতে চলে উলটিয়া ॥ ২৩২
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন দুহুঁ এক মেলে
সেই রাত্রি শ্রীজীবে কহয়ে স্বপ্নচ্ছলে ॥ ২৩৩
বৈশাখমাসের এই বিংশতি দিনেতে।
হইবে অপূর্ব্ব সঙ্গ—কহিল পূর্ব্বেতে ॥ ২৩৪
তিঁহ আজি আসি, প্রবেশিবে বৃন্দাবনে।
পাইবে পরমানন্দ তাঁহার মিলনে ॥ ২৩৫
শ্রীগোবিন্দদেবের আরতি সন্ধ্যাকালে।
অন্বেষিবে তাঁরে লোক-ভিড় অল্পহৈলে॥২৩৬
কনক চম্পক-কান্তি ক্ষীন কলেবর।
অলপ বয়স, নেত্রে ধারা নিরন্তর ॥ ২৩৭
গৌড় হৈতে মহাদুঃখে করিল গমন।
এথাই শুনিল মো সবার অদর্শন ॥ ২৩৮
দেহত্যাগ করিবে নিশ্চয় কৈল চিতে।
দেখা দিয়া তারে প্রবোধিনু নানা মতে ॥ ২৩৯
কহিতে না আইসে যৈছে ব্যাকুলহৃদয়।
তাঁরে দেখিলেই তাঁর পাবে পরিচয় ॥ ২৪০
শ্রীগোপালভট্ট স্থানে দীক্ষা করাইবা।
অধ্যয়ন হৈলে সব গ্রন্থ সমর্পিবা ॥ ২৪১
শ্রীগৌড়মণ্ডলে শীঘ্র করাবে গমন।
তিঁহ বিতরিবে লোকে গ্রন্থরত্নগণ ॥২৪২
আর কি বলিব—শ্রীনিবাসের দ্বারায়।
সাধিবে অনেক কার্য্য প্রভু গৌররায় ॥ ২৪৩
শ্রীজীবের প্রতি ঐছে অনেক কহিয়া।
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীরে কহে গিয়া ॥২৪৪
আইল তোমার শ্রীনিবাস গৌড়হৈতে।
পাইল অনেক দুঃখ না পারি কহিতে ॥ ২৪৫
তারে শিষ্য করি তার জুড়াইবে প্রাণ।
ঐছে বহু কহি হইলেন অন্তর্দ্ধান ॥ ২৪৬
প্রভাত-সময়ে ঐছে আদেশ পাইয়া।
রূপ-সনাতন বলি উঠয়ে কান্দিয়া ॥২৪৭
হেনই সময়ে শ্রীজীবের আগমন।
তাঁরে দেখি' কৈল কিছু ধৈর্য্যাবলম্বন ॥ ২৪৮
প্রণময়ে শ্রীজীব, ভাসয়ে নেত্রজলে।
শ্রীভট্ট গোস্বামী শ্রীজীবেরে লৈল কোলে ॥ ২৪৯
নয়নের জলে সিক্ত কৈল তাঁর দেহ।
গুমড়য়ে হিয়া, না ধরিতে পারে থেহ ॥২৫০

শ্রীল সনাতন সহ শ্রীরূপ প্রমুখ গোস্বামীগন স্বপ্নে শ্রীনিবাস কে আদেশ করিলেন, তোমার এখন বিবাদের সময় নহে, এখন শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী রহিয়াছেন; তাহার নিকটে গোপাল মন্ত্র গ্রহন করিয়া আমাদের গ্রন্থরাজী লইয়া গৌড়দেশে আনয়ন করতঃ প্রচার করিয়া বৈষ্ণব গনকে শিক্ষা প্রদান কর ।।২৩০

পরস্পর স্বপ্নাদেশ কহিতে কহিতে।
যে দশা হইল, তাহা নারি বিবরিতে ॥ ২৫১
কতক্ষণে শ্রীভট্টগোস্বামী স্থির হৈয়া।
শ্রীজীবে করিলা স্থির অনেক কহিয়া ॥ ২৫২
রাধারমণের সিংহাসন-যাত্রা হন।
এ হেতু হইয়া ব্যস্ত করে আয়োজন ॥ ২৫৩
শ্রীজীব প্রণমি' পুনঃ ভট্ট-গোস্বামীরে।
চলিলেন শীঘ্র করি আপন কুটীরে ॥ ২৫৪
শ্রীনিবাস লাগি অতি উৎকণ্ঠা বাড়িল।
শ্রীনিবাস-গমন সর্বত্র জানাইল ॥ ২৫৫
কতক্ষনে আসিবেন—এই মনে হয়।
ক্ষনে ক্ষণে গিয়া পথ পানে নিরীখয় ॥ ২৫৬
এথা শ্রীনিবাস অতি উদ্বিগ্ন হইয়া।
নিরীখয়ে শোভা বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া ২৫৭
নানা পুষ্পপুঞ্জে মঞ্জু ভ্রমর গুঞ্জরে।
স্থানে স্থানে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করে ॥২৫৮
কোকিলাদি পক্ষী শব্দ করে রসায়ন।
চারিদিকে ফিরে মৃগ-আদি পশুগন ॥ ২৫৯
নানা বৃক্ষ-লতায় বেষ্টিত মনোহর।
দেখিতে এসব নেত্রে অশ্রু নিরন্তর ॥ ২৬০
ব্রজবাসি বৈষ্ণবের আলয় দেখিলা।
শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দির পাশে গেলা ॥ ২৬১
গোবিন্দে দর্শন করিয়া সন্ধ্যাকালে।
আনন্দে উমড়ে হিয়া, ভাসে নেত্রজলে ॥ ২৬২
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ভূমে পড়ি গড়ি যায়।
রহিলেন এক ভিতে প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ২৬৩
মহালোকভিড় সন্ধ্যা-আরতি সময়।
শ্রীনিবাসে শ্রীজীবগোস্বামী অন্বেষয় ২৬৪
শ্রীনিবাস এক ভিতে আছেন পড়িয়া।
অকস্মাৎ সেই স্থানে প্রবেশিল গিয়া ॥ ২৬৫

ভাবের বিকার দেখি' শ্রীজীব-গোসাঞি।
এই শ্রীনিবাস — জানি রহে সেই ঠাঞি ॥ ২৬৬
ভাব সম্বরণ হইলেন কতক্ষণে।
ভূমি হৈতে তুলিলেন শ্রীজীব আপনে ॥ ২৬৭
শ্রীনিবাস নিজ-নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
শ্রীজীব গোসাঞি-পদে প্রণমিয়া ॥ ২৬৮
শ্রীজীব ব্যাকুল হৈয়া সুমধুর ভাষে।
দুই বাহু পসারি ধরিলা শ্রীনিবাসে ॥ ২৬৯
দৃঢ় আলিঙ্গিয়া বন্ধু বলি' সম্বোধয়।
বিনা জিজ্ঞাসায় পাইলেন পরিচয় ॥ ২৭০
পরস্পর মিলনেতে যে আনন্দ হৈল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল ॥ ২৭১
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত শ্রীচৈতন্য-পরিকর।
শ্রীনিবাস দেখি তাঁর আনন্দ অন্তর ॥ ২৭২
একমুখে তাঁর গুণ কহন না হয়।
তিঁহ গোবিন্দের অধিকারী সে সময় ॥ ২৭৩
শ্রীনিবাসে শ্রীমহাপ্রসাদ ভুঞ্জাইঞা।
প্রসাদী তাম্বূল-মালা দিল যত্ন পাঞা ॥ ২৭৪
কে বর্নিতে পারে তিঁহ যত স্নেহ কৈল।
শ্রীনিবাস-গমন সর্বত্র ব্যক্ত হৈল ॥ ২৭৫
শ্রীজীব-গোস্বামী প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া।
নিজ বাসস্থানে গেলা মহাহৃষ্ট হৈয়া ২৭৬
এথা রাধাদামোদর করিলা শয়ন।
এই হেতু রাত্রিযোগে নহিল দর্শন ॥ ২৭৭
শ্রীজীব নিভৃত বাসা দিল শ্রীনিবাসে।
শ্রীনিবাস রহে তথা মনের উল্লাসে ॥ ২৭৮
বৈশাখী পূর্ণিমা নিশি শোভা চমৎকার।
প্রফুল্লিত নানা পুষ্প, সৌগন্ধ্য বিস্তার ॥ ২৭৯
নানা বৃক্ষলতার মাধুর্য্য নিরীখয়।
নেত্রে নিদ্রা নাহি'—হৈল প্রভাত সময় ॥ ২৮০

প্রাতে প্রাতঃক্রিয় সারি' স্নানাদি করিয়া।
শ্রীজীবগোস্বামি পদে প্রণমিল গিয়া ॥ ২৮১
শ্রীজীবগোস্বামী বন্ধুপ্রায় আচরিলা।
রাধাদামোদরের দর্শন করাইলা ॥ ২৮২
শ্রীনিবাস-হৃদয়েতে আনন্দ উথলে।
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে প'ড়ি ভূমিতলে ॥ ২৮৩
অতি খর্ব অপূর্ব বিগ্রহ মনোহর।
নিরখিতে নেত্রে ধারা বহে নিরন্তর ॥ ২৮৪
নেত্র ভ'রি দর্শন করিলা কতক্ষণ।
রাধাদামোদর শ্রীজীবের প্রাণধন ॥ ২৮৫
স্বপ্নাদেশে শ্রীরূপ শ্রীরাধা-দামোদরে।
স্বহস্তে নির্ম্মাণ করি দিল শ্রীজীবেরে ॥ ২৮৬
শ্রীজীবের চরিত বর্ণিতে নাহি পার
শ্রীরূপের পাদপদ্ম সর্বস্ব যাঁহার ॥ ২৮৭
এ সব প্রসঙ্গ নানা ভাষা সংস্কৃতে।
বর্ণিলেন পূর্ব কবি বিখ্যাত জগতে ॥ ২৮৮
তথাহি সাধনদীপিকায়াম্—
শ্রীরূপচরণদ্বন্দ্বরাগিণং ব্রজবাসিনম্।
শ্রীজীবং সততং বন্দে মন্দেষানন্দদায়িনম্ ॥ ২৮৯
রাধাদামোদরো দেবঃ শ্রীরূপেণ প্রতিষ্ঠিতঃ।
জীবগোস্বামিনে দত্তঃ শ্রীরূপেণ কৃপাব্ধিনা ॥ ১৯০
জানাইনু সংক্ষেপে প্রকট-বিবরণ।
রাধা-দামোদর এক জীবের জীবের ॥ ২৯১
নিরন্তর শ্রীজীবের পরম উল্লাস।
দেখিয়া শ্রীরাধাদামোদরের বিলাস ॥ ২৯২
মধ্যে মধ্যে ভক্ষ্যদ্রব্য মাগে শ্রীজীবেরে।
শ্রীজীব দেখয়ে প্রভু ভুঞ্জে যে প্রকারে ॥ ২৯৩
একদিন বাজয় বাঁশী হাসিয়া হাসিয়া।
শ্রীজীবে কহয়ে—মোরে দেখহ আসিয়া ॥ ২৯৪
কৈশোর বয়স, বেশ ভুবনমোহন।
দেখিতেই শ্রীজীব হইল অচেতন ॥ ২৯৫
চেতন পাইয়া হিয়া আনন্দে উথলে।
ভাসয়ে দীঘল দুটী নয়নের জলে ॥ ২৯৬
প্রসঙ্গে কহিনু কিছু ঐছে বহু হয়।
রাধাদামোদর সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ২৯৭
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে কৃপা কৈল।
রাধাদামোদরের চরণে সমর্পিল ॥ ২৯৮
শ্রীরূপগোস্বামীর সমাধি সেইখানে।
তথা শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলেন আপনে ॥ ২৯৯
শ্রীনিবাস সমাধি দর্শন করিয়া।
নেত্রজলে ভাসে, ভূমে পড়ে প্রণমিয়া ॥ ৩০০
শ্রীজীব প্রবোধি শীঘ্র লৈয়া শ্রীনিবাসে।
গেলা শ্রীগোপালভট্টগোস্বামীর পাশে ॥ ৩১১
শ্রীভট্ট গোস্বামী বসি আছেন নির্জ্জনে।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে দুনয়নে ॥ ৩০২
শ্রীনিবাস ভট্ট-গোস্বামির পানে চাঞা।
হইলা অধৈর্য্য ভূমে পড়ে লোটাইঞা ॥ ৩০৩
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে নেত্রে ধারা বয়।
শ্রীজীব দিলেন শ্রীনিবাস-পরিচয় ॥ ৩০৪

শ্রীরূপ গোস্বামীর পদযুগে অনুরাগী, ব্রজবাসী ভক্তগনের হৃদয়ে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা প্রদান করিয়া আনন্দ বিধানকারী শ্রীজীব গোস্বামীকে সতত বন্দনা করি ॥২৮৯

শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী কর্তৃক শ্রীরাধা দামোদর দেব প্রতিষ্ঠিত হন। শ্রীপাদ রূপ গোস্বামী করুনা করিয়া উক্ত সেবা শ্রীজীব গোস্বামীকে প্রদান করেন ॥২৯০

যদ্যপি দহয়ে ভট্ট বিচ্ছেদ-অগ্নিতে।
তথাপি আনন্দ শ্রীনিবাস-নিরখিতে ॥ ৩০৫
স্নেহে শ্রীনিবাস-মাথে ধরি শ্রীচরণ।
বসিতে কহিল কহি সস্নেহ বচন ॥ ৩০৬
পুনঃ শ্রীনিবাসে সমাচার জিজ্ঞাসিল।
শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল ॥ ৩০৭
শুনিয়া গোস্বামী অতি ব্যাকুল-অন্তরে।
মহাদুঃখ পাইলা, কহয়ে বারে বারে ॥ ৩০৮
পুনঃ শ্রীনিবাসের সৌভাগ্য প্রশংসিল।
সনাতন-রূপ স্বপ্নাবেশে জানাইল ॥ ৩০৯
শ্রীজীবগোস্বামী গোস্বামীর কথা শুনি।
অবসরমতে কহে সুমধুর বাণী ৩১০
শ্রীনিবাস দীক্ষা-হেতু ব্যাকুল হিয়ায়।
গোস্বামীর অনুমতি হৈলা দ্বিতীয়ায় । ৩১১
শ্রীজীবগোস্বামী মহা মনের উল্লাসে।
শ্রীরাধারমণে দেখাইলা শ্রীনিবাসে ॥ ৩১২
শ্রীরাধারমণ-মূর্ত্তি অতি মনোহর।
ভাগ্যবন্তজনের সে নয়নগোচর ॥ ৩১৩
অতি সুমধুর ভঙ্গী বিদিত ভুবনে।
প্রকট-সময়ে মহানন্দ বৃন্দাবনে ॥ ৩১৪
প্রকট-প্রসঙ্গ শুন কহিয়ে কিঞ্চিৎ।
শ্রীরাধারমণ ভট্টগোস্বামি-বিদিত ॥ ৩১৫
শ্রীগৌরাঙ্গদেব আজ্ঞা দিল গোস্বামীরে।
শালগ্রাম হৈতে তুমি দেখিবে হরিরে ॥ ৩১৬
গৌরাঙ্গ-আদেশ ভট্ট শ্রীরূপে প্রকাশে।
রূপগোস্বামীত তবে কহে প্রেমাবেশে ॥ ৩১৭
শ্রীগোবিন্দদেব হন সর্বস্ব তোমার।
তথাপি পৃথক্ সেবা কর—ইচ্ছা তাঁর ॥ ৩১৮
তবে কতদিন পর শালগ্রাম হৈতে।
আপনি প্রকট হৈলা লোকের বিদিতে ॥ ৩১৯
কে বুঝিতে পারে শ্রীগোস্বামীর আশয়।
হৈলা কি অপূর্ব্ব ভঙ্গী ভুবন বিজয় ॥ ৩২০
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
ক্রমে এ তিনের মুখ, বক্ষ, শ্রীচরণ ॥ ৩২১
তিন প্রভু একত্র দর্শন এক ঠাঞি।
ঐছে পারিপাটী পূর্ব্বে চিন্তিল গোসাঞি ॥ ৩২২
সনাতনগোস্বামী ভূগর্ভ-আদি যত।
শ্রীরাধারমণসেবা দেখি উল্লসিত ॥ ৩২৩
শ্রীবৈশাখমাসে শ্রীপূর্ণিমা শুভক্ষণে।
শ্রীরাধারমণ বসিলেন সিংহাসনে ॥ ৩২৪
মহামহোৎসব সিংহাসন বিজয়েতে।
ভট্টপ্রেমাধীন প্রভু—বিখ্যাত জগতে ॥৩২৫
এমত প্রকট রাধারমনসুন্দর।
বর্ণিলেন ভাষা সংস্কৃতে বিজ্ঞবর ॥ ৩২৬
তথাহি সাধনদীপিকায়াম্ —
গোবিন্দপাদসর্বস্বং বন্দে গোপালভট্টকম্।
শ্রীমদ্রূপাজ্ঞয়া যেন পৃথক্ সেবা প্রকাশিতা ॥৩২৭
শ্রীরাধারমণো দেবঃ সেবায়া বিষয়ো মতঃ।
কৃতিনা শ্রীল-রূপেণ সোহয়ং যোহসৌ বিভাবিতঃ।
আজ্ঞায়াঃ কারণং তত্র প্রামাণিকমুখাচ্ছ্রুতম্ ॥ ৩২৮
তত্র প্রসিদ্ধমেব—
শ্রীমৎপ্রবোধানন্দস্য ভ্রাতুষ্পুত্রকৃপালয়ম্।
শ্রীমদ্গোপালভট্টং তং নৌমি শ্রীব্রজবাসিনম্ ৩২৯

শ্রীগোবিন্দ পাদ সর্ব্বস্ব শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীকে বন্দনা করি। যিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর আদেশে পৃথক সেবা প্রকাশ করেন ।৩২৭

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীগোবিন্দ দেবকে প্রকট করিয়াছেন। এই শ্রীরাধারমন দেবের পৃথক সেবা প্রকাশের আদেশ প্রদানের কারন বৃন্দাবনের প্রবীন ব্যক্তি গনের মুখেই জ্ঞাত ॥৩২৯

তথাহি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যঠক্কুরস্থানুশাখা

শ্রীমনোহররায় কৃত শ্রীমদনরাগবল্ল্যাম্ —
শ্রীরাধিকা-সহিত শ্রীমদনগোপাল।
বৃন্দাবনেশ্বরী সহ শ্রীগোবিন্দলাল ৩৩০
বৃষভানুকুমারী সহ শ্রীগোপীনাথ
দর্শন সেবায় জন্ম মানিল কৃতার্থ॥ ৩৩১
নিজ সেবা করিতেই উৎকণ্ঠা বাড়িল।
বুঝি গোসাঞির দ্বারে প্রভুর ইচ্ছা হৈল ॥৩৩২
একদিন রূপমাত্র উপলক্ষ্য করি।
মনের আকুতি মনে বিচার আচারি ॥ ৩৩৩
শ্রীগোপালভট্ট গোসাঞির জানি অভিলাষ।
স্বয়ংরূপ শ্রীগোপালে করিলা প্রকাশ ॥ ৩৩৪
সগণ উৎসব করি অভিষেক কৈল।
শ্রীরাধারমণসেবা প্রকট হইল ॥ ৩৩৫
মন্দির করিয়া নিজ-সেবা করি দিল।
অতি বিলক্ষণ-তাহা কহিল, নহিল ॥ ৩৩৬
ঐছে রাধারমণের প্রকট-বিষয়।
অল্পে জানাইনু—ইথে সর্বসুখোদয় ॥ ৩৩৭
শ্রীরাধারমণ ভট্টগোপালের প্রাণ।
তাঁহা বিনা শয়নে স্বপনে নাহি আন ॥ ৩৩৮
শ্রীরাধারমণ-শোভা পিয়ে দেহ ভরি।
শ্রীগোপালভট্ট গুণ —অনঙ্গমঞ্জরী। ৩৩৯
তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্

(১৮৪-শ্লোকঃ)—

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরীম্ ॥৩৪০
রাধারমণের রূপে গুণে মত্ত হৈয়া।
নানা পুষ্পবেশ করে অনুমতি পাইয়া ॥৩৪১
সেবায় পরমানন্দ বাঢ়ে ক্ষনে ক্ষণে।
শ্রী.গৌরচন্দ্রের সেবা সদা পড়ে মনে ॥ ৩৪২
নিজ-গৃহে পিতার আজ্ঞায় গোরাচান্দে।
সেবিলেন সোঙরি ধৈরয নাহি বান্ধে ॥ ৩৪৩
হইয়া বিহ্বল ভাসে নেত্রের ধারায়।
ঘন ঘন শ্রীরাধারমণ পানে চায় ॥ ৩৪৪
গোপালের প্রেমাধীন শ্রীরাধারমন।
শ্রীগৌরসুন্দর মূর্ত্তি হৈলা সেইক্ষণ ॥৩৪৫
নবীন বয়স, বেশ ভুবন মাতায়।
মূরছে মদন কোটি রূপের ছটায় ॥ ৩৪৬
শোভা নিরখিতে হিয়া আনন্দ উথলে।
কি দেখিনু—বলিয় পড়য়ে মহীতলে ॥ ৩৪৭
বিপুল পুলক' আঁখি জলে ভাসি যায়।
শ্রীরাধারমণ গোরচাঁদ গুণ গায় ॥ ৩৪৮
শ্রীগোপালভট্টের যে অভিলাষ মনে।
শ্রীরাধারমণ পূর্ণ করে ক্ষনে ক্ষনে ॥৩৪৯
জগতে বিদিত অতি নিরুপম রীতি।
শ্রীরাধারমণ গোপালের প্রাণপতি ॥ ৩৫০
হেন রাধারমণের দর্শন করিয়া।
শ্রীনিবাস ভূমিতলে পড়ে প্রণমিয়া ॥ ৩৫১
ভাসয়ে নয়ন-জলে নারে স্থির হৈতে।
কহিতে মনের কথা কত উঠে চিত্তে ॥ ৩৫২

শ্রীল প্রবোধানন্দের ভ্রাতুস্পুত্র ব্রজবাসী করুনাময় শ্রীগোপাল ভট্টকে স্তুতি করিতেছি ।।৩২৯

পূর্ব্বের ব্রজলীলার অনঙ্গমঞ্জরী গৌরাঙ্গ লীলায় গোপাল ভট্ট নাম ধারন করিয়াছেন; কোন কোন মহাজন ভট্ট গোস্বামীকে শ্রীগুন মঞ্জরী বলিয়া থাকেন ।।৩৪০

শ্রীরাধারমনে আত্মনিবদন করি ।
করিলা দর্শন কতক্ষণ ধৈর্য্য ধরি ॥৩৫৩
শ্রীজীবগোস্বামী প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া ।
চলিলেন শ্রীরাধারমণে প্রণমিয়া ॥ ৩৫৪
লোকনাথ-ভূগর্ভগোস্বামি-পাশে গেলা ।
তথা শ্রীনিবাসের গমন জানাইলা ॥ ৩৫৫
যদ্যপি দোঁহার অতি ব্যাকুল হৃদয় ।
শ্রীনিবাস আইলা শুনি হৈল হর্ষোদয় ॥৩৫৬
শ্রীনিবাস বন্দিলেন দোঁহার চরণ ।
দোঁহে অতি বাৎসল্যে কৈল আলিঙ্গন ॥৩৫৭
কোল হৈতে ছাড়িতে নারয়ে প্রেমাবেশে ।
নেত্রজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে ॥ ৩৫৮
শ্রীরাধাবিনোদ পাদপদ্মে সমর্পিল ।
দোঁহে শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ কৈল ॥ ৩৫৯
শ্রীনিবাস শ্রীরাধাবিনোদ দরশনে ।
যৈছে প্রেমাবেশ—তা বর্নিবে কোন জনে ? ৩৬০
শ্রীনিবাস লইয়া শ্রীজীব সেইক্ষন ।
করিলেন গিয়া গোপীনাথের দর্শন ॥৩৬১
শ্রীনিবাস শ্রীগোপীনাথের দরশনে ।
হইলা অধৈর্য্য ধারা বহে দুনয়নে ॥ ৩৬২
তথা শ্রীপরমানন্দ শ্রীমধুপণ্ডিত ।
শ্রীনিবাসে দেখি সবে হৈলা উল্লসিত ৩৬৩
করিলা যতেক স্নেহ না হয় বর্ণন ।
তথা হৈতে দেখে গিয়া মদনমোহন ॥ ৩৬৪
শ্রীনিবাস মদনমোহনে নিরখিয়া ।
না ধরে ধৈরয় প্রেমে উথলয়ে হিয়া ॥ ৩৬৫
মদনগোপালে প্রণময়ে বার বার ।
মুখ বুক বহিয়া পড়য়ে অশ্রুধার ॥ ২৬৬
শ্রীনিবাস স্থির হইলেন কতক্ষণে ।
শ্রীজীবগোস্বামী মিলাইল সবা সনে ॥ ৩৬৭
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী আদি যত জন ।
সবে প্রেমাবেশে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন ৷ ৩৬৮
শ্রীনিবাস সবার চরণে প্রণমিল ।
সবে শ্রীনিবাসে মহা অনুগ্রহ কৈল ॥ ৩৬৯
সনাতন গোস্বামীর সমাধি-দর্শনে ।
শ্রীনিবাসে লইয়া চলিলা সর্বজনে ॥ ৩৭০
সনাতনগোস্বামীর সমাধি দেখিয়া ।
শ্রীনিবাস পড়িলেন ভূমে লোটাইয়া ॥ ৩৭১
শ্রীনিবাস হৈলা যৈছে না হয় বর্ণন ।
শ্রীনিবাস-কান্দয়ে কান্দয়ে সর্ব্বজন ॥ ৩৭২
সবে অতিশয় স্নেহ করি শ্রীনিবাসে ।
করিল প্রবোধ কত সুমধুর ভাষে ॥ ৩৭৩
শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীনিবাসের লইয়া ।
আইলা আপন বাসা অতিহৃষ্ট হৈয়া ৷ ৩৭৪
কল্য প্রাতঃকালে শ্রীনিবাসে শ্রীগোসাঞি ।
করিবেন শিষ্য—জানাইলা সর্বঠাঞি ॥ ৩৭৫
শ্রীনিবাস আপনার ভাগ্য প্রশংসিল ।
সে দিবস বিবিধ প্রসঙ্গে গোঙাইল ॥ ৩৭৬
তারপরদিন স্নান করি শ্রীনিবাস ।
শ্রীজীবের সঙ্গে গেলা গোস্বামীর পাশ ॥ ৩৭৭
এথা ভট্টগোস্বামী পরম প্রেমময় ।
রাধারমনের পরিচর্যাদি করয় ॥ ৩৭৮
শ্রীজীব গোস্বামী গোস্বামীরে প্রণমিয়া ।
শ্রীনিবাস-প্রসঙ্গ কহিলা হর্ষ হৈয়া ॥৩৭৯
শ্রীনিবাস গোস্বামিচরণে প্রণময় ।
দেখি গোস্বামীর হৈল প্রসন্ন হৃদয় ॥ ৩৮০
শ্রীনিবাসে শ্রীরাধারমণ-সন্নিধানে ।
করিলেন শিষ্য অতি অপূর্ব বিধানে ॥ ৩৮১
সাধন-প্রক্রিয়া অতি যত্নে জানাইল ।
শ্রীরাধারমণ গৌরচন্দ্রে সমর্পিল ॥৩৮২

শ্রীনিবাস পড়িয়া গোসাঞিঃ-পদতলে।
করিল অনেক দৈন্য ভাসি নেত্রজলে ॥ ৮৩
গোসাঞির নেত্রধারা নহে নিবারন।
সর্বসিদ্ধি হৌক—বলি কৈল আলিঙ্গন ॥ ৩৮৪
শ্রীজীবেরে স্নেহে শ্রীনিবাসে সমর্পিল।
শ্রীনিবাস প্রণমিতে তিঁহ প্রণমিল ॥ ৩৮৫
শ্রীজীবগোস্বামী আলিঙ্গয়ে শ্রীনিবাসে।
হইলা অধৈর্য—দোঁহে নেত্রজলে ভাসে।
শ্রীনিবাস শিষ্যকথা ব্যাপিল সর্বত্র।
শ্রীনিবাস সবার পরম স্নেহপাত্র ॥ ৩৮৭
আইলেন সবে রাধারমন দর্শনে।
শ্রীনিবাসদর্শন করিলা সর্বজনে ॥ ৩৮৮
হৈল যে উৎসব তাহা কে পারে বর্নিতে ?
সবে মহাহর্ষ শ্রীনিবাসের চরিতে ॥ ৩৯৯
তার পরদিবস শ্রীজীব শ্রীনিবাসে।
পাঠাইলা শ্রীকুণ্ডে গোস্বামীর পাশে ॥ ৪৯০
শ্রীনিবাসে দেখি শ্রীদাস গোসাঞি।
অনুগ্রহ কৈল যত তার অন্ত নাই ॥ ৩৯১
শ্রীরাঘব কৃষ্ণদাসক বিরাজ আদি
শ্রীনিবাসে কৈল সবে কৃপার অবধি ॥ ৩৯২
তিন দিন রহি রাধাকুণ্ড গোবর্ধনে।
সবা অনুমতি লৈয়া আইলা বৃন্দাবনে ॥ ৩৯৩
পাইয়া সবার আজ্ঞা পরম সন্তোষে।
পাঠারম্ভ কৈল শীঘ্র অপূর্ব দিবসে ॥ ৩৯৪
শ্রীমদ্ভাগবত গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
অনায়াসে স্ফুরে দেখি হর্ষ সর্বজন ॥ ৩৯৫
একদিন শ্রীজীব উজ্জ্বল বিলোকয়।
উদ্দীপনবিভাবের পদ্য বিচারয় ॥ ৩৯৬
তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনবিভাবে—
সখি রোপিতো দ্বিপত্রঃ শতপত্রাক্ষেণ যো ব্রজদ্বারি
সোঽয়ং কদম্ব ডিম্ভঃ ফুল্লো বল্লভবধূস্তুদতি ॥ ৩৯৭
এ শ্লোকের ভাব ব্যাখ্যা স্ফূর্তি না হইল।
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে জিজ্ঞাসিল ॥ ৩৯৮
শ্রীনিবাস শ্রীরূপ গোস্বামী স্ফুরাইলা।
কৈল ভাব ব্যাখ্যা শুনি সবে হর্ষ হৈলা ॥ ৩৯৯
এ-শ্লোকের ভাব-ব্যাখ্যা অতি চমৎকার।
বিস্তারিলা শ্রীউজ্জ্বল গ্রন্থে টীকাকার ॥ ৪০০
সবে শ্রীনিবাসে শক্তি দেখিয়া বিস্ময়।
পরস্পর বিবিধ প্রকারে প্রশংসয় ॥ ৪০১
সর্বত্রানুমতি লৈয়া শ্রীজীব উল্লাসে।
শ্রীআচর্য-পদবী দিলেন শ্রীনিবাসে ॥ ৪০২
ইথে শ্রীনিবাস অতি লজ্জাযুক্ত হৈলা।
শ্রীজীব জানিয়া স্নেহাবেশে সম্বোধিলা ॥ ৪০৩
শ্রীজীবগোস্বামি-আজ্ঞায় আচার্য অনুক্ষণ।
ব্রজবাসী বৈষ্ণবে করান অধ্যয়ন ॥ ৪০৪
একদিন শ্রীনিবাস বসিয়া নির্জনে।
হইয়া ব্যাকুল কথা কহে মনে মনে ॥ ৪০৫
নরোত্তম নাম-মাত্র শ্রবনে শুনিল।
শ্রবণ-মাত্রেতে মহা আনন্দ পাইল ॥ ৪০৬
তিঁহ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের কৃপা পাত্র।
তাঁহারে দেখিলে না ছাড়িব তিলমাত্র ॥ ৪০৭
না জানি তাঁহার দেখা পাব কত দিনে।
ঐছে বিচারিতে অশ্রু ঝরে দুনয়নে ॥ ৪০৮

হে সখী! কমল লোচন শ্রীকৃষ্ণ গোকুলের প্রবেশ মুখে দ্বিপত্র কদম্ব চারা রোপন করিয়াছিল; তাহা বিকসিত হইয়া পুষ্পাদিতে শোভমান হয়তঃ গোপবধুগনকে বিরহ উদ্দীপনায় ব্যথিত করিতেছে ॥৩৯৭

প্রভু ইচ্ছামতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নছলে শ্রীরূপগোসাঞি দেখা দিল। ৪০৯
তিঁহ কহে—কালি দেখা হবে তাঁর সনে।
এত কহি অন্তর্ধান হৈল সেইক্ষণে॥ ৪১০
শ্রীনিবাস-আচার্য পরম হর্ষ হৈলা।
তার পরদিন নরোত্তমেরে মিলিলা॥ ৪১১
দোঁহে দোঁহা দেখি নেত্রে বহে অশ্রুধার।
স্বাভাবিক প্রেমোদয় হইল দোঁহার॥ ৪১২
শ্রীনিবাস কহে বিধি সদয় হইল।
নরোত্তম হেন রত্ন আনি মিলাইল॥ ৪১৩
ঐছে কত কহে স্নেহবিবশ হইয়া।
সে-সব শুনিতে কার না জুড়ায় হিয়া॥ ৪১৪
নরোত্তমে আলিঙ্গন করে বারে বারে।
শ্রীনিবাস কোল হৈতে ছাড়িতে না পারে॥৪১৫
শ্রীসীতা মাতার বাক্য করিয়া স্মরণ।
কতক্ষনে কৈল আচার্য ধৈর্যাবলম্বন॥ ৪১৬
নরোত্তম শ্রীনিবাসাচার্যে প্রণমিয়া।
করিল অনেক দৈন্য অশ্রুযুক্ত হৈয়া ৪১৭
শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম—প্রেমময়।
সর্বত্র ব্যাপিল এ-দোঁহার প্রণয় ৪১৮
নরোত্তম মহানন্দে নিমগ্ন হইল।
প্রভু লোকনাথ পদে আত্ম-সমর্পিল॥ ৪১৯
নরোত্তম চেষ্টা দেখি প্রভু লোকনাথ।
দীক্ষামন্ত্র দিয়া সুখে কৈল আত্মসাৎ॥ ৪২০
শ্রীগোপালভট্ট আদি সবে কৃপা কৈল।
শ্রীজীব গোস্বামী পাঠারম্ভ করাইল॥ ৪২১
অল্প দিনে বহু শাস্ত্র হৈল অধ্যয়ন।
দেখি হেন শক্তি প্রশংসয়ে সর্বজন॥৪২২
অন্যের দুর্গম ঐছে প্রকাশে আশয়।
শ্রীজীব গোস্বামী সদা হর্ষ অতিশয়॥ ৪২৩
সর্বত্রই সবার লইয়া অনুমতি।
নরোত্তমে দিলেন "শ্রীমহাশয়" খ্যাতি॥ ৪৩৪
বৃন্দাবনে আনন্দ হইল সবাকার।
শ্রীজীবের স্নেহ যত নারি বর্ণিবার॥ ৪৩৫
শ্রীনীবাস-নরোত্তম প্রেমের ভাজন।
শ্রীজীবের যেন দুই বাহু দুই জন॥৪২৬
শ্রীরূপ-সনাতন-গুণে মগন হইয়া।
সদা ভক্তিরস আস্বাদয়ে দোঁহা লৈয়া॥ ৪২৭
এ-সব শুনিতে যাঁর প্রসন্ন অন্তর।
তাঁরে ভক্তিরত্ন দেন প্রভু বিশ্বম্ভর॥ ৪২৮
শ্রীনিবাস আচার্য চরন চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥ ৪২৯

ইতি শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য গৌড়ভ্রমণ-বৃন্দাবন-গমনাদিবর্ণন নাম চতুর্থস্তরঙ্গ।

পঞ্চম তরঙ্গ

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ সর্বেশ্বর।
জয় জয় নিত্যানন্দ দেব হলধর ॥ ১
জয় শ্রীঅদ্বৈত ভক্তিদাতা শিরোমণি।
জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমখনি ॥ ২
জয় জয় শ্রীবাস পণ্ডিত দীনবন্ধু।
জয় সনাতন রূপ করুণার সিন্ধু ॥ ৩
জয় দয়াময় শ্রীপ্রভুর ভক্তগণ।
অনুগ্রহ কর সবে লইনু শরণ ॥ ৪
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয় সদয় ॥ ৫
শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তম মহাশয়ে।
শ্রীজীবের স্নেহ যৈছে কহিল না হয়ে ॥ ৬
একদিন শ্রীজীবগোস্বামী কৈল মনে।
দোঁহে পাঠাইব শীঘ্র সর্বত্র দর্শনে ॥ ৭
সঙ্গে কে যাবেন মনে ঐছে বিচারিতে
রাঘব গোসাঞি আইল গোবর্ধন হইতে ॥ ৮
শ্রীজীব গোস্বামী তাঁরে দেখি হর্ষ হৈয়া।
জিজ্ঞাসিল কুশল আসনে বসাইয়া ॥ ৯
তেঁহো কহে ব্রজে আমি করিব ভ্রমণ।
এই হেতু হৈল শীঘ্র আমার গমন ॥ ১০
শ্রীজীব কহয়ে ভাল হৈল সর্বমতে।
শ্রীনিবাস নরোত্তম যাবেন সঙ্গেতে ॥ ১১
শুনি শ্রীরাঘব অতি আনন্দ পাইলা।
হেন কালে শ্রীনিবাস নরোত্তম আইলা ১২
দুহুঁ প্রণমিতে দোঁহে কৈলা আলিঙ্গন।
হইল দোঁহার মহা উল্লসিত মন ॥ ১৩
শ্রীজীব গোস্বামী নরোত্তম শ্রীনিবাসে।
শ্রীবন ভ্রমন কথা কহিল উল্লাসে ॥ ১৪
শুনি শ্রীনিবাস নরোত্তম হর্ষমনে।
সর্বত্র বিদায় হইল সেই ক্ষণে ॥ ১৫
শ্রীজীবগোস্বামী মহা-মনের সন্তোষে।
করিল বিদায় নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥ ১৬
শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস নরোত্তমে লইয়া।
গেলেন মথুরা অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৭
শ্রীকেশবদেবের মন্দির-সন্নিধানে।
রহিলেন শ্রীসুবুদ্ধিছিলেন যেখানে ॥ ১৮
শ্রীসুবুদ্ধিরায়ের কহিয়া গুণগণ।
সন্ধ্যা সময়েতে কৈল শ্রীনামকীর্তন ॥ ১৯
প্রেমানন্দে সদা মত্ত রাঘব গোসাঞি।
রাঘবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই ॥ ২০
দাক্ষিণাত্য বিপ্র মহাকুলীন প্রচার।
পরমবৈষ্ণব ক্রিয়া কে বর্নিবে তাঁর ॥ ২১
দীনহীনে অনুগ্রহ সীমা দেখাইল।
ভক্তিরত্ন প্রকাশাদি গ্রন্থ যে বর্নিলা ২২
যাহার সর্বস্ব শ্রীপর্বত গোবর্ধন।
গোবর্ধনে বাস সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষন ॥ ২৩
তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১৬২

শ্লোকঃ —

শ্রীরাধাপ্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।
সাদ্য রাঘব-গোস্বামী গোবর্ধনকৃতস্থিতিঃ।
ভক্তিরত্ন প্রকাশাখ্য-গ্রন্থো যেন প্রকাশিতঃ ॥২৪

বৃন্দাবনে শ্রীরাধার প্রান স্বরূপা চম্পকলতা সখী এখন গোবর্দ্ধনবাসী শ্রী রাঘব পণ্ডিত। তিনি ভক্তিরত্ন প্রকাশ গ্রন্থ খানি প্রকাশ করেন ॥২৪

মধ্যে মধ্যে ব্রজেতে ভ্রমন করে রঙ্গে ।
মধ্যে মধ্যে রহে দাসগোস্বামীর সঙ্গে ॥ ২৫
কভু কভু এক যোগে আসি বৃন্দাবনে ।
মহানন্দ পায় প্রভুগণের দর্শনে ॥ ২৬
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচরিত্র সদা গায় ।
না ধরে ধৈরয নেত্রজলে ভাসি যায় ॥ ২৭
ধূলায় ধূসর স্পৃহা নাহি ভক্ষণেতে ।
প্রবল বৈরাগ্য-চেষ্টা কে পারে বুঝিতে ॥ ২৮
শ্রীনিবাস-নরোত্তম প্রেমভক্তিময় ।
দোঁহে এক জানি স্নেহ করে অতিশয় ॥ ২৯
প্রদোষ-সময়ে দোঁহে কহয়ে বিরলে ।
কৃষ্ণের অশেষ লীলা মথুরা-মণ্ডলে ॥৩০
মথুরা-মণ্ডলে রাজা বজ্রনাভ হৈলা ।
কৃষ্ণলীলা নামে বহু গ্রাম বসাইলা ॥৩১
শ্রীবিগ্রহ-সেবা কৈলা কুণ্ডাদি-প্রকাশ ।
নানারূপে পূর্ণ হইল তাঁর অভিলাষ ॥ ৩২
কথোদিন পরে সব হৈল গুপ্তপ্রায় ।
তীর্থ-প্রসঙ্গাদি কেহো না করে কোথায় ॥৩৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ব্রজেন্দ্রকুমার ।
মথুরা আইলা হইলা কৌতুক অপার ॥ ৩৪
করিয়া ভ্রমন কিছু দিশা দর্শাইলা ।
সনাতন-রূপ-দ্বারে সব প্রকাশিলা ॥ ৩৫
যদ্যপি সে সব স্থান বেদ্য সে দোঁহার ।
তথাপি করিলা শাস্ত্ররীত অঙ্গীকার ॥ ৩৬
নানা শাস্ত্রপ্রমাণ করিয়া সঙ্কলন ।
করিলেন ব্রজেতে ভ্রমন দুই-জন ॥ ৩৭
গুপ্ততীর্থ উদ্ধার করিল যত্ন করি ।
ব্যক্ত কৈল রাধাকৃষ্ণ-রসের মাধুরী ॥ ৩৮
প্রভুপ্রিয় রূপসনাতনের কৃপায় ।
মথুরা মহিমা এবে সর্বলোকে গায় ॥ ৩৯
মথুরা-মণ্ডল এই বিংশতিযোজনে ।
ঘুচয়ে পাতক সব যথা তথা স্নানে ॥৪০

তথাহি আদিবারাহে—

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্ ।
যত্র তত্র নরঃ স্নাতো মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ ॥৪১

যৈছে সূর্যোদয়ে অন্ধকার দূর করে ।
যৈছে বজ্রভয়েতে পর্বত কাঁপে ডরে ॥৪২
গরুড়ে দেখিয়া যৈছে সর্প পায় ভয় ।
যৈছে মেঘঘটা বায়ুস্পর্শে দূর হয় ॥ ৪৩
যৈছে তত্ত্বজ্ঞানে দুঃখ না রহে কিঞ্চিৎ ।
সিংহে দেখি যৈছে মৃগ হয়েন্ত কম্পিত ॥ ৪৪
তৃণ পুঞ্জ অগ্নিসংযোগেতে হয় যৈছে ।
মথুরা দর্শনে সর্ব পাপ ধ্বংস তৈছে ॥ ৪৫

তথাহি আদিবারাহে—

সূর্যোদয়ে তমো নশ্যেৎ যথা বজ্রভয়ান্নগাঃ ।
তার্ক্ষ্যং দৃষ্ট্বা যথা সর্পা মেঘা বাতহতা ইব ॥ ৪৬
তত্ত্বজ্ঞানাদ্‌যথা দুঃখং সিংহং দৃষ্ট্বা যথা মৃগাঃ ।
তথা পাপানি নশ্যন্তি মথুরাদর্শনাৎক্ষনাৎ ॥ ৪৭

আমার মথুরামণ্ডল বিংশতি যোজন বিস্তৃত। যত্র তত্র স্নান করিয়া লোক সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয় ॥ ৪১

সূর্য্যোদয়ে যেরূপ অন্ধকার নষ্ট হয়, বজ্রপাত ভয়ে যেরূপ পর্বত বিনষ্ট হয়, গরুড় দর্শনে সর্পকুলও প্রবল বায়ুর প্রভাবে যেমন মেঘ অদৃশ্য হয়, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে দুঃখ নাশ হয়, সিংহ দেখিয়া মৃগগন পলায়ন করে, তদ্রূপ মথুরা মণ্ডল দর্শনে পাপ সকল ক্ষনকাল মধ্যে বিনাশ হইয়া থাকে ॥৪৬—৪৭

অন্যযথা পাদ্মে পাতালখণ্ডে হরগৌরী-সংবাদে—
যথা তৃণসমূহস্তু জ্বলয়ন্তি স্ফুলিঙ্গকাঃ।
তথা মহান্তি পাপানি দহতি মথুরাপুরী ॥ ৪৮
বিংশতিযোজন এই মথুরামণ্ডলে।
পদে পদে অশ্বমেধযজ্ঞ-পুণ্য মিলে ॥ ৪৯

তথাহি আদিবারাহে—
বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্।
পদে পদেঽশ্বমেধীয়ং পুণ্যং নাত্র বিচারণম্ ॥ ৫০
জ্ঞানে বা অজ্ঞানেতে যে পাপ উপার্জয়।
অন্যত্র কৃত সে পাপ মথুরা নাশয় ॥ ৫১

তথাহি আদিবারাহে—
অন্যত্র হি কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।
জ্ঞানতোঽজ্ঞানতো বাপি যৎ সমুপার্জিতম্ ॥ ৫২
বহুজন্মার্জিত পাপ মথুরা বিনাশে।
মথুরামহিমা সর্বপুরাণে প্রকাশে ॥ ৫৩

পাদ্মে পাতালখণ্ডে—
বহুজন্মানিপাপানি সঞ্চিতানি নিবর্ত্তন্তে।
মথুরা প্রভবং পাপং নশ্যতি ক্ষণমাত্রতঃ ॥ ৫৪

মথুরায় কৈলে পাপ মথুরা নাশয়ে।
স্থিতি হৈলে ধর্ম অর্থ কাম-মোক্ষ পায়ে ॥ ৫৫

তথাহি বায়ুপুরাণে—
মথুরায়াং কৃতং পাপং মথুরায়াং বিনশ্যতি।
ধর্মার্থ-কাম মোক্ষাখ্যং স্থিত্বা তত্র লভেন্নরঃ ॥ ৫৬
অন্যত্র প্রারব্ধ পাপ ভুঞ্জে দশ বর্ষ।
মথুরাতে সে পাপ ভুঞ্জয়ে দিন দশ ॥ ৫৭

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—
অন্যত্র দশভির্বর্ষৈঃ প্রারব্ধং ভুঞ্জতে তু যৎ।
কিল্বিষং তন্মহাদেবি মাথুরে দশভির্দিনৈঃ ॥ ৫৮
সর্বতীর্থ অধিক শ্রীমথুরা নিশ্চয়।
কৃষ্ণপ্রিয় স্থান ঐছে অন্যত্র না হয় ॥ ৫৯

তথাহি আদিবারাহে
ন বিদ্যতে চ পাতালে নান্তরীক্ষে ন মানুষে।
সমস্তং মথুরায়া হি প্রিয়ং মম বসুন্ধরে ॥ ৬০
ভারতবর্ষেতে ফল মিলে বহু দিনে।
সে ফল মিলয়ে এই মথুরা স্মরণে ॥৬১

যেমন ক্ষুদ্র অগ্নি কনা তৃনরাশিকে ভস্মীভূত করে; তদ্রূপ মথুরাপুরী মহাপাতক সকল নাশ করিয়া থাকে ॥৪৮

আমার মথুরামণ্ডল বিংশতি যোজন বিস্তৃত। তাহাতে প্রতি পদক্ষেপে অশ্বমেধ যজ্ঞের সুকৃতি লাভ হয়। এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই ॥৫০

অন্যস্থান কৃত পাপ এবং জ্ঞান—অজ্ঞান জনিত উপার্জ্জিত পাপ মথুরায় বিনষ্ট প্রাপ্ত হয় ॥৫২

বহু জন্মের সঞ্চিত পাপ রাশি মথুরায় নিবৃত্ত হয়। আর মথুরাতে উৎপন্ন পাপ ক্ষন মাত্রেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥৫৪

মথুরায় অর্জ্জিত পাপ রাশী মথুরাতেই বিনষ্ট হয়। আর মথুরায় অবস্থান করিয়া ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ লাভ করিয়া থাকে ॥৫৬

হে মহাদবী! অন্যস্থানে যে প্রারব্ধ কর্ম ভোগ করে, মথুরামণ্ডলে সেই পাপ দশদিনে ভোগ করিয়া থাকে ॥৫৮

হে বসুন্ধরে! মথুরার সমান প্রিয় স্থান পাতালে, মনুষ্যধামে এবং অন্তরীক্ষে আর কোথাও নাই ॥৬০

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদবাক্যম্—

ত্রিংশদ্বর্ষসহস্রাণি ত্রিংশদ্বর্ষ-শতানি চ।
যৎ ফলং ভারতে বর্ষে তৎ ফলং মথুরাং স্মরন্ ॥৬২

যে না দেখি' মথুরা দেখিতে যেবা চায়।
যথা তথা মৈলে সে মাথুরে জন্ম পায় ॥৬৩

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে

ন দৃষ্টা মথুরা যেন দিদৃক্ষা যস্য জায়তে।
যত্র তত্র মৃতস্যাস্য মাথুরে জন্ম জায়তে ॥৬৪

সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীমথুরা বহু তীর্থাশ্রয়।
মথুরাতে তীর্থ যত সংখ্যা নাহি হয় ॥৬৫

তথাহি আদিবারাহে—

ষষ্টি কোটিসহস্রাণি ষষ্টিকোটিশতানি চ।
তীর্থসংখ্যা চ বসুধে মথুরায়াং ময়োদিতা ॥ ৬৬

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

রজসাং গণনা ভুমেঃ কালেনাপি ভবেন্নৃপ।
মাথুরে যানি তীর্থানি তেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে ॥৬৭

মথুরা-নিবাস শাস্ত্রে উপদেশে।
সর্ব্বসিদ্ধি হয় এই মথুরা-নিবাসে ॥ ৬৮

তথাহি পাতালখণ্ডে—

কুরু ভো কুরু ভো বাসং মাথুরীয়াংপুরীংপ্রতি।
যত্র গোপাশ্চ গোবিন্দস্ত্রৈলোক্যস্য প্রকাশকঃ ॥৬৯

তথাহি তত্রৈব—

রে রে সংসারমগ্নাঢ্য শিক্ষামেকান্ততঃ শৃণু।
যদীচ্ছসি সুখং সান্দ্রং বাস কুরু মধোঃ পুরে ॥ ৭০

যে মথুরা ত্যজি করে স্পৃহা অন্যত্রেতে।
সে অতি পামর মুগ্ধ প্রভুর মায়াতে ॥ ৭১

তথাহি আদিবরাহে

মথুরাঞ্চ পরিত্যজ্য যোহন্যত্র কুরুতে রতিম্।
মূঢ়ো ভ্রমতি সংসারে মোহিতো মম মায়য়া ॥ ৭২

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে চ—

মথুরামপি সংপ্রাপ্য যোহন্যত্র কুরুতে স্পৃহাম্।
দুর্ব্বুদ্ধেস্তস্য কিং জ্ঞানমজ্ঞানেন বিমোহিতঃ ॥ ৭৩

ভারতবর্ষের অন্যত্র ত্রিশ সহস্র ও ত্রিশ শত বৎসর করিয়া যে ফল লাভ হয়; একমাত্র স্মরন মাত্রেই সেই ফল প্রাপ্ত হয় ॥৬২
যাহার মথুরা দর্শনে আকাঙ্খা হইয়াছে অথচ দর্শন করা সম্ভব হয় নাই, তাঁহার যত্র তত্র মৃত্যু হউক না কেন মথুরাতে জন্ম হইয়া থাকে ॥৬৪

হে বসুধে! আমি মথুরা মণ্ডলে ষাট হাজার কোটি ও ষাট শত কোটী তীর্থ সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছি ॥৬৬
হে রাজন! কালক্রমে পৃথিবীর ধুলিকনা গননা সম্ভব হইলে ও মথুরা মণ্ডলের তীর্থ গুলির সংখ্যা নিরূপন করা সম্ভব নহে ॥৬৭

যেখানে ত্রিলোকের প্রকাশ কারী গোবিন্দ ও গোপীগন বিরাজ করিতেছেন, সেই মথুরাতে বাস কর, বাস কর ॥৬৯
ওহে, ওহে সংসার মগ্ন বিষয়ীগন যথার্থ শিক্ষা একান্ত ভাবে শ্রবন কর। যদি স্থায়ী সুখ লাভের আকাঙ্খা কর; তবে মধুপুরীতে অবস্থান কর ॥৭০

যে ব্যক্তি, মথুরা বাস বাঞ্ছা ত্যাগ করিয়া অন্যধাম বা স্থানে অনুরাগী হয়, সেই মূঢ় ব্যক্তি আমার মায়ায় মোহিত হইয়া সংসারে পরিভ্রমন করে ॥৭২

যে ব্যক্তি মথুরা ধাম প্রাপ্ত হইয়া অন্যত্র স্পৃহা করে; সেই দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি জ্ঞান কি? সে অজ্ঞান প্রভাবে বিমোহিত।

যার কোন গতি নাই সর্ব্ব প্রকারেতে।
মথুরা তাহার গতি বিদিত শাস্ত্রেতে॥ ৭৪

তথাহি আদিবারাহে—
মাত্রা পিত্রা পরিত্যক্তা যে ত্যক্তা নিজবন্ধুভিঃ।
যেষাং ক্বাপি গতির্নাস্তি যেষাং মধুপুরী গতিঃ॥৭৫
সারাৎ সারতরং স্থানং গুহ্যনাং গুহ্যমুত্তমম্।
গতিমন্বেষমাণানাং মথুরা পরমা গতিঃ॥ ৭৬
মথুরাতে স্বয়ং-কৃষ্ণ স্থিতি নিরন্তর।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র বিস্তারিত মনোহর॥ ৭৭

তথাহি আদিবারাহে—
মথুরায়াঃ পরং ক্ষেত্রং ত্রৈলোক্যে ন হি বিদ্যতে।
যস্যাং বসামাহং দেবি মথুরায়াস্তু সর্ব্বদা॥ ৭৮

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থস্কন্ধে—
তত্তাত গচ্ছ ভদ্রং তে যমুনায়াস্তটং শুচি।
পুণ্যং মধুবনং যত্র সান্নিধ্যং নিত্যদা হরেঃ॥ ৭৯

তথা হি বিষ্ণুপুরাণে—
হত্বা চ লবণং রক্ষো মধুপুত্রং মহাবলম্।
শত্রুঘ্নো মথুরা নাম পুরীং যত্র চকার বৈ॥ ৮০
তত্রৈব দেবদেবস্য সান্নিধ্যং হরিমেধসঃ।
সর্ব্বপাপহরে তস্মিন্ তপস্তীর্থে চকার সঃ।৮১

তথাহি বায়ুপুরাণে
চত্বারিংশদ্যোজনানাং ততস্তু মথুরা স্থিতা।
তত্র দেবো হরিঃ সাক্ষাৎ স্বয়ং তিষ্ঠতি সর্ব্বদা॥ ৮২
শ্রীকৃষ্ণকৃপাতে মথুরাতে রতি হয়।
পুণ্য-দানতপাদিতে অলভ্য নিশ্চয়॥ ৮৩

তথাহি আদিপুরাণে
ন তৎ পুণ্যৈর্ন তদ্দানৈর্ন তপোভির্ন তজ্জপৈঃ।
ন লভ্যং বিবিধৈর্যাগৈর্লভ্যতে মদনুগ্রহাৎ॥ ৮৪
শ্রীবিষ্ণুকৃপয়া নূনং তত্রবাসো ভবিষ্যতি।
বিনা কৃষ্ণ প্রসাদেন ক্ষন মাত্রং ন তিষ্ঠতি॥ ৮৫

তথাহি পাদ্মে উত্তরখণ্ডে—
হরৌ যেষাং স্থিরা ভক্তির্ভূয়সী যেষু তৎকৃপা।
তেষামেব হি ধন্যানাং মথুরায়াং ভবেদ্রতিঃ॥ ৮৬

যাহার পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, যাদের কোন গতি নাই; তাহাদের গতি মথুরা সার হইতে সারতর। এবং গুহ্য সকলের মধ্যে উত্তম স্থান। গতি অন্বেষণ কারী গনের মথুরাই পরমাগতি॥৭৫—৭৬

মথুরা অপেক্ষা পরম ধাম ত্রিলোক মধ্যে নাই; যেখানে আমি সর্ব্বদা অবস্থান করি॥৭৮

হে বৎস্য যথায় শ্রীহরির নিত্য সান্নিধ্য রহিয়াছে; সেই যমুনার তীরে পরম পবিত্র পুন্যময় মধুবনে গমন কর॥৭৯

মধু রাক্ষসের পুত্র মহাবলশালী লবনকে বধ করিয়া শত্রুঘ্ন মথুরা পুরী নির্মান করিয়াছিলেন, তথায় হরিপরায়ন দেবাদি দেব মহেশ্বরের অবস্থান; সর্বপাপ হারী সেই তীর্থে তপস্যা করিয়াছিলেন॥৮০-৮১

তারপর চল্লিশ যোজন বিস্তৃত মথুরা অবস্থিত। সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীহরি সর্বক্ষন তথায় অবস্থান করেন॥৮২

মথুরায় বাস বহু পুন্য, দান তপস্যা জপ যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমেই হয় না। আমার কৃপাতেই তাহা লাভ হয়॥৮৩

শ্রীবিষ্ণু কৃপা প্রভাবে নিশ্চয়ই মথুরায় বাস হয়। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতিরেকে কেহই অবস্থান করিতে পারে না॥৮৫

যাহাদের শ্রীহরিতে অচলাভক্তি; যাদের প্রতি শ্রীহরির কৃপা; সেই ধন্য ব্যক্তিগনেরই মথুরাধামে রতি হইয়া থাকে॥৮৬

মথুরা লভ্য ভগবদ্ধ্যানাদিতে হয়।
অন্যথা অপ্রাপ্য মধুপুরী সুনিশ্চয় ॥৮৭

তথাহি পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে—

যদা বিশুদ্ধাস্তপ-আদিনা জনাঃ
শুভাশ্রয়া ধ্যায়ধনা নিরন্তরম্।
তদৈব পশ্যন্তি মমোত্তমাং পুরীং
ন চান্যথা কল্পশতৈর্দ্বিজোত্তম ॥ ৮৮

শ্রীমথুরা মোক্ষপ্রদা সর্ব্ব প্রকারেতে।
পুরাণাদি কহে ব্যক্ত. বিদিত জগতে ॥ ৮৯

তথাহি আদিবারাহে—

যা গতির্যোগযুক্তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য মনীষিণঃ।
সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান্ মথুরায়াং নরস্য চ ॥৯০
তীর্থে চৈব গৃহে বাপি চত্বরে পথি চৈব হি।
যত্র তত্র মৃতা দেবি মুক্তিং যান্তি ন চান্যথা ॥ ৯১
কাশ্যাদিপুর্য্যো যা হি সন্তি লোকে
তাসান্তু মধ্যে মথুরৈব ধন্যা।
আজন্মমৌঞ্জীকৃতমৃত্যুদাহৈ-
র্নৃনাং চতুর্দ্ধা বিদধাতি মোক্ষম্ ॥ ৯২
কৃমিকীটপতঙ্গাদ্যা মথুরায়াং মৃতা হি যে।
কূলং পতন্তি যে বৃক্ষাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥ ৯৩

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

চাণ্ডালপুক্কসস্ত্রীণাং জীবহিংসারতস্য চ।
মথুরাপিণ্ডদানেন পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৯৪
প্রণাল্যাং মিষ্টকে চাপি শ্মশানে ব্যোম্নি মঞ্চকে।
অট্টালে বা মৃতা দেবি মাথুরে মুক্তিমাপ্নয়ুঃ ॥ ৯৫

তথাহি সৌরপুরাণে—

অস্তীহ মথুরা নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা।
কৃষ্ণপাদরজো মিশ্রবালুকা পূতবীথিকা ॥ ৯৬

হে দ্বিজোত্তম! যখন লোকে তপস্যার দ্বারা বিশুদ্ধ, নিরন্তর ধ্যানপরায়ন ও শুভ পথানুগামী হয়, তখনই মম সর্ব্বোত্তম মথুরাপুরী দর্শন করিতে পারে, অন্যথা শত কল্পে ও পারে না ॥৮৮

যোগী ব্রহ্মজ্ঞ মনিষীগনের যে গতি লাভ হয়; মথুরার প্রান ত্যাগ করিয়া মনুষ্যের সেই গতি লাভ হইয়া থাকে ॥৯০

হে দেবি! মথুরার তীর্থস্থানাদিতে, গৃহে চত্বরে, পথে, যেখানে সেখানে মৃত ব্যক্তির মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। ইহাতে অন্যথা হয় না ॥৯১

কাশী প্রভৃতি যে সমস্ত পুরী রহিয়াছে তাহার মধ্যে মথুরাই শ্রেষ্ঠ। এখানে আজন্ম ব্রহ্মচর্য পালন, মৃত্যু ও দাহ হইলে সকলের চারি প্রকার মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে ॥৯২

কৃমি-কীট-পতঙ্গাদি যাহাদের মথুরায় মৃত্যু হয়; যে সকল তীর হইতে পতিত হয়; তাহারাও মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে ॥৯৩

চণ্ডাল, পুক্কস, স্ত্রীলোক ও প্রানি হিংসায় রত ব্যক্তির মথুরায় পিণ্ডদান করিলে পুনরায় জন্ম হয় না ॥৯৪

হে দেবি! মথুরার নর্দ্দমায়, ইটের উপর শ্মশানে, আকাশে, মাচায় বা অট্টালিকায় মৃত ব্যক্তির অবশ্যই মুক্তি লাভ হয় ॥৯৫

পৃথিবীতে তিন লোক বিশ্রুত শ্রীকৃষ্ণ পদরজ মিশ্রিত বালুকা দ্বারা পবিত্র পথ শোভিত মথুরা ধাম রহিয়াছে ॥৯৬

তথাহি—

স্পর্শেন রজসস্তস্যা মুচ্যতে জন্মবন্ধনাৎ ॥ ৯৭

তথাহি—মথুরা খণ্ডে—

মথুরায়াং বসিষ্যামি যাস্যামি মথুরামহম্ ।

ইতি যস্য ভবেদ্বুদ্ধিঃ সোঽপি বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৮

বিষ্ণুলোকপ্রদ এই মথুরামণ্ডল ।

সর্ব্বমতে নাশয়ে জীবের অমঙ্গল ॥ ৯৯

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে—

যে পশ্যন্ত্যচ্যুতং দেবং মাথুরে দেবকীসুতম্ ।

তে বিষ্ণুলোকমাসাদ্য ক্ষরন্তে ন কদাচন ॥ ১১০

তথাহি—

যাত্রাং করোতি কৃষ্ণস্য শ্রদ্ধয়া যঃ সমাহিতঃ ।

সর্বপাপবিমুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১০১

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

স্ত্রিয়ো ম্লেচ্ছাশ্চ শূদ্রাশ্চ পশবঃ পক্ষিণো মৃগাঃ ।

মথুরায়াং মৃতা যে চ তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥ ১০২

সর্পদষ্টাঃ পশুহতাঃ পাবকাম্বুবিনাশিতাঃ ।

লব্ধাপমৃত্যবো যে চ মাথুরে হরিলোকগাঃ ॥ ১০৩

সর্বাভীষ্টপ্রদ শ্রীমথুরা—শাস্ত্রে কয় ।

যার যে কামনা তারে তাহাই মিলয় ॥ ১০৪

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে

সত্যং সত্যং মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রুবে শপথপূর্বকম্ ।

সর্বভীষ্টপ্রদং নান্যন্মথুরায়াঃ সমং ক্বচিৎ ১০৫

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

ক্ষেত্রপালো মহাদেবো বর্ত্ততে যত্র সর্বদা ।

যত্র বিশ্রান্তিতীর্থঞ্চ তত্র কিংদুর্লভং ফলম্॥ ১০৬

ত্রিবর্গদা কামিনাং চ মুমুক্ষূণাঞ্চ মোক্ষদা ।

ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা সা বৈ মথুরামাশ্রয়েদ্বুধঃ ॥ ১০৭

এই স্থানের রজ স্পর্শ করিলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় ॥৯৭

মথুরায় বাস করিব, মথুরায় যাইব যাহার এই বাসনা হয়, সেও সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে ॥৯৮

যাহারা মথুরায় দেবকীসুতকে অচ্যুতকে দর্শন করে, তাহারা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া কখন ও বিচ্যুত হয় না ॥১০০

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত কৃষ্ণের যাত্রা উৎসব করেন; তিনি সর্বপাপে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন ॥১১১

স্ত্রীলোক, ম্লেচ্ছ, শূদ্র, পশু, পক্ষী, মৃগ প্রভৃতি যাহাদের মথুরায় মৃত্যু হয়, তাহাদের পরমা গতি লাভ হয়। যাহারা সর্পদ্রষ্ট হিংস্র প্রভৃতি পশু দ্বারা, নিহত, অগ্নি ও জল দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত, অথবা অন্য কোন প্রকারে অপমৃত্যু প্রাপ্ত হয়, তাহারা সকলে শ্রীহরির ধামে গমন করে ॥১০২-১০৩

হে মুনি শ্রেষ্ঠ! আমি শপথ পূর্বক সত্য সত্য বলিতেছি মথুরার মত সর্বাভীষ্ট প্রদান কারী অন্য স্থান কোথা ও নাই ॥১০৫

যেখানে ক্ষেত্রপাল মহাদেব বিরাজ করেন; যেখানে বিশ্রামঘাট নামে তীর্থ, তথায় কোন ফল দুর্ল্লভ ॥১০৬

ভোগীগনের ত্রিবর্গফল দায়িকা, মোক্ষ কামীগনের মুক্তি দায়িনী, ভক্তিকামীগনের ভক্তি প্রদায়িনী, অতএব বিজ্ঞ ব্যক্তিগনের মথুরা আশ্রয় করা কর্ত্তব্য ॥১০৭

শ্রীমথুরামণ্ডল প্রপঞ্চাতীত হন।
কে বর্ণিতে পারে মথুরার গুণগন ॥ ১০৮

তথাহি আদিবারাহে—
অন্যৈব কাচিৎ সা সৃষ্টির্বিধাতুর্ব্যতিরেকিণী।
ন যৎক্ষেত্রগুণান্ বক্তুমীশ্বরোঽপীশ্বরো যতঃ ॥ ১০৯

তথাহি মথুরাখণ্ডে—
তন্মণ্ডলং মাথুরং হি বিষ্ণুচক্রোপরিস্থিতম্।
পদ্মাকারং সদা তত্র বর্ত্ততে শাশ্বতং নৃপ ॥ ১১০
দেবত্রয়রূপ শ্রীমথুরা মনোহিত।
মাথুরশব্দের অর্থ পুরাণে বিদিত ॥ ১১১

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—
মকারে চ থকারে চ রকারে চান্তসংস্থিতে।
নিষ্পন্নো মথুরা শব্দ ওঁকারস্তু ততঃ সমঃ ॥ ১১২
মহারুদ্রো মকারঃ স্যাৎ থকারো বিষ্ণুসংজ্ঞকঃ।
রকারোঽন্তস্থো ব্রহ্মা স্যাৎ ত্রিশব্দং মাথুরং ভবেৎ ॥ ১১৩

অতঃ শ্রেষ্ঠতমং ক্ষেত্রং সত্যমেব ভবত্যুত।
সা ত্রিদেবময়ী মূর্ত্তির্মথুরা তিষ্ঠতে সদা ॥ ১১৪
শ্রীমদ্বিষ্ণুভক্তি মথুরাতে লভ্য হয়।
বিবিধ প্রকারে নানা পুরানেতে কয় ॥ ১১৫

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—
অন্যেষু পুণ্যক্ষেত্রেষু মুক্তিরেব মহাফলম্।
মুক্তৈঃ প্রার্থ্যা হরের্ভক্তির্মথুরায়ান্তু লভ্যতে ১১৬
ত্রিরাত্রমপি যে তত্র বসন্তি মনুজা মুনে।
হরির্দদ্যাৎ সুখং তেষাং মুক্তানামপি দুর্লভম্ ॥ ১১৭

তথাহি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে
ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভা হি যা।
পরানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ ॥ ১১৮

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—
স্মরন্তি মথুরাং যে চ মথুরেশং বিশাম্পতে।
সর্ব্বতীর্থফলং তেষাং স্যাচ্চ ভক্তির্হরৌ পরে ॥ ১১৯
স্বতো মথুরা পরম ফল বিতরয়।
হেন মথুরায় কেবা না করে আশ্রয় ? ১২০ ॥

অতএব সেই মথুরা নিশ্চয়ই অন্য এক বিপরীত সৃষ্টি বিশেষ। যেহেতু ঈশ্বর ও এই ক্ষেত্রের গুনরাশি বলিতে সমর্থ নহেন ॥১০৯

হে নৃপ! সেই নিত্যধাম, পদ্মাকার, বিষ্ণুচক্রের উপর অবস্থিত মথুরা মণ্ডল বিষ্ণুচক্রের উপর বিরাজমান ॥১১০

আদিতে মকার, মধ্যে থকার, অন্তে আকারান্ত রকারের অবস্থিতিতে মথুরা শব্দ হইয়াছে। তাহাতে মথুরা ওঁকার সমান ॥১১২

মকার মহারুদ্র, থকার বিষ্ণুর সংজ্ঞা, রকার ব্রহ্ম সংজ্ঞা এই তিন শব্দ মিলনেই মথুরা কথিত ॥১১৩

এইজন্য মথুরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। সেই মথুরা তিন দেবতার মূর্ত্তি রূপে সদা বিরাজিত ॥১১৪

অন্যসকল পুন্যধামের মুক্তিই মহাফল। মুক্তগনের প্রার্থীত হরিভক্তি মথুরায় লাভ করা যায় ॥১১৬

হে মুনি! যে মনুষ্য তিনরাত্রি তথায় বাস করেন; শ্রীহরি তাহাকে মুক্তগনের ও সুদুর্লভ প্রেমানন্দ সুখ প্রদান করেন ॥১১৭

ত্রিভুবনে অবস্থিত তীর্থ সকলের সেবায় যাহা দুর্লভ, পরমানন্দময়ী মথুরার স্পর্শমাত্রেই সেই সিদ্ধি লাভ হয় ॥১১৮

হে নরপতি! যাহারা মথুরাপতিকে স্মরন করে, তাহারা সর্বতীর্থের ফল ও হরিভক্তি লাভ করে ॥১১৯

তথাহি পাদ্মে পাতালখণ্ডে—

অহো মধুপুরী ধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তিঃ প্রজায়তে ॥ ১২১

আদিবারাহে—

যদীচ্ছেৎ পরমাং সিদ্ধিং সংসারস্য চ মোক্ষণম্।
মথুরা গীয়তাং নিত্যং কর্ম্মণা মনসাপি চ ॥ ১২২

শ্রীকৃষ্ণের মথুরামণ্ডল সর্বোত্তম
বিংশতি যোজন সীমা অতি মনোরম ॥ ১২৪

তথাহি আদিবারাহে—

বিংশতির্যোজনানান্তু মাথুরং মম মণ্ডলম্ ॥ ১২৪

মথুরামণ্ডলসীমা—'যাযাবর' হৈতে।
শৌকরী বটেশ্বর পর্য্যন্ত —শাস্ত্রমতে ॥ ১২৫
যাযাবর বিপ্র নামে যাযাবর-স্থান।
আদি শূকরের নামে শৌকরী-আখ্যান ॥ ১২৬
বটেশ্বর শিব যেঁহো সবার পূজিত।
শ্রীশূরসেনের রাজা সবার বিদিত ॥ ১২৭
বরাহদর্শন হ্রদ—এবে লোকেতে।
যাযাবর শৌকরী প্রসিদ্ধ পুরাণেতে ॥ ১২৮

তথাহি পাদ্মে যমুনামাহাত্ম্যে

রম্যমপ্সরসঃ স্থানং যস্মিন্ চঞ্চলতাং গতঃ।
যাযাবরঃ পুরা বিপ্রস্তপস্বী বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ১২৯
চিরকালং প্রতপ্তং তমিন্দ্রশাপা গ্নিনাদ্দিতম্।
স্পৃষ্ট্বা বারিকণেনেমং মোচয়িত্বাথ পাতকাৎ

তত্রৈব— ইত্যাদয়ঃ ॥ ১৩০

পুনঃ স প্রাঙ্মুখং গত্বা সংপ্রাপ্তঃ শৌকরী পুরীম্।
যস্যাং ধরাং সমুদ্ধর্ত্তুমুৎপন্নশ্চাদিশূকরঃ ॥ ১৩১

যৈছে যাযাবর শৌকরী সীমার প্রচার।
ঐছে সর্বদিশা বিশ যোজন বিস্তার ॥ ১৩২
বহু তীর্থ হয় এই বিশ যোজনেতে।
তার মধ্যে বিশেষ কহয়ে পুরাণেতে ॥ ১৩৩
দ্বাদশ যোজন ব্যাপ্ত মথুরামণ্ডল।
তথা বহুতীর্থ রামকৃষ্ণ-ক্রীড়াস্থল ॥ ১৩৪

তথাহি মথুরাখণ্ডে —

মথুরামণ্ডলং তদ্ধি যোজনানান্তু দ্বাদশ।
তত্র তীর্থসহস্রা ন কৃষ্ণরামক্রিয়াণি চ ॥ ১৩৫

তথাপি বৈশিষ্ট্য এই মথুরাপ্রবরা।
চতুর্বিংশতি-ক্রোশময়ী মনোহরা ॥ ১৩৬

বৈকুণ্ঠ হইতে মধুপুরী শ্রেষ্ঠ, যথায় একদিন বাস করিলে হরিভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥১২১

যাহারা সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরম সিদ্ধি প্রাপ্তির বাসনা করেন; তাহারা কায়মনোবাক্যে সর্বক্ষন মথুরার কীর্ত্তন করুন ॥১২২

আমার মথুরা মণ্ডল বিংশতি যোজন বিস্তৃতে ॥১২৪

সেই অপ্সরার রম্যস্থান যেথানে পুরাকালে যাযাবর নামে জিতেন্দ্রিয় তপস্বী ব্রাহ্মন ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যে বশীভূত হন। ইন্দ্রের অভিশাপ অগ্নিতে ক্লিষ্ট, দীর্ঘকাল কঠোর তপাচারী, এই যাযাবরকে বারিকনা স্পর্শে পাতক হইতে মুক্ত করিয়া ইত্যাদি ॥১২৯—১৩০

সেই বিপ্র পুনরায় পুর্ব্বদিকে গমন করতঃ শৌকরপুরীতে উপনীত হইলেন। যথায় আদিবরাহ দেব পৃথিবী উত্তোলন করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥১৩১

সেই মথুরা মণ্ডল দ্বাদশ যোজন বিস্তৃতে। তথায় শ্রীকৃষ্ণ বলরামের লীলাস্থল বহু সহস্র তীর্থ বিদ্যমান ॥১৩৫

কুমুদবনাদি-দ্বাদশারণ্য সংযুতা ।
সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী সর্বত্র বিদিতা ॥ ১৩৭

তথাহি আদিবারাহে—
গব্যূতিদ্বাদশময়ী দ্বাদশারণ্যসংযুতা ।
তত্রাপি মথুরাদেবী সর্বসিদ্ধিপ্রদায়িনী ॥ ১৩৮
তত্রাপি বৈশিষ্ট্য—শ্রীমথুরা পদ্মাকৃতি ।
ক্লেশঘ্ন কেশবদেবের কর্ণিকায় স্থিতি ॥ ১৩৯

তথাহি আদিবারাহে—
ইদং পদ্মং মহাভাগে সর্বেষাং মুক্তিদায়কম্ ।
কর্ণিকায়াং স্থিতো দেবঃ কেশবঃ ক্লেশনাশনঃ ॥ ১৪০
কর্ণিকায়াং মৃতা যে তু তে নরা মুক্তিভাগিনঃ ।
পত্রমধ্যে মৃতা যে চ তেষাং মুক্তির্বসুন্ধরে ॥ ১৪১
পশ্চিম পত্রেতে হরিদেব মনোহর ।
গোবর্দ্ধন-নিবাসী পরমানন্দ কর ॥১৪২

তথাহি তত্রৈব—
পশ্চিমে চ হরিং দেবং গোবর্দ্ধননিবাসিনম্ ।
দৃষ্ট্বা তং দেবদেবেশং কিং মনঃ পরিতপ্যসে ? ১৪৩

উত্তরে শ্রীগোবিন্দ পরমানন্দময় ।
যাঁহার দর্শনে সর্বপাপে মুক্ত হয় ॥ ১৪৪
তথাহি তত্রৈব—
উত্তরেণ তু "গোবিন্দং" দৃষ্ট্বা দেবং পরং শুভম্ ।
নাসৌ পতত্তি সংসারে যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ১৪৫
পূর্বপত্রে 'বিশ্রান্তি'-সংজ্ঞকদেব-স্থিতি
যাঁহার দর্শনে মনুষ্যের হয় মুক্তি ॥ ১৪৬

তথাহি তত্রৈব—
বিশ্রান্তিসংজ্ঞকো দেবঃ পূর্বপত্রে ব্যবস্থিতঃ ।
যং দৃষ্ট্বা তু নরো যাতি মুক্তিং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ১৪৭
শ্রীবরাহদেব শোভে দক্ষিণপত্রেতে ।
সর্বসিদ্ধি মনুষ্যের যাঁর কৃপা হৈতে ॥ ১৪৮

তথাহি তত্রৈব—
দক্ষিণেন তু মাং বিদ্ধি প্রতিমাং দিব্যরূপিণীম্ ।
মহাকায়স্বরূপাঞ্চ তাঞ্চ কেশবসন্নিভাম্ ॥
মাং দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৪৯
মথুরায় নিবাসাদি কালবিশেষে ।
যে ফল মিলয়ে তাহা পুরাণে প্রকাশে ॥ ১৫০

তথায় দ্বাদশ বন শোভিতা দ্বাদশ ক্রোশ বিস্তৃতা সর্বসিদ্ধি প্রদায়িনী মথুরাদেবী বিরাজমান ॥১৩৮

হে মহাভাগে! বসুন্ধরে এই পদ্মাকৃতি মথুরা সবার মুক্তিদায়ক। ইহার কর্ণিকায় দুঃখ বিনাশক কেশব দেবের অবস্থান। কর্ণিকায় যে সকল নরের মৃত্যু হয়, তাহারাই মুক্তিলাভের অধিকারী। আর যাহারা ইহার পত্র মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়; তাদেরও মুক্তি হয় ॥১৪১

পদ্মের পশ্চিমপত্রে গোবর্দ্ধন নিবাসী দেবাধিদেব মহাদেবের প্রভু হরিদেব কে দর্শন করিয়া পুনঃ কেন দুঃখ অনুভব করিতেছ ॥১৪৩

পদ্মের উত্তর পত্রে অবস্থিত পরম শুভদায়ক শ্রীগোবিন্দদেবকে দেখিলে দর্শনকারী প্রলয় পর্যন্ত আর সংসারে পতিত হয় না ॥১৪৫

পদ্মের পূর্বপত্রে বিশ্রান্তি নামক ভগবান অবস্থিত। যাহাকে দেখিয়া লোকে মুক্তি লাভ করে। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥১৪৭

পদ্মের দক্ষিন পত্রে দিব্য রূপিনী মহাবরাহ দেহ ধারিনী কেশব সদৃশ প্রতিমাকে আমি বলিয়া জানিবে। হে দেবি! আমার এই রূপ দেখিয়া মানব ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে ॥১৪৯

জ্যৈষ্ঠে শুক্লা দ্বাদশী মথুরা স্নান করি।
মিলয়ে পরমা গতি দেখিলে শ্রীহরি ॥ ১৫১

আদিবারাহে—
জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদ্বাদশ্যাং স্নাত্বা তু নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
মথুরায়াং হরিং দৃষ্ট্বা প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৫২

চতুর্মাস্যে মথুরায় ফল অতিশয়।
পৃথিবীর যত তীর্থ মাথুরে বৈসয় ॥ ১৫৩

আদি বারাহে—
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্র সরাংসি চ।
মথুরায়াং গমিষ্যন্তি ময়ি সুপ্তে বসুন্ধরে ॥ ১৫৪
ঐছে ভাদ্র-জন্মাষ্টম্যাদিক কাল যাহা।
কহিতে কি — পুরাণাদি শাস্ত্রে ব্যক্ত তাহা ॥ ১৫৫
মথুরাবনান্তর্গত মথুরাপুরী যার।
মাহাত্ম্য কহিতে কেহ নাহি পায় পার ॥ ১৫৬
মধুদৈত্যবধ এথা কৈলা ভগবান্।
এই হেতু মধুবন মথুরা আখ্যান ॥ ১৫৭

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—
মধোর্বনং প্রথমতো যত্র বৈ মথুরাপুরী।
মধুদৈত্যো হতো যত্র হরিণা বিশ্বমূর্তিনা ॥ ১৫৮
এথাতে যতেক তীর্থ লেখা নাই তার।
সে সব তীর্থের নাম কহে শক্তি কার ? ১৫৯

তথাহি তত্রৈব—
তস্মিন্ মধুবনে রাজন্ দুর্ঘটং কিং হরিপ্রিয়ে।
বক্তুং নামানি তীর্থানাং শক্যতে ন ময়াধুনা ॥ ১৬০
ঐছে মথুরায় মহা-মাহাত্ম্য কহিতে।
রাঘবপণ্ডিত হর্ষে নারে স্থির হৈতে ॥ ১৬১
রজনী প্রভাতে সঙ্গে লইয়া দুইজনে।
প্রাতঃক্রিয়া করি চলে মথুরা-ভ্রমণে ॥ ১৬২
আগে গেলা সনোড়িয়া বিপ্র যথা ছিলা।
যাঁর ঘরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিক্ষা কৈলা ॥ ১৬৩
মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর যেঁহ শিষ্য।
যে দেখিল গৌরাঙ্গের পরম রহস্য ॥ ১৬৪
শ্রীরাঘবপণ্ডিত কহয়ে শ্রীনিবাসে।
“এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য কৈলা প্রেমাবেশে ॥ ১৬৫
আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে।
সবে মহামত্ত হইলা শ্রীনাম-কীর্তনে ॥ ১৬৬
সবার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার।
ব্রজেন্দ্রনন্দন-জ্ঞান হইল সবার ॥ ১৬৭
তিলার্ধেক ছাড়িয়া যাইতে কেহো নারে।
সবে সাঁতারয়ে প্রেমসমুদ্রপাথারে ॥ ১৬৮
এথাতে অদ্ভুত গৌরচন্দ্রের বিলাস।
এত কহি শ্রীরাঘব ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥ ১৬৯

সংযত হইয়া মানব সকল জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লদ্বাদশীতে স্নান করতঃ মথুরায় শ্রীআদিকেশবকে দর্শন করিলে পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫২

হে বসুন্ধরে! পৃথিবীতে যত তীর্থ, সমুদ্র ও সরোবর আছে; সকলেই আমার শয়নকালে মথুরায় গমন করিয়া থাকে ॥ ১৫৪

প্রথমে মধুদৈত্যের বন; যেখানে মথুরাপুরী, যথায় বিশ্বমূর্ত্তি শ্রীহরি মধুদৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৫৮

হে রাজন্! শ্রীহরির প্রিয় সেই মধুবনে কিছুই অসম্ভব নহে, এখন তথায় অবস্থিত তীর্থ সকলের নাম বলা আমার সাধ্য নহে ॥ ১৬০

গৌরাঙ্গচান্দের লীলা করিয়া শ্রবণ।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৭০
করিতে বিলাপ অতি অধৈর্য অন্তর।
হইলেন বিপ্রাঙ্গনে ধুলায় ধূসর ॥ ১৭১
ক্ষণে ক্ষণে কত না তরঙ্গ উঠে চিতে।
কতোক্ষণে স্থির হৈয়া চাহে চারিভিতে ॥ ১৭২
শ্রীনিবাস প্রতি কহে রাঘবপণ্ডিত।
শুনিনু প্রাচীনমুখে একথা বিদিত ॥ ১৭৩
তীর্থপর্যটনকালে অদ্বৈতগোসাঞি।
দেখি মথুরার শোভা ছিলা এই ঠাঞি ॥ ১৭৪
মথুরায় অনুদেশী এক বিপ্রাধম।
বৈষ্ণবে নিন্দয়ে সদা—এ তার নিয়ম ॥ ১৭৫
পণ্ডিতাভিমানী দুষ্ট সকল প্রকারে।
মথুরার শিষ্ট লোক কাঁপে তার ডরে ॥ ১৭৬
একদিন প্রভু-অদ্বৈতের সন্নিধানে।
করয়ে বৈষ্ণবনিন্দা দুঃসহ শ্রবনে ॥১৭৭
শুনি অদ্বৈতের ক্রোধাবেশ অতিশয়।
কাঁপে ওষ্ঠাধর, রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় ॥ ১৭৮
মহাদর্প করিয়া কহয়ে বারবার।
ওরে রে পাষণ্ড ! তোর নাহিক নিস্তার ॥ ১৭৯
চক্র লইয়া হাতে এই দেখ বিদ্যমান।
তোর মুণ্ড কাটিয়া করিব খান খান ॥ ১৮০
এত কহিয়াই প্রভু চতুর্ভুজ হৈলা।
দেখি বিপ্রাধম ভয়ে কাঁপিতে লাগিলা ॥ ১৮১
করযোড় করিয়া কহয়ে বারবার।
যে উচিত দণ্ড প্রভু করহ আমার ॥ ১৮২
দুঃসঙ্গ-প্রযুক্ত মোর বুদ্ধিনাশ হৈল।
না জানি বৈষ্ণবতত্ত্বে অপরাধ কৈল ॥ ১৮৩
কৈনু অপরাধ যত সংখ্যা নাই তার।
মো হেন পাষণ্ডে প্রভু করহ উদ্ধার। ১৮৪
এত কহি বিপ্রাধম করয়ে রোদন।
চতুর্ভুজ মূর্তি প্রভু কৈলা সম্বরণ ॥ ১৮৫
দেখিয়া বিপ্রের দশা দয়া হৈল মনে।
অনুগ্রহ করি কহে মধুর বচনে ॥ ১৮৬
কৈলা অপরাধ মহানরক ভুঞ্জিতে।
এবে যে কহিয়ে তাহা কর সাবহিতে ॥ ১৮৭
আপনাকে সাপরাধ হৈয়া সর্বক্ষন।
সর্বত্যাগ করি করনাম-সঙ্কীর্তন ॥ ১৮৮
প্রাণপণ করি সন্তোষিবা বৈষ্ণবেরে।
সদা সাবধান হবা বৈষ্ণবের দ্বারে ॥ ১৮৯
ভক্তি-অঙ্গ যাজনেতে নিযুক্ত হইবে।
দেখিলে যে মূর্তি তাহা গোপনে রাখিবে ১৯০
ঐছে কত কহি প্রভু গেলেন ভ্রমণে।
বিপ্র মহামত্ত হৈলা শ্রীনাম-কীর্তনে ॥ ১৯১
মথুরায় বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে গিয়া।
করয়ে রোদন মহাদৈন্য প্রকাশিয়া ॥ ১৯২
দেখিয়া বিপ্রের চেষ্টা বৈষ্ণব সকল।
প্রসন্ন হইয়া চিন্তে বিপ্রের মঙ্গল ॥ ১৯৩
কেহ কহে—অকস্মাৎ আশ্চর্য দেখিয়ে।
কেহ কহে আছয়ে কারণ নিবেদিয়ে ॥ ১৯৪
মথুরায় আসি এক তৈর্থিক ব্রাহ্মন।
ছিলেন গোপনে তাঁর তেজ সূর্যসম ॥ ১৯৫
বিচারিনু—সে ঈশ্বর মনুষ্য আকার।
তাঁর অনুগ্রহে বিপ্র হৈল এ প্রকার ॥ ১৯৬
দেখিয়া বিপ্রের ভক্তি ঐছে কত কয়।
এস্থান দর্শনে ভক্তিরত্ন লভ্য হয় ॥ ১৯৭
অহে শ্রীনিবাস !দেখ কিবা সুশোভিত।
এই অর্ধচন্দ্র স্থানমাহাত্ম্য বিদিত ॥ ১৯৮

তথাহি আদিবারাহে—

তত্র মধ্যে তু যৎ স্থানমর্ধচন্দ্রং ব্যবস্থিতম্ ।
তত্রৈব বাসিনো লোকা মুক্তিং যান্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৯৯

অর্ধচন্দ্রে তু যঃ স্নানং করোতি নিয়তাশনঃ ।
তেনৈব চাক্ষয়া লোকাঃ প্রাপ্তা এব ন সংশয়ঃ ॥২০০

অর্ধচন্দ্রে মৃতা দেবি মম লোকং ব্রজন্তি তে ।
অন্যত্র তু মৃত দেবি অর্ধচন্দ্রে কৃতক্রিয়াঃ ।
তেঽপি মুক্তি গমিষ্যন্তি দাহাদিকর্মভির্বিনা ॥ ২০১

যাবদস্থীন্যর্ধচন্দ্রে যস্য তিষ্ঠন্তি দেহিনঃ ।
তাবৎ স পাপকর্তাপি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২০২

এত কহি শ্রীনিবাসাচার্য করে ধরি ।
মনের আনন্দে পুনঃ কহে ধীরি ধীরি ॥ ২০৩
মধুবনান্তর্গত মথুরা তেজোময় ।
কাল বিশেষেতে যাত্রাফল অতিশয় ॥ ২০৪
সর্বপাপ দূরে যায় মথুরা-ভ্রমণে ।
অন্যেও পবিত্র হয় তাহার দর্শনে ২০৫

তথাহি আদিবারাহে —

ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ গোঘ্নো ভগ্নব্রতস্তথা ।
মথুরাং প্রদক্ষিনীকৃত্য পূতো ভবতি পাতকাৎ ॥২০৬

অন্যদেশাগতো দূরাৎ পরিক্রামতি যো নরঃ ।
তস্য সন্দর্শনাদেব পূতাঃ স্যুর্গতকল্মষাঃ ॥ ২০৭

এই দেখ বসুদেব-দেবকীর ঘর ।
এথা জন্মিলেন কৃষ্ণ জগৎ-ঈশ্বর ॥ ২০৮
জন্মস্থান মাহাত্ম্য পুরাণে ব্যক্ত কয় ।
কালবিশেষে ফলের সীমা নাহি হয় ॥ ২০৯

তথাহি স্কান্দে—

জপোপবাসনিরতো মথুরায়াং ষড়ানন ।
জন্মস্থানং সমাসাদ্য সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২১০

পাদ্মে—

কার্তিকে জন্মসদনে কেশবস্য চ যে নরাঃ ।
সকৃৎ প্রবিষ্টা বৈ কৃষ্ণং তে যান্তি পরমব্যয়ম্ ॥ ২১১

অহে শ্রীনিবাস ! কর কেশব দর্শন ।
এথা শ্রীচৈতন্য কৈলা অদ্ভুত নর্তন ॥ ২২১
ভাসিল সকল লোক প্রেমের বন্যায় ।
সবে কহে—ইহো এই শ্রীকেশব রায় ॥২১৩
কেশবের মাহাত্ম্য কহিতে সাধ্য কার ?
সপ্তদ্বীপ প্রদক্ষিন প্রদক্ষিণে যাঁর ॥ ২২৪
কেশবকীর্তনে সর্বপাপ যায় ক্ষয় ।
কালবিশেষে যে ফল—অন্ত নাহি হয় ॥ ২১৫

হে দেবি! মথুরার মধ্যস্থলে অর্ধচন্দ্রাকৃতি স্থানে বাসকারী লোকমাত্রেই মুক্তি লাভ করে। যে সংযতহারী হইয়া অর্ধচন্দ্রে স্নান করে সে নিঃসন্দেহে অক্ষয় লোক প্রাপ্ত হয়। যাহারা অর্ধচন্দ্রে প্রান ত্যাগ করে তাহারা বৈকুণ্ঠে গমন করে, যাহারা অর্ধচন্দ্রে স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছে; তাহারা অন্যত্র মরিলে ও অন্ত্যেষ্টি কার্য্য ব্যতিরেকে মুক্তি লাভ করিবে। যাবৎকাল মৃত দেহধারীজনের অস্থি অর্ধচন্দ্রে থাকে; তাবৎকাল সে ব্যক্তি পাপী হইলেও ব্রহ্মলোকে পূজ্য হইয়া থাকে ॥১৯৯—২০২

ব্রহ্মঘাতক, মদ্যপায়ী, গোঘাতী ও ব্রহ্মচর্য্য ভ্রষ্ট ব্যক্তি মথুরা পরিক্রমা করিয়া উক্ত পাতক হইতে মুক্ত ও পবিত্র হয়। অন্য অন্য দুর দেশ হইতে আগত ব্যক্তি মথুরা পরিক্রমা করিলে তাহার দর্শনে অন্য ব্যক্তি পাপমুক্ত হইয়া পবিত্র হয় ॥২০৬—২০৭

হে কার্তিকেয়! মথুরায় জপ ও উপবাসকারী ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করিয়া সর্পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥২১০

যাহারা কার্ত্তিক মাসে ভগবান কেশবের জন্মগৃহে প্রবীষ্ট হয়, তাহারা নিত্য ও পরমবস্তু শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করে ॥২১১

আদিবারাহে—

প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রদক্ষিনী কৃতো যেন মথুরায়ান্তু কেশবঃ ॥ ২১৬
ইহ জন্মে কৃতং পাপমন্যজন্মকৃতং চ যৎ।
তৎ সর্বং নশ্যতি শীঘ্রং কেশবস্য চ কীর্তনে ॥২১৭

দেখ দেখ কি আশ্চর্য মথুরানগরে।
শ্রীভগবানের মূর্তি সদা শোভা করে ॥২১৮
দীর্ঘবিষ্ণু, পদ্মনাভ, স্বায়ম্ভুব নাম।
যে দেখে সকৃৎ তার পূরে সর্ব কাম ॥ ২১৯

তথাহি আদিবারাহে—

দীর্ঘবিষ্ণু সমালোক্য পদ্মনাভং স্বায়ম্ভুবম্।
মথুরায়াং সকৃদ্দেবি সর্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥২২০

দেখ শ্রীনিবাস শ্রীকৃষ্ণের পরিবার।
একানংশা দেবী, যশোদা, দেবকী আর ॥ ২২১
মহাবিদ্যেশ্বরী এ সভার দর্শনেতে।
ব্রহ্মহত্যা হৈতে মুক্ত ব্যক্ত পুরাণেতে ॥২২২

তথাহি আদিবারাহে—

একানংশাং তাতো দেবীং যশোদা দেবকীং তথা।
মহাবিদ্যেশ্বরী দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ২২৩

এই মহাদেব ভূতেশ্বর ক্ষেত্রপাল।
দৃষ্টিমাত্র হরে পাপ—পরম দয়াল ॥২২৪
কৃষ্ণভক্তি লাভে কৈলে ইঁহার পূজন।
ইঁহাতে যে বিমুখ—তাহার বিড়ম্বন ॥২২৫

তথাহি আদিবারাহে—

মথুরানাঞ্চ দেব ত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ত্বয়ি দৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্রফলং লভেৎ ॥২২৬

পুনস্তত্রৈব—

দৃষ্ট্বা ভূতপতিং দেব বরদং পাপনাশনম্।
তেন দৃষ্টেন বসুধে মাথুরং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥২২৭

তথাহি নির্বাণখণ্ডে—

যত্র ভূতেশ্বরো দেবো মোক্ষদঃ পাপিনামপি।
মম প্রিয়তমো নিত্যং দেবো ভূতেশ্বরঃ পরঃ ॥ ২২৮
কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভেত পাপপুরুষঃ।
যো মদীয়ং ভক্তং শিবং সংপূজয়েন্নহি ॥ ২২৯
মম মায়ামোহিতধিয়ঃ প্রায়স্তে মানবাধমাঃ।
ভূতেশ্বরং স্মরন্তি ন নমন্তি স্তুবন্তি বা ২৩০

যে ব্যক্তি মথুরায় শ্রীকেশবদেবকে প্রদক্ষিন করে, সে সপ্ত দ্বীপা পৃথিবীকে প্রদক্ষিন করে। শ্রীকেশবদেবের কীর্তনে ইহ ও পরজন্মের সমস্ত পাপ শীঘ্র নষ্ট হয় ।।২১৬-২১৭

মথুরায় অধিষ্ঠিত দীর্ঘবিষ্ণু, পদ্মনাভ, স্বায়ম্ভুবকে দর্শন করিলে দর্শনকারী সর্বাভীষ্ট লাভ করে ।।২২০

একানংশা অর্থাৎ যোগমায়া, দেবী যশোদা দেবী দেবকী—এই মহাবিদ্যেশ্বরীগনের দর্শনে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয় ।।

হে দেব! মথুরায় তুমি ক্ষেত্রপাল হইবে। হে মহাদেব! তোমাকে দেখিয়া আমার ধামের ফল লাভ করিবে ।।২২৬

হে বসুন্ধরে! বরদাতা পাপনাশন ভূতপতি মহাদেবকে দর্শন করিলে দর্শনকারী মথুরা দর্শনের ফল প্রাপ্ত করে ।।২২৭

মথুরা ধামে পাপিগনের মোক্ষদাতা ভূতেশ্বর মহাদেব বিরাজিত। ভূতেশ্বর মহাদেব সর্ব্বদা আমার প্রিয় ।।২২৮

যে আমার পরমভক্ত শিবের সম্যক পূজা করেনা সেই পাপী পুরুষ কিভাবে আমাতে ভক্তি লাভ করিবে ।২২৯

"আমার মায়ায় মোহিত তাহারা ভূতেশ্বরকে স্মরন করে না, কিংবা নমস্কার করেনা, কিংবা স্তব করে না ।।

এই দেখ মহাতীর্থ — শ্রীবিশ্রান্তি নাম।
কংসে বধি কৃষ্ণ এথা করিলা বিশ্রাম ॥ ২৩১
অহে শ্রীনিবাস, এথা ন্যাসিশিরোমণি।
কৈল যে অদ্ভুত কর্ম — কহিতে না জানি॥১৩২
কিবা স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যুবা যত
সবে চতুর্দিকে ধায় হইয়া উন্মত্ত ॥ ২৩৩
লক্ষ লক্ষ লোক সব কহে উভরায়:
'সন্ন্যাসীর শিরোমণি আইলা মথুরায়॥ ২৩৪
ঐছে কত কহি সবে ভাসে নেত্রজলে।
ঊর্ধ্ববাহু করি চতুর্দিকে হরি বলে ॥২৩৫
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্র শোভা দেখি।
ফিরাইতে নারে কেহ অনিমিখ আঁখি ॥২৩৬
প্রভু পূর্ণ কৈল সর্ব লোক অভিলাষ।
বিশ্রামতীর্থেতে ঐছে অদ্ভুত বিলাস ॥ ২৩৭
বিশ্রান্তি তীর্থ মাহাত্ম্য বিদিত জগতে।
পরম দুর্লভ পদ প্রাপ্তি বিশ্রান্তিতে ॥ ২৩৮
সর্বপাপ হরে সংসারের ক্লেশ যত।
বিশ্রান্তি স্নানের ফল কে কহিবে কত ? ২৩৯
তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—
তত্র তীর্থং মহারাজ বিশ্রান্তির্লোকবিশ্রুতম্।
ভ্রমিত্বা সর্বতীর্থানিবিশ্রান্তিংযান্তি শাশ্বতীম্ ॥ ২৪০
তথাহি সৌরপুরাণে—
ততো বিশ্রান্তিতীর্থাখ্যং তীর্থমংহোবিনাশনম্।
সংসারমরুসঞ্চারক্লেশবিশ্রান্তিদং নৃণাম্ ॥২৪১
তত্র তীর্থে কৃতস্নানো যোঽর্চয়েচ্যুতং নরঃ।
স মুক্তো ভবসন্তাপাদমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ২৪২
পাদ্মে যমুনামাহাত্ম্যে
কলিন্দপর্বতোদ্দেশে মথুরায়াং তথা পুরি।
প্রত্যঙ্মুখ্যাঞ্চ শৌকর্যাং ভাগীরথ্যাশ্চ সঙ্গমে॥ ২৪৩
ফলমুত্তরোত্তরোক্তং তৎ কালিন্দ্যাং শতাধিকম্।
তবেক কোটিগুণিতং বিশ্রান্ত্যাং কথ্যতে বুধৈঃ
॥২৪৪
তথাহি আদিবারাহে—
বিশ্রান্তিসংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতম্।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে
২৪৫
এই গতশ্রম দেব দেখ রম্যস্থানে।
সর্বতীর্থ ফল প্রাপ্তি ইহার দর্শনে ॥ ২৪৬

হে মহারাজ! মথুরার লোকবিশ্রুত বিশ্রান্তি তীর্থ বিরাজিত; তথায় লোক সর্বতীর্থ ভ্রমন করিয়া নিত্য বিশ্রাম লাভ করে ॥ ২৪০

তারপর লোকের সংসার মরুভূমিতে বিচরনজনিত ক্লেশ হইতে বিশ্রামের জন্য পাপবিনাশন বিশ্রান্তি তীর্থ নামক তীর্থ ॥২৪১

যে তথায় স্নান করিয়া অচ্যুতের অর্চনা করে; সে ভবসন্তাপ হইতে মুক্ত হইয়া অমরত্ব লাভে সমর্থ হয় ॥২৪২

কালিন্দ নামক পর্বত বিশেষে, তদ্রূপ মথুরাতে, পশ্চিম বাহিনী শুকর তলের গঙ্গায়; ভাগীরথী সঙ্গমে অতি উত্তম ফল কথিত আছে। যমুনায় সেই ফল শত গুন। বিশ্রান্তি তীর্থে সেই ফল কোটিগুন বলিয়া পণ্ডিতগন বলিয়া থাকেন ॥২৪৩-২৪৪

হে দেবি! ত্রিলোক বিখ্যাত বিশ্রান্তি নামক তীর্থ যেখানে স্নান করিলে আমার বৈকুণ্ঠ ধামে পূজিত হয় ॥২৪৫

তথাহি আদিবারাহে—

সর্বতীর্থেষু যৎ স্নানৈঃ সর্বতীর্থেষু যৎ ফলম্ ॥
তৎ ফলং লভতে দেবি দৃষ্টা দেবং গতশ্রমম্ ॥২৪৭

অহে শ্রীনিবাস। এই অর্ধচন্দ্র স্থিত।
শ্রীযমুনা-তীর্থ চতুর্বিংশতি বিদিত ॥ ২৪৮

এই অবিমুক্ত তীর্থ স্নানে মুক্তি হয়।
প্রানত্যাগে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি সুনিশ্চয় ॥ ২৪৯

তথাহি আদিবারাহে—

অবিমুক্তে নরঃ স্নাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রানান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ২৫০

এই দেখ গুহ্যতীর্থ এথা স্নান কৈলে।
সংসারেতে মুক্ত হয়—বিষ্ণুলোক মিলে ॥ ২৫১

তথাহি আদিবারাহে—

অস্তি চান্যত্তরদ্ গুহ্যং সর্বসংসারমোক্ষনম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ ২৫২

দেবের দুর্লভ এ প্রয়াগতীর্থ নাম।
অগ্নিষ্টোমফল মিলে এথা কৈলে স্নান ॥ ২৫৩

তথাহি সৌরপুরাণে—

প্রয়াগ নাম তীর্থন্তু দেবানামপি দুর্লভম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥২৫৪

এই কনখল-তীর্থ—এথা কৈলে স্নান।
পরম ঐশ্বর্য লভে, পুরাণে প্রমাণ ॥ ২৫৫

তথাহি আদিবারাহে

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যতীর্থং পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥ ২৫৬

এই দেখ মহাতীর্থ তিন্দুক-আখ্যান।
বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয় এথা কৈলে স্নান ॥ ২৫৭

তথাহি আদিবারাহে

অস্তি ক্ষেত্রং পরং গুহ্যং তিন্দুকং মম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥২৫৮

হে দেবি! সমস্ত তীর্থের স্নানে যে ফল এবং সর্বতীর্থের যে ফল বিশ্রামতীর্থে গতশ্রম দেবকে দর্শন করিলে লাভ হইয়া থাকে ॥২৪৭

মথুরায় অবিমুক্ততীর্থে স্নানকারী ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। সেরূপ তথায় প্রানত্যাগ করিলে আমার ধামে গমন করিয়া থাকে ॥২৫০

হে দেবি! সর্ব সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিপদ গুহ্য নামে অপর এক তীর্থ রহিয়াছে। তথায় স্নানকারী ব্যক্তি আমার লোকে পূজিত হয় ॥২৫২

হে দেবি! প্রয়াগ নামক তীর্থ দেবতা গনের দুর্লভ, তথায় স্নান করিলে মানব অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥২৫৪

তদ্রূপ কনখল নামক তীর্থ আমার গুহ্য তীর্থ। তথায় স্নানমাত্রে লোকে স্বর্গে সুখ ভোগ করে ॥২৫৬

হে দেবি! তিন্দুক নামক আমার এক অতি গুহ্য ক্ষেত্র আছে। তথায় স্নানকারী মানব আমার ধামে পূজিত হয় ॥২৫৮

এই সূর্যতীর্থ পাপ নাশয়ে সকলি।
এথা তপ কৈলা বিরোচন-পুত্র বলি॥ ২৫৯

চন্দ্রসূর্য-গ্রহণ, সংক্রান্তি, রবিবারে।
রাজসূয়-ফল লভে স্নান যেই করে॥ ২৬০

তথাহি আদিবারাহে
ততঃ পরং সূর্যতীর্থং সর্বপাপপ্রমোচনম্।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা॥ ২৬১

আদিত্যেহহনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি রাজসূয়ফলং লভেৎ ॥২৬২

এই দেখ বটস্বামিতীর্থ তীর্থোত্তম।
বটস্বামী সূর্য এথা বিখ্যাত ভুবন॥ ২৬৩
ভক্তিপূর্ব এ তীর্থ-সেবনে রোগ-ক্ষয়।
ঐশ্বর্য লভ্য, উত্তম গতি অন্তে হয় ২৬৪

তথাহি সৌরপুরাণে—
ততঃ পরং বটস্বামিতীর্থাখ্যাং তীর্থমুত্তমম্
বটস্বামীতি বিখ্যাতো যত্র দেবো দিবাকরঃ॥ ২৬৫
তত্তীর্থং চৈব যো ভক্ত্যা রবিবারে নিষেবতে।
প্রাপ্নোত্যারোগ্যমৈশ্বর্যমন্তে চ পরমাং গতিম্ ॥২৬৬

এই 'ধ্রুবতীর্থ' ধ্রুব-তপস্যার স্থান।
ধ্রুবলোকপ্রাপ্তি ধ্রুব হয় কৈলে স্নান॥ ২৬৭
তীর্থমুখ্য এথা শ্রাদ্ধে পিতৃলোক তরে।
সর্বতীর্থফল পায় জপাদি যে করে॥ ২৬৮

তথাহি আদিবারহে—
যত্র ধ্রুবেণ সন্তপ্তমিচ্ছয়া পরমং তপঃ।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে॥ ২৬৯

ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতৄন্ সংতারয়েৎ সর্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ॥২৭০

তথাহি সৌরপুরাণে
ধ্রুবতীর্থমিতি খ্যাতং তীর্থমুখ্যং ততঃ পরম্।
যত্র স্নানকৃতো মোক্ষো ধ্রুব এব ন সংশয়॥ ২৭১

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে
গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎ ফলং হি নৃণাং ভবেৎ।
তস্মাচ্ছতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানে ধ্রুবস্য চ॥ ২৭২

ধ্রুবতীর্থে জপো হোমস্তপোদানং সমর্চনম্।
সর্বতীর্থাচ্ছতগুণং নৃণাং তত্র ফলং ভবেৎ॥ ২৭৩

তারপর সর্বপাপ মোচনকারী সূর্য্যতীর্থ। পুরাকালে বিরোচন পুত্র বলি তথায় সূর্য্যের আরাধনা করিয়াছিলেন। রবিবার সংক্রান্তি ও চন্দ্র—সূর্য্য গ্রহনে এই তীর্থে স্নান করিলে রাজসূয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ॥২৬১-২৬২

তারপর বটস্বামি তীর্থ নামক উত্তম তীর্থ অবস্থিত। যথায় সূর্য্যদেব বটস্বামী নামে বিখ্যাত। রবিবারে ভক্তিপূর্বক যে ব্যক্তি এই তীর্থের সেবা করে, ইহকালে সে আরোগ্য ও ঐশ্চর্য্য লাভ করে এবং জীবনান্তে পরম গতি প্রাপ্ত হয় ॥২৬৪-২৬৬

ধ্রুব সকাম ভাবে যেই তীর্থে পরম তপস্যা করিয়া ছিলেন; সেই তীর্থে স্নানমাত্রেই ধ্রুব লোকে পূজিত হয় ॥২৬৯

যে ব্যক্তি ধ্রুবতীর্থে—বিশেষতঃ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ করে তাঁহার পিতৃপুরুষ সকলে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় ॥২৭০

তারপর ধ্রুবতীর্থ নামে খ্যাত যথায় স্নান করিলে সত্যই মোক্ষ লাভ হয়; ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥২৭১

গয়াতীর্থে পিণ্ড প্রদানে যে ফল হয়; ধ্রুবতীর্থে পিণ্ড প্রদানে তাহার অপেক্ষা শতগুন ফল লাভ হয় ॥২৭২

ধ্রুবতীর্থে জপ, হোম, তপস্যা, দান ও অর্চ্চনকারী সর্ব্বতীর্থ অপেক্ষা শতগুন অধিক ফল প্রাপ্ত হয় ॥২৭৩

দেখ 'ঋষিতীর্থ' ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে।
বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি হয় এ তীর্থের স্নানে ॥২৭৪
কৃষ্ণপ্রিয় ঋষিতীর্থ পুরাণেতে কয়।
এথা স্নান কৈলে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥ ২৭৫

তথাহি আদিবারাহে—
দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্ত্তিতম্।
যত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ ২৭৬

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—
তস্মিন্ মধুবনে পুণ্যমৃষিতীর্থং হরেঃ প্রিয়ম্।
স্নানমাত্রেণ ভূপাল হরৌ ভক্তিং পরাং লভেৎ ॥ ২৭৭

এই মোক্ষতীর্থ ঋষিতীর্থ-দক্ষিণেতে।
এথা মোক্ষপ্রাপ্তি অবগাহন-মাত্রেতে ॥ ২৭৮

তথাহি আদিবারাহে—
দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥২৭৯

এই 'কোটিতীর্থ' দেবদুর্লভ—এথায়।
স্নান দান করে যে সে বিষ্ণুলোক পায় ॥ ২৮০

তথাহি আদিবারাহে—
তত্রৈব কোটিতীর্থং তু দেবানামপি দুর্লভম্।
তত্র স্নানেন দানেন মম লোকে মহীয়তে ॥২৮১

এই বোধিতীর্থ এথা পিণ্ড প্রদানেতে।
পিতৃলোক প্রাপ্তি হয় কহে পুরাণেতে ॥ ২৮২

তথাহি আদিবারাহে—
তত্রৈব বোধিতীর্থাখ্যং দেবানামপি দুর্লভম্।
পিণ্ডং দত্ত্বা তু বসুধে পিতৃলোকং হি গচ্ছতি ॥ ২৮৩

এ দ্বাদশতীর্থ শুভ বিশ্রামদক্ষিণে।
সর্বপাপমুক্ত হয় এ সব স্মরনে ॥ ২৮৪

তথাহি আদিবারাহে—
দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্লভানি চ।
তেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৮৫

দেখ 'নবতীর্থ' অসিকুণ্ড উত্তরেতে।
ঐছে তীর্থ না হয়, না হবে পৃথিবীতে ॥ ২৮৬

তথাহি তদেবারাহে—
উত্তরে অসিকুণ্ডাচ্চ তীর্থং চ নবসংজ্ঞকম্।
নবতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥ ২৮৭

হে দেবি! ধ্রুবতীর্থের দক্ষিণে ঋষিতীর্থ খ্যাত, যেখানে পূজা করিলে আমার ধামে পূজিত হয় ॥২৭৬

হে ভূপাল! সেই মধুবনে শ্রীহরির প্রিয় পূণ্য ঋষিতীর্থ। তথায় স্নানমাত্রেই শ্রীহরিতে পরাভক্তি লাভ হয় ॥২৭৭

হে বসুন্ধরে! ঋষিতীর্থের দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ; তথায় স্নান মাত্রেই মানব মোক্ষ লাভ করে ॥২৭৯

তথায় দেব দুর্লভ কোটিতীর্থ বিরাজিত। তথায় স্নান-দানে আমার ধামে পূজিত হয় ॥২৮১

হে বসুধে! তথায় দেবদুর্লভ বোধিতীর্থ বিরাজিত। তথায় পিণ্ডদান করিলে নিশ্চিত পিতৃলোকে গমন করিবে ॥২৮৩

দেবদুর্লভ এই দ্বাদশ তীর্থে স্মরন মাত্রেই সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥২৮৫

অসিকুণ্ডের উত্তরে নবতীর্থ। নবতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয় নাই, হবার নয় ॥২৮৭

হে দেবি! তারপর ত্রিলোক বিখ্যাত সংযমন তীর্থ তথায় লোক স্নান করিলে নিশ্চয়ই আমার ধামে গমন করে ॥২৮৯

ত্রৈলোক্য-বিদিত এই তীর্থ সংযমন।
এথা স্নানে ফল বিষ্ণুলোকেতে গমন ॥ ২৮৮

তথাহি আদিবারাহে—
ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্তো নরো দেবি মম লোকং হি গচ্ছতি ॥ ২৮৯

এ 'ধারাপতন'-তীর্থ—স্নানে হরে শোক।
পায় মহৈশ্বর্য, প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক ॥ ২৯০

তথাহি আদিবারাহে—
ধারাপতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে হি মোদতে।
অথাত্র মুঞ্চতে প্রানান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ২৯১

এ 'নাগতীর্থ'—তীর্থোত্তম শাস্ত্রে কহে।
স্নানে স্বর্গপ্রাপ্তি, মৈলে পুনর্জন্ম নহে ॥ ২৯২

তথাহি আদিবারাহে
ততঃ পরং নাগতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমম্।
যত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেহ পুনর্ভবাঃ। ২৯৩

সর্বপাপ নাশে 'ঘন্টাভরন প্রধান।
সূর্যলোকে পূজ্য এথা করয়ে যে স্নান ॥২৯৪

তথাহি আদিবারাহে
ঘন্টাভরণকং তীর্থ সর্বপাপবিমোচনম্।
তস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি সূর্যলোকে মহীয়তে ॥২৯৫

এই ব্রহ্মতীর্থ—তীর্থোত্তম এ বিদিত।
স্নানাদিতে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি সুনিশ্চিত।

তথাহি আদিপুরাণে—
তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্ম লোকেঽতিবিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ সংযত্তো নিয়তাসনঃ।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৯৭

অহে শ্রীনিবাস, এই 'সোমতীর্থ'-স্থল।
দেখহ যমুনাবারি বহয়ে নির্মল ॥ ২৯৮

এথা অভিষিক্ত হৈলে সর্বসিদ্ধি হয়।
সোমলোকে সুখী—ইথে নাহিক সংশয় ॥ ২৯৯

তথাহি আদিবারাহে—
সোমতীর্থে তু বসুধে পবিত্রে যমুনাম্ভসি।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত স্ব-স্ব-কর্ম প্রতিষ্ঠিতঃ॥
মোদতে সোমলোকে তু এবমেব ন সংশয়ঃ ॥৩০০

ধারাপতনক তীর্থে স্নান করিলে লোক স্বর্গের সুখ লাভ করে। আর এই তীর্থে প্রানত্যাগ করিলে আমার লোকে গমন করে। ২৯১

তারপর তীর্থগনের মধ্যে ও উত্তমোত্তম নাগতীর্থ, যেখানে স্নান করিলে লোকে স্বর্গে গমন করে; আর দেহত্যাগ করিলে পুনর্জন্ম হয় না ॥২৯৩

হে দেবি! সর্বপাপ বিমোচন ঘন্টাভরনক তীর্থ; তথায় স্নান করিলে সূর্য্যলোকে পূজ্য হইয়া থাকে।।২৯৫

সর্ব্বলোক বিশ্রুত তীর্থগনের উত্তম ব্রহ্মতীর্থ, তথায় যে ব্যক্তি স্নান-পান করিয়া সংযমী ও স্থিরাসন হয়, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মার অনুমতি লাভ করতঃ বিষ্ণুলোকে গমন করে ॥২৯৭

হে বসুধে! স্বস্ব আশ্রমোচিত কর্মে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি সোমতীর্থের পবিত্র যমুনা জলে স্নান করিলে সোমলোকে সুখ লাভ করে ইহাতে সংশয় নাই ॥৩০০

'সরস্বতীপতন'-তীর্থে যেই স্নান করে।
অবর্ণ হয়েন যতি, পাপ যায় দূরে॥ ৩০১

তথাহি আদিবারাহে

সরস্বত্যাশ্চ পতন সর্বপাপহরং শুভম।
তত্র স্নাত্বা নরো দেবি অবর্ণোঽপি যতির্ভবেৎ ॥৩০২

চক্রতীর্থ বিখ্যাত দেখহ শ্রীনিবাস।
এথা স্নান করয়ে ত্রিরাত্র-উপবাস ॥ ৩০৩
স্নানমাত্রে মনুষ্যের ব্রহ্মহত্যা যায়।
কহিতে কি—পরম দুর্লভ ফল পায় ॥ ৩০৪

তথাহি আদিবারাহে—

চক্রতীর্থং তু বিখ্যাত মাথুরে মম মণ্ডলে।
যস্তত্র কুরুতে স্নান ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥৩০৫

দেখহ দশাশ্বমেধ তীর্থ পূর্বে ঋষি।
এথা প্রভু পূজা সদা কৈল সুখে ভাসি ॥৩০৬
হেন তীর্থে নিয়ত সে সবে স্নান করে।
স্বর্গপদ দুর্লভ না হয় সে সবারে ॥৩০৭

তথাহি আদিবারাহে—

দশাশ্বমেধমৃষিভিঃ পূজিতং সর্বদা পুরা।
তত্র যে স্নান্তি নিয়তাস্তেষাং স্বর্গো ন দুর্লভ ॥৩০৮

এই 'বিঘ্নরাজতীর্থ' কল্মষ নাশয়।
এথা স্নান কৈলে বিঘ্নরাজ না পীড়য় ॥৩০৯

তথাহি আদিবারাহে

তীর্থ ন্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপহরং শুভম্।
তত্রৈব স্নাতং মনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ ॥৩১০

এই দেখ 'কোটিতীর্থ' পরম মঙ্গল।
এথা স্নান মাত্রে মিলে গঙ্গাকোটি-ফল। ৩১১

তথাহি আদিবারাহে—

ততঃ পরং কোটিতীর্থং পবিত্রং পরমং শুভম্।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ গঙ্গাকোটিফলং লভেৎ ॥৩১২

বিনা বিশ্রান্তি উত্তর দক্ষিণে তাহার।
দ্বাদশ দ্বাদশ চতুর্বিংশতি প্রচার ॥ ৩১৩

তথাহি মথুরাখণ্ডে

চতুর্বিংশানি তীর্থানি তত্তীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে।
দশাশ্বমেধপর্যন্তং মোক্ষান্তঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥৩১৪

হে দেবি! সর্বপাপ নাশন ও শুভকর সরস্বতী পতন তীর্থে চারি বর্ণ বহির্ভূত সন্ন্যাসাধিকার রহিত ব্যক্তি ও স্নান করি সন্ন্যাসী হইতে পারে ॥৩০২

আমার মথুরা মণ্ডলে বিখ্যাত চক্রতীর্থে যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া স্নান করে; সেই ব্যক্তি স্নানমাত্রেই ব্রহ্মহত্যা প হইতে মুক্ত হয় ॥৩০৫

পুরাকালে সর্বদা ঋষিগনের পূজিত দশাশ্বমেধ তীর্থে যাহারা সংযত হইয়া স্নান করে; স্বর্গ তাহাদের দুর্লভ হয় না ॥৩০৮

পুণ্যদায়ক পাপনাশক ও মঙ্গল প্রদায়ক বিঘ্নরাজ তীর্থে স্নান করিলে বিঘ্নরাজ তাহাকে পীড়া দেন না ॥৩১০

তারপর পরম শুভদায়ক পবিত্র কোটি তীর্থে স্নান করিলে মানব কোটি গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করে ॥৩১২

হে যুধিষ্ঠির! বিশ্রান্তি তীর্থের উত্তর-দক্ষিন উভয়দিকে—উত্তরে দশাশ্বমেধ পর্য্যন্ত দ্বাদশ ও দক্ষিনে মোক্ষতীর্থ পর্য্যন্ত দ্বা এই চতুর্বিংশতি তীর্থ বিদ্যমান ॥৩১৪

মথুরার অপরাপর তীর্থ

অহে শ্রীনিবাস. চতুর্বিংশতি ঘাটেতে।
মহাপ্রভু কৈলা স্নান মহানন্দ-চিতে॥ ৩১৫
প্রতিঘাটে হৈল যৈছে প্রেমের আবেশ।
তাহা এক বর্ণিতে জানেন মাত্র শেষ॥ ৩১৬
লক্ষ লক্ষ লোক নান কৈল প্রভুসঙ্গে।
ভাসিল সে সব লোক প্রেমের তরঙ্গে॥ ৩১৭
সকল দেবতা আসি মনুষ্যে মিলয়।
সবে কহে—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় জয়॥ ৩১৮
ঐছে মথুরায় অতি অদ্ভুত বিলাস।
মথুরাতে আর তীর্থ দেখ শ্রীনিবাস॥৩১৯
এই বিশ্বনাথ-তীর্থ 'গোকর্ণাখ্য'-নাম।
বিষ্ণুপ্রিয় ভুবনে বিদিত অনুপম॥ ৩২০

তথাহি সৌরপুরাণে—

ততো গোকর্ণতীর্থাখ্যং তীর্থং ভুবন বিশ্রুতম্।
বিষ্ণতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভম্॥ ৩২১
প্রতিদিন এই 'কৃষ্ণগঙ্গা-স্নান কৈলে।
পঞ্চতীর্থ হৈতে দশগুণ ফল মিলে॥ ৩২২

তথাহি আদিবারাহে—

পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
কৃষ্ণগঙ্গাস্নানেন তৎদশগুণং দিনে দিনে॥ ৩২৩
বৈকুণ্ঠ-তীর্থ'-স্নানেতে মহাফল পায়।
সর্বপাপে মুক্ত হৈয়া বিষ্ণুলোকে যায়॥ ৩২৪

তথাহি আদিবারাহে

বৈকুণ্ঠতীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥ ৩২৫
এই 'অসিকুণ্ডতীর্থ দেখ শ্রীনিবাস।
এথা স্নানে বহুফল-পুরাণে প্রকাশ॥ ৩২৬
শ্রীবরাহ, নারায়ণী লাঙ্গলী, বামনে।
কুণ্ডস্নান করিয়া দেখয়ে চারি জনে॥ ৩২৭
সাগর পর্যন্ত তীর্থ যত মথুরায়।
সে সকল পরিক্রমা ফল মিলে তায়॥ ৩২৮

তথাহি আদিবারাহে—

একা বরাহসংজ্ঞা চ তথা নারায়ণী পরা।
বামনা চ তৃতীয়া বৈ চতুর্থী লাঙ্গলী শুভা॥৩২৯
এতাশ্চতস্রো যঃ পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেঽসিসংজ্ঞকে।
চতুঃসাগরপর্যন্তা ক্রান্তা তেন ধরা ধ্রুবম্।
তীর্থানাং মাথুরাণাঞ্চ সর্বেষাং ফলমশ্নুতে॥ ৩৩০
এই চতুঃসামুদ্রিক নাম কূপ হয়।
এথা স্নান কৈলে দেবলোকে বিলসয়॥ ৩৩১

তারপর বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় ভুবন বিখ্যাত বিশ্বনাথের গোকর্ণ নামে তীর্থ বিদ্যমান॥৩২১

বিশ্রান্তি, শৌকর; নৈমিষ, প্রয়াস, পুষ্কর —এই পঞ্চতীর্থে স্নান করিলে যে ফল লাভ হয়, প্রতিদিন কৃষ্ণগঙ্গা স্নানে তাঁহার দশগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে॥৩২৩

যে বৈকুণ্ঠ তীর্থ স্নান করে সে সর্ব্বপাতক হইতে মুক্ত হয়। সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে॥৩২৫

প্রথমা বরাহনাম্নী, দ্বিতীয়া নারায়নী, তৃতীয়া বামনা, চতুর্থী কল্যানময়ী লাঙ্গলী এই চার মূর্ত্তিকে অসিকুণ্ডে স্নান করিয়া যে ব্যক্তি দর্শন করে; সে যথার্থই চতুঃ সমুদ্র পরিবৃত পৃথিবীকে পরিক্রমা করে ও মথুরায় সকল তীর্থের ফল প্রাপ্ত হয়।৩৩০

তথাহি আদিবারাহে—

চতুঃসামুদ্রিকো নাম কূপঃ লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্র স্নাতো নরো ভদ্রে দেবৈস্তু সহ মোদতে ॥ ৩৩২
ওহে শ্রীনিবাস, এই যমুনা মহিমা।
কেবা কত কহিবে ? কহিতে স্নাই সীমা ॥৩৩৩
গঙ্গা হইতে শতগুণ মথুরামণ্ডলে।
বিষ্ণুলোকে পূজ্য যমুনায় স্নান কৈলে ॥ ৩৩৪

তথাহি আদিবারাহে—
গঙ্গাশতগুনা প্রোক্তা মাথুরে মম মণ্ডলে।
যমুনা বিশ্রুতা দেবি নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ৩৩৫
তত্র তীর্থানি গুহ্যানি ভবিষ্যন্তি মমানঘে।
যেষু স্নাতো নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৩৩৬
যমুনার জলে স্নান-পানে, সে কীর্তনে।
পুণ্য লভে, পরম মঙ্গল সে দর্শনে ॥৩৩৭
স্নান পানে পবিত্র সপ্তম কুল হয়।
প্রাণত্যাগে পরম গতি এ সুনিশ্চয় ॥ ৩৩৮

তথাহি মাৎস্যে যুধিষ্ঠীর-নারদ-সংবাদে—
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা যমুনায়াং যুধিষ্ঠীর।
কীর্তনাল্লভতে পুণ্যং দৃষ্ট্বা ভদ্রাণি পশ্যতি ॥ ৩৩৯
অবগাহ্য চ পীত্বা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্।
প্রাণাংস্ত্যজতি যস্তত্র প্রয়াতি পরমাং গতিম্ ॥ [illegible]
ইথে শ্রাদ্ধ যে করে অক্ষয় ফল তার।
সচ্চিদানন্দাদি স্বয়ং যমুনা-প্রচার ॥ ৩৪১

তথাহি বিষ্ণুধর্মোত্তরে—
যত্র সচলকালিন্দ্যাং কৃত্বা শ্রাদ্ধং নরাধিপ।
অক্ষয়ং ফলমাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥ ৩[illegible]

তথাহি পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে মরীচিসর্গে—
রসো যঃ পরমাধারঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
ব্রহ্মত্যুপনিষদ্গীতঃ স এব যমুনা স্বয়ম্ ॥ ৩[illegible]
কাল বিশেষে যমুনা-স্নানাদিক-ফল।
অশেষ বিশেষে বর্ণে পুরাণসকল ৩৪৪
অহে শ্রীনিবাস, এই কালিন্দী কৃপাতে।
মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল বিদিত জগতে ॥ ৩৪৫
লৌহ স্বর্ণ হয় স্পর্শম নি-স্পর্শে যৈছে।
পাপ হয় পুণ্য কৃষ্ণাজল-স্পর্শে তৈছে ॥ ৩৪৬

তথাহি স্কান্দে—
যথা স্পর্শমণিস্পর্শাৎ লৌহং যাতি সুবর্ণতাম্
তথা কৃষ্ণাজলস্পর্শাৎ পাপং গচ্ছতি পুণ্যতাম্ ॥[illegible]

হে ভদ্রে ! লোক বিশ্রুত চতুঃ সামুদ্রিক নামক তীর্থে স্নান কারী ব্যক্তি দেবগনের সহিত সুখভোগ করে ॥৩৩২

আমার মথুরামণ্ডলে প্রসিদ্ধ যমুনা গঙ্গা অপেক্ষা শতগুনে অধিক বলিয়া কথিত; এ বিষয়ে বিচারের প্রয়োজন নাই। হে দেবি ! সেই যমুনায় আমার গুহ্যতীর্থ সকল থাকিবে। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিবে ; সে আমার লোকে পূজিত হইবে ॥৩৩[illegible]

হে যুধিষ্ঠীর ! সেই যমুনায় স্নান ও পান করিয়া কীর্ত্তন করিলে মহাপূণ্য হয় ও দর্শনে মঙ্গল হয়। যমুনায় স্নান ও [illegible] করিলে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্র হয় ও তথায় প্রানত্যাগ করিলে পরমাগতি লাভ করে ॥৩৩৯-৩৪০

হে নরাধিপ ! সেই যমুনা প্রবাহে স্নান করিয়া অক্ষয় ফল লাভ হয় এবং স্বর্গসুখ লাভ করে ॥৩৪২

যিনি পরমাধার, সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, রসময় পুরুষ- উপনিষদে ব্রহ্ম বলিয়া ঘোষিত ; তিনি এখন স্বয়ং যমুনা ॥৩৪৩

স্পর্শমনির স্পর্শে যেমন লৌহ সুবর্ণে পরিনত হয় ; তদ্রূপ যমুনার জল স্পর্শে পাপসকল পূণ্যে পরিনত হয় ॥৩৪৭

এই শ্রীমাথুর বিপ্র-মহিমা অপার।
নিজমুখে কহে প্রভু বিবিধ প্রকার ॥ ৩৪৮

তথাহি আদিবারাহে—
অনৃচো মাথুরো যশ্চ চতুর্বেদস্তথাপরঃ।
চতুর্বেদং পরিত্যজ্য মাথুরং ভোজয়েদ্দ্বিজম্ ॥ ৩৪৯
কুষীবলো দুরাচারো ধর্মমার্গপরাঙ্মুখঃ।
ঈদৃশোহপি পূজনীয়ো মাথুরো মম রূপধৃক্ ॥৩৫০
মাথুরাণাং চ যদ্রূপং তন্মে রূপং বসুন্ধরে।
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটীর্ভবতি ভোজিতাঃ ॥৩৫১
মাথুরা মম পূজ্যা হি মাথুরা মম বল্লভাঃ।
মাথুরে পরিতুষ্টে বৈ তুষ্টোহহং নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩৫২
ভবন্তি পুণ্যতীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
মঙ্গলানি চ সর্বাণি যত্র তিষ্ঠন্তি মাথুরাঃ ॥ ৩৫৩

অহে শ্রীনিবাস, শ্রীমথুরাবাসী যত।
বেদপুরানে সবে মহিমা বহু মত ॥ ৩৫৪

তথাহি আদিবারাহে—
যে বসন্তি মহাভাগে মথুরামিতরে জনাঃ।
তেহপি যান্তি পরাং সিদ্ধিং মৎপ্রসাদান্ন সংশয়ঃ ॥ ৩৫৫
মথুরাবাসিনো লোকাঃ সর্বে তু মুক্তিভাজনম্।
অপি কীটপতঙ্গা বা তির্যগ্‌যোনিগতা অপি ॥ ৩৫৬
পরদাররতা যে চ নরা অজিতেন্দ্রিয়াঃ।
মথুরাবাসিনঃ সর্বে তে দেবা নরবিগ্রহাঃ ॥ ৩৫৭

তথাহি পাদ্মে নির্বাণখণ্ডে
মথুরাবাসিনাং যে তু দোষং পশ্যন্তি পামরাঃ।
তে স্বদোষং ন পশ্যন্তি জন্মমৃত্যুসহস্রদম্ ॥ ৩৫৮

যে মথুরাবাসী বিপ্র বেদে অজ্ঞ, পক্ষান্তরে যে অমাথুর বিপ্র চারিবেদ বিশারদ—এই উভয়ের মধ্যে চতুর্বেদীকে পরিত্যাগ করিয়া অজ্ঞ মথুরাবাসীকে ভোজন করাইবে ॥৩৪৯

দুরাচার, ধর্ম-পথ বিমুখ যে কৃষক ; এতাদৃশ হইলে ও সে পূজনীয়। যেহেতু মথুরাবাসী আমার রূপধারী ॥৩৫০

হে বসুন্ধরে ! মথুরাবাসীগনের যে রূপ তাহা আমার রূপ। একজন মথুরাবাসী ব্রাহ্মনকে ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মনকে ভোজন করানো হয় ॥৩৫১

মথুরা বাসীগন আমার পূজ্য ; তাহারা আমার প্রিয়, মথুরাবাসীগন তুষ্ট হইলে আমি তুষ্ট হই, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৩৫২

যেখানে মথুরাবাসীগন বাস করেন, সেই স্থান পূণ্য তীর্থ, সে সকল গৃহ পূর্ণময় এবং সর্ব মঙ্গল প্রদায়ক ॥৩৫৩

হে মহাভাগে ! যে সকল অমথুরাবাসী মথুরায় বাস করে; তাহারা ও আমার প্রসাদে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তাহাতে সংশয় নাই। মথুরাবাসী মনুষ্য, কীটপতঙ্গ, পশুপক্ষী সকলেই মুক্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়। মথুরাবাসী যাহারা পরদারাসক্ত এবং অ জিতেন্দ্রিয় তাহারা সকলে নরদেহধারী দেবতা ॥৩৫৫-৩৫৭

যে সকল পামর মথুরবাসীগনের দোষ দর্শন করে তাহারা সহস্র সহস্র জন্ম মৃত্যুর কালে ও নিজদোষ অনুভব করিতে পারে না ॥ ৩৫৮

অহে শ্রীনিবাস, দেখ মথুরানগর।
কৃষ্ণের অশেষ লীলাস্থান মনোহর ॥৩৫৯
কৃষ্ণপ্রিয় সুদামা-মালীর ঘর এথা।
কহিতে কি? সর্বত্র বিদিত যার কথা ॥ ৩৬০
কংসের রজকে কৃষ্ণ বধি এইখানে।
কৌতুকে অপূর্ব বস্ত্র পরে গণসনে ॥৩৬১
এই পথে কৃষ্ণ কংস-নিকটে চলিলা।
শোভা দেখি মথুরানগরী মুগ্ধ হৈলা ॥ ৩৬২
এথা কৃষ্ণ ধনুক ভাঙ্গিয়া মহারঙ্গে।
চলয়ে অদ্ভুতগতি সখাগণ-সঙ্গে ॥ ৩৬৩
কুবলয়াপীড় এথা পথ রুদ্ধ কৈল।
কৃষ্ণ তারে বধিয়া কৌতুকে দন্ত নিল ॥ ৩৬৪
এই রঙ্গস্থল—এথা মল্লযুদ্ধ কৈলা।
এই মঞ্চস্থলে—কংস এথাই বসিলা ॥ ৩৬৫
এথা নন্দাদিক গোপ বসিলেন সুখে।
কৃষ্ণ মল্লযুদ্ধ কৈল দেখিলা কৌতুকে ॥৩৬৬
কৃষ্ণ মহাকৌতুকে কংসের হরে প্রাণ।
এই কংসখালি—এথা কংসের নির্বাণ ॥ ৩৬৭
শ্রীকুব্জার মন্দির আছিল এইখানে।
এই দেখ কুব্জাকূপ—সর্বলোকে জানে ॥ ৩৬৮
কুব্জা-সহ কৃষ্ণের যে অদ্ভুত বিলাস।
তাহা ত্রিজগৎ-মাঝে হইল প্রকাশ ॥ ৩৬৯
বলদেবকুণ্ড কৃষ্ণকূপ এই হয়।
এথা রামকৃষ্ণ গণসহ বিলসয় ॥ ৩৭০
অহে শ্রীনিবাস, নরোত্তম এইখানে।
যে আনন্দ হৈল তা কহিতে কেবা জানে? ৩৭১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র মথুরা ভ্রমিয়া।
বসিলা অসংখ্য লোক বেষ্টিত হইয়া ॥ ৩৭২
ভাবাবেশে মহাপ্রভু হৈলা যে প্রকার।
তাহা দেখি লোকের হৈলা চমৎকার ॥৩৭৩
মাথুর ব্রাহ্মণগণ পরস্পর কয়।
কপট সন্ন্যাসী এই কৃষ্ণ সুনিশ্চয় ॥ ৩৭৪
অতি অলৌকিক—কে বুঝিবে অন্য রঙ্গ?
আপনা গোপন কৈল ধরি গৌর-অঙ্গ ॥৩৭৫
কেহ কহে—মো-সবার ভাগ্য অতিশয়।
দেখিলামমথুরাতে প্রভুর বিজয় ॥ ৩৭৬
ঐছে কহে কত লোকে মনের উল্লাসে।
দেখি গৌরমাধুর্য পরমানন্দে ভাসে ॥ ৩৭৮
ঐছে কত কহিতে শ্রীরাঘব পণ্ডিত।
হইলা অধৈর্য চিন্তি চৈতন্যচারিত ॥ ৩৭৮
শ্রীনিবাস-নরোত্তম ধৈর্য নাহি বান্ধে।
হা হা প্রভু! বলিয়া ভূমেতে পড়ি কান্দে ॥ ৩৭৯
শ্রীরাঘব পণ্ডিতের চরনে ধরিয়া।
দোঁহে কত কহে—শুনি বিদরয়ে হিয়া ॥ ৩৮০
শ্রীপণ্ডিত স্থির হৈয়া দোঁহে স্থির কৈল।
মথুরার আর যে তীর্থ দেখাইল ॥৩৮১
শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষ।
"এইস্থানে গোপাল ছিলেন একমাস ॥ ৩৮২
শ্রীরূপ গোস্বামী সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণে।
হইলা বিহ্বল শ্রীগোপাল-সন্দর্শনে ॥ ৩৮৩
পাইয়া গোস্বামিগণে মথুরা নিবাসী।
আনন্দে নিমগ্ন—না জানয়ে দিবানিশি ॥৩৮৪
দেখ শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন।
এথা ক্রীড়ারত পূর্বে রোহিনীনন্দন ॥ ৩৮৫
সেই প্রভু নিত্যানন্দ—তীর্থ পর্যটনে।
মথুরায় আসিয়া রহিলা এইখানে ॥৩৮৬
পূর্ব জন্মভূমি দেখি উল্লাস হিয়ায়।
অলক্ষিত সে আবেগে সর্বত্র বেড়ায় ॥ ২৮৭
অবধূতচন্দ্রে দেখি মথুরার লোক।
পাইলা মহানন্দ পাসরিলা দুঃখ-শোক ॥ ৩৮৮

এ স্থান-দর্শনে সব তাপ যায় দূর।
নিত্যানন্দপদে ভক্তি বাড়য়ে প্রচুর ॥ ৩৮৯
শ্রদ্ধাকরি শুনয়ে যে মথুরা-ভ্রমন।
অনায়াসে হয় তার বাঞ্ছিত পূরণ ॥"৩৯০
রাঘব পণ্ডিত অতি মনের উল্লাসে।
শ্রীনিবাস-প্রতি কিছু কহে মৃদুভাষে ॥ ৩৯১
দ্বাদশবিপিনযুক্তা শ্রীমথুরাপুরী।
পুণ্যা পাপহরা শুভা—অপূর্ব-মাধুরী ॥ ৩৯২
তেন দৃষ্টা চ সা রম্যা কেশবস্য পুরী তথা।
বনৈর্দ্বাদশভির্যুক্তা পুণ্যা পাপহরা শুভা ॥ ৩৯৩
দ্বাদশ বিপিন—সর্বপুরাণে প্রমান।
শুনিতে সে সব নাম জুড়ায় পরাণ ॥ ৩৯৪
মধু,তাল, কুমুদ, বহুলা, কাম্য আর
খদিরা, শ্রীবৃন্দাবন—যমুনা-এপার ॥ ৩৯৫
শ্রীভদ্র,ভাণ্ডরী,বিল্ব, লৌহ মহাবন।
যমুনার ওপার এ মনোজ্ঞ কানন ৩৯৬

তথাহি পদ্মপুরাণে—
ভদ্র-শ্রী লৌহ-ভাণ্ডীর মহা-তাল-খদিরকাঃ।
বহুলা কুমুদং কাম্যং মধু বৃন্দাবনং তথা ॥৩৯৭
দ্বাদশৈতা হ্যরণ্যানি, কালিন্দ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
পূর্বে পঞ্চ বনং প্রোক্তং তত্রাস্তি গুহ্যমুত্তমম্ ॥৩৯৮

স্কান্দে—
পূর্বে তু পঞ্চ ভদ্রাদ্যাস্তালাদ্যাঃ সপ্ত পশ্চিমে।
অন্যচ্চোপবনং প্রোক্তং কৃষ্ণক্রীড়ারসস্থলম্ ॥
ইতি দ্বাত্রিংশৎ উপবনানি।
অহে শ্রীনিবাস, এই দেখ মধুবন।
সর্বকাম পূর্ণহয় করিলে দর্শন ॥ ৪০০

তথাহি আদিবারাহে—
রম্যং মধুবনং নাম বিষ্ণুস্থানমনুত্তমম্।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥৪০২
তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপলবিভূষিতং।
তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥ ৪০২
তালবনে প্রভু তাল-রক্ষক অসুরে।
বধিল কৌতুকে সুখ সবার অন্তরে ॥ ৪০৩

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—
অহো তালবনং পূর্ণং যত্র তালৈর্হতোঽসুরঃ।
হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়নকায় চ ॥ ৪০৪
দেখহ কুমুদবন পরম আশ্চর্য।
এথা গতিমাত্রে বিষ্ণুলোকে হয় পুজ্য ॥ ৪০৫

কেশবের সেই দ্বাদশ বন যুক্তা পূণ্যময়, পাপহারিনী, শুভপ্রদায়িনী, তথা রমনীয়া পুরী তিনি দর্শন করিলেন ॥৩৯৩

ভদ্র, বিল্ব, লৌহ, ভাণ্ডীর, মহাবন, তাল, খদির, বহুলা, কুমুদ, কাম্য, মধুবন তথা বৃন্দাবন—এই দ্বাদশ বনের মধ্যে কালিন্দীর পশ্চিমপারে সাতটি বন ও পূর্ব্বপারে পাঁচটি বন অবস্থিত। সেই পঞ্চবন মধ্যে গুহ্য উত্তমবন বিরাজিত।৩৯৭-৩৯৮

যমুনার পূর্ব্বপারে ভদ্র প্রভৃতি পঞ্চবন এবং পশ্চিমপারে তাল প্রভৃতি সপ্তবন বিরাজিত। শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ারসের অন্তস্থান সকল উপবন বলিয়া কথিত ॥৩৯৯

হে দেবি ! রমনীয় ও সর্বোৎকৃষ্ট যাহার দর্শনে মানবের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়। সেইবনে নীলপদ্ম শোভিত স্বচ্ছ জলপূর্ণ কুণ্ডে স্নান দানের দ্বারা সর্ব্ব বাঞ্ছিত ফল লাভ করে ॥৪০১-৪০২

অহো পূর্ণময় তালবনে যাদবগনের হিতার্থে ও নিজ ক্রীড়ার জন্য তালরক্ষক অসুরকে শ্রীকৃষ্ণ তালদ্বারা বধ করিয়া ছিলেন ।৪০৪

তথাহি আদিবারাহে

কুমুদবনমেতচ্চ তৃতীয়বনমুত্তম্।
যত্র গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৪০৬

অহে শ্রীনিবাস দেখ মথুরা পশ্চিমে।
দন্তবক্রে বধে কৃষ্ণ এই উপবনে ॥৪০৭
ব্রজনাভ থুইল নাম দতিহা ইহার।
দতি উপবন পদ্মপুরাণে প্রচার ॥ ৪০৮
দন্তবক্র—প্রসঙ্গে কহি এক কথা।
যাহার শ্রবণে ঘুচে মরমের ব্যথা ॥৪০৯
ব্রজ হৈতে গণসহ নন্দাদি সকলে।
কৃষ্ণ লাগি' গেলা কুরুক্ষেত্রে যাত্রাচ্ছলে ॥ ৪১০
হইল কৃষ্ণের সহ সবার মিলন।
যথা যে উচিত কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৪১১
বিবিধ প্রকারে কৃষ্ণ সবে সম্বোধিয়া।
কহিলেন—ব্রজে শীঘ্র মিলিব আসিয়া ॥ ৪১২
কৃষ্ণ-বাক্যামৃতপান করি হৃষ্টচিত্তে।
বিদায় হইয়া সবে আইলা তথা হৈতে ॥ ৪১৩
কৃষ্ণ লাগি' রহিলেন যমুনার পারে।
সর্ব মনোবৃত্তি—কৃষ্ণে লৈয়া যারে যারে ॥৪১৪
কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ সবে বিদায় করিয়া।
হইলেন ব্যাকুল—ধরিতে নারে হিয়া। ৪১৫
দ্বারকা যাইয়া শীঘ্র বধি শিশুপালে।
মথুরা আইলা দন্তবক্র বধচ্ছলে ॥ ৪১৬
দন্তবক্রে বধিয়া যমুনা পার হৈলা।
যথা নন্দাদিক তথা ত্বরায় চলিলা ॥৪১৭
কৃষ্ণ দেখি ধায় গোপ আনন্দে বিহ্বল।
"আয়োরে আয়োরে" বলি করে কোলাহল ॥৪১৮
মিলিলা সবারে কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবে লৈয়া।
নিজালয়ে আইলা যমুনা পার হৈয়া ॥ ৪১৯
হইলা পরমানন্দ ব্রজে ঘরে ঘরে।
পূর্বমত সবা সহ শ্রীকৃষ্ণ বিহরে ॥ ৪২০
আয়োরে বলিয়া গোপ যেখানে মিলিলা।
আয়োরে নামেতে গ্রাম তথায় হইল ॥ ৪২১
নন্দাদিক সবে বাস কৈলা যেইখানে।
গৌরবাই সে গ্রামের নাম কে না জানে ॥ ৪২২
যেরূপে এ নাম হৈল শুনহ সে কথা।
চানা নামে এক বৃহদ্‌গ্রাম আছে তথা ॥ ৪২৩
সেই চানা গ্রামের বিশিষ্ট জমিদার।
শ্রীনন্দ রায়ের সহ অতি প্রীতি তাঁর ॥৪২৪
কুরুক্ষেত্র হৈতে নন্দ গমন শুনিয়া।
মহাহর্ষে আগুসরি আনিলেন গিয়া ॥ ৪২৫
বাস করাইলা—সে গৌরব সীমা নাই।
এই হেতু গ্রাম নাম হৈল গৌরবাই ॥৪২৬
এবে সে গ্রামের নাম গৌরাই কহয়।
চানা আয়োরে গ্রামাদি নিকটস্থ হয় ॥ ৪২৭
এ গ্রাম-প্রসঙ্গ অন্যত্রও প্রচারয়ে।
আর যে যে গ্রামে নাম কহিল না হয়ে ॥ ৪২৮

তথাহি শ্রীগোপালচম্পূপদ্যে—

কথঞ্চিদপি মাথুরাননুগতাঃ কুরূণাং স্থলা
ব্রজেন্দ্রমুখগোহৃদঃ পুনরুপৈতুমাত্মালয়ম্।
বিরক্তমনসস্তদা তপনজাং সমুত্তীর্য গৌ
রঙ্গীতি বিদিসস্থলে ব্রজমবসয়ন্ দূরতঃ ॥৪২৯
গোকুলপতিরিতি নাম্না গৌরব ইতি
তদ্‌গৌরঙ্গীত্যপি
সংস্কৃতজং প্রাকৃতজং গ্রামজমাখ্যানমঞ্চতি স্থানম্ ॥৪৩০

হে দেবি! এই তৃতীয় উত্তমবন কুমুদ বনে গমন করিয়া লোকে আমার ধামে পূজিত হইয়া থাকে ॥৪০৬

গোকুলপতিরিতি নাম্না খ্যাতং গোকুলপতেঃ স্থানম্
পুরুষোত্তম ইতি যদ্বৎ পুরুষোত্তধাম বিখ্যাতম্ ॥৪৩১
যে সকল গ্রামে হয় কৃষ্ণলীলা স্থান।
মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্যবান্ ॥৪৩২
ঐছে কত কহিয়া পণ্ডিত হর্ষমনে।
পরিক্রমা-পথে চলে শ্রীবন-ভ্রমনে ॥৪৩৩
আদিবারাহেতে যৈছে কৈল নিরূপণ।
সেরূপ নহিব ক্রমে হইবে তেমন ॥ ৪৩৪
রাঘব পণ্ডিত পথে যাইতে যাইতে।
মনে হইল ষষ্ঠিকরাটবী দেখাইতে ॥ ৪৩৫
পরিক্রমা-পথ ছাড়ি অন্য পথে গিয়া।
শ্রীনিবাস কহে ষষ্ঠিকরা প্রবেশিয়া ॥৪৩৬
পূর্বে ষষ্ঠিকরাটবী নাম সে ইহার।
এবে যষ্ঠঘরা-সাম লোকেতে প্রচার ॥ ৪৩৭
দেখ শ্রীনিবাস এই শকটারোহণ।
কৃষ্ণপ্রিয় স্থান এ পরমরম্য হন ॥ ৪৩৮
ভ্রমর গুঞ্জরে সদা পুষ্পের কাননে।
পরম আনন্দ হয় এ কুণ্ডের স্নান ॥৪৩৯
এথা উপবাস একরাত্র করে যে।
বিদ্যাধর লোকে সুখে বিলসয়ে সে ॥ ৪৪০
কালবিশেষেতে ফল বহু বিধ হয়।
এবে এশকটাগ্রাম নাম লোকে কয় ॥ ৪৪১

তথাহি আদিবারাহে—

শককটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রং পরং মম।
মথুরা পশ্চিমে ভাগ অদূরাদর্ধযোজনে ॥ ৪৪২
অনেকানি সহস্রাণি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।
তত্রাভিষেকং কুর্বীতৈকরাত্রোপোষিতো নরঃ।
স হি বিদ্যাধরং লোকং গত্বা চ রমতে সুখম্ ॥৪৪৩

গরুড়গোবিন্দ এই দেখ শ্রীনিবাস।
এথা করিলেন কৃষ্ণ অদ্ভুত বিলাস ॥৪৪৪
শ্রীদাম গরুড় হৈয়া খেলয়ে আনন্দে।
চতুর্ভুজ গোবিন্দ চড়য়ে তার স্কন্ধে ॥ ৪৪৫
গরুড় গোবিন্দ দুঁহু শোভা অতিশয়।
এই হেতু গরুড়গোবিন্দ নাম কয় ॥ ৪৪৬

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে যথা—
শ্রীদাম্নি তার্ক্ষ্যত্বং প্রাপ্তে সোহপি চতুর্ভুজ ইত্যাদি ॥৪৪৭

ঐছে কত স্থান দেখাইয়া দুইজনে।
পূর্ব পরিক্রামাপথে আইলা হর্ষমনে ॥ ৪৪৮

কুরুক্ষেত্র স্নমন্তপঞ্চক হইতে নিজগৃহে গমনকালে অনিচ্ছাহেতু শ্রীনন্দ প্রমুখ গোপগন কোন প্রকারে মথুরার দিকে প্রস্থান করিলেন কিন্তু গৃহে গমনে বিরক্তচিত্ত হইয়া যমুনা পার হইয়া গোকুল হইতে দূরে গোরাই নামে প্রসিদ্ধ স্থানে গোষ্ঠ স্থাপন করিলেন। সেই স্থান গোকুলপতি এই সংস্কৃত নাম গৌরব এই প্রাকৃত নাম এবং গোরই এই গ্রামীন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। যেরূপ পুরুষোত্তম ধাম পুরুষোত্তম নামে খ্যাত তদ্রূপ গোকুল পতির স্থান গোকুল-পতি নামে খ্যাত ॥৪২৯-৪৩১

সেই কুমুদ বনে মথুরার পশ্চিম দিকে অদূরে অর্ধযোজন শকটারোহন নামে আমার শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র আছে। সেখানে অনেক সহস্র ভ্রমর ভ্রমন করিয়া থাকে। একরাত্রি উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি তথায় স্নান করে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বিদ্যাধর লোকে গিয়া সুখে অবস্থান করে ॥৪৪২-৪৪৩

শ্রীদাম গরুড় রূপ ধারন করিলে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ রূপ প্রকাশ করিলেন ইত্যাদি ॥৪৪৭

দূর হইতে কহে —দেখ গন্ধেশ্বরস্থান।
কৃষ্ণ গন্ধদ্রব্য পরে—তেঁই এ আখ্যান ॥ ৪৪৯
দেখহ সাতোঞা-গ্রাম—কুণ্ড সুনির্মল।
শান্তনু মুনির এই তপস্যার স্থল ॥ ৪৫০
এত কহি শ্রীনিবাস নরোত্তমে লৈয়া।
আগে চলে নানা রম্যস্থান দেখাইয়া ॥ ৪৫১
রাঘব পণ্ডিত কহে হইয়া উল্লাস।
শ্রীবহুলাবন এই—দেখ শ্রীনিবাস ॥ ৪৫২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনভ্রমণ-কালেতে।
প্রেমাবেশে মত্ত হৈয়া আইলা এই পথে ॥ ৪৫৩
লক্ষ লক্ষ গাভীগণ ঊর্ধ্বপুচ্ছে ধায়।
চতুর্দিকে বেড়ি গৌরচন্দ্র পানে চায় ॥ ৪৫৪
শ্রীগৌরসুন্দর হস্তে স্পর্শি গাভীগণে।
প্রকাশয়ে পূর্বে যৈছে কৈলা গোচারণে ॥৪৫৫
মৃগাদিক পশু শিখি কোকিলাদি পক্ষ।
মহামত্ত চতুর্দিকে ফিরে লক্ষ লক্ষ ॥ ৪৫৬
বৃক্ষগণ পুষ্পবৃষ্টি করে গৌরচন্দ্রে।
দেখয়ে অসংখ্য লোক পরম আনন্দে ॥ ৪৫৭
কেহ কহে—অহে ভাই, মনে হেন বাসি।
ব্রজেন্দ্রনন্দন এই কপট সন্ন্যাসী ॥ ৪৫৮
শ্যাম সুচিক্কণ রূপ আচ্ছন্ন করিয়া।
গৌররূপ ধরি, ফিরে লোক প্রতারিয়া ॥ ৪৫৯
ঐছে কত কহে লোক অধৈর্য-হিয়ায়।
সর্বমনোরথ সিদ্ধ করে গৌররায় ॥৪৬০

অহে শ্রীনিবাস, এই বহুলাবনেতে।
দেখহ অপূর্ব কুণ্ড পদ্মবন যাতে ॥ ৪৬১
আর এই সঙ্কর্ষণ-কুণ্ড অনুপম।
আর মান-সরসী পরম মনোরম ॥৪৬২
এসব দর্শন স্নানে বহুফল হয়।
লক্ষ্মী সহ কৃষ্ণে দেখে পুরাণেতে কয়। ৪৬৩

তথাহি আদিবারাহে —

পঞ্চমং বহুলং নাম বনানাং বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বে নরো দেবি অগ্নিস্থানং স গচ্ছতি ॥ ৪৬৪

স্কান্দে শ্রীমথুরা-খণ্ডে—

বহুলা শ্রীহরেঃ পত্নী তত্র তিষ্ঠতি সর্বদা।
তস্মিন্ পদ্মবনে রাজন্ বহুপুণ্যফলানি চ ॥ ৪৬৫
তত্রৈব রমতে বিষ্ণুর্লক্ষ্ম্যা সার্ধং সদৈব হি।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরো নৃপ ॥ ৪৬৬
যস্তত্র কুণ্ডতে স্নানং মধুমাসে নৃপোত্তম।
সপশ্যতি হরি তত্র লক্ষ্ম্যাসহ বিশাংপতে ॥ ৪৬৭

ঐ যে ময়ূরগ্রাম কৃষ্ণ ঐখানে।
দেখে ময়ূরের নৃত্য প্রিয়াগণ-সনে ॥ ৪৬৮
কি অপূর্ব ! লক্ষ লক্ষ ময়ূর-মণ্ডলী।
রাই-কানু পানে চায় ঊর্ধ্ব পুচ্ছ তুলি ॥ ৪৬৯
ময়ূরের মধ্যে রাই কানু বলময়।
নাচায় নাচায়—কি অদ্ভুত হর্ষোদয় ॥ ৪৭০

হে দেবি ! বনগনমধ্যে শ্রেষ্ঠ বহুলা নামক বনে যে ব্যক্তি গমন করে সে অগ্নিলোকে গমন করে ॥৪৬৪

হে রাজন ! শ্রীহরির পত্নী বহুলা বহুলাবনে সর্বদা বিরাজমান সেই বহুলাবনের কুণ্ডস্থ পদ্মবনে গমনে বহু পুণ্য লাভ হয় ॥৪৬৫

হে নৃপ ! বহুলাবনে বিষ্ণু লক্ষ্মী সহ সর্বদা সুখে বিরাজ করেন। বহুলাবনে সঙ্কর্ষন কুণ্ড ও মান সরোবর রহিয়াছে ॥৪৬৬

হে নৃপশ্রেষ্ঠ ! যে চৈত্র মাসে সেই কুণ্ডে ও সরোবরে স্নান করে সে তথায় লক্ষ্মীসহ শ্রীহরির দর্শন লাভ করে ॥৪৬৭

চতুর্দিকে করতালি দিয়া সখীগণ।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন॥ ৪৭১
এ দেখ দক্ষিণ গ্রামাদি কথোদূরে।
ও সব স্থানেতে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে॥ ৪৭২
দক্ষিণ গ্রামেতে কৃষ্ণ রঙ্গে বিলসয়।
দক্ষিন নায়িকা-ভাব ব্যক্ত অতিশয়॥ ৪৭৩
আগে এ 'বসতি' গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
এথা বৃষভানুরাজা করিলেন বাস॥ ৪৭৪
যষ্ঠীকরা রাওল পর্যন্ত নন্দ রহে।
'রাওল' গ্রামের নাম এবে 'রাল' কহে॥ ৪৭৫
বসতি নিকট রাম কৃষ্ণ তোষ স্থানে।
মহাতোষে বিলসে সকল সখাগনে॥৪৭৬
এই আগে দেখহ 'আরিট' নামে গ্রাম।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের বিলাস অনুপম॥ ৪৭৭
অরিষ্ট অসুর আইলা বৃষরূপ ধরি।
পরম কৌতুকে তারে বধিলা শ্রীহরি॥৪৭৮
কৌতুকে শ্রীরাধাঙ্গ স্পর্শিতে কৃষ্ণ চায়।
হাসিয়া রাধিকা কহে—ইহা না যুয়ায়॥৪৭৯
যদ্যপি অসুর—সে ধরয়ে বৃষাকৃতি।
তারে বধ কৈলা, হৈলা অপবিত্র অতি॥৩৮০
যদি সর্বতীর্থ স্নান পার করিবারে।
তবে সে ঘুচয়ে দোষ—কহিল তোমারে॥৩৮১
হাসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ সুমধুর-বাণী।
এথাই করিব স্নান সর্বতীর্থ আনি॥৪৮২
এত কহি পদঘাত কৈলা মহীতলে।
পরিপূর্ণ হৈল কুণ্ড সর্বতীর্থ-জলে॥ ৪৮৩

নিজ-নিজ পরিচয় দিয়া তীর্থগণ।
সাক্ষাৎ হইয়া কৃষ্ণে করিলা স্তবন॥ ৪৮৪
শ্রীরাধিকা-সহ সখীগণে দেখাইয়া।
স্নান কৈল কৃষ্ণ তীর্থগণে সম্বোধিয়া॥ ৪৮৫
অর্ধরাত্র হইতেই হৈল সমাধান।
অদ্যাপিহ লোকে তৈছে কুণ্ডে করে স্নান॥৪৮৬
শ্রীরাধিকা শুনি কৃষ্ণ-প্রগল্‌ভ বচন।
সখীসহ শীঘ্র কুণ্ড করিল খনন॥ ৪৮৭
হইল অপূর্ব রাধিকার সরোবর।
দেখিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ অন্তর॥৪৮৮
সর্বতীর্থময়ী শ্রীমানসীগঙ্গা-জলে।
করিবেন কুণ্ড পূর্ণ অতি কুতূহলে॥৪৮৯
এই ইচ্ছা জানি কৃষ্ণ তীর্থে নিদেশিতে।
প্রবেশে রাধিকাকুণ্ডে শ্যামকুণ্ড হৈতে॥ ৪৯০
তীর্থগণ করি বহুস্তুতি রাধিকার।
মানয়ে সৌভাগ্য, মহাহর্ষ অনিবার॥৪৯১
দুই কুণ্ড পরিপূর্ণ হৈল তীর্থজলে।
সখীসহ দোঁহে শোভা দেখে কুতূহলে॥৪৯২
নানা বৃক্ষলতায় বেষ্টিত কুণ্ডদ্বয়।
দোঁহার আশ্চর্য কেলিস্থান এই হয়॥ ৪৯৩
তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে—
নীপৈশ্চম্পকপালিভির্নববরাশোকৈ রসালোৎকরৈঃ
পুন্নাগৈর্বকুলৈর্লবঙ্গলতিকা-বাসন্তিকাভির্বৃতম্।
হৃদ্যং তৎ প্রিয়কুণ্ডয়োস্তটমিলন্মধ্যপ্রদেশং পরঃ
রাধামাধবয়োঃ প্রিয়ং স্থলমিদং কেল্যাস্তদেবাশ্রয়ে
॥৪৯৪

তাঁহাদের কুণ্ডদ্বয়ের মধ্যবর্তী তটে মিলিত মধ্যস্থলে শ্রীরাধামাধবের এই কেলি স্থান অবস্থিত। ইহা কদম্ব, চম্পকশ্রেনী, নূতন ও উত্তম অশোক, আম্রশ্রেনী, পন্নাগ বকুল প্রভৃতি বৃক্ষ লবঙ্গলতা, বাসন্তিকা প্রভৃতি লতার দ্বারা পরিবেষ্টিত ও মনোরম। শ্রীরাধামাধবের ইহা অতীব প্রিয়। আমি তাহাই আশ্রয় করিতেছি॥৪৯৪

শ্রীরাধাকুণ্ডের শোভা-বর্ণনা—

শ্রীরাধিকাকুণ্ড সর্বদিকে নিরুপম।
ললিতাদি অষ্টসখী কুঞ্জ মনোরম ॥৪৯৫
সুবলাদি-কুণ্ড শ্যামকুণ্ড সর্বদিকে।
দোঁহে বিলসয়ে অতি অশেষ বিশেষে ॥৪৯৬

গীতে যথা—

(রাগ সারঙ্গ)

নাগরবর পরম ধীর রহি রাধাকুণ্ডতীর
নিরখত অতি মঙ্গলময়
মধুর সরসী-শোভা।
নিরমল পরিপূরিত জল তঁহি কত কত ভাঁতি কমল
অতুলিত অলি বলিত মঞ্জু
গুঞ্জত চিতলোভা ॥
লঘু লঘু নব পবন-সঙ্গ উপজত মৃদুতর তরঙ্গ
প্রমুদিত জলচয় সঙ্গ।
ফিরত কত রঙ্গ।
ঝলকত মণিখচিত ঘাট ঘন বিচিত্র চিত্র নাট
মণ্ডিত কুটি-মণ্ডপ
মদনালয়-মদ-ভাঙ্গ॥
প্রফুল্লিত সুরসাল হি অরু নীপ-বকুল চম্পক-তরু
উচ্চ রুচির রচিত
রতন-দোলা তঁহি সাজে।
উলসিত শুক গায়ত ঘন শুনি শুনি উনমত খগগন
নৃত্যত শিখী কুহু কুহু কুহু
কোকিল কল গাজে॥
কনক বেদী বিলসিত বন সেবিত ষড়ৠতু অনুখন
বিকসিত কত কুসুম সুষম
সৌরভ অনুপামা।
বেষ্টিত ললিতাদি কুঞ্জ নিরমিত রসজনিতপুঞ্জ
ভৈরজ-ভর-ভঞ্জন-ভণ
নরহরি সুখধামা ॥ ৪৯৭

(রাগ সারঙ্গ)

রাধা মৃগনয়নী গৌরী নাগরকবাহু জোড়ি
প্রমুদিত নিরখত
ঘনশ্যাম সরসী-শোভা।
নির্মল পরিপূর্ণ বারি পীযূষভর-গরবহারি
মন্দ পবন পরশত
মৃদু বীচি ভুবন-লোভা॥
বিকশিত নবকুঞ্জনিকর গুঞ্জত মধুমত্ত ভ্রমর
মঞ্জু নটত খঞ্জন
জন-রঞ্জন অনুপামা।
সারস-লস-হংস লাখ ফিরতহি তঁহি চক্রবাক
ক্রৌঞ্চ-কীর-কোকিল-শিখী
কলরব অভিরামা॥
ঝলকত সর-তীর অতুল কুসুমিত তরু-বল্লী-বকুল
বলয়িত জল-ঝলক-ছাঁহ
ছুটত ছবি ভারী।
অভিনব কুটি-মণ্ডপগণ মণ্ডিত কত বেদি-রতন
সুগঠন মণি-জড়িত ঘাট
লোচন রুচিকারী।
চৌদিশ রস ঝরত পুঞ্জ বেষ্টিত সুবলাদি কুঞ্জ
সুরুচি রচনা তঁহি কত
ভাঁতি ভবন ভ্রাজে।
ষড়ৠতু-কৃত সেবন ঘন অদভুত মহিমা সুরঙ্গ
গায়ত নরহরি অনুখন
ধ্যায়ত হৃদি মাঝে ॥ ৪৯৮
অরিষ্ট কুণ্ডাখ্য শ্যামকুণ্ড সবে কয়।
এই দুই কুণ্ডের মহিমা অতিশয় ॥৪৯৯
দুই কুণ্ডে স্নান যেই জন করে।
রাজসূয়-অশ্বমেধ ফল মিলে তারে ॥ ৫০০

তথাহি আদিবারাহে:—

অরিষ্টরাধাকুণ্ডাভ্যাং স্নানৎ ফলমবাপ্যতে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্য বিচারণা॥ ৫০১

অহে শ্রীনিবাস, রাধাকুণ্ডের মহিমা।
পুরাণে বিদিত এ কহিতে নাহি সীমা॥ ৫০২

তথাহি শ্রীমথুরাখণ্ডে:—

দীপোৎসবে কার্ত্তিকে চ রাধাকুণ্ডে যুধিষ্ঠির।
দৃশ্যতে সকলং বিশ্বং ভুক্তৈর্বিষ্ণুপরায়ণৈঃ॥৫০৩

পাদ্মে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে:—

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ।
নরো ভক্তো ভবেদ্বিপ্র তৎ স্তিতস্য প্রতোষণম্॥ ৫০৩
যথা রাধা প্রিয়া বিষ্ণোস্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্বগোপীষু সৈবৈকা বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥৫০৫
তৎকুণ্ডে কার্ত্তিকেহষ্টম্যাং স্নাত্বা পূজ্যো জনার্দনঃ।
প্রবোধন্যাং যথা প্রীতিস্তথা প্রীতিস্ততো ভবেৎ॥৫০৬

দেখ শ্রীনিবাস—রাধাশ্যাম কুণ্ডদ্বয়।
চতুর্দিকে বন শোভা মুনীন্দ্রে মোহয়॥৫০৭
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনভ্রমণ করিয়া।
এই তমালের তলে বসিল আসিয়া॥ ৫০৮
অরিষ্টগ্রামীয় লোকগনে জিজ্ঞাসিল।
কুণ্ডদ্বয়-বার্তা কেহ কহিতে নারিল॥ ৫০৯
সঙ্গেতে আইলা বিপ্র মথুরা হইতে।
তারে জিজ্ঞাসিল—সেহো না পারে কহিতে॥ ৫১০
প্রভু সে সর্বজ্ঞ গুপ্ততীর্থ নিরীখয়।
দুই ধান্য ক্ষেত্র হইয়াছে কুণ্ডদ্বয়॥ ৫১১
তথা অল্প জলে স্নান করি হর্ষ-চিত্তে।
শ্রীকুণ্ডকে স্তুতি করিলেন নানামতে॥ ৫১২
লইয়া মৃত্তিকা যত্নে তিলক করিল।
দেখি গ্রামী লোক মহা-বিস্ময় হইল॥ ৫১৩
কেহ কহে এই যে সন্ন্যাসী মহাশয়।
কোথা হৈতে অকস্মাৎ করিলা বিজয়॥ ৫১৪
কেহ কহে অহে ভাই ইহারে দেখিতে।
না জানি কি করে হিয়া না পারি বুঝিতে॥ ৫১৫
কেহ কহে—মনুষ্য সন্ন্যাসী কভু নয়।
কহিতে না পারে মোর মনে যাহা হয়॥ ৫১৬
কেহ কহে—ইহারে সন্ন্যাসী কহে কে?
এই রূপে এই বেশে কৃষ্ণ হয় এ॥ ৫১৭
দেখহ তাহার সাক্ষী নানা পক্ষিগণ।
নিকটে আসিয়া সবে করয়ে দর্শন॥ ৫১৮

রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, অরিষ্ট কুণ্ড ও রাধাকুণ্ড স্নানে সেই ফল লাভ হয়। এবিষয়ে বিচার্য্য কর্ত্তব্য নহে॥ ৫০১

হে যুধিষ্ঠির। কার্ত্তিক মাসের রাধাকুণ্ডে দীপদান উৎসব করিলে বিষ্ণুভক্তি পরায়ন ব্যক্তি সকল বিশ্বকে দেখিতে পায়॥৫০৩

রমনীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে হরিপ্রিয় রাধাকুণ্ড বিরাজিত। কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণাষ্টামীতে তথায় স্নান করিলে লোকে শ্রীহরির প্রিয় প্রিয়ভক্ত হইতে পারে। কারন তাহাতে শ্রীহরি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। যেরূপ রাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়, তদ্রূপ শ্রীরাধাকুণ্ড প্রিয়। কেননা সমস্ত গোপীগন মধ্যে একা রাধাই শ্রীকৃষ্ণের অতীব প্রিয়। কার্ত্তিক মাসে রাধাকুণ্ডে স্নান করিয়া জনার্দ্দনের পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য। উত্থান একাদশীতে জনার্দ্দনের পূজা করিলে তিনি যেরূপ সন্তুষ্ট হন, এই দিনের পূজাতে তাদৃশ সন্তুষ্ট হন॥ ৫০৪-৫০৬

শুক পিক সুখে, 'কৃষ্ণ' সম্বোধন করে।
নাচয়ে ময়ূর মহা-উল্লাস অন্তরে ॥ ৫১৯
নানা শব্দ করে পক্ষী কর্ণরসায়ন।
দেখ কি অদ্ভুত প্রফুল্লিত বৃক্ষগণ ॥ ৫২০
অহে ভাই, এ কপট সন্ন্যাসী উপরে।
দেখ লতাসহ বৃক্ষ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ ৫২১
হরিণ হরিণীগণ সমীপে আসিয়া।
একদৃষ্টে রহিয়াছে মুখপানে চাহিয়া ॥ ৫২২
উর্দ্ধ্বপুচ্ছে ধাইয়া আইসে ধেনুগণ।
চতুর্দিকে বেড়ি মুখ করে নিরীক্ষণ ॥৫২৩
দেখ আনন্দাশ্রু ঝরে সবায় নয়নে।
ইহাতে সুচায়—দেখা হৈল বহুদিন ॥ ৫২৪
অহে ভাই' ভাগ্য প্রশংসিয়ে বারে বারে।
হেন রূপে হেন বেশে দেখিনু কৃষ্ণেরে ॥ ৫২৫
অহে ভাই. এ প্রভুচরনে নমস্কার।
লোকে জ্ঞান দিতে বুঝি এই অবতার ॥ ৫২৬
'কালী' 'গৌরী' নামে এই ধান্য ক্ষেত কৈনু।
ইঁহার কৃপাতে কুণ্ডদ্বয় সে জানিনু ॥ ৫২৭
ঐছে সবে পরস্পর নানা কথা কয়।
শ্রীদর্শনামৃতপানে মত্ত অতিশয় ॥৫২৮
কুণ্ড দেখি প্রভুর যে হৈল ভাবাবেশ।
ব্রহ্মাদিক বর্ণিতে নারয়ে তার লেশ ॥৫২৯
অহে শ্রীনিবাস, ধান্যক্ষেত্র কুণ্ডদ্বয়।
এবে জলে পরিপূর্ণ হৈল অতিশয় ॥ ৫৩০
এরূপ হৈল যৈছে ধান্যক্ষেত গিয়া।
শুন সে প্রসঙ্গ কহি সংক্ষেপ করিয়া ॥ ৫৩১
অকস্মাৎ রঘুনাথ-মনে এই হৈল।
কুণ্ডদ্বয় জলে পূর্ণ হৈলে হৈত ভাল ॥৫৩২
অর্থের আকাঙ্খা কিছু ইহাতে বুঝায়।
এত বিচারিয়া হৈলেন স্তব্ধপ্রায় ॥ ৫৩৩

আপনাকে ধিক্কার করয়ে বারবার।
কেনে এ বাসনা মনে হইল আমার ॥ ৫৩৪
বিবিধ প্রকারে নিজ-মন বুঝাইয়া।
রহয়ে নির্জ্জনে অতি সাবধান হৈয়া ॥ ৫৩৫
ভক্তমনে যে হয় তা না হয় অন্যথা।
কৃষ্ণ সে করেন পূর্ণ ভক্ত-মনঃকথা ॥ ৫৩৬
কোন এক ধনী বদরিকাশ্রমে গিয়া।
প্রভুকে দর্শন কৈল বহু মুদ্রা দিয়া ॥ ৫৩৭
নারায়ণ তারে আজ্ঞা করিল স্বপ্নেতে।
"মুদ্রা লৈয়া যাহ ব্রজে আরিট-গ্রামেতে।
তথা রঘুনাথ দাস বৈষ্ণবপ্রধান
তাঁর আগে দিবা মুদ্রা লৈয়া মোর নাম ॥ ৫৩৯
যদি এই মুদ্রা তেঁহো না করে গ্রহন।
তবে এই কথা তাঁরে করাবে স্মরণ ৫৪০
কুণ্ডদ্বয়জলে স্নান-পানের লাগিয়া।
করিয়াছ মনে, তা করহ মুদ্রা লৈয়া ॥৫৪১
এত কহি বিদায় করিলা সেই ক্ষণে।
আরিট-গ্রামেতে তেঁহ আইলা হর্ষমনে ॥ ৫৪২
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আগে গিয়া।
ভূমে পড়ি প্রণময়ে মুদ্রা ভেট দিয়া ॥৫৪৩
প্রভু যৈছে আজ্ঞা কৈল সে সব কহিলা।
শুনি রঘুনাথ স্তব্ধ হইয়া রহিলা ॥ ৫৪৪
কতক্ষণে কহে প্রশংসিয়া বারবার।
শীঘ্রকুণ্ডদ্বয়ের করহ পঙ্কোদ্ধার ॥৫৪৫
শুনে মহাজন মহা-আনন্দ হইলা।
সেই ক্ষনে বহু লোক নিযুক্ত করিলা ॥৫৪৬
শীঘ্র কুণ্ডদ্বয় খোদাইল বহুমতে।
শ্যামকুণ্ড বক্র যৈছে শুন সাবহিতে ॥ ৫৪৭
শ্যামকুণ্ডতীরে এই বৃক্ষ পুরাতন।
সবে স্থির কৈল কালি করিব ছেদন ॥ ৫৪৮

স্বপ্নে রাজা যুধিষ্ঠির কহে রঘুনাথে।
বৃক্ষরূপে মোরা পঞ্চ আছিয়ে এথাতে ॥ ৫৪৯
কালি প্রাতে মানস-পাবনঘাটে গিয়া।
করিবেন রক্ষা পঞ্চ বৃক্ষ নিরখিবা ॥ ৫৫০
স্বপ্ন দেখি রঘুনাথ রজনী প্রভাতে।
দেখে এক বৃক্ষে পঞ্চ বৃক্ষ ক্রমমতে ॥৫৫১
বৃক্ষের ছেদন সবে বারণ করিল।
এই হেতু শ্যামকুণ্ড চৌরস নহিল ॥ ৫৫২
নির্মল জলেতে পরিপূর্ণ কুণ্ডদ্বয়।
দেখি রঘুনাথ হৃষ্ট হৈল অতিশয় ॥৫৫৩
দিবারাত্র রঘুনাথ বৃক্ষতলে রহে।
কুটির করিতে তাঁর কভু ইচ্ছা নহে ॥ ৫৫৪
একদিন সনাতন বৃন্দাবন হৈতে।
এথা আইলা শ্রীগোপালভট্টের বাসাতে ॥৫৫৫
মানস-পাবন-ঘাটে চলিলেন স্নানে।
দেখে —এক ব্যাঘ্র জল পিয়ে সেইখানে ॥৫৫৬
রঘুনাথ ধ্যানাবেশে আছেন বসিয়া।
ব্যাঘ্র বনে গেলা তাঁর নিকট হইয়া ॥ ৫৫৭
কতক্ষনে রঘুনাথ চাহে চারি পানে।
দেখেন শ্রীসনাতন আইসেন স্নানে ॥৫৫৮
ভূমেতে পড়িয়া সনাতনে প্রণমিল।
সনাতন স্নেহবশে আলিঙ্গন কৈল ॥ ৫৫৯
রঘুনাথ প্রতি স্নেহে কহে ধীরে ধীরে।
বৃক্ষতল হৈতে এবে রহিবে কুটিরে ॥৫৬০
জানাইয়া বিশেষ গোসাঞী গেলা স্নানে।
কুটিরের আরম্ভ হৈল সেই দিনে ॥ ৫৬১
অস্ত হিত হেতু রঘুনাথ সেই হৈতে।
রহিলেন কুটিরে গোসাঞীর আজ্ঞামতে ॥ ৫৬২
অহে শ্রীনিবাস, রঘুনাথ চেষ্টা যত।
একমুখে তাহা আমি কহিব বা কত ॥ ৫৬৩

দাস নামে এক ব্রজবাসী এথা রয়।
দাসগোস্বামীর তারে স্নেহ অতিশয় ॥ ৫৬৪
তেঁহো একদিন সখীস্থলী গ্রামে গেলা।
বৃহৎ পলাশপত্র দেখি তুলি নিলা ॥ ৫৬৫
দাসগোস্বামীর কথা মনে মনে কহে।
অন্নাদিক-ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে ॥৫৬৬
এক দোনা তক্র পিয়ে নিয়ম তাঁহার।
ইথে কিছু অতিরিক্ত হইবে আহার ॥৫৬৭
ঐছে মনে করি ঘরে আসি দোনা কৈলা।
তাহে তক্র লৈয়া রঘুনাথ আগে আইলা ॥ ৫৬৮
নব্যপত্র দোনা দেখি জিজ্ঞাসে গোসাঞী।
এ বৃহৎ পত্র আজি পাইলা কোন্ ঠাঞি ॥ ৫৬৯
দাস কহে সখীস্থলী গেনু গোচারণে।
পাইয়া উত্তম পত্র আনিনু এখানে ॥ ৫৭০
সখীস্থলী নাম শুনি ক্রোধে পূর্ণ হৈলা।
তক্রসহ দোনা দূরে ফেলাইয়া দিলা ॥ ৫৭১
কতক্ষনে স্থির হৈয়া কহে দাসপ্রতি।
সে চন্দ্রাবলীর স্থান —না যাইবা তথি ॥ ৫৭২
ইহা শুনি দাস ব্রজবাসী স্থির হৈয়া।
জানিলেন সাধকদেহেতে সিদ্ধ-ক্রিয়া ॥ ৫৭৩
এ-সবার এই দেহ নিত্যসিদ্ধ হয়।
ইথে যে পামর সেই করয়ে সংশয় ॥৫৭৪
অহে শ্রীনিবাস, একদিন রঘুনাথ।
ভুঞ্জিলেন মানসে প্রসাদী দুগ্ধ ভাত ॥৫৭৫
হইল অজীর্ণ. দেহ ভার অতিশয়।
কৈছে দেহ ভার হৈল কেহ না বুঝয় ॥৫৭৬
শ্রীবল্লভপুর শ্রীবিট্‌ঠল নাথ শুনি।
দুই চিকিৎসক লৈয়া আইলা আপনি ॥৫৭৭
নাড় দেখি চিকিৎসক কহে বার বার।
দুগ্ধ অন্ন খাইলা ইহোঁ। ইথে দেহ ভার ॥ ৫৭৮

শ্রীবিট্‌ঠল নাথ কহে হইয়া বিস্ময়।
'দুগ্ধ অন্ন ইঁহারে সম্ভব কভু নয়॥ ৫৭৯
রঘুনাথ কহে : এই সুসত্য বচন।
মানসে করিনু মুই দুগ্ধান্ন-ভোজন॥ ৫৮০
শুনিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার
ঐছে রঘুনাথ ক্রিয়া কি কহিব আর॥ ৫৮১
অহে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয় জান চিত্তে।
রাধাকুণ্ডবাস রঘুনাথকৃপা হৈতে॥ ৫৮২
শ্রীকুণ্ড, শ্রীগোবর্ধনশিলা, গুঞ্জহার।
শ্রীরঘুনাথের এই সেবা সুপ্রচার॥ ৫৮৩
পরম উজ্জ্বল কুণ্ডে বৃক্ষলতাগণ।
দেখ রাধাশ্যামকুণ্ডদ্বয়ের মিলন॥ ৫৮৫
এই 'মাল্যহারি' কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস।
মুক্তামালা ছলে এথা অদ্ভুত বিলাস॥ ৫৮৫
শ্রীমুক্তা চরিত্র গ্রন্থে এসব বিচারি।
বর্ণিল শ্রীরঘুনাথদাস কৃপা করি॥ ৫৪৬
এই শিবখোর ভানুখোর কুণ্ডদ্বয়।
এত কহি রাঘবের উল্লাস হৃদয়॥
ঐছে আর কুণ্ড নানা স্থান দেখাইয়া।
শ্রীদাস গোস্বামী আগে গেলা দোঁহে লৈয়া॥৫৮৮
শ্রীরাঘব পণ্ডিত সকল নিবেদিল।
শুনি দাস গোস্বামীর চিত্তে হর্ষ হৈল॥ ৫৮৯
শ্রীনিবাস নরোত্তম অতি সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা গোস্বামি চরণে॥ ৫৯০
গোস্বামীর শুষ্ক দেহ দুর্বল্যাতিশয়।
তথাপি উঠিয়া দুই বাহু পসারয়॥ ৫৯১
শ্রীনিবাস নরোত্তমে আলিঙ্গন করি।
শ্রীনিবাস প্রতি কি কহিলা ধীরি ধীরি॥ ৫৯২
কৃষ্ণদাস কবিরাজ তথায় আইলা।
তাঁরে প্রণমিতে যে উচিত তাহা কৈলা॥ ৫৯৩

শ্রীনিবাস জানে তেঁহো প্রাণের সমান।
কহিতে কি পরম অদ্ভুত চেষ্টা তান॥ ৫৯৫
দাস গোস্বামীর প্রিয় দাস ব্রজবাসী।
তেঁহো সেইখানে শীঘ্র মিলিলেন আসি॥ ৫৯৫
আর যে যে বৈষ্ণব ছিলেন কুণ্ডতীরে।
শ্রীনিবাস-নরোত্তম মিলে সে সবারে॥৫৯৬
সবে হৃষ্ট হৈয়া স্নানে অনুমতি দিলা।
ভক্ষণসামগ্রী অতি শীঘ্র করাইলা॥ ৫৯৭
দোঁহে স্নান করিবারে গেলা শীঘ্র করি।
নয়ন ভরিয়া দেখে কুণ্ডের মাধুরী॥ ৫৯৮
সুবলের কুঞ্জ শ্যাম-কুণ্ডের উত্তরে।
তথা ঘাট মানস-পাবন শোভা করে॥ ৫৯৯
মানস পাবন রাধিকার প্রিয় অতি।
মানস পাবন পঞ্চপাণ্ডবের স্থিতি॥ ৬০০
সেই ঘাটে দোঁহে স্নান কৈল প্রেমাবেশে।
বাঢ়িল দোঁহের সুখ অশেষে বিশেষে॥৬০১
শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীর কুটির যথা।
শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবা করিলেন তথা॥৬০২
সে দিবস পরম আনন্দে গোঙাইয়া।
চলিলা পণ্ডিত প্রাতঃকালে দোঁহেলৈয়া॥৬০৩
শ্রীকুণ্ডদক্ষিণে 'মুখরাই' গ্রাম হয়।
তথা গিয়া পণ্ডিত শ্রীনিবাস-প্রতি কয়॥ ৬০৪
রাধিকার মাতামহী মুখরা প্রাচীনা।
তাঁর এই বাসস্থান—জানে সর্বজনা॥ ৬০৫
এথা মহা-কৌতুক—মুখরা অলক্ষিত।
রাধাকৃষ্ণে মিলায় হইয়া উল্লসিত॥ ৬০৬
এত কহি আগে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে।
বহু লীলাস্থলী গোবর্ধন-চারিপাশে॥ ৬০৭
দেখহ 'কুসুমসরোবর' এই বনে।
দোঁহার অদ্ভুত রঙ্গ কুসুমচয়নে॥ ৬০৮

এই যে 'নারদকুণ্ড' নারদ এথাতে।
তপঃ করি কৈলা পূর্ণ যে ছিল মনেতে ॥ ৬০৯
মুনি-মনোরথ ব্যক্ত পুরাণে অশেষ।
মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু বৃন্দা উপদেশ ॥ ৬১০
এই রত্নসিংহাসন—ইথে বহু কথা।
রত্ন-সিংহাসনে শ্রীরাধিকা ছিল এথা ॥ ৬১১
শঙ্খচূড়-বধের কারণ এথা হৈতে।
যৈছে কৃষ্ণ বধে—তা বিদিত ভাগবতে ॥ ৬১২
এই দেখ পালিগ্রাম অপূর্ব উদ্যান।
পালিতা নামেতে যূথেশ্বরী বাসস্থান ॥ ৬১৩
ওই দেখ দূরে যমুনা মত গ্রামেতে।
তথা বিলসয়ে কৃষ্ণ সখাগণ-সাথে ॥ ৬১৪
ইন্দ্রধ্বজবেদী এই—এথা নন্দরায়।
করিতেন ইন্দ্রপূজা সর্বলোকে গায় ॥ ৬১৫
এই দেখ কৃষ্ণ এথা করে গোচারণ।
বংশীস্বনে নিকটে আনয়ে ধেনুগণ ॥ ৬১৬
এ ঋনমোচন-পাপমোচন-আখ্যান।
ঋণপাপ ঘুচে কুণ্ডদ্বয়ে কৈলে স্নান ॥ ৬১৭
এই দেখ 'সঙ্কর্ষণকুণ্ড' তেজোময়।
এথা স্নান কৈলে মনোরথ সিদ্ধ হয় ॥ ৬১৮
এই পরাসৌলি-গ্রাম—দেখ শ্রীনিবাস।
বসন্তসময়ে এথা করিলেন রাস ॥ ৬১৯
এই দেখ 'চন্দ্রসরোবর' অনুপম।
এথা রাসাবেশ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশ্রাম ॥ ৬২০

দেখহ গন্ধর্বকুণ্ড অতিরম্য স্থল।
এথা কৃষ্ণগুণগানে গন্ধর্ব বিহ্বল ॥ ৬২১

গোবর্ধনে বসন্তরাসেতে রঙ্গ যত।
পরম মধুর তা বর্ণিবে কেবা কত? ৬২২

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং গোবর্ধনাশ্রয়দশকে—

রাসে শ্রীশতবন্দ্যসুন্দরসখী বৃন্দাঞ্চিতা সৌরভ-
ভ্রাজৎকৃষ্ণরসালবাহুবিলসৎকণ্ঠী মধৌ মাধবী।
রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাসস্থলী সা পরা
যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে গোবর্ধনং নাশ্রয়েৎ
॥ ৬২৩

দেখ 'পঠ'-নামে গ্রাম অতি সুশোভিত।
পৈঠ নাম হৈল যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥ ৬২৪

রাসে কৃষ্ণ অন্তর্ধান হৈলা এই বনে।
কৃষ্ণে অন্বেষণ করি ফিরে গোপীগণে ॥ ৬২৫

চতুর্ভুজ হৈয়া কৃষ্ণ সাক্ষাৎ হইল।
রাইদৃষ্টে দুই ভুজ দেহে প্রবেশিল ॥ ৬২৬
তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকা প্রকরণে
পঞ্চমষষ্ঠ শ্লোকৌ—

ভুজচতুষ্টয়ং ক্বাপি নর্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রেম্না দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥ ৬২৭

যেখানে বসন্তকালে রাসনৃত্যে শ্রীরাধিকা শত শত লক্ষ্মীবন্দিতা সখীবৃন্দের দ্বারা শোভিত হইয়া সৌরভ সুগ্রাহ্য দীপ্যমান শ্রীকৃষ্ণের রসাল বাহু বেষ্টনে শোভিত কণ্ঠে মধুর নৃত্য করেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠা রাসস্থলী যে গোবর্ধনে বেষ্টিত হইয়া বিরাজিত, অয়ে! কোন্ ভাগ্যবান জন্ সেই উচ্চ গোবর্ধনকে আশ্রয় করিবে না? ৬২৩

কদাপি কৌতুকে চারিহস্ত প্রদর্শন করিলে ও বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধার প্রেম প্রভাবে তাঁহাকে দ্বিভুজ করে ॥৬২৭

রাসারম্ভবিধৌ নিলীয় বসতা কুঞ্জে মৃগাক্ষীগণৈ-
দৃষ্টং গোপয়িতুং সমুদ্ধুরধিয়া যা সুষ্ঠু সন্দর্শিতা।
রাধায়াঃ প্রণয়স্য হন্ত মহিমা যস্য শ্রিয়া রক্ষিতুং
সা শক্যা প্রভবিষ্ণুনাপি হরিণা নাসীচ্চতুর্বাহুতা
॥ ৬২৮

দেহে পৈঠে দ্বিভুজ—এ কৌতুক অপার।
এই হেতু পৈঠনাম লোকেতে প্রচার ॥৬২৯
পৈঠগ্রাম-আদি রম্যস্থান দেখাইয়া।
গৌরীতীর্থে পণ্ডিত আইলা উলটিয়া ॥ ৬৩০
পণ্ডিত উল্লাসে কহে দেখ শ্রীনিবাস।
এই গৌরতীর্থে হয় অদ্ভুত বিলাস ॥৬৩১
গৌরীতীর্থে নীপ-বৃক্ষরাজ মনোহর।
'নীপকুণ্ড' দেখ এই পরম সুন্দর ॥ ৬৩২
এই 'আনিয়োর গ্রাম গিরিসন্নিধানে।
এথা যে কৌতুক—তা কহিতে কেবা জানে ? ৬৩৩
নন্দাদিক গোপ ইন্দ্রপূজা ত্যাগ করি।
কৃষ্ণের কথায় পূজে গোবর্ধনগিরি ॥৬৩৪
মেঘ হৈতে গভীর বচন উচ্চারয়।
'আনিঔর আনিঔর বারবার কয় ॥ ৬৩৫
গোপগোপী ভুঞ্জায়েন কৌতুকে অপার।
এই হেতু 'আনিয়োর নাম সে ইহার ॥ ৬৩৭

'অন্নকূট স্থান এই—দেখ শ্রীনিবাস।
এ স্থানদর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ ৬৩৮
তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৫তম শ্লোকঃ—
ব্রজেন্দ্রবর্যার্পিতভোগমুচ্চৈ-
র্ধৃত্বা বৃহৎকায়মঘারিরুৎকঃ।
বরেণ রাধাং ছলয়ন্ বিভুঙ্‌ক্তে
যত্রান্নকূটং তদহং প্রপদ্যে। ৬৩৯
এই শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড-মহিমা অনেক।
এথা ইন্দ্র কৈল গোবিন্দের অভিষেক ॥ ৬৪০
তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৪ শ্লোকঃ -
নীচৈঃ প্রৌঢ়ভয়াৎ স্বয়ং সুরপতিঃ পাদৌ
বিধৃত্যেহ যৈঃ
স্বর্গঙ্গাসলিলৈশ্চকার সুরভিদ্বারাভিষেকোৎসবম্।
গোবিন্দস্য নবং গবামধিপতারাজ্যে স্ফুটং কৌতুকৈ-
স্তৈর্যৎ প্রাদুরভূৎ সদা স্ফুরতু তদেগাবিন্দকুণ্ডং
দৃশোঃ॥
এই শ্রীগোবিন্দকুণ্ড স্নানে ফল যত।
পুরাণে প্রচার—তাহা কে বর্ণিবে কত ? ৬৪২
তথাহি মথুরাখণ্ডে—
যত্রাভিষিক্তো ভগবান্ মঘোনা যদুবৈরিণা।
গোবিন্দকুণ্ডং তজ্জাতং স্নানমাত্রেণ মোক্ষদম্॥

রাসক্রীড়া অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনস্থিত কুঞ্জে লুকাইয়া গোপীগনের দর্শন হইতে আত্মগোপন করতঃ কৌতুকবশতঃ চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধারন করিয়াছিলেন; শ্রীকৃষ্ণ প্রভু হইয়া ও শ্রীরাধার প্রেম বৈভবে সেই চতুর্ভুজ রূপ রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, শ্রীরাধায়এরূপ প্রেমের মহিমা ॥৬২৮

যে স্থানে অঘবিনাশন শ্রীকৃষ্ণ বৃহৎ দেহ ধারন করিয়া সাগ্রহে ব্রজরাজ প্রদত্ত ভোগ্য সমূহের ছলে শ্রীরাধাকে বর প্রদানে বঞ্চিত করতঃ ভক্ষন করিয়াছিলেন; সেই অন্নকূট স্থানকে আশ্রয় করিলাম ॥৬৩৯

এখানে সুরপতি ইন্দ্র অতিশয় ভয়ে অবনত হইয়া আগ্রহ পূর্বক সুরভি দ্বারা যে মন্দাকিনী জলে বিশ্বের আধিপত্য রূপ গোবিন্দের নুতন অভিষেক উৎসব স্বয়ং সম্পাদন করিয়া ছিলেন; সেই অভিষেক জল হইতে যে কুণ্ডের আবির্ভাব, সেই গোবিন্দ কুণ্ড সর্বদা আমার নয়নে স্ফুরিত হউক ॥৬৪১

যথায় যাদবগনের শত্রু ইন্দ্র কর্ত্তৃক ভগবান শ্রীগোবিন্দ অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই অভিষেক হইতে উৎপন্ন গোবিন্দ কুণ্ডে স্নান মাত্রেই মোক্ষপদ লাভ হয় ॥৬৪৩

এথা শক্র কৃষ্ণে স্তুতি কৈল নানামতে।
বহুফল শক্র-তীর্থ-স্নান-তর্পণেতে ॥ ৬৪৪

তথা হি আদিবরাহে -
অন্নকূটস্য সান্নিধ্যে তীর্থং শক্রবিনির্মিতম্।
তস্মিন্ স্নানে তর্পণে চ শতক্রতুফলং লভেৎ ॥ ৬৪৫

কুণ্ডের নিকট দেখ নিবিড় কানন।
এথাই গেপাল ছিলা হৈয়া সঙ্গোপন ॥ ৬৪৬
'দাননির্বর্ত'-কুণ্ড দেখ এইখানে।
এ অতি গোপন স্থান— অন্যে নাহি জানে ॥ ৬৪৭

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৮ তম শ্লোকঃ
নিভৃতমজনি যস্মাদ্দাননির্বৃত্তিরস্মি
ন্নত ইদমভিধানাং প্রাপ যত্তৎসভায়াম্।
রসবিমুখনিগূঢ়ে তত্র তজ্জ্ঞৈকবেদ্যে
সরসি ভবতু বাসো দাননির্বর্তনেন ॥৬৪৮

মাধবেন্দ্র পুরী এথা ছিলা বৃক্ষতলে।
গোপাল দিলেন দেখা দুগ্ধদান-ছলে ॥৭৪৯
গোপালের স্থান ওই দেখহ পর্বতে।
মধ্যে মধ্যে গোপালের স্থিতি গাঠুলিতে ॥৬৫০
দেখ অপ্সরাকুণ্ড গোবর্দ্ধন-অন্তে।
এথা স্নান করয় পরম ভাগ্যবন্তে ॥৬৫১
এই দেখ পলাশের বৃক্ষ পুরাতন।
শ্যামঢাক কহে লোকে—এ অতি নির্জ্জন ॥৬৫২
এত কহি আগে চলে মনের উল্লাসে।
নিজ বাসস্থানে গিয়া কহে শ্রীনিবাসে ॥৬৫৩
এই মোর গোফা —আমি রহিয়ে এথায়।
দেখি গোবর্দ্ধন-শোভা মহাসুখ পাই ॥৬৫৪
এই গোবর্দ্ধন-গুহা অতি মনোহর।
এথা রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে নিরন্তর ॥৬৫৫

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬৫ তম শ্লোকঃ
যেষাং ক্বাপি চ মাধবো বিহরতে স্নিগ্ধৈর্বয়স্যাং করৈ
স্তদ্ধাতুদ্রবপুঞ্জচিত্রিততরৈস্তৈস্তৈঃ স্বয়ং চিত্রিতঃ।
খেলাভিঃ কিল পালনৈরপি গবাং কুত্রাপি নর্মোৎসবৈঃ
শ্রীরাধাসহিতো গুহাসু রমতে তান্ শৈলবর্যান্ ভজে
॥৬৫৬

দেখ ঐরাবত পদচিহ্ন—ইন্দ্র এথা।
কহিলেন কৃষ্ণের অদ্ভুত কৃপাকথা ॥৬৫৭
দেখহ সুরভিকুণ্ড মহিমা অপার।
এথা নানা কৌতুক কহিতে সাধ্য কার ॥৬৫৮
দেখ রুদ্রকুণ্ড-শোভা নির্জন কাননে।
এথা মহাদেব মগ্ন হৈলা কৃষ্ণধ্যানে ॥৬৫৯

অন্নকূট স্থানের সমীপে ইন্দ্রের দ্বারা প্রকটিত গোবিন্দ কুণ্ড নামে তীর্থ আছে। তথায় স্নান ও তর্পন করিলে শত যজ্ঞের ফল লাভ হয় ॥৬৪৫

যেহেতু এই দান নিবর্তন কুণ্ডে নির্জ্জনে দানকেলী লীলা ঘটিয়াছিল, অতএব ইহা সেই সভায় এই নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। এই সরোবর রসানভিজ্ঞ অনাধকারীর নিকট গোপনীয়। কিন্তু রসজ্ঞ অধিকারীর নিকট জ্ঞেয়। সেই সরোবরে দান সম্প্রদানের ফলে বাস লাভ হইয়া থাকে।।৬৪৮

গোবর্দ্ধনের বিগলিত ধাতুসমূহে বিশেষভবে রঞ্জিত প্রেমময় বয়স্য গনের সহিত গোবর্দ্ধনের গুহা গুলিতে শ্রীরাধামাধব স্বয়ং তদ্রূপ চিত্রিত হইয়া বিবিধ খেলা, গোরক্ষন কোথাও বা শ্রীরাধা সহ রতি ক্রীড়োৎসবে আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন; সেই শৈলরাজ গোবর্দ্ধনকে ভজনা করি ॥৬৫৬

এই যে 'কদম্বখণ্ডি'—কৃষ্ণ এইখানে।
চাহি' রহে রাধিকাগমনপথ-পানে ॥৬৬০
অহে শ্রীনিবাস, এই দানঘাটি-স্থান।
রসিকেন্দ্র কৃষ্ণ এথা সাধে গব্য-দান ॥৬৬১
এইখানে শ্রীচৈতন্য-সঙ্গের বিপ্রেরে।
জিজ্ঞাসেন দান প্রসঙ্গাদি ধীরে ধীরে ॥৬৬২
দান-প্রসঙ্গাদি বিপ্র কহিল বিবরি'।
শুনি' হর্ষে মন্দ মন্দ হাসে গৌরহরি ॥৬৬৩
প্রেমাবেশে করি হরিদেবের দর্শন।
করয়ে অদ্ভুত নৃত্য—দেখে সর্বজন ॥৬৬৪
প্রেমে মত্ত লোম, নেত্রে বহে অশ্রুধার।
সবে কহে—এই হরিদেব অবতার ॥৬৬৫
যৈছে প্রভু আপনা প্রকাশে গোবর্দ্ধনে।
অহে শ্রীনিবাস তা' বর্ণিতে কেবা জানে ॥৬৬৬
দানঘাট পরম নির্জন স্থান হয়।
দানঘাট নাম কেহ কৃষ্ণবেদী কয় ॥৬৬৭
তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৭৭তম শ্লোকেঃ
ঘট্টক্রীড়া কুতুকিতমনা নাগরেন্দ্র নবীনো
দানী ভূত্বা মদননৃপতের্গব্যদানচ্ছলেন।
যত্র প্রাপ্তঃ সখিভিরভিতো বেষ্টিনঃ সংরুরোধ
শ্রীগান্ধর্বাং নিজগণবৃতাং নৌমি তাং কৃষ্ণবেদীং।

এথা দান-লীলার মহিমা নাহি দিতে।
বর্ণিল শ্রীরূপ দানকেলিকৌমুদিতে ॥৬৬৯
এই দেখ ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা অপার।
চারিপার্শ্বে তীর্থ চারু পুরাণে প্রচার ॥৬৭০
তথাহি মথুরাখণ্ডে—
অত্র যাতং ব্রহ্মকুণ্ডং ব্রহ্মনা তোষিতো হরিঃ
ইন্দ্রাদিলোকপালানাং জাতানি চ সরাংসি চ ॥
আদিবারাহে—
হ্রদং তত্র মহাভাগে দ্রুমগুল্মলতাবৃতম্
চত্বারি তত্র তীর্থানি পুণ্যানি চ শুভানি চ।
ইন্দ্রং পূর্বেন পার্শ্বেন যমতীর্থন্তু দক্ষিণে।
বারুণং পশ্চিমে তীর্থং কুবেরং চোত্তরেণ তু।
তত্র মধ্যে স্থিতশ্চাহং ক্রীড়য়িষ্যে যদৃচ্ছয়া ॥৬৭৩
দেখহ মানসগঙ্গা—শ্রীকৃষ্ণ এথায়।
নৌকা-বিহারাদি করে আনন্দ-হিথায় ॥ ৬৭৪

নবীন নাগর রাজ শ্রীকৃষ্ণ ঘাটে দান গ্রহন ক্রীড়ায় কুতুহলাবীষ্ট চিত্তে যেই ঘাটে দানী সাজিয়া সখাগন পরিবেষ্টিত অবস্থায় মদনের প্রাপ্য দুগ্ধাদির অংশগ্রহন ছলে নিজগন বেষ্টিত শ্রীরাধাকে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন; সেই কৃষ্ণ বেদীকে স্তুতি করি।

যথায় ব্রহ্ম কুণ্ডের উৎপত্তি, যথায় ব্রহ্মা হরিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন; তাহার পার্শ্বে ইন্দ্রাদি লোকপালগনের সরোবর হইয়াছে ॥৬৭১

হে মহাভাগে। সেই গোবর্দ্ধনে বৃক্ষ-লতা-গুল্ম পরিবৃত ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটি হ্রদ রহিয়াছে। তথায় পুণ্যপ্রদ তীর্থ রহিয়াছে। তাহার পূর্বপার্শ্বে ইন্দ্রতীর্থ, দক্ষিনে যমতীর্থ, পশ্চিমে বরুন তীর্থ ও উত্তর পার্শ্বে কুবের তীর্থ বিরাজিত। তথায় হ্রদমধ্যে আমি অবস্থান করিয়া ইচ্ছাস্বরূপ ক্রীড়া করিব ॥৬৭২-৬৭৩

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজ বিলাসে ৬৪তম শ্লোকঃ-

গান্ধর্বিকা-মরবিমর্দন-নৌবিহার-
লীলাবিনোদরস-নির্ভরভোগিমৌলৌ।
গোবর্ধনোজ্জ্বল শিলাকুলমুন্নয়ন্তী
বীচীভরৈরবতু মানসজাহ্নবী মাম্॥ ৬৭৫

শ্রীমানসগঙ্গাবারি পরম নির্মল।
কে কহিতে পারে এথা বৈছে স্নান-ফল॥ ৬৭৬
এত কহি হরিদেবে দর্শন করিয়া।
গোবর্ধনমহিমা কহয়ে হর্ষ হৈয়া॥ ৬৭৭
অহে শ্রীনিবাস, গোবর্ধনানন্দময়।
মথুরা হইতে অষ্ট ক্রোশ পথ হয়॥ ৬৭৮
মথুরা পশ্চিমভাগে 'গোবর্ধন-ক্ষেত্র।
বিষম সংসারদুঃখ যায় দৃষ্টিমাত্র॥ ৬৭৯
মানসগঙ্গায় স্নান করে যেই জন।
গোবর্ধনে হরিদেবে করয়ে দর্শন॥৬৮০
অন্নকুট-গোবর্ধন পরিক্রমা করে।
তার গতাগতি কভু না হয় সংসারে ৬৮১
এই গোবর্ধন কৃষ্ণ বাম করে ধরি'।
ব্রজ রক্ষা কৈল ইন্দ্র গর্ব চূর্ণ করি॥ ৬৮২
গোবর্ধনে কৃষ্ণের সুখের নাহে সীমা।
বিবিধ প্রকারে গায় পুরাণে মহিমা॥ ৬৮৩

তথাহি আদিবারাহে—

অস্তি গোবর্ধনং নাম ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদ্‌যোজনদ্বয়ম্॥ ৬৮৪
অন্নকূটং ততঃ প্রাপ্য কুর্যাদস্য প্রদক্ষিণম্।
ন তস্য পুনরাবৃত্তির্দেবি সত্যং ব্রবীমি তে॥ ৬৮৫
স্নাত্বা মানসগঙ্গায়াং দৃষ্ট্বা গোবর্ধনে হরিম্।
অন্নকূটং পরিক্রম্য কিং জনঃ পরিতপ্যতে॥ ৬৮৬
ইন্দ্রস্য বর্ষতোহত্যর্থং গবাং পীড়াকরং জলম্।
তাসাং সংরক্ষণার্থায় ধৃতো গিরিবরো ময়া॥ ৬৮৭

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

গোবর্ধনশ্চ ভগবান্ যত্র গোবর্ধনো ধৃতঃ।
রক্ষিতা যাদবাঃ সর্বে ইন্দ্রবৃষ্টিনিবারণাৎ॥ ৬৮৮
অহো গোবর্ধনঃ বিষ্ণুর্যত্র তিষ্ঠতি সর্বদা।
তত্র ব্রহ্মা শিবো লক্ষ্মীর্বসত্যেব ন সংশয়॥ ৬৮৯

গান্ধর্বিকা ও মুরারির নৌকাবিহার লীলার আনন্দ রসে ভরপুর সর্পের শিরোদেশে তরঙ্গভরে গোবর্দ্ধনের উজ্জ্বল শিলারাশী উদ্বহনকারী মানস গঙ্গা আমাকে রক্ষা করুন ।।৬৭৫

মথুরার পশ্চিম ভাগে অদূরে দুই যোজন ব্যাপী পরম দুর্লভ গোবর্দ্ধন নামক ক্ষেত্র রহিয়াছে ।।৬৮৪

হে দেবি ! তোমায় সত্যই বলিতেছি যে, তথায় প্রাপ্ত অন্নকুট গ্রাম প্রদক্ষিন করিলে তাঁহার আর পুনর্জন্ম হয় না ।।৬৮৫

মানস গঙ্গায় স্নান করিয়া হরিদেব দর্শন করতঃ অন্নকূট পরিক্রমা করিলে লোকে কেন পরিতাপ প্রাপ্ত হইবে ।।৬৮৬

গো-গণের পীড়াজনক অত্যাধিক বর্ষনকারী ইন্দ্রের হস্ত হইতে তাদের রক্ষার জন্য আমি গিরিরাজকে ধারন করিয়া ছিলাম ।।৬৮৭

সেই স্থানে ভগবান গোবর্দ্ধন বিরাজিত। কৃষ্ণ সেই গোবর্দ্ধন ধারন করিয়া ইন্দ্রের বৃষ্টি নিবারন করতঃ সমস্ত যাদবগনকে রক্ষা করিয়া ছিলেন ।।৬৮৮

অহো গোবর্দ্ধন ! যথায় শ্রীকৃষ্ণ অবস্থান করে; তথায় ব্রহ্মা, শিব ও লক্ষ্মীদেবী সত্য অবস্থান করেন। ইহাতে সংশয় নাই ।। ৬৮৯

আদিবারাহে—

গোবর্ধনং পরিক্রম্য দৃষ্টা দেবং হরিং প্রভুম্ ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ৬৯০

অহে শ্রীনিবাস, গোবর্ধন-সন্নিধানে ।
ছিলা এক বিপ্র—অর্থবন্ত সবে জানে ॥ ৬৯১
তেঁহো সদা বিহ্বল, বলাইচাঁদে প্রীত ।
নিরন্তর চিন্তে বলরামের চরিত ॥ ৬৯২
অবশ্য দিবেন দেখা দঢ়াইয়া মনে ।
করয়ে ভ্রমণ এই গোবর্ধন-স্থানে ॥ ৬৯৩
বিপ্রের সৌভাগ্য কিছু কহনে না যায় ।
অকস্মাৎ হৈল আজ্ঞা মিলিব তোমায় ॥ ৬৯৪
নিত্যানন্দরাম প্রিয়ভক্তের কারণে ।
তীর্থ পর্যটন-রঙ্গে আইলা গোবর্ধনে ॥ ৬৯৫
এথাই রহিলা আসি দেখিয়া নির্জন ।
সর্বচিত্তাকর্ষে মূর্তি কন্দর্প-মোহন ॥ ৬৯৭
দূরে দেখি সেই বিপ্র চিন্তে মনে মনে ।
কোথা হৈতে অবধূত আইলা এখানে ॥ ৬৯৭
করিল বিপিন আলো অঙ্গের ছটায় ।
এ নহে মনুষ্যমাত্র—মনুষ্যের প্রায় ॥ ৬৯৮
হবে মনোরথসিদ্ধি ইঁহার কৃপাতে ।
এত বিচারিয়া বিপ্র নারে স্থির হৈতে ॥ ৬৯৯
দধি-দুগ্ধ-ছানা নবনীত আদি লৈয়া ।
প্রভু আগে আসি কিছু কহে প্রণমিয়া ॥ ৭০০
অহে অবধূত! মোর এই নিবেদন ।
কৃপা কর দেখি যেন রোহিনী-নন্দন ॥ ৭০১
কর অঙ্গীকার মুঞি যে কিছু আনিল ।
শুনি প্রভু হাসি মহাকৌতুকে ভুঞ্জিল ॥ ৭০২
অবশেষ লৈয়া বিপ্র নিজস্থানে গেলা ।
করিতে ভক্ষণ প্রেমে বিহ্বল হইলা ॥ ৭০৩
পুনঃ আর প্রভু আগে যাইতে নারিল ।
প্রায় সন্ধ্যা সময়েতে নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ৭০৪
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিলা ।
দেখি অবধূত-চন্দ্রে বিপ্র হর্ষ হৈলা ॥ ৭০৫
বলদেব-মূর্তি প্রভু হৈলা সেই ক্ষণে ।
বিপ্র লোটাইয়া পড়ে প্রভুর চরণে ॥ ৭০৬
কিবা বলদেব মূর্তি ভুবনমোহন ।
ঝলমলকরে অঙ্গ নানা আভরণ ॥ ৭০৭
বিপ্রে অনুগ্রহ করি অদর্শন হৈতে ।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল—বিপ্র চাহে চারিভিতে ॥ ৭০৮
যথা প্রভু অবধূতে করিলা দর্শন ।
তথাই চলয়ে শীঘ্র—স্থির নহে মন ॥ ৭০৯
হৈল দৈববাণী ধৈর্য ধরহ এখনে ।
এথা হৈতে যাবে তথা রজনী বিহানে ॥ ৭১০
শুনি বিপ্র মনে মনে করয়ে বিচার ।
হইল সফল আশা যে ছিল আমার ॥ ৭১১
পাইনু প্রভুরে, এবে না দিব ছাড়িয়া ।
ঘুচাইব এই বেশ চরণে পড়িয়া ॥ ৭১২
রজনী প্রভাতে আনাইয়া স্বর্ণকার ।
পরাইব প্রভুরে বিবিধ অলঙ্কার ॥ ৭১৩
এত কহিতেই নিদ্রা কৈল আকর্ষণ ।
স্বপ্নচ্ছলে নিত্যানন্দ দিল দরশন ॥ ৭১৪
বিবিধ ভূষণেতে বিভূষিত কলেবর ।
দেখি বিপ্ররাজ স্তুতি করয়ে বিস্তর ॥ ৭১৫
প্রভু অন্তর্ধান হৈলে নিদ্রাভঙ্গ হৈল ।
প্রাতে প্রভু আগে গিয়া সব জানাইল ॥ ৭১৬

গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া প্রভু হরিদেবকে দর্শন করিলে নিঃসংশয়ে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥৬৯০

মন্দ মন্দ হাসি প্রভু বিপ্র করে ধরি।
জানাইলা সর্ব তত্ত্ব অনুগ্রহ করি ॥১১৭
বিপ্র কহে,—'যে দেখিনু প্রভুর ভূষণ।
তা-সম নির্মাণ করে কে আছে এমন !! ১১৮
ভক্তাধীন প্রভু কহে,—'কত দিন পরে।
অবশ্য ভূষিত হব নানা অলঙ্কারে ॥ ১১৯
এবে এ অপূর্ব গোবর্দ্ধনের শিলায়।
স্বর্ণবদ্ধ করি দেহ রাখিব গলায় ॥১২০
স্বর্ণবদ্ধ করি বিপ্র শিলা দিলা আনি।
রাখিলা গলায় অবধূত-শিরোমনি ॥ ১২১
ব্রহ্মাদি দুর্লভ নিত্যানন্দের এ লীলা।
ইহা অন্যে প্রকাশিতে বিপ্রে নিষেধিলা ॥ ১২২
ভক্তপ্রীতে কিছু দিন রহিলা এখানে।
মিলয়ে দুর্লভ প্রীত এ স্থান-দর্শনে ॥ ১২৩
এই চক্রতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস।
ইহার কৃপাতে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ ১২৪
চক্রতীর্থ পরম প্রসিদ্ধ গোবর্দ্ধনে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের দোলাক্রীড়া এইখানে ॥১২৫

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৯ তম-৯০ তম
...রি-ব্রহ্ম কদম্বখণ্ড-সুমনা রুদ্রাপ্সরো-গৌরিকা
...জ্যোৎস্নামোক্ষণমাল্যহারবিবুধারীন্দ্রধ্বজাখ্যয়া।
...নে শ্রেষ্ঠসরাংসি ভান্তি পরিতো গোবর্দ্ধনাদ্রেরমু
...ীড়ে চক্রকতীর্থ-দৈবতগিরি-শ্রীরত্নপীঠান্যপি ॥১২৬

অহো দোলাক্রীড়া-রসবর-ভরোৎফুল্লবদনৌ
মুহুঃ শ্রীগান্ধর্বা-গিরিবরধরৌ তৌ প্রতিমধু।
সখীবৃন্দৈঃ যত্র প্রকটিতমুদান্দোলয়তি তৎ
প্রসিদ্ধং গোবিন্দ-স্থলমিদমুদারং বত ভজে ॥ ১২৭

অহে শ্রীনিবাস, শ্রীগোস্বামী সনাতনে।
চক্রতীর্থ আজ্ঞা কৈল রহিতে এখানে ॥ ১২৮
এথা বাস কৈল অতি উল্লাস-অন্তরে।
এই দেখ তাঁর কুটী বনের ভিতরে ॥ ১২৯
প্রতিদিন গোবর্দ্ধন পরিক্রমা তাঁর।
ভ্রময়ে দ্বাদশ ক্রোশ—ঐছে শক্তি কার ॥ ৩০
বৃদ্ধকালে মহাশ্রম দেখি গোপীনাথ।
গোপবালকের ছলে হইলা সাক্ষাৎ ॥ ১৩১
সনাতন-তনু-ঘর্ম নিবারি যতনে।
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহে মধুর বচনে ॥ ১৩২
"বৃদ্ধকালে এত শ্রম করিতে নারিবা।
অহে স্বামি, যে কহি তা অবশ্য মানিবা ॥ ১৩৩
সনাতন কহে—"কহ মানিব জানিয়া।"
শুনি গোপ গোবর্দ্ধনে চ'ড়িলেন গিয়া ॥ ১৩৪
নিজ-পদ-চিহ্ন গোবর্দ্ধন-শিলা আনি।
সনাতনে কহে পুনঃ সুমধুর বানী ॥ ১৩৫
'অহে স্বামি, লহ এই কৃষ্ণপদচিন।
আজি হৈতে করিবে ইহার প্রদক্ষিন ॥ ১৩৬

...গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সর্বত্র সঙ্কর্ষন কুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড, কুসুম সরোবর, কদম্বখণ্ডি, অপ্সরা কুণ্ড, রুদ্র কুণ্ড, চন্দ্রসরোবর গৌরীতীর্থ ঋন...প মোচন কুণ্ডদ্বয়, মাল্যহার কুণ্ড, অরিষ্ট কুণ্ড ও ইন্দ্রধ্বজ বেদী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থ সকল এবং চক্রতীর্থ, গিরি গোবর্দ্ধন ও ...রত্নসিংহাসনকে আমি স্তুতি করিতেছি ॥১২৬

...হো! যেখানে প্রতি বসন্তকালে সখীগন দোল ক্রীড়ার রসাবেশে প্রফুল্ল বদন সেই শ্রীরাধা গোবিন্দকে পরমানন্দে পুনঃ পুনঃ দোলাইয়া থাকেন, সেই প্রসিদ্ধ প্রশান্ত এই গোবিন্দ স্থলকে ভজনা করি ॥১২৭

সব পরিক্রমা সিদ্ধ হইব ইহাতে।
এত কহি শিলা আনি দিলেন কুটীতে ॥৭৩৭
শিলা সমর্পিয়া কৃষ্ণ হৈল অদর্শন।
বালকে না দেখি ব্যগ্র হৈল সনাতন। ৭৩৮
সনাতনে ব্যাকুল দেখিয়া অদৃশ্যেতে।
নিজ পরিচয় দিলা বিহ্বল স্নেহেতে ॥ ৭৩৯
সনাতন নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈলা।
করি কত খেদ চিত্তে ধৈর্যাবলম্বিলা। ৭৪০
সনাতন-প্রেমাধীন ব্রজেন্দ্রকুমার।
এই পুষ্পবনে করে বিবিধ বিহার ॥৭৪১
শ্রীরাধিকা আইসেন সখীগণ সনে।
তা সবারেআগুসারি আসে এইখানে ॥ ৭৪২
মানসী-গঙ্গার এই ঘাটে নৌকা লইয়া।
করেন সবারে পার নাবিক হইয়া ॥ ৭৪৩
শ্রীরাধিক সহ এথা অদ্ভুত বিলাস।
ললিতাদি সখী পুর্ণ কৈলা অভিলাষ ॥ ৭৪৪

তথাহি শ্রীস্তবাল্যাং শ্রীগোবর্ধনাশ্রয়দশক

৬ষ্ঠ-শ্লোকঃ—

যস্মাং মাধবনাবিকো রসবতীমাধায় রাধাং তরৌ
মধ্যে চঞ্চলকে নিপাতবলনাত্রোসৈঃ স্তবত্যাস্তুতঃ।
স্বাভীষ্টং পণমগ্রহে বহতি সা কাস্মিন্ মনোজাহ্নবী
কস্তং তন্নদম্পতীপ্রতিভুবং গোবর্ধনং নাশ্রয়েৎ ?॥

॥৭৪৫

এই সোঁকরাই-গ্রামে কৌতুক বাঢ়িল।
সখীগন কৃষ্ণের শপথ করাইল ॥ ৭৪৬
শপথ করিয়া কৃষ্ণ কহে বার বার।
'শ্রীর ধিকা বিনু কভু না জানিয়ে আর ॥ ৭৪৭
অহে শ্রীনিবাস এই সখীস্থলী-গ্রাম।
চন্দ্রাবলী স্থিতি এবে 'সখীথরা নাম ॥ ৭৪৮
এই দেখ উদ্ধব বসিয়া এইখানে।
কৃষ্ণকথা কহে দ্বারকার প্রিয়াগনে ॥৭৪৯
এই গোবর্ধন পাশে কৃষ্ণ মহারঙ্গে।
খেলয়ে বিবিধ খেলা গোপগন-সঙ্গে ॥ ৭৫০
দেখ,রামকৃষ্ণ দুই ভাই এইখানে।
বসিলেন বেষ্টিত লইয়া সখাগনে ॥ ৭৫১
এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে।
রাধাকুণ্ডতীরে গেলা মনের উল্লাসে ॥৭৫২
শ্রীগোবিন্দঘাট গোবিন্দের প্রিয় অতি
তথা স্নান করি কহে শ্রীনিবাস প্রতি ॥৭৫৩
অহে শ্রীনিবাস. এই বৃক্ষের তলায়।
হইল যে রঙ্গ তাহা কহিয়ে তোমায় ॥৭৫৪
একদিন সনাতন গোবর্দ্ধন হৈতে।
এথা আইলা রূপ-রঘুনাথেরে দেখিতে ॥
শ্রীরূপগোস্বামী পদ্য করয়ে রচনা।
বেণীর উপমা দিল ব্যালাঙ্গনা ফনা ॥৭৫৬
সনাতন গোস্বামী দেখিয়া কিছু কয়।
দিলা এ উপমা—ইহা হয় বা না হয় ॥৭৫৭
এত কহি আসিয়া নামিলা কুণ্ডজলে।
দেখয়ে—বালিকাগন খেলে বৃক্ষতলে ॥৭৫৮
বালিকা মস্তকে বেনী পিঠেতে লোটায়।
সনাতন দেখে—সর্পভ্রম হৈল তায় ॥৭৫৯

যথায় নাবিক লীলাকারী মাধব রসাবতী রাধাকে নৌকাতে উঠাইয়া তরঙ্গিত জলের মধ্যভাগে গিয়া ভ্রমন করেন ভয় হেতু কারিনী রাধিকা হইতে শ্রীকৃষ্ণ নিজের অভীষ্ট পণ আদায় করিয়াছিলেন, সেই মানস গঙ্গা যথায় প্রবাহিতা, সেই নবদম্পতির স্বরূপ সেই গোবর্দ্ধনকে কে না আশ্রয় করিবে? ৭৪৫

বালিকার প্রতি কহে অতি ব্যগ্র হৈয়া।
মাথায় চড়য়ে সর্প পৃষ্ঠদেশ দিয়া ॥৭৬০
অবোধ বালিকাগন হও সাবধান।'
এত কহি নিবারিতে করিলা পয়ান ॥৭৬১
সনাতনে অতিশয় ব্যাকুল দেখিয়া।
অন্তর্ধান হৈলা সবে ঈষৎ হাসিয়া ॥৭৬২
সনাতন বিহ্বল হইলা এই খানে।
স্থির হইয়া গেলা রূপ-গোস্বামীর স্থানে ॥৭৬৩
রূপে কহে—যে লিখিলা সেই সত্য হয়।
শ্রীরূপ জানিল সনাতনের হৃদয় ॥৭৬৪
মনের আনন্দে শ্রীগোস্বামী সনাতন।
কতক্ষন রহিয়া গেলেন গোবর্ধন ॥৭৬৫
"শ্রীরূপ গোস্বামী গেলেন বৃন্দাবনে।
কহে কিছু, আসিয়াছিলেন যে কারনে ॥৭৬৬
ললিতমাধব—বিপ্রলম্ভসীমা যা তে।
পূর্বে দিয়াছিলা রঘুনাথে আস্বাদিতে ॥৭৬৭
গ্রন্থপাঠে রঘুনাথ দিবানিশি কান্দে।
হইল উন্মাদ দুঃখে—ধৈর্য নাহি বান্ধে ॥৭৬৮
কভু দূরে রহে গিয়া গ্রন্থ পরিহরি।
কভু ভূমে পড়ি' রহে গ্রন্থ বক্ষে করি ॥৭৬৯
ক্ষনে ক্ষনে নানা দশা হয় উপস্থিত।
সবে চিন্তাযুক্ত যবে হয়েন মূর্ছিত ॥৭৭০
শ্রীরূপ গোস্বামী মনে ঔষধ বিচারি'।
দানকেলিকৌমুদী বর্ণিলা শীঘ্র করি' ৭৭১
রঘুনাথে কহে—ইহা কর আস্বাদন।
পূর্ব গ্রন্থ দেহ' মোরে করিব শোধন ৭৭২
রঘুনাথ গ্রন্থরত্ন ছাড়িতে না পারে।
শোধন করিব শুনি' দিলা শ্রীরূপেরে ॥৭৭৩
দানকেলি-পাঠে রঘুনাথ বিজ্ঞবর।
সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা নিরন্তর ॥৭৭৪
সনাতন-রূপ রঘুনাথ ভীত যত।
অহে শ্রীনিবাস, তা' কহিব আমি কত?"৭৭৫
এত কহি পণ্ডিত লইয়া শ্রীনিবাসে।
চলিলা বাসায় অতি মনের উল্লাসে ॥৭৭৬
রাধাকুণ্ড নিকটে আছয়ে যে স্থান।
সে সব দর্শনে শীঘ্র করিলা পয়ান ॥৭৭৭
শ্রীনিবাস- প্রতি কহে রাঘব পণ্ডিত।
এই নিমগ্রাম-নাম ঐছে এ বিদিত ॥৭৭৮
গোবর্ধন হৈতে সবে নির্গত হইয়া।
প্রানাধিক নির্মঞ্ছন কৃষ্ণমুখ চায়া ॥৭৭৯
তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৪৩ তম-শ্লোকঃ—
প্রাণেভ্যোঽপ্যধিকপ্রিয়ৈরপি পরং পুত্রৈর্মুকুন্দস্য যাঃ
স্নেহাৎ পাদসরোজযুগ্মবিগলদ্ঘর্মস্য বিন্দোঃ কর্ণম্
নির্মঞ্ছ্যোরুশিখণ্ডসুন্দরশিরশ্চুম্বন্তি গোপ্যশ্চিরং
তাসাং পাদরজাংসি সন্ততমহং নির্মঞ্ছয়ামি স্ফুটম্ ॥৭৮০
দেখহ 'পাটল গ্রাম'—এথা সখীসঙ্গে।
পাটল-পুষ্প চয়ন করেন রাই রঙ্গে ॥ ৭৮১
এই 'ডেরাবলি-গ্রাম' ষষ্ঠিমরা হৈতে।
এথা ডেরা কৈলা নন্দ নন্দীশ্বর যাইতে ॥ ৭৮২

যে-সকল-গোপিকা স্নেহাতিশয্যে মুকুন্দের চরন কমল হইতে নির্গত ঘর্মের কনা প্রানাপেক্ষা ও অধিক প্রিয় পুত্রগনের দ্বারা নির্মঞ্ছন করাইয়া সুচারু ময়ূর পুচ্ছ শোভিত শিরদেশে অনেকক্ষন ধরিয়া চুম্বন করেন; সেই গোপীগনের পদরেণু সর্বদা নিশ্চিত ভাবে আমি নির্মঞ্ছন করি ॥৭৮০

এই কুঞ্জে 'নবাগ্রাম' দেখহ আগ্রেতে।
শ্রীকুণ্ডের কুঞ্জসীমা হয় এথা হৈতে॥ ৭৮৩
এবে লোক কহয়ে 'কুঞ্জরা' নামে গ্রাম।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম॥ ৭৮৪
এই 'সূর্যকুণ্ডগ্রাম'—মোরনাখ্যা হয়।
দেখ সূর্যবিগ্রহ, বিপিনে সূর্যালয়॥ ৭৮৫
সখীসহ সূর্য পূজে রাই মহাসুখে।
কৃষ্ণ পুরোহিত হৈয়া পূজায় কৌতুকে॥ ৭৮৬
কৃষ্ণ-প্রীতিদাতা এই সূর্যদয়াময়।
কহিতে কি মহিমা—কেবা না আরাধয়? ৭৮৭

তথাহি—

যমুনাজনকং সূর্যং সর্বরোগাপহারকম্।
মঙ্গলালয়রূপং তং বন্দে কৃষ্ণরতিপ্রদম্॥৭৮৮

এই আগে দেখহ 'কেওনাই'-নামে গ্রাম।
এথা রাই বিহনে ব্যাকুল ঘনশ্যাম॥ ৭৮৯
কেওনা আই দূতীরে শ্রীকৃষ্ণ পুছয়।
এ হেতু কেওনাই—এবে কোনাই কহয়॥৭৯০
হের দেখ 'ভদাবর'-নাম গ্রাম হয়।
এইখানে ভদ্রা যূথেশ্বরী বিলসয়॥ ৭৯১
এই দেখ 'মগহেরা'-গ্রাম—ওইখানে।
কৃষ্ণের গমন পথ হেরে সর্বজনে॥ ৭৯২
যেরূপ ব্যাকুল সবে-কহিলে না হয়॥ ৭৯৩
এবে লোকে মঘেরা ইহার নাম কয়॥ ৭৯৩
ঐছে আর নানা লীলা-স্থান দেখাইয়া।
আইলেন রাধাকুণ্ডে উল্লসিত হৈয়া॥ ৭৯৪
এ সকল দর্শন-শ্রবণে যার রতি।
অনায়াসে ঘুচে তার দারুণ দুর্গতি॥ ৭৯৫
সে দিবস রাধাকুণ্ড তটেই রহিলা।
কৃষ্ণকথায় সেই নিশা প্রভাত করিলা॥ ৭৯৬
ঐছে পরিক্রমা করি গোবর্ধন দিয়া।
গেলেন 'গাঠুলি'-গ্রামে উল্লসিত হৈয়া॥ ৭৯৭
রাঘব পণ্ডিত শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
"কহিয়ে গাঠুলি গ্রাম নাম যৈছে হয়॥ ৭৯৮
এথা হোলি খেলি দোঁহে বৈসে সিংহাসনে।
সখী দুহুঁ বস্ত্রে গাঁঠি দিলা সঙ্গোপনে॥৭৯৯
সিংহাসন হৈতে দোঁহে উঠিলা যখন।
দেখয়ে বসনে গাঁঠি, হাসে সখীগন॥ ৮০০
হইল কৌতুক অতি দোঁহে লজ্জা পাইলা।
ফাগুয়া লইয়া কেহ গাঁঠি খুলি' দিলা॥ ৮০১
এ-হেতু গাঠুলি,—এ গুলালকুণ্ড জলে।
এবে ফাগু দেখে লোক বসন্তের কালে॥ ৮০২
এত কহি গোপালের দর্শনে চলিলা।
দেখি গোপালের রূপ অধৈর্য হইলা॥ ৮০৩
বিট্‌ঠলের সেবা—কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ।
তাঁহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥ ৮০৪
শ্রীবিঠ্‌ঠলনাথ ভট্ট বল্লভ তনয়।
করিলা যতেক প্রীতি—কহিলে না হয়॥ ৮০৫
"মধ্যে মধ্যে গোপালের গাঠুলিতে বাস।
সর্বমতে পূর্ণ করে ভক্ত-অভিলাষ॥ ৮০৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমনি।
যাঁর তীর্থপর্যটনে ধন্য এ ধরণী॥ ৮০৭
মথুরা,শ্রীবৃন্দাবন, কুণ্ড,গোবর্ধনে।
যে লীলা প্রকাশে তা দেখয়ে ভাগ্যবানে॥ ৮০৮
ভক্তভাবে প্রভু না লঙ্ঘয়ে গোবর্ধন।
ইচ্ছা হৈল গোপালেরে করিতে দর্শন॥ ৮০৯

যমুনার জনক, সর্বরোগ বিনাশক, শ্রীকৃষ্ণের পদার বৃন্দে অনুরাগ প্রদানকারী, সর্ববিধ কল্যানের আধার সূর্য্যদেবকে বন্দনা করি॥৭৮৮

গাঠুলি-গ্রামে গোপাল আইলা ছল করি।
তাঁরে দেখি নৃত্য গীতে মগ্ন গৌরহরি।
শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলৌকিক প্রেমাবেশ।
দেখিতেই কারু না রহিল ধৈর্যলেশ ॥ ৮১১
সে সময়ে গোপালের সেবা অধিকারী।
সেই দুই বিপ্র—যারে শিষ্য কৈলা পুরী ॥ ৮১২
মাধবেন্দ্র-কৃপাতে গৌড়ীয়া বিপ্রদ্বয়।
বৈরাগ্যে প্রবল, প্রেমভক্তি রসময় ॥৮১৩
কহিতে কি—সে দুই বিপ্রের অদর্শনে।
কথো দিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে ॥ ৮১৪
শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি।
শ্রীবিট্ঠলেশ্বরে কৈলা সেবা অধিকারী ॥ ৮১৫
পিতা শ্রীবল্লভভট্ট, তাঁর অদর্শনে।
কথো দিন মথুরায় ছিলেন নির্জনে ॥ ৮১৬
পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়।
সদা সাবধান এবে গোপাল-সেবায় ॥ ৮১৭
গোপালের গুন কহি রাঘবপণ্ডিত।
গাঠুলি হইতে চলে হৈয়া উল্লসিত। ৮১৮
কথো দূরে গিয়া শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
এই দেখ 'বেহেজ'-নামেতে গ্রাম হয় ॥ ৮১৯
এথা ইন্দ্র অতি হীন মানি আপনায়।
কৃষ্ণ আগে যান করি সুরভি সহায় ॥ ৮২০
আর এই লীলাস্থলী অতি তেজোময়।
দেখ 'দেবশীর্ষস্থানকুণ্ড' সুশোভয় ॥ ৮২১
সখা সহ দেখিয়া কৃষ্ণের গোচারণ।
এথা মহাহর্ষে স্তুতি কৈলা দেবগণ ॥ ৮২২
দেখ মুনিশীর্যস্থান-কুণ্ড সুমাধুরী।
এথা কৃষ্ণে পাইলা মুনিগণ তপ করি ॥ ৮২৩
এই দেখ—রামকৃষ্ণ এ সকল স্থানে।
সখাসহ নানা ক্রীড়া কৈলা গোচারণে ॥ ৮২৪
এই 'প্রেমোদনা গ্রামে কৃষ্ণ কুতুহলে।
দিলেন প্রমোদ ব্রজসুন্দরীসকলে। ৮২৫
এই হেতু প্রেমোদনা নাম গ্রাম হয়।
এবে 'পরমাদনা সকল লোকে কয় ॥ ৮২৬
এই সেতুকন্দরা পরম রম্যস্থান।
দেখি আদি বদ্রিনারায়ণ কৃপাবান্। ৮২৭
পরম অপূর্ব সেবা বনের ভিতর।
গন্ধশিলা বলিয়া পর্বত মনোহর ॥ ৮২৮
এথা কৃষ্ণ আনি নন্দাদিক গোপগণে।
খেদ দূর কৈল দেখাইয়া নারায়ণে ॥ ৮২৯
এই আগে দেখ শুদ্ধ 'কদম্বকানন।
এথা সুখে মগ্ন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ ॥ ৮৩০
বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করে এইখানে।
রচিয়া ঝুলনা ঝুলে ঝুলয়ে শ্রাবণে ॥ ৮৩১
এই 'ইন্দ্রোলিতে' ইন্দ্র মগ্ন কৃষ্ণধ্যানে।
এবে গ্রাম ইন্দ্রোলি কহে সর্বজনে ॥ ৮৩২
অহে শ্রীনিবাস, এই দেখ সন্নিধান।
'কনোয়ারো গ্রাম কণ্বমুনি-তপঃস্থাণ ॥ ৮৩৩
এই দেখ সর্ববনোত্তম কাম্যবন।
বিষ্ণুলোকে পূজ্য এথা করিলে গমন ॥ ৮৩৪

তথাহি আদিবারাহে

চতুর্থং কাম্যকবনং বনানং বনমুত্তমম্।
তথ গত্বা নরো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥ ৮৩৫

হে দেবি চতুর্থ কাম্যকবনঃ এই বন সকলের মধ্যে উত্তম। তথায় গমন করিলে লোকে আমার ধামে পূজিত হইয়া থাকে॥ ৮৩৫

সর্বকাম-ফলপ্রদ কাম্যবন হয় ।
যথা তথা কৈলে স্নান সর্বদুঃখ-ক্ষয় ॥ ৮৩৬

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে —
ততঃ কাম্যবনং রাজন্‌যত্র বাল্যে স্থিতো ভবান্ ।
স্নানমাত্রেণ সর্বেষাং সর্বকামফলপ্রদম্ ॥ ৮৩৭

এই কাম্যবনে কৃষ্ণলীলা মনোহর ।
করিবে দর্শন স্থান কুণ্ড বহুতর ॥ ৮৩৮
অহে শ্রীনিবাস, দেখ 'বিষ্ণুসিংহাসন ।
'শ্রীচরণ-কুণ্ড এথা ধুইল চরণ ॥ ৮৩৯
কি বলিব অহে ! এই স্থানের মহিমা ।
ব্রহ্মাদি বর্ণিয়া যার নাহি পায় সীমা ॥ ৮৪০
দেখ মহাতেজোময় শিবকামেশ্বর ।
গরুড়-আয়ন-স্থান অতি মনোহর ॥ ৮৪১
এই 'ধর্মকুণ্ড ধর্মরূপে নারায়ণ ।
এথা বিলসয়ে ! শোভা না হয় বর্ণন ॥ ৮৪২
এথা ক বিশোকা নাম বেদী সবে জানে ।
পঞ্চপাণ্ডবের কুণ্ড দেখ এইখানে ॥ ৮৪৩
এই মনিকর্নিকা সকল লোকে গায় ।
বিশ্বনাথ প্রভাবাদি অনেক এথায় ॥ ৮৪৪
এ বিমল-কুণ্ড-স্নানে সর্বপাপ-ক্ষয় ।
এথা প্রাণত্যাগে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় ॥ ৮৪৫

তথাহি আদিবারাহে—
বিমলস্য চ কুণ্ডে চ সর্বং পাপং প্রমুচ্যতে ।
যস্তত্র মুঞ্চতি প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ৮৪৬

বিমলকুণ্ডের কথা কহন নাহি যায় ।
এথা শ্রীবিমলাদেবী রহেন সদায় ॥৮৪৭
দেখহ 'যশোদাকুণ্ড পরম নির্মল ।
এথা গোচারয়ে কৃষ্ণ হইয়া বিহবল ॥ ৮৪৮
দেখহ নারদকুণ্ড নারদ এখানে ।
হৈল মহা অধৈর্য কৃষ্ণের লীলা গানে ॥ ৮৪৯
এই যে 'কামনাকুণ্ড জানে সর্বজনা ।
এথা পূর্ণ হয় সব মনের কামনা ॥ ৮৫০
এই সেতুবন্ধকুণ্ড— ইথে বহু কথা ।
সমুদ্রবন্ধনলীলা কৈল কৃষ্ণ এথা ॥ ৮৫১
এই লুকলুকান-মিচলী-স্থান হয় ।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অতিশয় ॥ ৮৫২
মিচলীর অর্থ—নেত্র মুদ্রিত এখানে ।
লুকলুকানীতে সুখ বাগে লুকায়নে ॥৮৫৩
লুকলুকানী মিচলীকুণ্ড সুশোভয় ।
এ অতি নিবিড় বন অন্ধকারময় ॥ ৮৫৪
দেখ কাশীকুণ্ড-গয়া প্রয়াগ-পুষ্কর ।
গোমতী দ্বারকাকুণ্ড নির্জন সুন্দর ॥ ৮৫৫
এই তপকুণ্ড—মুনি তপস্যার স্থান ।
এই ধ্যানকুণ্ড—কৃষ্ণ কৈল রাধাধ্যান ॥ ৮৫৬
শ্রীচরণ চিহ্ন দেখ পর্বত উপরে ।
এই ক্রীড়াকুণ্ডে কৃষ্ণ জলক্রীড়া করে ॥ ৮৫৭
শ্রীদামাদি পঞ্চ গোপকুণ্ড মনোহর ।
ঘোষরাণীকুণ্ড এই পরমসুন্দর ॥ ৮৫৮
ঘোষরাণী যশোধর-গোপের দুহিতা ।
গোপরাজ কন্যার বিবাহ দিল এথা ॥ ৮৫৯

হে রাজন ! তারপর কাম্যবন; সেখানে আপনি বাল্যকালে অবস্থান করিয়াছিলেন; সেই স্থানে স্নান মাত্রেই সকলের সর্বকাম ফল লাভ হয় ॥৮৩৭

বিমলকুণ্ডে সর্বপাপ মোচন হইয়া থাকে; যে ব্যক্তি তথায় প্রানত্যাগ করে, সে ব্যক্তি আমার লোকে গমন করে ॥৮৪৬

দেখহ বিহ্বলকুণ্ড —রাই এইখানে।
হইলা বিহ্বল কৃষ্ণ-মুরলীর গানে ॥ ৮৬০
এই শ্যামকুণ্ড এথা শ্যাম রসময়।
রাধিকার পথপানে নিরখিয়া রয় ॥ ৮৬১
শ্রীললিতাকুণ্ড এ বিশাখাকুণ্ড—নাম।
এথা দোঁহে পূর্ণ কৈল কৃষ্ণ-মনস্কাম ॥ ৮৬২
দেখ মানকুণ্ড রাধা মানিনী এথায়।
মানভঙ্গ কৈল কৃষ্ণ কৌতুক কথায় ॥ ৮৬৩
এ মোহিনীকুণ্ড কৃষ্ণ মোহিনী হইলা।
যে মোহিনীরূপে সুধা প্রদান করিলা ॥ ৮৬৪
দেখ এ মোহিনীকুণ্ড গোদোহন স্থান।
বলভদ্রকুণ্ড এই —ব্রহ্মার নির্মাণ ॥ ৮৬৫
এই সূর্যকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড সন্নিধানে।
কৃষ্ণে স্তুতি কৈলা সূর্য রহি এইখানে ॥৮৬৬
চন্দ্রসেন-পর্বতে এ পিছলিনী শিলা।
এথা সখা সহ কৃষ্ণ খেলে এই খেলা ॥ ৮৬৭
ভজিতে বসিয়া খর্ব পর্বত উপরে।
পিছলি নাময়ে—ঐছে পুনঃ পুনঃ করে ॥৮৬৮
দেখ গোপিকারমন কামসরোবর।
কে বর্ণিবে এথা যে বিলাস মনোহর ॥ ৮৬৯

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে —

তত্র কামসরো রাজন্ গোপিকারমণং সরঃ।
তত্র তীর্থসহস্রাণি সরাংসি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৮৭০

এই কামসরোবর মহাসুখময়।
কামসরোবরে কামসাগর কহয় ॥ ৮৭১
দেখহ সুরভিকুণ্ড—শোভা অতিশয়।
গো-গোপ-সহিত কৃষ্ণ এথা বিলসয় ॥৮৭২
এই চতুর্ভুজকুণ্ড পরম নির্জন।
এথা যে কৌতুক তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৮৭৩
দেখহ ভোজনস্থলী—কৃষ্ণ এইখানে।
করিলেন ভোজনকৌতুক সখা-সনে ॥ ৮৭৪
দেখহ বাজন-শিলা অহে শ্রীনিবাস।
এথা নানা বাদ্যে হয় সবার উল্লাস ॥ ৮৭৫
পরশুরাম-স্থিতিস্থান করহ দর্শন।
এথা সিংহাসনে বসিলেন নারায়ণ ॥ ৮৭৬
এ সন্তনকুণ্ড বেদকুণ্ড, দামোদর।
এ গন্ধর্বকুণ্ড পৃথু দক-কুণ্ডবর ॥ ৮৭৭
দেখহ অযোধ্যা-কুণ্ড—পরম-নির্জন।
বিস্তারিতে নারি এ কুণ্ডের বিবরণ ॥ ৮৭৮
শ্রীনৃসিংহকুণ্ড দেখ অর্ঘ্যকুণ্ড আর।
এ মধুসূদনকুণ্ড —মহিমা প্রচার ॥৮৭৯
রোহিণীকুণ্ড,গোপালকুণ্ড,গোদাবরী।
দেখহ দেবকীকুণ্ড —অপূর্ব—মাধুরী ॥ ৮৮০
চৌর্যখেলা স্থান এ পর্বত—ব্যোমাসুরে।
বধিলা কৌতুকে কৃষ্ণ এই গোফাঘরে ॥ ৮৮১
দেখহ প্রহ্লাদকুণ্ড লক্ষ্মীকুণ্ড আর।
কাম্যবনে যত তীর্থ—লেখা নাই তার ॥ ৮৮২
কৃষ্ণক্রীড়া-স্থান এই পর্বত-উপর।
এথা হৈতে দেখ চতুর্দিক্ মনোহর ॥ ৮৮৩
ওই ধুলাউড়া গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
এথা গাভীপদরেণু ধ্যা পল আকাশ ॥ ৮৮৪

হে রাজন! কাম্যবনে গোপিকা রমন সরোবর বিরাজিত। ইহার অন্য নাম কাম্য সরোবর। তথায় সহস্র সহস্র তীর্থ ও পৃথক পৃথক সরোবর রহিয়াছে ॥৮৭০

উধানামে গ্রাম ওই সর্ব্বলোক কয়।
তথা রহি উদ্ধব গেলেন নন্দালয় ॥ ৮৮৫
এ আটোর গ্রাম রম্য, নির্জ্জন এথায়।
কৃষ্ণাষ্টপ্রহর মগ্ন হয়েন ক্রীড়ায় ॥ ৮৮৬
দেখহ কদম্বখণ্ডী, স্বর্ণহারগ্রাম।
রত্নকুণ্ড, চতুর্ম্মুখ স্থান অনুপম ॥ ৮৮৭
স্বর্ণহার স্থানেতে বিলাস অতিশয়।
'সোন আর' 'সোনাহেরা' নাম এবে কয় ॥ ৮৮৮
দেখহ পর্ব্বত এথা কৃষ্ণ গোচারণে।
যে আনন্দ পান তা কহিতে কেবা জানে ॥ ৮৮৯
বৃষভানুপুর এ— বর্ষান নাম কয়।
পর্ব্বত-সমীপে বৃষভানুর আলয় ॥ ৮৯০
অপূর্ব্ব পর্বত —এথা ব্রজেন্দ্রকুমার।
করিলেন দানলীলা অন্য অগোচর ॥ ৮৯১
এইখানে রাধিকার মানভঙ্গ হৈল।
এথা কৃষ্ণ বিবিধ বিলাসে মত্ত হৈল ॥ ৮৯২
পর্বতদ্বয়ের মধ্যে এ সঙ্কীর্ণপথে।
যে কৌতুক তাহা কেহ না পারে কহিতে ॥ ৮৯৩
এবে এ সাঁকরিখোর নাম সবে কয়।
দান মান বিলাস পর্বত গড়ত্রয় ॥ ৮৯৪
অহে শ্রীনিবাস, শ্রীরাধিকা সখীসনে।
বাল্যাবেশে নানা খেলা খেলিলা এথানে ॥৮৯৫

রাধিকার অপূর্ব্ব বয়স সন্ধিকালে।
এথা মহা উল্লাসে বিলসে সখী মিলে ॥ ৮৯৬

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমনৌ উদ্দীপনে ৬ষ্ঠঃ শ্লোকঃ
ব্যাল্যযৌবনয়োঃ সন্ধির্বয়ঃসন্ধিরিতীর্য্যতে ॥৮৯৭

বাল্যযৌবনের সন্ধি ঐছে চমৎকার।
একরাজ্যে আস্থ যৈছে করে অধিকার ॥ ৮৯৮

তদ্যথা তত্রৈব ১১শঃ শ্লোকঃ—
বাঢ্যং কিঙ্কিণীমাহরত্যুপচয়ং জ্ঞাত্বা নিতম্বো গুণী
স্বস্য ধ্বংসমবেত্য বষ্টি বলিভির্যোগং হ্রসন্মধ্যমম্।
বক্ষঃ সাধু ফলদ্বয়ং বিচিনুতে রাজোপহারক্ষমং
রাধায়াস্তনুরাজ্যমঞ্চ ত নবে ক্ষৌণীপতৌ যৌবনে ॥৮৯৯

এই কুঞ্জে সখী রাধিকার বেশ করি।
দেখে নব্য যৌবনের শোভা নেত্র ভরি ॥ ৯০০

তথাহি তত্রৈবাদ্দীপনে নবযৌবনলক্ষনে ১২শঃ শ্লোকঃ
দরোদ্ভিন্নস্তনং কিঞ্চিচ্চলাক্ষং মন্দরস্মিতম্।
মনাগভিস্ফুরদ্ভাবং নব্যং যৌবনমুচ্যতে ॥ ৯০১
এ নীপকাননে সুখে রাধা বিলসয়।
ব্যক্ত যৌবনের শোভা সখী নিরীখয় ॥ ৯০২

বাল্য ও যৌবনের সন্ধিক্ষনকে বয়ঃসন্ধি কহে ॥৮৯৭

নব যৌবনা শ্রীরাধার তনুরাজ্যে আগমন করিলে পর নৃপতি গুনবান নিতম্ব নিজের বৃদ্ধির সম্ভবনা জানিয়া রাজার সম্মানে কিঙ্কিনীবাদ্য সংগ্রহ করিল। ক্ষীনত্ব প্রাপ্ত কটি আপনার ধ্বংস বুঝিয়া ত্রিবলীর সহিত মিলিত হইল। এবং সাধু বক্ষ যোগ্য ফলদ্বয় (স্তনদ্বয়) রাজাকে উপহার দেওয়ার জন্য আহরন করিল ॥৮৯৯

যে বয়সে স্তন স্থানে স্তন ভাবের কিঞ্চিৎ প্রকাশ, নয়নে ঈষৎ চাঞ্চল্যের প্রকাশ, ধীরে ধীরে মৃদু হাস্য দৃশ্য হয়, মনে ভাব ঈষৎ প্রকাশ ঘটে, তাহাকে নবীন যৌবন কহে ॥৯০১

তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে ব্যক্তযৌবনলক্ষণং ১২শঃ শ্লোকঃ—

বক্ষঃ প্রব্যক্তবক্ষোজং মধ্যঞ্চ সুবলিত্রয়ম্।
উজ্জ্বলানি তথাঙ্গানি ব্যক্তে স্ফুরতি যৌবনে ॥ ৯০৩

সকল সম্ভবে ব্যক্তযৌবনী সদাই।
অনঙ্গ চাতুরী রসবর্দ্ধিনী হে রাই ॥ ৯০৪
এ মদনকুঞ্জে সুখে সখীর সঙ্গেতে
কিবা সে অদ্ভুত শোভা পূর্ণযৌবনেতে ॥ ৯০৫

তথাহি তত্রৈবোদ্দীপনে পূর্ণযৌবন লক্ষণে ৪১মঃ শ্লোকঃ—

নিতম্বো বিপুলো মধ্যং কৃশমঙ্গং বরদ্যুতি।
পীনৌ কুচারূরুযুগ্মং রম্ভাভং পূর্ণযৌবনে ॥ ৯০৬

কি বলিব—এ তমাল কুঞ্জে সখীগণ।
করাইল ছলে রাধাকৃষ্ণের মিলন ॥ ৯০৭
'চিকসৌলী'গ্রাম—পূর্ব্বে এই চত্রশালী
এথা রাই বিচিত্র বেশেতে দক্ষ আলি ॥ ৯০৮
পর্বতগহ্বরে দেখ নিবিড় কানন।
এবে লোকে কহে এই গহ্বর বন ॥ ৯০৯
এ শীতলাকুণ্ড—সুবেষ্টিত বৃক্ষগণ।
দেখহ 'দোহনী কুণ্ড'—এথা গোদোহন ॥৯১০
'ডভরারো'—গ্রাম এই কৃষ্ণের এখানে।
ভরিল নয়নে অশ্রু রাধিকা দর্শনে ॥ ৯১১
ডভরারো—অর্থ অশ্রুযুক্ত-নেত্রে কয়।
এবে লোকে প্রসিদ্ধ ডাভারো নাম হয় ॥ ৯১২
দেখ 'মুক্ত'কুণ্ড এথা রাধিকা সুন্দরী।
মুক্তাক্ষেত্র কৈলা কৃষ্ণসহ বাদ করি ॥ ৯১৩
বৃষভানুপুর পূর্বে দেখ ভানুখোর।
অতি স্নিগ্ধ সলিল, শোভার নাই ওর ॥৯১৪
দেখহ 'প্রিয়াল-সরোবর গ্রামোত্তরে।
প্রিয়া-প্রিয় দোঁহে এথা নানাক্রীড়া করে ॥ ৯১৫
প্রিয়ালবৃক্ষের বন এথা অতিশয়।
শোভা দেখি সখীসহ দোঁহে হর্ষ হয় ॥ ৯১৬
এই পিলুখোর—এথা পিলুফলছলে।
সখীসহ রাইকানুক্রীড়া কুতূহলে ॥ ৯১৭
'ভানুখোর পিলুখোর' এবে লোকে কয়।
ভানু-পিল-সরোবরপূর্বে নাম হয় ॥ ৯১৮
বর্ষান নিকটে এই নদী যে ত্রিবেণী।
এথা কৃষ্ণলীলা যৈছে কহিতে না জানি ॥ ৯১৯
দেখ কৃষ্ণ লীলাস্থলী অতি অনুপম।
কথো লুপ্ত হৈল বজ্রকৃত যে যে গ্রাম ॥ ৯২০
এই 'প্রেমসরোবর' দেখ শ্রীনিবাস।
এথা প্রেমবৈচিত্ত্য ভাবের পরকাশ ॥ ৯২১
দেখহ 'বিহ্বলকুণ্ড'—শ্রীকৃষ্ণ এথাতে।
হইলা বিহ্বল রাইনাম শ্রবণেতে ॥ ৯২২
এ 'সঙ্কেতকুঞ্জে সখী সঙ্কেতে করিয়া।
রাই কানু দোঁহারে আনেন যত্ন পাইয়া ॥ ৯২৩
অলক্ষিত প্রথম গমন শুভক্ষণে।
পূর্বরাগে সংক্ষেপ-মিলন এইখানে ॥৯২৪
পূর্বরাগে যে কৌতুক—কহিলে না হয়।
পূর্বরাগলক্ষণ শাস্ত্রেতে নিরূপয় ॥ ৯২৫

কটি দেশে সুন্দর ত্রিবলী শোভমান; বক্ষঃস্থলে স্তনদ্বয়ের সুপ্রকাশ, অঙ্গ সকল সমুজ্জ্বল হইলেই ব্যক্ত যৌবন স্ফুরিত হয় ॥৯০৩
নিতম্ব বিপুলাকার, কটি ক্ষীন, অঙ্গ উজ্জ্বল কান্তিযুক্ত স্তনদ্বয় স্থূল, উরুদ্বয় কদলী বৃক্ষ সদৃশ হইলেই পূর্ণ যৌবনের প্রকাশ হয় ॥ ৯০৬

তথাহি উজ্জ্বলনীলমণৌ বিপ্রলম্ভপ্রকরণে ৫মঃ শ্লোকঃ

রতির্যা সঙ্গমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈঃ পূর্বরাগঃ স উচ্যতে ॥৯২৬

দেখ কৃষ্ণকুণ্ডাদিক স্থান মনোহর।
সঙ্কেতে অশেষ লীলা অন্য অগোচর ॥৯২৭
নন্দীশ্বর-বর্ষান-গ্রামীর লোকচর।
তা সবার গতাগতি এই পথে হয় ॥৯২৮
এই পথে শ্রীরাধিকা পিতার ঘর হৈতে।
যাবট-গ্রামেতে যান শ্বশুরালয়েতে ॥৯২৯
এ অপূর্ব বন স্নিগ্ধ ছায়া নিরন্তর।
নানা শব্দ করে পক্ষী, গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ ৯৩০
দেখ শ্রীনিবাস নন্দীশ্বর নন্দালয়।
এথা গূঢ়রূপে রামকৃষ্ণ বিলসয় ॥ ৯৩১

তথাহি শ্রীদশমে ৪৪শ অধ্যায়ে ১৩শঃ শ্লোকঃ —

পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্ররমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ ॥৯৩২

এই দেখ নন্দের বসতি সীমাস্থান।
নন্দের ভবন—পূর্বে অপূর্ব উদ্যান ॥ ৯৩৩
যাবট হইতে শ্রীরাধিকা সখী-সাথে।
নন্দের আলয়ে আইসেন এই পথে ॥ ৯৩৪
অহে শ্রীনিবাস এ পাবন-সরোবরে।
স্নান করি কৃষ্ণ যে দেখয়ে নন্দীশ্বরে ॥ ৯৩৫
শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার করিলে দর্শন।
সর্বাভীষ্ট পূর্ণ তার হয় সেইক্ষণ ॥ ৯৩৬

তথাহি মথুরামাহাত্ম্যে—

পাবনে সরসি স্নাত্বা কৃষ্ণং নন্দীশ্বরে গিরৌ।
দৃষ্ট্বা নন্দং যশোদাঞ্চ সর্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥৯৩৭

এ পাবন-সরোবর কৃষ্ণপ্রিয় অতি।
দেখি এ অপূর্ব শোভা কেবা করে স্তুতি ॥ ৯৩৮

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৫৭ মঃ শ্লোকঃ

কদম্বানাং ব্রাতৈর্মধুপকুলঝঙ্কারললিতৈঃ
পরীতে যত্রৈব প্রিয়সলিললীলাঙ্কিতি যয়ৈঃ
মুহুর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজমভিসরন্ত্যাম্বুজদৃশো
বিনোদেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসরঃ ॥ ৯৩৯

দেখ নন্দীশ্বর চতুর্দ্দিকে কুণ্ডবন।
কৃষ্ণবিলাসের স্থান ভুবন পাবন ॥ ৯৪০
পর্বত উপরে দেখ পুত্রের সহিতে।
শ্রীনন্দ যশোদা শোভে অপূর্ব গোফাতে ॥ ৯৪১

নায়ক নায়িকার মিলনের পূর্ব্বাভ্যন্তরে পরস্পরের দর্শন ও শ্রবনাদির মাধ্যমে যে রতির বিকাশ ঘটে; প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগন তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলিয়া থাকেন ॥৯২৬

অহো! যথায় মনুষ্যরূপী গূঢ়, বিচিত্র বনমাল্য সুশোভিত, শঙ্কর ও লক্ষ্মী কর্ত্তৃক পরিসেবিত চরন সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোচারন ও বেনুবাদন করিতে করিতে বিবিধ ক্রীড়া প্রকাশ করতঃ ভ্রমন করিয়া থাকেন, সেই ব্রজভূমি সকল ধন্য। ৯৩২

পাবন সরোবরে স্নান করতঃ নন্দীশ্বর পর্ব্বতে কৃষ্ণ; নন্দ ও যশোদাকে দর্শন করিলে সর্বাভীষ্ট পূর্ণ হয় ॥৯৩৭

ভ্রমরগনের ঝঙ্কারে মনোহর বৃক্ষগন পরিবৃত যে পাবন সরোবরে কমলাক্ষী গোপীগন প্রিয় জলক্রীড়া—চৌর্য-জলসেচন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিনোদনের জন্য প্রীতিবশতঃ গোপেন্দ্র নন্দনের পুনঃ পুনঃ অভিসার করে, এই সেই পাবন সরোবর আমাদের রক্ষা করুন ॥৯৩৯

অহে শ্রীনিবাস এথা শ্রীচৈতন্যরায়।
করিতে দর্শন গিয়া প্রবেশে গোফায় ॥৯৪২
শ্রীনন্দ যশোদা দুই দিকে দুই জন।
মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি প্রফুল্ল নয়ন ॥৯৪৩
শ্রীনন্দ শ্রীযশোদার চরণ বন্দিয়া।
কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শে উল্লসিত হৈয়া ॥ ৯৪৪
প্রেমের আবেশে নৃত্য গীত আরম্ভিল।
দেখিয়া সকল লোক বিস্ময় হইল ॥৯৪৫
কেহো কহে ইহোঁ ত মনুষ্য কভু নয়।
মনুষ্যে এমন শোভা সম্ভব কি হয় ॥ ৯৪৬
কেহো কহে—ইহোঁ বৈকুণ্ঠের নারায়ন।
মনুষ্যের রূপে ব্রজে করয়ে ভ্রমন ॥ ৯৪৭
কেহো কহে—অহে ! মোর মনে এই হয়।
পুনবা প্রকট হৈলা নন্দের তনয় ॥ ৯৪৮
নহিলে এমন চেষ্টা হইব বা কেনে।
পুনঃ পুনঃ পড়ে নন্দ-যশোদাচরণে ॥ ৯৪৯
নিরন্তর শ্রীপদ্মনয়নে অশ্রু ঝরে।
নাজানি কি কর যুড়ি কহে ধীরে ধীরে ॥৯৫০
কি বলিব অহে ভাই ! ইহার দর্শনে।
কৃষ্ণ এ নিশ্চয় মোর হৈল মনে ॥ ৯৫১
ঐছে কত কহি ভাসে প্রেমের তরঙ্গে।
হরি বোল বলিয়া নাচয়ে প্রভু সাঙ্গে ॥ ৯৫২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সন্ন্যাসীর শিরোমণি।
এথা প্রকাশে প্রেম—কহিতে না জানি ॥ ৯৫৩
এই যে তড়াগতীর্থ সর্বত্র বিদিত।
চতুর্দ্দিকে কিবা বৃক্ষলতা সুশোভিত ॥ ৯৫৪

অহে শ্রীনিবাসে,অল্পে কহি আর কথা।
দেবমীঢ় পুত্র পর্জ্জন্যের বাস এথা ॥ ৯৫৫
কৃপা করি নারদ আসিয়া নন্দীশ্বরে।
লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্র দিলা পর্জ্জন্যেরে ॥৯৫৬
পর্জ্জন্য তড়াগতীর্থে তপস্যা করিল।
নিজাভীষ্ট পূর্ণ—পঞ্চ নন্দন হইল ॥৯৫৭
উপানন্দ অভিনন্দ নন্দ নাম আর।
সনন্দ নন্দন—পঞ্চ ভ্রাতা এ প্রচার ॥৯৫৮
সেই এ তড়াগ দেখ কৃষ্ণপ্রিয় হন।
ভক্তের প্রার্থনা সদা তড়াগসেবন ॥৯৫৯

তথা হি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬০মঃ শ্লোকঃ—

পর্জ্জন্যেন পিতামহেন নিতরামারাধ্য নারায়ণং
ত্যক্ত্বাহারমভূতপুত্রক ইহ স্বীয়াত্মজে গোষ্ঠপে।
যত্রাবাপি সুরারিহা গিরিধরঃ পৌত্রো গুণৈকাকরঃ
ক্ষুন্নাহারতয়া প্রসিদ্ধমবনৌ তস্মৈ তড়াগং গতিঃ
॥ ৯৬০

ক্ষুন্নাহার-সরোবর দেখ শ্রীনিবাস।
কি বলিব এথা যৈছে কৃষ্ণের বিলাস ॥ ৯৬১
ধোয়ানিকুণ্ড, এ—নন্দীশ্বরের ঈশানে।
দধিপাত্র ধৌতজল রহে এইখানে ॥ ৯৬২
এই কৃষ্ণকুণ্ড দেখ কদম্বের বন।
এথা বিহরয়ে রঙ্গে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৯৬৩
দেখহ ললিতাকুণ্ড ললিতা এথায়।
রাধিকারে আনি ছলে কৃষ্ণেরে মিলায় ॥৯৬৪

পিতামহপর্জ্জন্য গোপ গোষ্ঠপতি নিজ পুত্র নন্দ অপুত্রক হওয়ায় এই তড়াগে আহার পরিত্যাগ পূর্বক একান্তমনে নারায়নের আরাধনা করিয়া অসুর বিনাশক গোবর্দ্ধনকারী সর্ব্বগুনের আধার পৌত্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন জগত বিখ্যাত সেই ক্ষুন্নাহার নামক তড়াগ আমার গতি হউক ।৷৯৬০

পরম আশ্চর্য্য সূর্যকুণ্ড এইখানে।
হইল অধৈর্য্যা সূর্য্য কৃষ্ণদরশনে ॥ ৯৬৫
এই যে বিশাখাকুণ্ড করহ দর্শন।
এথা মহারঙ্গে রাইকানুর মিলন ॥ ৯৬৬
দেখ পৌর্ণমাসীকুণ্ড পরম-নির্জ্জনে।
পৌর্ণমাসী রহে পর্ণকুটীরে এখানে ॥ ৯৬৭
রাধাকৃষ্ণ-বিলাসে উল্লাস অনিবার।
বৈছে তাঁর ক্রিয়া তা বুঝিতে শক্তি কার ॥ ৯৬৮
তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২৫শঃ শ্লোকঃ —
গূঢ়ং তৎসুবিদগ্ধতার্চ্চিতসখীদ্বারোন্নয়ন্তী তয়োঃ
প্রেম্না সুষ্ঠু বিদগ্ধয়োরনুদিনং মানাভিসারোৎসবম্।
রাধামাধবয়োঃ সুখামৃতরসং যৈবাগভুঙ্‌ক্তে মুহু-
র্গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং
ভজে ৯৬৯
এথা নান্দীমুখীর আলয় মনোহর।
যেহ রাধাকৃষ্ণসুখী নিরন্তর ॥ ৯৭০
শ্রীনান্দীমুখীর চারু চরিত্র যতনে।
বর্ণিলেন পূর্বে মহাভাগবতগনে ॥ ৯৭১
তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩৪মঃ শ্লোকঃ—
অবন্তীতঃ কীর্ত্তেঃ শ্রবনভরতো মুগ্ধহৃদয়া
প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভির্ব্রজভুবমুরীকৃত্য কিল যা।
মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বলরসসুখং বর্দ্ধয়তি তাং
মুখীং নান্দীপূর্বাং সততমভিবন্দে প্রণয়তঃ ৯৭২
দেখহ পরম রম্য কুঞ্জ ঠাঁই ঠাঁই।
এসকল স্থানে কৃষ্ণ লীলা অন্ত নাই ॥ ৯৭৩
এই শ্রীযশোদাকুণ্ড — যশোদা এখানে।
দেখ রামকৃষ্ণ ক্রীড়া করে সখাসনে ৯৭৪
অহে শ্রীনিবাস, কৃষ্ণ প্রেমানন্দময়।
বিবিধ বয়সে এথা বিলাসে অতিশয় ॥৯৭৫
তথাহি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ দক্ষিণবিভাগে
প্রথমলহর্য্যাং ১৫৮ মঃ শ্লোঃ —
বয়ঃ কৌমারপৌগণ্ডকৈশোরমিতি তত্ত্রিধা।
কৌমারং পঞ্চমাব্দান্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
আ ষোড়শাচ্চ কৈশোরং যৌবনং স্যাত্ততঃ পরং
৯৭৬
কৌমার বয়সে কৃষ্ণে যশোদা এখানে।
প্রকাশে যে বাৎসল্য তা কহিতে কে জানে ॥৯৭৭
কৌমার-বয়সাবেশে কৃষ্ণ নিরন্তর।
বাঢ়ান মায়ের সুখ অন্ত অগোচর ॥ ৯৭৮
তথাহি তত্রৈব ১৫৯ মঃ শ্লোকঃ -
ঔচিত্যাত্তত্র কৌমারং বক্তব্যং বৎসলে রসে ॥ ৯৭৯

যে পৌর্ণমাসী শ্রীরাধা মাধবের অভিসারাদি সংঘটন কার্য্যে সুনিপুনতায় সবার পূজ্য। সখীগন দ্বারা গোষ্ঠে নিত্য প্রেমাবেগে গোপনে ও সুষ্ঠুভাবে রসময় শ্রীরাধামাধবের মান-অভিসারাদি কার্য্য সম্পাদন করাইয়া শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুখামৃত রস পুনঃ আস্বাদন করেন; সেই মঙ্গল বিধায়িনী ভগবতী পৌর্ণমাসীর ভজনা করি ।৯৬৯

যে নান্দীমুখী শ্রীরাধামাধবের যশোরাশী শ্রবনে বিমুগ্ধ হইয়া প্রবল উৎকণ্ঠায় অবন্তী নগর পরিত্যাগ করতঃ ব্রজভূমিতে আগমন করিয়া মহানন্দে শ্রীরাধাকৃষ্ণের মধুর রসের আনন্দ বৃদ্ধি করেন। সেই নান্দীমুখীকে সর্বদা প্রেমভরে বন্দনা করি ।৯৭২

সেই বয়স কৌমার, পৌগণ্ড, ও কৈশোর এই তিনভাগে বিভক্ত। জন্ম হৈতে পঞ্চমবৎসর পর্যন্ত কৌমার, দশম বৎসর পর্যন্ত পৌগণ্ড আর ষোড়শ বৎসর পর্যান্ত কৈশোর। তৎপরে যৌবনকাল ।৯৭৬

পৌগণ্ড বয়সে কৃষ্ণ এ নীপ কাননে।
উপজে কৌতুক যে তা দেখে প্রিয়গণে ॥ ৯৮০
পৌগণ্ড বয়স আদি মধ্য শেষ ত্রয়।
ইথে যে খেলাদি সে পরমানন্দময় ॥ ৯৮১

তথাহি তত্রৈব ১৪৯মঃ শ্লোকঃ—
পৌগণ্ডং প্রেয়সি তথা তত্তৎখেলাদিযোগতঃ ॥ ৯৮২

তত্রৈব পশ্চিমবিভাগে ৩য় লহর্য্যাং ২৩শঃ শ্লোকঃ—
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং পৌগণ্ডঞ্চ ত্রিধা ভবেৎ
আদ্য পৌগণ্ডে কৃষ্ণাঙ্গ শোভাতিসুন্দর।
এথা বৎসচারণাদি চেষ্টা মনোহর ॥ ৯৮৪

তথা হি তত্রৈব ২৩/২৪ শ্লোকৌ -
অধরাদেঃ সুলৌহিত্যং জঠরস্য চ তানবম্।
কম্বুগ্রীবোদ্গমাদ্যঞ্চ পৌগণ্ডে প্রথমে সতি ॥ ৯৮৫
পুষ্পমণ্ডনবৈচিত্রী চিত্রাণি গিরিধাতুভিঃ।
পীতপট্টদুকূলাদ্যমিহ প্রোক্তং প্রসাধনম্ ॥ ৯৮৬

সর্বাটবীপ্রচারেন নৈচিকীচয়চারণম্।
নিযুদ্ধকেলিনৃত্যাদি শিক্ষারম্ভো'হত্র চেষ্টিতম্ ॥ ৯৮৭
মধ্য পৌগণ্ডেতে প্রায় কৈশোর স্পর্শয়ে।
বিলসে এথায় চেষ্টা কহিলে না হয়ে ॥ ৯৮৮

তথাহি তত্রৈব ২৫শঃ শ্লোকঃ—
নাসা সুশিখরা তুঙ্গা কপোলৌ মণ্ডলাকৃতী।
পার্শ্বাদ্যঙ্গসুবলিতং পৌগণ্ডে সতি মধ্যমে ॥৯৮৯
উষ্ণীষং পট্টসূত্রোত্থপাশেনাত্র তড়িত্ত্বিষা।
যষ্টিঃ শ্যামা ত্রিহস্তোচ্চা স্বর্ণাগ্রেত্যাদি মণ্ডনম্ ॥ ৯৯০
ভাণ্ডীরে ক্রীড়নং শৈলোদ্ধারনাদ্যঞ্চ চেষ্টিতম্ ॥৯৯১

তত্রৈব ২৭শঃ শ্লোকঃ—
পৌগণ্ডমধ্য এবায়ং হরির্দীব্যন্ বিরাজতে।
মাধুর্য্যাদ্ভুতরূপত্বাৎ কৈশোরাগ্রাংশভাগিব ৯৯২
শেষ পৌগণ্ডেতে অঙ্গ সৌষ্ঠবাতিশয়।
চেষ্টাদ্ভুত এথা সখা-সঙ্গে বিলসয় ॥ ৯৯৩

যোগ্যতা বিষয়ে কৌমার বয়সই বাৎসল্য রসোচিত হয় ॥৯৭৯
বিভিন্ন ক্রীড়া ভেদে সখ্যরসে পৌগণ্ড বয়স সেই প্রকার কথিত হয় ॥ ৯৮২
আদ্য মধ্য ও অন্ত্য ভেদে পৌগণ্ড বয়স তিন প্রকার ॥৯৮৩
আদি পৌগণ্ড বয়সে অধর-ওষ্ঠাদি গাঢ় রক্তিমা, উদরের ক্ষীনতা, কণ্ঠ শঙ্খবৎ রেখাত্রয়ের উদ্গাম ঘটে।।৯৮৫
পৌগণ্ড বয়সে বিচিত্র পুষ্পালঙ্কার সজ্জা গৌরিকাদি ধাতুর চিত্র অঙ্কন, বিচিত্র ও পীতপট্ট বস্ত্র সজ্জাকরন কথিত হইয়াছে।।৯৮৬
পৌগণ্ড বয়সে দূর নিকট বন সমূহে ভ্রমন করিয়া গোচারন বাহু যুদ্ধ ক্রীড়া ও নৃত্য শিক্ষারম্ভাদি কার্য্যের চেষ্টার প্রকাশ পায় ॥ ৯৮৭
মধ্য পৌগণ্ডে নাসিকা ও ললাট উন্নত, গণ্ডদেশ গোলাকার, পার্শ্বাদি অঙ্গসকল স্পষ্টরূপে ত্রিবলী রেখাযুক্ত হয় ।৯৮৯
এই পৌগণ্ডে বিদ্যুৎবর্ণ কান্তিযুক্ত পট্টরজ্জু দ্বারা শিরস্ত্রান হরিৎবর্ণ ত্রিহস্ত দীর্ঘ অগ্রভাগে স্বর্ণমণ্ডিত যষ্টিধারন করতঃ ভাণ্ডীরবনে ও গোবর্দ্ধন গিরিধারনাদির লীলাকার্য্য করিয়া থাকেন ॥ ৯০-৯৯১
মধ্য পৌগণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ অতি মাধুর্য্য প্রযুক্ত হইয়া প্রথম কৈশোরাংশের ন্যায় ক্রীড়াপর হইয়া বিরাজমান ।৯৯২

তথাহি তত্রৈব ২৮শঃ শ্লোকঃ—

বেনী নিতম্বলম্বাগ্রা লীলালকলতাদ্যুতিঃ।
অংসয়োস্তুঙ্গতেত্যাদি পৌগণ্ডে চরমে সতি ॥ ৯৯৪

উষ্ণীষে বক্রিমা লীলা-সরসীরুহপাণিতা।
কাশ্মীরেণোর্দ্ধপুণ্ড্রাদ্যমিহ মণ্ডনমীরিতম্ ॥ ৯৯৫

তত্রৈব ২৯শঃ শ্লোকঃ

অত্রভঙ্গী গিরাং নর্মসখৈঃ কর্ণকথারসঃ।
এষু গোকুলবালানাং শ্রীশ্লাঘেত্যাদিচেষ্টিতম্ ॥ ৯৯৬

আদ্য মধ্য অন্ত্য ত্রিধা কৈশোর বয়সে।
সর্ব্বচিত্তাকর্ষে এই বিপিন-বিলাসে ॥ ৯৯৭

তথাহি তত্রৈব দক্ষিণবিভাগে ১ম লহর্য্যাং ১৫৯/১৬০ তমৌ শ্লোকৌ

শ্রৈষ্ঠ্যমুজ্জ্বল এবাস্য কৈশোরস্য তথাপ্যদঃ।
প্রায়ঃ সর্বরসৌচিত্যাদত্রোদাহি্রয়তে ক্রমাৎ।
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৈশোরং ত্রিবিধং ভবেৎ ॥

প্রথম কৈশোরে বর্ণোজ্জ্বল চারু শোভা।
বিহরে এ কুঞ্জে নানা চেষ্টা মনোলোভা ৯৯৯

তথাহি তত্রৈব—

বর্ণস্যোজ্জ্বলতা কাপি নেত্রান্তে চারুচ্ছবিঃ।
রোমাবলিপ্রকটতা কৈশোরে প্রথমে সতি ॥১০০০

তত্রৈব ১৬১মঃ শ্লোকঃ—

বৈজয়ন্তী শিখণ্ডাদি নটপ্রবরবেশতা।
বংশীমধুরিমা বস্ত্রশোভা চাত্র পরিচ্ছদঃ ॥১০০১

তত্রৈব ১৬২মঃ শ্লোকঃ—

খরতাত্র নখাগ্রাণাং ধনুরান্দোলিতা ভ্রুবোঃ।
রদানাং রঞ্জনং রাগচূর্ণৈরিত্যাদি চেষ্টিতম্ ॥১০

মধ্য কৈশোরে এ কুঞ্জ পুঞ্জে বিলসয়।
কন্দর্পমোহন চেষ্টা কহিলে না হয় ।১০০৩

শেষ পৌগণ্ডে নিতম্ব পর্য্যন্ত বেনী,লীলা নিবন্ধন চূর্ণ কুন্তলের বিন্যাস এবং স্কন্ধদ্বয়ের উচ্চতা প্রকাশ পায়। বক্র করিয়া উ বন্ধন, হস্তে লীলাপদ্ম ধারন এবং কুঙ্কুম দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্রাদি নির্মান— এই সকল শেষ পৌগণ্ডের ভূষন বলিয়া কথিত হয়।

অন্ত পৌগণ্ডে বাক্য বিনাস চাতুরী, প্রিয় বয়স্য গনের সহিত কর্ণাকর্ণি বিশ্রম্ভালাপ জনিত আমোদ, প্রিয় নর্ম সখাদিগের ব্রজবালিকা গনের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ইত্যাদির চেষ্টা ॥৯৯৬

তথাপি মধুর রসে শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর বয়সই শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অখিল রসযোগ্যতার আতিশয্য প্রসঙ্গে তদ্বিষয়ে ক্রমশ হরন প্রদর্শিত হইল।আদ্য, মধ্য ও অন্ত—এই ত্রিবিধ কৈশোর ॥৯৯৮

আদ্য কৈশোরে দেহকান্তি অনির্বচনীয় উজ্জ্বলতা চক্ষুঃপ্রান্তে রক্তিমাভা রোমোদ্গম প্রকাশ পায় ॥১০০০

প্রথম কৈশোরে বৈজয়ন্তীমালা, শিখিপিচ্ছাদি, নটবর বেশ, বংশী মধুরিমা বেশের পরিপাট্য বস্ত্রালঙ্কারাদি উদ্দিপনরূপে রুচি ১০

আদ্য কৈশোরে নখাগ্রের খরতা ভ্রূযুগলের ধনুর্বৎ চঞ্চলতা, রঞ্জন চূর্ণাদি দ্বারা দন্তগুলি রঞ্জিত করন, এবম্বিধ চেষ্টার পায় ॥১০০০

তথাহি তত্রৈব ১৬৩মঃ শ্লোকঃ

উরুদ্বয়স্য বাহ্বোশ্চ কাপি শ্রীরুরসস্তথা।

মূর্ত্তের্মধুরিমাদ্যক কৈশোরে সতি মধ্যমে॥ ১০০৪

মুখং স্মিতবিলাসাঢ্য বিভ্রমোত্তরলে দৃশৌ।

ত্রিজগন্মোহনং গীতং মিত্যাদিরিহ মাধুরী॥ ১০০৫

বৈদগ্ধীসারবিস্তারঃ কুঞ্জকেলিমহোৎসবঃ।

আরম্ভো রাসলীলাদেরিহ চেষ্টাদি সৌষ্ঠবম্॥১০০৬

যে শেষ কৈশোর বয়সে নব যৌবন।

একুঞ্জ ক্রীড়ায় যত চেষ্টা মনোরম॥১০০৭

তথাহি তত্রৈব ১৬৪ তমঃ শ্লোকঃ—

পূর্বতোহপ্যধিকোৎকর্ষং বাঢ়মঙ্গানি বিভ্রতি।

ত্রিবলিব্যক্তিরিত্যাদ্যং কৈশোরে চরমে সতি॥১০০৮

তত্রৈব ১৬৫/১৬৬তম শ্লোকৌ—

ইদমেব হরেঃপ্রাজ্ঞৈর্নবযৌবনমুচ্যতে॥ ১০০

অত্র গোকুলদেবীনাং ভাবসর্বস্বশালিতা।

অভুতপূর্ব-কন্দর্পতন্ত্র-লীলোৎসবাদয়॥ ইতি॥১০১০

এ সকল রম্যস্থলে কৃষ্ণ রসময়।

চতুর্বিধ কৈশোর-বয়সে বিলসয়॥ ১০১১

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ উদ্দীপনপ্রকরণে ৫মঃ শ্লোকঃ—

বয়শ্চতুর্বিধস্তত্র কথিতং মধুরে রসে।

বয়ঃসন্ধিস্তথা নব্যং ব্যক্তং পূর্ণমিতি ক্রমাৎ॥ ইতি॥ ১০১২

দেখহ 'করেল'-কুণ্ড 'করিলের বন।

এথা কৃষ্ণ রহি শোভা করে নিরীক্ষণ॥ ১০১৩

নন্দীশ্বর-পর্বতে কৃষ্ণের পদচিন।

দেখয়ে প্রভাব যত কহয়ে প্রাচীন॥ ১০১৪

এ মধুসূদন কুণ্ড পুষ্প বনান্তরে।

কৃষ্ণ মহা হর্ষ এথা ভ্রমর গুঞ্জরে॥ ১০১৫

দেখ 'পাণিহারি-কুণ্ড পরম নির্মল।

ভোজনের কালে কৃষ্ণ পিয়ে এই জল॥১০১৬

এই যে রন্ধনাগার দেখ শ্রীনিবাস।

রোহিণী সহিতে রাধার রন্ধনে উল্লাস॥ ১০১৭

এইখানে সখা সহ কৃষ্ণের ভোজন।

শত পাদ আসি এথা করয়ে শয়ন॥ ১০১৮

শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ অবশেষান্ন ভুঞ্জিয়া।

বাটী মধ্যে এ স্নিগ্ধ-আরামে বৈসে গিয়া॥ ১০১৯

মধ্যম কৈশোরে উরুদ্বয় বাহুদ্বয়, বক্ষঃস্থলের অনির্বচনীয় শোভা ও অঙ্গের মাধুর্য্যাদি প্রকাশ পায়।১০০৪

মধ্যম কৈশোরে হাস্যবিলাস পূর্ণমুখ, বিলাসান্বিত চঞ্চল লোচন, ত্রিভুবনাকর্ষি গীত ইত্যাদি মাধুর্য্য প্রকট ঘটে।১০০৫

মধ্য কৈশোরে রসিকতার সার বিস্তার, কুঞ্জকেলি মহোৎসব ও রাসলীলাদির আরম্ভের মনোহর চেষ্টা পরিস্ফুট হয়।১০০৬

কৈশোর অন্তে অঙ্গসকল পূর্বকাল অপেক্ষা অতিশয় মাধুর্য্যাধিক্য ধারন করে এবং তাহাতে ত্রিবলীরেখা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। ১০০৭

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগন ইহাকেই শ্রীহরির নবযৌবন বলিয়া থাকেন।১০০৯

শেষ কৈশোরে গোপরমনীগনের অভূত পূর্ব অপূর্ব্ব কন্দর্প ক্রীড়ারূপ লীলা আনন্দ ভাব সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।১০১০

কিন্তু সেই মধুর রসে বয়ঃসন্ধি, আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য ইত্যাদি ক্রমে চতুর্বিধ বয়স কথিত হয়।১০১২

অলক্ষিতে সখী কৃষ্ণে আনিয়া মিলায়।
উপজে কৌতুক যত কেবা অন্ত পায়॥ ১০২০
এথা শ্রীযশোদা রামকৃষ্ণে সাজাইয়া ।
বিপিনে বিদায় দিতে বিদরয়ে হিয়া॥ ১০২১
সখাগন মধ্যে রামকৃষ্ণ এই পথে।
চলে গোচারনে শোভা উপমা কি দিতে॥ ১০২২
এইখানে যশোদা রাধায় করি কোলে।
যাবটে বিদায় দিতে ভাসে নেত্রজলে॥ ১০২৩
ললিতাদি সখীগণ প্রতি স্নেহ যত ।
এক মুখে তাহা কহিবেক কেবা কত॥ ১০২৪
যশোদা রোহিণী সখী সহ রাধিকারে।
করিয়া বিদায় স্থির হইবারে নারে॥ ১০২৫
দেখ দধি মন্থনের স্থান এই হয়।
এই যে দেখহ দেবী প্রভাবাতিশয়॥ ১০২৬
পৌর্ণমাসী আসি যশোদায় কত কৈয়া।
এই পথে যান নিজালয়ে হর্ষ হৈয়া॥ ১০২৭
এই কথা শুনে বৃন্দাদেবী এ নির্জনে।
দোঁহে মিলাইতে যুক্তি বিচারয়ে মনে॥ ১০২৮
দোঁহে মিলাইয়া সখী সহ সুখে ভাসে ।
এহেন বৃন্দার গুণ কেবা না প্রকাশে॥ ১০২৯

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৩১ শঃ শ্লোকঃ —
প্রতিনবনবকুঞ্জং প্রেমপূরেন পূর্ণা
প্রচুরসুরভিপুষ্পৈঃ ভূষয়িত্বা ক্রমেণ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র লীলোৎসবং যা
প্রিয়গণবৃতরাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে॥ ১৯৩০

এ সাহসি কুণ্ড সখীকৃষ্ণে এইখানে।
জন্মাইয়া সাহস মিলায় রাই সনে॥ ১০৩১
এথা বৃক্ষডালে রচি বিচিত্র হিঁড়োর।
ঝুলে রাইকানু সখীসহ সুখে ভোর॥১০৩২
এই মুক্তা কুণ্ড এথ নন্দের কুমার।
মুক্তাক্ষেত কৈল হৈল কৌতুক অপার॥ ২০৩৩
অহে শ্রীনিবাস এই অক্রূরের স্থান।
কহিতে তাহার কথা বিদরে পরাণ॥ ১০৩৪
মথুরা হইতে কংস প্রেষিত অক্রূর।
রামকৃষ্ণে লইয়া যাইবেন মধুপুর॥ ১০৩৫
এ হেতু আসিয়া হেথা চিন্তে মনে মনে।
কৃষ্ণের চরণচিহ্ন দেখে এইখানে॥ ১০৩৬
প্রেমেতে বিহ্বল এথা হইলা অক্রূর।
অক্রূরের স্থান এই লোকে কহে ক্রুর।১০৩৭
দেখহ যোগিয়া-স্থান উদ্ধব এখানে।
কহিলেন যোগ কথা বিবিধ বিধানে॥ ১০৩৮
উধো-ক্রিয়া-স্থান এই উদ্ধব হেথায়।
গোপী ক্রিয়া দেখি ধন্য মানে আপনায়॥ ১০৩৯
এই ঠাঁই উদ্ধব নন্দাদি প্রবোধিলা।
দেখিয়া অদ্ভুতভাব অধৈর্য হইলা॥ ১০৪০
কথোদিন উদ্ধব ছিলেন এইখানে।
সর্ব কার্য সিদ্ধ হয় এ স্থান দর্শনে॥ ১০৪১

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যা ব্রজবিলাসে ৯৭তমঃ শ্লোকঃ—
পূর্ণঃ প্রেমরসৈঃ সদা মুররিপোর্দাসঃ সখা চ প্রিয়
স্ব প্রাণাবুদতোহপি তৎপদযুগং হিত্বেহ মাসান্ দশ
প্রীত্যা যো নিবসংস্তদীয় কথয়া গোষ্ঠং মুহুর্জীবয়
ত্যায়াতং কল পশ্য কৃষমিতি তং মূর্ধ্না বহামুদ্ধবম্
॥ ১০৪২

অহো! আমি নিয়ত সেই বৃন্দাদেবীকে বন্দনা করি যিনি প্রেমরস নিমগ্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে প্রত্যেক নব নব কুঞ্জ সুগন্ধি কুসুমে ভূষিত করিয়া সখীগন পরিবৃত শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলার আনন্দ বিস্তার করিতেছেন॥১০৩০

সর্বক্ষন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসে পূর্ণ, তদীয় দাস ও মিত্র যে উদ্ধব নিজ প্রান সমূহ হইতে ও প্রিয়তম কৃষ্ণপাদযুগল পরিত্যাগ

অহে শ্রীনিবাস সখাসহ কৃষ্ণ এথা।
বিচারয়ে গোচারনে যাইবেন যথা॥ ১০৪৩
এ সব গোশালা স্থান দেখ শ্রীনিবাস।
এথা গোপগনসহ কৃষ্ণের বিলাস॥ ১০৪৪
সুবলাদি সহ কৃষ্ণ উল্লসিত চিত্তে।
অতিশয় শোভা এই বিপিন যাইতে॥ ১০৪৫

(গীতে যথা)

আজু বিপিনে আওত কান,
মুরতি মুরত কুসুমবাণ,
যনু জলধর রুচির অঙ্গ,
ভঙ্গি নটবর মোহনী॥
ঈষত হসিত বয়ান চন্দ,
তরুণী-নয়ন-নয়ন ফন্দ,
বিম্ব অধরে মুরলী-থুরলি,
ত্রিভুবন মনোমোহিনী॥১০৪৭
কুসুমমিলিত চিকুরপুঞ্জ,
চৌদিকে ভ্রমরা ভ্রমরী-গুঞ্জ,
পিঞ্ছনিচয়-রচিত মুকুট,
মকরকুণ্ডল-দোলনী।
চঞ্চলনয়নখঞ্জন জোর
সঘনে ধাওত শ্রবণওর,
গীমসোহত রতন রাজ,
মোতিম হার দোলনী॥১০৪৭
কটি পীত পট কিঙ্কিনীরাজ
মদগতি জিতি কুঞ্জররাজ
আনুলম্বিত কদম্বমাল,
মত্ত মধুকর ভোরণী॥
অরুণ-বরণ বরণ কঞ্জ,
তরুণ তরণি কিরণ গঞ্জ
গোবিন্দদাস হৃদয়রঞ্জ
মঞ্জু-মঞ্জীরবোলনী॥১০৪৮
দেখহ গোবৎস বন্ধনের শঙ্কুগণ।
পূজে ব্রজজনী অদ্যাপি করিয়া যতন॥ ১০৪৯
নন্দীশ্বরে কৃষ্ণলীলা বহু হয়।
যথা যে বিলাস তা কহিতে সাধ্য নয়॥১০৫০
এই পরিক্রমা পথ দক্ষিন বামেতে।
কৃষ্ণ লীলা স্থান বহু কে পারে কহিতে॥ ১০৫১
নন্দীশ্বর চতুষ্পার্শে দেখি কথো স্থান।
পুন এই পথে আগে করিব পয়ান॥ ১০৫২
এত কহি চলিলেন নন্দগ্রাম হইতে।
বাড়য়ে আনন্দ চাহিতেই চারিভিতে॥ ১০৫৩
শ্রীনিবাসে কহে এ শোভার নাহি ওর।
নন্দীশ্বর বায়ুকোণ দেখ গেন্দুখোর॥১০৫৪
এই গেন্দুখোরে গেন্দু লইয়া উল্লাসে।
সখা সহ রামকৃষ্ণ মত্ত খেলারসে॥ ১০৫৫
এই দেখ কদম্বকানন শোভাময়।
এথা বলরাম নানা রঙ্গে বিলসয়॥ ১০৫৬
এইখানে বলদেব করিলা শয়ন।
কৃষ্ণ করিলেন তাঁর পাদসম্বাহন॥ ১০৫৭
তথাহি পূর্ব গোপালচম্পু, দ্বাদশ পূরণে ৪৮ অঙ্কং
গীতং—
রময়তে রামং পরিতং কৃষ্ণঃ সখিগনগীতগুণেষু
সতৃষ্ণঃ।
অনুগায়তি পিরবট্পদগানং, পরিজল্পতি
শুকহংসসমানম্॥১০৫৮

কম্বিয়া বৃন্দাবনে বাস করতঃ শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে আগতঃ প্রায় তোমরা দর্শন কর—এইরূপ সান্ত্বনাবাক্য প্রদান করিয়া ব্রজবাসীগনকে দশমাস জীবিত রাখিয়া ছিলেন। আমি সেই উদ্ধবকে শিরে ধারন পূর্ব্বক বন্দনা করি॥১০৪২

এবং চক্রচকোরবকাদি, অনুরৌতি স্ফুটহাসবিবাদি।
দ্বীপিমুখাৰ্পিতভীতিপশূনাং, রুতিমিব সৃজতি ভয়ায়
শিশূনাম্ ॥ ১০৫৯

পক্ষিমৃগাদিকমহবহবচনং, বিরচিতনামভিরাহ
চ সকলম্।
অমতি সখা যদি তস্মিন্ কোঽপি কর্বতি বিহসন
প্রনয়মুত্তাপি।
দূরগপশুমাহ্বরতি চ নাম্না কৃত-
গো গোপমনোরমসাম্না
গব্যাহূতৌ শিখিনাং হূতিঃ, জাতা যদসৌ ঘনরুতি
ভূতিঃ ॥ ১০৬১

ব্যতিযুঞ্জানো জাত্রা স্বকয়ং শংসতি
হসতিসখীহিতনিকরম্।
সখিভির্বিশ্রময়ন্নমার্যং, প্রণয়তি তৎপদলালনকার্যম্
॥ ১০৬২

সুললিত,পল্লবতল্পবিধানঃ সুহৃদূরুস্থিরমূধনিধানঃ।
কেলিশ্রমমনু কৃতশয়নেহঃ, পুণ্যতমৈরুপবী জিত
॥১০
অত্র চ কৈরপি লালিতচরণঃ, অস্মত্ত্মাত্রদ-
পরিচ
যঃ স্নিগ্ধানাং গানবিনোদৈঃ নিদ্রামিতবান্
স্বরকৃত্তমোদৈঃ ॥১০
স্মরতাং তন্নং কিমপি মনঃস্থং সময়ং সহতে
নাস্তাবস্থ
বয়মিহ কে বা লুব্ধমস্তাঃ, লুব্ধা যস্মিন্ শুকমুখর
॥১০
শ্রীমদ্ভাগবতে ১০ ম স্কন্ধে ১৫শ অধ্যায়ে ১৪
শ্লোক
কচিৎ ক্রীড়া পরিশ্রান্তং গোপোৎসঙ্গোপবর্হণম্
স্বয়ং বিশ্রময়ত্যার্যং পাদসম্বাহনাদিভি ॥ ১০৬৬
এথ গুপ্ত-কুণ্ড এথা গুপ্তে নানা রঙ্গ।
ভ্রময়ে কাননে কৃষ্ণ সুবলাদিসহ ॥ ১০৬৭

সখীগনেব সঙ্গীতের শুনে সতৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণ বলরামের চারিদিকে ক্রীড়া করিতেছেন। কোকিল ও ভ্রমরের শব্দের ন্যায় গান ক তেছেন; শুক ও হংসের সদৃশ সুষ্ঠুভাবে ধ্বনি করিতেছেন ॥১০৫৮

এইভাবে স্পষ্ট হাস্য করিয়া চক্রবাক, চকোর বক প্রভৃতির অনুরূপ শব্দ করিতেছেন। শিশুগনের ভয় উৎপাদনের জন্য মুখে পতিত ভিত পশুগনের বিকট চিৎকারের ন্যায় চিৎকার করিতেছেন ॥১০৫৯

সেই অস্ফুট শব্দ কারি পক্ষি মৃগাদি সকলকে স্বকল্পিত নাম উচ্চারন করিয়া ডাকিতেছেন। সেসময় কোন সখা যদি তথায় করে, তবে হাস্য কৌতুকে তাদের প্রীতি আকর্ষন করেন ॥১০৬০

গো-গোপগনের মনোরম গীতিযুক্ত নাম উচ্চারন করিয়া কৃষ্ণ দূরের পশুদিগকে তাহাদের নামে নামে আহ্বান করেন। গোধনগনের আহ্বান ধ্বনি ও ময়ূরদিগের কেকারব মেঘগর্জ্জন সদৃশ হইয়াছিল ॥১০৬১

অগ্রজ বলরাম হইতে স্বহস্ত অপসারিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ দূরস্থ সখাগনের নিকট সখীগনের গুনকথা বলেন এবং হাস্য পুনঃ এই সখাগনের সহিত জ্যেষ্ঠ বলরামকে বিশ্রাম করাইয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পাদ সম্বাহন করিয়া থাকেন ॥১০৬২

– ক্রীড়াশ্রমে শ্রীকৃষ্ণ সুললিত পত্র শয্যায় শায়িত হইলে সখাগন তাঁহার অঙ্গসেবা এবং পাদ সম্বাহন করিতে লাগিল। সখার উরুতে স্থিরভাবে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন এবং প্রিয় বন্ধুগনের সুস্বর ও আনন্দদায়ক সঙ্গীত শ্রবনে সুখে নি হইলেন ॥১০৬৩-১০৬৪

ঐ দেখ মেহেরান—গ্রাম সবে জানে।
অভিনন্দ গোপের গোশালা ঐখানে॥ ১০৬৮
অহে শ্রীনিবাস আর এই রম্যস্থান।
এই দেখ যাওগ্রাম যাবট আখ্যান॥ ১০৬৯
যাবট-গ্রামেতে বিলাসের স্থান যত।
সে অতি আশ্চর্য তাহা কে কহিবে কত॥ ১০৭০
দেখ অভিমন্যুর আলয় এইখানে।
এথা বিলসয়ে রাই সখী গণ-সনে॥ ১০৭১
অভিমন্যু শ্রীযোগমায়ার প্রভাবেতে।
রাধিকা কা কথা ছায়া না পায় স্পর্শিতে॥১০৭২
অভিমন্যু রহে নিজ গো-গোপ-সমাজে।
জটিলা কুটিলা সদা রহে গৃহকাজে॥১০৭৩
সখী সুচতুরা কৃষ্ণে আনিয়া এথায়।
দোঁহার বিলাস দেখে উল্লাস হিয়ায় ১০৭৪
জটিলা কুটিলা অভিমন্যু ভাঁড়াইয়া।
বিলসে কৌতুকে কৃষ্ণ এথাই আসিয়া॥ ১০৭৫
মুখরা নাতিনী এথা দেখিয়া উল্লাসে।
জটিলার প্রতি কত কহে মৃদুভাষে॥১০৭৬
এই খানে কুটিলা হইয়া মহাহর্ষ।
রাধিকায় দুষিতে করয়ে পরামর্শ॥ ১০৭৭
ঐ পথে রাধিকা চলেন সুর্যালয়ে।
কদম্ব-কাননে রহি কৃষ্ণ নিরিখয়ে॥ ১০৭৮
পথে আসি রাধিকার বস্ত্র আকর্ষয়।
রাইকানু দোঁহার কৌতুক অতিশয়॥১০৭৯
শ্রীস্তবমালা গীতাবল্যাং যথা—
ন কুরু কদর্থনমত্র সরণ্যাম্।
মামবলোক্য সতীমশরণ্যাম্॥ ১০৮০
চঞ্চল মুঞ্চ পটাঞ্চল তাগম।
করবাণ্যধুনা ভাস্করযাগম্॥ ধ্রু ১০৮১
ন রচয় গোকুলবীর বিলম্বম্।
বিদধে বিধুমুখ বিনতি-কদম্বম্॥ ১৮০২
রহসি বিভেমি বিলোলদৃগন্তম্।
বীক্ষ্য সনাতনদেব ভবন্তম॥ ১০৮৩
এই কৃষ্ণ-কুণ্ড বটবৃক্ষাদি-বেষ্টিত।
এথা শ্রীকৃষ্ণের লীলা অতি সুললিত॥ ১০৮৪
এই মুক্তা কুণ্ড গ্রীষ্মসময়ে এথায়॥
মুক্তাময় ভুষা সখী রাইরে পরায়॥১০৮৫
এ পীবন কুণ্ড নদী কদম্বকাননে।
সুখে রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে সখীসনে॥ ১০৮৬
পরম কৌতুকী কৃষ্ণ সখীজিত পাইয়া।
রাধিকা অধর সুধা পিয়ে মত্ত হইয়া॥ ১০৮৭
এই যে লাড়িলী কুণ্ড ললিতা এথায়।
সঙ্গোপনে রাই-কানু মিলন করায়॥ ১০৮৮

তাঁহার লীলা স্মরন আমাদের অনুরাগ। তাহা সময় অপেক্ষা করিতে পারে; কিন্তু অন্য অবস্থা সহ্য করিতে পারে না। যেহেতু যেই কৃষ্ণে শুকদেব প্রভৃতি ধন্য জনগন লুব্ধ; তাঁহাতে আমাদের অনুরাগের যোগ্যতা কোথায়?॥১০৬৫

কদাপি শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ ক্রীড়ায় ক্লান্ত গোপ বালক ক্রোড়কে উপধান করিয়া শায়িত সগ্রজকে পাদ সম্বাহনাদি দ্বারা বিশ্রাম প্রদান করিতেছেন॥১০৬৬

হে চপল! আমি সতী আমাকে নিরাশ্রয় দেখিয়া পথের মধ্যে নির্য্যাতন করিও না। বস্ত্রাঞ্চল ছাড়, এখন আমি সূর্য্যপূজা করিতে যাইতেছি। হে গোকুলবীর বিলম্ব করাইও না। হে বিধুমুখ! তোমায় অতিশয় বিনয় করিতেছি। হে সনাতনদেব নির্জনে তোমার চঞ্চল নয়ন প্রান্ত দেখিয়া আমি ভীত হইতেছি॥১০৮০-১০৮৩

দেখহ 'নারদ-কুণ্ড অহে শ্রীনিবাস।
এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ ১৮৮৯
এইখানে মুনি রাধিকারে বর দিল।
হইল অমৃতহস্তা সবেই জানিল ॥ ১০৯০
শ্রীরাধিকা এথায় দাঁড়াইয়া সখীসনে।
দেখেন শ্রীকৃষ্ণ যবে যান গোচারণে ॥ ১০৯২
সখাগণে-সঙ্গে রঙ্গে বেণু বাজাইয়া।
গোচারণে যান কৃষ্ণ এই পথ দিয়া ॥ ১০৯২
ভুবনমোহন কৃষ্ণ গো গোপ মধ্যেতে।
রাই নেত্রে নেত্র সমর্পয়ে অলক্ষিতে ॥ ১০৯৩

গীতে যথা—

লসত্ত অতি, প্রচণ্ড প্রতাপ
ধেনু ভুবম বন্দিত ইয়া।
চঞ্চল খুররেণু
গত্ত দিবি দেববৃন্দ-নন্দিত ইয়া ॥ ১০৯৪
আয়ত্ত বন প্রপন্ন রঞ্জন
গমন মঞ্জু কুঞ্জর-গঞ্জন
মৃদুতর তনু সুচিক্বণাঞ্জন
নৃত্যত দৃগ নবীন খঞ্জন।
কামিনীগণ ধৈর্য বিভঞ্জন
গোপমধ্য বিলসত ইয়া ॥১০৯৫
বিকসিত শ্বেত-সরোজ-কানন
-বিজয় স্বচ্ছঝলকতানন।
মঞ্জু অলকাবলি অলি-সম
শ্যামরঙ্গ তরলিত ইয়া ১০৯৬
তা:তা থির্র্া মির্র্া কিটি ঝিক্ ঝিক্
ঝাক্কিটি তা ঝুক
ঝুক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্
ভেনাতি আই আইয়া।
আইয়া শ্যামঘন সুবনিত ইয়া ॥ ১০৯৭

বাজত যন্ত্র সুগান সুশ্রুতি
সুরযুক্ত মধুরিম ছন্দয়া।
বংশীধ্বনি শুনি রাধিকা-গৃহ তেজে
সহ সখীবৃন্দয়া ॥ ১০৯৮
ললিত নটবর—বেশ নিরখত
নয়ন অনিমিখ নন্দয়া।
প্রবল মনসিজ, অঙ্গ থর থর
কম্পগতি অতি মন্দয়া ॥ ১০৯৯
তা তা তাকুট তাকুট নাকুট
তাকু থৈ তা থৈ থৈ দিগতা
থৈতা তা তা কিটিতক্
থো দি কিটি তক্।
থুন্না দ্রুমকট ঝাঁঝাঁ কিটিঝক্
ঝাক্কণা ঝাক্কণা ক্বণা ক্বণা ॥ ১১০০
মিলত দৃগন্তে কলিত দৌ অন্তর
কো জানত অদ্ভুত লগনা।
কৌতুক অধিক, হোত ব্রজবীথন
শোভা-সিন্ধু শ্যামঘন মগনা।
বিলসত শ্যামঘন মগনা ॥ ১১০১
দিগ্ দিগ্ থৈ থৈ থৈ থৈ থৈতা
খিকি কট খিখি কটতি আই আইয়া।
ঝাঁ কিন কিন ঝাঁ
কিন কিন কিন ঝাঁ
ঝাঁ কিন কিন ঝাঁ
ঝাঁ ঝাঁক্কণাঝাঁক্কণা ক্বণা ক্বণা ক্বণা ॥১১০২
অহে শ্রীনিবাস! এই যাবট গ্রামেতে।
রাধিকারে মিলে কৃষ্ণ অতিবকৌতুকেতে ॥১১০৩
ননদ কুটিলা, শাশ জটিলা রাধার।
লখিতে না পারে কৃষ্ণ-চাতুর্য অপার ॥ ১১০৪

কহিতে কি সে সকল সুখের নাই অন্ত।
বিবিধ প্রকারে আস্বাদয়ে ভাগ্যবন্ত ॥১১০৫
গীতে যথা কচিদপি সময়ে যথারাগং—
নাগর-বরবর বরহ ধ্বতিহর
হরষ পিয়া পিয়া-রসভরে।
কুসুমসজ্জ করি
মালিনী বেশ ধরি
যাটটপুর পরবেশ করে ॥১১০৬
আপনি আপনারে
হেরিয়া বারে বারে
বসনে ঝাঁপি মুখ বিহসিয়া।
অতি মধুর স্বরে
কহয়ে ঘরে ঘরে
কে লিবে হার আইস লহসিয়া ॥১১০৭
কোকিল-জিনি বানী
শুনিয়া বিনোদিনী
বিশাখা-সখা-সঞে কহে কথা।
অপূর্ব হার হবে
পাছে বা কেহো লিবে
ত্বরিতে মালিনীরে আন এথা ॥১১০৮
বিশাখা শুনি বানী
পরম সুখ মানি
মালিনী প্রতি কহে—হের আইস।
ফিরায়া মালিনীরে
লইয়া আসে ঘরে
আদরে কহে—এইখানে বৈস ॥১১০৯
মালিনী-পানে চায়া
রাধিকা চলে ধায়া
আনন্দ পায়া-মনে মনে ভাবে।
এরূপ এ মালিনে
না দেখি কোনখানে
বুঝি—এ সুরপুরবাসী হবে ॥১১১০
এমতি চিতে বাসি
মালিনী কাছে বসি
কতয়ে—তুয়া হার দেখি ওহে।
শুনি দেখায় হার
উপমা নাহি যার
শোভায়ে সবাকার মন মোহে ॥১১১১
রাধিকা রসবতী
মদনভরে অতি
পীড়িত পুনঃ পুলকিত হিয়া।
চাহিয়া হার-পানে
বিচার করে মনে
এরূপ গাঁথে মোর প্রানপিয়া ॥১১১২
সুন্দরী থির নহে
মালিনী প্রতি কহে
মনে করি, প্রান দিয়ে তোরে।
শুন কি কব আমি
ধন্য ধন্য হে তুমি
মূল্য যে হয় তাহা কহ মোরে ॥১১১৩
মালিনী কহে—শুন
না বলি পুন পুন
মিছা না কহি কভু কার কাছে।
এ হার পরাইব
ও-পরমতি লিব
সাজিলে যে দিবে তা লব পাছে ॥১১১৪
মালিনী-প্রতি ধনী
কহয়ে প্রিয় বানী
যে চাহি লেহ তাহা নিজ বলে।

শুনিয়া রসে ভাসি ঈষত হাসি হাসি
পরান হার রাধিকার গলে ॥১১১৫
কত যতন করি
রুচির কুচগিরি
উপরে সাজাইয়া করে ঝাঁপে।
মালিনী পরশিতে
উলাস বাসি চিতে
অমনি ধনী থরহরি কাঁপে ॥১১১৬
বুঝিয়া নরহরি
যতেক সহচরী
রহয়ে দূরে হরষিত মনা।
নিভৃত মন্দিরেতে
না পারে থির হৈতে
অনঙ্গ-রঙ্গে মাতে দুইজনা ॥১১১৭

কচ্ছিত পৌরবী

নাগরবর বরজশশী
নারী সুবেশ ধরি' বিহসি
রসের ভরে যাবট-পুরে প্রবেশ করয়ে।
জিনি সজল জলদ ঘটা
ললিত প্রতি অঙ্গের ছটা
পহিরে বাস ভুবন শোভা পরান হরয়ে ॥১১২৮
রাধিকা তাঁরে নিরখি দূরে
বারেক আঁখি ফিরাইতে নারে
কহয়ে নিজ সখীর প্রতি করেতে ধরিয়া।
এ ধনী কোথা হইতে আইলো
দেখহ রূপে করিল আলো
আনহ এথাই ইঁহারে অতি যতন করিয়া ॥১১১৯
বিনোদিনীর ব্যাকুল বানী
শুনিয়া সখী মরম জানি
সে ধনী যথা আইসে তথা তুরিতে চলয়ে।
চাতুরী করি নিকটে গিয়া
মধুরতর বচন কৈয়া
হৈয়া হরষ লৈয়া তারে সুপ্রবেশে নিলয়ে ॥১১২
আইসে পাশে উলাসে ধনী
বসায়া তারে রমণী-মণি
আদরে কহে কখন আমি না দেখি তোমারে।
অশেষ সুখ পাইনু আজি
নিশ্চয় বলি কপট ত্যেজি
কি কাজে একা যাইছ কোথা বলহ আমারে ॥১১
অমিয়া সম বচন শুনি
অধিক সুখে মগন ধনী
দরিদ্র জন যেন পরম রতন পাইল।
সুচারু চান্দ বদন পানে
চাহিয়া কহে চাতুরী মনে
শুন গো যদি পুছিলে কিছু কহিতে হইল ॥ ১১
অধিক সাধে মনের মত
শিখিনু বেষ-রচনা যত
করিনু শ্রম অশেষ তাহে হইয়া নবীনা।
সে সব প্রকাশিবার তরে
ফিরিয়ে এই বরজপুরে,
গুণবিচার করয়ে হেন না পাইয়া প্রবীণা ১১২
তাহাতে এক রমণী মোরে
কহিল—বৃথা ফিরহ পুরে
এথা পরম-চতুরা অভিমন্যুর ঘরণী।
রূপে গুণে কি হবেক রমা
জগতে কেহ নাহিক সমা
যাঁহার পদ পরশে ধন্য মানয়ে ধরণী ॥ ১১২
আছয়ে বহু নায়িকা এথা
কত না কব তাদের কথা
তিলেক বশ করিয়া যারে রাখিতে নারয়ে।
সেশ্যাম শশী সুঘর বর
নাহিক কেহো যাহার পর
তাহার প্রেমে অধীন হৈয়া সতত ফিরয়ে ॥ ১১

যাহ সেখানে মানহ কথা
গুণের পূজা হইবে তথা
এতেক শুনি অন্তরে অতি উল্লাস হইনু।
কি কব তুয়া আগে সে বাণী
আইনু তার বচন মানি
যেরূপ তেঁহো কহিল তাহা দেখিতে পাইনু।
এ বানী শুনি সুন্দরী রাই
অন্তরে অতি আনন্দ পাই
কহেন—বেশ রচহ ওগো আপন জানিয়া।
পাইয়া অনুমতি সুভাষে
উচায়ে উঠি বৈসয়ে পাশে
বেশের যত সামগ্রী দাসী দেওয়ে আনিয়া ॥ ১১২৭
যতনে ধনী ধৈরয ধরি
মধুর পৃষ্ঠ মাধুরী হেরি
রচয়ে বেণী ফণী নিরসি মুনিরে মোহয়ে।
পরশ বসে হরষ হিয়া
নয়নে চারু কাজর দিয়া
আচরে মুখ মোছয়ে অধিক সোহয়ে ॥ ১১২৮
সুচারু চাঁপা পরায়া কাণে
আপনা ধন্য করিয়া মানে
সোঁপিয়া সিঁথে সিন্দূর ভালে সুচিত্র রচয়ে।
নাসায় দিয়া বেশরখানি
দোলায়া কহে মধুর বাণী
উপমা নাহি—মদন ইথে মুরছে নিশ্চয়ে ॥ ১১২৯
চিবুকে চারু কস্তুরীবিন্দু
দিতে উথলে আনন্দ-সিন্ধু
তা দেখি দূরে নিমিখ আঁখি ফিরাতে নারয়ে।
পরশি কুচ রুচির তর
কাচুলি দিতে অথির কর
ভূধরধর ধৃতিলেশ না ধরিতে পারয়ে ॥ ১১৩০
অতুল তনু সঘনে কাঁপে
যতনে মুখ ওমুখে ঝাঁপে
তা দেখি কহে চিবুকে অঙ্গুলি ধরিয়া।
একি বিষম না শুনি কাণে
রমণী হৈয়া রমণী-সনে
এরূপ ক্রিয়া করহ ওগো কিরূপ করিয়া ॥ ১১৩১
অপূর্ব বেশ রচিলে তুমি
কি কব নিজ সখীরে আলি
না বুঝি যারে তারে আপন করিয়া জানয়ে।
ভ ল —ে কেহ নাহিক এথা
নহে এ অতি লাজের কথা
কারে কব এ দুঃখ— নিষেধ কভু না মানয়ে ॥ ১১৩২
শুনিয়া স্মিতবদন রাই
লজ্জিত শ্যামপানেতে চাই
কহয়ে ওহে চপল! ইথে কেবা না হাসিবে।
নাগর কহে—কর উচিত
বাঁধহ ভুজপাশে ত্বরিত
তব সে ঘনশ্যাম সুখের সায়রে ভাসিবে ॥ ১১৩৩

কচিচ্চ গৌরী—

শ্যাম সুনাগরবর সুখকারী
কুন্দলতা সহ যুকতি বিচারি
অপরূপ নারী-বেশ ধরে রাই
দরশন-আশে হরষ হৈয়া।
যশোদাপ্রেষিত কুন্দলতা সতী
যাবটেতে চলে অতুলিতগতি
তা সহ সুন্দর চলে চারু করে
থারি করি' কিছু সামগ্রী লৈয়া।
প্রবেশি যাবটে জটিলার পায়
প্রণময়ে হেরি হরষ হিয়ায়

হাতে ধরি অভিমন্যুর জননী
কহে কত ভাঁতি মধুর কথা।
কুন্দলতা তাইচাতুরী প্রকাশি
সামগ্রীদেখায়া নিকটেতেবসি
যশোমতীবাণী কৈয়া অনুমতি
পাইয়া চলে রাই বিলসে যথা ॥
রসবতী অতি আনন্দহইয়া
হাসি কুন্দলতা পানেতে চাহিয়া
কত কত মতে কৌতুকেতে পাশে
বৈসায়েসাধে ধরিয়াহাতে
প্রাণপিয়া-কথা পুছিয়া যতনে
পুনকহেরাইচাহিয়াতা পানে
এ রঙ্গিনী কোথাতে পাইলে
কেন বা আইসে তোমার সাথে ॥
শুনি' কুন্দলতা আনন্দেতে ভাসি
কহে আমাদের পঁড়স-নিবাসি
এ নবীনা বধূ অধিক সাধের
পাছে পরিচয় দিব যে আমি।
মোর মুখে শুনি তুয়া গুনকথা
নিতি সাধ করে আসিবারে এথা
দেখি বিয়াকুল আনিলাম আজি
নিজজনসম জানিবে তুমি ॥
বহুগুনে বিহি গড়িল ইহারে
জগতে উপমা দিব বা কাহারে
সদা থাকে অতি গোপনে আপন
কাজে বিচক্ষনা চরিতচারু।
কি কহিব আর চাতুরীর কথা
পরশিতে নাশে দেহাদির বেথা
সুখময়ী তুয়া সখীগন মাঝে
হেন মুহকর নাহিক কারু ॥

শুনি বিনোদিনী উলসিত চিতে
মনে হৈল তনু পরশ করাইতে
বুঝি কুন্দলতা শ্যামবধূ-প্রতি
কহে ভঙ্গি করি ঈষৎ হাসি।
সফল হল যে মনে ছিল সাধা
আপন করিয়া নিল তোহে রাধা
তাহে চারু করকমলে চরন
চাপিয়া সিঞ্চহ অমিয়া-রাশি ॥
শুনি বানী মনে মানি মহাসুখ
আঁখি ভরি হেরি সুধামাখা মুখ
পালঙ্কের পাশে বসি হাসে মৃদু
চরন-পরশে রসের ভরে।
চমকি-চঞ্চল কাঁপে রাইতনু
বাতাতুর হেমলতা তড়িৎ যনু
অনুপম গুন প্রকাশি হাসিয়া
শ্যাম শশী থির হইতে নারে ॥
অপরূপ হুঁহু হুঁহু মনলোভা
প্রেমরঙ্গে বহু বাঢ়ে হু হু শোভা
ভঙ্গ নহে নব আলিঙ্গন ঘন
চুম্বন বিপুল পুলক অঙ্গে।
দূরে সখীগন মনে মহাসুখ
বিহসি বসনে ঝাঁপি রহে মুখ
আঁখি কোনে ঠারাঠারি
পরিহাস করে কুন্দ লতার সঙ্গে ॥
সময় জানিয়া পুনকুন্দলতা
হাসি বিনোদিনী পাশে আসি তথা
হেরি শ্যামপানে রাইপ্রতি কহে
একি বিপরীত করিলা তুমি
বধূ আলিঙ্গিলে বন্ধুয়ার ভানে
না জানিবে ও কি করিবেক মনে

এমতি যদি তুয়া ক্রিয়া জানিতু
তবে না ইহারে আনিতু আমি
রাই রঙ্গে কহে নতমুখী হৈয়া
বুঝিলাম লাজে তিলাঞ্জলি দিয়া
এইরূপ বেশ বনাইয়া নিজ
দেয়রে লইয়া বিলস নিতি।
এতদিনইহা গোপনেঃ আছিল
যে সে হউক্ এবে প্রকাশ হইল
একতি দোহে কহে কত
তা শুনি ঘনশ্যামমন মগন অতি ॥১১৪৩

পুনঃ শৌরী

শ্যাম সুনাগর রসের সাগর
গর গর রাই-দরশ আশে।
চন্দ্রোদয় হেরি দ্বিজবেশ ধরি
চলিলা যাবটে জটিলাপাশে ॥১১৪৪
দেখি দ্বিজবর জুড়ি দুই কর
প্রণমিয়া তারে জটিল কহে।
আজু ধন্য মানি শুনি তুয়া বাণী
বোল—কেনে আইলা গোপের গৃহে ॥ ১১৪৫
শুনি দ্বিজরাজ কহে—আছে কাজ
চন্দ্র-পুজি আজি কিছু না খাইনু।
তুয়া বধুখানি পতিব্রতা জানি
তাঁর হাতে কিছু লইতে আইনু ॥১১৪৬
জটিলা শুনিয়া আনন্দিত হৈয়া
বিশাখা-রে কহে মধুর বাণী।
রাধা আছে যথা লৈয়া যাহ তথা
যে চান তা দিবে সুকৃতি মানি ॥১১৪৭
করযোড় করি চরণেতে ধরি
আশীর্বাদ নিতে কহিবে তারে।
অমঙ্গল যাবে মঙ্গল হইবে
ধেনুধন এই দ্বিজের বরে ॥ ১১৪৮
এতেক শুনিয়া দ্বিজে সঙ্গে লইয়া
আইলেন যথা রমণীমণি।
শাশুড়ী-বচন কৈল নিবেদন
পরম আনন্দ পাইলা শুনি ॥ ১১৪৯
অপূর্ব আসনে বসাইয়া ব্রাহ্মণে
প্রণমি বিনয়-বচন কৈয়া।
দধি-দুগ্ধ ঘৃত আদি যত যত
আনিল নিকটে যতন পায়া ॥ ১১৫০
দ্বিজ বেড়ি বেড়ি রাই-পানে হেরি
বিশাখারে কহে—শুনহ সখি।
নিতি নানাছান্দে পূজিবে যে চান্দে
সে চান্দ ইঁহার বদনে দেখি ॥১১৫১
পাইনু সমীপে উপেক্ষি কিরূপে
আগে সুধাপান করিতে হৈল।
এত কহি আসি প্রেমরসে ভাসি
রাইমুখশশী চুম্বন কৈল ॥১১৫২
বিনোদিনী কহে— ইকি কর অহে
ব্রাহ্মণ হইয়া এমন কেনে?
দ্বিজ কহে-শুখ গেল মনোদুঃখ
সুখ পাই মুখ-অমৃত-পানে ॥১১৫৩
রোষে রসবতী বিশাখার প্রতি
কহে-না বুঝি এ তোমার খেলা
বিশাখিকা ভণে- জানিলাম মনে
অলৌকিক শাশুড়ী-বৌর লীলা ॥১১৫৪
শুনি শশিমুখী হাসে নত-আঁখি
তা দেখি ঘনশ্যাম প্রিয় হাসি
রাইয়ে ক্রোড়ে করি কাঁপে থরহরি
কিবা সে অনঙ্গ রঙ্গেতে ভাসি ॥১১৫৫

কি বলিব অহে শ্রীনিবাস, নরোত্তম।
ব্রহ্মার দুর্লভ কৃষ্ণলীলা মনোরম ॥ ১১৫৬
সর্বভাষা-বিজ্ঞ কৃষ্ণ রসের মূরতি।
কোকিলাদি-শব্দ উচ্চারিতে প্রাজ্ঞ অতি ॥১১৫৭
সঙ্কেত-প্রযুক্ত মিলে অভিমন্যালয়ে।
দৈবযোগে কোন দিন মিলন না হয়ে ॥১১৫৮

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাম্—
সঙ্কেতীকৃতকোকিলাদিনিনদং কংসদ্বিষঃ কুর্বতো
দ্বারোন্মোচনলোলশঙ্খবলয়ক্বাণং মুহুঃ শৃণ্বতঃ।
কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভজরতীবাক্যেন দূনাত্মনো
রাধা প্রাঙ্গনকোনকোলিবিটপিক্রোড়ে গতা শর্বরী ॥ ১১৫৯

কৃষ্ণ মহাকৌতুকী পরমানন্দময়।
কোকিল সৌভাগ্যহেতু সে শব্দে মিলয় ॥১১৬০
যাবটের পশ্চিমে এ বন মনোহর।
লক্ষ লক্ষ কোকিল কুহরে নিরন্তর ॥১১৬১
একদিন কৃষ্ণ এই বনেতে আসিয়া।
কোকিল-সদৃশ শব্দ করে হর্ষ হৈয়া।১১৬২
সকল কোকিল হৈতে শব্দ সুমধুর।
যে শুনে বারেক তার ধৈর্য যায় দূর ॥১১৬৩
জটিলা কহয়ে বিশাখারে প্রিয়বানী।
কোকিলের শব্দ ঐছে কভু নাহি শুনি ॥১১৬৪
বিশাখা কহয়ে—এই মো সবার মনে।
যদি কহ এ কোকিলে দেখি গিয়া বনে ॥১১৬৫
বৃদ্ধা কহে, যাও; শুনি' উল্লাস অশেষ।
রাই—সখীসহ বনে করিলা প্রবেশ ॥১১৬৬
হৈল মহাকৌতুক সুখের সীমা নাই।
সকলেই আসিয়া মিলিলা এক ঠাঁই ॥১১৬৭
কোকিলের শব্দে কৃষ্ণ মিলে রাধিকারে।
এ হেতু 'কোকিলাবন' কহয়ে ইহারে ॥১১৬৮
অহে শ্রীনিবাস, দেখ 'আঁজনক গ্রাম।
এথা রাধাকৃষ্ণের বিলাস অনুপম ॥১১৬৯
শ্রীরাধিকা নিজবেশ করয়ে নির্জনে।
হইলা ভূষিতা নানা রত্নাদি-ভূষনে ॥১১৭০
কেশবন্ধনাদি করি অঞ্জন পরিতে।
অকস্মাৎ বংশীধ্বনি প্রবেশে কর্ণেতে ॥১১৭১
সেইক্ষনে শ্রীরাধিকা সখীগন-সঙ্গে ॥
এথা আসি কৃষ্ণে মিলিলেন মহারঙ্গে ॥১১৭২
আগুসরি আনি কৃষ্ণ বিহ্বল হইলা।
বৃন্দা-বিরচিত পুষ্পাসনে বসাইলা ॥১১৭৩
দেখে অঙ্গশোভা—নেত্রে না দেখে অঞ্জন।
জিজ্ঞাসিতে বৃত্তান্ত কহিলা সখীগন ॥১১৭৪
রসের আবেশে কৃষ্ণ অঞ্জন লইয়া।
দিলেন রাধিকানেত্রে মহা হর্ষ হৈয়া ॥১১৭৫
অঞ্জনের ছলে নানা পরিহাস কৈল।
এ হেতু এ স্থান-নাম আঁজনক হৈল ॥১১৭৬
এই বিদ্যাধারি-গ্রাম বিজ্ঞো-আরি কয়।
এ গ্রাম প্রসঙ্গ শুনি কেবা না দ্রবয় ॥১১৭৭
অহে শ্রীনিবাস, ব্রজে অক্রুর আসিতে।
হৈল এই ধ্বনি—আইলা রামকৃষ্ণ নিতে ॥১১৭৮
রাত্রিবাস আনন্দে করিয়া নন্দালয়ে।
নন্দাদিক-সহ প্রাতে মথুরা চলয়ে ॥১১৭৯

কোকিলাদির শব্দে শ্রীকৃষ্ণের নির্দিষ্ট সঙ্কেতে শ্রীরাধা দ্বার উদ্‌ঘাটন করিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার শঙ্খবলয়ের শব্দ পুনঃ পুনঃ শুনিতে পাইলেন। চতুরা বৃদ্ধা জটিলা সেইশব্দ শ্রবনে "কেসে, কেসে" বাক্য বলায় ভীতচিত্ত শ্রীকৃষ্ণ রাধার গৃহ প্রাঙ্গনের কোনে বদরী বৃক্ষের আড়ালে রাত্রি যাপন করিলেন ॥১১৫৯

ব্রজশূন্য হৈল রামকৃষ্ণের গমনে।
কহিতে কি তাহা যে দেখিল সেই জানে ॥১১৮০
কৃষ্ণেরে দেখিতে ধায় ব্রজাঙ্গনাগন।
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরয়ে নয়ন ॥১১৮১
সে দশা দেখিতে দারু-পাষান বিদরে।
লক্ষ লক্ষ মুখে তা বর্ণিতে কেহ নারে ॥১১৮২
চতুর্দিক ব্যাকুল কৃষ্ণের প্রিয়াগন।
এথা কৃষ্ণ রথেতে করিলা আরোহন ॥১১৮৩
কৃষ্ণমুখপদ্মে গোপী নেত্র সমর্পিলা।
হা হা প্রাননাথ বলি মূর্চ্ছিত হইলা ॥১১৮৪
স্থির বিজুরির পুঞ্জ আকাশ হইতে।
যৈছে পড়ে তৈছে গোপী পড়ে পৃথিবীতে ॥১১৮৫
বিজুরির পুঞ্জ জ্ঞান হইল সবার।
এই হেতু 'বিজো-আরি' নাম সে ইহার ॥১১৮৬
'পরশো'-নাম গ্রাম এই দেখহ অগ্রেতে।
পরশো-নাম হৈল যৈছে কহি সঙ্ক্ষেপেতে ॥১১৮৭
রথে চড়ি কৃষ্ণ মথুরায় যাত্রা কৈলা।
গোপিকার দশা দেখি ব্যাকুল হইলা ॥১১৮৮
লোকদ্বারে কহিলেন শপথ খাইয়া।
কালি পরশের মধ্যে মিলিব আসিয়া ॥১১৮৯
এ হেতু পরশো নাম হইল ইহার।
কহিতে না জানি—যৈছে চেষ্টা গোপীকার ॥১১৯০
পরশো-নিকট এই 'শী-নামেতে' গ্রাম।
সঙ্ক্ষেপে কহিয়ে যৈছে হইল শী-নাম ॥১১৯১
এথা কৃষ্ণচন্দ্র ধৈর্য ধরিতে না পারে।
গোপিকার দশা দেখি কহে বারে বারে ॥১১৯২
মথুরা হইতে শীঘ্র করিব গমন।
এই হেতু শীঘ্র শী কহয়ে সর্বজন ॥১১৯৩
রথে চড়ি কৃষ্ণচন্দ্র চলে মথুরায়।
কৃষ্ণ বিনা গোপীগন হৈলা মৃত্যুপ্রায় ॥১১৯৪
অসংখ্য গোপীর নেত্র- অঞ্জন সহিতে।
নেত্র অশ্রু বুক বাহি পড়ে পৃথিবীতে ॥১১৯৫
একত্র হইয়া জল চলে নদীধারা।
সবে কহে এই হয় যমুনার ধারা ॥১১৯৬
এই গোপীকার প্রেম অশ্রুময় স্থান।
অহে শ্রীনিবাস এ দেখয়ে ভাগ্যবান্ ॥১১৯৭
দেখ এই 'কামাই', করালা গ্রামদ্বয়।
কামাই-গ্রামেতে বিশাখার জন্ম হয় ॥১১৯৮
ললিতার স্থান এই করালা-গ্রামেতে।
সুখেনী-গ্রামে ও বাস বিদিত ব্রজেতে ॥১১৯৯
এই করালা-গ্রামেতে চন্দ্রাবলী স্থিতি।
করালার পুত্র গোবর্ধন যার পতি ॥১২০০
চন্দ্রভানু পিতা, ইন্দুমতী মাতা যার।
চন্দ্রাবলী হন জ্যেষ্ঠা ভগ্নী রাধিকার ॥১২০১
শ্রীচন্দ্রাবলীর পিতা—পঞ্চ সহোদর।
সকলের জ্যেষ্ঠ বৃষভানু নৃপবর ॥১২০২
চন্দ্রভানু, রত্নভানু সুভানু শ্রীভানু ॥
ক্রমে এ পঞ্চের সূর্য-সম তেজ যনু ॥১২০৩
গোবর্ধন মল্ল চন্দ্রাবলীর সহিতে।
সখীস্থলী-গ্রামে কভু রহে করালাতে ॥১২০৪
পদ্মা-আদি যুথেশ্বরী রহি এই ঠাঁই।
কৃষ্ণে যৈছে মিলে সে কৌতুক অন্ত নাই ॥১২০৫
ওই যে পিয়াসো-গ্রামে কৃষ্ণে পিয়াস হৈল।
বলদেব আনি জল কৃষ্ণে পিয়াইল ॥১২০৬
এ সাহার গ্রামে উপনন্দের বসতি।
অধিক বয়স মন্ত্রনাতে বিজ্ঞ অতি ॥১২০৭

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১৬শ-শ্লোকঃ—

শ্বেতশ্মশ্রুভরেন সুন্দরমুখঃ শ্যামঃ কৃতী মন্ত্রনা-
ভিজ্ঞ সংসদি সন্ততং ব্রজপতেঃ কুর্বন্ স্থিতিং যোহর্চিতঃ।
স্বপ্রাণার্বুদখণ্ডনৈর্মুরভিদং ভ্রাতুঃ সুতং তোষয়েৎ
সাহারে নিবসন্ স গোষ্ঠনবতাম্মায়োপনন্দঃ সদা॥ ১২০৮

উপনন্দ গোপের অদ্ভুত স্নেহ-প্রথা।
যার পুত্র সুভদ্র কৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ॥১২০৯
শ্রীনন্দের প্রিয় গুন কহিল না হয়।
পরম পণ্ডিত কৃষ্ণে স্নেহ অতিশয় ॥১২১০

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ১৭শ-শ্লোকঃ—

শ্যামঃ সূক্ষ্মকতির্বয়বাতিমধুরো জ্যোতির্বিদামগ্রনীঃ
পাণ্ডিত্যৈর্জিতগীষ্পতির্ব্রজপতেঃ সব্য কৃতাবস্থিতিঃ
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণার্বুদৈরপ্যলং
মন্ত্রেণাপ্যুপনন্দসূনুমিহ তং প্রীত্যা সুভদ্রং নুমঃ ॥ ১২১১

সুভদ্রের ভার্যা কুন্দলতা নাম যার।
কৃষ্ণ সে জীবন যেহোঁ সখী রাধিকার ॥১২১২

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৩২শ শ্লোকঃ—

সখ্যেনালং পরমরুচিরা নর্মভাব্যেন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতি মহিষ্যাজ্ঞয়া সময়ন্তী॥
প্রেম্না শশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্তয়া তর্পয়ন্তী
তুষ্ট্যা তত্তাং পরমিহ ভজে কুন্দপূর্ব্যাং লতাং তাম্॥

সাহার গ্রামেতে যে আনন্দ দিবারাত্রি।
তাহা বিবরিয়া কহে কাহার শকতি ॥১২১৪
এই সাঁখি নামে গ্রাম দেখ — এইখানে।
দুষ্ট শঙ্খচূড়ে কৃষ্ণ বধিলা আপনে ॥১২১৫
শঙ্খচূড়-সাথে মনি ছিল — তাহা লৈয়া।
বলদেব পাশে আসি দিলা হর্ষ হৈয়া ॥১২১৬
এই কথো দূর যথা ছিলা বলরাম।
তথা রামকুণ্ড এবে রামতলাও নাম ॥১২১৭॥
বলদেব মণি মধুমঙ্গল দ্বারায়।
রাধিকারে দিলা — মহাকৌতুক তাহায় ॥১২১৮
অহে শ্রীনিবাস নরোত্তম ! এইখানে।
কৌতুকে বিহ্বল রাই সখীগন সনে ॥১২১৯
ছত্রবনে কৃষ্ণে রাজা করে সখাগন।
রাজ-আজ্ঞা বলে করে সর্বত্র শাসন ॥১২২০

যিনি শ্বেতশ্মশ্রু রাশিতে সুন্দর মুখমণ্ডল, শ্যামবর্ণ, কৃতী মন্ত্রনাভিজ্ঞ, ব্রজরাজনন্দের সভায় সর্বক্ষন অবস্থান করিয়া নিজ ব প্রানত্যাগে ভ্রাতুষ্পুত্র মুরারির সুখ বিধান করিয়া থাকেন; সাহার গ্রামবাসী উপানন্দ নামে প্রসিদ্ধ, তিনি গোষ্ঠকে সর্বতো করুন ॥১২০৮

যিনি শ্যামবর্ণ তীক্ষ্মবুদ্ধি যুবক, অতি মধুর স্বভাবসম্পন্ন জ্যোতিষ বিদগনের অগ্রগন্য, পাণ্ডিত্যে বৃহস্পতিকে পরাভব করিতে ব্রজরাজের বামপার্শ্বে অবস্থিত। অর্বুদ প্রানাধিক প্রিয় বলিয়া গোষ্ঠে কৃষ্ণকে মন্ত্রনা প্রাদানে রক্ষা করেন সেই উপনন্দ সুভদ্রকে ও প্রীতি সহসকারে এই গোষ্ঠে স্তুতি করিতেছি ॥১২১১

যিনি পরিহাস করনে মধুর, সখ্যভাবাধিক্যে অতিপ্রিয় যশোমতীর আদেশে রন্ধন কার্য্যে শ্রীরাধাকে আনয়ন পথে সর্বদা কথার আলাপনে রাধাকে আনন্দ প্রদান করিয়া নিজে পরমানন্দ উপভোগ করিতেন; সেই কুন্দলতাকে এই গোষ্ঠে ভজন করিতে

মধুমঙ্গলাদি সবে প্রগল্ভ বচনে।
কৃষ্ণের দোহাই দিয়া ফিরে বনে বনে ॥১২২১
মহারাজ ছত্রপতি নন্দের কুমার।
তাঁর এ রাজ্যেতে নাই অন্য অধিকার ॥১২২২
যদি কেহ পুষ্পচয়নেতে এথা আইসে।
তবে দণ্ড দিব তাঁরে লৈয়া রাজা পাশে ॥১২২৩
ললিতাদি সখী ক্রোধে কহে বারবার।
রাধিকার রাজ্যে কে করয়ে অধিকার ॥১২২৪
ঐছে কত কহি ললিতাদি সখীগন।
রাধিকারে উমরাও কৈলা সেইক্ষন ॥১২২৫
উমরাও-যোগ্য সিংহাসনে বসি রাই।
সখীগন প্রতি কহে চতুর্দিকে চাই ॥১২২৬
মোর রাজ্যে অধিকার করে যেইজন।
পরাভব করি তারে আন এইক্ষন ॥১২২৭
শুনি সজ্জ হৈয়া চলে যুদ্ধ করিবারে।
বৃন্দা বিনির্মিত পুষ্প-যষ্টী লৈয়া করে ॥১২২৮
সহস্র সহস্র সখী চলে চারিভিতে।
সুবলাদি সখা তাহা দেখে দূর হৈতে ॥১২২৯
শ্রীমধুমঙ্গল না কহিয়া পলাইল
কোন সখী গিয়া মধুমঙ্গলে ধরিল ॥১২৩০
পুষ্পমালা দিয়া হস্ত বন্ধন করিলা।
উমরাও-পাশে শীঘ্র লইয়া আইলা ॥১২৩১
দেখি মধুমঙ্গলে কহয়ে বার বার।
কার রাজ্য করাও কাহার অধিকার ॥১২৩২
তোমা সবাসহ দণ্ড দিব সে রাজারে।
যেন ঐছে কর্ম আর কভু নাহি করে ॥১২২৩
শুনি মধু কহয়ে করিয়া মুণ্ড হেঁট।
ঐছে দণ্ড কর যাতে ভরে মোর পেট ॥১২৩৪
উমরাও কহে,—এই পেটার্থী ব্রাহ্মনে।
ছাড়ি দেহ যাউক রাজার সন্নিধানে ॥ ১২৩৫

সখীগ দিল মধুমঙ্গলে ধাইয়া।
বন্ধন সহিত মধু চলিল ধাইয়া ॥ ১২৩৬
মহাদর্পে রাজা বসি ঐ রাজ-সিংহাসনে।
মধুমঙ্গলেরে কহে—এছে দশা কেনে ॥১২৩৭
বিমর্ষ হইয়া মধু কহে বার বার ॥
"তোমারে করিনু রাজা এই ফল তার ॥১২৩৮
তেহ উমরাও তাঁর প্রতাপ অপার।
তুমি কি করিবে তাঁর রাজ্যে অধিকার ॥১২৩৯
যে কন্দর্প জগতের ধৈর্যধন হরে।
সে কন্দর্প কাঁপে তাঁর নেত্র-ভঙ্গিমারে ॥১২৪০
তাহাতে মানহ তুমি আমার বচন।
নিজাঙ্গ সমর্পি লেহ তাঁহার শরণ ॥১২৪১
কৃষ্ণ কহে—মধু যে কহিলা সর্বোপরি।
তোমারে বান্ধিল দুঃখ সহিতে না পারি ॥১২৪২
মধু কহে তোমার মঙ্গল মাত্র চাই।
অপমান হইলেও কোন দুঃখ নাই ॥১২৪৩
এত কহি কৃষ্ণহস্ত করি আকর্ষণ।
রাধিকার নিকটে আইসে সেইক্ষণ ॥১২৪৪
প্রাণনাথ-গমন দেখিয়া সুখে রাই।
হইলেন অধৈর্য—লজ্জার সীমা নাই ॥১২৪৫
উমরাও বেশ রাই ঘুচাইতে চায়।
সখী কহে—এই বেশে রহিবে এথায় ॥১২৪৬
রাধিকার ঐছে বেশ কৃষ্ণে দেখি দূরে।
হইলা অস্থির ধৈর্য ধরিতে না পারে ॥ ১২৪৭
কৃষ্ণচেষ্টা দেখি মধু উল্লাস হিয়ায়।
রাধিকা সমীপে কৃষ্ণে আনিল ত্বরায় ॥ ১২৪৮
রাধিকা-দক্ষিণপাশে কৃষ্ণে বসাইল।
কৃষ্ণবামে রাই কি অদ্ভুত শোভা হৈল ॥ ১২৪৯
রাধিকার প্রতি মধু কহে বারবার।
এবে কৃষ্ণ সহ রাজ্যে কর অধিকার ॥ ১২৫০

কৃষ্ণ যে দিবেন এক আলিঙ্গন-রত্ন।
সে তোমার ভেট—তা লইবে করি যত্ন ॥ ১২৫১
শুনি মধুবচন ললিতা হাসি সুখে।
দিলেন মোদক মধুমঙ্গলের মুখে ॥ ১২৫২
মধু কহে—কৈলা দোষ, বাঁধিলা আমায়।
ঐছে লক্ষ লাডডু ভুঞ্জাইলে দোষ যায় ॥ ১২৫৩
এত কহি ভঙ্গি করি মোদক ভুঞ্জয়ে।
সখী-সুবেষ্টিত দুঁহু শোভা নিরীক্ষয়ে ॥ ১২৫৪
মোদক ভুঞ্জিয়া অতি সুমধুর ভাষে।
বহু কার্য আছে—বলি চলয়ে উল্লাসে ॥ ১২৫৫
উমরাও, রাজা—দোঁহে নিকুঞ্জ-ভবনে।
করিলা প্রবেশ অতি উল্লসিত মনে। ১২৫৬
সুরত সমরে দোঁহে শ্রমযুক্ত হৈলা।
বিবিধ কৌতুকে সখী শ্রমদূর কৈলা ॥ ১২৫৭
অহে শ্রীনিবাস, রঙ্গ কহিতে কি আর।
'উমরাও-গ্রাম-নাম এ-হেতু ইহার ॥ ১২৫৮
বৃষভানু কিশোরীর প্রিয় অতিশয়।
এই যে 'কিশোরী-কুণ্ড সদা শোভাময় ॥ ১২৫৯
দেখি এ অপূর্ব বন মহা-হর্ষমনে।
লোকনাথ গোস্বামী ছিলেন এইখানে ॥ ১২৬০
যে বৈরাগ্য তাঁর—তা কহিতে অন্ত নাই।
শ্রীরাধা বিনোদ-কৃপা কৈল এই ঠাঁই ॥ ১২৬১
ফল, মূল, শাক, অন্ন যবে যে মিলয়।
যত্নে তাহা শ্রীরাধাবিনোদে সমর্পয় ॥ ১২৬২
বর্ষা শীতাদিতে এই বৃক্ষতলে বাস।
সঙ্গে জীর্ণ কাঁথা অতিজীর্ণ বহির্বাস ॥ ১২৬৩
আপনি হইতে সিক্ত অতিবৃষ্টি-নীরে।
ঠাকুরে রাখিত এই বৃক্ষের কোটরে ॥ ১২৬৪
অন্য সময়েতে জীর্ণ ঝোলায় লইয়া।
রাখিতেন বক্ষে অতি উল্লসিত হিয়া ॥ ১২৬৫
শ্রীগৌরচন্দ্রের লীলা করিয়া স্মরণ।
হইত ব্যাকুল, এথা করিত ক্রন্দন ॥ ১২৬৬
ঐছে কত কহি ধৈর্য ধরিতে না পারে।
রাঘব পণ্ডিত নেত্র-জলেই সাঁতারে ॥ ১২৬৭
শ্রীনিবাস, নরোত্তম ধূলায় লোটায়।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, ভাসে নেত্রের ধারায় ॥ ১২৬৮
কতক্ষণে শ্রীপণ্ডিত সুস্থির হইয়া।
দোঁহে স্থির করি, আগে চলে দোঁহে লৈয়া ॥ ১২৬৯
পণ্ডিত কহয়ে—নরীসেমরী এ গ্রাম।
শ্যামরী-কিন্নরী—এ গ্রামের পূর্ব নাম ॥ ১২৭০
রাধিকার মানভঙ্গ-উপায় না দেখি।
এইখানে শ্রীকৃষ্ণ হইলা শ্যামাসখী ॥ ১২৭১
বীণাযন্ত্র বাজাইলা আইলা এথায়।
শ্রীরাধিকা কহে,—এ কিন্নরী সর্বথায় ॥ ১২৭২
শুনি বীণাবাদ্য রাই বিহ্বল হইলা।
নিজ রত্নমালা তার গলে পরাইলা ॥ ১২৭৩
কিন্নরী কহে,—মানরত্ন মোরে দেহ।
অনুগ্রহ করিয়া আপন করি লেহ ॥ ১২৭৪
এ বাক্য শুনিয়া রাই মন্দ মন্দ হাসে।
দূরে গেল মান—মগ্ন হইলা উল্লাসে ॥ ১২৭৫
এইরূপে এই দুই গ্রামের নাম হয়।
এথা এই দেবীর আগে প্রভাব অতিশয় ॥ ১২৭৬
অহে শ্রীনিবাস, আগে দেখ ছত্রবন।
এইখানে হৈলা রাজা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কৃষ্ণ রাজা হইলে কিছুদিনে পৌর্ণমাসী।
রাধিকার অভিষেক কৈলা সুখে ভাসি ॥ ১২৭৮
বৃন্দারণ্য-রাণী রাধা রাধাস্থলী স্থানে।
অভিষেকে যে রঙ্গ তা কহিতে কে জানে ॥ ১২৭৯

অথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৬১ তম-শ্লোকঃ-
সার্ধং মানসজাহ্নবীমুখনদীবর্গৈঃ সরস্রোৎকরৈঃ
সাবিত্র্যাদিসুরীকুলৈশ্চ নিতরামাকাশবাণ্যা বিধোঃ
বৃন্দারণ্যবরেণ্যরাজ্যবিষয়ে শ্রীপৌর্ণমাসী মুদা
রাধাং যত্র সিষেচ সিঞ্চতু সুখং সোন্মত্তরাধাস্থলী
॥ ১২৮০

দেখহ খদিরবন বিদিত জগতে।
বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি এথা গমন মাত্রেতে ॥১২৮১
তথাহি আদিবারাহে
সপ্তমন্তু বনং ভূমৌ খদিরং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র গত্বা নরো ভদ্রে মম লোকং স গচ্ছতি ॥১১৮২
অহে শ্রীনিবাস দেখ কৃষ্ণ এইখানে।
সখাগন নানা খেলা খেলে গোচারনে ॥১২৮৩
দেখহ সঙ্গমকুণ্ড অতি মনোরম।
কৃষ্ণ সহ গোপীকার এথা সুসঙ্গম ॥১২৮৪
পরম নির্জন এথা সুখে লোকনাথ।
মধ্যে মধ্যে রহিতেন ভূগর্ভের সাথ ১২৮৫
এই যে কদম্বখণ্ডি শোভা মনোহর ॥
এথাদ্ভুত লীলা করে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥১২৮৬
বকথরা গ্রাম এ যাবট-সন্নিধানে।
বকাসুরে কৃষ্ণ বধিলেন এইখানে ॥১২৮৭

নেওছাক-স্থান এই—দেখ শ্রীনিবাস।
এথা শ্রীকৃষ্ণের হয় ভোজন বিলাস ॥১২৮৮
ছাক-শব্দে ভক্ষন-সামগ্রী ব্রজে কয়।
কৃষ্ণ ভুঞ্জিবেন তেঞি যশোদা প্রেরয় ॥১২৮৯
আর যত গোপবালকের মাতাগনে।
সবে ভক্ষ্যদ্রব্য পাঠায়েন এই বনে ॥১২৯০
এই ভাণ্ডাগোর গ্রাম দেখ শ্রীনিবাস।
এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি অদ্ভুত বিলাস ॥১২৯১
এবে গ্রাম নাম লোকে ভাদালি কহয়।
এ কুণ্ডের স্নানাদিতে সর্বসিদ্ধি হয় ॥১২৯২
তথাহি আদিবারাহে—
ভাণ্ডাগোরমিতি খ্যাতং গুহ্যমস্তি ততো মম।
লভন্তে মনুজা ভূমি সিদ্ধিং তত্র ন সংশয়ঃ ॥১২৯৩
তত্র কুণ্ডং মহাভাগে দ্রুম-গুল্মলতাবৃতম্।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত যোহহোরাত্রোষিতো নরঃ ॥
লোকং বৈদ্যাধরং গত্বা মোদতে কৃতোনিশ্চয়ঃ।
তত্রাশ্চর্যং প্রবক্ষ্যামি ভূমি গুহ্যং পরং মম ॥১২৯৫
চতুর্বিংশতি দ্বাদশ্যাং মম ভক্তির্ব্যবস্থিত।
অর্ধরাত্রেষু শৃণ্বন্তি গীতং কর্ণ সুখাবহম্
এত কহি আর নানা স্থান দেখাইয়া।
পুনঃ নন্দীশ্বরে আইল উল্লসিত হৈয়া ॥

শ্রীপৌর্ণমাসী ব্রহ্মার আকাশ বানীতে নানাবর্ণযুক্ত মানস গঙ্গা প্রভৃতি নদীসমূহ ও সাবিত্রী প্রভৃতি দেবীবর্গ সহ যথায় বৃন্দারণ্য রূপ শ্রেষ্ঠ রাজ্যাধিকারে শ্রীরাধাকে অভিষিক্ত করিয়া ছিলেন; সেই রাধাস্থলী আমাদের সুখ প্রদান করুন ॥১২৮০

হে ভদ্রে! এই পৃথিবীতে লোক বিশ্রুত খদির বনই সপ্তম বন। তথায় গমনকারী ব্যক্তি আমার লোকে গমন করে ॥১২৮২

হে ভূমি! তারপর ভাণ্ডাগোর নামে খ্যাত আমার গুহ্য স্থান রহিয়াছে। মনুষ্য সকল নিঃসংশয়ে তথায় সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় ॥
হে মহাভাগে তথায় বৃক্ষ গুল্ম-লতাবেষ্টিত একটি কুণ্ড রহিয়াছে। অহোরাত্র উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি সেই কুণ্ডে স্নান করে, বিদ্যাধর লোকে গিয়া সেই ব্যক্তি সুখলাভ করে। ইহাই নিশ্চয় করিলাম।
হে ভূমি! তথাকার আমার পরম রহস্য বর্ণন করিব—তথায় চতুর্বিংশতি দ্বাদশীতে ব্রতধারা আমার ভক্তির ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং যে সকল ব্যক্তি অর্ধরাত্রে কর্ণসুখপ্রদ গীত শ্রবন করিয়া থাকে ॥১২৯৩-১২৯৬

নন্দাদি-চরিত্র কিছু কহি শ্রীনিবাসে।
দাঁড়াইলা শ্রীপাবন-সরোবর পাশে ॥১২৯৮
সনাতন গোস্বামীর কুটীর দর্শনে।
হইলা অধৈর্য্য অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥১২৯৯
রাঘব পণ্ডিত কহে শ্রীনিবাস-প্রতি।
কহি কিছু কিছু যৈছে গোস্বামীর স্থিতি ॥ ১৩০০
বৃন্দাবন হৈতে আসি এ নির্জ্জন বনে।
প্রেমেতে বিহ্বল সদা কৃষ্ণ-আরাধনে ॥ ১৩০১
সঙ্গোপনে রহে, ভক্ষণের চেষ্টা নাই।
কহো না জানয়ে—কে আছয়ে এই ঠাঁই ॥১৩০২
কৃষ্ণ গোপবালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামি-সম্মুখে হর্ষ হৈয়া ॥ ১৩০৩
গোরক্ষক-বেশ মাথে উষ্ণীষ সোভয়।
দুগ্ধভাণ্ড হাতে করি গোস্বামীরে কয় ॥ ১৩০৪
আছহ নির্জ্জনে তোমা কেহ নাহি জানে।
দেখিলাম তোমারে আসিয়া গোচারনে ॥ ১৩০৫
এই দুগ্ধ পান কর আমার কথায়।
লইয়া যাইব ভাণ্ড রহিহ এথায় ॥ ১৩০৬
কুটীরে রহিলে মো-সভার সুখ হবে।
ঐছে রহ—ইথে ব্রজবাসী দুঃখ পাবে ॥ ১৩০৭
এত কহি গোপালের হইল গমন।
মুগ্ধ হৈয়া দুগ্ধ-পান কৈল সনাতন ॥ ১৩০৮
দুগ্ধপানমাত্রে প্রেমে অধৈর্য্য হইলা।
নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া বহু খেদ কৈলা ॥ ১৩০৯
অলক্ষিত প্রভু সনাতনে প্রবোধিলা।
ব্রজবাসীদ্বারে এক কুটীর করাইলা ॥১৩১০
ঐছে সনাতনের হইল বাসালয়।
মধ্যে মধ্যে এথা শ্রীরূপের স্থিতি হয় ॥ ১৩১১
একদিন শ্রীরূপগোস্বামী সনাতনে।
ভুঞ্জাইতে দুগ্ধান্নাদি করিলেন মনে ॥ ১৩১২
ঐছে মনে করি পুনঃ সঙ্কোচিত হইলা।
শ্রীরূপের মনোবৃত্তি রাধিকা জানিলা ॥ ১৩১৩
ঘৃত-দুগ্ধ-তণ্ডুল-শর্করাদিক লইয়া।
গোপবালিকার ছলে আইলা হর্ষ হৈয়া ॥ ১৩১৪
রূপ-প্রতি কহে—'স্বামী, এই সব লেহ।
শীঘ্র পাক করি কৃষ্ণ সমর্পি ভুঞ্জহ ॥ ১৩১৫
মাতা মোর এই কথা কহিল কহিতে।
কোনই সঙ্কোচ যেন নহে কভু চিতে ॥ ১৩১৬
এত কহি শ্রীরাধিকা কৌতুকে চলিলা।
শ্রীরূপগোস্বামী সুখে শীঘ্র পাক কৈলা ॥ ১৩১৭
কৃষ্ণে সমর্পিয়া গোস্বামী সনাতনে।
করে পরিবেশন পরমানন্দ মনে ॥ ১৩১৮
সনাতন গোস্বামী সামগ্রী সুগন্ধিতে।
না জানে কতেক সুখ উপজয়ে চিতে ॥ ১৩১৯
দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া সনাতন।
হইলা অধৈর্য্য—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ১৩২০
সনাতন সামগ্রীবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিল।
শ্রীরূপ ক্রমেতে সব বৃত্তান্ত কহিল ॥ ১৩২১
শুনিয়া গোস্বামী নিষেধয়ে বার বার।
এছে ভক্ষ্যদ্রব্য চেষ্টা না করিহ আর ॥ ১৩২২
এত কহি শ্রীমহা-প্রসাদ সেবা কৈলা।
শ্রীরূপগোস্বামী অতি খেদযুক্ত হৈলা ॥ ১৩২৩
স্বপ্নছলে শ্রীরাধিকা দিয়া দরশন।
প্রবোধিলা শ্রীরূপে—জানিলা সনাতন ॥ ১৩২৪
অহে শ্রীনিবাস যৈছে শ্রীরূপের ধৈর্য।
বৈষ্ণবসমাজে ব্যক্ত হইল আশ্চর্য ॥ ১৩২৫
একদিন রাধাকৃষ্ণ বিচ্ছেদ কথাতে।
কান্দয়ে বৈষ্ণব মূর্চ্ছাগত পৃথিবীতে ॥ ১৩২৬
অগ্নিশিখাপ্রায় জ্বলে রূপের হৃদয়।
তথাপি বাহিরে কিছু প্রকাশ নাহয় ॥ ১৩২৭

কারু দেহে শ্রীরূপের নিশ্বাস স্পর্শিল।
অগ্নিদগ্ধ-প্রায় তার দেহে ব্রণ হৈল ॥ ১৩২৮
দেখিয়া সবার মনে হৈল চমৎকার।
ঐছে শ্রীরূপের ক্রিয়া কহিতে কি আর ॥ ১৩২৯
কি কহিব—যতসুখ এই নন্দীশ্বরে।
এত কহি চলে গোস্বামীর শ্রীকুটীরে ॥ ১৩৩০
তথা বিপ্র শ্রীগোপালমিশ্র সুচরিত্র।
সনাতন গোস্বামীর পুরোহিত-পুত্র ॥ ১৩৩১
শ্রীসনাতন-শিষ্য, সর্বাংশে সুচরিত্র।
এ সবে দেখিতে তাঁর উল্লাস অন্তর ॥১৩৩২
শ্রীউদ্ধবদাস মাধবাদি যে যে ছিলা।
পরস্পর মিলি সবে মহা হর্ষ হৈলা ॥ ১৩৩৩
ব্রজবাসিগণ অতি উল্লসিত মনে।
ভক্ষণসামগ্রী আনাইলা সেইক্ষণে ॥ ১৩৩৪
সে দিবস তথা মহামহোৎসব হইল।
নাম-সঙ্কীর্তনে সবে রাত্রি গোঙাইল ॥ ১৩৩৫
এহেন অপূর্ব কথা যে করে শ্রবন।
অচিরে মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ ১৩৩৬
শ্রীগোপালদাস-আদি যত বিজ্ঞবর।
হইল সবার মহা উল্লাস অন্তর ॥ ১৩৩৭
শ্রীরাঘব দোঁহে লৈয়া রজনী-প্রভাতে।
বিদায় হইয়া চলে পরিক্রমা-পথে ॥ ১৩৩৮
শ্রীপণ্ডিত শ্রীনিবাস-নরোত্তমে কয়।
আগে এই দেখহ বৈঠান গ্রাম হয় ॥১৩৩৯
যবে যে করয়ে পরামর্শ গোপগন।
এইখানে আসিয়া বৈসয়ে সর্বজন ॥ ১৩৪০
গোপগণ বৈসে—এই হেতু এ বৈঠান।
এবে লোকে কহে "ছোট" "বড়" দুই নাম ॥ ১৩৪১
ব্রজবাসিস্নেহে বদ্ধ হৈয়া হর্ষমনে।
সনাতন গোস্বামী ছিলেন এই খানে ॥ ১৩৪২
যেরূপে রহিল এথা—সে চারু চরিত্র।
কহিয়ে কিঞ্চিৎ যাতে জগত পবিত্র ॥ ১৩৪৩
সনাতন গোস্বামী এ ব্রজবাসিগনে।
নিরন্তর প্রাণের অধিক করি মানে ॥ ১৩৪৪
ব্রজপরিক্রমা যবে করেন গোঁসাই।
গ্রামে গ্রামে রহে—সে সুখের সীমা নাই ॥ ১৩৪৫
এক গ্রামে রহি আর গ্রামে যবে যায়।
গ্রামবাসী লোক গোস্বামীর পা ছ ধায় ॥ ১৩৪৬
কিবা বাল বৃদ্ধ—কেহ ধৈর্য নাহি মানে।
গোস্বামীর বিচ্ছেদে কান্দয়ে সর্বজনে ॥ ১৩৪৭
সনাতন গোস্বামীও ক্রন্দন করিয়া।
নিজ নিজ গৃহে পাঠায়েন প্রবোধিয়া ॥ ১৩৪৮
ক্রন্দন সম্বরি সবে নিজ গৃহে গেলে।
তবে সনাতন অন্য গ্রামে শীঘ্র চলে ॥ ১৩৪৯
যে গ্রামে যাইব সেই গ্রামবাসিগণ।
দূর হৈতে দেখে সনাতনের গমন ॥ ১৩৫০
কিবা বাল বৃদ্ধ,যুবা, স্ত্রী, পুরুষগণে।
সবে কহে—ঐ দেখ রূপ-সনাতনে ॥১৩৫১
ব্রজবাসিগণের অদ্ভুত স্নেহ হয়।
রূপে দেখিলেও রূপ সনাতন কয় ॥ ১৩৫২
গ্রামী লোকগণ কেহ স্থির হৈতে নারে।
আগুসরি চলে সনাতনে আনিবারে ॥১৩৫৩
বহু রত্ন লাভে দরিদ্রের সুখ যৈছে।
সনাতন-দর্শনে সবার সুখ তৈছে ॥১৩৫৪
অতিবৃদ্ধ বৃদ্ধ যত স্ত্রী পুরুষগণ।
পুত্রভাবে সনাতনে করয়ে লালন ॥১৩৫৫
কহে কেহ—অরে পুত্র! মো-সবে ভুলিয়া।
কিরূপে আছিলা কোথা মরি এ চিন্তিয়া ॥১৩৫৬
ঐছে কহি সবে সনাতন-মুখ চাই।
আপনা বিস্মরে মনে মহাসুখ পাই ॥১৩৫৭

স্ত্রী, পুরুষ,যুবা—যার জন্ম সে গ্রামেতে।
তা সবার ভাতৃভাব—বিহ্বল স্নেহেতে ॥১৩৫৮
কেহ কহে—ভ্রাতা তুমি আছিলা কেমনে।
বুঝি মো সবারে কভু না করিলা মনে ॥১৩৫৯
কেনে ভ্রাতা! মো-সবারে হইলা নির্দয়।
ঐছে কত কহে—নেত্রে অশ্রুধারা বয় ॥১৩৬০
বালিকা বালক আসে চরন স্পর্শিতে।
করে নিবার সবে—নারে নিবারিতে ॥১৩৬১
কিছু দূরে রহিয়া গ্রামের বধূগণ।
সঙ্কোচিত হৈয়া সবে করয়ে দর্শন ॥১৩৬২
অহে শ্রীনিবাস! সনাতনের দর্শনে।
প্রাণামাদি ক্রিয়া কারু স্মৃতি নাই মনে ॥ ১৩৬৩
গ্রামে প্রবেশিতে যে যে আইসে ধাইয়া।
হস্তে ধরি লৈয়া চলে দৃঢ় আলিঙ্গিয়া ॥১৩৬৪
দিব্য বৃক্ষতলে সবে মনের উল্লাসে।
সনাতনে বসাই বৈসয়ে চারি পাশে ॥১৩৬৫
দধি দুগ্ধ নবনীত আদি গৃহ হৈতে।
আনে যত্নে সবে সনাতনে ভুঞ্জাইতে ।১২৬৬
ভোজন-কৌতুক সমাধিয়া কতক্ষনে।
সুস্থির হৈয়া সুখে বৈসে সর্বজনে ॥১৩৬৭
সনাতন গোস্বামী পরম স্নেহাবেশে।
সবে সর্বপ্রকারেই মঙ্গল জিজ্ঞাসে ॥১৩৬৮
কার কত কন্যা, পুত্র—বিবাহ কোথায়।
কি নাম কাহার—কৈছে প্রবীণ নির্ভয় ॥ ১৩৬৯
গাভী-বৃষাদিক কত কৃষিকর্ম কার।
কার গৃহে শস্য কত, কৈছে ব্যবহার ॥১৩৭০
শরীর আরোগ্য কার, কৈছে মনোবৃত্তি।
ঐছে জিজ্ঞাসিতে সবে হৈল হর্ষ অতি ॥১৩৭১
গোস্বামীরে ক্রমে সবে সব নিবেদয়।
কারু দুঃখ শুনিতেই মহা-দুঃখী হয় ॥ ৩৭২

সনাতন-প্রবোধে তাহার দুঃখ ক্ষয়।
এ সব প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত করয় ॥ ৩৭৩
প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া শীঘ্র করি সনাতন।
স্নানাদিক করিতেই আইসে সর্বজন ॥ ১৩৭৪
দধি দুগ্ধাদিক সবে শীঘ্র আনায়য়।
সনাতনগোস্বামীরে ভুঞ্জিতে কহয় ॥১৩৭৫
ভুঞ্জেন শ্রীগোস্বামী সবারে ভুঞ্জাইয়া।
দেখয়ে সবার শোভা উল্লসিত হৈয়া ॥১৩৭৬
পূর্বমত গ্রাম হৈতে করিতে গমন।
ব্যাকুল হইয়া কান্দে ব্রজবাসিগণ ॥১৩৭৭
যৈছে স্নেহচর্যা তা কহিতে অন্ত নাই।
বিবিধ প্রকারে সবে প্রবোধে গোঁসাই ॥১৩৭৮
কথোদূর সঙ্গে সবে গমন করিতে।
দেন নিজ শপথ সবারে ফিরাইতে ১৩৭৯
এইরূপে গ্রামে গ্রামে করিয়া ভ্রমণ।
আইসেন বৈঠান-গ্রামেতে সনাতন ॥১৩৮০
সনাতনে দেখিয়া গ্রামের লোক যত।
যে আনন্দে মগ্ন—তা কহিবে কেবা কত ॥১৩৮২
সনাতন সবার মঙ্গল জিজ্ঞাসয়।
গোঙায়েন দিবানিশি উল্লাস হিয়ায় ॥১৩৮৩
এক রাত্রি বাস—এ নির্বন্ধ সবে জানে।
হইয়া ব্যাকুল তেঞি কহে সনাতনে ॥১৩৮৪
কথো দিন থাকিলে সবার ভাল হয়।
মান মো সবার কথা, না হও নির্দয় ॥ ১৩৮৪
প্রাতঃকালে যাবে এই নির্বন্ধ তোমার।
ছাড়হ নির্বন্ধ—প্রাণ রাখহ সবার ॥ ১৩৮৫
ঐছে গ্রামবাসী কত কহেন কান্দিয়া।
এ হেতু রহিল এথা সবে সুখ দিয়া ॥১৩৮৬
বৈঠান-গ্রামীয়, আর নিকটস্থ যত।
সবে সনাতনগুনে মগ্ন অবিরত ॥১৩৮৭

অহে শ্রীনিবাস মহা আনন্দ এথায়।
দেখ নীপবন—মন মোহয়ে শোভায় ॥১৩৮৮
এই কৃষ্ণকুণ্ড—এথা কৌতুক অশেষ।
এ কুণ্ডলকুণ্ড—এথা কৈল কেশবেশ ॥১৩৮৯
এই বেড়োখোর-কুঞ্জ ভবন-মাঝার।
বিলসয়ে দোঁহে বন্ধ করি কুঞ্জ দ্বার ॥১৩৯০
চরণপাহাড়ি এই পর্বতের নাম
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অনুপম ॥১৩৯১
সখা সুবেষ্টিত কৃষ্ণ চড়িয়া পর্বতে।
গো-গণ চরয়ে দূরে—দেখে চারিভিতে ॥১৩৯২
ভুবনমোহনবেশে বংশী করে লৈয়া।
দাঁড়াইলা বৃক্ষতলে ত্রিভঙ্গ হইয়া ॥১৩৯৩
বংশীবাদ্যারম্ভমাত্রে জগত মাতিল।
যে যথা ছিলেন সবে ধাইয়া আসিল ॥১৩৯৪
বংশীগান শ্রবণে স্থগিত সবে হৈলা।
তুলনা কি গানে?—এই পর্বত দ্রবিল ॥১৩৯৫
বংশীধ্বনি শুনিয়া আইল এথায়।
তা সবার পদচিহ্ন দেখহ শিলায় ॥১৩৯৬
শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম চিহ্ন এ রহিল।
এই হেতু চরনপাহাড়ি নাম হৈল ১৩৯৭
দেখ কৃষ্ণকুণ্ড এই হারোয়াল গ্রাম।
এথা বিলসয়ে রঙ্গে রাই-ঘনশ্যাম ॥১৩৯৮
পাশা খেলাইতে রাই কৃষ্ণে হারাইল।
খেলায় হারিয়া কৃষ্ণ মহা লজ্জা পাইলা ॥ ১৩৯৯
ললিতা কহয়ে—রাই,পাশক-ক্রীড়াতে।
অনায়াসে তুমি হারাইলা প্রাণনাথে ॥ ১৪০০
হইল তোমার জিত অনেক প্রকারে।
দেখিব কন্দর্পযুদ্ধে কেবা জিতে-হারে ॥১৪০১
এত কহি নিকুঞ্জ-মন্দিরে দোঁহে থুইয়া।
সখীগণ দেখে রঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া ॥১৪০২
হইল পরমানন্দ—কহিতে কি আর।
এই হারোয়ালে হয় অদ্ভুত বিহার ॥১৪০৩
দেখহ সাক্তোঞা নাম গ্রাম শোভা করে।
এথা শ্রীশান্তনুমুনি আরাধে কৃষ্ণেরে ॥১৪০৪
সূর্যকুণ্ড নন্দনকূপ, বাদ্যশিলা আর।
অপূর্ব পর্বত এথা কৃষ্ণের বিহার ১৪০৫
দেখ পাই-গ্রাম রাই সখীগণসনে।
কৃষ্ণের অন্বেষণ করি পাইল এখানে ॥১৪০৬
দেখ এ চলনশিলা এথা শ্যামরায়।
চলিতে নারয়ে প্রেমে বৈসয়ে শিলায় ॥ ১৪০৭
দেখহ কামরিগ্রাম কৃষ্ণ এই খানে।
কামে ব্যস্ত হইয়া চাহে রাইপথ পানে ॥১৪০৮
দেখ এ বিছোর-গ্রাম-এথা চন্দ্রমুখী।
কৃষ্ণসহ মিলয়ে সঙ্গেতে প্রিয়সখী ॥ ১৪০৯
ক্রীড়াবসানেতে দোঁহে চলে নিজালয়।
বিচ্ছেদ-প্রযুক্ত এ বিছোর নাম হয় ॥ ১৪১০
দেখহ কদম্বখণ্ডি তিলোয়ার-গ্রাম।
এথা ক্রীড়াবত, রাই তিলেক-বিশ্রাম ॥১৪১১
এই যে শৃঙ্গার বট কৃষ্ণ এই খানে।
রাধিকার বেশ কৈল বিবিধ বিধানে ॥ ১৪১২
এই দেখ কৃষ্ণের অপূর্ব লীলাস্থান।
এবে এ হইল ললাপুর নাম গ্রাম ॥১৪১৩
এই যে বাসোলী গ্রাম—কৃষ্ণাঙ্গ সুবাসে।
ভ্রমর মাতিব কি?—জগতধৈর্য নাশে ॥১৪১৪
এথা রাধাকৃষ্ণ প্রিয়সখীগন-সঙ্গে।
নিরন্তর মগ্ন হোলিখেলাদিক-রঙ্গে ॥ ১৪১৫
ওহে দেখ পয় গ্রাম, শ্রীকৃষ্ণ এখানে।
পয়ঃপান কৈলা সর্ব সখাগন সনে ॥ ১৪১৬
এ কোটরবন, কোটবন সবে কয়।
এথা সখাসহ কৃষ্ণ সুখে বিলসয় ॥ ১৪১৭

এই দধি গ্রামে কৃষ্ণ দধি লুঠ কৈল।
গোপাঙ্গনা সহ মহা কৌতুক বাঢ়িল ॥ ১৪১৮
এ শেষশায়ী ক্ষীরসমুদ্র — এথাতে।
কৌতুকে শুইলা কৃষ্ণ অনন্তশয্যাতে ॥ ১৪১৯
শ্রীরাধিকা পাদপদ্ম করয়ে সেবন।
যে আনন্দ হৈল — তাহা না হয় বর্ণন ॥ ১৪২০

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯১ তম শ্লোকঃ —
যস্য শ্রীমচ্চরণকমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।
ভীতাপ্যারাদথ নহি দধাত্যস্য কার্কশ্যদোষাৎ
স শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়তু সদা শেষশায়ী স্থিতিং নঃ ॥
এই শেষশায়ি-মূর্তি দর্শন করিতে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র আইলা এথাতে ॥ ১৪২২
করিয়া দর্শন মহা কৌতুক বাঢ়িল।
সে প্রেম-আবেশে প্রভু অধৈর্য হইল ॥ ১৪২৩
প্রভুতেজ দেখি ভাগ্যবন্ত লোকগণ।
আনন্দে উন্মত্ত — নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥ ১৪২৪
পরস্পর কহে — এ মনুষ্য কভু নয়।
সন্ন্যাসীর বেশ — এ ঈশ্বর সত্য হয় ॥ ১৪২৫
কেহ কহে — অহে ভাই, ইথে নাহি আন।
এ সন্ন্যাসী এই শেষশায়ী ভগবান্ ॥ ১৪২৬
ঐছে কত কহে — কেহ স্থির হৈতে নারে।
প্রভুমুখচন্দ্র নিরীখয়ে বারে বারে ॥১৪২৭
অহে শ্রীনিবাস প্রভু চরিত্র অপার।
প্রভু জানাইলে সে পারয়ে জানিবার ॥ ১৪২৮
এই দেখ কদম্বকানন মনোহর।
এথা বিহরয়ে রঙ্গে রসিকশেখর ॥ ১৪২৯
এই ব্রজ-সীমা খম্বহরে 'খানিগ্রাম।
এথা গোচারয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ-বলরাম ॥ ১৪৩০
'বনচারী' আদি গ্রামে অদ্ভুত বিলাস।
এ সব ব্রজের সীমা, ওহে শ্রীনিবাস ॥ ১৪৩১
যমুনা-নিকট গ্রাম 'খরয়ো' — এখানে।
বলরাম মঙ্গল জিজ্ঞাসে সখাগণে ॥ ১৪৩২
দেখহ 'উজানি-স্থান' - যমুনা এখানে।
বহয়ে উজান শ্রীকৃষ্ণের বংশীগানে ॥ ১৪৩৩
দেখহ 'খেলনবন' - এথা দুই ভাই।
সখাসহ খেলে — ভক্ষণের চেষ্টা নাই ॥ ১৪৩৪
মায়ের যত্নেতে ভুঞ্জে কৃষ্ণ-বলরাম।
এ খেলনবনের 'শ্রীখেলাতীর্থ' নাম ॥ ১৪৩৫
অহে শ্রীনিবাস ! এই রামঘাট হয়।
এথা রাসলীলা করে রোহিণীতনয় ॥ ১৪৩৬
যথা কৃষ্ণ প্রিয়াসহ কৈল রাসকেলি।
তথা হৈতে দূর এ রামের রাসস্থলী ॥ ১৪৩৭
কহিতে কি — তেঁহো কোটি সমুদ্র গভীর।
কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ — পরম সুধীর ॥ ১৪২৭
দ্বারকা হইতে উৎকণ্ঠায় ব্রজে আইলা।
চৈত্র বৈশাখ দুইমাসস্থিতি কৈলা ॥ ১৪৩৯
শ্রীনন্দ-যশোদা-আদি প্রবোধে সবারে।
সখাগণে সন্তোষয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ ১৪৪০
নানা অনুনয়বিজ্ঞ রোহিণীতনয়।
কৃষ্ণপ্রিয়াগণে নানা প্রকারে শান্তয় ॥ ১৪৪১
নিজ প্রিয় গোপীগণ-মনোহিত করে।
যে সব সহিত পূর্বে বসন্ত বিহরে ॥ ১৪৪২

যাহার কোমল সুন্দর পাদপদ্মযুগল কোমলাঙ্গী শ্রীরাধা ও নিজের সুখের কারনে বক্ষঃ সমীপে উত্তোলন করিয়াও কুচাগ্রের কর্কশতাদোষ ভাবিয়া ভীতচিত্তে উন্নত কুচাগ্রে ধারন করেন না; সেই শেষশায়ী কৃষ্ণ আমায় গোষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত কর

কে বর্ণিতে পারে সে কৌতুক অতিশয়।
শঙ্খচূড়-বধ কৃষ্ণ করে সে সময়॥ ১৪৪৩
বলদেবপ্রিয়া কৃষ্ণপ্রিয়া সম্বলিত
হোরিক্রীড়া, রঙ্গবৃদ্ধি হৈল যথোচিত॥১৪৪৪
রাম-কৃষ্ণ দোঁহে নিজ নিজ প্রিয়া সনে।
বিলসয়ে যৈছে তা বর্ণয় বিজ্ঞগনে॥ ১৪৪৫

তথাহি শ্রীমুরারিগুপ্তকৃতশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে চতুর্থ প্রক্রমে—

ততশ্চ পশ্চাত্র বসন্তবেশৌ
শ্রীরামকৃষ্ণৌ ব্রজসুন্দরীভিঃ।
চিক্রীড়তুঃ স্ব-স্ব-যূথেশ্বরীভিঃ
সমং রসজ্ঞৌ কলধৌতমণ্ডিতৌ॥ ১৪৪৬

নৃত্যন্তৌ গোপীভিঃসার্দ্ধং গায়ন্তৌ রসভাবিতৌ।
গায়ন্তীভিশ্চ রামাভির্নৃত্যন্তীভিশ্চ শোভিতৌ ॥ ১৪৪৭

পরম অদ্ভুত বলদেবের বিহার।
বলদেব প্রেয়সীগণের নাহি পার॥ ১৪৪৮
কৃষ্ণক্রীড়াকালে অনুৎপন্ন বালাগণ।
বলদেব প্রিয়ায় সে সবার গণন॥ ১৪৪৯
এ সকল গোপী-রতিবর্ধন বলাই।
যৈছে ক্রীড়ারত—তা' কহিতে অন্ত নাই॥১৪৫০
চৈত্র বৈশাখ মাসের ভাগ্য অতিশয়।
রোহিণীনন্দন যাতে ব্রজে বিলসয়॥১৪৫১

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫তম অধ্যায়ে ১১শ শ্লোকঃ—

দ্বৌ মাসৌ তত্র চাবাৎসীন্মধুঃ মাধবমেব চ।
রামঃ ক্ষপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥১৪৫২

অহে শ্রীনিবাস। বলদেব প্রিয়াসনে।
করিবেন রাসক্রীড়া এ উল্লাস মনে॥ ১৪৫৩
কে বুঝিতে পারে বলরামের চরিত।
পরম কৌতুকে এথা হৈলা উপনীত॥ ১৪৫৪

এই রম্য যমুনা পুলিন উপবন।
সদা মন্দ মন্দ বহে সুগন্ধি পবন॥১৪৫৫
পূর্ণচন্দ্রকিরণে রজনী উজিয়ার।
বিকশিত পুষ্পপুঞ্জ—শোভা চমৎকার॥ ১৪৫৬
ভ্রমর ভ্রমরীগণ গুঞ্জে মনোহর।
নানা পক্ষী নানা শব্দ করে নিরন্তর॥ ১৪৫৭
লক্ষ লক্ষ ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে।
কুরঙ্গ-কুরঙ্গী রঙ্গে চতুর্দিকে ফিরে॥ ১৪৫৮
বৃক্ষতলে রহি দেখে রোহিণীনন্দন।
কিবা সে অপূর্ব ভঙ্গি ভুবনমোহন॥ ১৪৫৯
শ্রীরামের শোভা দেখি আনন্দ-অন্তরে।
স্বর্গে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি করে॥ ১৪৭০

গীতে যথা—রাগ বেলাবলী

জয় রোহিণীনন্দন বল বীর।
কম্বু-কুন্দ-কর্পূর-রজতগিরি-গরবহারি রুচি রুচির শরীর॥ ধ্রু ১৪৬১

তারপর দেখ এইস্থানে বসন্তকাল উপযোগী বেশে ভূষিত রসিক স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিত নিজ নিজ যূথেশ্বরী ব্রজসুন্দরী গনের সহিত ক্রীড়া করিয়াছিলেন। তাহারা শোভাশালিনী হইয়া নৃত্যগীত কারিনী সুন্দরী গোপীগনের সহিত নৃত্যগীত করিয়াছিলেন॥১৪৪৬-১৪৪৭

রাত্রিতে গোপীগনের রতি-উৎপাদন পূর্ব্বক ভগবান শ্রীবলদেব তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস অবস্থান করিয়াছিলেন ॥১৪৫২

মঞ্জুল কেশ, অলককুল চঞ্চল, ঝলমল তিলক,
তরুণী-চিত-চোর
লোচন-কমল বিশাল, ভৃঙ্গ-ভুরু টলমল কুণ্ডল
শ্রবণ-উজোর ॥ ১৪৬২
নাসা খগপতি-চঞ্চু, চন্দ্র জিনি আননে, অমিয় বরিয়ে
অনিবার।
সুবলিত বাহু-বলনী বলয়া কর পরিসর বক্ষে
বিলসে মণিহার ॥ ১৪৬৩
সিংহ-দরপভর-ভঞ্জন কটিতট নীলবসন-পহিরণ
অনুপম।
সুগঠন জানুযুগল জনরঞ্জন, পদনখনিকর নিছনি
ঘনশ্যাম ॥ ১৪৬৪
অহে শ্রীনিবাস ! বলদেব-সন্দর্শনে।
ত্রিজগতে ধৈর্য বা ধরিব কোন্ জনে ॥ ১৪৬৫
এথা রাম রত্নসিংহাসনে বিলসয়।
রামোৎসব-বেশের সুষমা অতিশয় ॥ ১৪৬৬
বলদেব-শোভা কোটিকন্দর্প জিনিয়া।
প্রতি অঙ্গ-বলনী মুনীন্দ্র মোহনিয়া ॥ ১৪৬৭
অঙ্গের ছটায় ত্রিজগত আলো করে।
কোটি কোটী চন্দ্রের কিরণ-দর্প হরে ॥ ১৪৬৮
শিরে চারু চাঁচর চিকণ কেশজাল।
মণিময় মুকুট বেষ্টিত পুষ্পমাল ॥ ১৪৬৯
ললাট উজ্জ্বল, ভুরু ভ্রমরের পাঁতি।
আকর্ণ-পর্যন্ত নেত্রারুণপদ্ম-ভাঁতি ॥ ১৪৭০
জিনিয়া খগেন্দ্র-চঞ্চু নাসিকা সুন্দর।
নিরুপম শ্রীমুখমণ্ডল মনোহর ॥ ১৪৭১
পাকা বিম্বফল জিনি ওষ্ঠাধর আভা।
মুক্তাহদ নাশে মঞ্জু দশনের শোভা ॥ ১৪৭২
রজত দর্পণ জিনি শ্রীগণ্ড-যুগল।
কর্ণে এক কুণ্ডল করয়ে ঝলমল ॥ ১৪৭৩

কি মধুর চিবুক উপমা নাই দিতে।
সিংহের গরব হরে গ্রীবার ভঙ্গিতে ॥ ১৪৭৪
ত্রিবলি-বলিত কণ্ঠ সুবলিত কক্ষ।
তরুণী না ধরে হিয়া হেরি পীন বক্ষ ॥ ১৪৭৫
কি ছার কুঞ্জর কর শ্রীভুজের আগে।
কত সাধে কেবা না পরশ রস মাগে ॥ ১৪৭৬
অঙ্গদ বলয়া নানাভূষণে ভূষিত।
বাম করে শৃঙ্গ নানা রতনে জড়িত ॥ ১৪৭৭
বৈজয়ন্তীমালা গলে দোলে অনিবার।
ভ্রময়ে ভ্রমর যাতে করয়ে গুঞ্জার ॥ ১৪৭৮
উদরে মধুর নাভি মধ্য অতি ক্ষীণ।
পরিধেয় নীলিম বসন তনুলীন ॥ ১৪৭৯
উলট কদলী উরু রসের আলয়।
পদতলে অরুণগরব পরাজয় ॥ ১৪৮০
চরণমাধুরী মোদ বাঢ়ায় সবার।
তাহাতে নূপুর সে চঞ্চল অনিবার ॥ ১৪৮১
নখের কিরণে অন্ধকার দূর করে।
কি দিব তুলনা নাই ভুবন ভিতরে ॥ ১৪৮২
বলদেব ধ্যান ঐছে পুরাণে প্রচার।
ভাগ্যবন্ত জন সে দেখয়ে অনিবার ॥ ১৪৮৩
ভুবনমোহন প্রভু রোহিণীনন্দন।
যাঁর শৃঙ্গবাদ্যে হরে ব্রহ্মাদির মন ॥ ১৪৮৪
এই খানে বলদেব ত্রিভঙ্গ হইয়া।
বাজায় মোহন শিঙ্গা উলসিত হিয়া ॥ ১৪৮৫

গীতে যথা মালকোষ।

আজু মধুর মধু-যামিনী পূরণ শশী শোহায়ে
যমুনা বন পুলিন হেরি উনমত চিত বেরিবে
বায়ত বলদেব শৃঙ্গনাদ জগত মোহয়ে ॥ ১৪৮
কর্ষত ধ্বনি প্রেয়সীগণ পর্শত শ্রুতি, [illegible]
আয়ত হিয়া হর্ষ-সরস সুষমা মন রঞ্জয়ে।

কিঙ্কিনী রিনি ঝিনিন্ ঝনন্ নূপুর-রব ধিরজ-হরণ
কঞ্জ চরণ-ধরণ মঞ্জু মঞ্জু গতি গঞ্জয়ে ॥১৪৮৭
বহু পিয় চউওোর সকল কামিনী বনি বেশ বিমল
দামিনী জিনি ঝলকত অতি কৌতুক পরকাশয়ে
নাহ পরম কৌতুকরত মৃহু মৃহু মৃহু ভাখত কত
চাতুরীময় বচন চারু অমিয় গরব নাশয়ে ॥১৪৮৮
চঞ্চল যুগভ্রমর নয়ন ললনাকুল কমলবয়ন-
মাধুরী মধু পিয়ত মগন ঘন ভন তন আয়য়ে।
বিপুল পুলক উয়ত দেহ অতুলিত নিত ললিত লেহ
নরহরি কি এ বুঝব পরশ পররস উমতায়ে ॥ ১৪৮৯
এথা শ্রীবলাইর অতি অদ্ভুত বিলাস।
একমুখে কি বলিব অহে শ্রীনিবাস ॥ ১৪৯০
কৌমুদী-গন্ধ-বায়ু সেবিত নিরন্তর।
কিবা চন্দ্রকিরণ উজ্জ্বল মনোহর ॥ ১৪৯১
যমুনোপবন ক্রীড়ারত বলরাম।
লক্ষ লক্ষ প্রিয়ায় বেষ্টিত অনুপম ॥ ১৪৯২

তথাহি শ্রীদশমে ৬৫তম অধ্যায়ে ১২শ শ্লোকঃ—
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্ট কৌমুদীগন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতে স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ ১৪৯৩
প্রিয়াসহ বারুণী পানেতে মহারঙ্গ।
সর্বত্র বিদিত এই বারুনী প্রসঙ্গ ॥ ১৪৯৪

তথাহি তত্রৈব ১৩শ শ্লোকঃ—
বরুণপ্রেষিতা দেবী বারুণী বৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তী তদ্বনং সর্বং স্বগন্ধেনাধ্যবাসয়ৎ ॥ ১৪৯৫
তদগন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌ ॥ ১৪৯৬
মদিরাধিষ্ঠাত্রী দেবী সুধা-সহোৎপন্না।
রামে জানাইল মুই বরুণের কন্যা ॥১৪৯৭

তথাহি হরিবংশে—
সমীপং প্রেষিতা পিত্রা বরুণেন তবানঘ ইতি ॥
এথা প্রিয়াগণসহ রোহিণীকুমার।
রাসারম্ভে মত্ত হইলেন অনিবার ॥১৪৯৯
মৃদঙ্গ, পিনাক বীণা আদি যন্ত্রগণে।
বিবিধ ভঙ্গিতে বাজায়েন বহুজনে ১৫০০
প্রেয়সী প্রবীণা নানারাগ আলাপয়।
শ্রুতি,স্বর মূর্ছনা গ্রামাদি প্রকাশয় ॥ ১৫০১
গায় প্রাণনাথের চরিত্র গোপীগন।
ব্রহ্মাদি মোহিত গীত করিয়া শ্রবন ॥ ১৫০২
শ্রীরাসমণ্ডলে সে সুখের সীমা নাই।
গীত, বাদ্য, নৃত্যে মহা বিহ্বল বলাই ॥ ১৫০৩

গীতে যথা—করাভরণ

নৃত্যত বলদেব বিপুল পুলকিত প্রতি-অঙ্গ।
দাঁ দাঁ দৃমি দৃমি দৃমি কট, ধা দৃগু দৃগুধ বিথুকট
তক তক ধিকি তক থোরি, কু কু বাজত মৃহু মৃদঙ্গ
ধ্রু ॥১৫০৪

পূর্ণচন্দ্রের কলায় বিধৌত কুমুদের গন্ধে পরিপূর্ণ, বায়ুদ্বারা সেবিত যমুনার উপবনে বলরাম স্ত্রীগন বেষ্টিত হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন ॥১৪৯৩

বরুনের প্রেরিতা দেবী বারুনী বৃক্ষকোটর হইতে বাহির হইয়া সেই সমস্ত বনকে মনোহর গন্ধে সুবাসিত করিয়াছিল। বায়ুর মাধ্যমে আনীত মদ ধারার সেই গন্ধ আঘ্রান করিয়া বলদেব সেই বনে আগমন করতঃ স্ত্রীগনের সহিত মদ পান করিলেন ॥ ১৪৯৫-১৪৯৬

হে অনঘ, পিতা বরুন কর্তৃক আপনার সমীপে প্রেরিত হইয়াছি ॥১৪৯৮

গীম ধুনত অতি সুমধুর, পীন পরমপরিসর উর
মঞ্জুল বনমাল অতুল দোলত অলিসঙ্গ।
গণ্ড রজতদর্পণদর, চঞ্চল শ্রুতি কুণ্ডলবর,
বঙ্কিম দিঠি খঞ্জন ভুরু, ভামিনী কৃত রঙ্গ ॥১৫০৫
হস্তক কৃত ভাঁতি সুঘট,মস্তক মণিময়োর মুকুট
কুটিল অলক ঝলকত কত মনমথ মদভঙ্গ।
পদতল থলকমল ভাল ধর তঁহি তঁহি বিবিধ তাল
উঘটত তক থৈ থৈ থৈ, তিত্তক ধিলঙ্গ ॥ ১৫০৬
ঝুনু ঝু ঝু ঝু ঝু নূপুরধ্বনি, কোই ধিরজ ধরজ না
শুনি
কিঙ্কিণীরণ রনি রনি রব,উপজাত হিয় উমঙ্গ।
প্রেয়সীগণ বদনচন্দ্র, চুম্বত হসি মন্দ মন্দ,
গায়ত মনোরঞ্জন ঘনশ্যাম রসতরঙ্গ ॥ ১৫০৭

পুনঃ কেদার—

বাজে ঝিগ ঝিগ ঝিগ ঝেদ্রাং দৃগু দৃগু দৃমিদিগ,
দ্রাং
তাল ত্রিপুট মৃদু মর্দন গতি ঘোর।
কত থৈ থৈ তাথৈ তা, থোদি থুন্না থোং কুণা
কুণা ঝিনি না না না কৃত রতিপতি মতি ভোর ॥
সুন্দর বলবীর ধীর নৃত্যত রবিতনয়া-তীর
রাস রভস প্রেয়সীগণ বিলসত চউতোর।
চঞ্চল পগভাতি ঝিনিনি ঝঙ্কৃত কটি কিঙ্কিনী-মণি
ঝুনু ঝু নু নু নূপুর রব, মুনিগণ মনচোর ॥১৫০৯
ঝলকত মণিকুণ্ডলক লোল মঞ্জুল বনমাল লোল
সৌরভভর বলিতপুঞ্জ, গুঞ্জত অলিঘোর।
সরস পরশ হসত মন্দ চমকত বর বদনচন্দ
পীযুষরস পীয়ত ঘনশ্যাম দৃকচকোর ১৫১০
প্রেয়সী সকল মহা আনন্দ অন্তরে।
বলদেবে বেড়িয়া অদ্ভুত নৃত্য করে ॥ ১৫১১

গীতে যথা—কেদার

আজু পুনিম পূরণ শশী নির্মল মধুযামিনী।
ধা ধা ধিগি তগবিলঙ্গ, দ্রমি দ্রমি বাজ মৃদঙ্গ
নৃত্যত বলদেব বলিত বিলসত সব ভামিনী
॥ ১৫১২॥
কিঙ্কিণী মৃদুনাদ নূপুর নিরুপমগতি গান মধুর
হস্তকচয় চঞ্চল দৃগ ভঙ্গিম অভিরামিণী।
গীম ধুনত মন্দ মন্দ হসত লসত দশনবৃন্দ
ভণব কি ঘনশ্যাম, সুতনু ঝলকত যনু দামিনী
॥১৫১৩॥

পুনঃ ভূপালী

আজু কি মধুর মধু নিশা।
চাঁদে আলো কৈল সব দিশা ॥ ১৫১৪
যমুনাপুলিন-পরিসরে।
প্রিয়াসহ বলাই বিহরে ॥ ১৫১৫
কিবা রাসমণ্ডল-সুষমা।
চতুর্দিকে গোপী মনোরমা ॥ ১৫১৬
বায় নানা যন্ত্র কুতূহলে।
গায় গীত রসের হিল্লোলে ॥ ১৫১৭
প্রাণনাথে বেঢ়ি নৃত্য করে।
শোভয়ে ভুবনমন হরে ॥ ১৫১৮
রসিকশেখর বলরাম।
নাচয়ে জিনিয়া কোটি কাম ॥ ১৫১৯
সঘনে সুচারু শৃঙ্গ পূরে।
জগত মাতায় সে না সুরে ॥ ১৫২০
কত না চাতুরী প্রকাশয়ে।
প্রিয়াভুজে ভুজ আরোপয়ে ॥ ১৫২১
বদনে-বদন বিধু দিয়া।
উলাসে ধরিতে নারে হিয়া ॥ ১৫২২

পূরায় সবার অভিলাষ।
নিছনি এ নরহরিদাস॥ ১৫২৩
অহে শ্রীনিবাস! শ্রীরামের রাসলীলা।
প্রভু-ভক্তগণ বহু প্রকারে বর্ণিলা॥ ১৫২৪
যমুনা আকর্ষি রঙ্গে আনি এইখানে।
জল ক্রীড়া কৈল বলদেব প্রিয়াসনে॥ ১৫২৫

গীতে যথা—ভূপালী

শ্রীরাসবিলাসী বল বীর
তিলে তিলে বিহ্বল হইতে নারে থির॥ ১৫২৬
কে বুঝে বলাইর এই লীলা।
অনায়াসে লাঙ্গলে যমুনা আকর্ষিলা॥ ১৫২৭
বসিয়া রমণীগণ সঙ্গে।
যমুনায় জলকেলি করে নানা রঙ্গে॥ ১৫২৮
জলযুদ্ধ করি উঠে তীরে।
পরে বাস ভূষণ-শোভায় প্রাণ হরে॥ ১৫২৯
বলরাম রসের মুরতি।
করে মধুপানাদি মদনমদে মাতি॥১৫৩০
প্রিয়াসহ নিকুঞ্জ ভবনে।
শুতয় কুসুমশেষে কত উঠে মনে॥১৫৩১
দেখি নিশি শেষ প্রিয়াগণ।
প্রাণনাথে ছাড়ি নারে যাইতে ভবন॥ ১৫৩২
বলাই কত না আদরিয়া।
করিতে বিদায় হিয়া যায় বিদরিয়া॥ ১৫৩৩
সবে গেলা নিজ নিজ বাসে।
নরহরি নিছনি এ বলাইর বিলাসে॥ ১৫৩৪
এথা প্রিয়গণ সঙ্গে বিবিধ বিহার।
নিশান্তে হইল গৃহগমন সবার॥ ১৫৩৫
এই খানে যমুনা পাইয়া মহাভয়।
বলদেব পাদপদ্মে পড়ি প্রণময়॥ ১৫৩৬

আপনা মানিয়া হীন কাতর অন্তরে।
দুই কর যুড়িয়া অনেক স্তুতি করে॥ ১৫৩৭

গীতে যথা—দেশপাল

হে রাম রোহিণীতনয় নলিনাক্ষ
যদুকুলতিলক বলদেব প্রণতবন্ধো।
ভকতবৎসল হলায়ুধ মোদমদন
গুণধাম ভয়হরন করুণৈকসিন্ধো॥ ১৫৩৮
হে জগতবন্দ্য চন্দ্রাস্য সুন্দর
শৃঙ্গবাদ্যাতিনিপুণ ধিকি ধিকট খেয়া।
সরিগ সরিগম পমগরিপধনিতি
অয়ি কুরু কৃপাং ময়ি নরহরিনাথ তেয়া॥ ১৫৩৯
মনের উল্লাসে পুন প্রণমে যমুনা।
কহিতে কি—অল্প হিতচিন্তায় নিপুণা॥ ১৫৪০

গীতে যথা—শ্রীরাগ

জয় জয় রেবতীরমণ রসালয়
নিখিলভুব-জনরঞ্জন রে॥
অমল-কমলদল-লোচন ধৃতিভর মোচন
গজগতি-গঞ্জন রে॥ ১৫৪১
চন্দ্রবদন নবতাণ্ডবপণ্ডিত
হলধর যদুকুলমণ্ডন রে।
কম্বু-কুন্দনিভ নীলাম্বরধর
মকরধ্বজমদ-খণ্ডন রে॥ ১৫৪২
শরণাগত রক্ষক, নরহরিময
ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ ত্রিগড়তিয়া।
এই অই অই অই আই অতি অইঅ
তেয়া তেয়া তি অতি অইইয়া॥ ১৫৪৩
কি বলিব অহে শ্রীনিবাস. সে না কথা।
যমুনাকে প্রসন্ন বলাই হৈল এথা॥ ১৫৪৪
বিবিধ কৌতুক এই রাসবিলাসেতে।
এ রামের রাসস্থলী বিখ্যাত জগতে॥ ১৫৪৫

কি বলিব—রামঘাট-প্রদেশ সুন্দর।
ভক্তগোষ্ঠি বন্দনা করয়ে নিরন্তর ॥ ১৫৪৬

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৪তম-শ্লোকঃ—

আকৃষ্টা যা কুপিতহলিনা লাঙ্গলাগ্রেণ কৃষ্ণা
ধীরা যান্তী লবণজলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধহীনা।
অদ্যাপীত্থং সকলমনুজৈর্দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্
ভক্ত্যা বন্দেহত্র তমিমমহো রামঘট্টপ্রদেশম্ ॥ ১৫৪৭

রামঘাট প্রসঙ্গ শুনিতে যার মন।
অনয়াসে ঘুচে তার এ ভববন্ধন ॥ ১৫৪৯
শ্রীরাসবিলাসী রাম নিত্যানন্দরায়।
তীর্থপর্যটনকালে রহিলা এথায় ॥ ১৫৪৯
গোপশিশু-সঙ্গে সদা খেলায় বিহ্বল।
ক্ষুধা হৈলে ভুঞ্জে দধি দুগ্ধ মূল. ফল ॥ ১৫০
বলদেব আবেশে নারয়ে স্থির হৈতে।
আপনা লুকায়—না পারয়ে লুকাইতে ॥ ১৫৫১
সবে কহে—এই সেই রোহিনী নন্দন।
অবধূত বেশে ব্রজে করয়ে ভ্রমন ॥ ১৫৫২
অহে শ্রীনিবাস দেখি নিতাইর রীত।
কিবা বাল. বৃদ্ধ. যুবা সবেই মোহিত ॥ ১৫৫৩
নিতাইচন্দ্রের এথা অদ্ভুত বিহার।
এই যে শাকটবৃক্ষ দন্তকাষ্ঠ তাঁর ॥ ১৫৫৪
এই রামঘাটে এক বিপ্র ভাগ্যবান্।
বলদেব বিনু সে রহিতে নারে প্রাণ ॥ ১৫৫৫

নিত্যানন্দ-রাম ভক্ত-রক্ষার কারণ।
বলদেবরূপে বিপ্রে দিলেন দর্শন ॥ ১৫৫৬
শ্রীরাসবিলাসী নিত্যানন্দ বলরামে।
স্তুতি কৈল কালিন্দী দেখিয়া এইখানে ॥ ১৫৫৭
এথা নিত্যানন্দ রঙ্গ দেখি দেবগণ।
হইলা বিহ্বল—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ১৫৫৮
এই বৃক্ষতলে ধূলাবেদীর উপর।
শয়নে বিহ্বল নিত্যানন্দ হলধর ॥ ১৫৫৯
শয়নে থাকিয়া প্রভু কহে বার বার।
কত দিনে পাষণ্ডীর হইব উদ্ধার ॥ ১৫৬০
নবদ্বীপনাথ নবদ্বীপে কতদিনে।
হইবেন ব্যক্ত—গিয়া দেখিব নয়নে ॥ ১৫৬১
ঐছে কত কহে কেহ বুঝিতে না পারে।
নিতাইর অদ্ভুত লীলা বিদিত সংসারে ॥ ১৫৬২
রামঘাট-নিকট দেখহ কচ্ছবন।
কচ্ছপের প্রায় এথা খেলে শিশুগণ ॥ ১৫৬৩
দেখহ ভূষনবন এ অতি নির্জনে।
কৃষ্ণে পুষ্পভূষা পরাইল সখাগণে ॥ ১৫৬৪
এই আর দেখ কৃষ্ণবিলাসের স্থান।
এ সব দর্শনে কার না জুড়ায় প্রাণ ॥ ১৫৬৫
এত কহি পণ্ডিত চলয়ে ধীরে ধীরে।
দেখি বনশোভা ধৈর্য ধরিতে না পারে ॥ ১৫৬৬
চলয়ে ভাণ্ডীরপথে উল্লাস অন্তরে।
এবে লোকে কহয়ে অক্ষয়বট তারে ॥ ১৫৬৭
ভাণ্ডীর নিকট গিয়া সুমধুরভাবে।
অতি স্নেহে পণ্ডিত কহয়ে শ্রীনিবাসে ॥ ১৫৬৮

শ্রীকৃষ্ণে সম্বন্ধহীনা লবন সমুদ্রাভিমুখে গমনকর্তা যে ধীরা নায়িকা যমুনা হলধর কর্তৃক লাঙ্গলের অগ্রভাগ দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন সেই যমুনাকে লোক সকলে যেখানে অদ্যাপি এইরূপই দেখিয়া থাকেন, অহো! এই অদ্ভুত রামঘাট স্থানকে ভক্তি-কারে বন্দনা করি ॥১৫৪৭

দেখহ ভাণ্ডীরবট স্থান অনুপম।
এথা ভাল বিলসয় কৃষ্ণ বলরাম ॥ ১৫৬৯
সখাসহ মল্লবেশে খেলা খেলাইতে।
প্রলম্ব অসুর আসি মিশাইল তাতে ॥ ১৫৭০
বলরাম কৌতুকে প্রলম্ব-বধ কৈলা।
সখাসহ ভাণ্ডীরে কৃষ্ণের নানা লীলা ॥ ১৫৭১
একদিন কৃষ্ণ একা ভাণ্ডারী-তলায়।
বংশীবাদ্য কৈল—যাতে জগত মাতায় ॥ ১৫৭২
বংশীধ্বনি শুনি রাধা অধৈর্য হইলা।
সখীসহ আসি শীঘ্র কৃষ্ণেরে মিলিলা ॥১৫৭৩
হইল পরমানন্দ দোঁহায় অন্তরে।
সঙ্গীগণসঙ্গে নানা রঙ্গেতে বিহরে ॥ ১৫৭৪
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপ্রতি কহে মৃদুভাষে।
সখাসহ কৈছে ক্রীড়া কর এ-প্রদেশে ॥ ১৫৭৫
শ্রীকৃষ্ণ কহেন,—'এথা মল্লবেশ ধরি
সখাগণসহ সুখে মল্লযুদ্ধ করি ॥ ১৫৭৬
মোর সম মল্লযুদ্ধ কেহ না জানয়।
অনায়াসে করি অন্য মল্লে পরাজয় ॥ ১৫৭৭
হাসিয়া ললিতা কৃষ্ণে কহে বার-বার।
মল্লবেশে যুদ্ধ আজি দেখিব তোমার ॥ ১৫৭৮
এত কহি সকলেই কৈলা মল্লবেশ।
কৃষ্ণ মল্লবেশে দর্প করয়ে অশেষ ॥ ১৫৭৯
কৃষ্ণপানে চহি রাই মন্দ মন্দ হাসে।
মল্লযুদ্ধহেতু যুদ্ধস্থলেতে প্রবেশে ॥ ১৫৮০
মহা-মল্লযুদ্ধে নাহি জয়-পরাজয়।
হইল আনন্দ কন্দর্পের অতিশয় ॥ ১৫৮১

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে৯৮তম-শ্লোকঃ—

মল্লীকৃত্য নিজাঃ সখীঃ প্রিয়তমা গর্বেণ সম্ভাবিতা
মল্লীভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।
যস্মিন্ সম্মুখমেয়ুষা বকভিদা রাধা নিযুদ্ধং মুদা
কুর্বাণা মদনস্য তোষমতনোদ্ভাণ্ডীরকং তং ভজে ॥ ১৫৮২

ঐছে নানা কৌতুকে বিহ্বল ভাণ্ডীরেতে।
ভাণ্ডীরে যে বিলাস তা কে পারে বর্ণিতে ॥১৫৮৩
ভাণ্ডীর-নিকটে দেখ এই আরাগ্রাম।
মুঞ্জাটবী এ পুনঃ ঈষিকাটবী-নাম ॥১৫৮৪
এথা দাবানল পান করি কৃষ্ণচন্দ্র।
রক্ষা কৈল গো-গোপাদি—হৈল মহানন্দ ॥ ১৫৮৫
ঐ যে ভাণ্ডারী গ্রাম যমুনার পার।
উহা মুঞ্জাটবী সব লোকেতে প্রচার ॥ ১৫৮৬
অহে শ্রীনিবাস, এই দেই তপোবন।
এইখানে কৈল তপ গোপকন্যাগণ ॥ ১৫৮৭
দেখ গোপীঘাট এথা গোপীগণ আইলা।
যমুনা-স্নানেতে অতি উল্লসিত হৈলা ॥ ১৫৮৮
এই চীরঘাট এথা গোপকন্যাগণ।
কাত্যায়নী পূজিয়া সবার হর্ষ মন ॥ ১৫৮৯
পরিধেয় বস্ত্র রাখি যমুনার কূলে।
স্নান করিবারে সবে প্রবেশিলা ॥ জলে ॥ ১৫৯০

যথায় মদীশ্বরী রসময়ী প্রিয়তমা রাধা কৌতুহলবশতঃ মল্লবেশ ধারন পূর্বক নিজপ্রিয় সখীগনকে মল্লবেশে সুসজ্জিত করিয়া গর্বিত হইয়াছিলেন এবং মল্লবেশধারী বকারি কৃষ্ণ সহ আনন্দভরে মল্লযুদ্ধ করতঃ মদনের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেনঃ সেই ভাণ্ডীরকে ভজনা করি ॥১৫৮২

অলক্ষিতে সবাকার বস্ত্র চুরি করি।
নীপবৃক্ষ-উপরে কৌতুক দেখে হরি ॥ ১৫৯১
গোপকন্যাগণ মহালজ্জিত হইয়া।
কৃষ্ণকে মাগেন বস্ত্র জলেতে রহিয়া ॥১৫৯২
নিজ মনোবৃত্তি কৃষ্ণ করিয়া প্রকাশ।
দিলেন সবারে বস্ত্র হইয়া উল্লাস ॥ ১৫৯৩
বস্ত্র পরিলেন হর্ষে গোপকন্যাগণ।
নিজ-নিজ-আত্মা কৃষ্ণে করি সমর্পণ ॥ ১৫৯৪
এই 'নন্দঘাট' দেখ—নন্দাদিক এথা।
করিলা যমুনাস্নান ইথে বহু কথা ॥ ১৫৯৫
একাদশী নিরাহার করি দ্বাদশীতে।
স্নানহেতু প্রবেশয়ে কালিন্দী-জলেতে ॥ ১৫৯৬
বরুণের দূত নন্দে হরিয়া লইল।
কৃষ্ণ তথা হৈতে নন্দে কৌতুক আনিল ॥১৫৯৭
অহে শ্রীনিবাস এথা নন্দ ভয় পাইলা।
তেঞি 'ভয়'-নামে গ্রাম ব্রজে বসাইলা ॥১৫৯৮
এত কহি চলিলেন 'ভয়'-গ্রাম হৈতে।
পরিক্রমা-মধ্যে যে যে স্থান তা দেখিতে ॥ ১৫৯৯
শ্রীনিবাসে কহে—এই দেখ বৎসবন।
এথা চতুর্মুখ হরিলেন বৎসগণ ॥ ১৬০০

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৬তম-শ্লোকঃ—
দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতিমহিমোদ্রেকমুৎকেন ধাত্রা
বৎসব্রাতে দ্রুতমপহৃতে বৎসপালোৎকরে চ।
তত্তদ্রূপো হরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎপ্রসূনাং
মোদং চক্রেঽশনমপি ভজে বৎসহারস্থলীং তাম্ ॥

এই যে উনাই-গ্রাম,—এথা সখা সঙ্গে।
বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণ ভুঞ্জে নানা রঙ্গে ॥ ১৬০২
এই বালহারা-নাম গ্রাম—এইখানে।
বালকাদি হরে চতুর্মুখ হর্ষমনে ১৬০৩
পরিশ্রম নাম স্থান দেখহ এথাতে।
চতুর্মুখ ছিলা কৃষ্ণে পরীক্ষা করিতে ॥ ১৬০৪
সেই-স্থান-নাম এ সকল লোকে জানে।
কৃষ্ণের মায়াতে ব্রহ্মা মোহিত এখানে ॥ ১৬০৫
শিশু বৎস হরি ব্রহ্মা রাখি সঙ্গোপনে।
সেই শিশু বৎস দেখে কৃষ্ণ সন্নিধানে ॥১৬০৬
সেই এই, এই সেই বলে বার-বার।
এই হেতু সেই নাম হৈল সে ইহার ॥ ১৬০৭
'এচোমুহা'-গ্রামে ব্রহ্মা আসি কৃষ্ণপাশে
করিল কৃষ্ণের স্তুতি অশেষে বিশেষে ॥ ১৬০৮

তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৭তম-শ্লোকঃ—
বাচং বৎসকবৎসপালহৃতিতো জাতাপরাধাদ্ভয়ৈ-
র্ব্রহ্মা সাশ্রমপূর্বপদ্যনিবহৈর্যস্মিন্নিপত্যাবনৌ।
তুষ্টাবাদ্ভুতবৎসপঃ ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্
স্মেরং ভীরুচতুর্মুখাখ্যমনিশং সেব্যং প্রদেশং নুমঃ।

অঘাসুর বধে কৃষ্ণ এই সর্পস্থলী।
'অঘবন'-নাম, লোকে কহয়ে সাপৌলী ॥ ১৬১০

যে স্থানে নিজ প্রভুর মহিমার আতিশয্য প্রত্যক্ষ করিয়া কৌতহলাক্রান্ত ব্রহ্মা গো বৎসসমূহ ও গোপালবৃন্দকে দ্রুত অপহরণ করিলে শ্রীহরি সেই গো-গোপরূপ ধারন করতঃ যে সকল গো-গোপজননীগনের আনন্দ প্রদান ও সেই সেই মাতৃগন প্রদত্ত ভক্ষ্যদ্রব্য ভোজন করিয়াছিলেন; সেই বৎসহরন স্থানের ভজন করি ॥১৬০১

বৎস্য ও বৎস্য পালকগনের অপহরনজাত অপরাধের অতিভয়ে সাশ্রুনেত্রে ব্রহ্মা পৃথিবীর যে স্থানে পতিত হইয়া অপরূপ বৎস পালক ঈষৎ হাস্য বদন ব্রজেন্দ্র নন্দনকে অপূর্ব স্তুতি বাক্যের দ্বারা স্তব করিয়াছিলেন সেই ভীরু চতুর্মুখ নামক প্রদেশকে বন্দন করিতেছি ॥১৬০৯

তথাহি —তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৯৫ তম শ্লোকঃ

প্রাণপ্রেষ্ঠবয়স্যবর্গমুদরে পাপীয়সোঽঘাসুর।
স্থারণ্যোদ্ভটপাবকোৎকটবিবৈর্দৃষ্ট্বা প্রবিষ্টং পুরঃ।
ব্যগ্রঃ প্রেক্ষ্য রুষা প্রবিশ্য সহসা হত্বা খলং তং বলী
যত্রৈনং নিজমাররক্ষ মুরজিৎ সা পাতু সর্পস্থলী
১৬১১

এথা পুষ্প বর্ষে দেব, জয়ধ্বনি করে।
এ হেতু জয়ন্ত-গ্রাম কহয়ে ইহারে॥ ১৬১২

সবে কহে অঘাসুর বধে এ সিয়ান।
তেঞিত্র সোয়ানো-গ্রাম সেহানা-আখ্যান
॥ ১৬১৩

এই দেখ তরোলী, বরোলী গ্রামদ্বয়।
পূর্বে গোপকৃত নাম সকলে কহয়॥ ১৬১৪
অহে শ্রীনিবাস! আর দেখ রম্যস্থান।
এথা বিহরয়ে নন্দপুত্র ভগবান্॥ ১৬১৫
এত কহি কৃষ্ণকুণ্ডটীলায় চড়িয়া।
চতুর্দিকে চাহে মহা প্রফুল্লিত হৈয়া॥ ১৬১৬
শ্রীনিবাসে কহে—দেখ 'মঘেরা' এ গ্রাম।
পূর্বে জানাইল 'মধহেরা হয় নাম॥ ১৬১৭
অহে দেখ তমালকানন ঐখানে।
বাড়ে মহারঙ্গ রাধাকৃষ্ণের মিলনে॥ ১৬১৮
এত কহি কৌতুকে নামিয়া টীলা হৈতে।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে পরম স্নেহেতে॥ ১৬১৯

এ আটস্যু-গ্রামে মহা কৌতুক হইল।
অষ্টবক্রমুনি এথা তপস্যা করিল॥ ১৬২০
এই শক্রস্থান এবে শকরোয়া কয়।
ব্রজে বৃষ্টি করি শক্র এথা পাইল ভয়॥ ১৬২১
এই বরাহর-গ্রামে বরাহরূপেতে।
খেলাইলা কৃষ্ণ প্রিয় সখার সহিতে॥ ১৬২২
দেখ হরাসলী-গ্রাম অহে শ্রীনিবাস।
এই রাসস্থলী—কৃষ্ণ এথা কৈল রাস॥ ১৬২৩
তথাহি তত্রৈব ব্রজবিলাসে ৬৩তম শ্লোকঃ—
বৈদগ্ধ্যোজ্জ্বলবল্লববধূবর্গেণ নৃত্যন্নসৌ
হিত্বা তং মুরজিদ্রহসি শ্রীরাধিকাং মণ্ডয়ন্।
পুষ্পালঙ্কৃতিসঞ্চয়েন রমতে যত্র প্রমোদোৎকরৈ-
স্ত্রৈলোক্যাদ্ভুতমাধুরীপরিবৃতা সা পাতু রাসস্থলী
॥১৬২৪

এত কহি শ্রীনিবাস-নরোত্তমে লৈয়া।
পুনঃ নন্দঘাটে আইলা মহা হর্ষ হৈয়া॥ ১৬২৫
শ্রীনিবাস কহে—এই নির্জন এথাতে।
শ্রীজীব ছিলেন অতি অজ্ঞাতরূপেতে॥ ১৬২৬
কহি সে প্রসঙ্গ—একদিন বৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ লিখেন গ্রন্থ বসিয়া নির্জনে॥ ১৬২৭
গ্রীষ্ম-সময়েতে স্বেদ ব্যাপয়ে অঙ্গেতে।
শ্রীজীব বাতাস করে রহি একভিতে॥১৬২৮
যৈছে রূপগোস্বামীর সৌন্দর্যাতিশয়।
তৈছে শ্রীজীবের শোভা, যৌবন সময়॥ ১৬২৯

যে স্থানে অগ্রে স্থিত পাপিষ্ঠ অঘাসুরের ভীষণ দাবানলের ন্যায় প্রবল বিষে বিষাক্ত উদরে প্রবিষ্ট প্রাণপ্রিয় বয়স্যগণকে ব্যগ্র দেখিয়া বলরাম মুরারি ক্রোধে সবেগে প্রবেশ করতঃ সেই দুষ্টকে বধ করিয়া নিজ শ্রেষ্ঠ বর্গকে সম্যকভাবে রক্ষা করিয়াছিলেন; সেই সর্পস্থলী আমার রক্ষা করুন ॥১৬১১

শ্রীকৃষ্ণ চাতুর্য্যবশতঃ উজ্জ্বল মনোহর গোপবধূ বর্গসহ নৃত্য করিতে করিতে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করতঃ যে স্থানে প্রেমভাবে পুষ্প। লতার সমূহের দ্বারা শ্রীরাধিকাকে ভূষিত করিয়া বিবিধ প্রমোদ ক্রীড়া করেন। সেই ত্রিলোক অদ্ভুত মাধুরী পরিবৃত রাসস্থলী আমাদের পোষন করুন ॥১৬২৪

কেবা না করয়ে সাধ শ্রীরূপে দেখিতে।
শ্রীবল্লভভট্ট আসি মিলিলা নিভৃতে॥ ১৬৩০
ভক্তিরসামৃতগ্রন্থ-মঙ্গলাচরণ।
দেখি ভট্ট কহে—ইহা করিব শোধন॥ ১৬৩১
এত কহি গেলা স্নানে যমুনার কূলে।
শ্রীজীব চলিলাজল আনিবার ছলে॥ ১৬৩২
শ্রীবল্লভ সহ তাঁর নাহি পরিচয়।
'মঙ্গলাচরণে কি সন্দেহ?'—জিজ্ঞাসয়॥ ১৬৩৩
শুনি শ্রীবল্লভভট্ট যে কিছু কহিল।
শ্রীজীব সে সব শীঘ্র খণ্ডন করিল॥ ১৬৩৪
প্রসঙ্গে হইল নানা শাস্ত্রের বিচার।
শ্রীজীবের বাক্য ভট্ট নারে খণ্ডিবার॥ ১৬৩৫
কতক্ষণ করি চর্চা, চর্চাসমাধিয়া।
শ্রীরূপের প্রতি ভট্ট কহে পুনঃ গিয়া॥ ১৬৩৬
'অলপ বয়স যে ছিলেন তোমা পাশে।
তাঁর পরিচয় হেতু আইনু উল্লাসে॥ ১৬২৭
শ্রীরূপ কহেন—কিবা দিব পরিচয়।
জীবনাম, শিষ্য মোর ভ্রাতার তনয়॥ ১৬২৮
এই কথো দিন হৈল আইলা দেশ হৈতে।
শুনি ভট্ট প্রশংসা করিল সর্বমতে॥ ১৬৩৯
রূপ সমাদরে ভট্ট করিলা গমন।
শ্রীজীব যমুনা হৈতে আইলা সেইক্ষণ॥ ১৬৪০
শ্রীরূপ কহেন শ্রীজীবেরে মৃদুভাষে।
মোর কৃপা করি ভট্ট আইল মোর পাশে॥১৬৪১
মোর হিত লাগি গ্রন্থ শুধিব কহিলা।
এ অতি অলপ বাক্য সহিতে নারিলা॥ ১৬৪২
তাহে পূর্ব দেশ শীঘ্র করহ গমন।
মন স্থির হইলে আসিবা বৃন্দাবন॥ ১৬৪৩
গোস্বামীর আজ্ঞায় চলিলা পূর্বপানে।
কথো দূরে মন স্থির কৈলা সাবধানে॥ ১৬৪৪

গোস্বামীর আজ্ঞা নাই নিকটে আসিতে।
এহেতু আইলা এথা নির্জন বনেতে॥ ১৬৪৫
রহি পত্রকুটীরে খেদিত অতিশয়।
কভু কিছু ভুঞ্জে কভু উপবাস হয়॥ ১৬৪৬
দেহ হৈতে প্রাণ ভিন্ন করিয়া ত্বরিতে।
প্রভু পাদপদ্ম পাব—এই চিন্তা চিতে॥ ১৬৪৭
অকস্মাৎ সনাতনগোস্বামী আইলা।
গ্রামিলোক আগুসরি গ্রামে লৈয়া॥ ১৬৪৮
পরম উল্লাসে বসাইয়া গোস্বামীরে।
জিজ্ঞাসি কুশল পুনঃ কহে ধীরে ধীরে॥ ১৬৪৯
অলপ বয়স এক তপস্বী সুন্দর।
কথো দিন হৈল রহে এ বন ভিতর॥ ১৬৫০
ভুঞ্জাইতে যত্ন করি অনেক প্রকার।
কভু ফল মূল ভুঞ্জে কভু নিরাহার॥ ১৬৫১
বহু যত্নে কিঞ্চিৎ গোধূমচূর্ণ লৈয়া।
করয়ে ভক্ষণ তাহা জলে মিশাইয়া॥ ১৬৫২
ঐছে শুনি জানিল—আছয়ে জীব এথা।
বাৎসল্যে হইয়া আর্দ্র চলিলেন তথা॥ ১৬৫৩
শ্রীজীব ছিলেন পত্রকুটীরে বসিয়া।
গোস্বামীরদর্শনে ধরিতে নারে হিয়া॥ ১৬৫৪
লোটাইয়া পড়ে গোস্বামীর পদতলে।
শ্রীজীবের চেষ্টা দেখি বিস্মিত সকলে॥ ১৬৫৫
স্নেহাবেশে সনাতন জিজ্ঞাসিল যাহা।
শ্রীজীব সংক্ষেপে ক্রমে নিবেদিল তাহা॥ ১৬৫৬
শুনি শ্রীগোস্বামী জীবে রাখি সেইখানে।
গ্রামিলোকে প্রবোধি গেলেন বৃন্দাবনে॥ ১৬৫৭
গোস্বামীর গমন শুনিয়া সেইক্ষনে।
শ্রীরূপ গেলেন গোস্বামীর দরশনে॥ ১৬৫৮
গোস্বামী শ্রীরূপ জিজ্ঞাসেন সমাচার।
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অপেক্ষা কি আর॥ ১৬৫৯

শ্রীরূপ কহেন প্রায় হইল লিখন।
জীব রহিলেই শীঘ্র হইত শোধন ॥ ১৬৬০
গোস্বামী কহেন জীব জীয়া মাত্র আছে।
দেখিনু তাহার দেহ বাতাসে হালিছে ॥ ১৬৬১
ঐছে কতি জীবের বৃত্তান্ত জানাইল।
শ্রীরূপ জীবে সেইক্ষনে আনাইল ॥ ১৬৬২
শ্রীজীবের দশা দেখি শ্রীরূপ গোঁসাই।
করিলেন শুশ্রূষা কৃপার সীমা নাই ১৬৬৩
শ্রীজীবের আরোগ্য সবার হর্ষ মন।
দিলেন সকল ভাররূ সনাতন ॥ ১৬৬৪
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন অনুগ্রহ হৈতে
শ্রীজীবের বিদ্যাবল ব্যাপিল জগতে ॥ ১৬৬৪
বৃন্দাবনে আইলা দিগ্বিজয়ী এক জন।
বহুলোক সঙ্গে সর্বশাস্ত্র বিচক্ষণ ॥ ১৬৬৬
তেঁহ কহে যদি চর্চা না পার করিতে।
তবে মোর জয়পত্রী পাঠাহ ত্বরিতে ॥ ১৬৬৭
শুনিয়া শ্রীজীব শীঘ্র পত্রী পাঠাইল।
পত্রীপাঠে দিগ্বিজয়ী পরাভব হৈল ॥১৬৬৮
ঐছে দর্প করি যত দিগ্বিজয়ী আইসে।
পরাভব হইয়া পলায় নিজ দেশে ॥ ১৬৬৯
শ্রীজীবের প্রভাব কহিতে নাহি পার।
কহে শ্রীনিবাস,—এই কুটীর তাঁহার ॥১৬৭০
ঐছে কত কহিয়া যমুনা পার হৈলা।
খুরুখুরু গ্রামে আসি সে দিন রহিলা ॥ ১৬৭১

তথা যৈছে কৃষ্ণ প্রসন্ন দেবগণে।
তাহা জানাইলা শ্রীনিবাস নরোত্তমে ॥
তথা হৈতে দূরস্থ গ্রামেও দেখাইল।
যথা যে বিলাস তাহা সংক্ষেপে কহিল ॥১৬৭৩
খুরুখুরু হৈতে করি প্রভাতেগমন।
শ্রীনিবাসে কহে, দেখ ভদ্রবন ॥১৬৭৪
কৃষ্ণপ্রিয় হয় ভদ্রবন-গমনেতে।
নাকপৃষ্ঠ লোক প্রাপ্তি বন প্রভাবেতে ॥ ১৬৭৫

তথাহি আদিবারাহে

অস্তি ভদ্রবনং নাম ষষ্ঠঞ্চ বনমুত্তমম্।
তত্র গত্বা চ বসুধে মদ্ভক্তো মৎপরায়ণঃ।
তদ্বনস্য প্রভাবেন নাকলোকংস গচ্ছতি ॥ ১৬৭৬

পরম নির্জন দেখ এ ভাণ্ডীর-বনে।
নানা খেলা খেলে রামকৃষ্ণ সখা-সনে ॥ ১৬৭৭
যোগিগণপ্রিয় এ ভাণ্ডীরবন হয়।
দর্শনমাত্রেতে গর্ভযাতনা ঘুচয় ॥ ১৬৭৮
সর্ববনোত্তম এ ভাণ্ডীর—শাস্ত্রে কহে।
এথা বাসুদেবদৃষ্টে পুনর্জন্ম নহে ॥ ১৬৭৯
ভাণ্ডীরে নিয়ত স্নানাদিক করে যে।
সর্বপাপমুক্ত ইন্দ্রলোকে যায় সে ১৬৮০

তথাহি আদিবারাহে—

একাদশং ভাণ্ডীরং যোগিনাং প্রিয়মুত্তমম্।
তস্য দর্শনমাত্রেণ নরো গর্ভং ন গচ্ছতি ॥ ১৬৮১

হে বসুধে! ভদ্রবন নামে ষষ্ঠ উত্তম বন রহিয়াছে। তথায় গমন করিলে আমার ভক্ত মৎপরায়ন হয় এবং সেই বনের প্রভাবে ভক্ত স্বর্গে গমন করে ॥১৬৭৬

একাদশ ভাণ্ডীর বন যোগিগনের প্রিয় ও উত্তম, তাঁহার দর্শনে লোকে গর্ভে প্রবিষ্ট হয় না ॥১৬৮১

ভাণ্ডীরং সমনুপ্রাপ্য বনানাং বনমুত্তমম্
বাসুদেবং ততো দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬৮২
তস্মিন্ ভাণ্ডীরকে স্নাতো নিয়তো নিয়তাশনঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্ত ইন্দ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৬৮৩
সখাসহ শ্রীকৃষ্ণ ভাণ্ডীরে খেলাইয়া।
ভুঞ্জে নানা সামগ্রী এ ছায়ায় বসিয়া ॥১৬৮৪
এ হেতু ছাহেরী নাম গ্রাম এই হয়।
যমুনা নিকট স্থান দেখ শোভাময় ॥১৬৮৫
এই মাঠগ্রাম—মহা আনন্দ এখানে।
নানা ক্রীড়া করে রাম-কৃষ্ণ সখাসনে ॥১৬৮৬
মৃত্তিকা নির্মিত বৃহৎপাত্র—মাঠ নাম।
মাঠোৎপত্তি প্রশস্ত—হেতু মাঠ গ্রাম ॥১৬৮৭
দধিমন্থনাদি, লাগি ব্রজবাসিগণ।
লয়েন অসংখ্য মাঠ—ঐছে সবে কন ॥১৬৮৮
রামকৃষ্ণ সখাসহ এ বিল্ববনে'তে।
পক্ক বিল্বফল ভুঞ্জ মহাকৌতুকেতে ॥১৬৮৯
দেবতা-পূজিত বিল্ববন শোভাময়।
এ বন-গমনে ব্রহ্মলোকে পূজ্য হয় ॥১৬৯০
তথাহি আদিবারাহে—
বনং বিল্ববনং নাম দশমং দেবপূজিতম্।
তত্র গত্বা তু মনুজো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৬৯১
বিল্ববনে শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডে যে করে স্নান।
সর্বপাপে মুক্ত সে পরম ভাগ্যবান্ ॥ ১৬৯২
দেখ অতি পূর্বে এই ধারা যমুনার।
মান-সরোবর ছিলা যমুনা-ওপার ॥ ১৬৯৩
এবে হইলেন যমুনার ধারাদ্বয়।
মধ্যে মান-সরোবর অতি শোভাময় ॥ ১৬৯৪
এই আর দেখ এ প্রদেশে নানা গ্রাম।
কৃষ্ণলীলাস্থলী এ সকল অনুপম ॥ ১৬৯৫
অহে শ্রীনিবাস! এই দেখ লোহবন।
লোহবনে কৃষ্ণের অদ্ভুত গোচারণ ॥ ১৬৯৬
নানাপুষ্প সুগন্ধে ব্যাপিত রম্যস্থান।
এ লোহজঙ্ঘাসুরে বধে ভগবান্ ॥১৬৯৭
লোহজঙ্ঘাবন নাম হয়ত ইহার।
এ সর্বপাতক হৈতে করয়ে উদ্ধার ॥ ১৬৯৮
তথাহি আদিবারাহে—
লোহজঙ্ঘবনং নাম লোহজঙ্ঘেন রক্ষিতম্।
নবমন্তু বনং দেবি সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৬৯৯
দেখ এ প্রদেশে নানাস্থান মনোহর।
সর্বত্র বিহরে সদা নন্দের কুমার ॥ ১৭০০
এত কহি সর্বত্র করিল দর্শন।
কৃষ্ণ-বলরাম নৃসিংহাদি মূর্তিগন ॥ ১৭০১
যমুনা নিকট যাই শ্রীনিবাসে কয়।
এই ঘাটে কৃষ্ণ নৌকা-ক্রীড়া আরম্ভয় ॥১৭০২
সে অতি কৌতুক রাই সখীর সহিতে।
দুগ্ধাদি লইয়া আইসেন পার হৈতে ॥ ১৭০৩
দেখি সে অপূর্ব শোভা কৃষ্ণ মুগ্ধ হৈয়া।
এক ভিতে রহে জীর্ণ নৌকা লৈয়া ॥ ১৭০৪
শ্রীরাধিকা সখীসহ কহে বারে বারে।
পার কর নাবিক—যাইব শীঘ্র পারে ॥ ১৭০৫

সকল বনের উত্তম ভাণ্ডীর বনে গমন করিয়া বাসুদেবকে দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না ॥১৬৮২

সংজিতেন্দ্রিয় ও সংযতাহারী হইয়া সেই ভাণ্ডীর বনে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া ইন্দ্রলোকে গমন করে ॥১৬৮৩

দেবগন পূজিত বিল্ববন নামক দশমবনে গমন করিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় ॥১৬৯১

হে দেবি! লোহজঙ্ঘ কর্তৃক রক্ষিত লোহজঙ্ঘ নামক নবম বন সর্ব্বপাতক নাশ করে ॥১৬৯৯

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাং নৌক্রীড়ায়াং ২৬৯তম-
শ্লোকঃ—

কুরু পারং যমুনায়া মুহুরিতি
গোপীভিরুৎকরাহূতঃ
তরিতটকপটশয়ালুর্দ্বিগুণালস্যো হরির্জয়তি ॥১৭০৬

কতক্ষনে কৃষ্ণ চড়াইয়া সে নৌকায়।
কিছুদূর চালে অতি আনন্দহিয়ায় ॥ ১৭০৭

উপজিল যে কৌতুক কহিতে না পারি।
বর্ণিলেন কবিগন এ রঙ্গ বিস্তারি ॥ ১৭০৮

তথাহি শ্রীপদ্যাবলাং তত্রৈব ২৭২ তম ও ২৭৪-তম
৭৬তম শ্লোকঃ

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীবগভীরনীরা
বালা বয়ং সকলমিথমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং
যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ ॥ ১৭০৯
বাচা তবৈব যদুনন্দন গব্যভারো-
হারোঽপি বারিণি ময়া সহসা বিকীর্ণঃ।
দূরীকৃতঞ্চ কুচয়োনয়োরস্তু কূলং
কূলং কলিন্দদুহিতুর্ন তথাপদূরম্ ॥ ১৭১০
পয়ঃপূরৈঃ পূর্ণা সপদি গতঘূর্ণা চ পবনৈ-
র্গভীরে কালিন্দীপয়সি তরিরেষা প্রবিশতি।
অহো মে দুর্দৈবং পরমকুতুকাক্রান্তহৃদয়ো-
হরির্বারংবারং তদপি করতালীং রচয়তি ॥ ১৭১১
পানীয়সেচনবিধৌ মম নৈব পাণী
বিশ্রাম্যতস্তদপি তে পরিহাসবাণী।
জীবামি চেৎ পুনরহং ন তদা কদাপি
কৃষ্ণ ত্বদীয়তরণৌ চরনৌ দদামি ॥ ১৮১২

মহাবনে গিয়া শ্রীপণ্ডিত মহাবেশে।
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে মৃদুভাষে ॥ ১৭১৩
দেখ নন্দ-যশোদা আলয় মহাবনে।
এথা যে যে রঙ্গ তা কে বর্নিতে জানে ॥ ১৭১৪
এথা দেখ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের জন্মস্থল।
পুত্রমুখ দেখি এথা নন্দাদি বিহ্বল ॥ ১৭১৫
ব্রজ-গোপ গোপী ধাই আইসে এ অঙ্গনে।
পুত্রজন্ম-উৎসব হইল এইখানে ॥ ১৭১৬
বহু দান কৈল নন্দ পুত্র কল্যাণেতে।
পরম অদ্ভুত সুখ ব্যাপিল জগতে ॥ ১৭১৭

গোপীগন কর্তৃক "যমুনা পার কর বলিয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান, নৌকার উপর কপট নিদ্রিত, দ্বিগুন আলস্য প্রকাশকারী শ্রীহরি জয়যুক্ত হউন ॥১৭০৬

জীর্ণতরী, নদী অতিব গভীর, আমরা বালিকা অনেক প্রকারে অনিষ্টের কারন ঘটিয়াছে, কিন্তু হে মাধব! ক্ষীনকটি গোপবালা গনের উদ্ধারের কারন, তুমি এখন আমাদের কর্ণধার

হে যদুনন্দন! তোমারই বাক্যে আমি গব্যভার ও হার ও জলে ক্ষেপন করিয়াছি- কুচদ্বয়ের বস্ত্র দুর করিয়াছি, তথাপি যমুনা কূলবর্ত্তী হইল না। তরী জলে পরিপূর্ণ ও বাতাসে ঘূর্নিত হইয়া তৎক্ষনাৎ যমুনার জলে প্রবীষ্ট হইবে। হায়! আমার কি দুদৈব!.. এমতাবস্থায় পরম কুতুহলাক্রান্ত হরি বারংবার করতালি প্রদান, করিতেছেন। আমার করদ্বয় জলসেচন কার্য্যে বিরাম নাই। তথাপি তোমার পরিহাসের বিরাম নাই। হে কৃষ্ণ! যদি বাঁচি, তবে আর কখন ও তদীয় তরনীতে আমার চরন স্থাপন করিব না ॥১৭০৯-১৭১২

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৯তম শ্লোকঃ—

আবির্ভাবমহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল-
শ্রেণীবিভ্রমমণ্ডিতে নবগবীলক্ষে দদৌ দ্বে মুদা।
দিব্যালঙ্কৃতিরত্নপর্বততিলপ্রস্থাদিকং চাদরা-
দ্বিপ্রেভ্যঃ কিল যত্র স ব্রজপতির্বন্দে বৃহৎকাননম্॥

শ্রীস্তবমালা-গীতাবল্যাং প্রথমং নন্দোৎসবে ভৈরবঃ

পুত্রমুদারমসূত যশোদা।

সমজনি বল্লবততিরতিমোদা॥ধ্রুং॥১৭১৯
কোঽপ্যুপনয়তি বিবিধমুপহারম্।
নৃত্যতি কোঽপি জনো বহুবারম্॥১৭২০
কোঽপি মধুরমুপগায়তি গীতম্।
বিকিরতি কোঽপি সদধি নবনীতম্॥১৭২১
কোঽপি তনোতি মনোরথপূর্তিম্।
পশ্যতি কোঽপি সনাতনমূর্তিম্॥১৭২২

পুনস্তত্রৈ আশবরী

বিপ্রবৃন্দমদ্ভুতলঙ্কৃতি গোধনৈরপি পূর্ণম্।
গায়নানপি মদ্বিধান্ ব্রজনাথ তোষয় তূর্ণম্॥১৭২৩
সুন্দরাদ্ভুতসুন্দরোঽজনি নন্দরাজ তবায়ম্।
দেহি গোষ্ঠজনায় বাঞ্ছিতমুৎসবোচিতমেদায়ম্
তাবকাত্মজবীক্ষনক্ষননন্দি মদ্বিধচিত্তম্।
যন্ন কৈরপি লব্ধমর্থিভিরেতদিচ্ছতি বিত্তম্॥১৭২৪
শ্রীসনাতনচিত্তমানসকেলিনীলমরালে
মাদৃশাং রতিরত্র তিষ্ঠতি সর্ব্বদা তব বালে॥১৭২৫
অহে শ্রীনিবাস, এথা সুখের অবধি।
কৈল কৃষ্ণজন্মের লৌকিক যে যে বিধি॥১৭২৭
এই দেখ নন্দের গোশালা-স্থান এথা
গর্গাচার্যে নন্দ জানাইল মনঃকথা॥১৭২৮
কংসভয়ে গর্গ রামকৃষ্ণের গোপনে।
কৈল নামকরন এথাই হর্ষমনে॥১৭২৯
পূতনা বধিল এথা ব্রজেন্দ্রকুমার।
এইখানে অগ্নিক্রিয়া হৈল পূতনার।১৭৩০
ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রহিয়া শয়নে।
শকট ভঞ্জন করিলেন এইখানে॥১৭৩১
উত্তান শয়নে কৃষ্ণ শোভা অতিশয়।
শৈশবে অদ্ভুত লীলা দেখিতে বিস্ময়॥১৭৩২

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাং শ্রীকৃষ্ণশৈশবে ১০০তম শ্লোকঃ

অতিলোহিতকরচরনং মঞ্জুল গোরোচনালসত্তিলকম্
হঠপরিবর্তিতকটং মুররিপুমুত্তানশায়িনং বন্দে।

যেখানে ব্রজরাজনন্দ কৃষ্ণের জন্মোৎসবে স্বর্ণ গ্রথিত বিশাল মুক্তাশ্রেনীতে শোভিত অষ্টাদশ লক্ষ গাভী, মনোহর অলঙ্কার রাশি ও তিলপ্রস্থাদি বিপ্রগনকে দান করিয়াছিলেন; সেই মহাবনকে বন্দনা করি।১৭১৮

যশোমতী মনোজ্ঞ পুত্র প্রসব করিলে, গোপগন পরমানন্দিত হইলেন। কোন গোপ বিবিধ উপহার প্রদান করিলেন। কেহ বা বহুবার নৃত্য করিলেন কেহ বা মধুর গীত গাহিতে লাগিলেন, কেহ বা দধি ও নবনীত বিতরন করিতেছেন; কেহ বা প্রার্থী জনের অভিলাশ পূরন করিলেন, কেহ বা কৃষ্ণের নিত্য চিন্ময় রূপ দর্শন করিতেছেন।১৭১৯-১৭২২

কৃষ্ণের জন্ম উৎসবে বিপ্রগন গোধন দ্বারা পূর্ণভাবে অলঙ্কৃত রহিয়াছেন, হে ব্রজনাথ! আমাদের মত গায়ক গনের সন্তুষ্ট করুন। হে নন্দরাজ! আপনার পরম সুন্দর পুত্র জন্মিয়াছে। গোষ্ঠবাসীগনের উৎসবাহরূপ দানে প্রার্থনা পূর্ণ কর। মাদৃশ চিত্ত তোমার পুত্র দর্শনানন্দে আনন্দিত। অন্য কোন প্রার্থী যাহা পায় নাই; তাহাই আমার চিত্ত আকাঙ্খা করিতেছে। শ্রীসনাতনের চিত্তরূপ মানস সরোবরে কেলিপরায়ন নীল মরাল, তোমার এই পুত্রে সর্বদা আমার রতি হউক।১৭২৩-১৭২৬

এথা কৃষ্ণচন্দ্র চড়ি মায়ের ক্রোড়েতে।
স্তনদুগ্ধ পিয়ে মহা অদ্ভুত ভঙ্গিতে ॥১৭৩৪
যশোদা কৃষ্ণের মুখ করি নিরীক্ষন।
আনন্দে বিহ্বল হৈলা পিয়ায়েন স্তন ॥১৭৩৫

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩১ তম শ্লোকঃ—
অর্দ্ধোন্মীলিতলোচনস্য পিবতঃ পর্য্যাপ্তমেকং স্তনং
সদ্যঃপ্রস্নুতদুগ্ধদিগ্ধমপরং হস্তেন সংমার্জ্জতঃ।
মাত্রা চাঙ্গুলিলালিতস্য বদনে স্মেরায়মানে মুহু-
র্বিষ্ণোঃ ক্ষীরকণোরুধামধবলা দন্তদ্যুতিঃ পাতু বঃ
এথা কৃষ্ণ যশোদা আকর্ষে মহাসুখে।
হামাগুড়ি যান কি মধুর হাসি মুখে ॥১৭৩৭

তথাহি শ্রীপদ্যাবল্যাং তত্রৈব ১৩২ তম শ্লোকঃ—
গোষ্ঠেশ্বরীবদনফুৎকৃতিলোলনেত্রং
জানুদ্বয়েন ধরণীমনুসঞ্চরন্তম্।
কিঞ্চিন্নবস্মিতসুধামধুরাধরাভং
বালং তমালদলনীলমহং ভজামি ॥১৭৩৮
এথা কৃষ্ণে গোপীগন জিজ্ঞাসয়ে যাহা।
অঙ্গুলি নির্দেশে কৃষ্ণ দেখায়েন তাহা ॥১৭৩৯

তথাহি তত্রৈব ১৩৩ তম শ্লোকঃ—
ক্বাননং ক্ব নয়নং ক্ব নাসিকা
ক্ব শ্রুতিঃ ক্ব চ শিখেতি দেশিতঃ।
তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলি দলো
বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ ॥১৭৪০

এথা কৃষ্ণ ধূলায় ধূসর হৈয়া হাসে।
দেখি মাতা পুত্রে কত কহে মৃদুভাষে ॥ ১৭৪১

তথাহি তত্রৈব ১৩৪তম শ্লোকঃ—
ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতং চানুলেপনম্।
ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলিধূসরিতং বপুঃ ॥ ১৭৪২
পরমসুন্দর কৃষ্ণ বসি এইখানে।
দুগ্ধপান লাগি চাহে জননীর পানে ॥ ১৭৪৩
এথা তৃণাবর্ত্ত দুষ্ট কৃষ্ণেরে লইয়া।
উঠিল আকাশে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৭৪৪
পরম কৌতুকে কৃষ্ণ চাহি চারি পাশে।
তৃণাবর্ত্তে বধে এই কংসের আবাসে ॥ ১৭৪৫
এথা কৃষ্ণ মৃত্তিকা-ভক্ষণ কৈল সুখে।
ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল কৃষ্ণমুখে ॥১৭৪৬

অতি রক্তবর্ণ হস্তপদ, সুন্দর গোরচনা রচিত তিলক শোভিত উর্দ্ধমুখ শয়নকারী মুরারী শকট উল্টাইয়া ফেলিয়া ছিলেন তাঁহাকে বন্দনা করি ॥১৭৩৩

অর্দ্ধেক উন্মিলিত নয়নে কৃষ্ণ মাতৃস্তন পর্য্যাপ্তভাবে পান করিতেছেন; সেই সময়ে ক্ষরিত দুগ্ধসিক্ত অপর স্তনে হস্ত মার্জন করিতেছেন, জননী ও তাহাকে অঙ্গুলি দিয়া লালন করিতেছেন; কৃষ্ণ পুনঃ পুনঃ মধুর হাস্য করিতেছেন; কৃষ্ণের দন্ত সকল দুগ্ধ কনা জ্যোতিতে উজ্জ্বল প্রভায় ধবল; সেই দন্তচ্যুতি তোমাদিগকে পালন করুন ॥১৭৩৬

ব্রজেশ্বরীর বদনের ফুৎকারে চঞ্চল নয়ন, জানুদ্বয় দ্বারা ধরনীপৃষ্ঠে সঞ্চরনকারী কিঞ্চিত নূতন হাস্যামৃতে মধুর অধর শোভা বিশিষ্ট তমাল পত্রবৎ কৃষ্ণবর্ণ বালকে আমি ভজনা করি ॥১৭৩৮

তোমার বদন কোথায়? নয়ন কোথায়? নাসিকা কোথায়? কর্ণ কোথায়? শিখা কোথায়? এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু সেই সেই স্থানে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া গোপীগনকে আনন্দ প্রদান করিয়াছিলেন ॥১৭৪০

হে কৃষ্ণ! এখনি তোমার অঙ্গ প্রক্ষালিত করিয়া অনুলেপন প্রদত্ত হইয়াছে আর অধুনা তোমার দেহ ধূসরিত হইল ॥১৭৪২

এ-হেতু 'ব্রহ্মাণ্ডঘাট'-নাম সে ইহার।
দেখ যমুনার তীরশোভা চমৎকার॥ ১৭৪৭
যশোদা আনন্দে বসি গোপীগণ সনে।
দেখয়ে পুত্রের চারু-শোভা এ অঙ্গনে॥ ১৭৪৮

তথাহি তত্রৈব ১৩৫ শ্লোকঃ—
পঞ্চবর্ষমতিলোলমঙ্গনে ধাবমানমলকাকুলেক্ষণম্।
কিঙ্কিণী-বলয়-হার-নূপুরৈরঞ্জিতং নমত নন্দনন্দনম্ ॥ ১৭৪৯

শৈশবে তারুণ্য কৃষ্ণ প্রকাশয়ে যথা।
বর্ণে কবিগণ সুখে এ অদ্ভুত কথা॥ ১৭৫০

তথাহি তত্রৈব শৈশবেহপি তারুণ্যে ১৩৬তম-শ্লোকঃ—
অধরমধরে কণ্ঠং কণ্ঠে সুচারুদৃশোদৃ'শা-
বলিমলিকে দত্বা গোপীজনেন সসম্ভ্রমম্।
শিশুরিতি রুদন্ কৃষ্ণো বক্ষঃস্থলে নিহিতশ্চিরা-
ন্নিভৃতপুলকঃ স্মেরঃ পায়াৎ স্মরালসবিগ্রহঃ ॥ ১৭৫১

তত্রৈব ১৩৮তম-১৪০তম-শ্লোকাঃ—
বনমালিনি পিতুরঙ্কে রচয়তি বাল্যোচিতং চরিতম্।
নবনবগোপবধূটী স্মিতপরিপাটী পরিস্ফুরতি ॥ ১৭৫২
নীতং নবনবনীতং কিয়দিতি কৃষ্ণঃ যশোদয়া পৃষ্টঃ।
ইয়দিতি গুরুজনসবিধে বিধৃতধনিষ্ঠাপয়োধরঃ পায়াৎ॥ ১৭৫৩
ক যাসি ননু চৌরিকে প্রমুদিতং স্ফুট দৃশ্যতে,
দ্বিতীয়মিহ মামকং বহসি কঞ্চুকে কন্দুকম্।
ত্যজেতি নবগোপিকাকুচযুগং নিমথন্ বলা
ল্লসৎপুলকমণ্ডলো জয়তি গোকুলে কেশবঃ॥ ১৭৫৪
এথা কৃষ্ণ মনে বিচারয়ে মাতৃভয়।
নবনীত-চৌর্যেতে নিপুন অতিশয় ॥ ১৭৫৫

তত্রৈব ১৪১তম শ্লোকঃ
দূরদৃষ্টনবনীতভাজনং জানুচংক্রমণজাতসম্ভ্রমম্।
মাতৃভীতিপরিবর্তিতাননং কৈশবং কিমপি শৈশবং ভজে ॥ ১৭৫৬

পঞ্চ বর্ষ বয়সে অতি চঞ্চল, অঙ্গনে ভ্রমনকারী অলকারাশি দ্বারা আকুলিত নয়ন, কিঙ্কিনী-বলয়-হার-নূপুর দ্বারা শোভিত নন্দনন্দনকে প্রনাম কর ॥১৭৪৯

শিশু কাঁদিতেছে—এই বলিয়া কোন গোপী কর্ত্তৃক অধরে অধর, কণ্ঠে কণ্ঠ, অতি সুন্দর নয়নদ্বয়ঃ ললাটে ললাট দিয়া বক্ষঃস্থলে ব্যগ্র-তার সহিত বহুক্ষন স্থাপন করতঃ নিভৃত পুলকে ইষৎ হাস্যযুক্ত মদনাবেশে নিশ্চল দেহ কৃষ্ণ রক্ষা করুন ॥ ৭৫১

বনমালী পিতার কোলে বালক সুলভ চেষ্টা প্রদর্শন করিয়া নবনব গোপ বধূগনের মৃদু হাস্যের সৌষ্ঠব প্রকাশিত হইল। কতখানি নবনীত নিয়াছ—যশোদা ইহা জিজ্ঞাসা করিলে "এই পরিমান নিয়াছি"। গুরুজন সমক্ষে ইহা দেখাইবার জন্য ধনিষ্ঠার পয়োধরধর্‌তা কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ হে চৌরি কোথায় যাইতেছ? তোমার সুস্পষ্ট আনন্দ প্রকাশ পাইতেছে তোমার এই কাঁচুলি মধ্যে আমার দ্বিতীয় কন্দুকটি লইয়া যাইতেছ। ইহা ত্যাগ কর বলিয়া বলপূর্ব্বক নবগোপীকার কুচ মর্দ্দনকারী পুলকরাশি প্রকটকারী কেশব গোকুলে বিরাজ করিতেছেন ॥১৭৫২-১৭৫৩

দূর হইতে নবনীত পাত্র দেখিয়া যে শৈশবে কেশব হামাগুড়ি দিয়া ত্বরান্বিত হইয়াছিলেন এবং জননীর ভয়ে মুখ ফিরাইয়াছিলেন সেই অপরূপ শৈশবকালকে ভজনা করি ॥১৭৫৬

এথা কৃষ্ণ স্বপ্নে সম্বোধয়ে দেবতায়।
শুনিয়া সে বাক্য মাতা ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ১৭৫৭

তত্রৈব ১৪৭ তম শ্লোকঃ
শম্ভো স্বাগত মাস্য তামিত ইতো বামেন পদ্মোদ্ভব
ক্রৌঞ্চারে কুশলং সুখং সুরপতে বিত্তেশ নো
দৃশ্যসে।
ইথং স্বপ্নগতস্য কৈটভরিপোঃ শ্রুত্বা জনন্যা গিরঃ
কিং কিং বালক জল্পসীত্যনুচিতং থূথূকৃতং পাতু বঃ ॥১৭৫৮
এথা নন্দ-যশোদা কৃষ্ণেরে নিদাইতে।
শ্রীরাম প্রসঙ্গাদি শুনান নানা মতে ॥ ১৭৫৯

তত্রৈব ১৫১তম-১৫২তম শ্লোকৌ—
রামো নাম বভূব হুং তদবলা সীতেতি হুং তাং
পিতুর্বাচা পঞ্চবটীবনে নিবসতস্তস্যাহরদ্রাবণঃ।
কৃষ্ণস্যেতি পুরাতনীং নিজ কথামাকর্ণ্য মাত্রেরিতাং
সৌমিত্রে ক্ব ধনুর্ধনুর্ধনুরিতি ব্যগ্রা গিরঃ পান্তু
বঃ॥ ১৭৬০
পুনঃ—
শ্যামোচ্চন্দ্রা স্বপিষি ন শিশো নৈতি মামম্ব নিদ্রা
নিদ্রাহেতোঃ শৃণু সুত কথাং কামপূর্বাং বদস্ব।
ব্যক্তঃ স্তম্ভাদ্দ্রহরিরভূদ্দানবং দারয়িষ্য-
ন্নিত্যুক্তস্য স্মিতমুদয়তে দেবকীনন্দনস্য ॥ ১৭৬১
এথা উদূখলে কৃষ্ণে যশোদা বান্ধিলা।
বন্ধন স্বীকার কৃষ্ণ কৌতুকে করিলা ॥ ১৭৬২
এই 'যমলার্জুন-ভঞ্জন-তীর্থস্থল।
অপূর্ব কুণ্ডের শোভা সুনির্মল জল ॥ ১৭৬৩
মিলয়ে অনন্ত ফল স্নানোপবাসেতে।
ইন্দ্রলোকে পূজ্য মহাবন গমনেতে ॥ ১৭৬৪
দেখ গোপীশ্বর মহাপাতক নাশয়।
কৃষ্ণপ্রিয় মহাবন কৃষ্ণ লীলাময় ॥ ১৭৬৫
সপ্তসামুদ্রিক কূপ দেখ এইখানে।
পিণ্ড প্রদানাদি ফল ব্যক্ত সে পুরানে ॥ ১৭৬৬

তথাহি আদিবারাহে
মহাবনং চাষ্টমন্ত সদৈব তু মম প্রিয়ম্।
তস্মিন্ গত্বা তু মনুজ ইন্দ্রলোকে মহীয়তে ॥ ১৭৬৭
যমলার্জুনতীর্থঞ্চ কুণ্ডং তত্র চ বর্ততে।
পর্যস্তং যত্র শকটং ভিন্নভাণ্ডকটীঘটম্ ॥ ১৭৬৮
তত্রস্নানোপবাসেন অনন্তফলমাপ্নুয়াৎ।
তত্র গোপীশ্বরো নাম মহাপাতকনাশনঃ ॥ ১৭৬৯

হে শম্ভো! আসুন এই স্থানে উপবেশন করুন। হে পদ্মোদ্ভব! এই স্থানে বাম পার্শ্বে বসুন। হে কার্ত্তিকেয়! কুশলে আছেন ত? হে ইন্দ্র সুখে আছেন তো? হে কুবের আপনাকে দেখিতে পাইতেছি না। নিদ্রিত কৈটভারির এরূপ বাক্য শুনিয়া-হে বালক কেন কেন এরূপ অনুচিত বাক্য বলিতেছ। —এই বলিয়া জননী প্রদত্ত থুথুকার তোমাদের রক্ষা করুন ॥১৭৫৮

রাম নামে একজন রাজা ছিলেন। হুঁ তাঁহার পত্নী সীতা ছিলেন "হুঁ"। পিতার আদেশে পঞ্চবটী বনে অবস্থান কালে তাঁহার পত্নীকে রাবন হরন করিয়াছিল। জননীর মুখে আপনার পূর্ব্বলীলা বাক্য শ্রবন করিয়া—"হে লক্ষ্মন! ধনু ধনু ধনু কোথায় কৃষ্ণের এতাদৃশ ব্যগ্রতা পূর্ণ-বাক্য তোমাদের রক্ষা করুন ॥১৭৬০

পুনঃ—রাত্রি অবসান প্রায়, বৎস! তুমি ঘুমাইতেছ না? মা আমার নিদ্রা আসিতেছে না। বৎস! নিদ্রার কারনে এক অদ্ভুত গল্প শুন। আচ্ছা বল! দানবকে বিনাশ করিবার জন্য স্তম্ভ হইতে নৃসিংহদেব আবির্ভূত হইয়াছিলেনন।— এইরূপ বাক্যে দেবকীনন্দনের মৃদু হাস্যের উদয় হইল ॥১৭৬১

অহে শ্রীনিবাস। কৃষ্ণচৈতন্য এথায়।
জন্মোৎসব-স্থান দেখি উল্লাস হিয়ায়॥ ১৭৭০
ভাবাবেশে প্রভু নৃত্যগীতে মগ্ন হইলা।
কৃপা করি সর্বচিত্ত আকর্ষণ কৈলা॥ ১৭৭১
চতুর্দিকে ধায় লোক দেখিয়া প্রভুরে।
হইয়া অধৈর্য হরি হরি ধ্বনি করে॥ ১৭৭২
সবার নেত্রেতে অশ্রু ঝরে অনিবার।
সবে কহে —স্ন্যাসী নহে, কৃষ্ণ এ নির্ধার॥ ১৭৭৩
প্রভুপ্রেমে লোক সব উন্মত্ত হইয়া।
ঐছে কত কহে, ভূমে পড়ে লোটাইয়া॥ ১৭৭৪
শ্রীগৌরচন্দ্রের ভঙ্গি বুঝে শক্তি কার।
মহাবনে হৈল মহা-আনন্দপাথার॥ ১৭৭৫
মদনগোপাল দেখি অধৈর্য হইলা।
কে বর্ণিবে প্রভুর এ-অলৌকিক-লীলা॥ ১৭৭৬
অহে শ্রীনিবাস। স্থান করহ দর্শন।
এইখানে ছিলেন গোস্বামী সনাতন॥ ১৭৭৭
মহাবনবাসী যত লোক ভাগ্যবান্।
সনাতনে দেখিলেই সবে পায় প্রাণ॥ ১৭৭৮
সনাতন মদনগোপাল-দরশনে।
মহাসুখ পাইয়া রহয়ে মহাবনে॥ ১৭৭৯
'রমণক বালু' এই যমুনার তীরে।
এথা রঙ্গে মদনগোপাল ক্রীড়া করে॥ ১৭৮০
একদিন মহাবনবাসী শিশুসনে।
গোপশিশুরূপে আইলা এ দিব্য পুলিনে॥ ১৭৮১
নানা খেলা খেলয়ে—তা দেখি সনাতন।
মনে বিচারয়ে—এ সামান্য শিশু ন'ন॥ ১৭৮২
খেলা সাঙ্গ করি শিশু গমন করিতে।
সনাতন চলিলেন তাহার পশ্চাতে॥ ১৭৮৩
মন্দিরে প্রবেশে শিশু, তথা সনাতন।
শিশু না দেখিয়া দেখে মদনমোহন॥ ১৭৮৪
সনাতন মদনগোপালে প্রণমিয়া।
আইলেন বাসাঘরে কিছু না কহিয়া॥ ১৭৮৫
গোস্বামীর প্রেমাধীন মদনগোপাল।
ব্যাপিল জগতে যাঁর চরিত্র রসাল॥ ১৭৮৬
দেখ এই কূপে 'গোপকূপ' সবে কয়।
শ্রীগোকুল মহাবন দুই এক হয়॥ ১৭৮৭
এই শ্রীগোকুল-মহাবন শোভা অতি।
ক্রমে উপনন্দাদিক গোপের বসতি॥ ১৭৮৮
গোকুলে কৃষ্ণের বাল্যলীলা অতিশয়।
যাতে উল্লসিত গোপ গোপীর হৃদয়॥ ১৭৮৯
অহে শ্রীনিবাস এই বৃক্ষ পুরাতন।
দেখ এই বৃক্ষের শোভা না হয় বর্ণন॥ ১৭৯০
গোকুলনিবাসী লোক এথা স্নিগ্ধ হয়।
গৌরাঙ্গ গোকুলে আসি এথাই বৈসয়॥ ১৭৯১
যেরূপে হইল এথা প্রভুর গমন।
তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেক কোন্ জন॥ ১৭৯২
প্রয়াগ হইতে ক্রমে আসি অগ্রবনে।
আইলেন শীঘ্র জমদগ্নির আশ্রমে॥ ১৭৯৩
তাঁর ভার্যা রেণুকা রেনুকা নামে গ্রাম।
যথা জন্ম লভিলেন শ্রীপরশুরাম॥ ১৭৯৪
রেণুকা হইতে শীঘ্র রাজগ্রাম দিয়া।
এই বৃক্ষতলে রহে গোকুলে আসিয়া॥ ১৭৯৫

মহাবন নামে অষ্টমবন সর্ব্বক্ষন আমার প্রিয়। মানব তথায় গমন করিলে ইন্দ্রলোকে পূজিত হয়। সেই মহাবনে যমলার্জ্জুন তীর্থ ও কুণ্ড বিরাজমান। যমলার্জ্জুন তীর্থে বাল কৃষ্ণ দধি দুগ্ধাদির ভাণ্ড ও কটিঘট ভাঙ্গিয়া একটি শকটকে উল্টাইয়া ফেলিয়া তথায় স্নান ও উপবাসে অনন্ত ফল লাভ করা যায়। তথায় মহাপাতকনাশন গোপীশ্বর বিরাজিত॥১৭৬৭-১৭৬৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে চতুর্থপ্রক্রমে দ্বিতীয়সর্গে —
ততঃ প্রয়াগমাসাদ্য দৃষ্ট্বা শ্রীমাধবং প্রভুম্।
প্রেমানন্দসুধাপূর্ণো ননর্ত্ত স্বজনৈঃ সহ ॥১৭৯৬
শ্রীলাক্ষয়বটং দৃষ্ট্বা ত্রিবেনীস্নানমাচরন্ ।
যমুনায়াঞ্চ সংমজ্য মত্তবারনলীলয়া ॥১৭৯৭
হুঙ্কারগম্ভীররাবৈঃ প্রেমাশ্রুপুলকৈর্য্ব্ব্রতঃ।
ব্রজন্ ক্রমা স্তামুত্তীর্য বনং চাগ্রং দদর্শ হ ॥১৭৯৮
তত্রৈব রেণুকানাম গ্রামো যত্র যুধাংপতিঃ।
জামদগ্ন্যো মাহাত্মা চ পুন্যাক্ষেত্রে হ্যবাতরৎ ॥১৭৯৯
তত্রৈব যমুনাং দৃষ্ট্বা বৃন্দারণ্যোন্মুখীং সদা।
রাজগ্রামং ততো গত্বা গোকুলং প্রেক্ষ্য বিহ্বলঃ ॥১৮০০
এথা মহামত্ত হৈয়া নাম সংকীর্তনে।
বহুলোক সঙ্গে গেলা কৃষ্ণ জন্মস্থানে ॥১৮০১
অহে শ্রীনিবাস এথা সুখের অবধি।
কৈল কৃষ্ণ জন্মের লৌকিক যে যে বিধি ॥১৮০২
এথা যত প্রাচীন গোপিকা মহাসুখে।
কৃষ্ণের মঙ্গলগীত গায়েন কৌতুকে ॥১৮০৩
এইখানে বৈসে নন্দাদিক গোপগন।
পরস্পর নানা পরামর্শে বিচক্ষন ॥১৮০৪
এথা মধ্যে মধ্যে নানা উৎপাত দেখিয়া।
সবে স্থির কৈল বৃন্দাবনে রহি গিয়া ॥১৮০৫
গোকুল রাবল আদি হৈতে গোপগন।
দেখ এই পথে সব গেলা বৃন্দাবন ॥১৮০৬
পথে মহাকৌতুক ভাণ্ডীরবন-পাশে।
হইলা যমুনা পার পরম উল্লাসে ॥১৮০৭
গোবৎসাদি সবে সঙ্কলয়ে এক ঠাঁই।
তেঞি সকৌরলী গ্রাম কহয়ে তথাই ॥১৮০৮
অহে শ্রীনিবাস দেখ এ রাবল গ্রাম।
এথা বৃষভানুর বসতি অনুপম ॥১৮০৯
শ্রীরাধিকা প্রকট হইলা এইখানে।
যাহার প্রকটে সুখ ব্যাপিল ভুবনে ॥১৮১০
তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯০ তম শ্লোক —
গান্ধর্বায়া জনিমণিরভূৎ যত্র সংকীর্তিতায়া
মানন্দোৎকৈঃ সুরমুনিনরৈঃ কীর্তিদাগর্ভখন্যাম্।
গোপীগোপৈঃ স্ফুরভিনিকরৈঃ সংপরীতেহত্র মুখ্যে
রাবলাখ্যে বৃষরবিপুরে প্রীতিপূরো মমাস্তাম্ ॥
১৮১১

গীতে যথা—
আজু কি আনন্দ বৃষভানুর মন্দিরে।
জন্মিলা রাধিকাদেবী কৃত্তিকা উদরে ॥১৮১২
দিশা দশ করে আলো রূপের ছটায়।
যে দেখে বারেক তার তাপ দূরে যায় ॥১৮১৩
সুকোমল তনু জিনি কনকলবনী।
আহা মরি! কিবা প্রতি অঙ্গের বলনী ॥১৮১৪
জননী জনক-প্রভৃতি ধরিতে না পারে।
কত সাধে চাঁদমুই দেখে বারে বারে ।১৮১৫

অনন্তর মহাপ্রভু প্রয়াসে আসিয়া শ্রীমাধবদেবকে দর্শনে প্রেমানন্দামৃত পূর্ণ হইয়া নিজগন সহ নৃত্য করিতে লাগিলেন। তথায় অক্ষয় বট দর্শন করতঃ ত্রিবেনী স্নান ও মত্ত বারন লীলায় যমুনায় স্নান করিয়া প্রেমাশ্রু পূর্ণ পুলকিত দেহে হুঙ্কার গর্জন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন॥ ক্রমে যমুনা উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রবন দর্শন করিলেন। তথায় রেনুকা নামে এক গ্রাম রহিয়াছে। যে পুন্য ক্ষেত্রে বীরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা পরশুরাম অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। সেই গ্রামেই সর্বদা বৃন্দাবনাভিমুখী প্রবাহিতা যমুনাকে দর্শন করতঃ রাজগ্রামে গমন করিলেন। তারপর গোকুল দর্শন করিয়া বিহ্বল হইলেন ।১৭৯৬-১৮০০

যথায় আনন্দ বিহ্বল দেবতা, ঋষি ও নরগন বন্দিত কীর্তিদায় গর্ভরূপা খনিতে শ্রীরাধার জন্মরূপ মনি উৎপন্ন হইয়াছিল গো-গোপীগনে পরিপূর্ণ রাবল নামক প্রধান বৃষভানুপুরে আমার প্রচুর প্রীতি হউক।

জয় জয় কলরবে ভরিল ভুবন।
গাওয়ে মঙ্গলগীত গোপনারীগন ১৮১৬
বাজয়ে বিবিধ বাদ্য পরম রসাল।
নাচয়ে সকল লোক বলে—ভাল ভাল ॥১৮১৭
দধি দুধ হলদি অঙ্গনে ছড়াইয়া।
হাসয়ে হাসায় কত ভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥১৮১৮
বিপ্র, বন্দিগনে দান করে নানা ভাতি।
দেখি ঘনশ্যাম ও না রঙ্গ সুখে মাতি ॥১৮১৯
পুনঃ—
আজু কি আনন্দ ব্রজ ভরিয়া।
নব বাস ভুষা পরি
ধায়ত গোপনারী
রহিতে নারয়ে ধৃতি ধরিয়া ॥ ধ্রু ॥ ১৮২০
কিবা অপরূপ সাজে
প্রবেশে ভবন মাঝে
গোপগন কান্ধে ভার করিয়া,
বৃষভানু নৃপমনি
আপনা মানয়ে ধনি
বালিকা বদন বিধু হেরিয়া ॥১৮২১
শুভানু, সুচন্দ্রভানু
ধরিতে নারয়ে তনু
নাচে সব গোপ তার ঘিরিয়া।
বাজে বাদ্য নানা ভাতি,
গীত গায় প্রেমে মাতি
বসন উড়ায় ফিরি ফিরিয়া ॥১৮২২
ঘৃত দধি দুগ্ধ কেহ
হরিদা সলিল কেহ
ঢালে কারু মাথে ছল করিয়া।
মুখরার সাধ কত করয়ে মঙ্গল কত
কৌতুক দেখয়ে নরহরিয়া ॥ ১৮২৩

মাতাপিতা প্রকটসময়ে শোভা দেখি।
আনন্দে অধৈর্য ফিরাইতে নারে আঁখি ॥ ১৮২৪
কন্যার মঙ্গলহেতু করে নানা দান।
কে পারে বর্ণিতে তা—দেখে ভাগ্যবান্ ॥ ১৮২৫
এথা শ্রীরাধিকা বহু বালিকা-সহিত।
করয়ে ভ্রমণ দেখি মাতা উল্লসিত ॥ ১৮২৬
গণসহ বৃষভানু বৈসে এক ঠাঁই।
রাবলে যে রঙ্গ তা কহিতে অন্ত নাই ॥ ১৮২৭
অহে শ্রীনিবাস! গৌরচন্দ্র গণসনে।
গোকুল হইতে আসি রহে এইখানে ॥ ১৮২৮
দেখিয়া রাবলগ্রাম যৈছে ভাবাবেশ।
আনের কা কথা—তা বর্ণিতে নারে শেষ ॥ ১৮২৯
চতুর্দ্দিকে ধায় লোক, করে হরিধ্বনি।
সবে কহে—দেখ ভাই ন্যাসিশিরোমণি ॥ ১৮৩০
প্রভুমুখচন্দ্র-সুধা-পানে মত্ত অতি।
উল্লসিত হৈয়া কেহ কহে কারু প্রতি ॥ ১৮৩১
মনে বিচারিনু ইহ কৃষ্ণ সুনিশ্চয়।
এই বেশে ব্রজেতে ভ্রময়ে ইচ্ছাময় ॥ ১৮৩২
কেহ কহে—এই গৌরদেহ দরশনে।
কহিতে না আইসে মুখে যাহা হয় মনে ॥ ১৮৩৩
ঐছে কত কহি লোক চৈতন্যের কৃপায়।
না ধরে ধৈরজশক্তি নেত্রের ধারায় ॥ ১৮৩৪
অলৌকিক লীলা প্রভু প্রকাশি এথানে।
মথুরা গেলেন সেই সনোড়িয়া-সনে ॥ ১৮৩৫
অহে শ্রীনিবাস! এই পরম নির্জ্জন।
এথা রাধিকার বাল্যলীলা মনোরম ॥ ১৮৩৬
ঐছে কত কহি রাত্রি রাবলে রহিল।
কৃষ্ণকথারসে নিশি প্রভাত হইল ॥ ১৮৩৭
শ্রীরাঘব শ্রীনিবাস-নরোত্তম-সনে।
যে প্রেমে নিমগ্ন—তা বর্ণিব কোন্ জনে ॥ ১৮৩৮

এ সব প্রসঙ্গ যত্নে যে করে শ্রবন।
তারে মিলে রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরণ ॥ ১৮৩৯
প্রাতঃকালে রাবল হইতে যাত্রা কৈলা।
হইরা যমুনা পার মথুরা আইলা ॥ ১৮৪০
উগ্রসেন বসুদেব, কংসের আলয়
যথা যশোদার কন্যা কংস আকর্ষয় ॥ ১৮৪১
দেবীরে বধিতে কংস উদ্যত যেখানে।
বসুদেব কারাগারে ছিলেন যে-স্থানে ॥১৮৪২
বাসুদেব মূত্রোৎসর্গ কৈলা যে শিলাতে।
কৃষ্ণে লৈয়া বসুদেব চলিলা যে পথে ॥ ১৮৪৩
বসুদেব যেখানে যমুনা পার হৈলা।
পুত্রে রাখি গোকুলে যে পথে গৃহে আইলা ॥ ১৮৪৪
শ্রীনিবাসে সে সকল স্থান দেখাইয়া।
রাঘবপণ্ডিত কত কহে বিবরিয়া ॥ ১৮৪৫
বিশ্রাম-তীর্থেতে স্নান করি হর্ষমনে।
কৃষ্ণগঙ্গাতীরে আইলা অম্বিকাকাননে ॥ ১৮৪৬
শ্রীঅম্বিকাদেবী গোকর্ণাখ্য শিবে দেখি।
শ্রীনিবাস নরোত্তম হৈলা মহাসুখী ॥ ১৮৪৭
রাঘবপণ্ডিত দোঁহে কহে ধীরে ধীরে।
দেখহ অপূর্ব স্থান কৃষ্ণগঙ্গাতীরে ॥ ১৮৪৮
এথা নন্দাদিক গোপ সুসজ্জ হইয়া।
আইলেন দেবযাত্রা দর্শন লাগিয়া ॥ ১৮৪৯
গোকর্ণাখ্য মহাদেব অম্বিকা দোঁহারে।
পূজিলেন নন্দরায় বিবিধ প্রকারে ॥ ১৮৫০
এই রম্যস্থানে নন্দ শয়নেতে ছিলা।
অকস্মাৎ মহাকালসর্পে গ্রস্ত হৈলা ॥ ১৮৫১
পিতা সর্পে গ্রস্ত দেখি কৃষ্ণ সেইক্ষণে।
মন্দ মন্দ হাসি সর্পে স্পর্শিলা চরণে ॥ ১৮৫২

প্রভুপাদপদ্ম-স্পর্শে উল্লাস অন্তর।
সর্পদেহ গেল, হৈল দিব্যকলেবর ॥ ১৮৫৩
পূর্বে সুদর্শন-নামে বিদ্যাধর ছিলা
বিপ্রশাপে সর্পদেহ প্রভুরে কহিলা ॥ ১৮৫৪
করিয়া প্রভুর চারু চরণ বন্দন।
নিজস্থানে গমন করিলা সুদর্শন ॥ ১৮৫৫
নন্দাদিক গোপ স্নেহে মহাহর্ষ হৈলা।
সখাসহ রামকৃষ্ণে লৈয়া গৃহে আইলা ॥ ১৮৫৬
দেখ শ্রীঅক্রূরতীর্থ—তীর্থশ্রেষ্ঠ হয়।
সর্ব্বত্র বিদিত কৃষ্ণপ্রিয় অতিশয় ॥ ১৮৫৭
কহিব কি ফল স্নান কৈলে পূর্ণিমাতে।
মুক্ত হয় সংসারে — বিশেষ কার্ত্তিকেতে ॥ ১৮৫৮
সর্বতীর্থে স্নান কৈলে যে ফল মিলয়।
অক্রূরতীর্থের স্নানে তাহা প্রাপ্ত হয় ॥ ১৮৫৯
সূর্য্যগ্রহণেতে এ তীর্থে যে স্নান করে।
রাজসূয় অশ্বমেধ ফল মিলে তারে ॥ ১৮৬০

তথাহি সৌরপুরাণে —

অনন্তরমতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপবিনাশনম্।
অক্রূরতীর্থমত্রার্থমস্তি প্রিয়তরং হরেঃ ॥ ১৮৬১
পূর্ণিমায়াং তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ।
স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিক্যাস্তু বিশেষতঃ
॥ ১৮৬২

আদিবারাহে চ—

তীর্থরাজং হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমম্।
তৎফলং সমবাপ্নোতি সর্বতীর্থাবগাহনাৎ ॥ ১৮৬৩
অক্রূরে চ পুনঃ স্নাত্বা রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ১৮৬৪

অনন্তর শ্রীহরির অতীব প্রিয়, সর্বপাপনাশক, অতিশ্রেষ্ঠ অক্রূর তীর্থ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি পূর্নিমাতে বিশেষতঃ কার্ত্তিকী পূর্নিমায় তথায় স্নান করে; সেই সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে ॥১৮৬১-১৮৬২

অহে শ্রীনিবাস ! এই অক্রূর গ্রামেতে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রভু ছিলেন নিভৃতে ॥ ১৮৬৫
বৃন্দাবনে লোক ভিড়—এ হেতু এথায়।
ভিক্ষা করিতেন আসি উল্লাস-হিয়ায় ॥ ১৮৬৬
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন।
তাঁর মনোবৃত্তি বা বুঝিবে কোন্ জন ॥ ১৮৬৭
দেখ শ্রীনিবাস ! এ পরম রম্য স্থানে।
করিলেন যজ্ঞ অঙ্গিরাদি মুনিগণে ॥ ১৮৬৮
অন্ন লাগি কৃষ্ণ এথা সখা পাঠাইলা।
গোপশিশুবাক্যে বিপ্র ক্রোধযুক্ত হৈলা ॥ ১৮৬৯
সখা গিয়া কৃষ্ণেরে সকল নিবেদিল।
পুনঃ কৃষ্ণ মুনিপত্নী আগে পাঠাইল ॥ ১৮৭০
মুনিপত্নীগণ মহা মনের আনন্দে।
এথা অন্ন আনিয়া দিলেন কৃষ্ণচন্দ্রে ॥ ১৮৭১
গণসহ কৃষ্ণ অন্ন ভুঞ্জেন এথাই।
ভোজনে কৌতুক যত তার অন্ত নাই ॥ ১৮৭২
হইল সবার অতি আনন্দ হৃদয়।
এ ভোজন স্থল নাম সকলে জানয় ॥ ১৮৭৩

তথাহি স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৬তম শ্লোক—

অন্নৈর্যত্র চতুর্বিধৈঃ মৃথ্গুণৈঃ স্বৈরং সুধানিন্দিভিঃ
কামং রামসমেতমচ্যুতমহো স্নিগ্ধৈর্বয়স্যৈর্বৃতম।
শ্রীমান্ যাজ্ঞিকবিপ্র সুন্দরবধূবর্গঃ স্বয়ং যো মুদা
ভক্ত্যা ভোজিতবান্ স্থলঞ্চ তদিদং তঞ্চাপি বন্দামহে ॥ ১৮৭৪

অহে শ্রীনিবাস ! দেখ বৃন্দাবন-শোভা।
উপমা কি—যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র-মনোলোভা ॥ ১৮৭৫
বৃন্দা নিষেবিত কৃষ্ণপ্রিয় বৃন্দাবন
সর্ব পাপ নাশে এ দুর্লভ রম্য হন ॥ ১৮৭৬

তথাহি আদিবারাহে—

বৃন্দাবনং দ্বাদশকং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতম্।
মম চৈব প্রিয়ং ভূমে সর্বপাতকনাশনম্ ॥ ১৮৭৭
তত্রাহং ক্রীড়য়িষ্যামি গোপী গোপাল কৈঃ সহ।
সুরম্যং সুপ্রতীতঞ্চ দেব দানব দুর্লভম্ ॥ ১৮৭৮

ব্রহ্মা রুদ্রাদিক বৃন্দাবন-সেবারত।
মুনিগণ বৃন্দাবন ধিয়ায় সতত ॥ ১৮৭৯
লক্ষ্মী প্রিয়তমা ভক্তপরায়ণা যৈছে।
গোবিন্দের প্রিয় বৃন্দাবন হয় তৈছে ॥ ১৮৮০
বিলসয়ে গোবর্দ্ধন-পর্বত যেখানে।
সখাসহ রামকৃষ্ণ রত গোচারনে ॥ ১৮৮১
জীবমাত্রে মুক্তি দেন সর্বতীর্থময়।
সর্ব দুঃখ নাশে বৃন্দাবনানন্দালয় ॥ ১৮৮২

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে—

ততো বৃন্দাবনং পুণ্যং বৃন্দাদেবীসমাশ্রিতম্।
হরিণাধিষ্ঠিতং তদ্ধিব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতম্ ॥ ১৮৮৩

অক্রুরতীর্থ সমস্ত তীর্থের রাজা। এবং গুহ্যগন হইতে গুহ্যতম। পুনশ্চ অক্রুরতীর্থে সূর্য্য গ্রহন দিনে স্নান করিয়া মানব রাজসূয় অশ্বমেধের ফল লাভ করে ॥১৮৬৩-১৮৬৪

অহো ! যেখানে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মনগনের সুন্দরী বধূগন স্বেচ্ছায় প্রীতিভরে ভক্তিপূর্বক স্নিগ্ধ সখিগন পরিবৃত বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণকে অমৃত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মহাগুন সম্পন্ন চতুর্বিধ অন্ন ভোজন করাইয়াছিলেন সেই ভোজনস্থল ও বধূবর্গকে বন্দনা করি। ১৮৭৪

হে পৃথিবী ! বৃন্দাদেবীর দ্বারা সুরক্ষিত এই দ্বাদশ বৃন্দাবন সর্বপাপনাশক এবং আমার অতীব প্রিয়। আমি তথায় গোপী গোপাল সহ ক্রীড়া করিব। ইহা অতি মনোরম সুপ্রসিদ্ধ ও দেব দানবগনের ও দুর্লভ ॥১৮৭৭-১৮৭৮

বৃন্দাবনং সুগহন বিশালং বিস্তৃতং বহু ।
মুনীনামাশ্রমৈঃ পূর্ণ বস্তুবৃন্দা সমন্বিতম্ ॥ ১৮৮৪
যথা লক্ষ্মীঃ প্রিয়তমা সদা ভক্তিপরায়ণা ।
গোবিন্দস্য প্রিয়তমঃ বৃন্দাবনং ভুবি ॥ ১৮৮৫
বৎসৈর্বৎসতরীভিশ্চ সাকং ক্রীড়তি মাধবঃ ।
বৃন্দাবনান্তরগতঃ সরামো বালকৈর্বৃতঃ ॥ ১৮৮৬
অহো বৃন্দাবনং রম্যং যত্র গোবর্দ্ধনো গিরিঃ ।
তত্র তীর্থান্যনেকানি বিষ্ণুদেবকৃতানি চ ॥ ১৮৮৭
পাদ্মে নির্ব্বাণখণ্ডে—
বনমানন্দকন্দাখ্যং মহাপাতকনাশনম্ ।
সমস্তদুঃখসংহন্তৃ জীবমাত্রবিমুক্তিদম্ ॥ ১৮৮৮
নিরন্তর বৃন্দাবন নবীন কানন ।
বৃন্দাবন শোভায় বিমুগ্ধ গোপীগন ॥ ১৮৮৯
তথাহি শ্রীদশমে ১১শ অধ্যায়ে ২৮শ শ্লোকঃ—
বনং বৃন্দাবনং নাম পশব্যং নবকাননম্ ।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যা দ্রিতৃণবীরুধম্ ॥ ১৮৯০
তত্রৈব ২১শ অধ্যায়ে ১০ম শ্লোকঃ
বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্ত্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মি ।
গোবিন্দবেণুমনু মত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসাম্বপরতান্যসমস্তসত্ত্বম্ ॥ ১৮৯১
অহে শ্রীনিবাস ! সর্বশাস্ত্রে নিরূপণ ।
কৃষ্ণের পরম প্রিয় ধাম বৃন্দাবন ॥ ১৮৯২
এথা পশু-পক্ষি-বৃক্ষ-কীট-নরাদয় ।
যে বৈসয়ে অন্তে তার প্রাপ্তি কৃষ্ণালয় ॥ ১৮৯৩
কৃষ্ণদেহরূপ পঞ্চযোজন এ বন ।
সুক্ষ্মরূপে দেবাদি রহয়ে সর্বক্ষণ ॥ ১৮৯৪
সর্ব্বদেবময় কৃষ্ণ কভু না ছাড়য় ।
আবির্ভাব-তিরোভাব যুগে যুগে হয় ॥ ১৮৯৫
তেজোময় বৃন্দাবন অতি মনোহর ।
প্রেমনেত্র বিনা চর্ম্মচক্ষু অগোচর ॥ ১৮৯৬
তথাহি গৌতমীয়ে নারদং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—
ইদং বৃন্দাবনং রম্যং মম ধামৈব কেবলম্ ॥১৮৯৭
অত্র যে পশবঃ পক্ষি-বৃক্ষ-কীট-নরামরাঃ ।
বসন্তি তে মমাধিষ্ঠে মৃতা যান্তি মমালয়ম্ ॥১৮৯৮
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে ।
যোগিন্যস্তা ময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ ॥১৮৯৯

তারপর পূণ্য বৃন্দাবন সর্বতোভাবে বৃন্দাদেবীর আশ্রিত । বহু বিস্তৃত মুনিগনের আশ্রমে পরিপূর্ণ, তুলসী বন সমন্বিত ব্রহ্মা রুদ্রাদি সেবিত সুগহন পরম শোভাময় সেই বৃন্দাবনে শ্রীহরি বিরাজমান । সদা সেবাময়ী লক্ষ্মীদেবি যেরূপ বিষ্ণুর প্রিয়তমা সেরূপ এই পৃথিবীতে বৃন্দাবন গোবিন্দের অতীব প্রিয় । বলরামের সহিত গোপ বালক পরিবৃত হইয়া মাধব ক্রীড়া করেন অহো! রম্যবৃন্দাবনে যথায় গোবর্দ্ধন গিরি বিরাজিত; তথায় ভগবান বিষ্ণু কৃত অনেক তীর্থ বিদ্যমান । ১৩৮৩-১৩৮৭

আনন্দ প্রস্রবনরূপ বন মহাপাতকনাশক ও সর্ব্বদুঃখ সংহারক । এবং সর্বজীবের মুক্তি প্রদানকারী ১৮৮৮

বৃন্দাবন নামক বন পশুদিগের অনুকূল । নিত্য নূতন কাননময়, গোপগোপী গোসমূহের সেব্য তৃনলতাদিতে পরিপূর্ণ পূণ্যময় পর্বত ।১৮৯০

হে সখি ! বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্ত্তি প্রকাশ করিতেছে । কেননা এই বৃন্দাবন দেবকীনন্দনের পাদপদ্মে শোভাপ্রাপ্ত হইয়াছে। গোবিন্দের বংশীধ্বনি শ্রবনে ময়ূরগনের নৃত্য দেখিয়া অপর সমস্ত প্রানী ইহার পর্বতসানুতে নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে ।১৮৯১

পঞ্চযোজনমেবাস্তি বনং মে দেহরূপকম্।
কালিন্দীয়ং সুষুম্নাখ্যা পরমামৃতবাহিনী ॥১৯০০
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং ক্বচিৎ ॥১৯০১
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেদত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যমদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা ॥ ১৯০২
অহে শ্রীনিবাস। বৃন্দাবনের মহিমা।
যে সে রূপে কহে—কেহ নাহি পায় সীমা ॥ ১৯০৩
বৃন্দাবন ষোল ক্রোশ—লোকে এ প্রচার।
শাস্ত্রেতে প্রসিদ্ধ—পঞ্চযোজন বিস্তার ॥ ১৯০৪
লোকে যে কহয়ে তাহা অন্যথা না হয়।
অচিন্ত্য ধামের শক্তি সর্ব সমাধয় ॥ ১৯০৫
বৃন্দাবনে গোবিন্দে যে দেখে ভাগ্যবান্।
সে না যায় যমপুর—সর্বত্র প্রমাণ ॥ ১৯০৬

তথাহি আদিবারাহে—
বৃন্দাবনে চ গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে।
ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুন্যকৃতাং গতিম্ ॥ ১৯০৭
বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দদেবের আলয়।
সেবকে বেষ্টিত সদা অতি শোভাময় ॥ ১৯০৮
অহে শ্রীনিবাস। তাহা কি আর কহিতে।
যে বারেক দেখে সে কৃতার্থ পৃথিবীতে ॥ ১৯০৯

স্কান্দে মথুরাখণ্ডে নারদোক্তৌ—
তস্মিন্ বৃন্দাবনে পুণ্যং গোবিন্দস্য নিকেতনম্।
তৎ সেবকসমাকীর্ণং তত্রৈব স্থীয়তে ময়া ॥ ১৯১০
ভুবি গোবিন্দবৈকুণ্ঠং তস্মিন্ বৃন্দাবনে নৃপ।
তত্র বৃন্দাদয়ো ভৃত্যাঃ সন্তি গোবিন্দলালসাঃ ॥ ১৯১১
বৃন্দাবনে মহাসদ্ম যৈর্দৃষ্টং পুরুষোত্তমৈঃ।
গোবিন্দস্য মহীপাল তে কৃতার্থা মহীতলে ॥ ১৯১২
শ্রীগোবিন্দদেব সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রতনয়।
বিগ্রহের ন্যায় লীলা করে ইচ্ছাময় ॥ ১৯১৩
প্রাপঞ্চিক লোকে দেখে প্রতিমা আকার।
স্বজন দেখয়ে শ্রীগোবিন্দ সাক্ষাৎকার ॥ ১৯১৪
মৌনমুদ্রাদিক অঙ্গীকার করি অঙ্গে।
পরিকরে দেন সুখ রসের তরঙ্গে ॥ ১৯১৫
বৃন্দাবনে অষ্টদলপদ্ম-কর্ণিকায়।
প্রিয়াসহ বিলাস কি অদ্ভুত শোভায় ॥ ১৯১৬

এই রম্য বৃন্দাবন কেবল আমার ধাম, আমার ধামে যে সকল পশু পক্ষি বৃক্ষ কীট নর দেবতা বাস করে তাহাদের মৃত হইলে আমার আলয়ে গমন করে। এখানে আমার আলয়ে আমার সেবাপরায়না যে সকল গোপকন্যা আকার সহিত অবস্থান করে তাহারাই যোগিনী। পঞ্চযোজন বিস্তৃতে এই বন আমার দেহস্বরূপ। সেই দেহে এই কালিন্দীর পরমামৃত বাহিনী সুষুম্না আখ্যা। এখানে দেবগন ও ভূতগন সূক্ষ্মরূপে বাস করে। সর্বদেবময় আমি কদাচিত এই বন ত্যাগ করি না। এখানে যুগে যুগে আমার আবির্ভাব—তিরোভাব ঘটিয়া থাকে। এই রম্য তেজোময় ধাম চর্মচক্ষুর অদৃশ্য ॥১৮৯৭-১৯০২

হে বসুন্ধরে! যাহারা বৃন্দাবনে গোবিন্দদেবকে দর্শন করে তাহারা যমপুরে গমন কর না, পরন্তুপূণ্যকারি গনের গতি প্রাপ্ত হয়। ১৯০৭

সেই বৃন্দাবনে পুন্যময় সেবকগন পরিবৃত শ্রীগোবিন্দ দেবের মন্দির বিরাজিত। সেইখানেই আমি অবস্থান করি। হে নৃপ! এই পৃথিবীতে সেই বৃন্দাবনে গোবিন্দের বৈকুণ্ঠ বিরাজিত। তথায় গোবিন্দে স্পৃহাযুক্ত বৃন্দাপ্রভৃতি সেবিকাগন বিরাজমান। ১৯১০-১৯১১
হে মহিপাল! যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ পুরুষ বৃন্দাবনে গোবিন্দের মহাগৃহ দর্শন করিয়াছে; এই পৃথিবীতে তাহারাই কৃতার্থ। ১৯১২

তথাহি অথর্ব বেদে (গোপালতাপন্যাং) —

গোকুলাখ্যে মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদল পদ্মে ষোড়শদলমধ্যে অষ্টদলকেশরে গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো দ্বিভুজো ময়ূরপুচ্ছ শিরা বেণুবেত্রহস্তো নির্গুণঃ সগুণো নিরাকারঃ সাকারো নিরীহঃ সচেষ্টো বিরাজত ইতি। দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধা চ ইত্যাদি ॥ ১৯১৭

তথাহি সম্মোহনতন্ত্রোক্তিঃ—

গোবিন্দসহিতাং ভুবিহাবভাবপরায়ণাম্।
যোগপীঠেশ্বরীং রাধাং প্রণমামি নিরন্তরম্ ॥ ১৯১৮

বৃন্দাবনে যোগপীঠ পরম আশ্চর্য্য।
যোগপীঠে গোবিন্দের অদ্ভুত সৌন্দর্য্য ॥ ১৯১৯

তথাহি পদ্মপুরাণে বৃন্দাবন-মাহাত্ম্যে—

পার্ব্বত্যুবাচ

গোবিন্দস্য কিমাশ্চর্য্যং সৌন্দর্য্যামৃতমদ্ভুতম্।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব কৃপানিধে ॥ ১৯২০

ঈশ্বর উবাচ—

মধ্যে বৃন্দাবনে রম্যে মঞ্জুমন্দার শোভিতে।
যোজনে ছি তত্তদ্বৃক্ষশাখাপল্লব-মণ্ডিতে ॥ ১৯২১

মহৎ পদং মহদ্ধাম মহানন্দরাশ্রয়ো
প্রবালকুসুমগন্ধমত্তালিবৃন্দসেবিতম্ ॥ ১৯২২

তত্রাধ্যাস্তাৎ সিদ্ধপীঠে গোবিন্দস্থলমব্যয়ম।
সপ্তাবরনকং স্থানং শ্রুতিমৃগ্যং নিরন্তরম্ ॥ ১৯২৩

তত্র শুদ্ধং হেমপীঠং মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্।
তন্মধ্যে মঞ্জু নির্ম্মাণং যোগপীঠং সমুজ্জ্বলম্ ॥ ১৯২৪

যচ্চাষ্টকোণনির্ম্মাণং নানাদীপ্তিমনোহরম্।
যচ্চোপরি চ মানিক্যস্বর্ণ সিংহাসনোজ্জ্বলম্ ॥ ১৯২৫

তস্মিন্নষ্টদলং পদ্মং কর্ণিকায়াং সুখশ্রিয়াম্।
গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে ॥ ১৯২৬

শ্রীমদ্গোবিন্দমত্রস্থং বল্লবীবৃন্দসেবিতম্।
দিব ব্রজাবয়োরূপং কৃষ্ণং বৃন্দাবনেশ্বরম্ ॥ ১৯২৭

ব্রজেন্দ্রং সন্ততৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভম্।
যৌবনোদ্ভিন্নবয়সাদ্ভুত বিগ্রহধারিণম্ ॥ ১৯২৮

গোকুল নামক মথুরামণ্ডলে বৃন্দাবনের মধ্যে সহস্র দল পদ্মে ষোড়শ দলমধ্যে অষ্টাদল কেশরে গোবিন্দ শ্যাম পীতাম্বরো -দ্বিভুজ শিরে ময়ূর পুচ্ছ শোভিত, বেণুবেত্রহস্ত নিগুন, সগুন নিরাকার সাকার নিরীহ লীলাময়রূপে বিরাজিত। তাঁহার দুইপার্শে চন্দ্রাবলী ও রাধা ইত্যাদি ॥১৯১৭

প্রচুর হাবভাবশালিনী গোবিন্দ সহ বিরাজিতা যোগপীঠেশ্বরী রাধিকাকে নিরন্তর প্রনাম করি ॥১৯১৮

পার্বতী বলিলেন; গোবিন্দের অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যামৃত আছে। তাহা আমি শুনিতে ইচ্ছা করি। হে কৃপানিধে! তাহা বলুন মহাদেব বলিলেন— সুন্দর মন্দার বৃক্ষ শোভিত যোজনব্যাপী উৎপন্ন সকল বৃক্ষের শাখা পল্লব অলংকৃত মহানন্দের আধারভূত রমনীয় বৃন্দাবনের মধ্যস্থলে পরমোজ্জ্বল নবপল্লবের কুসুমগুলির গন্ধে মত্ত অলিবৃন্দ সেবিত স্থান রহিয়াছে। তথায় নিম্নস্থানে সিদ্ধপীঠে গোবিন্দের স্থান রহিয়াছে। যে স্থানে সপ্ত আবরনযুক্ত সর্বদা শ্রুতিগনের প্রার্থনীয় স্থান। তথায় মনিময় মণ্ডপ আচ্ছাদিত সুনির্মল হেমপীঠ রহিয়াছে তন্মধ্যে সুচারু নির্মিত অত্যুজ্জ্বল যোগপীঠ রহিয়াছে। সেই পীঠ অষ্টকোন লক্ষন গঠিত নানা দিপ্তিময় মনোহর। যাহার উপরিভাগে মানিক্য খচিত উজ্জ্বল স্বর্ণ সিংহাসন। তথায় অষ্টদল পদ্ম আছে। সেই পদ্মের সুখ সমৃদ্ধ কর্নিকায় গোবিন্দের প্রিয় স্থান। তাহার মহিমা কে বলিতে সমর্থ। এই স্থানে গোপীগন সেবিত মধুর গমন ভঙ্গি বয়ঃ সৌন্দর্য বিশিষ্ট বৃন্দাবনাধিপতি গোকুলেশ্বর বিস্তৃত ঐশ্চর্য্য ব্রজাঙ্গনা গনের একপ্রিয় যৌবন প্রকটিত বয়সে অদ্ভূত রূপ শ্রীমদ গোবিন্দ কৃষ্ণকে বন্দনা করি ॥১৯২১–১৯২৮

বৃন্দাবনপতি শ্রীগোবিন্দ প্রেমালয়।
রাধাসহ সদা সিংহাসনে বিলসয়॥ ১৯২৯
যোগপীঠাষ্টকোণে প্রকৃতিসুবেষ্টিত।
সিংহাসন-রত্নমণ্ডপাদি অতুলিত ১৯৩০
তথাহি বরাহতন্ত্রে পঞ্চমপটলে
শ্রীবরাহ উবাচ—
কর্ণিকা চ মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমব্যয়ম্।
তত্রোপরি স্বর্ণপীঠং মণিমণ্ডপমণ্ডিতম্॥ ১৯৩১

তথাহি—
কর্ণিকায়াং মহালীলা তল্লীলারসবদ্‌গিরৌ।
যত্র কৃষ্ণো নিত্যো বৃন্দাকাননস্য পতির্ভবেৎ
॥ ১৯৩২
কৃষ্ণো গোবিন্দতাং প্রাপ্তঃ কিমন্যৈর্বহুভাষিতৈঃ।
দলং তৃতীয়কং রম্যং সর্বশ্রেষ্ঠোত্তমোত্তমম্॥ ১৯৬৩
তথাহি—
গোবিন্দস্য প্রিয়ং স্থানং কিমস্য মহিমোচ্যতে।
গোবিন্দং তত্র সংস্থঞ্চ বল্লবীবৃন্দবল্লভম্॥ ১৯৩৪
দিব্যব্রজবয়োরূপং বল্লবীপ্রীতিবর্দ্ধনম্।
ব্রজেন্দ্র-নিয়তৈশ্বর্য্যং ব্রজবালৈকবল্লভম্॥ ১৯৩৫

তথাহি পৃথিব্যুবাচ—
পরমং কারণং কৃষ্ণ গোবিন্দাখ্যং পরাৎপরম।
বৃন্দাবনেশ্বর নিত্য নির্গুণস্যৈককারণম॥ ১৯৩৬

বরাহ উবাচ—
রাধয়া সহ গোবিন্দং স্বর্ণ-সিংহাসনে স্থিতম্।
পূর্বোক্তরূপলাবণ্য দিব্যভূষং সুসুন্দরম॥ ১৯৩৭
ত্রিভঙ্গমঞ্জুসুস্নিগ্ধ গোপীলোচনতারকম।
তত্রৈব যোগপীঠে চ স্বর্ণসিংহাসনাবৃতে॥ ১৯৩৮
প্রত্যঙ্গরভসাবেশাঃ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ।
ললিতাদ্যাঃ প্রকৃতয়ো মূলপ্রকৃতী রাধিকা॥ ১৯৩৯
সম্মুখে ললিতাদেবী শ্যামলাপি চ বায়বে।
উত্তরে শ্রীমধুমতী ধন্যৈশান্যাং হরিপ্রিয়া॥ ১৯৪০
বিশাখা চ তথা পূর্বে শৈব্যা চাগ্নৌ ততঃপরম্।
পদ্মা চ দক্ষিণে ভদ্রা নৈর্ঋতে ক্রমশঃ স্থিতাঃ॥ ১৯৪১
যোগপীঠস্য কোণাগ্রে চারুচন্দ্রাবলী প্রিয়া।
প্রকৃত্যষ্টৌ বদন্ত্যাশ্চ প্রধানাঃ কৃষ্ণবল্লভাঃ॥ ১৯৪২
প্রধানা প্রকৃতিশ্চাদ্যা রাধিকা সর্বসাধিকা।
চিত্ররেখা চ বৃন্দা চ চন্দ্রা মদনসুন্দরী॥ ১৯৪৩
সুপ্রিয়া চ মধুমতী শশিরেখা হরিপ্রিয়া।
সম্মুখাদিক্রমাদ্দিক্ষু বিদিক্ষু চ তথা স্থিতাঃ॥ ১৯৪৪
ষোড়শপ্রকৃতিশ্রেষ্ঠা প্রধানা কৃষ্ণবল্লভা।
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা তদ্বত্তু ললিতা প্রিয়া॥ ১৯৪৫

শ্রীগৌতমীয়তন্ত্রে —
রত্নভূধরসংলগ্নরত্নাসনপরিগ্রহম।
কল্পপাদপমধ্যস্থহেমমণ্ডপিকাগতম॥ ১৯৪৭

কর্ণিকাগোবিন্দের অত্যুজ্জ্বল অব্যয় স্থান। তাহার উপরে মনিমণ্ডপ মণ্ডিত স্বর্ণ সিংহাসন অবস্থিত॥১৯৩১
কর্নিকায় তাঁহার মহালীলা বিষয়ে বহুভাষনের কি প্রয়োজন? যেখানে তাঁহার মহালীলা রসময় পর্বতে বৃন্দাবনের নিত্য অধীশ্বর গোবিন্দত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ সেই পদ্মের তৃতীয় দল সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু সকলের মধ্যে উত্তম হইতেও উত্তম।১৯৩২-১৯৩৩
গোবিন্দের প্রিয় স্থানের মহিমা কি বলিব? তথায় গোপীগন প্রিয়, দিব্য ব্রজবয়োরূপ, গোপীপ্রীতিবর্দ্ধক গোকুলনাথ ইশ্বর ভাবের সংগোপনকারী ব্রজবালাগনের একমাত্র প্রিয় গোবিন্দকে প্রনাম করি॥১৯৩৪-১৯৩৫
সর্বকারনের কারন পরাৎপর নিত্য বৃন্দাবনাধিপতি নির্গুন ব্রহ্মের একমাত্র কারন গোবিন্দই কৃষ্ণ॥১৯৩৬
রাধাসহ স্বর্ণ সিংহাসনে বিরাজিত পূর্ববর্ণিত রূপলাবন্য বিশিষ্ট দিব ভূষনে ভূষিত পরমসুন্দর ত্রিভঙ্গ মধুর অতিস্নিগ্ধ গোপীগনের

গোবিন্দের মাধুর্যেতে জগৎ মাতায়।
যে দেখে বারেক তারে কিছুই না ভায়॥ ১৯৪৮

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ পূর্ববিভাগে দ্বিতীয়লহর্য্যাং
১১১তম-শ্লোকঃ

স্মেরাং ভঙ্গিত্রয়পরিচিতাং সাচিবিস্তীর্ণদৃষ্টিং
বংশীন্যস্তাধর কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেন।
গোবিন্দাখ্যাং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে
মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে বন্ধুসঙ্গেঽস্তি রঙ্গঃ
॥ ১৯৪৯

গোবিন্দ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সুন্দর।
মৌনমুদ্রাযুক্ত দ্বিভুজাদি মনোহর॥ ১৯৫০

তথাহি শ্রীগোপালতাপন্যাং পূর্ববিভাগে ১৩শ
শ্লোকঃ—

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্।
দ্বিভুজং মৌনমুদ্রাঢ্যং বনমালিনমীশ্বরম্॥ ১৯৫১
গোপগোপীগবাবীতং সুরদ্রুমতলাশ্রয়ম্।
দিব্যালঙ্করণোপেতং রত্নপঙ্কজমধ্যগম্॥ ১৯৫২
কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গিমারুতসেবিতম্।
চিন্তয়ংশ্চেতসা কৃষ্ণং মুক্তো ভবতি সংসৃতেঃ॥ ১৯৫৩

তত্রৈব ৩৫তম-শ্লোকঃ

তমেকং গোবিন্দং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্ ইত্যাদি ॥১৯৫৪

অহে শ্রীনিবাস! শ্রীমধুর বৃন্দাবনে!
কেবা না প্রণত এই তিনের চরণে॥ ১৯৫৫
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
সবার সর্বস্ব এই তিনের চরণ॥ ১৯৫৬
মদনমোহন কহি মদনগোপালে।
এ-নাম বিখ্যাত—ইহা জানয়ে সকলে॥ ১৯৫৭

শ্রীগোপালতাপন্যাং পূর্ববিভাগে ৩০/৪১
৪৩-শ্লোকাঃ—

গোপালায় গোবর্দ্ধনায় গোপীনাথায়
গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ ১৯৫৮

নয়নমণি গোবিন্দকে প্রনাম করি॥ তথায় স্বর্ণ সিংহাসনে শোভিত যোগপীঠে সর্ব্বাঙ্গে পরমাবেশযুক্তা কৃষ্ণবল্লভা প্রধানা প্রকৃতি ললিতাদির মধ্যে মূল প্রকৃতি রাধিকা। সম্মুখে ললিতা, বায়ুকোনে শ্যামলা উত্তরে মধুমতী ঈশাণ কোনে পূর্ব্বে কৃষ্ণপ্রিয়া বিশাখা অগ্নিকোন শৈব্যা, দক্ষিনে পদ্মা এবং নৈঋর্তে ভদ্রা যথাক্রমে অবস্থিতা। যোগপীঠের কোনাগ্রে চারু চন্দ্রাবলী ও কৃষ্ণপ্রিয়া প্রধানা আর ও অষ্টজন প্রকৃতি আছেন। কিন্তু কৃষ্ণের সর্বাভীষ্ট প্রদায়িনী রাধিকা আদ্য প্রধানা প্রকৃতি চিত্ররেখা, বৃন্দা, চন্দ্রা, মদন সুন্দরী, সুপ্রিয়া, মধুমতী, শশিরেখা এবং হরিপ্রিয়া সম্মুখাদি ক্রমে পূর্বাদি চতুর্দিকে ও অপর চারি কোনে অবস্থিত। বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীরাধিকা এই ষোড়শ প্রকৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা মুখ্যা কৃষ্ণ বল্লভা। শ্রীরাধার ন্যায় ললিতাও কৃষ্ণের প্রিয়া॥১৯৩৮-১৯৪৬

রত্ন পর্বতোপরি অবস্থিত রত্ন সিংহাসনে অধিষ্ঠিত কল্পবৃক্ষগন মধ্যস্থ স্বর্ণ মণ্ডপের মধ্যে অবস্থিত কৃষ্ণকে বন্দনা করি॥১৯৪৭

হে সখে! যদি অন্য বন্ধুগনের সঙ্গোপভোগে তোমার কৌতূহল থাকে তাহা হইলে কেশি তীর্থের উপকণ্ঠে মৃদুহাস্য যুক্ত ত্রিভঙ্গ বিশিষ্ট বক্র কটাক্ষ বংশীশোভিত অধর পল্লব যুক্ত ময়ূরপিচ্ছোজ্জ্বল গোবিন্দ নামক কৃষ্ণ বিগ্রহকে দেখিও না।১৯৪৯

শোভন কমলাক্ষ—মেঘকান্তি—বৈদ্যুতাম্বর—দ্বিভূজ মুদ্রা শোভিত বনমালী সর্বময় প্রভু গোপ-গোপী-গবাদি পরিবৃত্ত কল্পবৃক্ষমূলে অবস্থিত দিব্য আভরনে ভূষিত রত্ন পদ্মের মধ্যস্থিত যমুনার তরঙ্গ সংস্পৃষ্ট বায়ুসেবিত কৃষ্ণকে হৃদয়ে ধ্যান করিলে সংসার হইতে মুক্তি লাভ করা যায়॥১৯৫১-১৯৫৩

সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অদ্বিতীয় সেই গোবিন্দ ইত্যাদি বর্ণনা দেখা যায়॥১৯৫৪

অহে শ্রীনিবাস! এ কহিতে নাই পার।
উর্ধ্বাম্নায়-তন্ত্রে হয় এসব প্রচার॥ ১৯৬০

তথাহি—
শ্রীপার্বত্যুবাচ—
কোঽসৌ গোবিন্দদেবোঽস্তি যস্ত্বয়া সূচিতঃ পুরা।
কীদৃশং তস্য মাহাত্ম্যং কিং স্বরূপঞ্চ শঙ্কর॥ ১৯৬১

শ্রীমহাদেব উবাচ,—
গোপাল এব গোবিন্দঃ প্রকটা প্রকটঃ সদা।
বৃন্দাবনে যোগপীঠে স এব সততং স্থিতঃ॥ ১৯৬২
অসৌ যুগচতুষ্কেঽপি শ্রীমদ্বৃন্দাবনাধিপঃ।
পূজিতো নন্দগোপাদ্যৈঃ কৃষ্ণেনাপি সুপূজিতঃ
॥ ১৯৬৩
চীরহর্তা ব্রজস্ত্রীণাং ব্রতপূর্তিবিধায়কঃ।
চিদানন্দময়াকারো ব্যাপকো ব্রজমণ্ডলে॥ ১৯৬৪
কিশোরতামতিক্রম্য বর্তমানো দিনে দিনে।
তাম্বূলপূজিতমুখো রাধিকাপ্রাণদৈবতঃ॥ ১৯৬৫
রত্নবদ্ধচতুষ্কূলং হংসপদ্মাদিসঙ্কুলম্।
ব্রহ্মকুণ্ডং নাম কুণ্ডং তস্য দক্ষিণতো দিশি॥ ১৯৬৬
রত্নমণ্ডপমাভাতি মন্দার তরুভির্বৃতম্।
তন্মধ্যে যোগপীঠাখ্যং সাম্রাজ্যপদমুত্তমম্
॥ ১৯৬৭
বৃন্দাবনেশ্বরীপ্রাজ্য-সাম্রাজ্যরসরঞ্জিতঃ।
ইহৈব নির্জিতঃ কৃষ্ণো রাধয়া প্রৌঢ়হাসয়া॥ ১৯৬৮
তস্যাঙ্গশ্রীঃ সদা বৃন্দা বীণা চাখিলসাধনা।
যোগপীঠস্য পূর্বত্র নাম্না লীলবতী স্থিতা॥ ১৯৬৯

দক্ষিণস্যাং স্থিতা শ্যামা কৃষ্ণকেলিবিনোদিনী।
পশ্চিমে সংস্থিতা দেবী ভগিনী নাম সর্বদা
॥ ১৯৭০
উত্তরত্র স্থিতা নিত্যং সিদ্ধেশী নাম দেবতা।
পঞ্চবক্ত্রঃ স্থিতঃ পূর্বে দশবক্ত্রশ্চ দক্ষিণে॥ ১৯৭১
পশ্চিমে তু চতুর্বক্ত্রঃ সহস্রবক্ত্র উত্তরে।
সুবর্ণ বেত্রহস্তাশ্চ সর্বত্র শাসনে স্থিতো॥ ১৯৭২
মদনোন্মাদিনী নাম রাধিকায়াঃ প্রিয়া সখী।
পাদপে পাদয়ত্যেব গোবিন্দং মানবিহ্বলম্
॥ ১৯৭৩
রতিপতিমানদাপি সাক্ষাদিহ যুগলাকৃতিধামকামদম্
হরিমণিনবনীল মাধুরীভিঃ পদি পদি
মন্মথসৌধমুচ্চিনোতি॥ ১৯৭৪
মন্মথদ্বিতয়ং পশ্চাৎ শ্রীকৃষ্ণায়েতি সংপদম্,
গোবিন্দায় ততঃ পশ্চাৎ স্বাহায়ং দ্বাদশাক্ষরঃ।
গোবিন্দস্য মহামন্ত্রং কালে পূর্বানুরাগভাক্॥ ১৯৭৫
ততঃপরং প্রবক্ষ্যামি গোবিন্দং যুগলাত্মকম্।
লক্ষ্মীমন্মথতো ধাধাগোবিন্দাভ্যাং নমঃ পদম্॥ ১৯৭৬
এতস্য জ্ঞানমাত্রেন রাধাকৃষ্ণৌ প্রসীদতঃ।
অনয়োস্তু ঋষিঃ কামো বিরাট ছন্দ উদাহৃতম্
॥ ১৯৭৭
দেবতা নিত্য গোবিন্দো রাধাগোবিন্দো এব চ।
যোগপীঠেশ্বরী শক্তিঃ ষড়ঙ্গং কামবীজকৈঃ॥ ১৯৭৮
ধ্যায়েদ্ গোবিন্দদেবং নবঘনমধুরং দিব্যলীলাঃ নটন্তং
বিস্ফূর্জন্মল্লকচ্ছং করযুগমুরলী যত্নদণ্ডাশ্রিতঞ্চ।
অংসন্যস্তাচ্ছপীতাম্বরবিপুলনশান্দগুচ্ছাভিরামং।

গোপাল, গোবর্ধন, গোপীনাথ ও গোবিন্দকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার॥১৯৫৯

শ্রীপার্বতী বলিলেন—সেই গোবিন্দদেব কে? যাঁর সম্পর্কে আপনি পূর্বে আভাস দিয়াছিলেন। হে শঙ্কর! তাঁহার মাহাত্ম্য কিরূপ ও স্বরূপ কিরূপ? মহাদেব বলিলেন সর্বদা প্রকটাপ্রকট লীলাময় গোপালই গোবিন্দ। তিনি সতত বৃন্দাবনে যোগপী...

পূর্ণং শ্রীমোহনেন্দ্রং তমিতরচরণাক্রান্তদক্ষাঙ্ঘ্রিনালম্ ॥ ১৯৭৯
এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং যাবল্লক্ষচতুষ্টয়ম্।
তিলাজ্যহবনস্যান্তে যোগপীঠেশ্বরো ভজেৎ ॥ ১৯৮০
চম্পকাশোকতুলসীকহ্লারৈঃ কমলৈস্তথা।
রাধাগোবিন্দযুগলং সাক্ষাৎ পশ্যন্তি চক্ষুষা ॥ ১৯৮১
শ্রীমন্মদনগোপালোহপ্যত্রৈব সুপ্রতিষ্ঠিতঃ
কৈশোররূপী গোপালো, গোবিন্দঃ প্রৌঢ়বিগ্রহঃ ॥ ১৯৮২
উভয়োস্তারতম্যেন গোপীনাথোহতিসুন্দরঃ।
ধীরোদ্ধতস্তু গোপালো ধীরোদাত্তস্তয়োচ্যতে ॥ ১৯৮৩
গোবিন্দো, গোপিকানাথো যো ধীরললিতাকৃতিঃ
সিংহমধ্যস্তু গোপাল স্ত্রভঙ্গললিতাকৃতিঃ ॥ ১৯৮৪

গোবিন্দো, গোপিকানাথঃ পীনবক্ষঃস্থলো বিটঃ।
ত্রিসন্ধ্যামস্যদস্ত্যদ্ধি মাধুর্যং গোবিদাং পতৌ ॥ ১৯৮৫
গোবর্ধনদরীদণ্ডে পল্লবাদিবিচিত্রিতে।
বাল্যত্বঃ সমতিক্রান্তে, কৈশোরাৎ পরতো গতঃ ॥ ১৯৮৬
বহমানঃ কন্দর্পং শ্রীগোবিন্দো বিরাজতে।
নানারত্নমনোহারিণ্যে কস্মিন্ যোগপীঠকে ॥ ১৯৮৭
সহজা তি প্রভাবোহয়ং নাচিরাৎ পরিতুষ্যতি।
অন্যেষু সিদ্ধপীঠেষু যা সিদ্ধির্বহুহায়নৈঃ ॥ ১৯৮৮
বৃন্দাবনে যোগপীঠ সৈকেনাহ্না প্রজায়তে।
প্রাতর্বালার্কসঙ্কাশং সঙ্গবে মঙ্গলচ্ছবি ॥ ১৯৮৯
মধ্যাহ্নে তরুণার্কাভং পরাহ্নে পদ্মপত্রবৎ।
সায়ং সিন্দুরপূরাভং রাত্রৌ চ শশিনির্মলম্ ॥ ১৯৯০

বিরাজমান॥ তিনি চারিযুগে শ্রীবৃন্দাবনের অধিশ্বর। তিনি নন্দ গোপবৃন্দের বাৎসল্যাদি রসে সেবিত স্বমাধুর্যে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ ও সবিস্ময়ে প্রশংসা করিয়া থাকেন। তিনি গোপীগনের বস্ত্রহারী ব্রতচারীর পূর্ণ তাবিধায়ক, চিদানন্দ বিগ্রহ, সর্ব ব্রজ মণ্ডলব্যাপী বিচরনকারী নিত্য নিত্য কিশোর অতিক্রম পূর্ব্বক নিত্য প্রৌঢত্বে বর্ত্তমান তাম্বূলরঞ্জিত বদন ও শ্রীরাধিকার প্রান দেবতা॥ পাড়চতুষ্টয়ে রত্নমণ্ডিত হংস পদ্মাদিতে পরিপুর্ণ ব্রহ্মকুণ্ড নামে এক কুণ্ড আছে তাহার দক্ষিন দিকে মন্দার তরু বেষ্টিত রত্ন মণ্ডপ শোভা পাইতেছে। তন্মধ্যে রত্নমণ্ডপের মধ্যভাগে যোগপীঠ নামে সর্বেশ্বরেশ্বর স্থান বিদ্যমান॥ সেই যোগ পীঠে বৃন্দাবনেশ্বরীর অতিব প্রেমরসে বিভাবিত শ্রীকৃষ্ণ গর্বিত হাস্যময়ী শ্রীরাধার একান্ত বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তি বীর নায়িকা সর্বোপায় নিপুনা লীলাবতীত্য পরনাম্নী বৃন্দা যোগপীঠের পূর্ব্বভাগে সদা অবস্থান করে॥ কৃষ্ণকেলি বিনোদিনী শ্যামা যোগপীঠের দক্ষিনে অবস্থিত। পশ্চিমভাগে ভগিনী দেবী সর্ব্বদা অবস্থান করে। উত্তভাগে সিদ্ধেশী নাম্নী দেবী নিত্য বিরাজ মান। পূর্বে পঞ্চবক্ত্র শিব দক্ষিনে দশরূপধারী সঙ্কর্ষন, পশ্চিমে চতুরানন ব্রহ্মা, উত্তরে সহস্রানন অনন্ত দেব বিরাজিত। স্বর্ণ বেত্র ধারিনী, সর্ব বিষয়ে শাসনে অধিকারী মদনোন্মাদিনী নামক রাধিকার প্রিয় সখী মানবশীভূতা গোবিন্দকে কল্পবৃক্ষ মূলে লইয়া যান। সাক্ষাৎ মদনের ও মানবর্ধিনী সেই মদনোন্মাদিনী মদনের দন্তস্থল শ্রীযুগলের এই ধামে নীলকান্ত মনি শ্রীহরির নিত্য নূতন নীলমাধুরী রাশি দ্বারা প্রতিপদে মন্মথ সৌ নির্মান করিয়া থাকেন। প্রথম দুইটি কামবীজ। তারপর শ্রীকৃষ্ণায়—এই পদ, তারপর গোবিন্দায়—এই পদ, তারপর স্বাহা শ্রীগোবিন্দের দ্বাদশাক্ষর মহামন্ত্র কালক্রমে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমানুরাগের অনুভূতি প্রদান করিয়া থাকে। তারপর শ্রীরাধা গোবিন্দের যুগল মন্ত্র বলিতেছি। প্রথমে লক্ষ্মী বীজ, তারপর মন্মথ বীজ তারপর রাধা গোবিন্দাভ্যাং নমঃ ইতি পদ। এই যুগল মন্ত্রের জ্ঞানমাত্রেই রাধাকৃষ্ণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন। উক্ত মন্ত্রদ্বয়ের ঋষি —কামদেব, ছন্দ—বিরাট, দেবতা নিত্য গোবিন্দ রাধা গোবিন্দ। যোগপীঠেশ্বরী রাধা—উহাদের শক্তি কামবীজ সহ ছয়টি

তমস্বিনী ষিগ্ধনীলময়ূখমেচক প্রভম্ ।
বর্ষাসু চ সদা ভাত্যা হরিত্‌ণমণিপ্রভম্ ॥ ১৯৯১
শরৎসু চন্দ্রবিম্বাভং হেমন্তে পদ্মরাগবৎ ।
শিশিরে হীরকপ্রখ্যং বসন্তে পল্লবারুণম্ ॥ ১৯৯২
গ্রীষ্মে পীযূষপূরাভং যোগপীঠং বিরাজতে ।
মাধুরীভিঃ সদাচ্ছন্নমশোকলতিকাবৃতম্ ॥ ১৯৯৩
অধশ্চোর্ধ্বং মহারত্নময়ূখৈঃ পরিতোবৃতম্ ।
চন্দ্রাবলীদুরাধর্ষং রাধাসৌভাগ্যমন্দিরম্ ॥ ১৯৯৪
শ্রীরত্নমণ্ডপং নাম তথা শৃঙ্গারমণ্ডপম্ ।
সৌভাগ্যমণ্ডপং নাম মহামাধুর্য্যমণ্ডপম্ ॥ ১৯৯৫
সাম্রাজ্যমণ্ডপং নাম তথা সুরতমণ্ডপম্ ।
ইত্যষ্টৌ যোগপীঠস্য নামানি শৃণু পার্ব্বতি ॥ ১৯৯৬

নামাষ্টকং যঃ পঠতি প্রভাতে
শ্রীযোগপীঠস্য মহত্তমস্য ।
গোবিন্দদেবং বশয়েৎ স তেন
প্রেমাণমাপ্নোতি পরস্য পুংসঃ ॥ ১৯৯৭
ইত্যূর্দ্ধাম্নায়ে যোগপীঠপ্রকাশনং নামৈকোনবিং... পটলঃ

এত কহি শ্রীপণ্ডিত উল্লাস অন্তরে ।
ভোজনটিলাতে হৈতে চলে ধীরে ধীরে ॥ ১৯৯৮
কথো দূরে গিয়া কহে সুমধুর কথা ।
করিলেন তপস্যা সৌভরিমুনি এথা ॥ ১৯৯৯
দেখহ যমুনাতীরে স্থান সুনির্জ্জন ।
মনোরথ নাম গ্রাম জানে সর্বজন ॥ ২০০০

অথ ! শ্রীগোবিন্দের ধ্যান—নব মেঘবৎ মনোরম অপ্রাকৃত লীলাকারী মল্লকচ্ছ শোভিত করযুগে মুরলী ও রত্নাও শো... স্কন্ধোপরি স্থাপিত নির্মল পীতবসনের বিস্তৃত অঞ্চলদ্বয়ের গুচ্ছদ্বারা মনোহর, শ্রেষ্ঠ মোহনকারী, দক্ষিন চরনের উপর বাম... স্থাপন পূর্বক বিরাজমান সেই পূর্ণ গোবিন্দদেবকে ধ্যান করিবে । এইরূপ ধ্যান করি চারি লক্ষ বার জপ করিবে । ... ঘৃতহোমান্তে চম্পক-অশোক-তুলসী-কহ্লার-পদ্মে যোগপীঠেশ্বরকে পূজা করিবে । ইহাতে রাধাগোবিন্দ যুগলের সাক্ষাত দর্শন লাভ করা যায় । এখানে শ্রীমদনগোপাল সুপ্রতিষ্ঠিত । মদনগোপাল নিত্য কৈশোররূপে বিদ্যমান । আর গো... পূর্ণ বিকশিত দেহে বিদ্যমান । উভয়ের-তুলনায় গোপীনাথ অতি সুন্দর । গোপল—ধীরোদ্ধত গোবিন্দ—ধীরোদাত্ত ... গোপীনাথ—সিংহকটি,গোবিন্দ-ত্রিভঙ্গ ললিতাকৃত,গোপীনাথ— বক্ষঃস্থল পীন বিশিষ্ট লম্পট । গোবর্ধনের গুহাপ্রান্তে পরং... যারা বিচিত্ররূপে শোভিত বাল্য অতিক্রম পূর্বক কৈশোর প্রাপ্ত গোপীনাথের ত্রিসন্ধ্যা নব নব মাধুরী প্রকাশ পায় । কৈশো... মতিক্রান্ত নন্দাত্মজ শ্রীগোবিন্দ নানাবস্ত্র মনোহর যোগপীঠে বিরাজ করেন । এই যোগপীঠের স্বাভাবিক প্রভাবে গো... অচিরে পরিতুষ্ট হন । অন্য সিদ্ধপীঠে বহু বৎসরে যাহা লাভ করা যায়; বৃন্দাবন যোগপীঠে তা এক দিনে প্রাপ্ত হয় । ... যোগপীঠ প্রাতঃ-বাল সূর্য্য সদৃশ তিনমুহূর্ত্ত পর শুভ কান্তিযুক্ত মধ্যাহ্নে তরুন সূর্য্যের প্রভাযুক্ত অপরাহ্নে পদ্মপত্র সদৃশ ... কালে সিন্দুর রাশি সদৃশ রাত্রে চন্দ্রবৎ নির্মল, অন্ধকার রাত্রিতে ইন্দ্রনীল মনি কিরনের শ্যামকা অতুল বর্ষাকালে দীপ্তিতে ... বর্ণ তৃন ও মনির প্রভাযুক্ত শরৎকালে চন্দ্রমণ্ডল তুল্য হেমন্তকালে পদ্মরাগবৎ শীতমাসে হীরক সদৃশ বসন্তে পল্লববৎ অরু... গ্রীষ্মে অমৃত রাশিতুল্য সর্ব্বকালের বিবিধ মাধুর্য্য ব্যাপ্ত অশোক লতিকাবৃত , অধঃ উর্দ্ধে শ্রেষ্ঠ রত্ন কিরনে সর্বতোভাবে ... বৃত হইয়া বিরাজিত । হে পার্বতি ! এই যোগপীঠের অষ্ট নাম শ্রবণ কর—চন্দ্রাবলী দুরাধর্ষ, রাধা সৌভাগ্য মন্দির শ্রী... মণ্ডপ, শৃঙ্গার মণ্ডপ,সৌভাগ্য মণ্ডপ,মহা মাধুর্য মণ্ডপ,সাম্রাজ্য মণ্ডপ, ও সুরত মণ্ডল । যেই ব্যক্তি প্রভাতে সর্বমহত যোগপী... নামাষ্টক পাঠ করে, তিনি পাঠের দ্বারা গোবিন্দদেবকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন এবং পরম পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভ কর... ইতি ঊর্দ্ধাম্নায় তন্ত্রে যোগপীঠ প্রকাশ নামক ঊনবিংশতি পটল ॥১৯৬১-১৯৯৭

এই যে কালিয়হ্রদ দেখ নিবাস।
এথা শ্রীকৃষ্ণের অতি আশ্চর্য বিলাস ॥ ২০০১
কালিন্দীর তীরে কেলিকদম্বে চড়িয়া।
কালিন্দীর জলে পড়িলেন ঝাঁপ দিয়া ॥ ২০০২
কালিয় দমন করে কালিন্দীর জলে।
কালি সর্পফণে নাচে দেখয়ে সকলে ॥ ২০০৩
কালিয় সর্পেরে কৃষ্ণ অনুগ্রহ কৈলা।
এথা হইতে রমণকদ্বীপে পাঠাইলা ॥ ২০০৪
এ কালিয়হ্রদে স্নানাদিক করে যে।
অনায়াসে সর্বপাপে মুক্ত হয় সে ॥ ৩০০৫
বিষ্ণুলোকে যায় এথা দেহ ত্যাগ হৈলে।
পুরাণে কহয়ে আর নানা ফল মিলে ॥ ২০০৬

তথাহি আদিবারাহে—
কালিয়দাহ্রদং গত্বা ক্রীড়াং কৃত্বা বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রৈব সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০০৭

* * *

অথাত্র মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং সগচ্ছতি ॥ ২০০৮

শ্রীদশমস্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে ৬২তম শ্লোকঃ—
যোঽস্মিন্ স্নাত্বা মদাক্রীড়ে দেবাদীংস্তর্পয়েজ্জলৈঃ।
উপোষ্য মাং স্মরন্নর্চেৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০০৮

যে কদম্বে চড়ি কৃষ্ণ হ্রদে ঝাঁপ দিলা।
সে বৃহৎ বৃক্ষশোভা শাস্ত্রে প্রকাশিলা ॥ ২০১০

তথাহি আদিবারাহে—
অত্রাপি মহদাশ্চর্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ।
কালিয়হ্রদপূর্বেণ কদম্বো মহিতো দ্রুমঃ ॥ ২০১১
শতশাখঃ বিশালাক্ষি পুণ্যঃ সুরভিগন্ধিশ্চ।
স চ দ্বাদশমাসেষু মনোজ্ঞঃ শুভশীতলঃ।
পুষ্পয়তি বিশালাক্ষি প্রভাসন্তে দিশো দশ ॥ ২০১২

এ কালিয় তীর্থ তীর্থপাপ বিনাশয়।
কালিতীর্থ স্নানে বহু কার্যসিদ্ধি হয় ॥ ২০১৩

তথাহি সৌরপুরাণে—
ততঃ কালিয়তীর্থাখ্য তীর্থমঘো বিনাশনম্।
অনৃত্যাদ যত্র ভগবান্ বালঃ কালিয়মস্তকে ॥২০১৪
তত্র যস্তু কৃতস্নানো বাসুদেবং সমর্চয়েৎ।
অধন্যজনদুষ্প্রাপং কৃষ্ণসাযুজ্যমশ্নুতে ॥ ২০১৫
দেখহ দ্বাদশাদিত্য তীর্থ এই খানে।
মিলয়ে বাঞ্ছিত ফল—বিদিত পুরাণে ॥ ২০১৬

হে বসুন্ধরে! কালির হ্রদে গমন করিয়া ক্রীড়া করতঃ তথায় স্নান মাত্রই সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। তারপর সেই হ্রদে প্রান ত্যাগ করিলে আমার ধামে গমন করে ॥২০০৭

যে ব্যক্তি আমার ক্রীড়াস্থানে স্নান করিয়া জলদ্বারা দেবতাগনের তর্পন করে উপবাস করিয়া আমাকে স্মরন করতঃ অর্চন করে সে সর্বপাপ হইতে মুক্তি লাভ করে ॥২০০৯

হে বিশালাক্ষি! পণ্ডিত ব্যক্তিগন এই স্থানে মহৎ আশ্চর্য্য দর্শন করেন। কালিয় হ্রদের পুর্বে বহুশাখা বিশিষ্ট সুগন্ধি যুক্ত লোকপূজিত পূণ্যপদ কদম্ব বৃক্ষ রহিয়াছে। মনোহর, শুভপ্রদ শীতল সেই বৃক্ষ দ্বাদশ মাস পুষ্পধারন করে, তাহাতে দশদিক উদ্ভাসিত হয় ॥২০১১-২০১২

তারপর কালীয় তীর্থ নামক পাপবিনাশন তীর্থ, যেখানে ভগবান বালকৃষ্ণ কালিয় মস্তকে নৃত্য করিয়া ছিলেন। যে এই তীর্থে স্নান করিয়া বাসুদেবের অর্চন করে সে ধন্য ব্যক্তির দুষ্প্রাপ্য কৃষ্ণ সাযুজ্য লাভ হয় ॥২০১৪-২০১৫

তথাহি আদিবারাহে—

সূর্যতীর্থে নরঃ স্নাত্বা দৃষ্ট্বাদিত্যান্ বসুন্ধরে।
আদিত্যভুবনং প্রাপ্য কৃতকৃত্যঃস মোদতে ॥ ২০১৭
আদিত্যেহহনি সংক্রান্তাবস্মিন্ তীর্থে বসুন্ধরে।
মনসাভীপ্সিত কামং প্রাপ্নুবন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ২০১৮

সৌরপুরানে—

দ্বাদশাদিত্যতীর্থাখ্যং তীর্থং তদপাবনম্।
তস্য দর্শনমাত্রেন নৃণামঘো বিনশ্যতি ॥ ২০১৯

অহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ কালিহ্রদ হৈতে।
কালিকে দমন করি আইলা এ টিলাতে ॥ ২০৩০
সূর্যগণ কৃষ্ণে অতি শীতার্ত জানিয়া।
শীত নিবারয়ে উগ্র তাপ প্রকাশিয়া ॥ ২০২১

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮২তম শ্লোকঃ —

সূর্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপুঃ শীতার্ত উগ্রাতপৈ
র্ভক্তিপ্রেমভরৈরুদারচরিতঃ শ্রীমান্ মুদা সেবিতঃ।
যত্র স্ত্রী পুরুষৈঃ ক্বণৎগশুকুলৈরাবেষ্টিতোরাজতে
স্তৈর্দ্বাদশসূর্যনাম তদিদং তীর্থং সদাসংশ্রয়ে ॥ ২০২২

অহে শ্রীনিবাস! মহাপ্রভুর আজ্ঞায়।
সনাতন ব্রজে আসি রহিলা এথায় ॥ ২০২৩
প্রভু আসিবেন আজ্ঞা দিল সনাতনে।
তাঁর লাগি স্থান কৈলা দেখ এ নির্জ্জনে ॥ ২০২৪
সনাতনে উদ্বিগ্ন দেখিয়া গৌরহরি।
স্বপ্নচ্ছলে এথা দেখা দিলা কৃপা করি ॥ ২০২৫
বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র দিব্যাসনে।
সনাতন লোটাইয়া পড়িলা চরণে ॥ ২০২৬
সনাতনে প্রভু করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
সর্বমতে সন্তোষিয়া হৈল অদর্শন ॥ ২০২৭
অদ্ভুত প্রভুর লীলা কে পারে বুঝিতে।
সদা বৃন্দাবনে বিহরয়ে ইচ্ছামতে ॥ ২০২৮
দেখ প্রস্কন্দন ক্ষেত্র স্নানে পাপ যায়।
প্রাণত্যাগ হইলেই বিষ্ণুলোক পায় ॥ ২০২৯

তথাহি আদিবারাহে—

পুনরন্যং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু ত্বং বসুন্ধরে।
ক্ষেত্রং প্রস্কন্দং নাম সর্বপাপহরং শুভম্ ॥ ২০...
তস্মিন্ স্নাতস্তুঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অথাত্র হি মুঞ্চন প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥ ২০...

অহে শ্রীনিবাস! সূর্যগণের তাপেতে।
দূরে গেল শীত ঘর্ম হইল দেহেতে ॥ ২০৩২
সেই ঘর্ম-জল সূর্যকন্যায় মিলিল।
এই হেতু প্রস্কন্দন নাম তীর্থ হইল ॥ ২০৩৩

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৩ম শ্লোকঃ—

অত্যন্তাতপ সেবনেন পরিতঃ সংজাত ঘর্মোৎকরৈ
র্গোবিন্দস্য শরীরতো নিপতিতৈর্যত্তীর্থমুচ্চৈরভূৎ
তত্তৎকোমলসান্দ্রসুন্দরতর শ্রীমৎসদঙ্গোচ্ছলদ
গন্ধৈর্হারি মুরারি সুহৃ্যাত ভজে প্রস্কন্দনং বন্দিতং ॥ ২০...

হে বসুন্ধরে! সূর্যাতীর্থে স্নান করিয়া আদিত্য দর্শন করিলে মানব সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয়তঃ পরমানন্দ লাভ করে ॥২০১৭
হে বসুন্ধরে! সংক্রান্তি দিনে রবিবারে এই তীর্থে স্নানাদিকারী ব্যক্তি অভিলাষিক ফল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২০...
তারপর দ্বাদশ আদিত্য নামক তীর্থ। তাঁহার দর্শনমাত্রে মানবের পাপ নাশ হয় ॥২০১৯
যথায় শীতাকুল উদার চরিত-পরমসুন্দর মুরারি দ্বাদশ সূর্য্যদ্বারা প্রবল তাপ প্রদানে প্রচুর প্রেমভক্তি দ্বারা আনন্দে সেবিত...
স্ত্রী পুরুষ শব্দায়মান গোসকল আবেষ্টিত বিরাজমান সেই দ্বাদশ সূর্য্য তীর্থকে সর্ব্বদা আশ্রয় করি ॥২০২২

প্রস্কন্দনঘাট দেখাইয়া শ্রীনিবাসে ।
প্রেমাবেশে কহে অতি সুমধুরভাষে ॥ ২০৩৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাভিন্ন অদ্বৈত ঈশ্বর ।
কথোদিনছিলা এই বনের ভিতর ॥ ২৯৩৬
এই বটবৃক্ষতলে কৃষ্ণে আরাধয় ।
কে বুঝিতে পারে তাঁর দুর্গম আশয় ॥ ২০৩৭
এ প্রভুর জন্মাদি গমন যৈছে এথা ।
শুন শ্রীনিবাস ! কহি সংক্ষেপে সে কথা ॥ ২০৩৮
মাধবেন্দ্রপুরীরশ্বব শচী জগন্নাথ ।
প্রকটিলা অদ্বৈত-ঈশ্বর সেই সাথ ॥৮০৩৯
জীবপ্রতি অদ্বৈতের করুণা অশেষ ।
জনমেরছলে ধন্য কৈল বঙ্গদেশ ॥ ২০৪০
বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট নিকট নবগ্রাম ।
কুবের পণ্ডিত তথা নৃসিংহসন্তান ॥ ২০৪১
কুবের পণ্ডিত ভক্তিপথে মহাধন্য ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা না জানয়ে অন্য ॥ ২০৪২
তৈছে তাঁর পত্নী নাভাদেবী পতিব্রতা ।
জগতের পূজ্যা যেঁহো অদ্বৈতের মাতা ॥ ২০৪৩
দোঁহে শান্তিপুরে আসি গঙ্গা সন্নিধানে ।
নিরন্তর মগ্ন কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥ ২০৪৪
একদিন শ্রীকুবের নাভার সহিতে ।
বৈষ্ণবের নিন্দা শুনি চাহয়ে মরিতে ॥ ২০৪৫
কোন ভাগ্যবান্ দোঁহে দেখি মৃতপ্রায় ।
করিলা দোঁহারে স্থির কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥ ২৯৪৬

তথাপিহ দুঃখী হইয়া করিলা শয়ন ।
কিছু নিদ্রা হৈতে দেখে অপূর্ব স্বপন ॥ ২০৪৭
মহাতেজোময় এক পুরুষ সুন্দর ।
তপ্তহেম পর্বত জিনিয়া কলেবর ॥ ২০৪৮
এ পুরুষ আর এক পুরুষ সুন্দরে ।
সুমধুর বাক্য কহে ধরি দুই করে ॥ ২০৪৯
কলিহত জীবের এ দুঃখ নিবারিতে ।
শীঘ্র অবতীর্ণ তুমি হও পৃথিবীতে ॥
তুমি আকর্ষিলে আমি রহিতে নারিব ।
অগ্রজের সহ শীঘ্র প্রকট হইব ॥ ২০৫১
শুনিয়া এতেক বাক্য মহাহর্ষ চিতে ।
শুভক্ষনে প্রবেশিলা নাভার গর্ভেতে ॥ ২০৫২
ঐছে দেখি বিপ্রের আনন্দ অতিশয় ।
নিদ্রাভঙ্গ হৈতে হৈল ব্যাকুল হৃদয় ॥ ২০৫৩
বিপ্র মহাশাস্ত্রজ্ঞ বিচার কৈল চিত্তে ।
গুরুরূপে ঈশ্বরের প্রকট করিতে ॥ ২০৫৪
ঐছে বহু মনে হৈতে হইলা বিহ্বল ।
পত্নীসহ নারে নিবারিতে নেত্রজল ॥ ২০৫৫
সেই দিন হৈতে নাভা হৈলা গর্ভবতী ।
পুনঃ নবগ্রামে গিয়া করিলেন স্থিতি ॥ ২০৫৬
তথাই প্রকট হৈলা অদ্বৈত ঈশ্বর ।
জগতের হৈল মহা উল্লাস অন্তর ॥ ২০৫৭
অকস্মাৎ এই ধ্বনি হৈল ইঁহা হৈতে ।
"প্রকটিব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে ॥ ২০৫৮

হে বসুন্ধরে ! পুনরায় অন্য তীর্থের কথা বলিব তাহা শ্রবন কর । সর্বপাপ হারী শুভপ্রদায়ক প্রস্কন্দন নামক ক্ষেত্র রহিয়াছে । তথায় স্নানকারী ব্যক্তি সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । তথায় প্রানত্যাগকারী ব্যক্তি আমার লোকে গমন করে ॥২০৩০-২০৩১

প্রচুর সূর্য্যতাপ সেবা গোবিন্দের শরীরে সর্বাঙ্গে নির্গত ঘর্মরাশি প্রবাহিত হইয়া যে মহাতীর্থ সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার কোমল অতি সুন্দর শ্রীমৎ শুভাঙ্গ হইতে স্ফুরিত গন্ধ রাশির দ্বারা মনোহর সজল পূর্ণ পরমোজ্জল সেই প্রস্কন্দনকে বন্দনা পূর্বক ভজনা করি ॥২০৩৪

নিত্যানন্দ গ্রামে ইহাঁ তুরিতে আনিব ।
পরিকর বৃন্দসহ সুখে বিহরিব ॥ ২০৫৯
খণ্ডিব জীবের দুঃখ চিন্তা নাহি আর ।
ঘরে ঘরে হবে প্রেম ভক্তির প্রচার ২০৬০
সঙ্কীর্তন আনন্দ-সমুদ্র উথলিব ।
ধন্য এই কলি ! কেহ বঞ্চিত নহিব ॥ ২০৬১
ঐছে নানা ধ্বনি শুনি সবে হর্ষ হয় ।
কুবের ভবন হৈল মঙ্গল আলয় ॥ ২০৬২
দিনে দিনে বাঢে প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর ।
দেখে ভাগ্যবন্ত লোক উল্লাস-অন্তর ॥ ২০৬৩
অদ্বৈত আপনা সদা লুকাইয়া রয় ।
কভু শ্রীচৈতন্য ইচ্ছামতে ব্যক্ত হয় ॥ ২০৬৪
অদ্বৈতে পাইয়া নবগ্রামবাসী লোক ।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক ॥ ২০৬৫
'কমলাক্ষ, 'অদ্বৈত'—প্রভুর দুই নাম ।
'অদ্বৈত বসিয়া সবে ডাকে অবিরাম ॥ ২০৬৬
অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি চমৎকার ।
দেখে ভাগ্যবন্ত—তা বর্ণিতে শক্তি কার ? ২০৬৭
শ্রীঅদ্বৈত সবার নেত্রের তারাপ্রায় ।
শয়নে স্বপনে অদ্বৈতের গুন গায় ॥ ২০৬৮
ধন্য এ সকল লোক বলি বারবার ।
ধন্য বঙ্গদেশে যাতে প্রভু অবতার ॥ ২০৬৯
প্রেমভক্তিময় শ্রীকুবের মহাধীর ।
কহিলেন সবারে—যাইব গঙ্গাতীর ॥ ২০৭০
গ্রামবাসী প্রিয় বন্ধুবর্গের সহিতে ।
আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হৈতে ॥ ২০৭১
শান্তিপুরে কৈল বাস প্রসন্ন হৃদয় ।
কভু নবদ্বীপে বন্ধুবর্গেরে মিলয় ২০৭২
অদ্বৈতে করায় যত্নে শাস্ত্র-অধ্যয়ন ।
হৈলা পণ্ডিত প্রভু পণ্ডিত পাবন ॥ ২০৭৩
যদ্যপিহ মাতাপিতা পুত্রতত্ত্ব জানে ।
বাৎসল্যে সব কিছু স্মৃতি নাহে মনে ॥ ২০৭৪
শান্তিপুরবাসী যত পরম পণ্ডিত ।
অদ্বৈতের চেষ্টা দেখি সকলে বিস্মিত ॥ ২০৭৫
কেহ কহে—অদ্বৈত মনুষ্য কভু নয় ।
মনুষ্য কি ঐছে সর্বচিত্ত আকর্ষয় ? ২০৭৬
ধন্য এ কুবের বিপ্র ঐছে পুত্র যাঁর ।
ইঁহা হৈতে হয়ে বুঝি মঙ্গল সবার ॥ ২০৭৭
এইমত নানা কথা কয় সর্বজন ।
হইলা অদ্বৈতচন্দ্র সবার জীবন ২০৭৮
অদ্বৈত প্রভুর ইচ্ছা কে পারে বুঝিতে !
জননী জনকে সুখ দেন নানামতে ॥ ২০৭৯
কথোদিনে পিতামাতা হৈল অদর্শন ।
গয়া করিবারে প্রভু করয়ে গমন ॥ ২০৮০
গয়াছলে সর্বতীর্থ ভ্রমণ করিল ।
মাধবেন্দ্রপুরী-স্থানে দীক্ষা মন্ত্র নিল ॥ ২০৮১

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—

প্রেমভক্তিপ্রদং শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপ্রিয়ম্ ।
শ্রীমদদ্বৈত প্রভু বন্দে শ্রীমাধ্বসম্প্রদায়িনম্ ॥ ২ ॥

অদ্বৈতের চেষ্টা বুঝে ঐছে শক্তি কার ?
করয়ে ভ্রমণ প্রেমে মত্ত অনিবার ॥ ২০৮৩
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইলা মথুরামণ্ডলে ।

শ্রীমন মাধবেন্দ্র পুরীপাদের প্রিয় শ্রী মাধ্ব প্রচারিত তত্ত্বাধিকারী প্রেমভক্তি প্রদানকারী শ্রীল অদ্বৈত প্রভুকে বন্দনা

দেখিয়া ব্রজের শোভা আনন্দ উথলে ॥ ২০৮৪
সর্বত্র দর্শন করি আইল বৃন্দাবনে ।
এথা ব্রজবাসিগণ রাখিল যতনে ॥ ২০৮৫
ফল মূল দুগ্ধ কিছু করয়ে আহার ।
অদ্বৈতের তেজ দেখি লোকে চমৎকার ॥ ২০৮৬
প্রেমে মত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার-গর্জন ।
কৃষ্ণে কি দেখিব ?—বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ ২০৮৭
এইরূপে নানা ভাব হয় ক্ষনে ক্ষনে ।
কৃষ্ণে আরাধয়ে এ যমুনা সন্নিধানে ॥ ২০৮৮
জানি কৃষ্ণচৈতন্যের প্রকটসময় ।
এথা হৈতে গৌড়দেশে করিলা বিজয় ॥ ২০৮৯
অদ্বৈতচন্দ্রের লীলা অমৃত সমান ।
অহে শ্রীনিবাস ! এ আস্বাদে ভাগ্যবান্ ।
যে বধবৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি ।
সর্বত্র হইল সে 'অদ্বৈতবট' খ্যাতি ॥ ২০৯১
এ অদ্বৈতবট দৃষ্টে সর্বপাপ ক্ষয় ।
পরম দুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥ ২০৯২
দেখ কালিন্দীর তীরে তরুলতাগণ ।
সদাই নবীন—অতিশয় সুশোভন ॥ ২০৯৩
এ তিন্তিড়ীবৃক্ষ পুরাতন অতিশয় ।
এথা রাধাকৃষ্ণ সখীসহ বিলসয় ॥ ২০৯৪
পূর্ব্ব সোঙরি কৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি ।
এথা আসি বসিল সুখের সীমা নাই ১০৯৫
এত কহিতেই প্রেমে বিহ্বল পণ্ডিত ।
শ্রীনিবাসে কহে গোরাচান্দের চরিত ॥ ২০৯৬
শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ।
নবদ্বীপনাথ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ২০৯৭
নবদ্বীপে শচী জগন্নাথ-মিশ্র ঘরে ।
অবতীর্ণ হইলা প্রভু অদ্বৈত হুঙ্কারে ॥ ২০৯৮
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ।
সহস্রবদনে তাহা নারে বর্ণিবার ॥ ২০৯৯
পিতার বিয়োগ হৈলে কথোদিন পরে ।
লোকরীতি প্রায় আইলা গয়া করিবারে ॥ ২১০০
এথা শ্রীঈশ্বরপুরী মহাভাগ্যবান্ ।
দেখি গৌরচন্দ্রে যেন পাইলেন প্রাণ ॥ ২১০১
ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
ঈশ্বরপুরীরে কৈলা পরম আদর ॥ ২১০২
নিজ দীক্ষামন্ত্র তাঁর কর্ণেতে কহিয়া ।
লইলেন মন্ত্র ভূমে পড়ি প্রণমিয়া ॥ ২১০৩
ঈশ্বরপুরীরে গুরু করি গৌররায় ।
নিরন্তর ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥ ২১০৪
ভুবনপাবন বিশ্বম্ভরে শিষ্য করি ।
প্রেমানন্দে মত্ত হৈলা শ্রীঈশ্বরপুরী ॥ ২১০৫
যদি কহ—'জগতের গুরু গৌরচন্দ্র ।
তাঁর গুরু শব্দ' এ শুনিতে লাগে ধন্দ ॥ ২১০৬
তাহাতে কহিয়ে—লোকশিক্ষার কারণ ।
আপনি আচরি ধর্ম করয়ে স্থাপন ॥ ২১০৭
প্রভুর এ অলৌকিক-লীলা কেবা জানে ।
করিলেন ধন্য মাধ্বী-সম্প্রদা আপনে ॥ ২১০৮
সম্প্রদা-নিবিষ্ট হৈলে কার্যসিদ্ধি হয় ।
অন্যত্র দীক্ষিতে মন্ত্র নিষ্ফল নিশ্চয় ॥ ২১০৯
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক-সম্প্রদায় চারি ।
কলিতে বিদিত—কহে পুরাণে বিস্তারি ॥ ২১১০

তথাহি শ্রীপদ্মপুরাণে—
সম্প্রদায় বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ ॥ ২১১১
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ।
চত্বারস্তে কলৌ ভাব্যাঃ সম্প্রদায়প্রবর্তকাঃ ॥ ২১১২

ভক্তি অধিকারী এ সম্প্রদায় চতুষ্টয় ।

সংক্ষেপে কহিয়ে—সম্প্রদাখ্যা যৈছে হয় ॥ ২১১৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু।
নারায়ণরূপে হন এ সবার গুরু ॥ ২১১৪
শ্রী—নারায়ণের প্রিয়া, শিষ্যা পুনঃ তাঁর।
সর্বশাস্ত্রে বিস্তার অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর ॥ ২১১৪
শ্রী-শব্দেতে লক্ষ্মী,তাঁর কে করিব লেখা।
হইল অনেক তার শাখা,উপশাখা ॥ ২১১৫
সেই গণে রামানুজ আচার্য হইল।
তাঁহা হৈতে রামানুজ-সম্প্রদা চলিল ॥ ২১১৭
শ্রীলক্ষ্মণাচার্য পূর্বে নাম তাঁর হয়।
অত্যাদরে রামানুজাচার্য সবে কয় ॥ ২১১৮
নিজ নামে রামানুজ ভাষ্য যেঁহ কৈল।
তাঁর শাখা-উপশাখা জগৎ ছাইল ॥ ২১১৯
অহে শ্রীনিবাস। মাধ্বী সম্প্রদা-বিষয়।
এবে কিছু কহি আগে কহিব যে হয় ॥ ২১২০
শ্রীনারায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা দয়াবান্।
জগৎ ব্যপিল শিষ্য প্রশিষ্যাদি তান ॥ ২১২৩
সেই গণ-মধ্যেতে মধ্ব শিষ্য হৈলা।
প্রথমেহ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য তেঁহ কৈলা ॥ ২১২৪
এই হেতু মধ্বাচার্য নাম হৈল তাঁর।
সেই হৈতে মধ্বাচার্য সম্প্রদা প্রচার ॥ ২১২৫
শ্রীনারায়ণের শিষ্য রুদ্র কৃপাময়।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয় ॥ ২১২৪
বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে।
ভক্তি রস-মত্ত হৈলা নিজ-শিষ্য-সনে ॥ ২১২৫
পরম প্রভাব—বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।
বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদাখ্যা হৈল তাঁহা হৈতে ॥২১২৬

সনক-সম্প্রদা যৈছে শুন শ্রীনিবাস।
নারায়ণ হৈতে হংস বিগ্রহ বিলাস ॥ ২১২৭
তাঁর শিষ্য সনকাদি চারি মহাশয়।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের লেখা নাহি হয় ॥ ২১২৮
সেই গণমধ্যে নিম্বাদিত্য শিষ্য হৈল।
তাঁহা হৈতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদা চলিল ॥ ২১২৯
নিম্বাদিত্য-প্রভাব পরম চমৎকার।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেতে ব্যপিল সংসার ॥ ২১৩০
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক সম্প্রদায়গনে।
হইল সম্প্রদা বহু প্রভাব কারনে ॥ ২১৩১
যৈছে রামানুজাচার্যগণের মধ্যেতে।
রামানন্দাচার্য হৈলা পূজ্য সর্ব মতে ॥ ২১৩২
তাঁর শিষ্য—প্র শিষ্যাদি অনেক তাহায়।
রামানন্দী খ্যাতি হৈল সেই সম্প্রদায় ॥ ২১৩৩
বিষ্ণুস্বামি সম্প্রদায়ে শ্রীবল্লভাচার্য।
কৈল অনুভাষ্য তেঁহো সর্বমতে আর্য ॥ ২১৩৪
হইল তাহার খ্যাতি বল্লভী বিদিত।
কি বলিব—অন্য সম্প্রদায়-এই রীত ॥ ২১৩৫
প্রভু ধন্য কৈল মাধ্ব-সম্প্রদা কলিতে।
প্রভুর গুর্বাদি-নাম কহি পূর্ব্ব হৈতে ॥২১৩৬
সর্ব্বাদিক পরব্যোমনাথ নারায়ণ।
তাঁর শিষ্য ব্রহ্মালোকের ভূষণ ॥ ২১৩৭
তাঁর শিষ্য শ্রীনারদমুনি প্রেমময়।
শ্রীশুকের গুরু ব্যাস তাঁর শিষ্য হয় ॥২১৩৮
হইলা ব্যাসের শিষ্য শ্রীমধ্ব উদার।
নিজ-নামে ভাষ্য কৈল—মহিমা অপার ॥ ২১৩৯

যে মন্ত্র সম্প্রদায় বিহীন তাহা নিষ্ফলা বলিয়া কথিত। অতঃপর কলিযুগে চারটি সম্প্রদায় হইবে। শ্রী-ব্রহ্ম -রুদ্র-
ক্ষিতি পাবন বৈষ্ণবগন কলিকালে চারিটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিবেন।২১১১-২১১২

সেই হৈতে মধ্বাচার্য-সম্প্রদা চলিল।
শ্রীমৎপদ্মনাভাচার্য তাঁর শিষ্য হৈল ॥ ২১৪০
তাঁর শিষ্য নরহরি শ্রীমাধব তাঁর
শ্রীঅক্ষোভ্য তাঁর শিষ্য সর্বত্র প্রচার ॥২১৪১
জয়তীর্থ তাঁর শিষ্য তাঁর শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু।
তাঁর শিষ্য মহানিধি দীনহীন-বন্ধু ॥ ২১৪২
তাঁর বিদ্যানিধি তাঁর রাজেন্দ্র বিদিত।
জয়ধর্ম মুনি তাঁর — অদ্ভুত চরিত ॥ ২১৪৩
ইঁহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা।
ভক্তিরত্নাবলী-গ্রন্থ প্রকাশ করিলা ॥ ২১৪৪
জয়ধর্মমুনির শিষ্যের শুদ্ধ রীত।
নাম শ্রীপুরুষোত্তমব্রহ্মণ্য বিদিত ॥ ২১৪৫
তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থ—মহাবিজ্ঞ তেঁহ।
বর্ণিলেন শ্রীবিষ্ণুসংহিতা—গ্রন্থ যেঁহ ॥ ২১৪৬
তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি গুণের আলয়।
তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র ভক্তিচন্দ্রোদয় ॥ ২১৪৭
তাঁর শিষ্য ঈশ্বরপুরী করুণানিধান।
তাঁর শিষ্য প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥ ২১৪৮

তথাহি কবিকর্ণপুরকৃত শ্রীমদ্‌গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ ॥২১৪৯
অতঃকলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥২১৫০

তত্র মাধ্বসম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে।
পরব্যোমেশ্বরস্যাভূচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ ॥ ২১৫১
তস্য শিষ্যো নারদোহভূদ্ব্যাসস্তস্যাপ শিষ্যতাম্।
শুকোব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তোজ্ঞানাবরোধনাৎ
তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্যো মহাযশাঃ ॥ ২১৫৩
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীম্।
নির্গুণাদ ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া ॥ ২১৫৪
তস্য শিষ্যোহভবৎ পদ্মনাভাচার্যো মহাশয়।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবো দ্বিজঃ ॥ ২১৫৫
অক্ষোভ্যস্তস্য শিষ্যোহভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ। ॥২১৫৬
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্মো মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ ॥ ২১৫৭
শ্রীমদ্বিষ্ণুপুরী যস্য ভক্তিরত্নাবলী কৃতিঃ।
জয়ধর্মস্য শিষ্যোহভূদ্ব্রহ্মন্যঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ২১৫৮
ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাম্।
শ্রীলক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ ॥ ২১৫৯
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্মোহয়ং প্রবর্তিতঃ।
কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ ॥ ২১৬০

পদ্মপুরানে উক্ত শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক নামক চারজন সম্প্রদায় আচার্য্য কলিযুগে আবির্ভূত হইয়াছেন। তারপর কলিযুগে শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনক ক্ষিতি পাবন বৈষ্ণবগন চারটি সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করিবেন। প্রসঙ্গক্রমে সেই সম্প্রদায় মধ্যে মাধ্ব সম্প্রদায় লিখিত হইতেছে। জগত পতি ব্রহ্মা পরব্যোমনাথ শ্রীনারায়নের শিষ্য হন, নারদ ব্রহ্মার শিষ্য ব্যাস নারদের শিষ্যত্ব প্রাপ্ত হন জ্ঞান অবরুদ্ধ হাওয়ার কারনে শুকদেব ব্যাসের শিষ্য হন; শুকদেবের বহুত শিষ্য—প্রশিষ্য জগতে বিদ্যমান; মহাযশা মাধ্বাচার্য্য ব্যাস সমীপে কৃষ্ণদীক্ষা প্রাপ্ত হন এবং বেদ সমালোচনা করিয়া শতদূষনী সংহিতা রচনা করেন। তাহাতে নির্গুন ব্রহ্ম অপেক্ষা

প্রীত-প্রেয়ো বৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ।
তস্য শিষ্যোহভবচ্ছীমানীশ্বরাখ্যঃ পুরীর্যতিঃ
॥ ২১৬১

ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকম্ ॥ ইতি
॥ ২১৬২

ঈশ্বরপুরীর শিষ্য প্রভু গৌররায়।
পুরীর মহিমা প্রভু নিজ-মুখে গায় ॥ ২১৬৩
প্রভুর অদ্ভুত ভক্তি কে পারে বুঝিতে ?
নিমানন্দ-সম্প্রদা চলিল প্রভু হৈতে ॥ ২১৬৪
প্রভুর নামমধ্যে মুখ্য নিমাই পণ্ডিত।
নিত্যানন্দপ্রভুর এ নামে অতি প্রীত ॥ ২১৬৫
প্রভুর বৈষ্ণবগণে দেখি নদীয়ায়।
নিমাই-সম্প্রদা বলি অদ্যাপিহ গায় ॥ ২১৬৬
নিমাই প্রদান কৈলা জগতে আনন্দ।
এই হেতু অবনী বিখ্যাত নিমানন্দ ॥ ২১৬৭
পূর্বে জানাইল সম্প্রদায় যৈছে।
প্রভু-প্রভাবেতে মাধ্বী-সম্পদায় তৈছে ॥ ২১৬৮
তথাহি শ্রীমদবক্রেশ্বরপণ্ডিতস্য শিষ্যঃ শ্রীগোপাল-
গুরুগোস্বামিকৃতপদ্যে --
শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্ম নারদো ব্যাস এব চ।
শ্রীলমধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাটবস্তথা ॥ ২১৬৯
অক্ষোভ্যো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্মমুনিস্তথা ॥ ২১৭
পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণো ব্যাসতীর্থমুনিস্তথা।
শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরঃ ॥ ২১
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে
॥ ২১

অহে শ্রীনিবাস ! গয়া হৈতে গৌরহরি।
চলিলেন ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি ॥ ২১৭৩
পূর্বে নবদ্বীপে লুকাইয়া ভক্তদ্বারে।
পুনঃ লুকাইতে চাহে লুকাইতে নারে ॥ ২১৭৪
অল্পদিনে গৌরচন্দ্র গিয়া নদীয়ায়।
হইলেন ব্যক্ত প্রিয় ভক্তের ইচ্ছায় ॥ ২১৭৫
অদ্বৈতাদি প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবার হইল মহা-প্রফুল্লিত মন ॥ ২১৭৬

সগুন ব্রহ্ম পরিস্ফুট করতঃ স্থাপন করিয়াছেন। মহাশয় পদ্মনাভাচার্য্য তাঁহার শিষ্য হন। তাঁর শিষ্য নরহরি; তাঁর শিষ্য মাধব; তাঁর শিষ্য অক্ষোভ; তার শিষ্য জয়তীর্থ হইলেন। তাঁর শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু; তাঁর শিষ্য মহানিধি; তাঁর শিষ্য বিদ্যানিধি; শিষ্য রাজেন্দ্র তাঁর শিষ্য জয়ধর্ম-জয়ধর্মের শাখাগন মধ্যে শ্রীমদ বিষ্ণুপুরী ছিলেন যাহার রচিত ভক্তরত্নাবলী। জয়ধর্মের পুরুষোত্তমশিষ্য ব্রহ্মণ্য শিষ্য ব্যাসতীর্থ যিনি বিষ্ণুসংহিতা রচনা করেন তাঁহার শিষ্য ভক্তিরসাশ্রতী শ্রীমান লক্ষ্মীপতি। তাঁহার মাধবেন্দ্র পুরী; ব্রজধামে বিরাজিত প্রীত-প্রয়ো বৎসল উজ্জ্বল নাম ফলধারী কল্পবৃক্ষের অবতার এই প্রেমভক্তি ধর্ম মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছিল; সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরী তাঁহার শিষ্য। স্বয়ং ভগবান গৌরসুন্দর ঈশ্বর পুরীকে গুরুত্বে বরন প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত জগতকে প্রেম বন্যায় প্লাবিত করিয়াছেন ॥২১৪৯-২১৬২

এই ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের আদিতে নারায়ন তাহা হইতে ব্রহ্মা—নারদ—ব্যাস—শ্রীলমাধব—পদ্মনাভ—নৃহরি—মাধব—অক্ষোভ জয়তীর্থ—জ্ঞানসিন্ধু—মহানিধি—রাজেন্দ্র—জয়ধর্ম মুনি—পুরুষোত্তম—ব্রহ্মণ্য—ব্যাসতীর্থ মুনি—শ্রীমৎলক্ষ্মীপতি—শ্রীমান্ মাধবেন্দ্র পুরী—ঈশ্বর পুরী হইতে প্রেমকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য যিনি ক্ষিতি মণ্ডলে নিমানন্দ নামে বিখ্যাত ॥২১৬৯-২১৭২

যে সুখ বাড়িল নিত্যানন্দের মিলনে।
তাহা লক্ষমুখে বর্ণিবে বা কোন্ জনে ॥ ২১৭৭
নিত্যানন্দ অদ্বৈতাদি-সঙ্গে গৌররায়।
নিরন্তর সংকীর্তনে মত্ত নদীয়ায় ॥ ২১৭৮
পরম অদ্ভুত কর্ম্ম করি দিনে দিনে।
ছাড়িবেন গৃহাশ্রম করিলেন মনে ॥ ২১৭৯
জগতের নাথ গোরা ভুবনমোহন।
জীবে কৃপা লাগি কৈল সন্ন্যাসগ্রহণ ২১৮০
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু বিহ্বল হইলা।
নিত্যানন্দ অদ্বৈতভবনে লৈয়া গেলা ॥ ২১৮১
সন্ন্যাস শিরামণি প্রভু গোরাচাঁন্দে।
দেখিতে ধাইল লোক স্থির নাহি বান্ধে ॥ ২১৮২
দেবতা মনুষ্য মিলি হৈল এক যোগ।
অদ্বৈতভবন বেঢ়ে লক্ষ লক্ষ লোক ॥ ২১৮৩
হরি হরি-ধ্বনি সবে করে অনিবার।
স্বর্গ-মর্ত-পাতালেতে হৈল চমৎকার ২১৮৪
সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দর্শন-দানেতে কৈল সর্বজনে ধন্য ॥ ২১৮৫
সঙ্কীর্তনে নর্তন করয়ে গৌরহরি।
চন্দনে ভূষিত অঙ্গ—অদ্ভুত মাধুরী ॥ ২২৮৬
চতুর্দিকে প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
সবে মিলি করে মহামধুর কীর্তন ॥ ২২৮৭
নিত্যানন্দ অদ্বৈত, শ্রীবাস গদাধর।
না ছাড়ে প্রভুর পাশ উল্লাস-অন্তর ॥ ২১৮৮
শ্রীভুজ তুলিয়া প্রভু হরি হরি বলে।
সংকীর্তন-আনন্দে ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ২১৮৯
হেন প্রভু চৈতন্যচান্দের দরশনে।
হইলা বিহ্বল লোক—আপনা না জানে ॥ ২১৯০
নিভৃতে রহিয়া কেহ কারু প্রতি কয়।
"বিপ্ররূপে এ ঈশ্বর বেদে নিরূপয় ॥ ২১৯১

তথাহি অথর্ববেদে—

ওঁ যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ ২১৯২

কেহ কহে—"ভক্তরূপ মিশ্র বিশ্বম্ভর।
যুক্ত সর্বলক্ষণ, এ সকলের পর ॥ ২১৯৩

তথাহি আথর্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগানন্তরম্

ই তাহহং কৃতসন্ন্যাসোঽবত রিষ্যামি সগুণো নির্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্বাণস্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণো দীর্ঘাঙ্গঃ সর্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বর প্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিত যোগোঽস্যামিতি ॥ ২১৯৪

কেহ কহে—এই কলি-প্রথমসন্ধ্যায়।
স্বশক্তি ঐক্য এ গৌরচন্দ্রে—বেদে গায় ॥ ২১৯৫

তথাহি অথর্ববেদে পুরুষবোধন্যাম্—

সপ্তমে গৌরবর্ণবিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা
ঐক্যমেত্য।
প্রান্তে প্রাতরবতীর্য সহ স্বৈঃ স্বমনু শিক্ষয়তি
॥ ২১৯৬

অস্য ব্যাখ্যা—

সপ্তমে সপ্তমমন্বন্তরে বৈবস্বতমনৌ গৌরবর্ণো ভগবান্ স্বশক্ত্যা হ্লাদিনীশক্ত্যা ঐক্যং প্রাপ্য প্রান্তে কলৌ যুগে প্রাতঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং স্বৈঃ পার্ষদৈঃ সহ অবতীর্ণো ভূত্বা স্বং নিজজনান্ অনুশিক্ষয়তি হরেকৃষ্ণাদি উপদিশতি ॥ ২১৯৬

কেহ কহে দেখ হেম-অঙ্গ সুচিক্কণ।
আহা মরি! কি অপূর্ব চন্দন ভূষণ ॥ ২১৯৭

তথাহি (মহাভারতে দানধর্মে) শ্রীবিষ্ণোর্দিব্যসহস্র নামস্তোত্রে—

সুবর্ণবর্ণঃ হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ॥ ইতি ২১৯৮

কেহ কহে—সবার পরাণচোরা গোরা।
ইঁহার চরিতে ত্রিজগৎ হইল ভোরা ॥ ২১৯৯
পীতবর্ণ ধরে এই প্রশস্ত কলিতে।
শুক্ল রক্ত কৃষ্ণ—সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরেতে ॥ ২২০০

তথাহি (শ্রীভাগবতে) দশস্কন্ধে ৮ম অধ্যায়ে ১৩শ শ্লোকঃ—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্ণতোহনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ২২০১

কেহ কহে,—কৃষ্ণবর্ণ ইঁহার অন্তর।
বাহিরে প্রকাশ গৌরকান্তি মনোহর ॥ ২২০২
নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি-সঙ্গেতে বিলসয়।
সঙ্কীর্তন যাজনেতে ইঁহারে মিলয় ॥ ২২০৩

তথাহি তত্রৈব ১১শ স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে ৩২শ শ্লোকঃ—

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাহকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥ ২২০৪

কেহ কহে—সকলের ত্রাতা এই প্রভু।
এমন দয়ালু আর না হইবে কভু ॥ ২২০৫
কলিযুগ ধর্ম—এই নাম-সঙ্কীর্তন।
অবতরি কৈল সুখে ধর্ম সংস্থান ॥ ২২০৬

তথাহি শ্রীগীতায়াং ৪র্থ-অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকঃ—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ২২০৭

কেহ কহে,—কে কহিবে প্রভুর বিলাস।
কলিযুগ ধন্য কৈল করিয়া সন্ন্যাস ॥ ২২০৮

সাধক যখন সর্বকারন কারন, ঈশ্বর ব্রহ্মের কারন স্বরূপ সুবর্ণবর্ণ পুরুষরূপে দর্শন করে তখন তিনি বিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া পুণ্যপা পরিত্যাগ করতঃ সর্বোপাধিবিনির্মুক্ত সমভাব লাভ করে ॥২১৯২

আমি মহাবিষ্ণু অবতার অদ্বৈতাচার্য্যের প্রার্থনায় কলিযুগে চারি সহস্র বৎসরের পর পঞ্চ সহস্র বৎসরের মধ্যে গোলক হইতে গঙ্গার তীরে গৌরবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গ, সর্বলক্ষন যুক্ত মিশ্র পদবী ধারী ব্রাহ্মনরূপে অবতীর্ণ হইব। তখন সগুন-বৈরাগ্যবান-অকিঞ্চন শুদ্ধ ভক্তিযোগ তত্ত্ববিৎ-নিজরস আস্বাদ সন্নাসী ভক্তরূপ হইব ॥২১৯৪

সপ্তমে তথা সপ্তম বৈবস্বত মন্বন্তরে গৌরবর্ণ ভগবান নিজহ্লাদিনী শক্তির সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হইয়া কলিযুগের প্রারম্ভে সন্ধ্যায় নিজ পার্ষদগন সহ অবতীর্ণ হইয়া নিজগনকে হরে কৃষ্ণাদি উপদেশ প্রদানে শিক্ষাদান করেন ॥২১৯৬

সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, পরমসুন্দর দেহযুক্ত চন্দনের অঙ্গদধারী ইত্যাদি ॥২১৯৮

যুগে যুগে দেহধারনকারী তোমার পুত্র শুক্ল, রক্ত-পীত এই তিন বর্ণ ছিল এখন কৃষ্ণবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে ॥২২০১

কলিযুগে সুধীব্যক্তিগন কৃষ্ণগুন কীর্তনকারী অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-পার্ষদাদি সহ পীতবরন গৌর সুন্দরকে কৃষ্ণ সংকীর্তন রূপ যজ্ঞে উপাসনা করিয়া থাকেন ॥২২০৪

আমি সাধুগনের পরিত্রান, দুষ্কৃতিজনের বিনাশ, ধর্ম সংস্থাপনের জন্যে যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ॥২২০৭

তথাহি (শ্রীমহাভারতে দানধর্মে)

শ্রীবক্ষোর্দিব্যসহস্র

নামস্তোত্রে—

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ ॥ ২২০৯

কেহ কহে—কলি'ত জীবের ভাগ্য অতি।
করিয়া সন্ন্যাস প্রভু নাশয়ে দুর্মতি ॥ ২২১০

তথাহি উপপুরাণে ব্যাসং প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্যম্—

অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন সন্ন্যাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্ ॥ ২২১১

কেহ কহে—হরিনাম-মহামন্ত্র-দানে।
জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডায়ে আপনে ॥ ২২১২

তথাহি

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ২১১৩

কেহ কহে—হরি-কৃষ্ণ রাম-নামাক্ষরে।
প্রণবে অদ্ভুত অর্থ স্বাদে বিজ্ঞবরে ॥ ২১১৪

তথা হি—শ্রীগোপালগুরুগোস্বামিকৃতপদ্যে—

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্ত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহম
হরত্যবিদ্যাং তৎকার্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥ ২২১৫
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেত্যনেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্তিতা
॥ ২২১৬

আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ।
গোকুলানন্দনো নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্যতে ॥ ২২১৭
বৈদগ্ধীসারসর্বস্বং মূর্তিলীলাধিদৈবতম্।
রাধিকাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে ॥ ২২১৮

এইরূপ নানা কথা কহি সর্বজন।
শ্রীচৈতন্যপদে কৈল আত্মসমর্পণ ॥ ২২১৯
সন্ন্যাসীর শিরোমনি প্রভু গৌররায়।
অদ্বৈতভবনে ঐছে আনন্দে গোঙায় ॥ ২২২০
নবদ্বীপ হৈতে যে যে আইলা শান্তিপুরে।
সবা মনোহিত কৈল বিবিধ প্রকারে ॥ ২২২১
শ্রীশচীমায়েরে প্রবোধিয়া নানামতে।
তাঁর পাদপদ্মধূলি লইলা মাথাতে ॥ ২২২২
শচীঠাকুরানী স্নেহে বিহ্বল হইলা।
নীলাচলে স্থিতি হয়—ঐছে আজ্ঞা দিলা ॥ ২২২৩
মায়ের আজ্ঞাতে প্রভু করিল গমন।
কে বর্ণিব—যৈছে হইলেন ভক্তগণ ॥ ২২২৪
কপট সন্ন্যাসিবেশে ভ্রমি সর্বদেশ।
মথুরামণ্ডলে আসি করিলা প্রবেশ ॥ ২২২৫
মথুরার সনোড়িয়া বিপ্রে করি সঙ্গে।
ভক্ত্যাবেশে ব্রজেতে ভ্রময়ে মহারঙ্গে ॥ ২২২৬
যথা যে যে লীলা পূর্বে করয়ে আপনে।
অজ্ঞাতের প্রায় তা জিজ্ঞাসে সর্বজনে ॥ ২২২৭
অন্য মুখে শুনিতে উল্লাস অতিশয়।
এ-হেন কৌতুকে মত্ত শচীর তনয় ॥ ২২২৮

তিনি সন্ন্যাসকারী, কৃষ্ণ তত্ত্বালোচক, কৃষ্ণেতর বিষয় হইতে নিবৃত্ত নিষ্ঠা ও শান্তিপরায়ন ॥২২০৯

হে ব্রহ্মন্! আমি কোন সময়ে সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়া কলি পাপ বিনষ্ট লোককে হরি ভক্তি গ্রহন করাইব ॥২২১১

যেহেতু চিন্ময়ানন্দ দেহ ভগবতত্ত্ব বিগ্রহ বিশিষ্ট—অজ্ঞান অজ্ঞাতজাত পাপাদি হরন করেন। সেইজন্য হরি নামে কথিত কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তিরূপা যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরন করেন; সেজন্য হরা শব্দে শ্রীরাধাই পরিকীর্তিত হয়। যিনি আনন্দময় সুখের প্রভু, শ্যামবর্ণ, কোমললোচন, গোকুলের আনন্দদায়ক তিনি কৃষ্ণ বলিয়া কথিত। বৈদগ্ধীসার সর্বস্ব, লীলা মূর্তির অধিদেবতা নিত্য রাধিকা রমন যে স্বয়ং রূপ তাহা রাম বলিয়া কথিত হয় ॥২২১৫-২২১৮

ক্রমে উপবন, বন ভ্রমণ করিয়া।
আইসেন বৃন্দাবনে মথুরা হইয়া ॥ ২২২৯
যমুনাপুলিনে যৈছে ভাবের বিকার।
লক্ষ মুখ হইলেও নারি বর্ণিবার ॥ ২২৩০
অসংখ্য অসংখ্য লোক চতুর্দিকে ধায়।
প্রেমে মহামত্ত হৈয়া গৌরগুন গায় ॥ ২২৩১
লোকভিড়-ভয়ে প্রভু অক্রূরে যাইয়া।
তথাই করেন ভিক্ষা নির্জন পাইয়া ॥ ২২৩২
মধ্যে মধ্যে বসিয়া তিন্তিড়ী বৃক্ষতলে।
নিজানন্দে ভাসে প্রভু নয়নের জলে ॥ ২২৩৩
এ আমলি-তলে মহা-কৌতুক হইল।
কৃষ্ণদাস রাজপুতে অতি কৃপা কৈল। ২২৩৪
অহে শ্রীনিবাস! এ আম্লি-তলা হৈতে।
নীলাচলে গেলা প্রভু ভক্ত ইচ্ছামতে ॥ ২২৩৫
এ তিন্তিড়ীবৃক্ষ যে করয়ে দরশন।
অবশ্য তাহার হয় যে বাঞ্ছিত পূরণ ॥ ২২৩৬
দেখ এ অপূর্ব বট যমুনার তীরে।
সকলে "শৃঙ্গার বট কহয়ে ইহারে ॥ ২২৩৭
এথা শ্রীকৃষ্ণের নানা বেশাদি বিলাস।
বাড়াইলা সুবলাদি সখার উল্লাস ॥২২৩৮
ইহারে ও নিত্যানন্দ বট কেহো কয়।
যে যাহা কহয়ে তাহা সব সত্য হয় ॥২২৩৯
নিত্যানন্দ এথা যৈছে কৈলা আগমন।
সংক্ষেপে কহিয় তাহা করহ শ্রবন ॥২২৪০
চৈতন্যের এক দেহ নিত্যানন্দ-রাম।
তাঁর জন্মস্থান রাঢ়ে একাচক্রা-গ্রাম ॥২২৪১
হাড়াই পণ্ডিত পিতা, মাতা পদ্মাবতী।
পুত্রগত প্রান—স্নেহ বর্ণি কি শকতি? ২২৪২
পরম আনন্দ পদ্মাবতীর তনয়।
একচক্রা গ্রামে নানা লীলা প্রকাশয় ॥২২৪৩
নানা অবতারে যে সকল লীলা কৈল।
তাহা সে আবেশ সব লোকে দেখাইল ॥২২৪৪
একচক্রা দেশবাসী লোক ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দ চন্দ্র যা-সবার ধন-প্রান ॥২২৪৫
নিত্যানন্দ বাড়াইয়া সবার পীরিতি।
দ্বাবশ বৎসর গৃহে করিলেন স্থিতি ॥২২৪৬
নিত্যানন্দ-অন্তর বুঝিতে কেবা পারে?
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বিনা স্থির হৈতে নারে ॥২২৪৭
একদিন প্রভু মনে মনে বিচারয়
এবে যে যাইয়ে তথা—এ উচিত নয় ॥২২৪৮
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে প্রকটিয়া।
বাল্যাবেশে আছেন আপনা লুকাইয়া ॥২২৪৯
যবে ব্যক্ত হৈয়া ভক্তসহ বিহরিব।
তবে নবদ্বীপে গিয়া তাঁহারে মিলিব ॥২২৫০
এবে শীঘ্র গমন করিব তীর্থাটনে।
ঐছে বিচারিয়া প্রভু হাসে মনে মনে ॥২২৫১
হেনকালে গ্রামে আইলা এক ন্যাসিবর॥
লোকে জিজ্ঞাসয়ে হাড়ো পণ্ডিতের ঘর ॥২২৫২
লোকদ্বারে জানি হাড়ো ওঝা ঘরে গেলা।
সন্ন্যাসীরে দেখি ওঝা মহাহর্ষ হৈলা ॥২২৫৩
সেইক্ষনে ওঝা নানা সামগ্রী করিয়া।
সন্ন্যাসীরে নিবেদিল ভক্ষন লাগিয়া ॥২২৫৪
ন্যাসী কহে — বিপ্র, কিছু যাঞা করিয়ে।
প্রতিশ্রুত হৈতে পারো, তবে সে ভুঞ্জয়ে ॥ ২২৫৫
প্রতিশ্রুত হৈয়া সন্ন্যাসীরে ভুঞ্জাইল।
ন্যাসী যাত্রাকালে নিত্যানন্দে মাগি নিল ॥ ২২৫৬
নিত্যানন্দচান্দ চিত্তে ধৈর্যাবলম্বিয়া।
ন্যাসি-সঙ্গে চলে পিতামাতা প্রবোধিয়া ॥ ২২৫৭
এইরূপে হইলেন ঘরের বাহির।
এ অতি অদ্ভুত লীলা—বুঝে কোন্ ধীর? ২২৫৮

নবীন বয়স শোভা ভুবনমোহন ।
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন ॥ ২২৫৯
যে দিকে চলয়ে নিত্যানন্দ প্রেমময় ।
সেই দিকে ধায় লোক অধৈর্য হৃদয় ॥ ২২৬০
প্রভু অনুগ্রহ প্রকাশিয়া সর্বজনে ।
চলে একেশ্বর মহাগজেন্দ্র-গমনে ॥ ২২৬১
দ্বাপরে করিলা যৈছে তীর্থপর্যটন ।
সেইরূপ সর্বতীর্থে করয়ে ভ্রমণ ॥ ২২৬২
ভ্রমিতে দক্ষিণ গেলা পাণ্ডুর-পুরেতে ।
তথা দেখিলেন প্রভু শ্রীবিট্ঠলনাথে ॥ ২২৬২
সেই গ্রামে বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ ।
শ্রীমাধবপুরীর সতীর্থ তেঁহো হন ॥২২৬৩
নিত্যানন্দে আনি বিপ্র আপন ভবনে ।
ভুঞ্জায়েন ফল-মূল-দুগ্ধাদি যতনে ॥ ২২৬৫
পাণ্ডুর-পুরের লোক মহা ভাগ্যবান্ ।
নিত্যানন্দে দেখি সবে জুড়ায় পরান ॥ ২২৬৬
প্রভুর যে মনোবৃত্তি তাহা কেবা জানে ?
শ্রীবিট্ঠলনাথে দেখি রহয়ে নির্জনে ॥ ২২৬৭
অকস্মাৎ গ্রামে সে বিপ্রের স্মৃতিমতে ।
আইলা তাঁর গুরু লক্ষ্মীপতি দূর হৈতে ॥ ২২৬৮
বহু শিষ্য সঙ্গে সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ।
শিষ্যে যে বাৎসল্য তাঁর কে করু বর্ণন ॥ ২২৬৯
অত্যন্ত প্রাচীন অনির্বচনীয় কার্য্য ।
সর্বত্র বিদিত—ভক্তিপথে মহা আর্য ॥ ২২৭০
কে কহিতে পারে লক্ষ্মীপতির মহিমা ?
যাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী—এই সীমা ॥ ২২৭১
মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমভক্তিরসালয় ।
যাঁর নামস্মরণে সকল সিদ্ধি হয় ॥ ২২৭২
শ্রীঈশ্বরপুরী, রঙ্গপুরী আদি যত ।
মাধবের শিষ্য সবে ভক্তিরসে মত্ত ॥ ২২৭৩

গৌর উৎকলাদি দেশে মাধবের গণ ।
সবে কৃষ্ণভক্ত প্রেমভক্তি পরায়ণ ॥ ২২৭৪
মাধ্বি সম্প্রদায়ে যাঁর পরম সুখ্যাতি ।
গুণের সমুদ্র লক্ষ্মীপতি-প্রিয় অতি ॥ ২২৭৫
লক্ষ্মীপতি সেই বিপ্র-শিষ্যের ভবনে ।
করিলেন ভিক্ষা কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ ২২৭৬
লক্ষ্মীপতি সেই পুনঃ-পুনঃ কয় ।
আজু কি মঙ্গল দেখি তোমার আলয় ॥ ২২৭৭
আইলাম কতবার তোমার ভবনে ।
ঐছে সুখ কভু না উপজে মোর মনে ॥ ২২৭৮
ইথে বুঝি কোন ভক্তের অধিষ্ঠান ।
বিপ্র কহে— তুয়া অনুগ্রহ বলবান্ ॥ ২২৭৯
প্রভু ইচ্ছামতে বিপ্রে স্ফূর্তি না হইল ।
ঐছে কত কথায় দিবস গোঙাইল ॥ ২২৮০
নিশাভাগে নির্জনে বসিয়া স্বামিবর ।
গায় বলদেবের চরিত্র মনোহর ॥ ২২৮১
প্রভু বলদেবে তাঁর অনন্ত ভকতি ।
ক্রন্দন করিয়া কহে বলদেব প্রতি ॥ ২২৮
অহে বলদেব মু অধম দুরাচারে ।
কর অনুগ্রহ যশ ঘুষুক সংসারে ॥ ২২৮৩
ঐছে কত কহি ধৈর্য না যায় ধরণে ।
অবনি লোটায়, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ২২৮৪
একে অতিবৃদ্ধ তাহে খেদ অতিশয় ।
হই ন অবশ যৈছে কহন না হয় ২২৮৫
অত্যন্ত উদ্বেগে স্বামী নারে স্থির হৈতে ।
অকস্মাৎ নিদ্রাকর্ষে প্রভু ইচ্ছামতে ॥ ২২৮৬
বলরামরূপে নিত্যানন্দ কুতূহলে ।
শ্রীলক্ষ্মীপতিরে দেখা দিলা স্বপ্নছলে ২২৮৭
কিবা শোভা ! কন্দর্পের দর্প করে দূর ।
রজতপর্বত নিন্দে অঙ্গ সুমধুর ॥ ২২৮৮

আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষ পরিসর।
আকর্ণপর্যন্ত নেত্রভঙ্গি মনোহর ॥২২৮৯
কর্ণে এক কুণ্ডল ভুবনমন মোহে।
বাম কক্ষে নিক্ষিপ্ত মধুর শৃঙ্গ শোহে ॥২২৯০
বিবিধ ভূষণে ভূষিত কলেবর।
উপমার স্থান নাই ভুবনভিতর ॥২২৯১
বদনমণ্ডল জিনি পূর্ণিমার শশী।
বচনের ছলে সে ঢালয়ে সুধারাশি ॥২২৯২
প্রিয় লক্ষ্মীপতি প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
শুনিতে তোমার খেদ হৃদয় বিদরে ॥২২৯৩
অহে লক্ষ্মীপতি! কৃষ্ণ মোর প্রাণেশ্বর।
জন্মে জন্মে হও তুমি তাঁহার কিঙ্কর ॥২২৯৪
লক্ষ্মীপতি প্রভুর চরণে ধরি কয়।
ঐছে ভেদবুদ্ধি মোর কভু যেন নয় ॥২২৯৫
শ্রীলক্ষ্মীপতির এই বচন শুনিয়া।
প্রভু বলদেব কিছু কহেন হাসিয়া ॥২২৯৬
এই গ্রামে আইলা এক বিপ্রের কুমার।
অবধূতবেশ শিষ্য হইবে তোমার ॥২২৯৭
এই মন্ত্রে শিষ্য তুমি করিবে তাহারে।
এত কহি মন্ত্র কহে তাঁর কর্ণদ্বারে ॥২২৯৮
পাইয়া সে মন্ত্র লক্ষ্মীপতি হর্ষ হৈলা।
প্রভু অনুগ্রহ করি অন্তর্দ্ধান হৈলা ॥২২৯৯
প্রভাতে জাগিয়া ন্যাসী চিন্তে মনে মনে।
হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেইখানে ॥২৩০০
নিত্যানন্দ তেজ দেখি ন্যাসী বিচারয়।
কি অদ্ভুত তেজঃ এ মনুষ্য কভু নয় ॥২৩০১
ঐছে কত বিচারিয়া ন্যাসী বিজ্ঞবর।
অনিমেষনেত্রে দেখে শ্রীমুখসুন্দর ॥২৩০২
প্রভু প্রণময়ে লোটাইয়া ক্ষিতিতলে।
আস্তে-ব্যস্তে ন্যাসী তুলি লইলেন কোলে ॥২৩০৩
নিত্যানন্দ ন্যাসী প্রতি কহে বার বার।
মন্ত্রদীক্ষা দিয়া কর আমার উদ্ধার ॥২৩০৪
নিত্যানন্দ প্রভুর এ মধুর বাক্যেতে।
নেত্রজলে ভাসে ন্যাসী নারে স্থির হৈতে ॥২৩০৫
শ্রীবলদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল।
সেইদিন নিত্যানন্দে দীক্ষামন্ত্র দিল ॥২৩০৬
দীক্ষামন্ত্র দিয়া নিত্যানন্দে করি কোলে।
হইলা বিহ্বল, হিয়া আনন্দ উথলে ॥২৩০৭
লক্ষ্মীপতিপ্রিয় নিত্যানন্দ দয়াময়।
কিবা না করিতে পারে যেঁহ স্বেচ্ছাময় ॥২৩০৮
বাঢ়াইলা মাধ্বি সম্প্রদায় মহানন্দ।
ভকতবৎসল প্রভু প্রেমানন্দকন্দ ॥২৩০৯
তথাহি প্রাচীনৈরুক্তং—
নিত্যানন্দ প্রভুং বন্দে শ্রীমল্লক্ষ্মীপতিপ্রিয়ম্।
শ্রীমাধ্বিসম্প্রদানন্দ বর্ধনং ভক্তবৎসলম্ ॥২৩১০
লক্ষ্মীপতিস্থানে শিষ্য হৈয়া নিত্যানন্দ।
বাঢ়াইলা তাঁর অতি অদ্ভুত আনন্দ ॥২৩১১
অতি শীঘ্র অন্যত্র গেলেন তথা হৈতে।
প্রভুর এ লীলা অন্যে না পারে বুঝিতে ॥২৩১২
ব্যাকুল হৈলা ন্যাসী নিত্যানন্দ বিনে।
কারে কিছু না কহে, চিন্তয়ে মনে মনে ॥২৩১৩
রজনীর শেষে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু নিত্যানন্দ দেখা দিল ॥২৩১৪
দেখি নিত্যানন্দে লক্ষ্মীপতি মহাধীর।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের নীর ॥২৩১৫
বলদেবমূর্তি প্রভু হৈলা সেই ক্ষনে।

শ্রীলক্ষ্মীপতির প্রিয় শ্রীমাধ্ব সম্প্রদায়ের আনন্দ বর্দ্ধনকারী ভকতবৎসল প্রভু নিত্যানন্দকে বন্দনা করি ॥২৩১০

তাহা দেখি লক্ষ্মীপতি পড়ে শ্রীচরণে ॥ ২৩১৬
নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া কহে বারবার ।
মোরে ভাঁড়াইতে এ তোমার অবতার ॥ ২৩১৭
ব্রহ্মাদি না জানে আনে নারে জানিবারে ।
আপনি জানাও যারে সে জানিতে পারে ॥ ২৩১৮
মো ছার মূর্খের কেনে কৈলা বিড়ম্বন ।
অনুগ্রহ কর প্রভু লইনু শরণ ॥ ২৩১৯
শ্রীলক্ষ্মীপতির ঐছে বচন শ্রবণে ।
হইলেন নিত্যানন্দ মূর্তি সেইক্ষণে ॥ ২৩২০
বিদ্যুতের পুঞ্জ জিনি রূপের মাধুরী ।
লক্ষ্মীপতি অধৈর্য হইলা শোভা হেরি ॥ ২৩২১
নিত্যানন্দরাম করে করুণা-প্রকাশ ।
শ্রীলক্ষ্মীপতির পূর্ণ কৈলা অভিলাষ ॥ ২৩২২
এ সকল অন্তে জানাইতে নিষেধিয়া ।
অন্তর্ধান কৈলা প্রভু পুনঃ প্রবোধিয়া ॥ ২৩২৩
প্রভু অদর্শনে দুঃখী হৈলা লক্ষ্মীপতি ।
দূরে গেল নিদ্রা, দেখে পোহাইল রাতি ॥ ২৩২৪
কারে কিছু না কহ ধরিতে নারে ধৈর্য ।
সেই দিন হৈতে দশা হইল আশ্চর্য ॥ ২৩২৫
দেখিয়া চিন্তিত হইলেন শিষ্যগণ ।
অকস্মাৎ লক্ষ্মীপতি হৈলা সঙ্গোপন ॥ ২৩২৬
কহাতে কি জানি লক্ষ্মীপতির চরিত ।
নিত্যানন্দপ্রিয় যেঁহ জগতে বিদিত ॥ ২৩২৭
পাণ্ডুরগ্রামীর ভক্তি কহনে না যায় ।
অদ্যাদি প্রবল-ভক্তি নিতাইর কৃপায় ॥ ২৩২৮
এথা নিত্যানন্দ প্রভু আপন ইচ্ছায় ।
তীর্থ পর্যটন করে উল্লাস হিয়ায় ॥ ২৩২৯
কথোদিন পরে মাধবেন্দ্রের সহিতে ।
দেখা হৈল প্রতীচী তীর্থের সমীপেতে ॥ ২৩৩০
যে প্রেম প্রকাশ হৈল দোঁহার মিলনে ।
তাহা কে বর্ণিব ? যে দেখিল সেই জানে ॥ ২৩৩১
নিত্যানন্দে বন্ধুজ্ঞান করে মাধবেন্দ্র ।
মাধবেন্দ্রে গুরুবুদ্ধি করে নিত্যানন্দ । ২৩৩২
জানিনু কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি ।
নিত্যানন্দ হেন বন্ধু পাইনু সম্প্রতি ॥ ২৩৩৩
তত্রৈব কবিবাক্যম—
মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয় ।
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥ ২৩৩৪
শ্রীঈশ্বরপুরী আদি দেখি চমৎকার ।
নিত্যানন্দে গাঢ় রতি হইল সবার ॥ ২৩৩৫
কথোদিন দোঁহে কৃষ্ণরসে মগ্ন হৈলা ।
মনের আনন্দ দিবা-রাত্রি গোঙাইলা ॥ ২৩৩৬
নিত্যানন্দ বিদায় হইয়া পুরী স্থানে ।
সেতুবন্ধ গেলা রামেশ্বর-দরশনে ॥ ২৩৩৭
শ্রীমাধবপুরীশ্বরাদিক শিষ্যে লৈয়া ।
চলিলা সরযূতীর্থে বিদায় হইয়া ॥ ২৩৩৮
হৈলা মৃত্যুপ্রায় দোঁহে দোঁহার বিরহে ।
এককৃষ্ণ প্রেমাবেশে রক্ষা পাইলা দোঁহে ॥ ২৩৩৯
যদ্যপি শ্রীনিত্যানন্দ পরম সুধীর ।
ভ্রমিলেন সর্বত্র হইতে নারে স্থির ॥ ২৩৪০
কথোদিনে আসি প্রভু মথুরা নগরে ।
বাল্যাবেশে বালক সহিত ক্রীড়া করে ॥ ২৩৪১
নিত্যানন্দ চান্দেরে বারেক দেখে যেঁহ ।
তিলার্ধেক সঙ্গ না ছাড়িতে পারে সেই ॥ ২৩৪২
পরম-মধুর মূর্তি নিত্যানন্দ রায় ।
নিত্যানন্দে দেখিতে অসংখ্য লোক ধায় ॥ ২৩৪৩
নিত্যানন্দ স্থির না রহয়ে এক ঠাঁই
করয়ে ভ্রমণ ব্রজে মহানন্দ পাই ॥ ২৩৪৪

মধ্যে মধ্যে শ্রীগোকুল মহাবনে যাই।
মদনগোপালে দেখি রহেন তথাই ॥ ২৩৪৫
নন্দের আলয় দেখি কত উঠে মনে।
করিয়া রোদন চলে তীর্থ পর্যটনে ॥ ২৩৪৬

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে
আদিখণ্ডে—

গোকুলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া।
বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥ ২৩৪৭
তবে প্রভু মদনগোপালে নমস্করি।
চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥ ২৩৪৮
দেখিয়া সকল বন আসি বৃন্দাবনে।
খেলয়ে অদ্ভুত খেলা যমুনাপুলিনে ॥ ২৩৪৯
এই যে অপূর্ব বটবৃক্ষের তলাতে।
ক্ষণে বৈসে ক্ষণে উঠে লোটায় ধূলাতে ২৩৫০
ক্ষণে নানা পুষ্পে বেশ করে আপনার।
ক্ষণে কহে—কোথা প্রাণ কানাই আমার ॥ ২৩৫১
নিত্যানন্দ ভাবাবেশে করে টলমল।
অশ্রুজলে পূর্ণ দীর্ঘ নয়নযুগল ॥ ২৩৫২
ঐছে নিত্যানন্দ বৃন্দাবনেতে বিহরে।
নিত্যানন্দ-চেষ্টা কে বুঝিতে শক্তি ধরে ? ২৩৫৩
জানিলেন—শ্রীগৌরসুন্দর নবদ্বীপে।
গুপ্তরূপে বিহরি বিহরে ব্যক্তরূপে ॥ ২৩৫৪
মনে মনে হাসি নিত্যানন্দ-হলধর।
নিরন্তর পুলকে পূর্ণিত কলেবর ॥ ২৩৫৫
হইলা অধৈর্য সে প্রভুর আকর্ষণে।
নবদ্বীপে গমন করিলা এথা হনে ॥ ২৩৫৬
বিংশতি বৎসর কৈলা তীর্থ-পর্যটন।
যথা যে বিলাস তাহা কে করু বর্ণন ॥ ২৩৫৭
এই প্রভু শ্রীনিত্যানন্দের ক্রীড়াস্থান।
যে করে দর্শন সে পরম-ভাগ্যবান্ ॥ ২৩৫৮

অহে শ্রীনিবাস ! এই চীরঘাট হয়।
কেহ বা চয়নঘাট ইহারে কহয় ॥ ২৩৫৯
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণসনে।
রাসাদি বিলাস-অন্তে এথা আইলা স্নানে ॥ ২৩৬০
বস্ত্রাদিক রাখি এই নীপবৃক্ষতলে।
সূক্ষ্ম খর্ব বস্ত্র পরি নামিলেন জলে ॥ ২৩৬১
হইয়াছিলেন শ্রান্ত বিবিধ বিলাসে।
শ্রমশান্তি হৈল স্নিগ্ধ যমুনাপরশে ॥ ২৩৬২
বারি বিহরনে মহারঙ্গ উপজিল।
সকলেই গিয়া পদ্মবনে প্রবেশিল ॥ ২৩৬৩
কৃষ্ণ কোন ছলেতে আসিয়া বৃক্ষতলে।
করি বস্ত্র গোপন প্রবেশে পুনঃ জলে ॥ ২৩৬৩
কতক্ষণ জলকেলি করি উঠে তীরে।
বস্ত্র না দেখিয়া সবে চিন্তিত অন্তরে ॥ ২৩৬৪
কৃষ্ণ সে সময় অদ্ভুত শোভা হেরি।
দিলেন সবারে বস্ত্র পরিহাস করি ॥ ২৩৬৫
শ্রমশান্তি বস্ত্রচৌর্যাদিক এথা হৈল।
আর এই স্থানে কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া কৈল ॥ ২৩৬৭
অহে শ্রীনিবাস ! রাধাকৃষ্ণ সখীসনে।
নিধুবন-ক্রীড়া রত এই নিধুবনে ॥ ২৩৬৮
এই কেশীতীর্থ দেখ অহে শ্রীনিবাস !
ইহার মহিমা বহু পুরাণে প্রকাশ ॥ ২৩৬৯

তথাহি আদিবারাহে—

গঙ্গাশতগুণং পুণ্যং যত্র কেশী নিপাতিতঃ।
তত্রাপি চ বিশেষোঽস্তি কেশীতীর্থে বসুন্ধরে ॥ ২(

তস্মিন্ পিণ্ডপ্রদানেন গয়াপিণ্ডফলং লভেৎ ॥ ২(

কেশীবধ কৈলা কৃষ্ণ পরম কৌতুকে।
যমুনায় হস্ত পাখালিলা মহাসুখে ॥ ২৩৭২

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৮৫তম শ্লোকঃ—
হ্রেষাভির্জগতীত্রয়ং মদভরৈরুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
ফুল্লান্নত্রবিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ।
তং তাবতৃণবদ্বিদীর্য বকভিদ্বিদ্বর্ণং কেশিনং
যত্র ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎকেশিতীর্থং ভজে॥ ২৩৭৩

অহে শ্রীনিবাস! এই শ্রীধীরসমীরে।
কৃষ্ণের নিকুঞ্জলীলা অশেষ প্রকারে॥ ২৩৭৪
শ্রীরাধাকৃষ্ণের এথা অদ্ভুত মিলন।
মহাসুখে আস্বাদয়ে তাঁর প্রিয়গণ॥ ২৩৭৫

তথাহি শ্রীগীতগোবিন্দে ৫ম সর্গে ২য় গীতে শ্রীরাধিকাং প্রতি দূতীবাক্য—
পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতেরাসাদিতাঃ সিদ্ধয়-
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জমন্মথমহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ।
ধ্যায়ংস্ত্বামনিশং জপন্নপি তবৈবালাপমন্ত্রাক্ষরং
ভূয়স্ত্বৎকুচকুম্ভনির্ভরপরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি॥ ২৩৭৬

তত্রৈব গীতং—
রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্।
ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্॥ ২৩৭৭
ধীরসমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী॥ ইতি
দেখ শ্রীরাধিকা-মানভঞ্জন এথানে।
এ মণিকর্ণিকা কৃষ্ণ মিলসে এ বনে॥ ২৩৭৮
অহে শ্রীনিবাস! এই যমুনা-নিকট।
পরম অদ্ভুত শোভাময় বংশীবট॥ ২৩৭৯ ॥২৩৭৯
বংশীবট ছায়া জগতের দুঃখ হরে।
এথা গোপীনাথ সদা আনন্দে বিহরে॥ ২৩৮০
ভুবনমোহন বেশে সুচারু ভঙ্গিতে।
গোপীগণে আকর্ষয়ে বংশীর স্বনেতে॥ ২৩৮১

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলায়াং ১ম পরিচ্ছেদে ১৭শ শ্লোকঃ—
শ্রীমদ্রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষন্ বেণুস্বনৈর্গোপীর্গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তু নঃ॥ ২৩৮২

যে স্থানে কেশীদৈত্যবধ হইয়াছিল সেই স্থান গঙ্গা অপেক্ষা শতগুন পুন্যপদ। হে বসুন্ধরে! সেই কেশীতীর্থের বিশেষত্ব রহিয়াছে। তথায় পিণ্ড প্রদান করিলে গয়াপিণ্ড ফল লাভ হয় ॥২৩৭০-২৩৭১

অতিশয় মদগর্ব্বে হ্রেষাধ্বনিতে ত্রিজগত উৎকম্পিত এবং বিকসিত নেত্র ঘূর্ণনে সর্ব্বদিক পূর্ণভাবে দগ্ধ করিতেছিল। সেই বিদ্বেষী কেশিকে বকারি কৃষ্ণ তৃনবৎ অনায়াসে ছিন্ন করিয়া যেখানে রুধির সিক্ত হস্তদ্বয় ধৌত করিয়াছিলেন আমি সেই কেশি তীর্থের ভজনা করি ॥২৩৭৩

যে স্থানে পূর্বে তোমার সহিত কামবাসনা চরিতার্থ করিয়াছিলেন সেই নিকুঞ্জরূপ মদনের মহাতীর্থে মাধব সর্ব্বক্ষন তোমার ধ্যান এবং তোমার কথারূপ মন্ত্রাক্ষর জপ করিয়া তোমার কুচকুম্ভের গাঢ়াঙ্গিনামৃত অধিকতরভাবে পুনঃ বাঞ্ছা করিতেছেন॥ ২৩৭৬

সুরত সুখ সর্বস্ব অভিসারে মদনবৎমনোহর বেশ ধারন করিয়া প্রানেশ্বর গমন করিয়াছেনঃ হে নিতম্বিনী আর তুমি বিলম্ব করি ও না। বনমালী ধীর সমীরে যমুনার তীরে কুঞ্জবনে অপেক্ষা করিতেছেন ॥২৩৭০

পরম চমৎকারপূর্ণ রাসরস উপভোগী বংশীবটতটে বিহার শীল বংশীধ্বনিতে গোপীগনকে আকর্ষনকারী গোপীনাথ আমাদের প্রেমসম্পদ প্রদান করুন ॥২৩৮২

যমুনা-প্লাবিত এই বংশীবট-স্থান।
বংশীবট যমুনায় হৈলা অন্তর্ধান ॥ ২৩৮৩
তার এক ডাল আনি গোস্বামী আপনে।
করিলা স্থাপন এ পূর্বের সন্নিধানে ॥ ২৩৮৪
দেখ শ্রীনিবাস! এ পরম রম্য স্থল।
সদা মন্দ মন্দ বহে সমীর শীতল ॥ ২৩৮৫
বংশীরবে সব ছাড়ি অধৈর্য হিয়ায়।
গোপীগণ আসি কৃষ্ণে মিলয়ে এথায় ॥ ২৩৮৬
গোপীগণ কৃষ্ণ-শোভা সমুদ্রে সাঁতারে।
কৃষ্ণ গোপীগণে দেখি স্থির হৈতে নারে ॥ ২৩৮৭
ধৈর্যাবলম্বন করি মনের উল্লাসে।
কে বুঝে মরম—যৈছে কুশল জিজ্ঞাসে ॥ ২৩৮৮
কৃষ্ণ এথা কৈলা গোপী-প্রেমের পরীক্ষা।
পুনঃ গৃহে যাইতে দিলেন বহু শিক্ষা ॥ ২৩৮৯
রাসারম্ভে অসমতা দেখি গোপীগণে।
রাধাসহ অন্তর্হিত হৈতে হৈল মনে ॥ ২৩৯০
এইখানে কৃষ্ণচন্দ্র হৈয়া অদর্শন।
গোপিকাবিলাপ-সুখে করিলা শ্রবণ ॥ ২৩৯১
কৃষ্ণ বিনা গোপীগণ এ বৃক্ষ লতায়।
জিজ্ঞাসে কৃষ্ণের কথা ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ২৩৯২
করি কৃষ্ণ লীলানুকরণ গোপীগণ।
এথা কৈল রাধিকার সৌভাগ্য বর্ণন ॥ ২৩৯৩
রাধিকার মনোহিত কৃষ্ণ এথা কৈলা।
এইখানে তাঁরে রাখি অদর্শন হৈলা ॥ ২৩৯৪
এথা অন্য গোপীগণ দেখি রাধিকারে।
কহিল অনেক অতি অধৈর্য অন্তরে ॥ ২৩৯৫
সবে এক হৈয়া কৃষ্ণ-দর্শন-লালসে।
গাইল কৃষ্ণের গুণ অশেষ বিশেষে ॥ ২৩৯৬
এইখানে শ্রীকৃষ্ণ দিলেন দরশন।
পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা গোপীগণ ॥ ২৩৯৭
যত্নে গোপীগণ কৃষ্ণে বসাইল এথা।
এইখানে পরস্পর হৈল বহু কথা ॥ ২৩৯৮
শ্রীযমুনা পুলিন দেখহ শ্রীনিবাস।
এইখানে কৃষ্ণ আরম্ভিলা মহারাস ॥ ২৩৯৯
শতকোটি অঙ্গনাবেষ্টিত কুতূহলে।
বিলসয়ে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাসমণ্ডলে। ২৪০০
হৈল কল্পসম রাত্রি শ্রীরাসবিহারে।
বর্ণিলেন ব্যাসাদি কবি বিবিধ প্রকারে ॥ ২৪০১
স্ত্রী রত্নে বেষ্টিত কৃষ্ণ রসিকশেখর।
সর্বচিত্তাকর্ষে রাসক্রীড়ায় তৎপর ॥ ৩৪০২

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমে ত্রয়স্ত্রিংশত্তমাধ্যায়ে

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোহন্যাবদ্ধবাহুভিঃ। ২৪০
রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ
॥ ২৪

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্ নভস্তাবদ্বিমানশতসঙ্কুলম্।
দিবৌকসাং সদারাণামৌৎসুক্যাপহৃতাত্মনাম্
॥ ২৪

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্বপতয় সস্ত্রীকাস্তদ্যশোঽমলম্ ॥ ২৪০৬
বলয়ানাং নূপুরাণাং কিঙ্কিনীনাঞ্চ যোষিতাম্।
সপ্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে ॥ ২৪০৭
তত্রাতিশুশুভে তাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যে মণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা ॥ ২৪
পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিতৈর্ভ্রূবিলাসৈ
র্ভজ্যন্মধ্যৈশ্চলকুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
স্বিদ্যন্মুখ্যঃ কবররশনা গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যস্তং তড়িত ইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ। ২৪

উচ্চৈর্জগুর্নৃত্যমানা রক্তকণ্ঠ্যো রতিপ্রিয়াঃ ।
কৃষ্ণাভিমর্শমুদিতা যদগীতেনেদমাবৃতম্ ॥ ২৪১০
কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতাঃ ।
উন্নিন্যে পূজিতা তেন প্রীয়তা সাধু সাধ্বিতি ।
তদেব ধ্রুবমুন্নিন্যে তস্যৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ ॥ ইতি
শ্রীগোপালচম্পূ পূর্ব প্রবন্ধে ২৮শ পূরণে ৩:মত
অঙ্কাবধি

যথা রাগঃ —
জয় জয় সদগুণসার ।
জগতি বিশিষ্টং কলয়িতুমিষ্টং গোকুললসদবতার ॥ ধ্রু
কমলভবশ্বের বৈকুণ্ঠেশ্বরপত্নী চিন্তিতসেব ।
রাজসি রাসে বলিতবিলাসে নিজরমণীভির্দেব
॥ ২৪১৩

নটবৎপরিকর নিখিলকলাধর রচিতপরস্পরমোদ ।
আলিঙ্গনমুখরিতরমমহাসুখবল্লববধূস্তততোদ
॥ ২৪১৪
বাক্তিবীক্ষণকৃতসাত্ত্বিকপরিবৃত-মণ্ডলমনু বহুমূর্ত
ব্রজতরুণীগণ-রচিতনয়নগণ-সচিতবশীকৃতপূর্ত
॥২৪১৫
চরণকজধৃতি-করপল্লবকৃত-চিল্লীবলিত বহারান ।
মধ্যভঙ্গতি-মণিকুণ্ডলগতি-পুলকস্বেদবিকারান্
॥ ২৪১৬

কলয়তি ভবতা ঘনদামাবতা তড়িদিব সর্বা ললনা।
অপিবহুপরিমি ততরতমতামিতি সেয়ং জপয়তি
তুলনা ॥ ২৪১৭
সুমধুরকণ্ঠে তব রতিমাত্রপ্রীতে ।
ত্বৎস্পর্শাম্বুদমদচয়সং বৃতচিত্তে ভাবক্রীতে ॥ ২৪১৮
যুবতীজাতে গীতজশাতেনাবৃত বিশ্বপ্রভবে ।
যস্ত্বং রাজসি তৎসুভাগসি নম এতস্যৈ প্রভবে
॥ ২৪১৯
যা সহ ভবতা বিস্ময়মবতা স্বরজাতীরতিবন্ধম্ ।
গায়তি সেয়ং নিখিলৈর্গেয়ং কলয়তি নিজগুণবন্ধম্
ততউৎকর্ষং কলয়তি হর্ষং বলয়তি বেয়ং গানে ।
সা শ্রীরাধাবলিতারাধা ভবতা কলিতা মানে
॥ ২৪২১
যেয়ং রাসে শ্রমজবিলাসে বিগলন্মল্লীবলয়া ।
সা ভবদংসে লসদবতংসে ধরতি করং বরকলয়া
॥২৪২২
যা চাংসোপরি ভুজপরিষং পরিচুম্বতি সবিনোদম্ ।
স্বস্যাতি সেয়ং তস্বগণনেয়ং যদ্রোম চ সমোদম্
॥ ২৪২৩
চলকুণ্ডলধর-গণ্ডমুকুরবরসমিষস্পর্শবিধানে ।
তাম্বুলদ্রবপরিবর্তাদ্ রময়সে চুম্বনদানে । ২৪২৪
এষা নর্তনকীর্তনসিঞ্জিতজাতসুতালা ।
তব রামানুজ ভক্ততুল যুক্ত মিথমাধাদ্ধ দিবালা ॥ ২৪২৫

যমুনার তটে অন্তরীতে, প্রীতিযুক্ত পরস্পর হস্ত ধারন করিয়া শ্রেষ্ঠ গোপীগনের সহিত মিলিত হইয়া শ্রীগোবিন্দ রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। গোপীগন মণ্ডলী চক্র রচনা করিয়া সেই রাসোৎসবের শোভা বিধান করিল। যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ সেই রাসনৃত্যে দুই দুইজন গোপীর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদের কণ্ঠ ধারন করিলে তাহারা নিজ নিজ নিকটে কৃষ্ণকে অনুভব করিতে লাগিল। তখন কৌতুহলী দেবগন সস্ত্রীক রাসোৎসব দর্শন করিবার জন্য শত শত বিমানে আকাশ পরিবৃত করিল। অনন্তর দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। সস্ত্রীক গন্ধর্বপতিগন কৃষ্ণের বিমল যশগন করিতে লাগিলেন। রাসমণ্ডলে কৃষ্ণালিঙ্গন বদ্ধ নৃত্যরত গোপীবলয়ের নুপুর ও কিঙ্কিনীর মিলিত ধ্বনি উত্থিত হইল। 'স্বর্ণতুলকান্তি অত্যুজ্জল মরকত মনির ন্যায় ভগবান

অথ রাসক্রমপরিবলিতশ্রমবনিতালক্ষিতদেহ।
পরিতোজমণকগণবিশ্রমকণসমুদিতপরমস্নেহ ॥ ২৪২৬

কবিকৃতনিশ্চয়শুভ্রযশশ্চয়মালা সমুদয়হারিন্।
জয় জয় জয় জয়, জয় জয় জয় জয় জয় জয় রাসবিহারিন্ ॥ ২৪২৭

অহে শ্রীনিবাস! রাসবিলাস বিস্তার।
যমুনাপুলিনে সে শোভার নাহি পার ॥ ২৫২৮

উজ্জ্বল রজনী পূর্ণচান্দ্রের কিরণে।
যমুনাসলিলশোভা বর্ণিব কি আরে? ২৪২৯

এইখানে কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগন-সঙ্গে।
যমুনায় জলকেলি কৈল নানা রঙ্গে ॥ ২৪৩০

পরমকৌতুকী কৃষ্ণ কুঞ্জক্রীড়ারত।
কৈল যৈছে বিশ্রাম তা বর্ণিবে কে কত? ২৪৩১

রজনী প্রভাতে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ-সনে।
গৃহে গতি যৈছে তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগনে ॥ ২১৩২

তথাহি তত্রৈব ২৯তম পূরণে ৯৩ শ্লোকাবধি
ললিতরাগ

জাগরণাদথ কুঞ্জবরে।
বীক্ষিতভাস্কররুচিনিকরে ॥ ২৮৩৩

কান্তানিদ্রাভঙ্গকরে।
অপি সঙ্কলিতস্বপরিকরে ॥ ২৪৩৪

মমধীর্মজ্জতি কংসহরে।
মৌলিশিখোপরি পিঞ্ছধরে ॥ ধ্রু ॥ ২৪৩৫

মুহুরুল্লসিতযুবতী নিকরে।
সমমনয়া বহিরনয়চরে ॥ ২৪৩৬

ঘনগহনাধ্বনি গমনপরে।
তত্র চ বহু কৃতসুখবিতরে ॥ ২৪৩৭

আশাস্তম্ভিতবিহগারে।
ধাম্নি সনাতনশর্মহরে ॥ ২৪৩৮

যশোদাসুত তথায় শোভিত হইয়াছিল। তথায় কৃষ্ণভোগ্যা গোপীগন নৃত্যে পাদবিক্ষেপ বাহু সঞ্চালনে মধুর হাস্যযুক্ত ভঙ্গিতে অধোমুখ ক্ষীনকোটি দেশ, চঞ্চল স্তন ও বস্ত্র, গণ্ডস্থলে দোদুল্যমান কুণ্ডল, ঘর্মাক্ত বদন, শিথিল বন্ধন কবরী কাঞ্চিতে শোভিত হইয়া কৃষ্ণেরই কীর্ত্তন করিতে করিতে মেঘমণ্ডলের বিদ্যুৎরাশির ন্যায় শোভা পাইতে ছিল। রতিপ্রধানা পরায়না কৃষ্ণের স্পর্শে হৃষ্টা গোপীগন উচ্চৈঃ স্বরে কৃষ্ণগুন গান করিতে লাগিলে যে গীতে সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইল। কোন গোপী কৃষ্ণের স্বরসমূহের সহিত অমিশ্রিত রাগিনী সমূহ মূল রাগিনী রূপে গান করিলে কৃষ্ণ প্রীত হইয়া সাধু সাধু বলিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। অন্য এক গোপী সেই স্বরজাত ধ্রুবপদ গান করিলে কৃষ্ণ তাহাকে ও বহু সম্মান প্রদান করিলেন। ২৪০২-২৪১১

জগতে বিশেষ অভীষ্ট সাধনের জন্য গোকুলে লীলাময় অবতার হে সদগুনসার! আপনার পুনঃ পুনঃ জয়যুক্ত হউন। ভব ব্রহ্মা ঈশ্বর মহাদেব বৈকুণ্ঠের স্বর পত্নী লক্ষ্মী আপনার সেবা প্রার্থনা করেন। হে দেব! নিজরমনীগনের বর্ধিত বিলাস রাসে বিরাজ করেন। হে অশেষ কলা বিদ্যা নিপুন, হে পরম্পরানন্দ বিধায়ক আলিঙ্গন মুখরিত অতিশয় মহাসুখ প্রকটকারী গোপীগন আপনার ব্যাথা দূর করিয়া দেয়। রাসমণ্ডলে আপনার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়ে সকলে সাত্ত্বিক বিকারে মণ্ডিত হইলে সেই মণ্ডলে আপনি নিজেকে বহু মূর্ত্তিতে প্রকাশ করেন। ব্রজ যুবতী গনে রচিত নয়নপথ আপনার মন বাসনা পূরন করিয়া উহাকে আয়ত্ত করিয়া দেয়। বিদ্যুত সদৃশ সর্বগোপললনা নবনীরদ সম আপনার সঙ্গে চরন পদ্মধারন তথা করপল্লব সঞ্চালনে যে ভাব প্রকাশ, কটিভঙ্গ, গাণ্ডোপরি কুণ্ডল সঞ্চলন, রোমাঞ্চ স্বেদ বিকার, প্রকটিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই তুলনা আপনাদের পরিমান সমীমত্বের তারতম্য জ্ঞাপন করিতে পারে কি? অতি মধুর স্বরবিশিষ্ট গোপীগন রাসনৃত্যে আগ্রহান্বিত আপনার

মহারাসবিলাসে সকল গোপিকার।
কৈল মনোরথ পূর্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার ॥ ২৪৩৯
শ্রীরাসবিলাসী মহাসুখের আলয়।
শুনিলে এসব—অভিলাষ পূর্ণ হয় ॥ ২৪৪০
অহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ ভুবনমোহন।
শ্রীরাসবিলাসী রাধিকার প্রাণধন ॥ ২৪৪১
ভুবনমোহিনী রাধা রাসবিলাসিনী।
কৃষ্ণপ্রাণপ্রিয় রমণীর শিরোমণি ॥ ২৪৪২
কৃষ্ণসুখ যাতে তাহা করয়ে সদায়।
শ্রীরাধিকা বিনা কৃষ্ণ অন্য নাহি ভায় ॥ ২৪৪৩
শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগন সনে।
সদা রাসবিলাসে বিহ্বল বৃন্দাবনে ॥২৪৪৪
এথা এক দিবস হইল মহারঙ্গ।
কহিতে বাঢ়য়ে সাধ সে সব প্রসঙ্গ ॥২৪৪৫
বৃন্দা মনে কৈল আজি বিধ বিধানে।
দেখিব বিলাস রাই কানু সখীগণে ॥ ২৪৪৬
এই হেতু বৃন্দা লৈয়া অনুচরীগণ।
রাসলীলারম্ভের করয়ে আয়োজন ॥ ২৪৪৭
নৃত্যস্থলী বিরচয়ে যে সব বিধানে।
সে সকল ভেদ নাট্যশাস্ত্রেও না জানে ॥ ২৪৪৮
যৈছে চন্দ্র কিরণ নির্মল উজ্জ্বল।
তৈছে নৃত্যস্থলীশুভ্রশোভা চমৎকার ॥ ২৪৪৯
এই কুঞ্জালয়ের অঙ্গকপরিসরে।
চন্দ্রের কিরণ কি অদ্ভুত শোভা ধরে ॥ ২৪৫০
চতুর্দিকে শুভ্র পুষ্পাসন সর্বোপরি।
মধ্যে শুভ্র সিংহাসন রাখে যত্ন করি ॥ ২৪৫১
তাম্বূলবীটিকা রত্নসম্পুটে রাখয়।
যাহার সৌগন্ধ সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ২৪৫২
নানা পুষ্পভূষা আদি অনেক প্রকার।
সুগন্ধি চন্দন আদি—লেখা নাই তার ॥ ২৪৫৩

রূপেই তাঁদের প্রীতি আপনার স্পর্শামৃতের মাদকতায় পরিপূরিত প্রেমে বিক্রীত সঙ্গীতজনিত আনন্দে বিশ্বকারন আপ্লুত করিয়াছেন। যুবতীগনমধ্যে বিরাজ করিয়া রাসসুখ উপভোগ করিতেছেন। এতাদৃশ প্রভুকে নমস্কার আপনার বিস্ময় উৎপাদন করিয়া যে গোপী বিবিধ রাগিনী অতি শুদ্ধ ভাবে গান করিতেছেন তিনি নিজ সঙ্গীত নৈপুণ্যে নিজ রাগিনীতে অপর সকলের রাগিনী বাঁধিয়া দিয়াছেন। যে গোপী পূর্বকৃত উৎকর্ষে আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া রাধিকা কর্তৃত সম্মানিত ইহাকে আপনি আদর প্রদর্শন সম্মানিত করিতেছেন। যে গোপীররাসনৃত্য-পরিশ্রমে আনন্দে বলয় ও মল্লিকামালা শিথিল হইয়াছে তিনি আপনার অবতংস শোভিত স্কন্ধোপরি পরম বৈদগ্ধে নিজ কর স্থাপন করিয়াছেন অপর গোপীর স্কন্ধোপরি আপনার মুদ্গর সদৃশ বাহু ন্যস্ত হইলে তিনি পরমানন্দে চুম্বন করিতেছেন। তিনি আনন্দে দেহস্মৃতি রহিত হইয়াছেন এবং পুলকোদ্গম হইয়াছে। কোন গোপীর চঞ্চল কুণ্ডল শোভিত গণ্ডমুকুর ছলনাক্রমে স্পর্শ করিয়া চুম্বন প্রদানে পরস্পর চর্বিত তাম্বুল বিনিময়ে আপনি দ্রবভাব প্রাপ্ত হইতেছেন। হে রামানুজ নর্তনে-গানে অঙ্গ সঞ্চালনে ভূবন ধ্বনি সুন্দর ভাবে তা পরক্ষা করিতেছে। ইনি আপনার অতুলনীয় পদ্ম সদৃশ হস্ত নিজবক্ষে স্থাপন করিতেছেন। রাসনৃত্যে ক্লান্ত গোপীগন পরিবেষ্টিত পরিভ্রমন নৃত্যে অতিশয় শ্রমাধিক্য হেতু ঘর্ম বিন্দু দর্শনে আপনি ইহাদের প্রতি পরম স্নেহাবিষ্ট হইয়াছেন। আপনার সুনির্মল যশোরাশি কবিগন অবধারন করতঃ যে মালা রচনা করিয়া থাকেন আপনি তদ্বারা শোভিত হন। হে রাসবিহারী আপনি দশভাবে জয়লাভ করুন ॥২৪১২-২৪২৭
কুঞ্জে বিশ্রামানন্তর জাগরনের পর সূর্য্যালোক দেখিয়া শ্রীরাধার নিদ্রাভঙ্গকারী পরজনগন সহ মিলনকারী মস্তকের চূড়ায় শিখিপুচ্ছধারী, রংসারী কৃষ্ণ আমার মতি নিমগ্ন হইতেছে। যিনি যুবতী সমূহকে পুনঃ পুনঃ উল্লাসিত করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে কখন ও রাধিকা সহ বাহিরে গমন করেন নাই। নিবিড় বনপথে গমন কালে তথায় প্রচুর সুখ বিতরন করিতেছেন। পুনর্মিলনের আকাঙ্খায় নিবারিত বিরহ বিষ প্রভাবে নিত্যসুখদায়িনী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে আমার মতি নিমগ্ন হইতেছে ॥২৪৩৩-২৪৩৮

লক্ষ লক্ষ চামর শোভায় চিত্ত হরে।
মৃদঙ্গাদি নানা যন্ত্র রাখে থরে থরে॥ ২৪৫৪
শুক কোকিলাদি পক্ষ্যে করয়ে আদেশ।
গাও কৃষ্ণ-রাধিকার চরিত্র অশেষ॥ ২৪৫৫
ময়ূরগণেরে কহে নৃত্য করিবার।
নিদেশে ভ্রমরগণে করিতে ঝঙ্কার॥ ২৪৫৬
হেনই সময়ে সে বৃন্দার অনুচরী।
শ্রীবৃন্দাদেবীর প্রতি কহে ধীরে ধীরে॥ ২৪৫৭
হুঁহুগতি বিলম্বে চিন্তিত হৈয়া তুমি।
মোরে আজ্ঞা কৈলা—তথা গিয়া ছিনু আমি ॥ ২৪৫৮
পৌর্ণমাসী-উপদেশে কৃষ্ণ হর্ষ হৈয়া!
পুষ্পবনে ছিলা রাই-পথ নিরখিয়া ২৪৫৯
শ্রীরাধিকা গৃহ হৈতে আসি সখীসনে।
মিলিলেন কৃষ্ণ এই পুষ্পের কাননে॥ ২৪৬০
দোঁহার মিলনে পৌর্ণমাসী হর্ষ হৈলা।
তোমার যে ক্রিয়া তাহা দোঁহে জানাইলা॥ ২৪৬১
এত কহিতেই হৈল দোঁহার গমন।
কিবা পাদপদ্মের বিন্যাস মনোরম॥ ২৪৬২
দোঁহে হুঁহু স্কন্ধে চারু ভুজ আরোপিয়া।
রসাবেশে রহে দোঁহে দোঁহা নিরখিয়া॥ ২৪৬৩
কহিতে সে শোভার অবধি নাহি হয়।
নিরখিতে নয়ননিমিষ দূরে রয়॥ ২৪৬৪
হুঁহু রূপছটা—আলো করে ত্রিভুবন।
সজল জলদঘটা দামিনীদমন॥ ২৬৪৫
ললিতাদি সখী সুবেষ্টিত—শোভা অতি।
ঝলমল করে সে সবার অঙ্গদ্যুতি॥ ২৪৬৬
অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলে কুঞ্জের মাঝার।
মন্দ মন্দ নূপুরের ধ্বনি অনিবার॥ ২৪৬৭
রাই-কানু সখীসহ কুঞ্জে প্রবেশিয়া।
বৃন্দাবিরচিত শোভা দেখে হর্ষ হৈয়া॥ ২৪৬৮
দোঁহে হাসি বৈসে সে বিচিত্র সিংহাসনে।
চতুর্দিকে সখী সুখে আপনা না জানে॥ ২৪৬৯
লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন।
শুক কোকিলাদি গায় দুঁহু গুণগণ॥ ২৪৭০
সুমধুর বাদ্যপ্রায় ভ্রমর গুঞ্জরে
চতুর্দিকে ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য করে॥ ২৪৭১
বৃন্দাদেশে সব নিজগুণ প্রকাশিল।
এই ছলে বৃন্দা মনোরথ জানাইল॥ ২৪৭২
পরম সুগড় কৃষ্ণ রসের মূরতি।
হাসি নেত্রকোণে কি কহিল বৃন্দাপ্রতি॥ ২৪৭৩
বৃন্দা চন্দনাদি পুষ্পভূষা সমর্পিতে।
যে কৌতুক বাঢ়ে—তাহা কে পারে বর্ণিতে? ২৪৭৪
ললিতা সে তাম্বূলসম্পূট উঘাড়িয়া!
হৈল হর্ষ রাইহস্তে তাম্বূল অর্পিয়া॥ ২৪৭৫
শ্রীরাধিকা তাম্বুলবীটীকা লৈয়া সুখে।
দিলেন সুভঙ্গীতে কৃষ্ণের চাঁদমুখে॥ ২৪৭৬
মন্দ মন্দ হাসে কৃষ্ণ অধৈর্যহৃদয়।
তাম্বূলভক্ষণে নানা রঙ্গ প্রকাশয়॥ ২৪৭৭
শ্রীরাসবিলাস করিবেন এই মনে।
অপূর্ব ভঙ্গিতে চায় রাইমুখপানে॥ ২৪৭৮
আনন্দের মূর্তি কৃষ্ণ রসের নিধান।
কোটি কোটি কন্দর্প জিনিয়া ভঙ্গী তাঁন॥ ২৪৭৯
ময়ূরচান্দ্রকা মাথে শোভয়ে অশেষ!
বংশী ন্যস্ত অধরে কি সুমধুর বেশ॥ ২৪৮০
বৃন্দামনোরথসিদ্ধ করিবার তরে।
শ্রীরাধিকাসহ কৃষ্ণ এথাহ বিহরে॥ ২৪৮১
অসংখ্য প্রেয়সী—তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাধা।
যেঁহ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ করে সব সাধা॥ ২৪৮২

রাধিকার বেশ যৈছে কে পারে কহিতে ?
ললিতাদি বেশের উপমা নাহি দিতে ॥ ২৪৮৩
রাধিকার গণ যত লেখা নাই তার ।
ললিতাদি সখীর যুথের নাই পার ॥ ২৪৮৪
লক্ষ লক্ষ অঙ্গনাতে বেষ্টিত হইয়া ।
বিলসয়ে কৃষ্ণ রাইস্কন্ধে বাহু দিয়া ॥ ২৪৮৫
শ্রীরাসবিলাসে শোভা ব্যাপিল ভুবন ।
হইলেন সঙ্গীতে নিমগ্ন সর্বজন । ২৪৮৬
কহিতে কি —সঙ্গীতের রীত চমৎকার ।
সর্বচিত্তাকর্ষক এ সর্বত্র প্রচার ॥ ২৪৮৭
অহে শ্রীনিবাস ! পূর্বে ব্রহ্মা বেদ হৈতে ।
প্রকাশে সঙ্গীতবেদ—বিদিত জগতে । ২৪৮৮

তথাহি—

পুরা চতুর্ণাং বেদানাং সারমাকৃষ্য পদ্মভূঃ ।
ইমন্তু পঞ্চমং বেদং সঙ্গীতাখ্যমকল্পয়ৎ ॥ ২৪৮৯
সাম-ঋক্-অথর্বা দি বেদচতুষ্টয় ।
ইথে জন্মে গীত পাঠ্যরস অভিনয় ॥ ২৪৯০

তত্রাহি —

ঋগ্ভ্যঃ পাঠ্যমভূদ্ গীতং সামভ্যঃ সমপদ্যত ।
যজুর্ভ্যোঽভিনয়া জাতা রসাশ্চাথর্বণাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৪৯১

ব্রহ্মা শিব আদি এ সঙ্গীত-প্রচারক ।
এ মহামধুর সর্বজগতে ব্যাপক ॥ ২৪৯২

তথাহি——

ব্রহ্মেশ-নন্দি-ভরত দুর্গা-নারদ-কোহলাঃ ।
দশাস্য-বায়ু-রম্ভাদ্যঃ সঙ্গীতস্য প্রচারকাঃ ॥ ২৪৯৩
সঙ্গীত স্বরূপ—গীত বাদ্য-নৃত্যত্রয় ।
গীত বাদ্যদ্বয়ে কেহ সঙ্গীত কহয় ॥ ২৪৯৪
গীত-নৃত্য-বাদ্যের প্রভাব অতিশয় ।
দেব মনুষ্যাদি সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥ ২৪৯৫

তথাহি শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—

গীত বাদিত্র নৃত্যানাং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে ।
গীতস্যাত্র প্রধানত্বাত্তৎ সঙ্গীতমিতিরিতম্ ॥২৪৯৬

শ্রীসঙ্গীতশিরোমণৌ—

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যঞ্চ ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে ।
গীত বাদ্যে উভে এব সঙ্গীতমিতি কেচন ।
তত্তির্যগ্‌ নরদেবাদিমনোহারি প্রকীর্তিতম্ ॥ ২৪৯৭

মার্গ-দেশী-ভেদে সে সঙ্গীত দ্বি প্রকার ।
স্বর্গেমার্গ শ্রেষ্ঠ—ব্রহ্মা আচার্য যাহার ॥ ২৪৯৮
নানাদেশ ভেদে দেশী ভূতল আশ্রিত ।
মার্গ দেশীদ্বয় ঐছে শাস্ত্রে সুবিদিত । ২৪৯৯

পুরাকালে পদ্মযোনি ব্রহ্মা চারিবেদের সার গ্রহন করিয়া সঙ্গীত বেদ নামক এই পঞ্চম বেদ রচনা করিয়াছিলেন ।২৪৮৯

ঋকবেদ হইতে আবৃত্তি, সামবেদ হইতে গান যর্জুবেদ হইতে অভিনয় এবং অথর্ব বেদ হইতে রসের উৎপাত্তি হইয়াছে বলিয়া কথিত ।২৪৯১

ব্রহ্মা, শিব নন্দী, ভরত দুর্গা নারদ, কোহল রাবন বায়ু রম্ভা প্রভৃতি। ইহারা সঙ্গীতের প্রচারক ।২৪৯৩

গীত-বাদ্য-নৃত্য এই তিনের সমষ্টিকে সঙ্গীত বলা হয়। তন্মধ্যে গীতের প্রাধানত্যায় উহারা সঙ্গীত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৪৯৬

গীত, বাদ্য নৃত্য তিনটি সঙ্গীত বলিয়া কথিত। গীত ও বাদ্য উভয়কে কেহ কেহ সঙ্গীত বলিয়া থাকে ! এই সঙ্গীত পশু পক্ষী মানুষ ও দেবতা গনের চিত্তহারক বলিয়া প্রসিদ্ধ ।।২৪৯৭

তথাহি শ্রীসঙ্গীতসারে—

মার্গ দেশীবিভেদেন সঙ্গীতং ভবতি দ্বিধা।
স্বর্গে মার্গাশ্রিতং দেশ্যাশ্রিতং ভূতলরঞ্জিতম্ ॥ ২৫০০

শ্রীসঙ্গীত পারিজাতে—

মার্গদেশীবিভেদেন দ্বেধা সঙ্গীতমুচ্যতে ।
দ্বেধা মার্গাখ্যসঙ্গীতং ভরতায়াব্রবীৎ স্বয়ম্ ॥ ২৫০১
ব্রহ্মণোহধীত্য ভরতঃ সঙ্গীতং মার্গসংজ্ঞিতম্ ।
অপ্সরোভিশ্চ গন্ধর্বৈঃ শম্ভোরগ্রে প্রযুক্তবান্ ॥ ২৫০২
তদ্দেশীয়মিতি প্রাহুঃ সঙ্গীতং দেশভেদতঃ ॥ ২৫০৩

গীতাদির উৎপত্তিকারণ নাদ হয়,
নাম—স্বয়ং হরি, নাদতত্ত্ব কে জানয় ? ॥ ২৫০৪

তথাহি

ন নাদেন বিনা গীতং ন নাদেন বিনা স্বরঃ ।
ন নাদেন বিনা রাগস্তস্মান্নাদাত্মকং জগৎ ॥ ২৫০৫

শ্রীসঙ্গীতদামোদরে

ন নাদেন বিনা জ্ঞানং ন নাদেন বিনা শিবঃ ।
নাদরূপং পরং জ্যোতির্নাদরূপী স্বয়ং হরি ॥ ২৫০৬

আঞ্জনেয়ঃ

নাদাব্ধেস্তু পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াত্তুম্বং বহতি বক্ষসি ॥ ২৫০৭

নাদের উৎপত্তি অগ্নি বায়ু হৈতে হয়।
আকাশাদি বায়ুতে ও সে নাদ জন্ময় ॥ ২৫০৮
নাদের উৎপত্তি স্থান নাভি অধোদেশে ।
নাভি ঊর্দ্ধে ভ্রমি মুখে ব্যক্ত হয় শেষে ॥ ২৫০৯
নাদোৎপত্তি-প্রকারের রীত বহু হয় ।
কেহ কেহ নাদোৎপত্তি অল্পে নিরূপয় ॥ ২৫১০

তথাহি শ্রীসঙ্গীতসারে

নকারঃ প্রানবায়ুঃ স্যাদ্দকারো হব্যবাহনঃ।
তাভ্যামুৎপদ্যতে যস্মাত্তস্মান্নাদোহয়মুচ্যতে ॥ ২৫১১
তাভ্যাং প্রাণাগ্নিভ্যাং জাতো নাদ ইত্যর্থঃ ॥ ২৫১২

শ্রীসঙ্গীতমুক্তাবল্যাং—

আকাশাগ্নিমরুজ্জাতো নাভেরূর্দ্ধ্বং সমুচ্চরন্ ।
মুখেঽভিব্যক্তিমায়াতি যঃ স নাদঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ২৫১৩

মার্গ ও দেশী দুই ভেদক্রমে সঙ্গীত দুই প্রকার হইয়া থাকে। মার্গাশ্রিত স্বর্গে দেশ্যাশ্রিতা পৃথিবীতে রঞ্জিত হয় ॥২৫০০
মার্গ ও দেশী ভেদে দুই প্রকার কথিত। ব্রহ্মা মার্গ সঙ্গীত ভরতকে স্বয়ং বলিয়াছিল। ভরত ব্রহ্মার সমীপে মার্গ সঙ্গীত শিক্ষা করতঃ অপ্সরা ও গন্ধর্বগন দ্বারা মহাদেবের সন্মুখে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। দেশভেদে সঙ্গীত সেই দেশীয় বলা হয় ২৫০১-২৫০৩

নাদ ভিন্ন গীত, ষড়জাদি স্বর ও রাগরাগিনী হয়না। অতএব এই জগত নাদময় ॥২৫০৫
নাদ বিনা জ্ঞান হয় না, নাদ বিনা শিবজ্ঞান হয় না। জ্যোতিঃ স্বরূপ ব্রহ্ম নাদময়, স্বয়ং হরি নাদরূপী ॥২৫০৬
নাদ সমুদ্রের পরপারে সরস্বতী এখন ও পৌছাইতে পারে নাই তাই সেই সমুদ্রের নিমগ্ন হইবার ভয়ে বক্ষে বীনার তুম্ব ধারণ করিতেছেন ॥ ২৫০৭
ন-কারের অর্থ প্রানবায়ু দকারের অর্থ অগ্নি, যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, সেজন্য ইহাকে নাদ বলে। প্রান ও অগ্নি হইতে নাদের উৎপত্তি। যাহা আকশে-অগ্নি-বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া নাভির উপরিভাগে বিচরন পূর্ব্বক মুখে প্রকাশ হয় তাহাই নাদ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়॥ ২৫১৩

নাদ ত্রিধা—প্রাণীতে অপ্রাণীতেও হয়।
প্রাণি অপ্রাণি যোগও সম্ভব এ-ত্রয় ॥ ২৫১৪
প্রাণিদেহোদ্ভব বিনা অপ্রাণী নির্ধার।
প্রাণি-অপ্রাণি বংশাদি সম্ভব প্রচার ॥ ২৫১৫
মুখ নাসাস্পর্শ-বায়ু যোগে ধ্বনি হয়
এই হেতু প্রাণি-অপ্রাণি সম্ভব কয় ॥ ২৫১৬

তথাহি

স চ প্রাণি ভবোহপ্রাণি ভশ্চোভয়সম্ভবঃ।
আদ্যঃ কায়ভবো বীণাসম্ভবস্তু দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়শ্চাপি বংশাদিসম্ভবঃ স ত্রিধা মতঃ ॥ ২৫১৭

ব্যবহারে নাদ ত্রিধা—'মন্দ্র, 'মধ্য, 'তার'।
হৃদি, কণ্ঠে, মূর্দ্ধি স্থান-ক্রমে—এ-প্রচার ॥ ২৫১৮
'মন্দ্র হইতে দ্বিগুণ উচ্চ মধ্য হয়।
'মধ্য হৈতে দ্বিগুণ 'তারাখ্য—এই ত্রয় ॥ ২৫১৯

তথাহি

ব্যবহারে ত্বসৌ নাদঃ প্রোচ্যতে ত্রিবিধো বুধৈঃ।
মন্দ্রো হৃদি স্থিতঃ কণ্ঠে মধ্যস্তারশ্চ মূর্দ্ধনি।
দ্বিগুণঃ কিল মানেন পূর্বস্মাদুত্তরোত্তরঃ ॥ ২৫২০

ঐছে নাদোৎপত্তি নাদ জ্ঞানের প্রকার।
রাসে গোপীগণ গীত করয়ে প্রচার ॥ ২৫২১
কৃষ্ণের আহ্লাদ গোপীমুখোদ্গত গীত।
সঙ্গীত-প্রভাব ব্যক্ত সকল শাস্ত্রোক্ত ॥ ২৫২২

তথাহি

শ্রুতিস্মৃত্যাদিসাহিত্যনানাশাস্ত্রবিদোঽপি চ।
সঙ্গীতং যেন জানন্তি তে দ্বিপাদো মৃগাঃ স্মৃতাঃ ॥ ২৫২৩
ত্রিবর্গফলদাঃ সর্বে জ্ঞানযজ্ঞস্তবাদয়ঃ।
একং সঙ্গীতবিজ্ঞানং চতুর্বর্গফল প্রদম্ ॥ ২৫২৪

বিশেষগাহ শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—

সঙ্গীতকেন রম্যেণ সুখং যস্য ন চেতসি।
সমনুষ্যবৃষভো লোকে বিধিনৈব স বঞ্চিতঃ ॥ ২৫২৫
গীতেন হরিণা বন্ধং প্রাপ্নুবন্ত্যপি পক্ষিণঃ।
বলাদায়ান্তি ফণিনঃ শিশবো ন রুদন্তি চ ॥ ২৫২৬
পরমানন্দ বিবর্ধনমাভিমত ফলদং বশীকরনম্।
সকল জন চিত্তহরনং বিমুক্তিবীজং পরং গীতম্ ॥ ২৫২৭

অহে শ্রীনিবাস! কৃষ্ণ রসের আলয়।
গীতজ্ঞের শিরোমণি রাসে বিলসয় ॥ ২৫২৮
পরম অদ্ভুত শোভা শ্রীরাস মণ্ডলে।
পরস্পর গীত প্রকাশয়ে কুতূহলে ॥ ২৫২৯
গীতের লক্ষণ হয় অনেক প্রকার।
ধাতু মাতু সহ গীত প্রসিদ্ধ প্রচার ॥ ২৫৩০
অনুরাগজনক এ-ধাতু মাতু হয়।
গীত-অবয়ব ধাতু, মাতু রাগাদয় ॥ ২৫৩১

নাদ প্রানিজাত, অপ্রানিজাত ও উভয় জাত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জীবদেহে জাত দ্বিতীয় বীনা জাত তৃতীয় বংশাদি জাত এইভাবে নাদ তিনপ্রকার ॥২৫১৭

এই নাদের প্রয়োগ বিষয়ে পণ্ডিতগন তিন প্রকার বলিয়া থাকেন। মন্দ্র হৃদয়ে, মধ্য কণ্ঠে তার তালুতে অবস্থান করে। ইহাদের মধ্যে পরবর্ত্তীটি পূর্ববর্ত্তী হইতে কাল পরিমানে দ্বিগুন কথিত হয় ॥২৫২০

যাহারা শ্রুতি স্মৃত্যাদি সাহিত্য ও নানা শাস্ত্র বিদ হইয়া ও সঙ্গীত বিদ্যা জানে না; তাহারা দ্বিপদ পশু বলিয়া কথিত। জ্ঞান যজ্ঞ স্তবাদি সকল ত্রিবর্গ ফল প্রদান করেন। একমাত্র সঙ্গীত বিজ্ঞানই চতুর্বর্গ ফল প্রদান করে ॥২৫২৩-২৫২৪

মনোহর সঙ্গীতে যাহার চিত্তসুখী হয় না সেই ব্যাক্তি মনুষ্য মধ্যে বৃষ সদৃশ; বিধাতা হইতে বঞ্চিত হয়। হরিন, পক্ষী সর্পগানের

শ্রীসঙ্গীতসারে—

গীতং রঞ্জকং ধাতুমাতুসহিতমিতি ॥ ২৫৩২

গীতস্যাবয়বো ধাতু রাগাদির্মাতুরুচ্যতে ॥ ২৫৩৩

ধাতু নাদাত্মক—ইথে অনেক বিচার।

নাদাত্মক নাদ 'আত্মা' 'স্বরূপ' যাহার ॥২৫৩৪

শ্রীনারদসংহিতায়াং

ধাতুসমাযুক্তং গীতমিত্যভিধীয়তে।

তত্র নাদাত্মকং গেয়ং ধাতুরিত্যভিধীয়তে ॥২৫৩৫

এথা নাদপদে নাদজন্য শ্রুতি স্বর।

মূর্চ্ছনা, তালাখ্য গ্রাম—প্রকার বিস্তর ॥২৫৩৬

নাদ হৈতে অনেক শ্রুতির জন্ম হয়।

শ্রুতি হইতেই জন্মে স্বর ষড়্‌জাদয় ॥২৫৩৬

স্বর হৈতে মূর্চ্ছনা জন্মে. মূর্চ্ছনা হইতে।

তালাখ্য গ্রাম সম্ভব বিদিত জগতে ॥২৫৩৮

তথাহি—

নাদাচ্চ শ্রুতয়ো জাতাস্তাভ্যঃ ষড় জাদয়ঃ স্বরাঃ

তেভ্যঃ স্মুর্মূর্চ্ছনাস্তাভ্যস্তালাখ্যা গ্রামসম্ভবাঃ ॥ ইতি

॥২৫৩৯

অহে শ্রীনিবাস ! এই প্রসঙ্গানুসারে।

কহিব যে ক্রম তাহা কহি অল্পাক্ষরে ॥২৫৪০

নাদ শ্রুতি-স্বরগ্রাম মূর্চ্ছনা প্রচার।

তাল-বর্ণ গ্রহস্বর—অংশস্বর আর ॥২৫৪১

ন্যাসস্বর, জাতি—এ-সকল এ-ক্রমেতে।

অল্পে জানাইব—ঐছে বিস্তার অন্তেতে ॥২৫৪২

তথা হি—

নাদ-শ্রুতি স্বরগ্রাম-মূর্চ্ছনা-তাল-বর্ণকাঃ।

স্বরা গ্রহাংশন্যাসাখ্যা জাতিশ্চেতি ক্রমাদিহ ॥২৫৪৩

নাদ জানাইল এবে জান শ্রুত্যাদয়।

রাসে কৃষ্ণ প্রিয়া-সহ গীতে প্রকাশয় ॥২৫৪৪

অহে শ্রীনিবাস ! এই শ্রীরাসমণ্ডলে।

কি বলিব - মূর্তিমন্ত হৈলা এ সকলে ২৫৪৫

নাদ হৈতে শ্রুতি যৈছে প্রকট প্রকার।

তাহা প্রকাশিতে কৃষ্ণ কৌতুক অপার ॥২৫৪৬

সে নাদ মারুতাহত শ্রুতি দ্বাবিংশতি।

দ্বাবিংশতি নাড়ী বক্র ঊর্ধ্ব হৃদে স্থিতি ২৫৪৭

সত নাড়ী তত শ্রুতি—সর্বত্র বিদিত।

ক্রম উচ্চ উচ্চ যুক্ত বীণাদি লক্ষিত ॥২৫৪৮

কফাদিকে দুষ্ট কণ্ঠে শ্রুতি ব্যক্ত নহে।

এইরূপ অনেক প্রকার সবে কহে ২৫৪৯

মাধ্যমে বলপূর্বক বন্ধন দশাপ্রাপ্ত হয়। শিশুগন ও রোদন করে না। সঙ্গীত অতিশয় পরমানন্দ বর্দ্ধক অভীষ্ট ফল প্রদান করেন সকলজনের চিত্ত হরনকারী মুক্তির কারন হইয়া থাকে ॥১৫১৫-৫১৭

গীত ধাতু মাতু সহিত চিত্ত বিনোদক। গীতের অবয়ব ধাতু এবং গীতের রাগাদিকে মাতু বলা যায় ॥১৫৩২-২৫৩৩

ধাতু মাতু সমাযুক্তে গীত কথিত হয়। তন্মধ্যে নাদাত্মক গীতকে ধাতু বলিয়া কথিত হয়। ৫৩৫

নাদ হইতে শ্রুতি জন্মে, তাহা হইতে ষড়জাদি স্বর, তাহা হইতে মুর্চ্ছনা, তাহা হইতে গ্রাম সম্ভূত তাল উৎপন্ন হয় ॥১৫৩৯

নাদ, শ্রুতি স্বরগ্রাম, মুর্চ্ছনা তাল, বর্ণ গ্রহস্বর ন্যাসস্বর; অংশস্বর ও জাতি এই ক্রমে কথিত হয়. ॥২৫৪৩

তথাহি শ্রুতয়ঃ

স নাদ শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ স্যান্মারুতাহতঃ।

দ্বাবিংশতিস্তির্যগ্‌ধ্বর্ধা নাড্যো হৃদয়মাশ্রিতাঃ ॥২৫৫০

তা যাবত্যস্তু তাবত্যঃ শ্রুতয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ

ক্রমাদুচ্চোচ্চতাযুক্তা বীনাদাবেব লক্ষিতাঃ।

কফাদিদুষ্টে কণ্ঠে যত্তাসাং ব্যক্তির্ন জায়তে ॥২৫৫১

দ্বাবিংশতি শ্রুতি ষড়্‌জাদিক সপ্ত স্বরে।

বিভাগ ব্যবস্থা ঐছে কহে বিজ্ঞবরে ॥২৫৫২

মধ্যমে পঞ্চম ষড়্‌জ শ্রুতিচতুষ্টয়।

ঋষভ ধৈবত স্বরে হয় শ্রুতিত্রয় ॥২৫৫৩

গান্ধারে নিষাদে দ্বয় এই দ্বাবিংশতি।

শ্রুতি হৈতে জন্মে স্বর এ প্রসিদ্ধ অতি ॥২৫৫৪

তথাহি—

চতস্রঃ পঞ্চমে ষড়্‌জে মধ্যমে শ্রুতয়ো মতাঃ।

ঋষভে ধৈবতে তিস্রো দ্বে গান্ধারে নিষাদকে ॥ ২৫৫৫

শ্রুতি নাম ভিন্ন ভিন্ন দেশবিশেষেতে।

কহি বহু সম্মত—ষড়্‌জাদি জন্মে যাতে ॥২৫৫৬

নান্দী, বিশালা সুমুখী বিচিত্রা—এ চারি।

ইথে জন্মে ষড়্‌জ স্বর সর্ব মনোহারী ॥২৫৫৮

চিত্রা ঘনা চালনিকা—ঋষভে এ ত্রয়।

গান্ধারে সরসা মালা শ্রুতিনামদ্বয় ॥২৫৫৮

মধ্যমস্বরে মাধবী, শিবা মাতঙ্গিকা।

মৈত্রেয়ী—এ চতুষ্টয় সর্বাংশে অধিকা ॥২৫৫৯

বালা, কলা, কলরবা, শার্ঙ্গরবী নাম।

পঞ্চমে এ চতুষ্টয় শতি অনুপম ॥২৫৬০

জায়া, রসা অমৃতা—ধৈবতে এই ত্রয়।

নিষাদেতে মাত্রা মধুকরী শ্রুতিদ্বয় ॥২৫৬১

তথাহি—

নান্দী বিশালা সুমুখা বিচিত্রা ষড়্‌জাঃস্মৃতাঃ।

(ষড়্‌জা ইতি ষড়্‌জং জনয়ন্তীতি ষড়্‌জাঃ)

চিত্রা ঘনা চালনিকা ঋষভে তিস্র ঈরিতাঃ ॥২৫৬২

গান্ধারে সরসা মালা মধ্যমে মাধবী শিবা।

মাতঙ্গিকা চ মৈত্রেয়ী চতস্রঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥২৫৬৩

বালা কলা কলরবা, শার্ঙ্গরব্যপি পঞ্চমে।

জায় রসামৃতা চেতি তিস্রো ধৈবতনামনি ॥২৫৬৪

নিষাদনামনি দ্বে চ মাত্রা মধুকরী তথা।

ইতি স্বরণাং শতয়োদ্বাবিংশতিরুদীরিতাঃ।

(স্বরাণামিত্যত্র পুত্রাণাং পিতা ইতিবৎ জন্যজনক সম্বন্ধে ষষ্ঠি। স্বরাণাং জনিকা ইত্যর্থঃ ॥)

শ্রুতিনাম ভিন্ন সিদ্ধি প্রভাবত্যাদয়।

ইহাতে অনেক আরো প্রকার আছয় ॥ ২৫৬৬

তথাহি কোহলীয়ে—

সিদ্ধিঃ প্রভাবতী কান্তা সুভদ্রা চ মনোহরাঃ।

সাধয়ন্তি স্বরং ষড়্‌জং প্রজাপতিমুখোদগতাঃ

ইত্যাদেঃ ॥ ২৫৬৭

সেই নাদ বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া দ্বাবিংশ শ্রুতিতে পরিনত হয়। দ্বাবিংশতি নাড়ী হৃদয়কে আশ্রয় করিয়াছে; যত সংখ্যক নাড়ী, তত সংখ্যক শ্রুতি বলিয়া পরিকীর্তিত। ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর হইয়া বীনাদিতে লক্ষিত হয়।কফাদিতে দোষ যুক্ত কণ্ঠে তাহাদের প্রকাশ ঘটে না ।২৫৫০-২৫৫১

ষড়্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম স্বরে চারিটি করিয়া শ্রুতি, ঋষভে ও ধৈবতে তিনটি করিয়া; গান্ধার ও নিষাদে দুইটি করিয়া শ্রুতি রহিয়াছে ॥২৫৫৫

নান্দী, বিশালা, সুমুখী, বিচিত্রা এই চারটি ষড়জ স্বরে চিত্রা, ঘনা; চালনিকা এই তিনটি ঋষভ স্বরে কথিত, সরসা, মালা

শ্রুতিস্থানে স্বর যৈছে ব্রহ্মাও না জানে।
সঙ্গীতজ্ঞগণ মাত্র লক্ষণ বাখানে ॥ ২৫৬৮
তথাহি—
শ্রুতিস্থানে স্বরান বক্তুং নালং ব্রহ্মাপি তত্ত্বতঃ।
জলেষু চরতাংমার্গো মীনানাংনোপলভ্যতে ২৫৬৯
অহে শ্রীনিবাস। শ্রুতিস্বরূপ কে জানে ?
কেবল ব্যক্ত রাসে রম্য গানে ॥ ২৫৭০
যৈছে কৃষ্ণচন্দ্র শ্রুতি করয়ে প্রচার।
তৈছে শ্রীরাধিকা ব্যক্ত করে চমৎকার ॥ ২৫৭১
ললিতাদি সখীর আনন্দ অতিশয়।
দেবে পুষ্পবৃষ্টি করে হইয়া বিস্ময় ॥ ২৫৭২
শ্রুতিগণ নিজ-নিজ ভাগ্য প্রশংসয়ে।
স্বরসহ শক্তি সর্বচিত্ত আকর্ষয়ে ॥ ২৫৭৩

অথ স্বরাঃ—
শ্রুতিস্থানে হৃদয়রঞ্জক যে-সে স্বর।
কিম্বা স্বর সকল শ্রোতার মনোহর ॥ ২৫৭৪
তথাহি-
স স্বরো যঃ শ্রুতিস্থানে স্বনন্ হৃদয়রঞ্জক।
এতেন স্বরশব্দস্য যোগরূঢ়ত্বমুচ্যতে ॥ ২৫৭৫

কিম্বা শ্রোতুর্মনো যস্মাদ্রঞ্জয়ন্তি তত স্বরাঃ। ২৫[illegible]
সপ্তস্বর-সজ্ঞা-ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার।
মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ আর ॥ ২৫৭৬
স রি গ ম প ধ নি-অপর সজ্ঞা হয়।
সপ্তস্বরে মন্দ্র-তার ভাবত্রয় ॥ ২৫৭৭
ক্রমে এ তিনের হৃৎ-কণ্ঠ-মস্তক-স্থান।
মন্দ্র হৈতে দ্বিগুন দ্বিগুন উচ্চ গান ॥ ২৫৭৮
তথাহি
ষড় জর্ষভৌ চ গান্ধারো মধ্যম পঞ্চমস্তথা
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ স্বরঃ সপ্তাত্র কীর্তিতাঃ ॥ ২৫[illegible]
সরিগমপধনিশ্চেত্যেতেষামপরাভিধা।
তে ত্রিধা স্যুর্মন্দ্রমধ্যতারভাবং সমাশ্রিতাঃ ॥ ২৫[illegible]
ত্রীণি স্থানানি তেষাং হি হৃদি মন্দ্রোহভিজায়তে
কণ্ঠে মধ্যো মূর্দ্ধি তারো দ্বিগুণশ্চোত্তরোত্তরঃ ॥ ২৫[illegible]

ষড় জাদি সপ্ত স্বরের উৎপত্তিপ্রকার।
সঙ্গীতজ্ঞ কৈল অতি কৌতুকে প্রচার ॥ ২৫৮২
তত্র ষড় জস্বরঃ
বক্ষ, নাসা, কণ্ঠ, তালু রসনা দশন।
এই স্থানে ষড় জস্বরের জনম ॥ ২৫৮৩

গান্ধারে; মাধবী শিবা মাত ঙ্কিকা মৈত্রেরী চারটি মাধ্যমে কথিত, বালা কলা কলরবা শার্ঙ্গ বরী পঞ্চমে জায়া, রমা অমৃতা [illegible] নামে কথিত। মাত্রা; মধুকরী দুইটি নিষাদ নামে কথিত। এই দ্বাবিংশতি শ্রুতি স্বরের উৎপাদিকা বলিয়া কথিত। ২৫৬২-২৫৬[illegible]

শিদ্ধি প্রভাবতী কান্তা সুভদ্রা ব্রহ্মার মুখ নিঃসৃত এই মনোরম শ্রুতি চতুষ্টয় ষড়জ স্বর উৎপাদন করে ॥ ২৫৬৭

শ্রুতি স্থানে হৃদয়াভ্যন্তরে উৎপন্ন স্বর সকল ব্রহ্মা ও তত্ত্বত বলিতে অসমর্থ। জলে বিচরনকারী মৎস্যের গতি উপলব্ধি হয় [illegible]

যাহা শ্রুতি স্থানে ধ্বনিত হইয়া হৃদয়রঞ্জক হয়, তাহাই স্বর। এই স্বরের যোগ রূঢ়ত্ব কথিত হয়। কিম্বা যাহার শ্রবনে [illegible] রঞ্জিত হয়; তাহাই স্বর ॥ ২৫৭৫

এস্থলে ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ওনিষাদ এই সপ্ত স্বর কথিত হয়। এদের মধ্যে স-রি-গ-ম-পধনিঃ ইতি [illegible]

তথাহি-

নাসা কণ্ঠমুরস্তালু জিহ্বাং দন্তাংশ সংস্পৃশন্।
ষড় ভ্যঃ সংজায়তে যস্মাত্তস্মাৎ ষড়জ ইতি স্মৃতঃ॥

দামোদরস্তুথাহ-

বায়ুঃ সংমূর্ছিতো নাভের্নাড্যাশ হৃদয়স্য চ।
পার্শ্বয়োর্মস্তকস্যাপি ষন্নাং ষড়জঃ প্রজায়তে ইতি

ষড়্জ স্বরোৎপত্তি ঐছে শাস্ত্রে সু নির্ধার।
ঋষভাদি স্বরোৎপত্তি ঐছে শাস্ত্রে সুগমপ্রচার ॥২৫৮৬

অথ ঋষভস্বরঃ—

নাভিমূলাদ্ যদা বায়ুরুত্থিতঃ কুরুতে ধ্বনিম্।
বৃষভস্যেব নির্যাতি হেলয়া ঋষভঃ স্মৃতঃ॥ ২৫৮৭

অথ গান্ধারস্বরঃ

নাভেঃ সমুদ্গতো বায়ুর্ঘ্রাণং শ্রোত্রে চ চালয়ন্।
সশব্দং যেন নির্যাতি গান্ধারস্তেন কথ্যতে॥ ২৫৮৮

অথ মধ্যমস্বরঃ—

মধ্যমো মধ্যমস্থানাৎ শরীরস্যোপজায়তে।
নাভিমূলাচ্চ গম্ভীরঃ কিঞ্চিত্তার স্বভাবতঃ ২৫৮৯

অথ পঞ্চমস্বরঃ—

প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ তথৈব চ।
এতেষাং সমবায়েন জায়তে পঞ্চমঃ স্বরঃ॥ ২৫৯০

এতেষাং স্থান নিয়মমাহ—

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিমধ্যগঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্বশরীরগঃ॥ ২৫৯১

অথ ধৈবতস্বরঃ—

গত্বা নাভেরধোভাগং বস্তিং প্রাপ্যোর্ধ্বগঃ পুনঃ।
ধাবন্নিব চ যো যাতি কণ্ঠদেশং স ধৈবতঃ॥ ২৫৯২

অথ নিষাদস্বরঃ

ষড়্জাদয়ঃ স্বরেভ্যোঽত্র স্বরাঃ সর্বে মনোহরাঃ।
নিষীদন্তি যতো লোকে নিষাদস্তেন কথ্যতে
॥ ২৫৯৩

সপ্তস্বর রূপ জান সাম্যধ্বনি মতে।
শিখী কহে ষড়্জ স্বর বিখ্যাত জগতে ॥২৫৯৪
চাতক ঋষভ কহে ছাগ গান্ধার।
ক্রৌঞ্চ মধ্যমাখ্যা, পিক পঞ্চম প্রচার ॥২৫৯৫

সংজ্ঞা রহিয়াছে। মন্দ্র-মধ্য-তার-ভাব-আশ্রয় ইহারা ত্রিবিধ। তাহার মধ্যে তিনটি স্থান যথা—মন্দ্র হৃদয়ে,মধ্য কণ্ঠে ও তার মস্তকে উৎপন্ন হইয়া উত্তরোত্তর দ্বিগুন হয় ॥২৫৭২-২৫৮১

যাহা হইতে নাসা, কণ্ঠ বক্ষঃ তালু জিহ্বা ও দন্ত স্পর্শপূর্বক ছয় স্থান হইতে উৎপন্ন হয়। তাহাকে ষড়জ বলা হয় ॥২৫৮৪

কিন্তু দামোদরের অন্যমত যথা—নাভি, নাড়ী, হৃদয়, পার্শ্বদ্বয় মস্তক এই ছয় স্থানের বায়ু সংমূর্চ্ছিত হইয়া ষড়জ স্বর সৃষ্টি করে॥
২৫৮৫

যখন,বায়ু নাভি মূল হইতে উত্থিত হইয়া বৃষভের ন্যায় ধ্বনিত হয় এবং সহজে মুখ বহির্গত হয়, তখন তাহা ঋষভ স্বর বলিয়া কথিত হয় ॥২৫৭৭

নাভি হইতে উৎপন্ন বায়ু নাসিকা ও কর্ণকে চালন করিয়া সশব্দে বহির্গত হয়; সে কারনে তাহাকে গান্ধার বলিয়া থাকে ॥২৫৮৮

স্বভাবতঃ গম্ভীর সন্নোচ্চ মধ্যম স্বর শরীরের মধ্যম স্থান ও নাভি মূল হইতে উৎপন্ন হয় ॥২৫৮৯

প্রান, অপান, সমান, উদান ব্যান—ইহাদের সমন্বয়ে পঞ্চম স্বর উৎপন্ন হয় ॥২৫৯০

ইহাদের স্থান নিয়ম যথা—হৃদয়ে প্রান; গুহ্যদেশে অপান নাভি মধ্যে সমান, কণ্ঠদেশে উদান সর্ব্ব শরীরে ব্যান অবস্থান করে।

ভেক ধৈবত, হস্তী নিষাদ-স্বর কয়।
স্বর-রূপ ঐছে—কেহ অন্যমত কয়॥ ২৫৯৬

তথাহি—

ময়ূরঃ ষড়্জমাখ্যাতি ঋষভং বক্তি চাতকঃ।
ছাগো গান্ধারমাচষ্টে ক্রৌঞ্চো বদতি মধ্যমম্ ॥ ২৮৯৭

কোকিলঃ পঞ্চমং ব্রূতে ভেকো বদতি ধৈবতম্।
নিষাদং ভাষতে হস্তী তত্তব ষ্মাদিস্মতম্॥ ২৫৯৮

দামোদরস্তু—

ময়ূর বৃষভচ্ছাগ ক্রৌঞ্চ-কোকিল-বাজিনঃ
মাতঙ্গশ্চ ক্রমেণাহুঃ স্বরানেতান্ সুদুর্লভান্॥ ইতি

পুনঃ এই সপ্তস্বর সংজ্ঞা চতুষ্টয়।
বাদী, সম্বাদী, বিবাদী, অনুবাদী হয়॥ ২৬০০
সপ্তস্বরমধ্যে বাদী স্বর কহি তারে।
বহুপ্রয়োগেতে যে রাগাদি নির্ণয় করে॥ ২৬০১
পঞ্চমের তুল্য শ্রুতি সম্বাদিক হয়।
কচিত মধ্যমস্বর সম্বাদী না হয়॥ ২৬০২
গান্ধার নিষাদ আর ঋষভ ধৈবত।
এ-চারি বিবাদী শত্রু শাস্ত্র সুসম্মত॥ ২৬০৩
পক্ষান্তরে ঋষভ-ধৈবত-স্বর আর।
গান্ধার নিষাদ বিবাদী—এ হয় প্রচার॥ ২৬০৪
এই সব স্বরের অবশিষ্ট যেই স্বর।
অনুবাদী স্বর সেই কহে বিজ্ঞবর॥ ২৬০৫

তথাহি—

তে বাদি সম্বাদি বিবাদ্যনুবাদ্যভিধাঃ পুনঃ।
স্বরাশ্চতুর্বিধাঃ প্রোক্তাস্তত্র বাদী স কথ্যতে ॥ ২৬০৬

প্রচুরো যো প্রয়োগেষু বক্তি রাগাদিনিশ্চয়ম্।
সমশ্রুতিশ্চ সম্বাদী পঞ্চমস্য ন স ক্বচিৎ॥ ২৬০৭
গ নী বিবাদিনৌ স্যাতং বিনয়োর্বাপি তৌ তয়োঃ।
অনুবাদী ভবেচ্ছেষ ইতি দত্তিল সম্মতম্॥ ২৬০৮
রাজা—বাদী স্বর পাত্র-সম্বাদী নির্ধার।
বিবাদী স্বর শত্রু এ সর্বত্র প্রচার॥ ২৬০৯
অনুবাদী এ রাজা পাত্রের অনুচর।
এ সব স্বরূপ হয় অজ্ঞ অগোচর॥ ২৬১০

তথাহি—

বাদী নৃপস্তথা পাত্রং সম্বাদ্যথ রিবাদ্যরিঃ।
অনুবাদী অনুচরো রাজ্ঞঃ পাত্রস্য চেরিতঃ॥ ২৬১১

যাহা নাভির অধোভাগে গিয়া বস্তিদেশ স্পর্শ করে,পুনঃ উর্দ্ধে গমন করতঃ কণ্ঠদেশে পৌছায় তাহাই ধৈবত স্বর ॥২৫৯২

যেহেতু এই সকল ষড়জ প্রভৃতি মনোহর স্বর এই স্বরে অবস্থানহকরে; সেজন্য ইহা জগতে নিষাদ বলিয়া কথিত হয় ॥২৫৯৩

ময়ূর ষড় বলিয়া খ্যাত, চাতক ঋষভ নামে ব্যক্ত, ছাগ গান্ধার বলিয়া কথিত, ক্রৌঞ্চকে মধ্যম বলে, হস্তীকে নিষাদ বলা ইত্যাদি স্বররূপ ব্রহ্মাদির অভিমত। সঙ্গীত দামোদরে অন্যমত পোষন করেন যথা—ময়ুর, বৃষভ, ছাগ বক কোকিল ও হস্তী—ইহারা ক্রমে ক্রমে অতি দুর্লভ স্বর উচ্চারন করিয়া থাকে ॥২৫৯৭-২৫০০

সেই সকল স্বর বাদি—সম্বাদি—বিবাদ্যনুবাদী এই চারি প্রকার। তার মধ্যে যাহা প্রয়োগে প্রচুর রাগাদি নিরূপন করে তাহা বাদী বলিয়া কথিত। পঞ্চমের সমান শ্রুতি সম্বাদী হয়; তাদৃশ কখনো বা হয় না। গান্ধার ও নিষাদ ঋষভ-ধৈবত এবং ঋষভ ধৈবত ও উহাদের বিবাদী। শেষ অনুবাদী হয়, ইহা দত্তিলাচার্যের অভিমত ॥২৬০৬-২৬০৮

বাদী—রাজা, সম্বাদী—পাত্র, বিবাদী শত্রু এবং অনুবাদী—রাজা ও পাত্রের অনুচর বলিয়া কথিত ॥২৬১১

ওহে শ্রীনিবাস ! এ সকল রম্য স্বর।
গীতে প্রকাশয়ে কৃষ্ণ রসিকশেখর ॥ ২৬১২
কৃষ্ণ আগে ললিতা গায়েন লয়ে বীণা।
স্বর-সরূপাদি ব্যক্ত করিতে প্রবীণা ॥ ২৬১৩
শুনিয়া গন্ধর্বগণ লজ্জিত অন্তরে।
কে বুঝিবে সে সবে যে অভিলাষ করে ॥ ২৬১৪
স্বরগণ সুকৃতি মানয়ে আপনারা।
স্বরের অদ্ভুত গতি গ্রামেতে প্রচারা ॥২৬১৫

অথ গ্রামাঃ —
স্বর সূক্ষ্মভাব সংযোজন কহি গ্রাম।
ষড়্‌জ মধ্যম গান্ধারত্রয় গ্রাম নাম ॥২৬১৬
ষড়্‌জ মধ্যমদ্বয় বিদিত পৃথিবীতে।
দেবলোকে গান্ধার প্রশস্ত সর্বমতে।২৬১৭
গ্রামত্রয় মধ্যেষড়্‌জগ্রাম শ্রেষ্ঠ হয়।
মূর্ছনা আধার গ্রাম শাস্ত্রে নিরূপয় ২৬১৮
তথাহি

গ্রামঃ স্বরাণামতিসূক্ষ্মভাবং
সংযোজনং স্থান কুলং ত্রিধা সঃ।
ষড়্‌জস্তথা মধ্যম এব ভূম্যাং
গান্ধারনামা কিল দেবলোকে ॥ ২৬১৯
অপরঞ্চ-
স্বরাণাং সুব্যবস্থানাং সমূহো গ্রাম ইষ্যতে ॥ ২৬২০

শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে ..
অথ গ্রামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাঃ স্বরসন্দোহরূপিণঃ।
ষড়্‌জমধ্যম গান্ধ রসংজ্ঞাভিস্তে সমন্বিতাঃ।
মূর্ছনাধার ভূতাস্তে ষড়্‌জগ্রাম স্ত্রিষূত্তম ॥ইতি
গ্রামত্রয়ে সপ্ত স্বর মূর্ছনা প্রচার।
ষড়্‌জগ্রামে স-রি-গ-ম-প-ধ-নি নির্ধার ॥ ২৬২২
ম-প-ধ-নি-স-রি গ মধ্যমগ্রামে হয়।
গ-ম প-ধ নি-স-রি গান্ধারে সুনিশ্চয় ॥ ২৬২৩
স-রি-গ-ম-প-ধ-নি-চ-ম-প-ধ-নি-স-রি গ-চ।
গ-ম-প ধ নি স রি চ গ্রামত্রিতয়মূর্ছনা ॥ ২৬২৪

অন্যেহপি—
সরিগমপধনীতি ষড়্‌জগ্রামস্য মূর্ছনা।
মপধনিসরিগেতি মধ্যমগ্রাম মূর্ছনা।
গমপধনিসরীতি গান্ধারগ্রামমূর্ছনা ॥ ২৬২৫
প্রতিগ্রামে ঐছে সপ্ত স্বর সুবিস্তার।
সর্বভেদ ক্রমে একবিংশতি প্রকার ॥ ২৬২৬
এ সব দিদিত—ভরতাদি নিরূপয়।
জাতি শ্রুতি স্বর আদি গ্রাম প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬২৭

কোহলোহপি—
জাতিভিঃ শ্রুতিভিশ্চৈব স্বরা গ্রামত্বমাগতাঃ
॥ ইতি।
ওহে শ্রীনিবাস ! এই মধুর বৃন্দাবনে।
পরম আনন্দে রসে কৃষ্ণ প্রিয়াসনে ॥ ২৬২৯

স্বর সমূহের অতি সূক্ষ্মভাবে সংযোজনের নাম গ্রাম।তাহার স্থান ভেদ ও শ্রেনীভেদে তিন প্রকার। ষড়্‌জ তথা মধ্যম ও পৃথিবীতে এবং গান্ধার দেবলোকে প্রচলিত।২৬১৯

স্বরের সুব্যবস্থা সমূহকে গ্রাম বলা হয় ॥২৬২০

তারপর স্বর সমূহাত্মক তিনটি গ্রাম কথিত। তাহারা ষড়্‌জ, মধ্যম ও গান্ধার সংজ্ঞা সমন্বিত। তাহারা মূর্ছনার উৎপত্তির স্থল। গ্রাম ত্রয়েরা মধ্যে ষড়্‌জ গ্রাম উত্তম ॥২৬২১

বিবিধ প্রকারে প্রকাশয়ে গ্রামত্রয় ।
শিব ব্রহ্মাদির যাতে জন্ময়ে বিস্ময় ॥ ২৬৩০
প্রাণনাথে রাধিকা প্রশংসি বার বার ।
গ্রাম সঞ্চারয়ে যাতে কৃষ্ণ চমৎকার ॥ ২৬৩১
অধৈর্য্য হইয়া কৃষ্ণ রাই আলিঙ্গয় ।
ললিতাদি সখীর উল্লাসে অতিশয় ॥ ২৬৩২
যে কৌতুক গানে—তাহা কহি কি শকতি ?
গ্রামত্রয়ে মূর্চ্ছনা প্রকাশে নানা ভাতি ॥২৬৩৩

অথ মূর্চ্ছানাঃ
মূর্চ্ছনা গ্রাম সম্ভব—ভরত কহয় ।
স্বর সংমূর্চ্ছিতো গ্রামে রাগ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৬৩৪

তথাহি—
স্বরঃ সংমূর্চ্ছিত যদা রাগতাং প্রতিপদ্যতে ।
নাম্না তাং মূর্চ্ছনাম হুর্ভরতা গ্রামসম্ভবাম্ ॥ ২৬৩৫

অপরঞ্চ
যত্র স্বরো মূর্চ্ছিত এব রাগতাং
প্রাপ্তশ্চ তামাহ মুনিশ্চ মূর্চ্ছনাম ।
গ্রামোদ্ভবাস্তাঃ স্বরসপ্তসংযুতাঃ
গ্রামত্রয়ে স্যুঃ পুনরেকবিংশতিঃ ॥ ২৬৩৬
গ্রামত্রয়ে ত্রি সপ্ত স্বর মূর্চ্ছনা হয় ।
মূর্চ্ছনাখ্যা—ললিতা মধ্যমা চিত্রাদয় ॥ ২৬৩৭

তথাহি—
ললিতা মধ্যমা চিত্রা রোহিণী চ মতঙ্গজা ।
সৌবীরা বর্ণমধ্যা চ ষড়্জমধ্যা চ পঞ্চমী ॥ ২৬
মৎসরী নৃত্যমধ্যা চ শুদ্ধান্তা চ কলাবতী ।
তীব্রা রৌদ্রী তথা ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী খেচরী বরা
॥ ২৬
নাদবতী বিশালা চ ত্রিষু গ্রামেষু বিশ্রুতাঃ
একবিংশতিরিত্যুক্তং মূর্চ্ছনাশ্চন্দ্রমৌলিনা ॥ ২৬
মূর্চ্ছনা-জ্ঞানেতে সুখ বাঢ়ে অনুক্ষন ।
ভরতাদি কহয়ে মূর্চ্ছনা প্রয়োজন ॥ ২৬৪১

তথাহি—
শিবাগ্রে মূর্চ্ছনাং কৃত্বা ব্রহ্মহাপি বিমুচ্যতে
॥ ২৬
ওহে শ্রীনিবাস ! গ্রামসম্ভব মূর্চ্ছনা ।
ইথে যে প্রকার—তা না জানে অন্য জনা ॥ ২৬
প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণ মনের উল্লাসে ।
অদ্ভুত ভঙ্গীতে রাসবিলাসে প্রকাশে ॥ ২৬৪৪
কি বলিব কৃষ্ণ মহারসিকশেখর ।
বিস্তারয়ে নানা তাল গান মনোহর ॥ ·৬৪৫
অথ তালাঃ (তানাঃ)
মূর্চ্ছনা হয়েন তালশুদ্ধাদি-নিশ্চয় ।

সরিগমপধানি ষড়জ গ্রামের মূর্চ্ছনা । মপধনিসরিগ—ইহা মধ্যম গ্রামের মূর্চ্ছনা, গমপধনিসরি—গান্ধার রাগের মূর্চ্ছনা। ২৬
জাতি ও শ্রুতি প্রভৃতির সহিত স্বরগ্রাম সংগঠন করে ॥২৬২৮

যখন স্বর সম্মিলিত হইয়া রাগরূপে পরিনত হয়, ভরতাদি মুনিগন সেই গ্রামোৎপন্ন রাগকে মূর্চ্ছনা নামে বলিয়া থাকে ॥২৬
যখন স্বর মূর্চ্ছিত হইয়া রাগের অবস্থা প্রাপ্ত হয় মুনি তাহাকে মূর্চ্ছনা বলিয়া থাকেন। গ্রামে সমুৎপন্ন সপ্তস্বর বিশিষ্ট
গ্রামত্রয়ে পুনঃ একবিংশতি হয় ॥২৬৩৬

গ্রামত্রয়ে ললিতা, মধ্যমা, চিত্রা, রোহিনী, মতঙ্গজা সৌবীরা বর্ণমধ্যা ষড়্মধ্যা পঞ্চমী মৎসরী মৃতমধ্যা শুদ্ধান্তা কলাবতী তীব্রা
রৌদ্রী ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী খেচরী বরা নাদবতী বিশালা এই একুশটি মূর্চ্ছনা প্রসিদ্ধ—মহাদেব এইরূপবলেন ॥২৬৩৮-২৬৪০

সপ্তস্বরোদ্ভব তাল—এহো নিরূপয় ॥ ২৬৪৬
তাল ঊনপঞ্চাশৎ শাস্ত্রেতে প্রচার।
পৃথক্ পৃথক্ কূট তাল সুবিস্তার ॥ ২৬৪৭
পঞ্চম সহস্র ত্রয়স্ত্রিংশৎ এ হয়।
তাল-সংজ্ঞা অনেক প্রভাব অতিশয় ॥ ২৬৪৮

তথাহি—
মূর্চ্ছনা এব তালাঃ স্যুঃ শুদ্ধা আরোহণাশ্রিতাঃ ॥ ২৬৪৯

দামোদরস্তু—
বিস্তার্য্যন্তে প্রয়োগা যৈর্মূর্চ্ছনাশেষসংশ্রয়াঃ।
তানাস্তেহপ্যূনপঞ্চাশৎ সপ্তস্বরসমুদ্ভবাঃ ॥ ২৬৫০
তেভ্য এব ভবন্ত্যন্যে কূটতানাঃ পৃথক্ পৃথক্।
ভেদা বহুতরাস্তেষাং কস্তান্ কাৎস্ন্যেণ বক্ষ্যতি ॥ ২৬৫১
গ্রামাণাং মূর্চ্ছনানাঞ্চ তানানাং বহবো ভিদাঃ।
প্রকৃতানুপযোগিত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ নেরিতাঃ ॥ ২৬৫২

উক্তঞ্চ তালাধিকারে—
তালাঃ পঞ্চ সহস্রাণি ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভবন্ত্যমী ॥ ২৬৫৩
অগ্নিষ্টোমিকতালেন শিবং স্তুত্বা শিবো ভবেৎ।
তালানামিহ শুদ্ধানামগ্নিষ্টোমাদিকা ভিদাঃ ॥ ২৬৫৪
সন্তি প্রয়োগবৈধুর্য্যান্ন ময়া তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ২৬৫৫

এ সকল তালের সৌভাগ্য অতিশয়।
মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া কৃষ্ণ আগে বিলসয় ॥ ২৬৫৬
ললিতাদি যূথেশ্বরী সখী রাধিকার।
পৃথক পৃথক তাল করয়ে সঞ্চার ॥ ২৬৫৭
রাই কানু পরম আনন্দে সখী সনে।
প্রকাশয়ে বর্ণগান বিচিত্র বন্ধানে ॥ ২৬৫৮

অথ বর্ণমাহ
গানক্রিয়া-আরম্ভ প্রযুক্ত স্বর "বর্ণ"।
সে চারি প্রকার—যাতে গায়ক প্রসন্ন ॥ ২৬৫৯
স্থায়ী বর্ণ, আরোহাবরোহী বর্ণ আর।
সঞ্চারী—এ চতুষ্টয় লক্ষণ প্রচার ॥ ২৬৬০
এক এব স্বর রহি রহি প্রয়োগেতে।
স্থায়ী বর্ণ হয়—এ বিদিত সর্বমতে ॥ ২৬৬১
আরোহাবরোহী স্বর স্বাখ্যানুগতার্থ।
এ এয়মিশ্রিত বর্ণ সঞ্চারী সম্মত ॥ ২৬৬২

তথাহি
স্বরো গানক্রিয়ারম্ভ প্রযুক্তো বর্ণ উচ্যতে।
স্থায্যারোহাবরোহী চ সঞ্চারীতি চতুর্বিধঃ ॥ ২৬৬৩

প্রত্যেকং লক্ষণমাহ
স্থায়ং স্থায়ং প্রয়োগঃ স্যাদেকস্যৈবচেৎ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবস্বর্থসংজ্ঞকৌ ॥ ২৬৬৪

শিবের অগ্রে মূর্চ্ছনা গান করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয় ॥২৬৪২

আরোহন ক্রমে মূর্চ্ছনা শুদ্ধ তাল হয়। দামোদর বলেন—মূর্চ্ছনা শেষ সমাশ্রয়ে স্বর প্রয়োগ বিস্তার হয়, তাহাই সপ্তস্বর সমুদ্ভূত ঊনপঞ্চাশৎ তান। তাহা হইতে অন্য পৃথক পৃথক কুটতানের উৎপত্তি। তাহাদের বহুতর ভেদ। কে তাহা সম্পূর্ণ বলিতে পারে। গ্রাম, মূর্চ্ছনা ও তানের বহু ভেদ; এই এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক ও অজ্ঞেয় বলিয়া কথিত হয় না ।২৬৪৯-২৬৫২

ঐ সকল তাল সংখ্যায় পাঁচ হাজার তেত্রিশ হয়। অগ্নিষ্টোমিক তালে শিবের স্তব করিলে শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই শুদ্ধ তালের অগ্নিষ্টোমাদি ভেদ রহিয়াছে। প্রয়োগাভাবে আমি উল্লেখ করিলাম না ॥২৬৫৫

গান ক্রিয়া প্রারম্ভে প্রযুক্ত স্বরকে বর্ণ বলে। তাহা স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী ভেদে চারি প্রকার প্রত্যেকের

পরৌ আরোহিস্বরোহবরোহিস্বরশ্চ তৌঅন্বর্থসংজ্ঞকৌ
অনুগতার্থনামানৌ। অর্থস্তু অরোহতীত্যর্থে
আরোহী অবরোহতীতি অবরোহীত্যর্থঃ॥ ২৬৬৪

সঙ্গীতপরিজাতে—
স্থিত্বা স্থিত্বা প্রয়োগঃ স্যাদেকৈকস্মিন্ স্বরে পুনঃ।
স্থায়ী বর্ণঃ স বিজ্ঞেয়ঃ পরাবন্বর্থনামকৌ।
এতৎসংমিশ্রণাদ্বর্ণঃ সকারী পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৬৬

স-রি-গ-ম-প ধ নি—এ বর্ণ সপ্ত স্বর।
রচনাবিশেষে অলঙ্কার বহুতর॥ ২৬৬৬

তথাহি—
বর্ণা ভবন্ত্যলঙ্কারা রচনায়া বিশেষতঃ॥ ২৬৬৭

স্থায়ী ষড় বিংশতি দ্বাদশ আরোহ নিশ্চয়।
দ্বাদশ অবরোহ, সঞ্চারী দ্বাদশ হয়॥ ২৬৬৮
সবে মিলে দ্বিষষ্টি প্রকার অলঙ্কার।
ইথে বহু ভেদ—তাহা শাস্ত্রেতে প্রচার॥ ২৬৬৯

তথাহি—
ষড় বিংশতিঃ স্থায়িনঃ স্যুরারোহিনস্তু দাদ্বশ॥
সঞ্চারিনো দ্বাদশৈব দ্বাদশৈবাবরোহিনঃ॥
ইতি প্রসিদ্ধালঙ্কারাঃ দ্বিষষ্টি পরিকীর্ত্তিতাঃ॥২৬৭০

অলঙ্কারা প্রয়োজন বহুবিধ হয়।
স্বরজ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসাদিক শাস্ত্রে কয়॥ ২৬৭১

তথাহি—
স্বরজ্ঞানে দৃঢ়াভ্যাসো রঙ্গলাভশ্চ জায়তে।
বর্ণজ্ঞানবিচিত্রত্বমলঙ্কারপ্রয়োজনম্॥ ২৬৭২

সঙ্গীতপারিজাতে—
অলঙ্কারান্বিনা রাগা বিস্তারং নাপ্নুবন্তি হি॥ ২৬৭৩

স্থায়িবর্ণমাহ—
স্থায়িবর্ণে অলঙ্কার দিশা ঐছে কয়।
যে বর্ণে আরম্ভ তাহা অন্তে পুনঃ হয়॥২৬৭৪
ইথে জানাইয়ে 'ভদ্র' নাম অলঙ্কার।
এক এক স্বরে হানি—ক্রম এ প্রস্তার॥ ২৬৭৫

তথাহি পারিজাতে—
যত্রারভ্যাগ্রিমং গত্বা পুনঃ পূর্ব্বস্বরং বদেৎ।
ভদ্রং নাম হ্যলঙ্কারমাজ্ঞানেয়োহত্রবীৎ সুধীঃ।
একৈকস্য স্বরস্যাত্র হানাদেব ক্রমো ভবেৎ॥২৬৭৬

লক্ষন কথিত হইতেছে—একই স্বরে থাকিয়া থাকিয়া যদি প্রয়োগ হয়; তাহাকে স্থায়ী বর্ণ বলা হয়। পরবর্ত্তী দুইটি নামেরঅনু রূপ অর্থ বিশিষ্ট। অর্থাৎ যাহা আরোহন করে তাহা আরোহী যাহা অবরোহন করে তাহা অবরোহী॥২৬৬৩-২৬৬৪

এক একটি স্বর থাকিয়া থাকিয়া পুনঃ প্রয়োগ হইলে সেই স্বরকে স্থায়ী বর্ণ জানিবে। পরে পরবর্ত্তী দুইটি অন্বর্থ নামা। ইহাদের সংমিশ্রনে সঞ্চারী বর্ণ কথিত হয়॥২৬৬৫

স্থায়ীর ছাব্বিশ, আরোহীর দ্বাদশ; সঞ্চারীর দ্বাদশ ও আরোহীর দ্বাদশ—এই প্রসিদ্ধ বাষট্টিটী অলঙ্কার পরি কীর্ত্তিত রহিয়াছে ২৬"

স্বরজ্ঞানে দৃঢ় অভ্যাস ও আনন্দ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অলঙ্কারের প্রয়োজনে বর্ণজ্ঞানের বৈচিত্র প্রয়োজন। এতদ্বিষয়ে সঙ্গীত পারিজাতের বর্ণহ—অলঙ্কার ব্যতীত রাগের বিস্তার ঘটে না॥২৬৭২-২৬৭৩

রচনার বৈশিষ্ট্যে বর্ণ সকল অলঙ্কার হয়॥ ২৬৬৭

উদাহরণম্
সরিস, রিগরি, গমগ, মপম, পধপ, ধনিধ, নিসনি'
সরিস ॥

আরোহবর্ণমাহ—
ঐছে দিক্ দর্শাইয়ে আরোহালঙ্কারে ।
বিস্তীর্ণাখ্যা—দীর্ঘ বর্ণ হয় সপ্ত স্বরে ॥ ২৬৭৭

পারিজাতে—
মূর্চ্ছনাদেঃ স্বরাদযত্র ক্রমেণারোহণং ভবেৎ ।
স্থিত্বা স্থিত্বাস্বরৈর্দীর্ঘৈঃস বিস্তীর্ণোহভিধীয়তে
॥ ২৬৭৮

উদাহরণম্—
সা রী গা মা পা ধা নী সা ॥
আদিদ্বয় হ্রস দীর্ঘ তৃতীয় অক্ষর ।
প্রচ্ছাদন নাম অলঙ্কার মনোহর ॥ ২৬৭৯

পরিজাতে—
হ্রস্বমাদ্যদ্বয়ং কৃত্বা দীর্ঘং কৃত্বা তৃতীয়কম্ ।
হনুমানাহ সর্ব্বজ্ঞ সান্ধিপ্রচ্ছাদনং পরম্ ॥ ২৬৮০

উদাহরণম্—
সরিগ, রিগমা, গমপা, মপধা, পধনী, ধনিসা ॥

উদ্বাহিত নাম আদ্য উক্ত চতুর্ব্বার ।
দ্বিতীয় দ্বিবার ত্রি চতুর্থ একবার ॥ ২৬৮১

পারিজাতে
আদ্যং দ্বিবারক চতুর্ব্বারং দ্বিতীয়কম্ ।
সকৃদুক্তা স্তৃতীয়স্তু তথা সকৃচ্চতুর্থকম্ ।
উদ্বাহিতস্ত্বলঙ্কারো হনুমতা প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ২৬৮২

উদাহরনম্—
স স স স রি রি গ ম, রি রি রি রি গ গ ম প,
গ গ গ গ ম মপ ধ, ম ম ম ম প প ধ নি
প প প প ধ ধ নি স ॥

অবরোহবর্ণামাহ—
অবরোহ অলঙ্কার এইরূপ হয় ।
কহিতে বাহুল্য...ইহা অন্তেও না কয় ॥ ২৬৮৩

পারিজাতে—
অবরোহক্রমাদেতে দ্বাদশাপ্যবরোহিণ ।
গৌরবাদবরোহস্য লেখনং ন কৃতং ময়া ॥২৬৮৪

সকারিনমাহে—
সর্বত্র সঞ্চারে এই—সকারী ইহাতে ।
দিক্ দর্শাইয়ে গায়কের সুখ যাতে ॥২৬৮৫

যাহাতে আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তীস্বরে গমন করিয়া পুনরায় পূর্বস্বর আলাপ হয় তাহাকে মহাসঙ্গীতজ্ঞ হনুমান ভদ্র নামক অলঙ্কার বলিয়া থাকেন। এখানে এক একটি স্বরের হানি করতঃ ক্রম হইয়া থাকে ॥ ২৬৭৬

যথায় মূর্চ্ছনার আদি স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিটি স্বরকে অবস্থান করতঃ দীর্ঘ করিয়া ক্রমে আরোহন হয়; তাহা বিস্তীর্ণ নামে কথিত হয় ॥২৬৭৮

সর্ব্বজ্ঞ হনুমান আদ্যদ্বয়কে হ্রস্ব করিয়া তৃতীয় স্বরকে দীর্ঘ করতঃ সন্ধি প্রচ্ছাদন নামে অপর অলঙ্কার বলিয়াছেন ॥২৬৮০

আদ্যস্বর দুইবার, দ্বিতীয় চারিবার, তৃতীয় ও চতুর্থ স্বর একবার মাত্র আলাপেতে হনুমান উদ্বাহিত অলঙ্কার বলিয়াছেন ।২৬৮২

এই দ্বাদশটী আরোহীর স্বরের অবরোহীভাবে অবরোহ বর্ণের অলঙ্কার হইয়া থাকে বাহুল্যহেতু অবরোহ অলঙ্কার গনের পুনরুল্লেখ করা হইল না ॥২৬৮৪

আস্তবর্ণদ্বয় ত্রিরাবৃত্তি, তার পর।
তৃতীয়বর্ণের পর দ্বিতীয় অক্ষর ॥২৬৮৬
ঐছে উক্ত প্রসাদ নামেতে অলঙ্কার।
এ সকল জ্ঞানে সুখ-শাস্ত্রেতে প্রচার ॥২৬৮৭
পারিজাতে-
সঞ্চারিতাশ্চ সর্বত্র যতঃ সঞ্চারিণস্ততঃ ॥২৬৮৮
আদ্যং দ্বয়ং ত্রিরাবৃত্ত্যা তৃতীয়ঞ্চ দ্বিতীয়কম্।
উক্ত্বা তত প্রসাদং তমলঙ্কারং জগুর্বুধা॥ ২৬৮৯
উদাহরণম্-
সরি সরি সরি গারি, রিগ রিগ রিগ মগ,
গম গম গম পম, মপ মপ মপ ধপ,
পধ পধ পধ নিধ ধনি ধনি সনি॥
ইথে এক অলঙ্কার আক্ষেপ নাম হয়।
ক্রমে উক্ত প্রথম হইতে স্বরত্রয় ॥ ২৬৯০
পারিজাতে-
ক্রমাৎ সরত্রয়ং যত্র জগুরাক্ষেপকং বুধা॥ ২৬৯১
উদাহরণম্-
সরিগ রিগম গমপ মপধ পধনি ধনিস॥
কোকিলাখ্য বর্ণ সিংহাবলোকন প্রায়।
সরিগ-সরিগম—এ প্রকার ইহায়॥ ২৬৯২
পারিজাতে—
সরী গুশ্চ সরী গোশ্চম্ ইত্যেতৈঃ কোকিলো ভবেৎ॥

উদাহরণম্—
সরিগ সরিগম রিগম রিগমপ...গমপ গমপধ,
মগধ মপধনি, পধনি, পধনিস॥
এসকল স্বর বর্ণালঙ্কার মধুর।
ঐছে উচ্চারয়ে যাতে দুঃখ যায় দূর॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের চারু মুখচন্দ্র হৈতে।
ঝরে হেন সুধা বর্ণালঙ্কাররূপেতে॥ ২৬৯৫
শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখীগণ সঙ্গে।
গায় বর্ণালঙ্কার পরমাদ্ভুত রঙ্গে॥ ২৬৯৬
গন্ধর্বাদিগণের হইল দর্প চূর।
জগতে উপমা নাই—ঐথে সুমধুর॥ ২৬৯৭
সভা প্রশংসিয়া কৃষ্ণ উল্লসিত মনে।
অনিমিষ নেত্রে চাহে রাইমুখ-পানে॥ ২৬৯৮
গ্রহস্বর, অংশস্বর, ন্যাসস্বর ত্রয়।
প্রকাশয়ে রঙ্গে কৃষ্ণ রসের আলয়॥২৬৯৯
অথ গ্রহস্বরমাহ—
সপ্ত স্বরে যে স্বর গীতাদি সমর্পয়।
সেই 'গ্রহস্বর মুনি ভরতাদি কয়॥ ২৭০০
তথাহি—
স গ্রহস্বর ইত্যুক্তো যো গীতাদৌ সমর্পিতঃ॥২৭০১
সঙ্গীতপারিজাতে চ—
গীতাদৌ স্থাপিতো যস্তু স গ্রহস্বর উচ্যতে॥২৭০২

যেহেতু সর্বত্র সঞ্চারিত সেহেতু সঞ্চারী বলিয়া কথিত। আদ্য স্বরদ্বয় তিনবার আবৃত্তি করতঃ তৎপরে তৃতীয় ও দ্বিতীয় উল্লেখ করিয়া সুধী ব্যক্তিগন প্রসাদ নামক অলঙ্কার বলিয়া থাকেন॥২৬৮৮-২৬৮৯

যেখানে স্বরত্রয়ের ক্রমান্বয়ে উল্লেখ ঘটে, সুধীগন তাহাকে আক্ষেপ অলঙ্কার বলিয়া থাকেন।২৬৯১

সরীগ, সরীগোম এরূপ স্বরবিন্যাসে কোকিল অলঙ্কার হইয়।২৬৯৩

যে গীতের আদিতে সমর্পিত তাহাকে গ্রহস্বর বলে। সঙ্গীত পারিজাতে উক্ত রহিয়াছে—গীতের আরম্ভে যাহা স্থাপিত তাহা গ্রহ স্বর বলে॥২৭০১-২৭০২

অথ অংশস্বরমাহ—

অংশস্বর অনুরাগ প্রকাশক গানে।

ভরতাদি ঐছে বহু প্রভাব বাখানে ॥ ২৭০৩

তথাহি—

যো রক্তিব্যঞ্জকো গেয়ে যস্য সর্বেঽনুগামিনঃ।

যঃ স্বয়ং গ্রহতাং যাতো ন্যাসাদীনাং প্রয়োগতঃ।

যস্য সর্বত্র বাহুল্যং স বাদ্যংশো নৃপোপমঃ ॥২৭০৪

বাদী রাগাদিনিশ্চয়কর্ত্তেতি গীতপ্রকাশকারঃ। যঃ স্বয়ং গ্রহতাং যাত ইত্যনেন অংশস্বরস্য গ্রহস্বরকারণত্বমিত্যর্থঃ।

সঙ্গীতপারিজাতে —

রাগাণাং জীবভূতা যে প্রোক্তাস্তেঽংশস্বরা বুধৈঃ ॥ ২৭০৫

অপরঞ্চ—

বহুলত্বং প্রয়োগেষু স অংশস্বর উচ্যতে ॥ ২৭০৬

অথ ন্যাসস্বরমাহ —

ন্যাস স্বরগীতাদিক সমাপ্ত করয় ॥

সে পায় আনন্দ যার ইথে জ্ঞান হয় ॥ ২৭০৭

তথাহি—

ন্যাসরস্তু সংপ্রোক্তো যো গীতাদিসমাপ্তিকৃৎ ॥২৭০৮

অথা সঙ্গীতপারিজাতে —

ন্যাসরস্তু বিজ্ঞেয়ো যস্তু গীতসমাপকঃ ॥২৭০৯

ওহে শ্রীনিবাস ! কৃষ্ণ রসের আবেশে।

গ্রহ অংশ-ন্যাসস্বর-বিন্যাস প্রকাশে ॥ ২৭১০

তথাহি—

শিব-ব্রহ্মাদির যাতে হয় চমৎকার ॥ ২৭১২

ঐছে স্বর-জাত্যাদিক করয়ে প্রচার ॥ ২৭১১

অথ জাতিমাহ—

যাহা হৈতে জন্ম রাগ তারে জাতি কয়।

সে রাগের মাতা পুনঃ জাতিভেদত্রয় ॥ ২৭১২

শুদ্ধা, বিকৃতাখ্যা হয় ত্রয়য় মিলনে।

সঙ্কীর্ণাখ্যা—এই ত্রয় কহে বুধগণে ॥২৭১৩

তথাহি—

যস্যা রাগজনিস্তু জাতিরিহ সা রাগস্য মাতাপি সা শুদ্ধাখ্যা বিকৃতা দ্বয়োশ্চ মিলনাৎ সঙ্কীর্ণকা চ ত্রিধা ॥ ২৭১৪

শুদ্ধা জাতিসপ্তকেয় ষড় জাদি স্বরাখ্যান।

শুদ্ধা জাতা বিকৃতা—কহয়ে বিদ্যাবান্ ॥ ২৭১৫

বিকৃতাখ্যা একাদশ-শাস্ত্রে নিরূপয়।

শেষ সঙ্কীর্ণাখ্যা—সে বিকৃতজাতা হয় ॥ ২৭১৫

শুদ্ধা বিকৃতা —এ অষ্টাদশ প্রকার।

এ দুয়ে আচার্য্যগণ কৈলা অঙ্গীকার ॥ ২৭১৭

যে স্বর গানে রাগ প্রকাশক, অন্য সকল যাহার অনুগামী যাহা স্বয়ং গ্রহ স্বর জাত, ন্যাসাদি প্রয়োগ অপেক্ষা যাহা সর্বত্র আধিক্য, সেই রাজতুল্য স্বর অংশী ও বাদী বলিয়া সূচিত ॥২৭০৪

বাদী রাগাদি নিশ্চয় কারক গীত প্রকাশ কারী। যাহা স্বয়ং গ্রহ ভাব যাত। ইহার দ্বারা অংশস্বরের গ্রহস্বর কারন সূচিত হয় ॥ রাগ সকলের জীবভূত স্বরকে সুধীগন অংশস্বর বলিয়া থাকেন। অন্যত্র প্রয়োগের বাহুল্যতা, তাহাই অংশস্বর বলিয়া কথিত ॥২৭০৫-২৭০৬

যাহা গীতের সমাপ্তি করে তাহাই ন্যাসস্বর নামে কথিত হয়। তথা সঙ্গীত পারিজাতে— গীত সমাপক স্বরকে ন্যাস স্বর জানিবে ॥২৭০৮-২৭০৯

শুদ্ধা জাতি ষড়্ আর্ষভী আদি সাত কয়।
বিকৃতা—ষড়্জকৈশিকী আদি নাম হয়॥ ২৭১৮
ষড়্জকৈশিকী ষড়্জ গান্ধার যোগে জাত।
ঐছে বিকৃতাখ্যা হয় সর্বত্র বিখ্যাত॥ ২৭১৯

তথাহি—
শুদ্ধাঃ স্যুর্জাতয়ঃ সপ্তষড়্জাদিস্বাতাংবাভিধাঃ।
তা এব বিকৃতাঃ শেষা জাতা বিকৃতিসঙ্করাৎ ॥২৭২০
ইতি দ্বিধেত্যন্যে ॥

তদুক্তং হরিনায়কেন—
শুদ্ধাভির্বিকৃতাভিশ্চ মিলিতা জাতয়ঃ পুনঃ।
অষ্টাদশ সমুদ্দিষ্টাস্তা রাগাণাঞ্চ মাতরঃ॥ ইতি
॥ ২৭২১

অয়মেব পক্ষঃ প্রধান ইব প্রতিভাতি যতঃ
প্রাচীনা-চার্যৈরঙ্গীকৃতঃ।

তদুক্তং নিবন্ধান্তরে—
ষাড়্জার্ষভী চ গান্ধারী মাধ্যমী পাঞ্চমী তথা।
ধৈবতী চাথ নৈষাদী সপ্তৈতাঃ শুদ্ধজাতয়ঃ ২৭২২
স্যাৎ ষড়্জ কৈশিকী ষড়্জমধ্যমা চ ততঃ পরম।
গান্ধারপঞ্চমন্ধ্রী চ ষড়্জাপি-ধৈবতী তথা॥ ২৭২৩
কার্ম্মারবী নন্দয়ন্তী গান্ধারোদীচ্চবাপি চ।
মধ্যমোদীচ্চরা রক্তগান্ধারী কৈশিকীত্যপি ॥২৭২৪

এবমেকাদশ প্রোক্তা বিকৃতা ভরতাদিভি।
শুদ্ধা সিদ্ধা সথ বিকৃতানাতু হেতন প্রবক্ষ্যহে
॥ ২৭২৫

ষড়্জগান্ধারিকাযোগাজ্জায়তে ষড়্জকৈশিকী।
ষাড়্জিকামধ্যমাভ্যান্ত জায়তে ষড়্জমধ্যমা।
গান্ধারীপঞ্চমীভ্যান্ত জাতা গান্ধারপঞ্চমী
॥ ইত্যাদয়ঃ

এ অষ্টাদশের গ্রাম সম্বন্ধ-প্রকার।
বিস্তারি বর্ণিলা ভরতাদি গ্রন্থকার॥ ২৭২৭

শ্রুতি আদি অন্তে জাতি কহিল অল্পেতে।
এ সব কিঞ্চিৎ ব্যক্ত জানহ বীণাতে॥ ২৭২৮
শ্রুতিমারভ্য জাতান্তং ময়া বদ যৎসমীরীতম্।
তথাহি—
তত্তৎ বীণাস্বেব কিঞ্চিদ্ বুধৈজ্ঞেয়ং ন চান্যতঃ
॥ ২৭২৯

রাগের জননী—জাতি রাসে মূর্তিমন্ত।
মানে নিজ সুকৃতি কহিতে নাহি অন্ত॥ ২৭৩০
অহে শ্রীনিবাস! রাসক্রীড়া সর্ব্বোপরি।
কে কহিতে জানে যৈছে গানের মাধুরী
॥ ২৭৩১

রাইকানু কণ্ঠধ্বনি জিনি বীণানাদ।
প্রকাশয়ে জাতি যাতে সখীর আহ্লাদ॥ ২৭৩২

যাহা হইতে রাগের জন্ম তাহাই রাগের জাতি। তাহা রাগের মাতা ও বটে। শুদ্ধ, বিকৃত দ্বয়ের মিলনে সঙ্কীর্ণ—সেই জাতি এই তিনপ্রকার আখ্যা কথিত হয় ।।২৭১৪

শুদ্ধা জাতি সাত প্রকার তাহা স্বরজাদি স্বর নামে খ্যাত। তাহা বিকৃত জাতি হয়, বিকৃত স্বর মিশ্রনে সঙ্কর জাতির উদ্ভব হয়। ইহা দুই প্রকার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন।।২৭২০

তাই হরিনায়ক বলেন—শুদ্ধ ও বিকৃতের মিলনে জাতি অষ্টাদশ প্রকার, তাহারাই রাগগনের উৎপত্তির কারন এইমত প্রধান বলিয়া প্রতিভাত হয়। কারন ইহা প্রাচীন আচার্য্যগনের স্বীকৃত।।২০২১

ষাড়্জী আর্যভী গান্ধারী, মাধ্যমী, পাঞ্চমী, ধৈবতী ও নিষাদী এই সাতটি শুদ্ধা জাতি। ষড়্জ কৈশেকী ষড়্জ মধ্যমা গান্ধার

পৃথক্ পৃথক্ রাগগণে প্রকাশিতে ।
যে কৌতুক বাড়ে—তাহা কে পারে বর্ণিতে
॥ ২৭৩৩

অথ রাগমাহ
ভরতাদি কহে এই রাগের লক্ষন ।
ত্রিজগদ্বর্ত্তিচত্ত রঞ্জে রাগগণ ॥ ২৭৩৪
ষোড়শ সহস্র রাগ শাস্ত্রে নিরূপয় ।
সে সকল মেরু চতুষ্পার্শ্বে বিলসয় ॥ ২৭৩৫
সে সকল রাগমধ্যে রাগ ষট্ত্রিংশৎ ।
জগতে বিশ্রুত এই কহে বিজ্ঞ যত ॥ ২৭৩৬

তথাহি—
যৈস্তু চেতাংসি রজ্যন্তে জগ ত্রিতয়বর্ত্তিনাম্ ।
তে রাগা ইতি কথ্যন্তে মুনিভির্ভরতাদিভিঃ
॥ ২৭৩৭

নারদপঞ্চমসংহিতায়াং—
সঙ্গীতমারভৎ কৃষ্ণো মুরলীনাদমোহিতম্ ।
গোপীভির্গীতমারব্ধমেকৈকং কৃষ্ণসন্নিধৌ ।
তেন জাতানি রাগাণাং সহস্রাণি তু ষোড়শ
অপরঞ্চ— ॥ ২৭৩৮
এষু রাগেষু ষট্ত্রিংশৎ রাগা জগতি বিশ্রুতঃ ।
সন্তি মেরুচতুর্দ্দিক্ষু সর্ব্বে তেহপীতি কেচন ॥ ২৭৩৯

ষট্ত্রিংশতে রাগ ছয় রাগিণী ত্রিংশৎ ।
প্রতিরাগে পঞ্চভার্য্যা—এহো সুসম্মত ॥ ২৭৪০

ভৈরবাদি রাগ ছয় এই ছয় ক্রমেতে ।
ভৈরবী আদি রাগিণী বিদিত শাস্ত্রেতে ॥ ২৭৪১

তথাহি শ্রীসঙ্গীতদামোদরে
ভৈরবোহথ বসন্তশ্চ রাগো মালবকৌশিকঃ ।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ নটনারায়ণস্তথা ॥ ২৭৪২
এতে পুমাংসঃ ষড্রাগাঃ ক্রমাত্তদ্রাগিণীর্ব্রুবে ।
ভৈরবী চাথ কৌশিকী বিভাষা চ বেলাবলী
॥ ২৭৪৩

পঞ্চমাদ্ধী ষড়জা, ধৈবতী কার্মারবী নন্দয়ন্তী, গান্ধারোদীচ্চর, মধ্যমোদীচ্চরা, রক্ত গান্ধারী কৈশিকী-ভরতাদি বলিয়াছেন—এইরূপ একাদশটি বিকৃত জাতি ।। তারপর শুদ্ধ, সিদ্ধ ও বিকৃতের হেতু বলিতেছি। ষড়জ-গান্ধারের যোগে ষড়জ কৈশিকী ষড়জ-মধ্যমের যোগে ষড়্জ মধ্যমা, গান্ধার-পঞ্চমের যোগে গান্ধার- পঞ্চমীর উৎপন্নের হেতু হইয়া থাকে ।।২৭২২-২৭২৮

শ্রুতির আরম্ভ হইতে জাতি পর্য্যন্ত যাহা যাহা আমি বলিয়াছি সেই সকল সুধীগন কিছু কিছু বীনাতই জ্ঞাত হইবেন; অন্যত্র নহে ।।২৭২৯

জগতত্রয় বাসী জীবের চিত্ত যাহাতে রাগযুক্ত হয়, তাহাকে ভরতাদি মুনি রাগ বলিয়া থাকেন ।।২৭৩৭

সঙ্গীত আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ মুরলী নাদে সকলকে মোহিত করিলেন। কৃষ্ণ সন্নিধ্যে ষোল হাজার গোপী প্রত্যেকে গান অবশ্য করিলেন। এই গান হইতে ষোড়শ সহস্র রাগের উৎপত্তি। এই রাগের মধ্যে ছত্রিশ রাগ জগত বিশ্রুত। সেই সকল মেরু চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান— ইহা কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ।।২৭৩৮-২৭৩৯

ভৈরব, বসন্ত, মালব কৌশিক, শ্রীরাগ মেঘ ও নটনারায়ন—এই ছয়টি রাগ—পুরুষ। ক্রমে ইহাদের রাগিনী বলিতেছি। ভৈরবী কৌশিকী, বিভাষ বেলাবেলী ও বঙ্গালী রাগিনী ভৈরবের পত্নী। আন্দোলিতা দেশাখ্যা লোলা প্রথম মঞ্জরী ও মল্লারী বসন্তের অনুগতা। গৌরী, গুনকরী, বরাড়ী, ক্ষমাবতী ও কর্ণাটী রাগিনী মালব কৌশিকের প্রিয়া। গান্ধারী দেব

বঙ্গালী চেতি রাগিণ্যো ভৈরবস্যেহ বল্লভাঃ
আন্দোলিতা চ দেশাখ্যা লোলা প্রথমমঞ্জরী।
মল্লারী (মন্দারী) চেতি রাগিণ্যো বসন্তস্য
সদানুগাঃ ॥ ২৭৪৪
গৌরী গুণ্ডকিরী (গুনকরী) চৈব বরাড়ী চ ক্ষমাবতী।
কর্ণাটী চেতি রাগিণ্যঃ প্রিয়া মালবকৌশিকে
॥২৭৪৫
গান্ধারী দেবগান্ধারী মালবশ্রীশ্চ (আ) শাবরী।
রামকির্যপি রাগিণ্যঃ শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ
॥ ২৭৪৬
ললিতা মালসী গৌরী নাটী দেবকিরী তথা।
মেঘাগস্য রাগিণ্যো ভবন্তীমাঃ সুবল্লভাঃ ॥ ২৭৪৭
তারামণী সুধাভীরী কামোদী গুর্জরী তথা।
ককুভা চেতি রাগিণ্যা নধনারায়ণপ্রিয়াঃ ॥ ২৭৪৮
কেহ কহে ষট্‌রাগ, রাগিণী ষট্‌ত্রিংশৎ।
প্রতিরাগে ভার্যা ছয় এহো সুসম্মত ॥ ২৭৪৯
তথাহি শ্রীনারদপঞ্চমসংহিতায়াম্ -
রাগাঃ ষড়প রাগিণ্যঃ ষট্‌ত্রিংশচ্চারুবিগ্রহাঃ।
শিবশক্তিময়ো রাগঃ পরপ্রেমরসার্ণবঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুরাদ্রবিতো ভবেৎ ॥ ২৭৫০

তত্র রাগঃ
মালবশ্চৈব মল্লারঃ শ্রীরাগশ্চ বসন্তকঃ।
হিন্দোলশ্চাথ কর্ণাটঃ ষট্‌পুংরাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ
॥ ২৭৫১
ধানসী মালসী রামকেরী চ সিন্ধুড়া তথা।
আশাবরী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ
॥ ২৭৫২
বেলাবলী চ পূরবী কানড়া মাধবী তথা।
কোড়া কেদারিকা চৈব মল্লারস্য প্রিয়াইমাঃ ॥ ২৭৫৩
বেলোয়ারী চ গৌরী চ গান্ধারী সুভগা তথা।
কৌমারী চৈব বৈরাগী শ্রীরাগস্য প্রিয়া ইমাঃ
॥ ২৭৫৪
তোড়ী চ পঞ্চমী চৈব ললিত পঠমঞ্জরী।
গুর্জরী চ বিভাষা চ বসন্তস্য প্রিয়া ইয়া ইমাঃ
॥ ২৭৫৫
ময়ূরী দীপিকা চৈব দেশকারী চ পাহিড়া।
বরাড়ী মারহট্টা চ সত্তা হিন্দোলযোষিতঃ ॥ ২৭৫৬
নাটিকা চাথ ভূপালী রামকেরী গড়া তথা।
কামোদী চাথ কল্যানী কর্ণাটস্য প্রিয়া ইমাঃ
॥ ২৭৫৭

গান্ধারী মালব শ্রী আশাবরী রামকিরী রাগিনী শ্রীরাগের প্রিয়া রাগিনী। ললিতা, মালসী, গৌরী নাটী ও দেবকিরী রাগিণী মেঘরাগের প্রিয়তমা রাগিনী। তারামনি সুধাভীরী, কামোদী, গুর্জরী ও ককুভী রাগিনী নটনারায়নের প্রিয়তমা। ॥২৭৪২-২৭৪৯

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিনী সুন্দর দেহধারী। রাগই শিব-শক্তির মিলিত রূপ। পরম প্রেম রসের সাগর। যাহার শ্রবনমাত্রে বিষ্ণু সম্যক বিগলিত হন ।২৭৫০

মালব, মল্লার, শ্রীরাগ, বসন্ত হিন্দোল ওকর্ণাট--ছয়টি পুরুষ রাগ বলিয়া কথিত। ধানসী, মালসী, রামকেরি, সিন্ধুড়া আশাবরী ও ভৈরবী—ইহারা মালব রাগের পত্নী। বেলাবেলী, পূরবী, কানড়া, মাধবী, কোড়া ও কেদারিকা—ইহারা মল্লার রাগের পত্নী। বেলোয়ারী, গৌড়ী, গান্ধারী, সুভগা, কৌমারী ও বৈরাগী—ইহারা শ্রীরাগের প্রিয়তমা। তোড়ী, পঞ্চমী, ললিতা, পঠমঞ্জরী, গুর্জরী ও বিভাষা ইহারা —বসন্ত রাগের প্রিয়তমা। মায়ূরী, দীপিকা, দেশকারী পাহিড়া বরাড়ী ও মারহট্টা

ঐছে নানাপ্রকার কহয়ে বিদ্যাবান্ ॥
কল্লান্তরাভিপ্রায়ে এ হয় সমাধান ॥ ২৭৫৮
দেশে দেশে রাগগণ নাম ভিন্ন হয় ।
কেহ না করিতে পারে রাগের নির্ণয় ॥ ২৭৫৯
তথাহি
দেশে দেশে ভিন্ননাম্নাং রাগাণাং তত্ত্বনির্ণয়ম্ ।
কোহপি কর্তুং ন শক্নোতি ন বীণয়া ন ভস্ময়া ॥২৭৬০
রাগভেদ ত্রিধা সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ।
সম্পূর্ণ ষাড়ব, আর ঔড়ব—এ ত্রয় ॥ ২৭৬১
তথাহি—
সম্পূর্ণাঃ ষাড়বাস্তত্র ঔড়াবাশ্চেতি তে ত্রিধা ॥ ২৭৬২
তে রাগঃ ॥
তত্র সম্পূর্ণঃ—
যে যে রাগ সপ্তস্বরে করয়ে গায়ন ।
সম্পূর্ণ কহয়ে তারে গীতবিজ্ঞগণ ॥ ২৭৬৩
তথাহি—
সম্পূর্ণাস্তে তু যেতত্র জায়ন্তে সপ্তভিঃ স্বরৈঃ ॥ ২৭৬৪
সপ্তস্বর সম্পূর্ণ এ পূর্ণ রাগ কয় ।
শ্রীরাগ নট কর্ণাটা আদি বহু হয় ॥ ২৭৬৫

তথাহি—
শ্রীর'গনটকর্ণাটা এতে গুপ্তবসন্তকাঃ ।
শুদ্ধভৈরববঙ্গালসোমরাগাত্রপঞ্চমা ॥ ২৭৬৬
কামোদো মেঘরাগশ্চ তথা দ্রাবিড়গৌড়কঃ ।
বরাটী গুর্জরী তোড়ী মালবশ্রীশ্চ সৈন্ধবী ॥ ২৭৬৭
(মালবশ্রীঃ মালসী সৈন্ধবী সিন্ধুড়েত্যর্থঃ) ।
দেবক্রী চৈব রামক্রী তথা প্রথমমঞ্জরী ।
নাটা বেলাবলী গৌরীত্যাদ্যাঃ সম্পূর্ণকাঃ মতা
(আদিপদেন অন্যেহপি নাটাদ্যা গৃহ্যন্তে)
তদুক্তং শ্রীসঙ্গীতসারে
নাটো ঘণ্টারাগো নটনারায়ণক ভূপতী ।
শঙ্করাভরণশ্চেতি পূর্ণরাগা ইমে মতাঃ ॥ ২৭৬৯
এ সম্পূর্ণ রাগ গানফল অতিশয় ।
সর্বত্র বিদিত সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ॥ ৭৭০
তথাহি কোহলীয়ে—
আয়ুর্ধর্মো যশঃকীর্তির্বুদ্ধিসৌখ্যধনানি চ ।
রাজ্যাভিবৃদ্ধিসন্তানঃ পূর্ণরাগেষু জায়ন্তে ॥ ২৭৭১
সম্পূর্ণাদিরাগমূর্তি-রসাদি-প্রকার ।
কহিতে কি—এ সকল শাস্ত্রেতে প্রচার ॥ ১৭৭২
সম্পূর্ণাদি মধ্যে কোন কোন রাগ কেহ ।
গায় বিপর্যয় কল্পভেদে সত্য সেহ ॥ ১৭৭৩

হট্টা—ইহারা হিন্দোল রাগের পত্নী । নাটিকা, ভূপালী, রামকেরি; গড়া কামোদী ও কল্যানী—ইহারা কর্ণাট রাগের প্রিয়তমা ২৫৫১-২৭৫৭

দেশে দেশে পৃথক অংজ্ঞা রাগগনের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে কেহই সমর্থ হন না । বীনাপানি এবং আমি ও তাহা নিরূপন করিতে সমর্থ নহে ॥২৭৬০

যে সকল রাগ সম্পূর্ণা, বাড়ব ও ঔডব এই তিন প্রকার ॥২৭৬২
তাহাদের মধ্যে যে সব রাগ সাতটি স্বরে উৎপন্ন হয়, তাহাকে সম্পূর্ণা বলে ॥২৭৬৪
শ্রীরাগ নট কর্ণাট, গুপ্ত বসন্ত, শুদ্ধ ভৈরব, বঙ্গালী সোমরাগ, আত্র পঞ্চম কমোদ, মেঘরাগ দ্রাবিড় গৌড়, বরাটী গুর্জরী

অথ ষাড়বাঃ—

ষটস্বরে উত্থিত যে সকল রাগ হয়।
সঙ্গীতজ্ঞগণ তাহে ষাড়ব কহয় ॥ ২৭৭৪

তথাহি—

ষাড়বাস্তেহভিধীয়ন্তে যে রাগাঃ ষটস্বরোত্থিতাঃ ॥ ॥২৭৭৫

গৌড়কর্ণাটগৌড়াদি রাগ ষাড়বেতে।
সঙ্গীতজ্ঞ কহে—গানফল বহু ইথে ॥ ২৭৭৬

তথাহি—

গৌড়ঃ কর্ণাটগৌড়শ্চ দেশী ধন্নাসিকা তথা।
কোলাহলা চ বল্লালী দেশাখ্যাশাবরী তথা ॥ ২৭৭৭

খম্বাবতী হর্ষপুরী মল্লারী হুংচিকা ততঃ।
ইত্যাস্যাঃ ষাড়বাঃ প্রোক্তা হরিনায়সম্মতাঃ ॥ ২৭৭৮

(আদিপদেনাস্তেহপি শ্রীকণ্ঠাদ্যা গৃহ্যান্ত)

তদুক্তং শ্রীসঙ্গীতসারে

শ্রীকণ্ঠৈশ্চেব ভৌলী চ তারাষালগগৌড়কাঃ।
শুদ্ধাভীরী মধুকরী ছায়া নীলোৎপলাপি চ ॥ ২৭৭৯

ইতি ষাড়বগণনে ॥

ফলমাহ কোহলঃ—

সংগ্রামে বীরতা রূপ লাবণ্য গুণকীর্তনম্।
গানে ষাড়ব রাগাণাং গদিতং পূর্বসূরিভিঃ ॥ ২৭৮০

অথ ঔড়বাঃ—

পঞ্চস্বরে যে রাগ উত্থিত—সে ঔড়ব।
ঔড়বে অনেক রাগ কহে বিজ্ঞ সব ॥ ২৭৮১

তথাহি—

তে খ্যাতা ঔড়বা যে হি জায়ন্তে পঞ্চভিঃ স্বরৈঃ ॥ ২৭৮২

মধ্যমাদি মল্লারাদি রাগ ঔড়বেতে।
বহু ফল মিলে এই ঔড়ব গানেতে ॥ ২৭৮৩

তথাহি—

মধ্যমাদিশ্চ মল্লারো দেশপালশ্চ মালবঃ।
হিন্দোলো ভৈরবো নাগধ্বনির্গোণ্ডকৃতিস্তথা ॥২৭৮৪

তোড়ী, মালবশ্রী (মালসী) সৈন্ধবী (সিন্ধুড়া,) দেবক্রী রামক্রী প্রথম মঞ্জরী, নাটা, বেলাবেলী ও গৌরী—ইত্যাদি রাগ সম্পূর্ণ। ।২৭৬৬-২৭৬৮

নাট, ঘন্টারাগ; নটনারায়ন ভূপতি ও শঙ্করা ভরন—ইহারা পূর্ণরাগ বলিয়া পরিচিত ॥২৭৬৯

পূর্ণরাগের আয়ু, ধর্ম যশঃকীর্ত্তি, বুদ্ধি, সুখ, ধন ও রাজ্যের পূর্ণবৃদ্ধি প্রসার ঘটে ॥২৭৭১

যে রাগগুলি ছয়টি স্বর হইতে উত্থিত তাহারা ষাড়ব বলিয়া অভিহিত ॥২৭৭৫

গৌড়, কর্ণাট গৌড়, দেশী; ধন্নাসিকা (ধানশ্রী), কোলাহলা, বল্লালী দেশ আশাবরী খম্বাবতী, হর্ষপুরী মল্লারী হুংচিকা—ইত্যাদি রাগ হরিনায়কের মতে ষাড়ব বলিয়া কথিত ॥২৭৭৭-২৭৭৮

ষাড়ব গননায় শ্রীকণ্ঠ, ভৌলী, তারা ষালগ, গৌড়, শুদ্ধাভীরি মধুকরী ছায়া ও নীলোৎপলা ইত্যাদি ॥২৭৭৯

পূর্বাচার্য্যগন সংগ্রামে বীরত্ব রূপ, লাবনা ও গুনের খ্যাতি ষড়ব রাগের ফল বলিয়া থাকেন ॥২৭৮০

ললিতা চ তুরুচ্ছায়া তোড়ী বেলাবলী তথা।
প্রত পপুর্বিকা প্রোক্তা সৈন্ধবী দ্বিতীয়া তথা।
ইত্যাদ্যা ঔড়বাঃ প্রোক্তা রাগা জনমনোহরাঃ
॥ ২৭৮৫

(আদিপদেন তুরস্ক গৌড়াদয়োঽপি গৃহ্যন্তে)
তদুক্তং শ্রীসঙ্গীতসারে ঔড়ব-গণনে-
তুরস্ক গৌড়ো গান্ধারপুলিন্দমেঘরঞ্জকাঃ
ইতি ॥ ২৭৮৬

ফলমাহ কোহলঃ—
ব্যাধিনাশে শত্রুনাশে ভয়শোক বিনাশনে।
ঔড়বাস্তু প্রগাতব্যা গ্রহশাস্ত্যর্থকর্মনি। ২৭৮৭

অথ সঙ্কীর্ণাঃ—
কহিল যে রাগ এ অন্যোহন্য সংসর্গেতে।
সঙ্কীর্ণ কহয়ে বিজ্ঞে, শ্রুতি শোভাযাতে ॥২৭৮৮
অত্র হরিনায়কঃ -
এষামন্যোহন্যসংসর্গাৎ রাগাণাং বহুশোঽভিধাঃ।
তথ কেচিত্তু সঙ্কীর্ণাঃ কথ্যন্তে শ্রুতিশোভনাঃ ॥২৭৮৯
পৌরবী কল্যাণী আদি সঙ্কীর্ণাখ্য হয়।
সঙ্কীর্ণার্থ-রাগ দ্বিত্র্যাদি সংযোগময় ॥ ২৭৯০

তত্র পৌরবী-
দেশী-মল্লারী অংশে পৌরবী সংজ্ঞা হয়।
ঐছে এ সুগম রাগ বিজ্ঞে প্রকাশয় ॥ ২৭৯১

তথাহি-
দেশাখ্যায়াশ্চাথ মল্লারিকায়াঃ।
স্যাদংশাভ্যাং পৌরবীয়ং প্রদিষ্টা ॥ ২৭৯২

কল্যাণী
বারাট্যাখ্যানাটকর্ণাটকেভ্যঃ।
সম্ভূতেয়ং মঞ্জুঃ কল্যাণীকাখ্যা ॥ ২৭৯৩

সারঙ্গঃ-
সারঙ্গঃ স্যাত্তোড়ীধন্নাসিকাভ্যাম্ ॥ ২৭৯৪
গৌরী
শ্রীরাগাৎ স্যাদেগৌড়রাগাচ্চ গৌরী ॥ ২৭৯৫

নটমল্লারিকা
জাতা নাটস্যাথ মল্লারকস্য।
স্যাদংশাভ্যাং নটকল্লারিকা চ ২৭৯৬
বল্লবী
দেশাখ্যাশাবরীযোগাদ্বল্লবী পরিকীর্তিতা ॥ ২৭৯৭

পঞ্চস্বরে উৎপন্ন যাহারা, তাহারাই ঔড়ব নামে বিখ্যাত ॥২৭৮২

মধ্যমাদি, মল্লার, দেশপাল, মালব, হিন্দোল ভৈরব, নাগধ্বনি গোণ্ডকৃতি (গুনার্করী) ললিতা, ছায়া তোড়ী বেলাবেলী প্রতাপ পূর্বিকা, সৈন্ধবী, দ্বিতীয়া ইত্যাদি জনমনোহর ঔড়বা রাগ বলিয়া কথিত ॥২৭৮৪-২৭৮৫

সঙ্গীতসারে ঔড়ব গননায় তুরস্ক, গৌড় গান্ধার পুলিন্দ ও মেঘরঞ্জক ইত্যাদি কথিত আছে ॥২৭৮৬

কোহল ইহার ফল বিষয়ে বলেন—রোগনাশ কার্যে শত্রুবিনাশে ভয়শোক দূরীকরনে গ্রহশান্তির প্রয়োজন কার্য্যে প্রধানতঃ ঔড়ব রাগ গান করিবে ॥২৭৮৭

হরিনায়ক বলেন—এই রাগ সকলের পরস্পর মিলনে বহু প্রকার সংজ্ঞা হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে শ্রুতিমধুর কতক গুলিকে সঙ্কীর্ণ বলা হয় ॥২৭৮৯

দেশাখ্যা ও মল্লারিকার অংশদ্বয় হইতে পৌরবী সংজ্ঞা হইয়াছে ॥২৭৯২

কর্ণাটিকা

কর্ণাটতো ভৈরবতোহংশকাভ্যাম্।

কর্ণাটিকাখ্যা কথিতা সকম্পা॥ ২৭৯৮

সুখাবরী—

সৈন্ধবীতৌড়িকাযোগাৎ সমুৎপন্না সুখাবরী ॥ ২৭৯৯

আশাবরী—

মল্লার-সৈন্ধবী-তৌড়ী-যোগাদাশাবরী ভবেৎ ।২৮০

রামকেলিঃ—

গুর্জরীদেশিকাসঙ্গাদ্রামকেলিরজায়তে ॥ ২৮০১

অন্যেহপি সন্তি ভূয়াংসো রাগাঃ সঙ্কীর্ণ-লক্ষণাঃ।

যে যে যথাশ্রুতা দেশে জ্ঞেয়াস্তে তে তথা বুধৈঃ ॥ ২৮০২

এ সকল রাগের যে যে কালে গান-যুক্ত।

সে সকল সময় সঙ্গীতশাস্ত্রে উক্ত ॥ ২৮০৩

অসময় গানে গায়কের দোষ হয়।

গুর্জরী রাগাদি গানে সে দোষ নাশয় ॥ ২৮০৪

তথাহি—

সময়োল্লঙ্ঘনং গানে সর্বনাশকরং ধ্রুবম্।

শ্রেণীবন্ধে নৃপাজ্ঞায়াং রঙ্গভূমৌ ন দোষদম্ ॥ ইতি

লোভান্মোহাচ্চ যে কেচিদ্ গায়ন্তি চ বিয়োগতঃ।

সুরমা গুর্জরী তেষাং দোষং হন্তীতি কথ্যতে ॥ ২৮০৫

বসন্ত, রামকেলি, গুর্জরী—এই ত্রয়ে।

সর্বকাল গানে কোন দোষ না জন্ময়ে ॥২৮০৭

তথাহি শ্রীরত্নমালায়াম্—

বসন্তো রামকেলিশ্চ গুর্জরী সুরসাপি চ।

সর্বস্মিন্ গীয়তে কালে নৈব দোষোহভিজায়তে

নারদস্তু বিশেষমাহ—

দশদণ্ডাৎ পরে রাত্রৌ সর্বেষাং গানমীরিতম্ ॥২৮০৯

বারাটী ও নাটকর্ণাট হইতে সম্ভূত মধুক কল্যানী নাম হইয়াছে ।২৭৯৩

সারঙ্গ তোড়ী ও ধন্নাসিকা হইতে উৎপন্ন ॥২৭৯৪

গৌরী-শ্রীরাগ ও গৌড় রাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।২৭৯৫

নটমল্লারিকা নাট ও মল্লারের অংশদ্বয় হইতে উৎপন্ন ॥২৭৯৬

দেশ ও আশাবরীর যোগে বল্লরী পরিকীর্তিত ।২৭৯৭

কর্ণাট ও ভৈরবের অংশদ্বয় হইতে সকম্পা কর্ণাটীকার উৎপত্তি। সৈন্ধবী ও তোড়ীক যোগে সুখবরী উৎপন্ন হয় ।২৭৯৯

মল্লার, সৈন্ধবী তোড়ীর যোগে আশাবরী হইয়া থাকে ॥২৮০০

গুর্জরী ও দেশিকার মিলনে রামকেলির উৎপত্তি হয় ॥২৮০১

সঙ্কীর্ণ লক্ষনের আর ও বহু রাগ রহিয়াছে। যে দেশে যে সব যেরূপ শুনা যায়, বিজ্ঞব্যক্তিগন তাহাদিগকে সেইরূপই জানিবে। ২৮০২

গানে কাল নিয়মের উপেক্ষা নিশ্চিতই সর্বনাশের কারন হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রেনীবন্ধে নৃপাজ্ঞায় রঙ্গমঞ্চে তাদৃশ উল্লঙ্ঘন

এ সকল রাগ মূর্তি ধরি গাবহিতে।
আপনা মানয়ে ধন্য রাসমণ্ডলেতে॥ ২৮১০
কি বলিব শ্রীনিবাস! শ্রীরাসমণ্ডলে।
নানা রাগ গানে সুখ-সমুদ্র উথলে॥ ২৮১১
গানের তুলনা নাই ভুবন-ভিতর।
পরম অদ্ভুত সুধা বর্ষে পরস্পর॥ ২৮১২
কৃষ্ণ রাই মুখপদ্ম নিরীক্ষণ করি।
প্রকাশয়ে গীতে কত অদ্ভুত চাতুরী॥ ২৮১৩
গীতের লক্ষণ কিছু পূর্বে উক্ত হৈল।
এবে জান যৈছে গীতভেদ প্রকাশিল॥ ২৮১৪
'অনিবদ্ধ নিবদ্ধ'—দ্বিবিধ গীত হয়।
অনিবদ্ধ রাগালাপ রূপ নিরূপয়॥ ২৮১৫
বন্ধহীন যে গীত সে অনিবদ্ধ হন।
রাগালাপ কহি রাগ প্রকটীকরণ॥ ২৮১৬
তথাহি—
অনিবদ্ধং নিবদ্ধঞ্চ দ্বিধা গীতমুদীরিম্।
আলপ্তির্বন্ধহীনা স্যাদ্রাগালাপনরূপিণী॥ ২৮১৭
তদুক্তম্—
আলপ্তির্বন্ধহীনত্বাদনিবদ্ধমিতীরিতম্॥ ইতি॥ ২৮১৮
রাগস্য আলাপনং প্রকটীকরণমিত্যর্থঃ॥ ২৮১৯
'আলাপ' 'বর্ণালঙ্কার'—দুই মত হয়।
আতানারি—এক, আর সরিগমাদয়॥ ২৮২০
হুঙ্কারমাত্র এ আ-তা না-রি চতুষ্টয়ে।
হরি গৌরী হর ব্রহ্মা—ক্রমে নিরূপয়ে॥ ২৮২১
তথাহি শ্রীনারদসংহিতাদৌ—
হুঙ্কারাৎ প্রসবশ্চৈব যথা বেদস্য ওমিতি।
তাশব্দেনোচ্যতে গৌরী না-শব্দেনোচ্যতে হরঃ।
তানেতি শব্দহুঙ্কারাৎ প্রোত্থাপ্যন্তে শনৈঃ শনৈঃ
॥ ২৮২২
তত্র চ—
আকারেন হরিঃ প্রোক্তো রিকারেণ পিতামহঃ।
আ-তা-না রীতি শব্দেন সর্বেষামেব সম্ভবঃ॥ ২৮২৩
স রি গ ম প ধ নি সপ্ত বর্ণালঙ্কার।
ষড়্জাদিক স্বর বর্ণালাপ—এ প্রচার॥ ২৮২৪
আলাপে গমক স্থান অতি বিচিত্রিত।
ইথে নানাভঙ্গি মনোহর এ বিদিত॥ ২৮২৫
যত্তেক অতাল তাহা আলোপে প্রবেশ।
গীতজ্ঞ আলাপ-ভেদ কহয়ে অশেষ॥ ২৮২৬

দোষাবহ হয় না। যে কেহ লোভে অজ্ঞানতায়, বিরহে গান করে; সুবসা, গুর্জ্জরী তাহাদের দোষ বিনাশ করে বলিয়া কথিত হয়॥২৮০৫-২৮০৬

বসন্ত, রামকেলি ও সুহসা গুর্জ্জরী সর্বকালে গান হইয়া থাকে তাহাতে কোনরূপ দোষ সৃষ্টি হয় না॥২৮০৮

রাত্রির দশদণ্ডের পর সমস্ত রাগিনীর গানের বিধান রহিয়াছে॥২৮০৯

অনিবদ্ধ ও নিবদ্ধ দুইপ্রকার গান কথিত হয়। রাগের আলাপ মাত্রকে অনিবদ্ধ বলা হয়॥২৮১৭

রচনাহীন বলিয়া আলাপকে অনিবদ্ধ বলা হয়॥২৮১৮

রাগের প্রকাশ কার্যাকে আলাপ বলা হয়॥২৮১৯

যেমন হুঙ্কার হইতে বেদের ওঙ্কার রূপের প্রকাশ, তা-না প্রভৃতি শব্দ হুঙ্কার হইতে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। তা শব্দ হইত

হরিনায়কস্তু—

বর্ণালঙ্কারসংযুক্তা গমকস্থানচিত্রিতা।
আলপ্তিরুচ্যতে তজ্ঞৈর্ভূরিভঙ্গিমনোহরা
॥ ইতি

বর্ণালঙ্কারাস্ত নিরর্থকহুঙ্কারাদিশব্দ সঙ্গীতোক্তসরিগমেত্যাদিবর্ণালঙ্কারশ্চ ॥ ২৮২৮

আলপ্তের্বহুধা ভেদা ন প্রপঞ্চভিয়েরিতাঃ ॥ ২৮২৯

অহে শ্রীনিবাস! শ্রীরাসমণ্ডলী-মাঝারে।
করয়ে আলাপ সবে অশেষ প্রকারে ॥ ২৮৩০
সে আলাপে কারে বা চমক নাহি লাগে।
কি ছার কোকিল সে কণ্ঠের ধ্বনি আগে ॥ ২৮৩১
আলাপ-সময়ে অতি অদ্ভুত বিলাস।
নিজ নিজ চতুরতা করয়ে প্রকাশ ॥ ২৮৩২
রসিকশেখর কৃষ্ণ আলাপে বংশীতে।
জগৎ মাতায়—তার উপমা কি দিতে? ২৮৩৩
বীণাযন্ত্রে আলাপয়ে বৃন্দাবনেশ্বরী।
কে বর্ণিতে পারে তার আলাপমাধুরী ॥ ২৮৩৪
ললিতাদি সখী নানাযন্ত্রে আলাপয়।
আনের কা কথা—শুনি পাষাণ গলয় ॥ ২৮৩৫
একমুখে কে কহিবে আলাপ প্রসঙ্গ।
উথলয়ে যেন সুধাসমুদ্র তরঙ্গ ॥ ২৮৩৬
অনিবদ্ধ গানে মগ্ন হৈয়া পরস্পরে।
গায়েন নিবদ্ধী-গীত বিবিধ প্রকারে ॥ ২৮৩৭

অথ নিবদ্ধমাহ—

ধাতু-অঙ্গে বদ্ধ হৈলে নিবদ্ধাখ্যা হয়।
শুদ্ধা ছায়ালগ ক্ষুদ্র নিবদ্ধ এ ত্রয় ॥ ২৮৩৮

তথাহি—

বদ্ধং ধাতুভিরঙ্গৈশ্চ নিবদ্ধমভিধীয়তে।
শুদ্ধং ছায়ালগং ক্ষুদ্রমিতি তচ্চ ত্রিধা মতম্ ॥ ২৮৩৯

তত্র শুদ্ধমাহ—

আলাপ ধাতু অঙ্গ সংযুক্ত শুদ্ধ হয়।
আলাপ-সার্থকপদে এথা নিরূপয় ॥ ২৮৪০

তথাহি—

আলপৈর্ধাতুভিশ্চাঙ্গৈঃ সংযুক্তং শুদ্ধমুচ্যতে।
(আলাপৈরত্র সার্থকপদৈরেবেতি সাম্প্রদায়িকাঃ)

হরিনায়কস্তু—

আলাপো গমকালপ্তিরক্ষরৈর্বর্জিতা মতে তাহ ॥২৮৪২

গৌরী, না শব্দ হইতে হর, আ শব্দ হইতে হরি। রি শব্দ হইতে ব্রহ্মা কথিত হয়। আ-তা-না-রি শব্দে সকলেরই প্রকাশ ঘটিয়া থাকে ॥২৮২২-২৮২৩

সঙ্গীতজ্ঞগন সরিগমাদি বর্ণ যুক্ত গমকের বিচিত্রতাযুক্ত নানাভঙ্গির দ্বারা মনোহর রাগকে আলাপ বলে। বর্ণালঙ্কারের নিরর্থ হুকারাদি শব্দ-সঙ্গীতোক্ত সরিগম্যাদিই বর্ণালঙ্কার ॥২৮২৮

আলাপের বহু প্রকার ভেদ বিস্তার ভয়ে কথিত হইল না ॥২৮২৯

ধাতু ও অঙ্গে বদ্ধ গীত নিবদ্ধ বলিয়া অভিহিত। তাহা শুদ্ধ, ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র ত্রিবিধ প্রকার ॥২৮৩৯

আলাপ, ধাতু ও অঙ্গের সংযুক্তকে শুদ্ধ বলা হয়। আলাপ অর্থে সার্থক পদ সাম্প্রদায়িকগন বলেন ॥২৮৪১

হরিনায়কের মতে অক্ষর বর্জিত গমকের আলাপকে আলাপ বলিয়াছেন ॥২৮৪২

নিরূপিল নিবন্ধ-গীতের ভেদত্রয় ।
শুদ্ধ, শালগ, সঙ্কীর্ণ ঐছে—কেহ কয় ॥ ২৮৪৩

শ্রীসঙ্গীতসারে—
শুদ্ধ শালগ সঙ্কীর্ণভেদাদ্ গীতং ত্রিধা মতম্ ।
অত্র ক্ষুদ্রগীতমেব-সঙ্কীর্ণশব্দেনোচ্যতে ॥ ২৮৪৪
তচ্চ স্যাত্রিবিধন্তু শুদ্ধকং ছায়ালগং ক্ষুদ্রকমিত্যেবং
তেনৈবোক্তত্বাৎ ॥ ২৮৪৫

কোহো কহে—নিবন্ধগীতের সংজ্ঞাত্রয় ।
প্রবন্ধ, বস্তু রূপক—এ প্রসিদ্ধ হয় ২৮৪৬
ধাতুচতুষ্টয় আর ষড়ঙ্গ ইহায় ।
হইলে প্রকৃষ্টবন্ধ প্রবন্ধ কহায় ॥ ২৮৪৭
শুদ্ধ গীতে প্রবন্ধ কহয়ে বিজ্ঞগণ ।
এবে জানে বস্তু আর রূপক লক্ষণ ॥ ২৮৪৮
ধাতুত্রয়াদি পঞ্চাঙ্গে বস্তু নিরূপয় ।
দ্বিধাতুক অঙ্গদ্বয়ে রূপক কহয় ॥ ২৮৪৯

হরিনায়কস্তু—
সংজ্ঞাত্রয়ং নিবন্ধস্য প্রবন্ধো বস্তু রূপকম । ২৮৫০
চতুর্ভিধাতুভির্বন্ধস্ত্বঙ্গৈঃ ষড় ভিশ্চ কল্পিতঃ ।
প্রকৃষ্টো যশ্চ বন্ধঃ স্যাৎ স প্রবন্ধো নিগদ্যতে
॥ ২৮৫১
(এতেন শুদ্ধ গীতমেব প্রবন্ধ ইত্যুচ্যতে)
ত্র্যাদিভির্ধাতুভিশ্চাঙ্গৈ পঞ্চভির্বস্তু কথ্যতে ।
দ্বিধাতুকং তথা দ্ব্যঙ্গং রূপকং পরিকীর্তিতম ॥ ইতি
॥২৮৫২

অথ ধাতুমাহ—
প্রবন্ধের অবয়ব ধাতু নিরূপয় ।
অবয়ব জান—ভাগবিশেষ কহয় ॥ ২৮৫৩
কোহো কহে—ধাতু চার উদাগ্রাহক আর ।
মেলাপক ধ্রুবাভোগ-ক্রমে এ প্রচার ॥ ২৮৫৩
উদগ্রাহ প্রথম মেলাপক তদুপরি ।
তারপর ধ্রুব অন্তে আভোগ এ চারি ॥ ২৮৫৫

তথাহি
প্রবন্ধাবয়বো ধাতুঃ সচতুর্ধা প্রকীর্তিতঃ ।
উদগ্রাহক মেলাপক ধ্রুবাভোগ ইতি ক্রমাৎ
॥ ২৮৫৬
উদগ্রাহঃ প্রথমোভাগস্ততো মেলাপকঃ স্মৃতঃ ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবঃ পশ্চাদাভোগস্ত্বন্তিমো মত ॥ ২৮৫৭
প্রবন্ধ লক্ষণে কোহো ঐছে নিরূপয় ।
উদগ্রাহ ধ্রুব আভোগ ধাতু এই ত্রয় ॥২৮৫৮
গীতের প্রথম পাদ উদগ্রাহ কহয়ে ।
ধ্রুব মধ্যে অন্তেতে আভোগ নিরূপয়ে ॥ ২৮৫৯

তথাহি শিরোমণৌ
উদগ্রাহঃ প্রথমঃ পাদঃ কথিতঃ পূর্বসূরিভিঃ ।
ধ্রুবত্বাচ্চ ধ্রুবো মধ্য আভোগশ্চান্তিমঃ স্মৃত ॥২৮৬০

শুদ্ধ—শালগ-সংকীর্ণ ভেদে গীত ত্রিবিধ বলিয়া কথিত। তন্মধ্যে ক্ষুদ্র গীত সঙ্কীর্ণ শব্দে কথিত হয়। তাহা শুদ্ধ ছায়ালগ ও ক্ষুদ্র ইহা ত্রিবিধ—তিনি এরূপ বলিয়াছেন ॥২৮৪৪-২৮৪৫

প্রবন্ধ, বস্তু ও রূপক—নিবন্ধের তিন সংজ্ঞা। যে বন্ধন চারি ধাতু ও ছয় অঙ্গে কল্পিত হইয়া প্রকৃষ্ট হয়, তাহাকে প্রবন্ধ বলিয়া কথিত হয়। (শুদ্ধ গীতই প্রবন্ধ বলিয়া কথিত)। তিন ধাতু ও পঞ্চ অঙ্গকে বস্তু বলে এবং ধাতুদ্বয় নির্মিত অঙ্গদ্বয় বিশিষ্ট রূপক বলিয়া পরিকীর্তিত ॥২৮৫০-২৮৫২

গীতের অবয়বকে ধাতু বলে। তাহা উদগ্রাহক, মেলাপক, ধ্রুবাভোগ ক্রমে চারিপ্রকার কথিত। প্রথম ভাগ উদগ্রাহ, তারপর মেলাপক কথিত। তদনন্তর স্থিরত্ব হেতু ধ্রুব শেষে আভোগ বলিয়া কথিত ॥২৮৫৬-২৮৫৭

(ধ্রুবত্বাৎ নিশ্চলত্বাৎ পুনঃ পুনরুক্তপাদাদিত্যর্থ)

ধ্রুব আর আভোগের মধ্যে যে চরন ।
স্বস্তরাখ্যা ধাতু তারে কহে বিজ্ঞগন ॥ ২৮৬১

তথাহি হরিনায়কোনোক্তম্

ধ্রুবাভোগন্তরে জাতো ধাতুরস্তোহন্তরাভিধঃ ॥ ইতি ॥২৮৬২

আভোগেতে কবি নায়কের নাম হয় ।
এই হেতু গীতজ্ঞ আভোগ সংজ্ঞা কয় ॥ ২৮৬৩

তথাহি—

আভোগে কবিনান স্যাওথা নায়কনাম চ ॥ ২৮৬৪

প্রবন্ধে যে ধাতু সে লক্ষন ঐছে হয় ।
গীতবিজ্ঞগণ নানা গীতে প্রকাশয় ॥ ২৮৬৫

গীতে যথা—পঠমঞ্জরী

উদিতপূরণ নিশি নিশাকর
কিরণ করু তম দূরি ।
ভানুনন্দিনী-পুলিন পরিসর
শুভ্র শোভত ভুরি ॥ উদ্গ্রাহ
মন্দ মন্দ সুগন্ধ শীতল
চলত মলয়সমীর ।
ভ্রমরগণ ঘন ঝঙ্করু কত কুহরে
কোকিল কীর ॥ মেলাপক
বিহরে বরজকিশোর ।
মধুর বৃন্দাবিপিন মাধুরী
পেখি পরম বিভোর ॥ ধ্রুব
দেবহুলহ সুবাসমণ্ডলে বিপুল কৌতুক আজ ।
বংশীকর গাহি অধর পরশত মোদভরু হিয়ামাঝ ॥
রাধিকাগুণচরিতময় বর বিরচিব বহুবিধ গীত,
গানরত রতিনাথ মদভরহরণ নিরুপম নীত। অন্তরা
কঞ্জলোচনে ললিত অভিনয় করিবে রস অনু মেহ,
ভণব কি এ ঘনশ্যাম প্রকট জগতে অতুলিত লেহ
॥ আভোগ

অথান্যাহ—

প্রবন্ধের ধাতু পঞ্চ—শাস্ত্রে এ নির্দ্ধার ।
ষড়ঙ্গ প্রবন্ধগীত—সর্ব্বত্র প্রচার ॥ ২৮৭৩
স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক, পাঠ, তাল ।
এই ছয় অঙ্গে গীত পরম রসাল ॥ ২৮৭৪
স্বর—সরিগমপধাদিক নিরূপয় ।
গুণনামযুক্তমতে বিরুদ কহয় ॥ ২৮৭৫
পদ শব্দ বাচক প্রকার বহু ইথে ।
তেনা—তেনাদিক শব্দ মঙ্গলনিমিত্তে ॥ ২৮৭৫
পাঠ বাদ্যোদ্ভবাক্ষর ধা ধা ধিলাদি ।
তাল—চচ্চৎপুট যত্যাদিক যথাবিধি ॥ ২৮৭৬
এ ষড়ঙ্গ প্রাচীন আচার্য নিরূপয় ।
বাক্য স্বর তাল তেনা চারি কেহ কয় ॥২৮৭৭

তথাহি

প্রবন্ধস্য ষড়ঙ্গানি স্বরশ্চ বিরুদং পদম ।
তেনকঃ পাঠতালৌ চ স্বরাঃ সরিগমাদয়ঃ ॥ ২৮৭৮
গুণোল্লেখতয়া যত্তৎ বিরুদং পরিকীর্তিতম্ ।
ততোহন্যবাচকং যত্তু তৎ পদং সমুদাহৃতম ॥ ২৮৭৯
তেনেতি শব্দস্তেনঃ স্যান্মঙ্গলার্থেহি বধারিতঃ ।
ধাং ধাং ধুগ ধুগেত্যাদ্যাঃ পাঠা বাদ্যাক্ষরোৎকরাঃ
আদিযত্যাদিকাস্তালাস্তালং স কথয়িষ্যতে ॥ ২৮৮০

পূর্বাচার্য্যগন গীতের প্রথম পাদকে উদ্গ্রাহ বলে, মধ্য নিশ্চলতাহেতু ধ্রুব এবং অন্তিম পাদ আভোগ বলিয়াছেন ॥২৮৬০
ধ্রুব ও আভোগের জাত অপর ধাতুর নাম—অন্তরা ।২৮৬২
আভোগে কবি নাম ও নায়ক নাম রহিয়াছে ॥২৮৬৪

সঙ্গীতপারিজাতে

পদতালস্বরাঃ পাঠাস্তেনো বিরুনামকঃ।
ইতি গীতে ষড়ঙ্গানি কথিতানি মনীষিভিঃ ॥ ২৮৮২

পদানি বাচকাঃ শব্দাস্তালাশ্চচ্চৎ পুটাদয়ঃ।
স্বরাঃ ষড়্জাদয়স্তে স্যুঃ পাঠো বাদ্যোদ্ভবাক্ষরম।
তেনঃ মাঙ্গলে শব্দো বিরুদং গুণনামযুক
॥ ২৮৮৪

প্রবন্ধে জাতি পঞ্চ — মেদিনী নন্দিনী।
দীপনী পাবনী তারাবলী কহে মুনি ॥ ২৮৮৫
ষড়ঙ্গ মেদিনী নাম পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী।
চারি অঙ্গ দীপনী এ ত্রয়াঙ্গ পাবনী ॥ ২৮৮৬
অঙ্গদ্বয় তারাবলী — গীতবিজ্ঞ কহে।
ইথে জান একাঙ্গ প্রবন্ধ সিদ্ধ নহে ॥ ২৮৮৭

তথাহি-

জাতয়ঃ স্যুঃ প্রবন্ধনাং পঞ্চৈব মুনিসম্মতাঃ।
মেদিনী নন্দিনী দীপন্যথ স্যাৎ পাবনী তথা
॥ ২৮৮৮

তারাবলী তথৈতাসাং লক্ষণং প্রতিপাদ্যতে।
ষড়ঙ্গা মেদিনী প্রোক্তা পঞ্চাঙ্গা নন্দিনী তথা
॥২৮৮৯

দীপনী চতুরঙ্গা স্যাৎ পাবনী ত্র্যঙ্গিকা মতা।
দ্ব্যঙ্গা তারাবলী প্রোক্তা পুরাণৈর্গীতবেদিভিঃ
॥ ২৮৯০

(এতেন একাঙ্গপ্রবন্ধো ন ভবতীতি প্রতিপাদিতম)

সঙ্গীত পারিজাতে

প্রবন্ধ জাতয়ঃ পঞ্চ বর্তন্তে তাঃ ক্রমেণ চ।
ষড়্ভিরঙ্গৈর্মেদিনী স্যান্নন্দিনী পঞ্চভির্ভবেৎ ॥২৮৯১
চতুর্ভির্দীপনী প্রোক্তা ত্রিভিরঙ্গৈস্তু পাবনী।
দ্বাভ্যাং তারাবলী জাতিরঙ্গাভ্যামুপজায়তে
॥ ২৮৯২

শুদ্ধ প্রবন্ধের ভেদ অন্ত নাহি হয়।
বিবিধ প্রকারে সকীতজ্ঞ নিরূপয় ॥ ২৮৯৩

তথাহি--

ভেদঃ শুদ্ধপ্রবন্ধানামানন্ত্যাদেক এব হি ॥২৮৯৪

তথাপি-

তালেনৈকেন বাদ্যাভ্যাং ত্রিভির্বা বহুভিস্তথা।
প্রবন্ধান্ সুকবিনৃনং যথেচ্ছমুপকল্পয়েৎ ॥ ২৮৯৫

কিঞ্চ

বহুতালাঃ প্রবন্ধাস্তু রাগৈর্বহুভিরেব চ।
একরাগেণ বা কল্প্যাঃ পাঠাদীনাং বিধানতঃ ॥২৮৯৬
তেন বহুত্বরাস্তেষাং কস্তান কার্ৎস্ন্যেন বক্ষ্যতি
তদ্ক্রম
ন রাগাণাং ন তালানাং ন বাদ্যানাং বিশেষতঃ।
নাপি প্রবন্ধগীতানামন্তো জগতি বিদ্যতে ॥ ইতি
ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণপ্রেয়সহ রাসে।
ব্রহ্মাদি-অগম্য শুদ্ধ প্রবন্ধ প্রকাশে ॥ ২৮৯৯

প্রবন্ধের ছয়টি অঙ্গ—স্বর, বিরুদ, পদ, তেনক পাঠ, তাল। সরিগমাদিকে স্বর, যে গুনোল্লেখ করে, তাহাকে বিরুদ বলে, তাহার অনাবাচক যাহা তাহা পদ বলিয়া কথিত। তার দ্বারা তেন শব্দ মঙ্গলার্থে অবধারিত। ধাং ধাং ধুগ ধুগাদি বাদ্য অক্ষর সমূহকে পাঠ বলা হয়। আদি যতি প্রভৃতিকে তাল বলে। সেই তাল পশ্চাতে বলা হইবে ॥২৮৭৮-২৮৮১

পদ, তাল, স্বর, পাঠ, তেন, বিরুদ — এই ছয়টিকে মনীষি গন অঙ্গ বলিয়াছেন। বাচক শব্দ, পদ, চচ্চৎপুটাদি তাল ষড়জ প্রভৃতি স্বর, বাদ্য হইতে উদ্ভুত অক্ষর-পাঠ, মঙ্গলার্থ তেন এবং গুননাম যুক্ত শব্দকে বিরুদ বলা হয় ।।২৮৮৩-২৮৮৪

মেদিনী, নন্দিনী, দীপনী, পাবনী ও তারাবলী—গীতের পাঁচটি জাতি মুনি সম্মত। ইহাদের লক্ষন কথিত হইতেছে। ছয়

গানে মগ্ন রাই কানুশোভা নিরখিয়া।
বৃন্দাদেবী আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া ॥২৯০০
শ্রীকৃষ্ণ রাধিকা গুন মহিমা বর্ণনে।
করয়ে নিদেশ শুক-শারী-পিকগণে
বৃন্দাদেশে হর্ষে শুক-শারী-পিকগন।
শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা-গুণ করয়ে বর্ণন ॥ ২৯০১

শুকঃ প্রাহ

ষড়ঙ্গ মেদিনীগীতে যথা—

জয় জনরঞ্জন কঞ্জনয়ন
ঘন-অঞ্জননিভ নব নাগর ঐ ঐ
গোকুলকুলজাকুলধৃতি-মোচন
চন্দ্রবদন গুণসাগর ঐ ঐ ॥ ২৯০৩
নন্দতনুজ ব্রজভূষণ রসময়
মঞ্জুরভুজ মুদবর্দ্ধন ঐ ঐ।
শ্রীবৃষভানুতনয়াঙ্কদিসম্পদ
মদনার্বুদমদমর্দ্দন ঐ ঐ ॥ ২৯০৪
গীতনিপুণ নিধুবন নয়নন্দিত
নিরুপম তাণ্ডবপণ্ডিত ঐ ঐ।
ভানুতনয়াপুলিনাপরিসর-
রমণীনিকর মণিমণ্ডিত ঐ ঐ ॥ ২৯০৫
বংশীধর ধরণীধরকৃতবন্ধুর
অধরারুণ সুন্দর ঐ ঐ।
কুন্দরদন কমনীয়কৃশোদর
বৃন্দাবিপিনপুরন্দর ঐ ঐ ॥ ২৯৯৬
কৃষ্ণ কেলি কলহৈকধুরন্ধর ধা ধা ধি ধি ত গ
ধেন্না ঐ ঐ
স সরিগরি নরহরিনাথ এই অ ইত্তি
অই অই অতেন্না ঐ ঐ ॥ ২৯০৭

শারিকা প্রাহ—

মোদিনী গীতে যথা—

জয় জগভবন্দিনী বিবিত্ত নৃপনন্দিনী
রাধিকা চন্দ্রবদনী দুঃখমোচনী।
শ্যামমনোরঞ্জিনী ধৈর্য্যভরভঞ্জিনী কঞ্জ খঞ্জন
মীনগঞ্জিমৃগলোচনী ॥ ২৯০৮
কান্তিজিতদামিনী পরম অভিরামিণী ভামিনী
সিন্ধুকন্যাদিমদর্দ্দিনী।

অঙ্গ বিশিষ্ট গীতকে মেদিনী বলে, পাঁচ অঙ্গ বিশিষ্টকে নন্দিনী, চারি অঙ্গ বিশিষ্টকে দীপনী তিন অঙ্গ যুক্তকে পাবনী এবং দুই যুক্তকে তারাবলী-ইহা প্রাচীন সঙ্গীতবিদগন বলিয়াছেন ॥২৮৮৮-২৮৯০

প্রবন্ধ জাতি পাঁচটি, তাহার এইরূপ ক্রমে ব্যবস্থা। ছয় অঙ্গে মেদিনী, পাঁচ অঙ্গে নন্দিনী, চারি অঙ্গে দীপনি, তিন অঙ্গে পাবনী, দুই অঙ্গে তারাবলী জাতি উৎপন্ন হয় ॥২৮৯১-২৮৯২

শুদ্ধ প্রবন্ধের অনন্ততাহেতু ভেদ একপ্রকার ॥২৮৯৪

সুবাবি একতালে, তিন বা বহু বাদ্যের সহিত ইচ্ছানুরূপ গীত সকল নিঃসন্দেহে রচনা করিতে সমর্থ ॥২৮৯৫

অনেক তাল বিশিষ্ট প্রবন্ধ এক বা বহু রাগ বাদ্যাক্ষরাদি সন্নিবেশ করিবে। তাহাদের বহুতর ভেদ। কে সম্পূর্ণ তার ভেদ সকল বলিবে ॥২৮৯৬-২৮৯৭

রাগের তালের বাদ্যের বিশেষতঃ প্রবন্ধ গীতের জগতে শেষ নাই ॥২৮৯৮

মঞ্জুমৃদুহাসিনী ললিতকলভাষিণী ভুবনমোহিনী
ললিতাদিমুদবৰ্দ্ধিনী ॥ ২৯০৯
সুভগশৃঙ্গারিণী, নব নব বিহারিণী বৃন্দাবিপিন
বিনোদিনী গজগামিনী।
রাসরসরঙ্গিণী মধুবত্তরঙ্গিণী সকল রমণীমণি
নরহরিস্বামিনী ॥ ২৯১০
ঝান্তা ঝাং ঝান্তা তাথা বিকতো থুন্না দৃমিকি
ত্রিগও তকতা তা থৈয়া।
সরি রিগম পমগ মম্ম গরি সাস সাত্তি অই
তেন্না তেন্না তেনাং তি অই ঐ আ ॥২৯১১
পিকঃ প্রাহ—
পঞ্চাঙ্গ নন্দিনী গীতে যথা
জয় জয় কৃষ্ণ কৃপাময় কেশব
কমলেক্ষণ জনরঞ্জনু আ ॥
যুবতি কঞ্জবন-কুঞ্জর মঞ্জুপ্রিয়া—
হৃদিপঞ্জর খঞ্জনু আ ॥ ২৯১২
বঙ্কুরবদনচন্দ্রমধুরস্মিত রাধা
ধৃতিভরভঞ্জনু আ।
সুন্দর নটবর নন্দতনুজ নব
নবতরুণীনয়নাঞ্জনু আ ॥ ২৯১৩
সরি গম গম পম মম্মম গরিস
তেন্না তেন্না তি অতি অই ইয়া।
অই নরহরিমুদবৰ্দ্ধন ঐ ঐ
আই অতি অই তিয়া ॥২৯১৪
অহে শ্রীনিবাস! পক্ষিগণ নানা মতে
গায় রাধাকৃষ্ণের সুযশ শুদ্ধ গীতে ॥ ২৯১৫

গীত প্রবন্ধের ভেদ কহিল না হয়
শক্তি বর্ণ বিশেষাদি শাস্ত্রে নিরূপয় ॥২৯১৬
এলাদি ডুক্কর তাহে গীত ষড়্‌বিংশতি।
সুগম দুর্গম শাস্ত্রে প্রকাশিল ইথি ॥২৯১৭
প্রথমেই পঞ্চতালেশ্বর নাম হয়।
তদুপরি বর্ণ-স্বরে ভেদ চতুষ্টয় ॥২৯১৮
স্বরাদি বর্ণ-স্বর পাঠাদি বর্ণস্বর।
পদাদি বর্ণস্বর, তেনাদি বর্ণস্বর ॥২৯১৯
তদুপরি স্বরার্থমাতৃকা গীত কয়।
গীতবিজ্ঞ ঐছে ষড়্‌বিংশতি নিরূপয় ॥২৯২০

তথাহি
এলাদ্যা ডুক্করাঃ সন্তি প্রবন্ধা মুনিভাষিতাঃ।
তেভ্যঃ ষড়্‌বিংশতিঃ প্রোক্তা হরিনায়কসূরিণা ॥
॥ ২৯২১
কথ্যন্তে ক্রমশস্তে চ নামমাত্রেণ কেবলম্।
পঞ্চতালেশ্বরো বর্ণস্বরশ্চৈবাঙ্গচারিণী ॥২৯২২
স্বরার্থমাতৃকা চৈব তথা রাগকদম্বকঃ।
স্বরাদ্যকরণং বর্ত্ম ন্যথ তালার্ণবস্তথা ॥২৯২৩
শ্রীরঙ্গঃ শ্রীবিলাসশ্চ পঞ্চভঙ্গিস্ততঃ পরম্।
পঞ্চাননো মাতিলকো সিংহনীলস্তথাপরঃ ॥২৯২৪
ত্রিভঙ্গির্হংসনীলশ্চ তথা হরিবিলাসকঃ।
সুদর্শনঃ স্বরাঙ্গঃ শ্রীবৰ্দ্ধনঃ হর্ষবৰ্দ্ধনঃ ॥ ২৯২৫
বীরঃ শ্রীমঙ্গলশ্চৈব লাহড়ী চ প্রকীর্ত্তিতা।
নবরত্নাভিধঃ প্রোক্তস্তথা সরভনীলকঃ ॥২৯২৬
কণ্ঠাভরণনামা চেত্যেতে ষড়্‌ বিংশতির্মতাঃ।
চন্দ্রপ্রকাশকাদ্যাশ্চ বিদ্যন্তে ষট্ তথাপরে ॥২৯২৭

ভরত মুনি বলিয়াছেন,এলা প্রভৃতি ডুক্কর প্রবন্ধাদি রহিয়াছে। পণ্ডিত হরিনায়ক বলিয়াছেন তন্মধ্যে ছাব্বিশটি। তাহা কেবল ক্রমশঃ নাম উল্লেখ পূর্ব্বক বলা হইতেছে। পঞ্চতালেশ্বর, বর্ণস্বর, অঙ্গচারিনী, স্বরার্থমাতৃকা, রাগকদম্বক,স্বরাদ্যকরন, তালার্ণব, শ্রীরঙ্গ, শ্রীবিলাস, পঞ্চভঙ্গি, পঞ্চানন, মাতিলক, সিংহনীল, ত্রিভঙ্গি হংসনীল হরিবিলাস, সুদর্শন স্বরাঙ্গ শ্রীবৰ্দ্ধন বীর শ্রীমঙ্গল লাহড়ী নবরত্ন সরভ নীল কণ্ঠাভরন—এই ছাব্বিশটি ॥ চন্দ্রপ্রকাশক আদি আর ও অন্য ছয়প্রকার রহিয়াছে ॥২৯২১-২৯২৭

এ সকল প্রবন্ধ লক্ষণ সুবিদিত।
বর্ণে কবিগণ যাতে সর্ব্বমনোহিত ॥২৯২৮
বৃন্দাদেশে ভ্রমর পরহ কুতূহলে।
স্বরার্থ প্রবন্ধ গায় গুঞ্জনের ছলে ॥২৯২৯
স্বরার্থ-প্রবন্ধাক্ষর-সরিগমাদয়।
শুদ্ধ মিশ্র-দ্বিভেদে যথেচ্ছা নিরূপয় ২৯৩০

তথাহি

যত্র স্বরাক্ষরৈরেব বাঞ্ছিতার্থোঽভিধীয়তে।
স স্বরার্থো ভবেদ্দ্বেধা শুদ্ধ মিশ্রপ্রভেদতঃ ॥২৯৩১

(স্বরাক্ষরৈঃ সরিগমপধনিভির্যথেচ্ছং বাঞ্ছিতার্থোঽভিধীয়তে চেত্তদা স্বরার্থ ইত্যর্থ)।

স্বরার্থ-প্রবন্ধ রঙ্গে ভৃঙ্গ প্রকাশয়।
শুনি শ্রীললিতাদি সখীর সুখোদয় ২৯৩২

তদযথা

রাগঃ কেদারঃ

জয় রসিকশেখর কৃষ্ণ কোমল অঙ্গ অঞ্জনঘন ত্বিষা।
স্মিত অমৃতস্রক্ষিতমুখ মৃগাঙ্কসুকিরণ নির্ম্মল কৃত দিশা ॥২৯৩৩
জিত জলজ মঞ্জু বিশাল লোচন তরুণীগণধৃতিধনহরা
ব্রজবিজয়ী নব যুবরাজ নটবর বংশীধর অরুণাধরা
রতিনাথমদহর মধুরাসবিলাসী সুন্দর নিরুপমা।
ব্রজরমণীমণি মুখপদ্মপরিমললুব্ধ দক্ষ রত্নসমা ॥২৯৩৫
নবকুঞ্জভূপ ভুজঙ্গদমন মনোজ্ঞবেশ বিবিধবিধা।
ঘনশ্যাম মুদবর্দ্ধন পমগমস্মগরি মপধনিপধনিধা ॥২৯৩৬

ঐছে নানা পরক্ষগণে বৃন্দা নিদেশয়।
বিবিধ প্রবক গানে সবে সন্তোষয় ॥২৯৩৭
ওহে শ্রীনিবাস ! কৃষ্ণ প্রিয়াসহ রাসে।
শুদ্ধ গীত প্রবন্ধের সীমা পরকাশে ॥২৯৩৮
শুদ্ধ মধ্যে কেহ শূড় প্রবন্ধ কহয়।
কেহ ছায়ালগমধ্যে শূড় প্রকাশয় ॥২৯৩৯

তথ ছায়ালগঃ

শুদ্ধ ছায়ালগ্নহেতু ছায়ালগ কয়।
ইথে তালবাদ্যাদি কল্পিত শূড় হয় ॥২৯৪০
বহুতালে গুলফন এ শূড় মনোহর।
ছায়ালগ সংজ্ঞা রসালগ নামান্তর ॥২৯৪১

তথাহি

শুদ্ধস্য লগতি ছায়াং যত্তু ছায়ালগং বিদুঃ।
রঞ্জকং তন্তুবত্তালৈর্বাদ্যৈশ্চ শূড়কল্পিতম্ ॥২৯৪২

(বহুতালানামেকত্র গুফনং শূড় ইত্যর্থঃ ছায়ালগতীত্যনেন শুদ্ধস্যযৎকিঞ্চিল্লক্ষণেনেদং ভবতীত্যুক্তমিত্যর্থঃ)

তদুক্তম্

উক্তনামেব ভাবানাং ছায়ামাত্রং ভবেদ যদি।
ছায়ালগঃ স বিজ্ঞেয়ো মুনিভির্ভরতাদিভিঃ ॥২৯৪৩

যথায় সরিগমাদি স্বরাক্ষর দ্বারা বাঞ্ছিতার্থ ব্যক্ত হয়। তাহাকে স্বরার্থ বলে। শুদ্ধ ও মিশ্রভেদে উহা দুই প্রকার। সরিগমপধনি—স্বরাক্ষর দ্বারা যদি বাঞ্ছিত অর্থ অভিহিত হয়, তাহাই স্বরার্থ ॥২৯৩১

যাহা শুদ্ধ প্রবন্ধের ছায়া স্পর্শ করে; তাহাকে ছায়ালগ বলা হয়. তাল বাদ্যাদির সহযোগে শূড়কল্পিত হইয়া চিত্তরঞ্জক হইয়া থাকে। বহুতালের একত্র গুলফনকে শূড় বলে। ছায়াতে সংলগ্ন হয়, অর্থাৎ শুদ্ধ প্রবন্ধের যৎ কিঞ্চিৎ লক্ষন যুক্ত হইয়া উৎপন্ন হয়। ইহাই ইহার অর্থ ॥২৯৪২

অস্য সালগমিতি নামান্তরমপ্যস্তি ।

তদুক্তং হরিনায়কেন

অথ ছায়ালগো যস্তু শূড় স এব সালগঃ ॥২৯৪৪

মতান্তরে সালগ শূড় বহুত হয়

তথা চ ধ্রুবকাদি প্রশস্ত নিরূপয় ॥২৯৪৫

তথাহি দামোদর পঞ্চমসারসংহিতায়াঃ

ধ্রুবকো মণ্ঠকশ্চৈব প্রতিমণ্ঠো নিশারুক

বাসক প্রতিতালশ্চ তথান্যা চৈকতালিকা ।

যতিশ্চ ঝুমরিশ্চেতি সালগং শূড় ঈরিতঃ ॥২৯৪৬

ধ্রুবকাদীনাং ভেদমাহ

ধ্রুবকাঃ ষোড়শ প্রোক্তা মণ্ঠকাঃ ষট্ প্রকারকঃ ।

প্রতিমণ্ঠশ্চ পঞ্চৈব সপ্ত খ্যাতা নিশারুকাঃ

। ২৯৪৭

চত্বারো বাসকাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারঃ প্রতিতালকাঃ ।

একতালী চ ত্রিবিধা চত্বারো যতয়ো মতাঃ ॥ ২৯৪৮

একৈব ঝুমরিশ্চেতি সালগাঃ কথিতা ইমে ॥২৯৪৮

কেহপ্যাহুশ্চর্চরীকাদ্যাঃ সন্ত্যান্যে দশ সালগাঃ ।

ঊনবিংশতিরেবং তে ভবন্তি ভুবি সালগাঃ॥ ২৯৫০

ধ্রুবকাদি লক্ষণ দুষ্কর অতিশয় ।

নয় তালে শূড়—এ সর্ব্বার্থে সুখোদয় ॥ ২৯৫১

তথাহি

আদির্যতির্নসারুশ্চাজ্ঞতালস্ত্রিপুটস্তথা ।

রূপকো ঝম্পকো মণ্ঠ একতালীতি কীর্তিতাঃ

॥ ২৯৫২

এভিস্তু নবভিস্তালৈঃ কথিত শূড় উচ্যতে ।

ইত্যেষ রঞ্জকঃ শূড়ো গানে বাদ্যে চ নর্ত্তনে ॥২৯৫৩

শূড়াদি প্রবন্ধ ভেদ বিবিধ প্রকার ।

লক্ষণোদাহরণাদি শাস্ত্রেতে প্রচার ॥ ২৯৫৪

গীতে তাল যুক্ত কাল বিনা শুদ্ধি নয় ।

যৈছে কর্ণধার বিনা নৌকা তৈছে হয় ॥ ২৯৫৫

তালশব্দ ব্যুৎপত্তি অনেক পরকার ।

আচার্যগণেতে তাহা রিলা প্রচার ॥ ২৯৫৬

তথাহি—

বিনা তালেন গীতাদের্গতিশুদ্ধির্ন জায়তে ।

কর্ণধারং বিনা নাব ইবাত্তস্তান প্রচক্ষতে ॥ ২৯৫৭

তথাচৈর্ষৈস্তালশব্দ ব্যুৎপত্তির্বহুধেরিতা ॥ ২৯৫৮

পূর্বোক্ত ভাবনার ছায়ামাত্র যদি থাকে; তাহাকে ভরতাদি মুনিগন ছায়ালগ বলিয়া থাকেন ।।২৯৪৩

ইহার নামান্তর সালগ বলা হয় । তাই হরিনায়ক বলেন—যাহা ছায়ালগ শূড়, তাহাই সালগ ।।২৯৪৪

সঙ্গীত দামোদর ও পঞ্চম সার সংহিতায় রহিয়াছে—ধ্রুবক, মণ্ঠক, প্রতিমণ্ঠক, নিশারুক, বাসক, প্রতিতাল, একতালী যতি ঝুমরি—ইহারা সালগ-শূড়ের ভেদ ।।২৯৪৬

ধ্রুবকাদির ভেদ যথা—ধ্রুবক ষোল, মণ্ঠক ছয়, প্রতিমণ্ঠ পাঁচ নিশারুক সাত, বাসক চার, প্রতিতাল চারি, একতালী তিন, যতি চার, এবং ঝুমরি এক প্রকার—এইভাবে সালগ বর্নিত হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন—চর্চ্চরিকাদি অপরদশ প্রকার সালগ রহিয়াছে । এইভাবে ঊনবিংশতি প্রকার সালগ কথিত হইয়াছে ।।২৯৪৭-২৯৫০

আদি, যতি, নসারু অজ্ঞ, ত্রিপুট, রূপক ঝম্পক, মণ্ঠ ও একতালী-এই নয় প্রকার তাল কথিত রহিয়াছে । এইরূপ নয় তাল কথিত হইলে তাহাকে শূড় বলা হয় । এইরূপ শূড়-গান-বাদ্য ও নৃত্যে চিত্তরঞ্জক হইয়া থাকে ।।২৯৫২-২৯৫৩

তত্র হবিনায়কঃ—

সময়স্য সমত্বেন রঞ্জকত্বেন চাধিকম্।

তালয়ত্যয সঙ্গীতং যস্তালো নিগদ্যতে॥ ইতি

(তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি—তলধাতুঃ প্রতিষ্ঠায়াং)

সঙ্গীতসারে তু—

তকার ঈশো গিরিজা লকার

স্তালস্ততঃ স্যাৎ শিবশক্তিযোগাৎ।

তলেস্তু ধাতোর্ঘঞি বেহ তাল

স্তালোহথবা স্যাত্তলতোহস্তু যোগাৎ॥ ২৯৬০

রত্নমালায়াম্—

তকার শরজন্মা স্যাদকারো বিষ্ণুরুচ্যতে।

লকারো মারুত প্রোক্তস্তালে দেবা বসন্ত্যমী॥ ২৯৬১

বাচস্পতিস্তু

হস্তাঙ্গুলিপ্রসরণাকুঞ্চনাদিক্রিয়া হি যা।

তয়া কালস্য মানং যৎ স তাল ইহ কথ্যতে॥২৯৬২

অথ তালানাহ—

তাল—চচ্চৎপুট চাচপুটাদি প্রধান।

একাধিক শত তাল সর্বত্র প্রমাণ॥ ২৯৬৩

তথাহি

চচ্চৎপুটশ্চাচপুটঃ, ষট্‌পিতাপুত্রকস্তথা।

সম্পক্কেষ্টক, উদঘট্টো আদিতালশ্চ, দর্পনঃ॥২৯৬৪

চর্চ্চরী, সিংহলীলশ, কন্দর্পঃ সিংহবিক্রমঃ।

শ্রীরঙ্গো, রঙ্গলীলশ্চ রঙ্গতালঃ. পরিক্রমঃ॥২৯৬৫

প্রত্যঙ্গো, গজলীলশ্চ, ত্রিভিন্নো বীরবিক্রমঃ।

হংসলীলো, বর্ণলীলো, রাজচূড়ামনিস্তথা॥২৯৬৬

রঙ্গদ্যোতো রাজতালঃ সিংহবিক্রীড়িতস্তথা।

বনমালী. বর্ণতালো, মিশ্র রঙ্গপ্রদীপকঃ॥২৯৬৭

হংসনাদঃ, সিংহনাদঃ, মল্লিকামোদসংজ্ঞকঃ।

ততঃ শরভলীলশ্চ রঙ্গাভরণ এব চ॥২৯৬৮

ততস্তুরগলীলশ্চ তস্মাচ্চ সিংহনন্দনঃ।

জয়শ্রীবিজয়ানন্দঃ প্রতিতালো দ্বিতীয়কঃ॥২৯৬৯

মকরন্দঃ কীর্ত্তিতালো বিজয়ো জয়মঙ্গলা।

রাজবিদ্যাধরো মণ্ঠো জয়তালঃ কুড়ুক্কঃ॥২৯৭০

ততো নিঃশারুকঃ ক্রীড়া ত্রিভঙ্গিঃ. কোকোলিপ্রিয়ঃ

শ্রীকান্তো বিন্দুমালী চ সমতালশ্চ নন্দনঃ ২৯৭১

উদীক্ষণো মল্লিকা চ ঢেঙ্কিকা বর্ণমঞ্চিক।

অভিনন্দোহন্তরক্রীড়া লঘুতালশ্চ দীপকঃ॥২৯৭২

অনঙ্গতালো বিষমো সান্দীকুন্দমুকুন্দকৌ।

একতালী চ কঙ্কালশ্চতুস্তালশ্চ খংখুড়ী॥২৯৭৩

অভঙ্গা রাজঝঙ্কারস্তথৈব লঘুশেখরঃ।

প্রতাপশেখরশ্চাঙ্গো জগঝম্পশ্চতুর্মুখঃ॥ ২৯৭৪

যেমন কর্ণধার ভিন্ন শুদ্ধগতি হয় না, তদ্রূপ তাল ভিন্ন সঙ্গীতের গানক্রিয়া বিশুদ্ধ হয় না। অতপঃর তালের নৌকার বিষয়ে বলিতেছি। সেই তাল শব্দের বহুবিধ ব্যুৎপত্তি আচার্য্যগন বলিয়া থাকেন॥২৯৫৭—২৯৫৮

যাহার সময়ের সমতা বিধানে অধিক রঞ্জকতা দ্বারা সঙ্গীতের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকে; তাহাই তাল বলিয়া কথিত॥২৯৫৯

ত শব্দে শিব এবং ল শব্দে শক্তি বলা হয়। সেইজন্য শিবশক্তির যোগে তালের উৎপত্তি॥২৯৬০

তকার কার্ত্তিকেয়, অকার বিষ্ণু, লকার বায়ু বলিয়া কথিত হয়। তালে ঐ সকল দেবতারা অবস্থান করে॥২৯৬২

হস্তের অঙ্গুলি প্রসরন—আকুঞ্চন ইত্যাদি যে কার্য্য, তাহার দ্বারা কালের পরিমান হয় বলিয়া উহা তাল বলিয়া কথিত হয়। ২৯৬৩

ঝঙ্কারঃ প্রতিমঠশ্চ তথা তালস্তৃতীয়কঃ।
তস্মাদুপরি বিজ্ঞেয় পার্বতীলোচনস্তথা ॥২৯৭৫
ততঃ সারঙ্গতালঃ স্যাত্ততঃ শ্রীনন্দিবর্দ্ধনঃ
লীলাবিলোকিতশ্চান্যো, ললিতাপ্রিয় এব ব ॥২৯৭৬
জনকশ্চৈব, লক্ষ্মীশো, রাগবর্দ্ধনসংজ্ঞকঃ।
উৎসবশ্চেতি তালানামেকেনৈবাধিকং শতম্ ॥

২৯৭৭

দামোদরাদিবেত্তেষাং কেষুচিদ্দৃশ্যতেহন্যথা।
ঋষীণাং মতবাহুল্যা বিকল্পে তেষু কা ক্ষতিঃ ॥২৯৭৮

এ সকল তালের লক্ষণোদাহরন।
অখিল প্রচার সুখে সঙ্গীতজ্ঞগন ॥২৯৭৯
তালাঙ্গ পঞ্চধা - অনুদ্রুতাদিক কয়।
আর লঘুমাত্রাদি নিয়ম নিরূপয় ॥২৯৮০

তথাহি -

অনুদ্রুতো দ্রুতশ্চৈব লঘুর্গুরুস্ততঃ পরম্।
প্লুতশ্চৈব ক্রমেণৈবং তালাঙ্গানি তু পঞ্চধা ॥
অনু তং বিনান্যেষাং সংজ্ঞা দ-ল-গ-পাত্মিকাঃ ॥

২৯৮১

লঘুরেকমাত্রশ্চ গুরু দ্বিমাত্রঃ
প্লুতস্ত্রিমাত্রো দ্রুতোঽর্দ্ধমাত্রম্।
অনুদ্রুতস্তু দ্রুতকার্দ্ধমাত্রং
বিরাম ইত্যস্য ভবেচ্চ নাম ॥২৯৮২

অনুদ্রুত-দ্রুত গুরু-প্লুতা ইত্যাকারাঃ
এষামাকারো যথাঃ— লঘু (।), গু (৬), প্লুত(।।।)
এষাং সাবধিকঘাতস্থানমাহ—
দ্রুত—হস্তাঘাত উচ্চাঙ্গুলিচতুষ্টয়।
ল-গ-প —অষ্ট ষোল চতুর্বিংশতি এ হয় ॥২৯৮৪

তথাহি—

দ্রুতাশ্রয়স্তু কথিতং চতুরঙ্গুলমুচ্ছ্রিতম্।
(উচ্ছ্রিতমুচ্চমিত্যর্থঃ)

লঘুরষ্টাঙ্গুলঃ প্রোক্তো গুরুঃ স্যাৎ ষোড়শাঙ্গুলঃ।
প্লুতস্ত্রাষ্টাঙ্গুলশ্চ নুদ্রুতঃ কিঞ্চিৎকর ক্রিয়া ॥২৯৮৫

চচ্চৎপুট, চাচপুটাদি প্রধান তালের একাধিক শত তাল সর্ব্বত্র প্রমান যথা—চচ্চৎপুট চাচপুট, ষটপিতা, পুত্রক, সম্পক্কেষ্টক উদঘট্ট, আদি তাল, দর্পন, চর্চ্চরী, সিংহলীল, কন্দর্প, সিংহ, বিক্রম, শ্রীরঙ্গ রঙ্গ লীল, রঙ্গতাল পরিক্রম, প্রত্যঙ্গ, গজলীল ত্রিভিন্ন, বীরবিক্রম হংসলীল, বর্ণলীল, রাজচূড়ামনি, রঙ্গদ্যোত, রাজতাল, সিংহ বিক্রীড়িত, বনমালী, বর্ণতাল, রঙ্গপ্রদীপ হংস নাদ, সিংহনাদ, মল্লিকামোদ, শরভলীল, রঙ্গাভরন তুরগলীল, সিংহনন্দন, জয়শ্রী, বিজয়ানন্দ, প্রতিতাল, দ্বিতীয়ক, মকরন্দ কীর্ত্তি তাল, বিজয়, জয়মঙ্গল, রাজবিদ্যাধর মঠ, জয়তাল কুডুক্কক, নিঃশারুক, ক্রীড়া, ত্রিভঙ্গি কোকিলপ্রিয়, শ্রীকান্ত বিন্দুমালী সম তাল নন্দন উদীক্ষন মল্লিকা ঢেঙ্কিকা বর্ণমাল্ঠিকা অভিনন্দ অন্তরক্রীড়া লঘুতাল দীপক অনঙ্গতাল বিষম নান্দীকুন্দ মুকুন্দ এক তালী কঙ্কাল চতুস্তাল শংখুড়ী অভঙ্গ রাজঝঙ্কার লঙ্গশেখর প্রতাপ শেখর জগঝম্প চতুর্মুখ ঝঙ্কার প্রতিমঠ তৃতীয়ক পার্ব্বতী লোচন সারঙ্গ নন্দিবর্দ্ধন লীলা বিলোকিত ললিতপ্রিয় জনক লক্ষ্মীশ রাগবর্দ্ধন এবং উৎসব সঙ্গীত দামোদরাদি কোন কোন গ্রন্থে অন্যরূপ নাম দৃষ্ট হয়। ঋষিগনের মত বাহুল্য তাহার বিকল্পে ক্ষতি কি ॥২৯৭৮

অনুদ্রুত দ্রুত, লঘু, প্লুত— ক্রমে তালের পঞ্চবিধ অঙ্গ রহিয়াছে। অনুদ্রুত ব্যতীত অন্যসকলের দ, ল, গ, ও প প্রভৃতি আদ্যাক্ষরযুক্ত সংজ্ঞা রহিয়াছে, তন্মধ্যে লঘু একমাত্রা, গুরু দ্বিমাত্রা, প্লুত তিনমাত্রা, দ্রুত অর্দ্ধমাত্রা অনুদ্রুত দ্রুতকের অর্দ্ধ মাত্রা। অনুদ্রুতকের অন্যনাম বিরাম। অণুদ্রুতাদির সঙ্কেত চিহ্ন যথা—লঘু(।), গুরু(৬) প্লুত(।।।) ॥২৯৮২

অথৈষাং ধারনপ্রকারমাহ—

সশব্দ নিঃশব্দ তাল—দ্বিবিধ ধরন।
গুরু-প্লুত-দ্বয়েতে নিঃশব্দ প্রয়োজন ॥২৯৮৬
তালৈক সশব্দ এক নিঃশব্দ গুরুতে।
প্লুতে—এক সশব্দ; দ্বয় নিঃশব্দ তাতে ॥২৯৮৭
নিঃশব্দরহিত তাল লঘু-দ্রুতদ্বয়।
উচ্চ হস্তাঘাতে তাল সশব্দ কহয় ॥২৯৮৮

তথাহি—

সশব্দং শব্দহীনঞ্চ তালস্য ধরনং দ্বিধা।
উচ্চৈর্ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেক এব লঘোঃ পরঃ ॥২৯৮৯
গুরুর্ঘাতদ্বয়ং প্রোক্তমেকো নাদঃ পরোহস্বনঃ।
সোহপার্দ্ধং যাতি চ লঘোর্দ্ধঃনাদাদ্‌দ্রুত ইতি ॥২৯৯০
প্লুতে ঘাতঃ সশব্দঃ স্যাদেকো ঘাতদ্বয়ং ততঃ।
তন্নিঃশব্দমেক ঊর্দ্ধং প্রপতেদপরস্ত্বধঃ ॥২৯৯১
তালের প্রভেদ যত তার নাই অন্ত।
শ্রীরাসমণ্ডলে সবে হৈলা মূর্ত্তিমন্ত ॥২৯৯২
কৃষ্ণ হস্তদ্বয়যোগে মধুর ভঙ্গিতে।
ঐছে তাল ধরে তার উপমা কি দিতে ॥২৯৯৩
শ্রীরাধিকা অদ্ভুত ভঙ্গিমা প্রকাশিয়া।
হস্তে হস্ত সংযোজয়ে ঈষৎ হাসিয়া ২৯৯৪
হস্তাঘাত- বলয়াদিধ্বনি-সম্মিলনে।
যে অপূর্ব হয় তাহা বর্নিব কুন(কোন) জনে।
২৯৯৫
নানা ভাতি হস্তাঘাত নানা তাল গীতে।
লক্ষ্মী-আদি বিস্ময়—সে উপমা কি দিতে ॥২৯৯৬
রাধিকার গন যত—সবে চমৎকার।
কেন কুন(কোন) তালে গীতে করয়ে প্রচার।
ছায়ালগে গীত যে দুষ্কর অতিশয়।
ললিতা সুন্দরী তাহা সুখে প্রকাশয় ॥২৯৯৮
পরম কৌতুকী কৃষ্ণ ললিতাদি প্রতি।
ক্ষুদ্র গীত গাইতে দিলেন অনুমতি ॥২৯৯৯

অথক্ষুদ্রগীতমাহ—

তাল-ধাতুযুক্ত বাক্যমাত্র—ক্ষুদ্র গীত।
ধাতু পূর্ব উক্ত; উদ্‌গ্রাহাদি যথোচিত ॥৩০০০

তথাহি

তালধাতুযুতং বাক্যমাত্রং ক্ষুদ্রমিতীর্য্যতে ॥৩০০১
শুদ্ধ সালগের প্রায় ক্ষুদ্র- গীত হয়।
অন্ত্যানুপ্রাস-প্রশস্ত শাস্ত্রেতে কহয় ॥৩০০২
ক্ষুদ্র-গীতভেদ চারি (১) চিত্রপদা আর।
(২) চিত্রকলা (৩) ধ্রুবপদা (৪) পঞ্চালী প্রচার।
৩০০৩

উচ্চ চারি অঙ্গুলিকে দ্রুত বলে। অষ্টাঙ্গুলকে লঘু, ষোল অঙ্গুলিকে গুরু চব্বিশ অঙ্গুলিকে প্লুত বলা হয়। কিঙ্কিং কর্ হস্ত লনে অনুদ্রুত হয় ॥২৯৮৫

সশব্দ শব্দহীন তালের দুইপ্রকার ধরন। উচ্চ আঘাতকে সশব্দ বলে। লঘু নামক তালাঙ্গকে নিঃশব্দ বলে। গুরু তালের আঘাত দুইটি কথিত। একটি সশব্দ অন্যটি নিঃশব্দ। লঘুর সেই নিঃশব্দটি অর্দ্ধ, অর্দ্ধনাদ হেতু দ্রুত বলে। প্লুতের ঘাতকে সশব্দ বলে, তারপর দুই ঘাতকে নিঃশব্দ বলে। তাহার একটি উর্দ্ধে ও অপরটি অধোভাগে পতিত হয়।
২৯৮৯-২৯৯১

তাল ধাতু যুক্ত বাক্যমাত্রকে ক্ষুদ্র বলিয়া কথিত ॥৩০০১

সেই ক্ষুদ্র গীত চারিপ্রকার হইয়া থাকে। তাহাদের প্রভেদে চিত্রপ্রদা অগ্রে তৎপরে চিত্রকলা, ধ্রুবপদা ও পঞ্চালী ক্রমে হইয়া থাকে ॥৩০০৪

তথাহি—

তচ্চতুর্দ্বিধমেব স্যাত্তত্র চিত্রপদাগ্রিমা ।
চিত্রকলা ধ্রুবপদা পঞ্চালীতি প্রভেদতঃ ॥৩০০৪

এ সকল গীতের লক্ষন সুবিস্তার ।
পদ বৈচিত্রী.ত চিত্রকলাখ্য প্রচার ॥৩০০৫

তথাহি—

কেবলং পদমাত্রেন বৈচিত্র্যং যত্র দৃশ্যতে ।
ন ধাত্বাদৌ বিচিত্রত্বং জ্ঞেয়া চিত্রপদেতি সা ॥
৩০০৬

(পদবৈচিত্র্যন্তু অকঠোরানুপ্রাসপ্রসাদাদি-গুন-যুক্তত্বম্) ইতি চিত্রপদা ॥

অথ চিত্রকলা —

চিত্রকলা ধ্রুবে মাত্রা ন্যূন অন্য সম ।
পাদত্রয়-অষ্টাবধি এ গীত-নিয়ম ॥৩০০৭

তথাহি—

উদগ্রাহাভোগয়োর্মাত্রা সমা ন্যূনা ধ্রুবে যদি ।
ত্র্যাদ্যষ্টাবধিপাদাঢ্যা জ্ঞেয়া চিত্রকলা হিসা ॥
৩০০৮

ধ্রুবপদাদি-লক্ষন সর্ব্বত্র বিদিত ।
ভাষা সংস্কৃতে গায় নানাবিধ গীত ॥৩০০৯

গীত সংস্কৃত-ভাষাদি প্রসিদ্ধ হয় ।
দিব্যাদি-প্রকারে সঙ্গীতজ্ঞ নিরূপয় ॥৩০১০

তদুক্তম্

দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈব গীতং গীতং স্যাদ্দিব্যমানুষম্
দিব্যং সংস্কৃতসম্পন্নং মানুষং প্রাকৃতোত্থিতম্ ॥
৩০১১

সংস্কৃত-প্রাকৃতোত্থঞ্চ দিব্যমানুষমুচ্যতে ।
কেচিদ্দেশবিশেষোত্থভাষয়া মানুষং বিদুঃ ॥৩০১২

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যা দেশভাষাদিহেতবঃ ।
যেষু যেষু চ দেশেষু যা ভাষাশ্চৈকবল্লভাঃ ।
তাস্তু তত্তজ্জনালাপাদাহৃত্য প্রতিযোজয়েৎ ॥৩০১৩

প্রচলিতাঃ ভবন্তি) তত্তজ্জনালাপাৎ(তত্তদ্দেশবাসি-জনৈরালাপক্রমেন) তাঃ(ভাষাঃ) আহৃত্য(আত্মা গীতেষু) প্রতিযোজয়েৎ ॥

কেহ গীত রচনাদি বিশেষ নিরূপয় ।
সম অর্দ্ধসম, বিষমাখ্যা ভেদত্রয় ॥৩০১৪

তথাহি কোহলীয়ে

সমমর্দ্ধসমঞ্চেতি বিষমং গীতকং ত্রিধা ।
পাদৈঃ সমানমাত্রৈস্তু চতুর্ভি সমমুচ্যতে ॥৩০১৫

যত্র গীতে কেবল পদমাত্রের বৈচিত্র্য দেখা যায় । ধাতু প্রভৃতির বিচিত্রতা নাই; তাহাকে চিত্রপদা বলিয়া জানিবে ॥ এ স্থানে পদ বৈচিত্র্যে কোমল অনুপ্রাস ও প্রসাদাদি গুন যুক্ত জানিবে ॥ ইতি চিত্রপদা) ॥৩০০৬

যদি উদগ্রাহ ও আভোগে মাত্রা সমান, ধ্রুবপদে ন্যূন হয়, এবং তিন হইতে আট পর্য্যন্ত পদ যুক্ত হয়। তাহাকে চিত্রকলা বলিয়া জানিবে ॥৩০০৮

গীত দিব্য, মানুষ তিন প্রকার । সংস্কৃত ভাষা গীত দিব্য, প্রাকৃত ভাষায় রচিত গীতকে মানুষ,সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মিশ্রনে রচিত দিব্য মানুষ বলে । কেহ কেহ দেশ বিশেষে উদ্ভূত ভাষাজাত গীতকে মানুষ বলিয়া থাকে । অঙ্গ,বঙ্গ কলিঙ্গাদি দেশ, দেশী

তৃতীয়প্রথমৌ পাদৌ সমৌ তু দ্বি-চতুর্থকৌ।
জায়েতে যস্য গীতস্য তদৰ্দ্ধসমমীরিতম ॥৩০১৬
চত্বারোঽপি পৃথক্ পাদা যস্য মাত্রানুসংখ্যয়া।
তদ্ গীতং বিষমং প্রাহুর্ম্মুনয়ো ভরতাদয়ঃ ॥৩০১৭
গীতে যে বিশেষ আর অন্যে কি জানয়।
শ্রীরাসবিলাসে কৃষ্ণ সব প্রকাশয় ॥৩০১৮
সখীগন গানে কৃষ্ণ উল্লসিত মনে।
কত প্রশংসিয়া আলিঙ্গয়ে সখীগনে ॥৩০১৯
সখী-আলিঙ্গনে রাধিকার মহাসুখ।
আনে কি জানিবে—গীতে বাঢ়ে যে কৌতুক ॥ ৩০২০
কহিতে কি—গীত-গুন বহুবিধ হয়।
যে সকল শ্রীরাসমণ্ডলে বিলসয় ॥৩০২১

অথ গীতগুনাঃ—
গীত-গুন গীতজ্ঞ এ করিলা প্রচার।
গ্রহ, লয়, যতি মান বিচিত্র প্রকার ॥৩০২২
ধাতু-পুনরুক্ততাত্র এ নবনবত্ব।
মাতুবাক্যে নৈকার্থতা, রাগ—সুরমাত্রা ॥৩০২৩
গমক, অর্থ নৈর্ম্মল্য, তেন্না পাঠ স্বর।
বিবিধ প্রকারে সংযোজন মনোহর ॥৩০২৪
গীত গুন জান এই গ্রহাদিক নয়।
ইথে আর বিবিধ প্রকার ভেদ হয় ॥৩০২৫

তথাহি—
গীতস্যাথ গুণাগ্রহো লয়যতী মানস্য বৈচিত্রকং
স্যাদ্ধাতোঃ পুনরুক্ততা নবনবত্বং চেতি নৈকার্থতা।
মাতো রাগসুরম্যতাথ গমকশ্চার্থস্য নৈর্ম্মল্যকং
তেন্নানাং স্বরপাঠয়োশ্চ বিবিধাকারেন সংযোজনম্।

কিঞ্চ
এষু সর্ব্বেষপি গুনেষাবশ্যকতমস্ত্বিদম্।
গুনালঙ্কাররসবদ্বাক্যস্য গ্রহণন্তু যৎ ॥৩০২৭
গ্রহাদি-যতেক গুন কৈল নিরূপন।
ইহা নানা প্রকারে বিস্তারে বিজ্ঞগন ॥৩০২৮

তত্র গ্রহমাত্র
গ্রহ—অনাগত, সম অতীত—এ ত্রয়।
অনাগত গ্রহাদি—এ সংজ্ঞা তিন হয় ॥৩০২৯

তথাহি—
তালো গীতগতেঃ সাম্যকারী তস্য গ্রহাস্ত্রয়ঃ।
অনাগত সমাতীত সংজ্ঞাঃ সর্বত্র তে মতাঃ ॥৩০৩০

ভাষার উৎপত্তি স্থান। যে যে দেশে যে ভাষা একান্ত প্রিয়, সেই সেই দেশবাসীগনের আলাপ হইতে অংগ্রহ করিয়া গীত সংযোজন করিবে ॥৩০১১-৩০১৭

কোহলীতে বর্নিত রহিয়াছে—গীত ত্রিবিধ—সম, অৰ্দ্ধসম ও বিষম। সমান মাত্রায় চারি চরনে "সম" কথিত হয়। যে গীত প্রথম ও তৃতীয় এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরনে সমান তাহাকে অৰ্দ্ধসম কহে। যাহার চারিচরনই মাত্রানুসংখ্যায় পৃথক সেই গীতকে ভরতাদি মুনিগন বিষম বলিয়া থাকেন ৩০১৫-৩০১৭

অনন্তর গীতের গুন যথা—গ্রহ, লয়, যতি বিচিত্র মান, ধাতুর পুনরুক্তি নবনবতা মাতুর অনেকার্থতা রাগের সুরমাত্রা গমক অর্থের বিশুদ্ধতা, তেন্না পাঠ ও স্বরের বিবিধ প্রকার সংযোজন ॥৩০২৬

এই সকল গুনের মধ্যে গুন-অলঙ্কার রসযুক্ত বাক্যের সমাবেশ সম্পাদন সর্ব্বাপেক্ষা আবশ্যক ॥৩০২৭

অনাগতমাহ—
গীতারম্ভপূর্বে তাল গ্রহন হইলে।
অনাগত গ্রহ সংজ্ঞা কহয়ে সকলে ॥৩০৩১

তথাহি
গীতারম্ভাদ্‌ যদা পূর্বং সমুচ্চার্য্যাক্ষরদ্বয়ম্।
তালস্য স্থাপনমুক্তস্তদৈবানাগতগ্রহঃ ॥৩০৩২
অত্র গীতাদৌ যমক্ষরমধিকঃ গৃহ্যতে তদনাগতং
তালাভ্যন্তরে কদাপি ন প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ ॥৩০৩৩

সমমাহ—
সমকালোদ্ভবতাল গীত যদি হয়।
তবে তার সমগ্রহ -সংজ্ঞা বিজ্ঞ কয় ॥৩০৩৪

তথাহি—
গীতোচ্চারনমাত্রেন যদা তালস্য সঙ্গতিঃ।
তদা সমগ্রহঃ প্রোক্তঃ সমকালসমুদ্ভবাৎ ॥৩০৩৫

অতীতমাহ—
ঐছে অতীত গ্রহ প্রকার বহু ইথে।
সঙ্গীতজ্ঞগণ প্রকাশিল নানা মতে ৩০৩৬

তথাহি কলা যা তু পতিষ্যন্তি পশ্চাৎ তাং প্রথমে যদি
বিন্যস্য গৃহ্যতে তালস্তদা তালগ্রহঃ স্মৃতঃ ॥৩০৩৭

অথ লয়ঃ
লয় গ্রহাদিক ক্রিয়া সমতা সুরীতে॥
দ্রুত বিলম্বিত মধ্য —ভেদত্রয় ইথে ॥৩০৩৮

তথাহি
গীতবাদ্যপদন্যাসক্রিয়ানাং সমতা মিথঃ।
তথা ক্রিয়াতালয়োর্বা লয় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
ইতি বাচস্পতিঃ ॥৩০৩৯

হরিনায়কস্তু—
ক্রিয়ান্তরেন বিশ্রান্তিলয় ইত্যভিধীয়তেঃ।
স ত্রিধা কথিতঃ প্রাজ্ঞৈর্দ্রুতো মধ্যো বিলম্বিত॥
একমাত্রো দ্রুতো মধ্যো বিশ্রান্তির্দ্বিগুনাদ্‌দ্রুতাৎ॥
বিলম্বিতস্তু দ্বিগুনঃ সর্বেহমী অর্বতালগাঃ ॥৩০৪১
কেহ তাল নিরূপন করয়ে ইহাতে।
লয়—গানবিশেষরূপত্ব সর্বমতে ॥৩০৪২

তান গান বিস্তারের সামাকারীর তিনটি গ্রহ। তাহারা সর্বত্র অনাগত-সমাতীত সংজ্ঞা ॥৩০৩০
গীত আরম্ভের পূর্বে যখন অক্ষর দ্বয় উচ্চারন করিয়া তালের স্থাপন হয়; তখনই অনাগত গ্রহ উক্ত হয় ॥৩০৩২
এখানে গীতের আদিতে যে অক্ষর অধিক উচ্চারিত হয়; তাহা অনাগত। তাহা কদাপি তালের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয় না। ৩০৩৩
গীতের উচ্চারন মাত্রেই যখন তালের সঙ্গতি ঘটে; তখন সমকালে উদয় হেতু সমগ্রহ কথিত হয় ॥৩০৩৫
পশ্চাতে তালের যে অংশ পড়িবে; তাহা যদি পূর্ব্বে স্থাপন করিয়া তাল গৃহীত হয়, তখন তালগ্রহ বলিয়া কথিত হয় ॥৩০৩৭
বাচস্পতি বলিয়াছেন—গীত-বাদ্যের পদ বিন্যাসে কাব্যের তথা ক্রিয়া—তালের-পরস্পর সমতাকে লয় বলিয়া পণ্ডিত গন বলিয়া থাকেন ॥৩০৩৯
হরিনায়ক বলেন—গান ক্রিয়ার মধ্যে বিশ্রামকে লয় বলিয়া কথিত হয়। দ্রুত—মধ্য ও বিলম্বিত ভেদে উহা তিন প্রকার প্রাজ্ঞ গন বলিয়া থাকেন। একমাত্রা ও দ্রুতলয়ের বিশ্রান্তির দ্বিগুন মধ্যলয়, দ্রুতের দ্বিগুনে বিলম্বিত লয়॥ এই সকল লয় সর্ব তালেতে গৃহীত হয় ॥৩০৪০-৩০৪১

যতিমাহ—লয়প্রবর্ত্তনের নিয়ম যতি হয়।
স্রোতাবহা, সমা, গোপুচ্ছিকা—ভেদত্রয় ॥৩০৪৩
বিশ্রাম বিশেষ এ তিনেতে নিরূপন।
ইথে নানা প্রকার বিস্তারে বিজ্ঞগন ॥৩০৪৪

তথাহি—
লয়প্রবর্ত্তনস্যৈব নিয়মো হি যতির্ভাবেৎ।
স্রোতোবহা সমা গোপুচ্ছিকেতি ত্রিবিধৈব সা ॥ ৩০৪৫

স্রোতোবহা, সমা গোপুচ্ছিকা যতিত্রয়।
লক্ষন সুগম জান—শাস্ত্রে বিস্তারয় ॥৩০৪৬

মানমাহ—
বিশ্রান্তকারিনী তালক্রিয়া মান কয়।
এ আবর্ত্ত বর্দ্ধমান—সংজ্ঞা এক হয় ॥৩০৪৭
দ্বিতীয় আবর্ত্ত হীয়মানাখ্যা নির্দ্ধার।
এ দ্বয়-লক্ষন জান সুগম প্রকার ॥৩০৪৮

তথাহি
বিশ্রান্তকারিনী তালক্রিয়া মানমিহোচ্যতে।
তালবিশ্রামকারিত্বান্মাণং তালসমাপ্তিকৃৎ ।৩০৪৯
তচ্ছেদ্ধ্রুবে দ্বিতীয়ায়াং কলায়াং নিপতেত্তদা
আবর্ত্তো বর্দ্ধমানাখ্যস্তালো তালজ্ঞসম্মতঃ ॥৩০৫০
মানং ধ্রুবে ত্বন্তিমায়াং কলায়াং নিপতেদ্‌ যদা।
আবর্ত্তো হীয়মানাখ্যস্তদা প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥ ৩০৫১

অথ ধাতোঃ পুনরুক্ততা
ধাতু পুনরুক্ততা-প্রকার কহে ভবা।
গীত-অবয়ব পুনঃ পুনঃ গান নব্য ॥৩০৫২
মাতোর্বাক্যভঙ্গিতে নৈকার্থতা
মাতুবাক্য-নৈকার্থতা ঐছে নিরূপয়।
একার্থবাক্যভঙ্গিতে প্রয়োগ না হয় ।৩০৫৩
ধাতু-মাতু লক্ষন পূর্বেই জানাইল।
সুগম প্রকর তেঞি বিস্তার নহিল ॥৩০৫৪
রাগসুরম্যতামাহ
রাগসুরম্যতা ব্যক্ত বহু দুঃখ নাশে।
কর্ণপ্রিয় আদি গুণ রাগজ্ঞ প্রকাশে ॥৩০৫৫

তথাহি—
কর্ণপ্রিয়ং যতিস্থং স্যাদ্ভঙ্গ্যযুক্তং সুখাবহম্।
মন্দ্রমধ্যমতারাঢ্যং রাগরম্যত্বমীহিতম্ ॥৩০৫৬

গমকমাহ—
স্বরের কম্পন গমক স্বরূপ হয়।
শ্রোতাগন-চিত্তে অতি সুখ উপজয় ॥
গমকের ভেদ পঞ্চদশ পরকার।
তিরিপাদি ক্রমে সব লক্ষন প্রচার ।৩০৫৮

তথাহি—
স্বরস্য কম্পো গমকঃ শ্রোতৃচিত্তসুখাবহঃ
তস্য প্রভেদ স্তিরিপঃ স্ফুরিতঃ কম্পিতস্তথা ॥৩০৫৯
লীন-আন্দোলিত-বলি ত্রিভিন্ন-কুরুলাহতাঃ।
উল্লাসিতঃ প্লাবিতশ্চ হুঙ্কৃতো মুদ্রিতস্তথা।

লয় প্রবর্ত্তনের নিয়মই যতি। স্রোতোবহা, সমা, গোপুচ্ছিকা—এই তিনপ্রকার যতি ।।৩০৪৫

সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশ্রান্তকারিনী তাল ক্রিয়াকে মান বলে। তালের বিশ্রামকারী বলিয়া মান তালের সমাপ্তিকারক। যখন ধ্রুবপদে দ্বিতীয় কলায় পড়ে; তখন সেই তালের তালজ্ঞ সম্মত বর্দ্ধমান আবর্ত্ত সংজ্ঞা হয়। যখন মান ধ্রুবপদে অন্তিম কলায় পতিত হয় তখন মনীষিগন তাহাকে হীয়মান আবর্ত্ত বলিয়া থাকে ।।৩০৪৯-৩০৫১

কর্ণপ্রিয় যতিস্থ, ভঙ্গযুক্ত, সুখাবহ, মন্দ্র-মধ্যম-তারাঢ্য—ইহা রাগরম্যত্ব বলিয়া অভিহিত ।৩০৫৬

নামিতো মিশ্রিতঃ পঞ্চদশেতি পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৩০৬০

এবাং লক্ষনমাহ—

লঘিষ্ঠ-ডমরুধ্বনিকম্পানুকৃতি-সুন্দরঃ।
দ্রুততুর্য্যাংশবেগেন তিরিপঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩০৬১

বেগে দ্রুততৃতীয়াংশনির্মিতে স্ফুরিতো মতঃ।
দ্রুতার্দ্ধমানগানেন কম্পিতং গমকং বিদুঃ ॥৩০৬২

লীনস্তু দ্রুতবেগেনান্দোলিতো লঘুবেগতঃ।
বলির্বিবিধবক্রত্বযুক্তো রাগবশাদ্ভবেৎ ॥
ত্রিভিন্নস্তু ত্রিষু স্থানেম্ববিশ্রান্ত ঘনস্বরঃ।
কুরুলো বলিরেব স্যাৎ গ্রন্থিলঃ কণ্ঠকোমলঃ ॥৩০৬৪
স্বরমগ্রিমমাহত্য নিবৃত্তস্ত্বাহতো মতঃ।
উল্লাসিতঃ স তু প্রোক্তো যঃ স্বরানুত্তারাত্তবান্ ॥ ৩০৬৫

ক্রমাদ্‌গচ্ছেৎ প্লাবিতস্তু প্লুতগানেন কম্পনম্।
হৃদয়ঙ্গমহুঙ্কারগর্ভিতো হুঙ্কৃতো মতঃ ॥৩০৬৬
মুখমুদ্রনসম্ভূতো মুদ্রিতো গমকো ভবেৎ।
স্বরাণাং নমনানুক্তো নামিতো ধ্বনিবেদিভিঃ ॥ ২০৬৭

এতেষাং মিলনান্মিশ্রস্তস্য স্যুঃ ভূয়সো ভিদাঃ।
নোক্তাঃ প্রয়োগানর্হত্বাদজ্ঞেয়ত্বাচ্চ তে ময়া ॥৩০৬৮

এতদভাসপ্রকারস্তু—

মাঘপৌষনিশায়াস্তু শেষপ্রহরমাত্রকে।
সাধকঃ সলিলে স্থিত্বা গমকান্ সাধয়েদিমান্ ॥৩০৬৯

অথার্থ নৈর্ম্মল্যং—

উচ্চারনে বাক্যের সকল বোধ হয়।
অদোষ রসযুক্তার্থ নৈর্মল্য কহয় ॥৩০৭০

তথাহি—

উচারনেন বাক্যস্য সম্যগর্থাববোধনম্।
সুখত্তাদোষরসযুগর্থ নৈর্মল্যমেব তৎ ॥৩০৭১

স্তেনপাঠস্বরানাঞ্চ বৈচিত্র্যেন নিবেশনম্।
পাঠস্বরাস্তু স্তেনস্য প্রয়োগো নাদিতঃ ক্বচিৎ ॥

গুনাদির অভাবে যে দোষ হয় গীতে।
তাহা কিছু জানো—এ বিস্তারে গীতজ্ঞেতে ॥ ৩০৭৩

তালহীনে রোগ ধাতুহীনে ধনক্ষয়।
ধাতু-মাতু-পদ বিনা গীতে রিপু হয় ।৩০৭৪

শ্রোতৃবৃন্দের চিত্ত সুখপ্রদ স্বরের কম্পনই গমক, তাহার পঞ্চদশ প্রকারভেদ যথা—তিরিপ, স্ফুরিত, কম্পিত, লীন, আন্দোলিত বলি, ত্রিভিন্ন কুরুল, আহত, প্লাবিত হুঙ্কৃত, মুদ্রিত নামিত, মিশ্রিত ॥৩০৫৯-৩০৬৪

লঘুতর ডমরুধ্বনির কম্পনের অনুকরনে সুন্দর এবং দ্রুতের চতুর্থাংশ বেগে তিরীপ পরিকীর্ত্তিত হয়। দ্রুতের তৃতীয়াংশ বেগে স্ফুরিত হয়। দ্রুতের অর্দ্ধগানের গান কম্পিত গমক কথিত হয়। দ্রুতবেগের লীন, লঘু বেগে আন্দোলিত, রাগবশে বিবিধ বক্রতা যুক্ত বলা হয়। তিনটি ভিন্ন স্থানে অবিশ্রান্ত ঘন স্বরে ত্রিভিন্ন, গ্রন্থযুক্ত কোমল কণ্ঠে বলি কুরুল হয়। পূর্বস্বর আঘাত করিয়া নিবৃত্ত হইলে আহত হয়। প্লাবিত উত্তরোত্তর স্বর ক্রমে গমন করে তাহা উল্লাসিত কথিত। প্লুতগানের কম্পনে হৃদয়ঙ্গম হুঙ্কার পূর্ণকে হুঙ্কৃত, মুখমুদ্রন সম্ভূত মুদ্রিত হইয়া থাকে। স্বরের হ্রস্বীকরনে ধ্বনিকে নামিত বলে। ইহাদের মিলনে মিশ্র তাহার অনেক ভেদ রহিয়াছে। তাহাদের প্রয়োগে অযোগ্যতা অজ্ঞেয়তাবশতঃ এস্থানে উক্ত হইল না ॥৩০৬১-৩০৬৮
মাঘ ও পৌষ মাসের রাত্রির শেষ প্রহর মাত্র অবশিষ্ট থাকিতে সাধক এইসকল গমকের সাধন করিবে ॥৩০৬৯

তথাহি—
তালহীনে কায়রোগো ধাতুহীনে ধনক্ষয়ঃ
ধাতুমাতুপদং যত্র নাস্তি তদ্গীতকং রিপুঃ ॥৩০৭৫
অথ গীতদোষমাহ—
গীতে দোষ অনেক প্রকার কেহ কয়।
কেহ অল্পে বাণীস্খলনাদি নিরূপয় ॥৩০৭৬
তথাহি
গীতেষু দোষাঃ স্খলনাদিবাণ্যা-
স্তালাদ্যভাবেন নিবন্ধনঞ্চ।
স্থূর্ধাতুমাত্বদিহৃতিঃ কটুক্তি
রসাদিহানিঃ শ্রবণাপ্রিয়ত্বম্ ॥৩০৭৭
ইত্যাদিদোষা গীতেষু বহবো যদি সন্ত্যপি।
নোক্তাস্তে চেদ্গ্রহস্তেষাং গানে তত্তদ্বিলোক্যতাম্ ॥
গীত গায় যে জন গায়ক কহি তারে
গায়ক-লক্ষণ ব্যক্ত বিবিধ প্রকারে ॥৩০৭৯
গায়কলক্ষণমাহ—
গায়ক ত্রিবিধ—উত্তম, মধ্যম, অধম।
এ তিন-লক্ষণ শাস্ত্রে কহয়ে সুগম ॥৩০৮০

তথাহি
গায়কস্তু ত্রিধা প্রোক্ত উত্তমো মধ্যমোঽধমঃ।
মৃষ্টধ্বনিঃ সুশারীরো নানারাগপ্রভেদবিৎ ॥৩০৮১
গ্রহমানলয়োপেতস্তালজ্ঞো বিজিতশ্রমঃ।
ত্রিস্থানস্পর্শগমকেষনায়াসলসদগতিঃ ৩০৮২
প্রবন্ধগানকুশলঃ সাবধান ক্রিয়াপরঃ।
আয়ত্তকণ্ঠঃ স্থায়িজ্ঞো নির্দোষো ধারনান্বিতঃ ॥৩০৮৩
উত্তমো মধ্যমঃ প্রোক্তো গুণৈঃ কতিপয়ৈর্যুতঃ।
গুনযুক্তোঽপি দোষাঢ্যো যস্তু সোঽধম উচ্যতে॥ ৩০৮৪
শিক্ষাকারাদিক আর পঞ্চ পরকার।
শিক্ষায় নিপুন শিক্ষাকারাদি প্রচার ॥৩০৮৫
তথাহি—
শিক্ষাকারোঽনুকারশ্চ রসিকো রঞ্জকস্তথা।
ভাবকশ্চেতি গীতজ্ঞাঃ পঞ্চধা গায়নং জগুঃ ॥৩০৮৬
অন্যূনশিক্ষনে দক্ষঃ শিক্ষাকারো মতঃ সতাম্।
অনুকার ইতি প্রোক্তঃ পরভঙ্গ্যনুকারকঃ ॥৩০৮৭
রসাবিষ্টস্তু রসিকো রঞ্জকঃ শ্রোতৃরঞ্জকঃ।
গীতস্যাতিশয়াধানাদ্ভাবকঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৩০৮৮

বাক্যের উচ্চারণে স্থতা অদোষ রস যুক্ত সম্যক অর্থবোধ হইলে তাহাকে অর্থ, নৈর্মল্য বলে। তাহাতে তেন-পাঠ স্বরের বৈচিত্র্যে সংস্থাপন কর্তব্য। পাঠ ও স্বরের পর তেনের প্রয়োগ কর্তব্য। কদাপি পূর্বে নহে ॥৩০৭১-৩০৭২

তালহীনে কায়রোগ এবং ধাতুহীনে ধনক্ষয়। যে গানে ধাতু-মাতু পদ নাই; সেই গীতকে রিপু বলা হয় ॥৩০৭৫

বাক্যের স্খলন; তাল রহিত রচনা, ধাতু মাতু প্রভৃতির হীনতা কটুক্তি, রসাদিহানি, শ্রবনের কর্কশতা প্রভৃতি গীতের দোষ। যদ্যপি গীতের পূর্বোক্ত দোষ আছে, তথাপি তাদের বিশেষ উল্লেই হয় না গানে যদি তাহাদের প্রকাশ হয় সেই স্থলে তাহা লক্ষ্য করিবে ॥৩০৭৭

গায়ক উত্তম, মধ্যম, অধম, এই প্রকার কথিত হয় ॥ শোঠিত স্বর; সুন্দর শরীর, নানারাগপ্রভেদবিৎ, গ্রহমান-লয়ে অভিজ্ঞ তালজ্ঞ ক্লান্তিরহিত, ত্রিভিন্নাদি গমকে সহজ ও সাবলীল গতি বিশিষ্ট; প্রবন্ধগান নিপুন, প্রগাদ বহিত গানক্রিয়া, আয়ত্তকণ্ঠ স্থায়িজ্ঞ, নির্দোষ, মেধাবী—সেই উত্তম। ইহার মধ্যে কতিপয় গুনান্বিত মধ্যম কথিত, গুনযুক্ত হইলে ও বহু দোষযুক্ত গায়ক অধম বলিয়া কথিত ॥৩০৮১

গায়ক ত্রিবিধ আর—কহে বিজ্ঞগন ।
এক, দ্বয়, বহুত্ব—এ সুগম লক্ষন ॥৩৮৯

তথাহি—
একলো যমলো বৃন্দো গায়কশ্চেতি স ত্রিধা ।
এক এব তু যো গায়েদসাবেকলগায়নঃ ॥
স দ্বিতীয়স্তু যমলঃ স-বৃন্দোবৃন্দগায়নঃ ॥৩০৯০

গায়নদোষমাহ—

গায়কের দোষ হয় অনেক প্রকার ।
ভয়, অব্যক্তপদাদি শাস্ত্রে সুপ্রচার ॥৩০৯১

তথাহি—
ভীতোহব্যক্তপদঃ শিরোবিচলিতঃ ফুৎকারকো বিস্বরঃ
স্যাৎ সন্দষ্টরদো নিমীলনয়নো গ্রামাব্যবস্থস্তথা ।
গানে বক্রগলঃ স্বরাল্পরক্তলঃ স্যাদ্রাগসংমিশ্রকঃ
কম্পাঙ্গোহনবধানকো বিরসকৃৎ কাকস্বর সত্বরঃ ॥
(কাকস্বরঃ ক্রুররব ইত্যর্থঃ)

কিঞ্চ—
বিতালকো গীততনুপ্রসারকঃ
করালকশ্ছাগগলোহব্যবস্থিতঃ ।
উৎফুল্লগণ্ডস্ত্বনুনাসিকঃ স্যা-
দেবং হি দুষ্টঃ কিল গায়নঃ স্যাৎ ॥৩০৯৩

সন্ত্যন্যে বহবো দোষা নোক্তা বিস্তরশঙ্কয়া ।
গ্রন্থান্তরেভ্যস্তজ্জ্ঞেয়া অনুক্তা গানদোষকাঃ ॥ ৩০৯৪

রাগযকারাদি আর যতেক প্রকার ।
সঙ্গীতজ্ঞগন তাহা করিলা বিস্তার ॥৩০৯৫

অপ্রাকৃত এ গীতাদি নাহি দোষ-লেশ ।
প্রসঙ্গে কহিল কিছু করিতে উদ্দেশ ॥৩০৯৬

গুন-দোষ রহিত কৃষ্ণ পুরুষ উত্তম ।
যে করয়ে লীলা সেই সর্বমনোরম ॥৩০৯৭

অ লোক পুরুষ সেই, লোকতুল্য লীলা ।
দেখিয়া শুনিয়া গলে তৃন-কাষ্ঠ-শিলা ॥৩০৯৮

শিক্ষাকার, অনুকার, রসিক, রঞ্জক ও ভাবক—এই পঞ্চ প্রকার গায়ক সঙ্গীতজ্ঞগন বলিয়া থাকেন। সমগ্র শিক্ষনে দক্ষ,ব্যক্তি সর্বসম্মত-শিক্ষাকার, পরভঙ্গী অনুকরনকারী-অনুকার, বলিয়া কথিত। রসাবিষ্ট গায়ক—রসজ্ঞ, শ্রোতৃগনের আনন্দ বর্দ্ধন—রঞ্জক, গীতের অতিশয় আধান হেতু—ভাবক বলিয়া কথিত হয় ॥৩০৮৬-৩০৮৮

একল, যমল, বৃন্দ—গায়ক আবার তিনপ্রকার, যে একক গান করে সে একল, দ্বিতীয় ব্যাক্তি সহ গান করে সে যমল, বহুজনের সহিত গানকরে সে বৃন্দ গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥৩০৯০

ভীত, অস্পষ্টবাক্য, শিরোবিচলিত, ফুৎকারকারী, স্বর-বিকৃতি, দৃষ্টদন্ত মুদ্রিত নয়ন, সমারব্ধ গ্রামে অস্থিত, বক্রগল, স্বরের
ভীত, অস্পষ্টবাক্য, শিরোবিচলিত, ফুৎকারকারী, স্বর-বিকৃতি, দৃষ্টদন্ত, মুদ্রিত নয়ন; সমারব্ধ গ্রামে অস্থির, বক্রগল, স্বরের
দীর্ঘতা সংরক্ষনে অসমর্থ, রাগ সংমিশ্রক, কম্পাঙ্গ, অনামনস্ক, বৈরস্যোৎপাদন, কর্কশ স্বর ও দ্রুততা—এইরূপ গায়ক দোষযুক্ত হয় ॥৩০৯২

তালভঙ্গকারী, গীতদেহের দৈর্ঘ্যকারী, ভয়ঙ্করাকার, ছাগবৎ কণ্ঠধ্বনিযুক্ত, চঞ্চল, গণ্ড স্ফীতি বিশিষ্ট, অনুনাসিক গায়ক উক্ত প্রকার দোষযুক্ত হয়। আর ও বহুপ্রকার দোষ রহিয়াছে। বিস্তার আশঙ্কায় বলা হইল না, অতএব অনুক্ত গানের দোষ গ্রন্থান্তরে জানিতে পারিবে ॥৩০৯৩-৩০৯৪

যে সে কোনরূপে তাহা করয়ে বর্ণন।
দুঃসঙ্গ-বিমুক্ত হৈয়া পায় সে চরন ॥৩০৯৯
ওহে শ্রীনিবাস! কি কহিব রাস-রঙ্গে।
প্রকাশয়ে কৃষ্ণ সে-সকল প্রিয়াসঙ্গে ॥৩১০০
নাদ, শ্রুতি, স্বরাদি যতেক পরকার।
ভরতাদি মুনি ও না পায় অন্ত তার ॥৩১০১
ব্রহ্মাদির পরম বিস্ময় জন্মে যাতে।
হেন সে অদ্ভুত সব প্রকাশয়ে গীতে ॥৩১০২
সুসংস্কৃত নানা দেশ ভাষা গীতগন।
গায়েন সে সব রীতে করিয়া বর্ণন ॥৩১০৩
ক্ষনে একা গায়, ক্ষনে রাধিকা সহিত।
কে বর্ণিতে পারে সে দোঁহার গান-রীত ॥৩১০৪
ক্ষনে ললিতাদি সখীগনের সহিতে।
গায়েন রাধিকা-কৃষ্ণ অদ্ভুত ভঙ্গিতে ৩১০৪
সে সকল কণ্ঠধ্বনি অমৃতের সার।
তাহে নানা গমকের অদ্ভুত সঞ্চার ॥৩১০৬
শুনিতে সে গান কেহ স্থির হৈতে নারে।
উপমার স্থান নাই ভুবন-ভিতরে ॥৩১০৭
যৈছে গান তৈছে নানা বাদ্য মহাশ্চর্য।
বাদ্যধ্বনি জগত্রয়ের হরে ধৈর্য ॥৩১০৮

অথ বাদ্যমাহ—
বাদ্যে গীত-তাল-শোভা, বাদ্যচতুষ্টয়।
তত, আনদ্ধ শুষির, ঘনাখ্যা শাস্ত্রে কয় ৩১০৯
তত—বীনাদি, আনদ্ধ—মুরজাদি হন।
বংশ্যাদি—শুষির, কাংস্যতালাদিক—ঘন ॥৩১১০

তথাহি—
ন বাদ্যেন বিনা যস্মাদ্ গীতং তালশ্চ শোভতে।
তস্মান্মাঙ্গল্যমস্মাভির্বাদ্যমত্র নিগদ্যতে ॥৩১১১
ততানদ্ধশুষিরানি ঘনঞ্চেতি চতুর্বিধম্।
ততং বীনাদিকং বাদ্যবানদ্ধং মুরজাদিকম্।
বংশ্যাদিকন্তু শুষিরং কাংস্য-তাল দিকং ঘনম্।
৩১১২

শ্রীসঙ্গীতদামোদরে
ততং শুষিরমানদ্ধং ঝনধিথং চতুর্বিধম্।
ততং তন্ত্রীগতং বাদ্যং বংশাদ্যং শুষিরং তথ।
চর্মাবনদ্ধমানদ্ধং ঘনং তালাদিকং মতম্ ॥৩১১৩

নামমাত্র কিছু জানাইয়ে চতুষ্টয়।
সঙ্গীতজ্ঞ বাদ্যলক্ষনাদি প্রকাশয়॥ ১১৪

ততং যথা—
তত-বাদ্য—অলাবনী, ব্রহ্মবীনা আর।
কিন্নরী, লঘুকিন্নরী আদি এ প্রচার ॥৩১১৫

তথাহি শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—
অলাবনী ব্রহ্মবীনা কিন্নরী লঘুকিন্নরী।
বিপঞ্চী বল্লকী জ্যেষ্ঠা চিত্রা ঘোষবতী জয়া।
৩১১

যেহেতু গীত তাল বাদ্য ব্যতীত শোভা পায় না। অতএব এখন মঙ্গল বিধায়ক বাদ্যের বিষয় বলা হইতেছে, তত, আনদ্ধ, শুষির ও ঘন—এই চারিপ্রকার। বীনাদিকে তত, মুরজাদিকে আনদ্ধ, বংশী আদিকে শুসির এবং কাংস্য-করতালাদিকে ঘন বলে ॥৩১১১-৩১১২

বাদ্য চারিপ্রকার—তত, শুষির,আনদ্ধ ও ঘন। তন্ত্রীগত বাদ্য—তত, বংশ প্রভৃতি-শুষির বর্মাচ্ছাদিত—আনদ্ধ তাল প্রভৃতি ঘন বলিয়া কথিত ॥৩১১৩

হস্তিকা কুব্জিকা কূর্মী শারঙ্গী পরিবাদিনী।
ত্রিশরী শতচন্দ্রী চ নকুলৌষ্ঠী চ কংসরী ॥৩১১৭
ঔড়ুম্বরী পিনাকী চ নিবন্ধঃ পুষ্কলস্তথা ।
গদাবারনহস্তশ্চ রুদ্রোহথ শরমণ্ডলঃ
কপিলাসো মধুস্যন্দী ঘোণেত্যাদি ততং ভবেৎ ॥
৩১১৮

তথা চ—
অপরা কচ্ছপী বীনা সৈব রূপবতী ক্বচিৎ ॥৩১১৯
(ইয়মেব রূপবতীত্যুচ্যত ইত্যর্থঃ। রুদ্র ইতি রুদ্র বীনা)

আনদ্ধং যথা
আনদ্ধ-প্রভেদ জানো মর্দলাখ্যা আর
মুরজ ঢক্কা পটহ আসি এ প্রচার ॥৩১২০
তথাহি মর্দলো মুরজশ্চৈব ঢক্কা-পটহ-চাঙ্গবঃ।
পনবঃ কুণ্ডলী ভেরী ঘন্টাবাদ্যঞ্চ ঝঝ্ঝরঃ ॥৩১২১
ডমরুষ্টমকির্মম্ভা হুড়ুকা মড্ডূর্ডিণ্ডিমৌ।
উপাঙ্গদর্দ্দুরা বিত্যাদিকমানদ্ধমীরিতম্ ॥৩১২২

মর্দল আনদ্ধ-শ্রেষ্ঠ মুদঙ্গাখ্যা তার ।
কাষ্ঠ মৃত্তিকা-নির্মিত—এ দ্বয় প্রকার ॥৩১২৩
সর্ববাদ্যোত্তম এ মর্দল-সংযোগেতে।
সর্ব বাদ্য শোভা পায়—বিদিত শাস্ত্রেতে ॥৩১২৪
মৃদঙ্গে ব্রহ্মাদি-দেব স্থিতি নিরন্তর।
পরম মঙ্গলধ্বনি সর্বমনোহর ॥ ৩১২৫

তথাহি শ্রীসঙ্গীতদর্পণে
আনদ্ধে মর্দলঃ শ্রেষ্ঠ ইতি ॥৩১২৬

শ্রীসঙ্গীতদামোদরে—
মৃত্তিকানির্মিতাশ্চৈব মৃদঙ্গাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
এবং মর্দলকঃ প্রোক্তঃ সর্ববাদ্যোত্তমোত্তমঃ॥
অস্য সংযোগমাসাদ্য সর্বং বাদ্যঞ্চ শোভতে ॥
৩১২৭

শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে
মধ্যদেশে মৃদঙ্গস্য ব্রহ্মা বসতি সর্বদা।
যথা তিষ্ঠন্তি তল্লোকে দেবা অত্রাপি সংস্থিতাঃ।
সর্বদেবময়ো যস্মান্মৃদঙ্গঃ সর্বমঙ্গলঃ ॥৩১২৮

অলাবনী, ব্রহ্মবীনা, কিন্নরী, লঘু কিন্নরী, বিপঞ্চী, বল্লকী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী; জয়া, হস্তিকা, কুব্জিকা, কূর্মী, শারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিশরী, শতচন্দ্রী, নকুলোষ্ঠী, কংসরী, ঔড়ুম্বরী, পিনাকী, নিবন্ধ; পুষ্কল, গদাবারনহস্ত রুদ্র বীনা শরমণ্ডল কপিলাস মধুস্যন্দী ঘোনা প্রভৃতি তন্ত্রীযন্ত্রের বহু প্রকারভেদ ॥৩১১৬-৩১১৮

অপরা কচ্ছপী বীনা ক্বচিৎ রূপবতী বীনা হয় ॥৩১১৯

মর্দল মুরজ ঢক্কা পটহ চাঙ্গু পনব কুণ্ডলী ভেরী ঘণ্টাবাদ্য ঝর্ঝর ডমরু টমকি মন্ব হড়ুকা মড্ডু ডিণ্ডিম উপাঙ্গ দর্দুর ইত্যাদি আনদ্ধ যন্ত্রবাদ্য ॥৩১২১-৩১২২

আনদ্ধে মর্দল শ্রেষ্ঠ ॥৩১২৬

মৃদঙ্গ মৃত্তিকা নির্মিত বলিয়া কথিত আছে। এবং মর্দল সকল উত্তম বাদ্যের মধ্যে উত্তম বলিয়া কথিত। ইহার সংযোগে সর্ববাদ্য শোভা প্রাপ্ত হয় ॥৩১২৭

মৃদঙ্গের মধ্যাংশে ব্রহ্মা সর্বদা বাস করেন। যেমন দেবগন ব্রহ্মলোকে বাস করে, তদ্রূপ এইস্থানে দেবগন অবস্থান করেন। যেহেতু মৃদঙ্গ সর্বদেবময় অতএব ইহা সর্বমঙ্গল কারক ॥৩১২৮

মৃদঙ্গ-নির্মান বাদ্য -ভেদাদি- লক্ষন।
দ্বিবিধ প্রকারে বর্ণে সঙ্গীতজ্ঞগন ॥৩১২৯

বাদ্যোদ্ভব বর্ণ কেহ কহয়ে বিংশতি।
কেহ কিছু কহে বর্ণবিন্যাস সুরীতি ॥৩১৩০

তথাহি শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে

উমাপতিপ্রণীতাস্তে পাঠবর্ণাশ্চ বিংশতিরিত্যাদয়ঃ॥

মৃদঙ্গবাদকের বহু লক্ষন হয়।
ধীর, বাদ্যবিশারদাদিক কেহ কয় ॥৩১৩২

তথাহি—

ধীরো বাদ্যবিশারদঃ প্রবচনঃ পাঠাক্ষরব্যঞ্জক-
স্তালাভ্যাসরতঃ সমস্তগমকপ্রৌঢ়প্রকাশক্ষমঃ
নানাবাদ্যবিবর্তনর্তনপটুঃ স্বভাস্তগীতক্রমঃ
সন্তুষ্টো সুখবাদকো দ্রুতকরো মার্দঙ্গিকঃ কীর্তিতঃ॥

এ সকল বিস্তারিল সঙ্গীতজ্ঞগন।
শুষির বাদ্য-প্রভেদ অতি রসায়ন ॥৩১৩৪

অথ শুষিরম্—

শুষির-বাদ্য প্রভেদ নানা নিরূপন।
বংশী পারী মধুরী, তিত্তিরী, শঙ্খাদয় ॥৩১৩৫

তথাহি

বংশোহথ পারী-মধুরী-তিত্তিরী, শঙ্খ-কাহলাঃ।
তোড়হী-মুরলী-বুক্কা-শৃঙ্গিকা-স্বরনাভয়ঃ ॥৩১৩৬
শৃঙ্গং লাপিকবংশশ্চ চর্মবংশস্তথাপরঃ।
এতে শুষিরভেদাস্তু কথিতাঃ পূর্বসূরিভিঃ ॥৩১৩৭

বংশাখ্য লক্ষন শাস্ত্রে বহুবিধ হয়।
মঞ্জুল, সরল পর্বদোষহীনাদয় ॥৩১৩৮

মঞ্জুলঃ সরলশ্চৈব পর্বদোষবিবর্জিতঃ।
বৈনবঃ খাদিরোহপি স্যাদ্রক্তচন্দনজোহথবা ॥৩১৩৯
শ্রীখণ্ডজোহথ সৌবর্ণো দন্তিদন্ত ময়োহথবা।
কনিষ্ঠাঙ্গুলিতুল্যেন গর্ভরন্ধ্রেন সোহন্বিতঃ ॥ইত্যাদয়ঃ
(বৈনবো বংশনির্মিত ইত্যর্থঃ)

বংশিকা-প্রমান হয়—গড়ঙ্গুল হৈতে।
অষ্টাদশাঙ্গুল পর্যন্ত, এ শাস্ত্রমতে ॥৩১৪১

তথা হ

পঞ্চাঙ্গুলোহয়ং বংশঃ স্যাদেকৈকাঙ্গুলিবৃদ্ধিতঃ।
ষড়ঙ্গুলাদিনাম্না স্যাদ্যাবদষ্টাদশাঙ্গুলম্ ॥৩১৪২

অঙ্গুলি ন্যূনেতে বংশী নাম বহু হয়।
মহানন্দাদি প্রশস্ত শাস্ত্রে নিরূপয় ॥৩১৪৩

উমাপতি প্রনীত পাঠবর্ণ সকল বিংশতি সংখ্যক ইত্যাদি ॥৩১৩১

মৃদঙ্গবাদক ধীর, বাদ্য নিপুন, বাগ্মী, বদ্যাক্ষর প্রকাশনক্ষম বিবিধ বাদ্যের বিবর্তনক্রমে নর্তন কুশল গীতক্রমের স্রষ্ট, দ্রুত কারক সন্তুষ্টচিত্ত, অনায়াসে বাদনকারী,লঘু হস্ত, এই সকল মৃদঙ্গ বাদকের লক্ষন ॥৩১৩৩

বংশ, পারী, মধুরী, তিত্তিরী, শঙ্খ কাহল, তোড়হী, মুরলী, বুক্কা, শৃঙ্গিকা, স্বরনাভি, শৃঙ্গ, লাপিক বংশ এবং চর্মবংশ—এই বাদ্যে এইসব ভেদ পূর্ব্ব সূরীগন বলিয়াছেন ॥৩১৩৬-৩১৩৭

বংশী সুন্দর, সরল ও গ্রন্থিদোষ বর্জ্জিত হইবে। ইহা বেনুনির্মিত খদির কাষ্ঠ নির্মিত, রক্তচন্দন কাষ্ঠ নির্মিত,শ্বেতচন্দন নির্মিত বৃক্ষ স্বর্ণ নির্মিত বা হস্তিদন্ত নির্মিত হইবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলি পরিমিত গর্ভচ্ছিদ্র হইবে ॥৩১৩৯-৩১৪০

এই বংশী পঞ্চাঙ্গুল হইবে। এক এক অঙ্গলি বৃদ্ধিক্রমে অষ্টাদশ অঙ্গুলি বর্দ্ধিত হইয়া ষড়ঙ্গুল প্রভৃতি নাম হয় ॥৩১৪২

তথাহি—

মহানন্দস্তথা নন্দো বিজয়স্তু জয়স্তথা ।
চত্বার উত্তমা বংশা মতঙ্গমুনিসম্মতাঃ ॥৩১৪৪

দশাঙ্গুলো মহানন্দো নন্দ একাদশাঙ্গুলঃ ।
দ্বাদশাঙ্গুলমানস্তু বিজয়ঃ পরিকীর্তিতঃ
চতুর্দশাঙ্গুলমিতো জয় ইত্যভিধীয়তে ॥৩১৪৫

বংশী-গুন দোষাদি প্রকাশে বিজ্ঞগন ।
এ সব প্রচার—জানাইয়ে বাদ্য ঘন ॥৩১৪৬

অথ ঘনম্

ঘনবাদ্যে— করতাল কাংস্যবল আর ।
জয়ঘণ্টা, শুক্তিকাদি বিবিধ প্রকার ॥৩১৪৭

তথাহি—

করতালঃ কাংস্যবলো জয়ঘণ্টাহথ শুক্তিকা ।
কম্পিকা ঘটবাদ্যঞ্চ ঘণ্টাতোদ্যঞ্চ ঘর্ঘরম ॥৩১৪৮
ঝঞ্ঝাতালশ্চ মঞ্জীরঃ কর্তযুক্কুর এব চ ।
দ্বাদশৈতে মুনীন্দ্রেন কথিতা ঘনসংজ্ঞকাঃ ॥৩১৪৯

করতালাদি-লক্ষন শাস্ত্রেতে প্রচার ।
তত্তাধিক বাদ্যে দেবাদির অধিকার ॥৩১৫০

তথাহি—

ততং বাদ্যঞ্চ দেবানাং গন্ধর্বানাঞ্চ শৌষিরম্ ।
আনদ্ধং রাক্ষসানাঞ্চ, কিন্নরানাং(মানবানাং) ঘনং বিদুঃ ॥

এ সব বাদ্যের মহা সৌভাগ্য উদয় ।
শ্রীরাসমণ্ডলে হৈল শোভা অতিশয় ॥৩১৫২

ওহে শ্রীনিবাস ! রাসে কি অদ্ভুত রীত ।
বায় নানা বাদ্য যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত ॥ ৩১৫৩

সর্ববাদ্য বিশারদ ব্রজেন্দ্রতনয় ।
প্রেয়সী-বেষ্টিত কোটি কন্দর্প মোহয় ॥৩১৫৩৪

বাজায়েন বংশী কিবা অপূর্ব ভঙ্গতে ।
ত্রিজগতে শোভায় উপমা নাই দিতে ॥৩১৫৫

মন্দ্র মধ্য, তারে স্বরালাপ মনোহর ।
বংশীধ্বনি শ্রবণে বিহ্বল মহেশ্বর ॥৩১৫৬

গোবিন্দমোহিনী রাধা রসের মুরতি ।
বাজয়েন অলাবনী যন্ত্র শুদ্ধরীতি ॥৩১৫৭

ষড়্জ আর মধ্যম গান্ধার গ্রামত্রয় ।
যৈছে গানে ব্যক্ত তৈছে বাদ্যে প্রকাশয় ॥

ললিতা কৌতুকে বাজায়েন ব্রহ্মবীণা ।
শ্রুতি আদি বাদ্যে প্রকাশিতে যে প্রবীণা ॥৩১৫৯

বিশাখা-সুন্দরী মহামধুরভঙ্গিতে ।
বাজায় কচ্ছপী বীণা নানা ভেদ মতে ॥৩১৬০

রুদ্রবীণা বাজায়েন সুচিত্রাসুন্দরী ।
স্বর জাতি প্রভেদ প্রকাশে ভঙ্গি করি ॥৩১৬১

বিপঞ্চী বাজান রঙ্গে চম্পকলতিকা ।
মুর্ছনা তালাদি প্রকাশেন সর্বাধিকা ॥৩১৬২

রঙ্গদেবী বাজায়েন যন্ত্রক বিলাস ।
তহি কি অদ্ভুত গমকের পরকাশ ॥৩১৬৩

মতঙ্গ মুনির মতানুসারে মহানন্দ, নন্দ, বিজয় ও জয় এই চারিপ্রকার বংশী উত্তম । তন্মধ্যে দশাঙ্গুল মহানন্দ, একাদশাঙ্গুল নন্দ, দ্বাদশাঙ্গুল বিজয় চতুর্দশাঙ্গুল বংশীকে জয় বলা হয় ৩১৪৪-৩১৪৫

ভরতমুনি বলিয়াছেন—করতাল, কাংস্যবল, জয়ঘণ্টা, শুক্তিকা কম্পিকা, ঘটবাদ্য, ঘণ্টাতোদ্য, ঘর্ঘর, ঝঞ্ঝাতাল, মঞ্জীর, কর্তরী ও উক্কুর—এই দ্বাদশটি ঘনবাদ্যের ভিন্ন প্রকার ॥৩১৪৮-৩১৪৯

দেবগনের তত, গন্ধর্বগনের শৌষির, রাক্ষসগনের আনদ্ধ, কিন্নরগনের ঘন বাদ্যযন্ত্র বিজ্ঞগন বলেন ॥৩১৫১

সুদেবীসুন্দরী রঙ্গে সারঙ্গী বাজায়।
নানা রাগ প্রভেদ প্রবন্ধ ব্যক্ত তায় ॥৩২৬৪।
বাজান কিন্নরী তুঙ্গবিদ্যা কুতুহলে।
করয়ে অমৃতবৃষ্টি শ্রীরাসমণ্ডলে ॥৩১৬৫
ইন্দুলেখা রঙ্গে স্বরমণ্ডল বাজায়।
স্বরের প্রভেদ ব্যক্ত করয়ে হেলায় ॥৩১৬৬
শ্রীরাধিকা সখী সমূহের গণ যত।
সবে সর্বপ্রকারে সকল বাদ্যে রত ।৩১৬৭
কেহ বায় মর্দল মৃদঙ্গ সর্ব্বমতে।
প্রকাশে অদ্ভুত তাল অশ্রুত জগতে ॥৩১৬৮
কেহ কেহ মুরজ উপাঙ্গ বাদ্য বায়।
যাহার শ্রবণে ধৈর্য্য না রহে হিয়ায় ॥ ৩১৬৯
কেহ বায় ডমরু পরম চাতুর্য্যেতে।
শিবপ্রিয় ডমরু এ বিদিত জগতে ॥৩১৭০

তথাহি শ্রীসঙ্গীতপারিজাতে—
দ্বিমুষ্টিডমরুর্জ্ঞেয়ো দ্বিমুখো মধ্যসূক্ষ্মকঃ
তদাস্যং মুষ্টিমানেন সূক্ষ্মেণ চর্ম্মণা বৃতম্ ॥৩১৭১
তত্র সংলগ্নসূত্রস্তগ্রস্থিভ্যাং বাদ্যতে চ সঃ।
উমাপতেঃ করে নিত্যং বাদ্যমেতৎ সুশোভতে ॥৩১৭২

কেহ কেহ করতালাদিক বাদ্য বায়।
শ্রীরাসমণ্ডল ব্যাপ্ত বাদ্যের ঘটায় ॥৩১৭৩
শ্রীরাধিকা সখীসমূহের গণ যত।
নানা বাদ্যযুক্তে শোভা কে কহিবে কত ॥৩১৭৪
সর্ব্ববাদ্যধ্বনি কি অদ্ভুত এক মেলে।
সুধাবৃষ্টি করে যেন শ্রীরাসমণ্ডলে ॥
শ্রীবৃন্দাদেবীর অতি আনন্দ অন্তর।
যোগান অদ্ভুত বাদ্য শাস্ত্র অগোচর ॥৩১৭৬॥
রাই-কানু নিমগ্ন হইয়া বাদ্যরসে।
করয়ে নর্তন অতি মনের উল্লাসে ॥৩১৭৭
ললিতাদি সখীর আনন্দ যথোচিত।
করয়ে নর্তন ভেদ জানাই কিঞ্চিৎ ॥৩১৭৮

অথ নৃত্যমাহ—
নর্তন-ক্রমেতে নাট্য, নৃত্য, নৃত্তত্রয়।
বেদোদ্ভব এ তিন—নৃত্যজ্ঞ নিরূপয় ॥৩২৭৯
নর্তনং ত্রিবিধং নাট্যং নৃত্যং নৃত্তমিতি ক্রমাৎ ॥৩১৮০

তত্র নাট্যং যথা
যে লোক-স্বভাবাবস্থা-ভেদ সুপ্রকার।
সে নাট্য অঙ্গাভিনয়যুক্ত এ প্রকার ॥৩১৮১

তথাহি—
যোঽয়ং স্বভাবো লোকস্য নানাবস্থান্তরাশ্রয়ঃ
সোঽঙ্গাভিনয়নৈর্যুক্তো নাট্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ

অপরঞ্চ—
নাটকস্থিতং বাক্যার্থপদার্থাভিনয়াত্মকম্।
তচ্চাদৌ ভরতেনোক্তং রসভাবসমন্বিতম্।
নাটকাদিষু তন্নৃনমুপযুক্তং মুনীশ্বরৈঃ ॥৩১৮০

ডমরু দ্বিমুষ্টি পরিমান, দুই মুখযুক্ত এবং মধ্যস্থলে সূক্ষ্ম। মুষ্টিপরিমান সূক্ষ্ম চর্ম্মদ্বারা ইহার মুখ আচ্ছাদিত। সেই মুখে সূত্রের গ্রন্থিদ্বারা তাহা বাজান হয়। এই বাদ্য মহাদেবের হস্তে নিত্য সুশোভিত ॥৩১৭১-৩১৭২

নর্তন ক্রমে তিনপ্রকার—নাট্য, নৃত্য, নৃত্ত ॥৩১৮০

বিবিধাবস্থাভেদে লোকের যে স্বভাব তাহা আঙ্গিকানুকরনে পণ্ডিতগন নাট্য বলিয়া থাকেন ॥৩১৮২

বাক্যার্থের তথা পদার্থের অভিনয়াত্মক অনুকরনরূপ নাটকে দ্বিবিধ অভিনয় রহিয়াছে। রসাশ্রয়—ভাবাশ্রয় এই উভয়ই

অথ নৃত্যম্ —

দেশ-রীত-প্রতীত যে তালাদি আশ্রিত ।
সে নৃত্য সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপ বিদিত ॥ ৩১৮৪

তথাহি

দেশরীত্যা প্রতীতো যস্তালমানলয়াশ্রিতঃ ।
সবিলাসাঙ্গবিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৩১৮৫

বিলাসো যথা—

নায়কালোকনাদিষু বিশেষো হি ক্রিয়াসু যঃ ।
শৃঙ্গারচেষ্টাসহিতো বিলাসঃ স নিগদ্যতে ॥৩১৮৬

নৃত্তমাহ—

নৃত্তাখ্যলক্ষন—সর্বাভিনয়বর্জ্জিত ।
অঙ্গের বিক্ষেমাত্রাদিক এ বিদিত ॥৩১৮৭

তথাহি—

গাত্রবিক্ষেপমাত্রস্তু সর্বাভিনয়বর্জ্জিতম্ ।
আঙ্গিকোক্তপ্রকারেন নৃত্তং নৃত্য বিদো বিদুঃ ॥
৩১৮৮

নাট্য, নৃত্য, নৃত্ত — ত্রয় হয় দ্বিপ্রকার ।
মার্গ দেশী—ভেদ, ইহা শাস্ত্রে সুপ্রচার ॥৩১৮৯

তথাহি—

এতত্রয়ং দ্বিধা প্রোক্তং মার্গোদেশীতিভেদতঃ ॥
৩১৯০

তত্র মার্গমাহ—

ব্রহ্মাদ্যৈর্মার্গিতং শম্ভোঃ প্রযুক্তং ভরতাদিভিঃ ।
গান্ধর্বং বাদনং নৃত্যং যত্তন্মার্গ ইতি স্মৃতম্ ॥৩১৯১
(মার্গিতং প্রার্থিতমিত্যর্থঃ)

দেশ্যাহ—

দেশে দেশে নৃপাদীনাং যদহ্লাদকরং পরম্ ।
গানং বাদ্যং তথা নৃত্যং তদ্দেশীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥
৩১৯২

মার্গ-নাট্য বিংশত—কোহলে নিরূপয় ।
নাটক, প্রকরন, ভান, প্রহসনাদয় ॥২১৯৩

কেহ কহে মার্গ নাট্য দশ পরকার ।
নাটিকা, প্রাকরনিকাদিক এ প্রচার ॥৩১৯৪

দণ্ডিলাদি দেশী-নাট্য ষোড়শ কহয় ।
সট্টক, ত্রোটক,গোষ্ঠী বৃন্দকাখ্যাদয় ॥৩১৯৫

ঐছে নানাপ্রকার নাট্যাঙ্গ মনোহিত ।
এথা দিক্ দর্শাইনু—শাস্ত্রে সুবিদিত ॥৩১৯৬

ভরত মুনি বলিয়াছেন । তাহা মুনি নাটকাদিতে উভয়ই প্রয়োগ করিয়াছেন ॥৩১৮৩

যাহা দেশ বিশেষ রীতি অনুসারে প্রসিদ্ধ তালমানলয়ের অনুসারী যে সবিলাস অঙ্গ বিক্ষেপ তাহাকে পণ্ডিতগন নৃত্য বলিয়া থাকেন ॥৩১৮৫

নায়কের দর্শন প্রভৃতি কার্য্যে নায়িকার শৃঙ্গার চেষ্টাযুক্ত যে বৈশিষ্ট্য তাহাকেই বিলাস বলা হয় ॥৩১৮৬

নৃত্যবিদগন অঙ্গাভিনয় উক্ত বিধান সর্বাভিনয় বর্জিত কেবল অঙ্গবিক্ষেপকে নৃত্য বলিয়া থাকেন ॥৩১৮৮

যেহেতু এই নৃত্য, গীত ও বাদ্য শম্ভুর নিকট প্রার্থনা করি ব্রহ্মাদি লাভ করিয়াছেন; তাহা হইতে পরে ভরত মুনি প্রভৃতি শিক্ষা করিয়া প্রয়োগ করিয়াছেন ; সেজন্য তাহা মার্গ বলিয়া কথিত ॥৩১৯১

যে গান, বাদ্য ও নৃত্য বিভিন্ন দেশের নৃপতি প্রভৃতির অতীব আনন্দদায়ক হয়, বিজ্ঞ ব্যক্তিগন তাহাকে দেশী বলিয়া থাকেন ॥
৩১৯২

নৃত্য-নৃত্ত-দ্বয়েতে তাণ্ডব লাস্যদ্বয়।
কহয়ে নৃত্যজ্ঞ যাতে সর্ব্ব সুখোদয় ॥৩১৯৭

তথাহি

তাণ্ডবং লাস্যমিত্যেতদ্দ্বয় দ্বেধা নিগদ্যতে ॥৩১৯৮
(দ্বয়ং নৃত্যং নৃত্তঞ্চেত্যর্থঃ)

তাণ্ডব উদ্ধতপ্রায়াদিক নৃত্য হয়।
পুরুষ-স্ত্রীদ্বয়ে এ তাণ্ডব লাস্যদ্বয় ৩১৯৯

তথাহি—

তণ্ডুক্ত মুদ্ধতপ্রায়ং প্রয়োগং তাণ্ডবং বিদুঃ ॥৩২০০
তণ্ডুর্নাম শম্ভোর্গণবিশেষ ইত্যর্থঃ)

শ্রীনারদসংহিতায়াম্—
পুংনৃত্যং তাণ্ডবং প্রোক্তং স্ত্রীনৃত্যং লাস্যমুচ্যতে ॥

তাণ্ডব দ্বিবিধ—প্রেরনী তাণ্ডব আর।
বহুরূপ-তাণ্ডব, এ সুগম প্রচার ॥৩২০২

তথাহি

প্রেরনী বহুরূপঞ্চেত্যেবং স্যাত্তাণ্ডবং দ্বিধা ॥৩২০৩

তত্র প্রেরনী যথা—
অঙ্গবিক্ষেপবাহুল্যং তথাভিনয়শূন্যতা।
যত্র সা প্রেরনী প্রোক্তা সংজ্ঞা দেশীতি লোকতঃ ॥
৩২০৪

বহুরূপং যথা(শ্রীসঙ্গীত)-দামোদরে—
ছেদনং ভেদনং যত্র বহুরূপা মুখাবলী।
তাণ্ডবং বহুরূপঞ্চ তদ্দানীগতমুদ্ধতম্ ॥৩২০৫

প্রেরনী, বহুরূপ অন্যত্র বিস্তারিত।
লাস্য কন্দর্পবর্দ্ধন শাস্ত্রে সুবিদিত ॥৩২০৬

লাস্যমাহ

লাস্য-নৃত্য দ্বিবিধ—স্ফুরিত-লাস্য আর।
যৌবত-লাস্য—এদ্বয় সর্বপ্রচার ॥৩২০৭

তথাহি—

লাস্যং তু সুকুমারাঙ্গং মকরধ্বজবর্দ্ধনম্।
স্ফুরিতং যৌবতঞ্চেতি তদপি দ্বিবিধং মতম্ ॥৩২০৮

স্ফুরিতলাস্যমাহ—

যত্রান্যোহভিনয়ে ভাবৈ রসৈরাশ্লেষচুম্বনৈঃ।
নায়িকা নায়কশ্চৈব নৃত্যতঃ স্ফুরিতং হি তৎ।
৩২০৯

(আদ্যে প্রধানে রসে, রসজ্ঞনৈর্ভাবৈশ্চেষ্টৈঃ।
আশ্লেষঃ আলিঙ্গনমিত্যর্থঃ)

যৌবতলাস্যমাহ—
মধুরাবদ্ধলীলাভির্নটীভির্যত্র নৃত্যতে।
বশীকরনবিদ্যাভং তল্লাস্যং যৌবতং মতম্ ॥৩২১০

এই দুই অর্থাৎ নৃত্য ও নৃত্ত—তাণ্ডব ও লাস্যভেদে দুই প্রকার কথিত হয় ॥৩১৯৮
মহাদেবের দ্বারপাল তণ্ডু কথিত উদ্ধত প্রায় প্রয়োগকে তাণ্ডব বলে ॥৩২০০
পুরুষের নৃত্যকে তাণ্ডব এবং স্ত্রীলোকের নৃত্যকে লাস্য বলে ॥৩২০১
প্রেরনী ও বহুরূপভেদে তাণ্ডব দুই প্রকার ॥৩২০৩
যাহাতে অঙ্গ বিক্ষেপ বাহুল্যতা তথা অভিনয় শূন্যতা তাহাকে প্রেরনী বলে। তাহার লৌকিক সংজ্ঞাকে দেশী বলে ॥৩২০৪

অথ নৃত্তমাহ—

নৃত্তনামমাত্র কহি, ইথে ভেদত্রয় ।
বিষম, বিকট লঘু –শাস্ত্রে বিস্তারয় ॥৩২১১

তথাপি—

নৃত্তঞ্চাপি ত্রিধা প্রোক্তং বিষমং বিকটং লঘু ।
বিষমং তৎ সমুদ্দিষ্টং যদ্রজ্জুভ্রমণাদিকম্ ॥৩২১২
বিরূপবেশাবয়বব্যাপারং বিকটং নতম্ ।
উপেতং করণৈরল্পৈর ঞ্চিতাদ্যৈর্লঘু স্মৃতম্ ॥১২১৩

(অঞ্চিতাদি করণবিশেষঃ স চ বক্ষ্যতে : কোহলোক্ত নৃত্যবিশেষারম্ভিকা ভাণিকাদয়স্তক্তা এব ।)

ওহে শ্রীনিবাস ! নর্তনের নানাগতি ।
সামক্য কহিবে ঐছে কাহার শকতি ॥৩২১৪
শ্রীরাসমণ্ডলে কৃষ্ণ রসিকশেখর ।
প্রকাশে নর্তন শিব ব্রহ্মা অগোচর ॥৩২১৫
কৃষ্ণের অদ্ভুত নৃত্যে কেবা ধৈর্য ধরে ?
সখীসহ র ই ভাসে সুখের সায়রে ॥৩২১৬
পরস্পর নৃত্যে মহাকৌতুক বাঢ়য় ।
পরম আশ্চর্য সে অঙ্গের অভিনয় ॥৩২১৭

অথাঙ্গাভিনয়—

অঙ্গ অভিনয় ত্রিধা—অঙ্গোপাঙ্গ আর ।
প্রত্যঙ্গ এ তিনে ভেদ অনেক প্রকার ॥৩২১৮

তথাহি—

তত্র ঙ্গানামুপাঙ্গানাং প্রত্যঙ্গানাং নিরূপণম্ ।
যথামতীহ ক্রিয়তে শর্ঙ্গদেবাদি সম্মতম্ ॥৩২১৯
অঙ্গ অভিনয় শিরঃ অংশ কহি আর ।
উরঃ পার্শ্ব,হস্ত. কটি. পদ—এ প্রচার ॥৩২২০

তথাহি—

সপ্তাঙ্গানি শিরোহংসোপার্শ্বহস্তকটিপদম্ ॥৩২২১
'প্রত্যঙ্গ জানহ নয় প্রকার সুন্দর ।
গ্রীবা বাহু অংশ মণিবন্ধ পৃষ্ঠোদর ॥৩২২২
উরু, আর, জঙ্ঘা. জানু ভূষণ ত্র নয় ।
প্রত্যঙ্গাভিনয়ে নৃত্যবিজ্ঞ নিরূপয় ॥৩২২৩

তথাহি

প্রত্যঙ্গানি নব গ্রীবা বাহ্বংসমনিবন্ধকৌ ।
পৃষ্ঠদরোরুজঙ্ঘাশ্চ জানুনী ভূষনানি চ ॥৩২২৪

যাহাতে ছেদন, ভেদন, নানাপ্রকার মুখভঙ্গি ও বানীগত উদ্ধত তাহা বহুরূপ তাণ্ডব ॥৩২০৫

লাস্য নৃত্য সুকোমলাঙ্গ ও কামবর্ধক । তাহার স্ফুরিত ও যৌবত—এই দুই প্রকার মত ॥৩২০৮

যাহা আদিরস প্রধান, অভিনয়ে নায়ক-নায়িকা ভাবরসে আলিঙ্গন চুম্বন সহ নৃত্য করে; তাহাই স্ফরিত লাস্য নামক নৃত্য ॥৩২০৯

যথায় নটীগন মধুরাবদ্ধ লীলায় নৃত্য করে,সেই বশীকরন বিদ্যা সমুজ্জ্বল নৃত্যকে যৌবত-লাস্য বলে ॥৩২১০

নৃত্ত ও তিনপ্রকার কথিত—বিষম, বিকট ও লঘু । রজ্জু ভ্রমনাদি যুক্ত যে নৃত্ত তাহা বিষম নামে কথিত । বিবিধরূপ বেশ ও অঙ্গ ব্যাপার সহিত নৃত্তকে বিকট বলে । বক্র ভঙ্গি প্রভৃতি অল্প ক্রিয়া বিশেষকে লঘু বলা হয় ॥৩২১২-৩২১৩

তাহাতে অঙ্গ; উপাঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের শাঙ্গ দেবাদি সম্মত যথাজ্ঞানে নিরূপন এই স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে ॥৩২১৯

সাতটি অঙ্গ—শিরঃ, অংস, বক্ষঃ, হস্ত, কটি ও পদ ॥৩২২১

নয়টি প্রত্যঙ্গ—গ্রীবা, বাহ্বংস, মনিবন্ধ,পৃষ্ঠ, উদর, উরু, জঙ্ঘা, জানু ও ভূষন ॥৩২২৪

উপাঙ্গ দ্বাদশ—অভিনয় সুপ্রকার।
মূর্ধা দৃক্, তারা-ভ্রূকুটী, মুখাদি প্রচার ॥৩২২৫

তথাহি—

দ্বাদশোপাঙ্গানি মূর্ধদৃক-তারা-ভ্রূকুটী মুখম।
নাসে নিশ্বাস চিবুকে জিহ্বাগণ্ডরদাধরান্ ॥৩২২৬

মুখরাগমুপাঙ্গেষু শার্ঙ্গদেবো গৃহীতবান্ ॥৩২২৭
কেহ কহে—ষড়্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দশ হয়।
ত্রয়োবিংশতি প্রকার উপাঙ্গাভিনয় ॥
এ সব বিস্তর—অঙ্গ প্রধান ইহাতে।
কিছু জানাইয়ে সর্বচিত্তাকর্ষে যাতে ॥৩২২৯

তথাহি—

তত্রাঙ্গানাং প্রধানত্বাৎ তানুচ্যন্তে সমাসতঃ ॥৩২৩০

তত্রাদৌ শির আহ—

শিরঃকর্ম—ধূত, বিধূত আধূত আর।
অবধূত আদি চতুর্দশ পরকার ॥৩২৩১

তথাহি—

ধূতং বিধূতমাধূতমবধূতঞ্চ কম্পিতম্।
আকম্পিতোদ্বাহিতে চ পরিবাহিতমঞ্চিতম্ ॥৩২৩২

নিকুঞ্চিতং পরাবৃত্তমুৎক্ষিপ্তাধোমুখে তথা।
লোলিতঞ্চেতি বিজ্ঞেয়ং চতুর্দশবিধং শিরঃ ॥৩২৩৩
(আকম্পিতমীষৎকম্পিতমিত্যর্থঃ)

তত্র ধূতম্

ক্রমে অল্প বক্র শিরঃকম্প ধূত হয়।
বিষাদ-বিস্ময়াদিকে ধূত-নিরূপয় ॥৩২৩৪

তথাহি—

ক্রমেন শনকৈ স্তির্যক প্লুতমুক্তং ধূতং শিরঃ।
প্রতিষেধেহলিপ্সিতে চ বিবাদে বিস্ময়ে ভবেৎ ॥৩২৩৫
বিধূতাদি-লক্ষন জানহ এই মত।
অংস-অভিনয় ঐছে ব্যক্ত সুসম্মত ॥৩২৩৬॥

অথাংসৌ—

অংস পঞ্চ—একোচ্চ লগ্ন কর্ণ আর।
উচ্ছ্রিত, স্রস্ত লোলিত—লক্ষন-প্রচার ॥
তথাহি—একোচ্চৌ লগ্নকর্ণৌ চোচ্ছ্রিতৌ স্রস্তৌ লোলিতৌ

ইত্যংসৌ পঞ্চধা নাট্যৈব ব্যপ্ত লক্ষনৌ ॥৩২৩৮
একোচ্চাভিনয় মুষ্টি-কুম্ভ- প্রহারেতে।
ঐছে কর্ণ-লগ্নাদির লক্ষন শাস্ত্রেতে ॥৩২৩৯

মূর্ধা, দৃক্, তারা, ভ্রূকুটি, মুখ; নাসিকাদ্বয়, নিঃশ্বাস, চিবুক, জিহ্বা, গণ্ড, দন্ত, অধর, মুখরাগ এই দ্বাদশটি শার্ঙ্গদেব উপাঙ্গ নায় গ্রহন করিয়াছেন ॥৩২২৬-৩২২৭

তার মধ্যে অঙ্গের প্রাধান্য হেতু তাহাই সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে ॥৩২৩০

ধূত, বিধূত, আধূত, অবধূত, কম্পিত, আকম্পিত, উদ্বাহিত, পরিবাহিত, অঞ্চিত, নিকুঞ্চিত, পরাবৃত্ত, উৎক্ষিপ্ত, অধোমুখ, লোলিত—এই চতুর্দ্দশ প্রকার শিরঃ অঙ্গের অভিনয় ॥৩২৩২-৩২৩৩

ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে বক্র কম্পনকে ধূত-শিরঃ বলে। ইহা নিষেধে অনভিমত বিষয়ে বিষাদ ও বিস্ময় সংঘটিত হয় ॥৩২৩৫

একোচ্চা, লগ্নকর্ণ, উচ্ছিত্র, স্রস্ত, লোলিত—স্কন্ধাভিনয় বলা হয়। নাম মাত্রে লক্ষন পরিস্ফুট হয় ॥৩২৩৮

তথাহি

একোচ্চৌ কথিতৌ স্কন্ধৌ মুষ্টিকুন্তপ্রহারয়োঃ।

আশ্লেষে শিশিরে চাংসৌ কর্ণলগ্নৌ সতাং মতৌ ॥

উচ্ছ্রিতৌ হর্ষগর্বাদৌ স্রস্তৌ দুঃখে শ্রমে মদে।

মূর্চ্ছায়াং চাথ কর্তব্যৌ লোলিতৌ বিটনর্তনে।

নৃত্যজ্ঞৈর্গদিতৌ হাস্যে হুড্ডুক্কাবাদ্যবাদনে ॥ ৩২৪১

(বিটনর্তনে জারপুরুষনর্তনে ইত্যর্থঃ)

ইত্যংসৌ পঞ্চধা ॥

অথ উরঃ—

বক্ষ অভিনয় পঞ্চ—সমভুগ্ন আর।

নির্ভুগ্ন কম্পিতোদ্বাহিত—এ প্রচার ॥৩২৪২

তথাহি

স্যাদ্বক্ষঃ সমমাভুগ্নং নির্ভুগ্নঞ্চ প্রকম্পিতম্।

উদ্বাহিতং পঞ্চধেতি তেষাং লক্ষ্মাভিদধ্মহে ॥৩২৪৩

তত্র সমম্—

বক্ষঃ সৌষ্ঠবাদি জান সম-অভিনয়।।

আভুগ্নাদি লক্ষন শাস্ত্রজ্ঞ নিরূপয় ॥৩২৪৪

তথাহি—

সৌষ্ঠবাধিষ্ঠিতং বক্ষশ্চতুরস্রাঙ্গসংশ্রয়ম্।

প্রকৃতিস্থং সমং প্রাহুঃ স্বভাবাবিনয়ে সমম্ ॥

॥ ইত্যাদয়ঃ

অথ পার্শ্বম

পার্শ্ব বিবর্তিত, অপসৃতা প্রসারিত ॥

নত, উন্নত—এ পঞ্চ লক্ষন বিদিত ॥৩২৪৬

তথাহি

বিবর্তিতং চাপসৃতং প্রসারিতমথো নতম্।

উন্নতঞ্চেতি সংচখ্যুঃ পার্শ্বং পঞ্চবিধং বুধাঃ ॥

বিবর্তনাত্রিকস্য স্যাৎ পরাবৃত্তে বিবর্তিতম্

॥ইত্যাদয়ঃ

(ত্রিকস্য পৃষ্ঠদেশস্যেত্যর্থঃ। পৃষ্ঠবংশাধরেত্রিকমিতি)

অথ হস্তঃ—

হস্ত অভিনয় ত্রিধা—সংযুতাখ্য আর।

অসংযুত নৃত্য হস্ত—এ ত্রয় প্রচার ॥৩২৪৮

তথাহি—

অসংযুতাঃ সংযুতাশ্চ নৃত্যহস্তা ইতি ত্রিধা।

হস্তকাঃ কথিতাস্তজ্জ্ঞৈঃ সামান্যনৃত্যভেদতঃ ॥ ৩২৪৯

এক হস্তে অভিনয় কর্ম অসংযুত।

হস্তদ্বয়ে কর্ম যে সে হয়েন সংযুত ॥৩২৫০

নৃত্তমাত্রস্থিত কিছু বস্তু না প্রচারে।

অঙ্গ হাবসাহ—নৃত্যহস্ত কহে তারে ॥৩২৫১

তথাহি

হস্তৈনৈকেন কর্মানি যেষাং তে স্যুরসংযতাঃ

যেষাং হস্তদ্বয়েনৈব কর্ম্ম তে স্যুস্ত সংযুতাঃ॥৩১৫২

পাঁচ প্রকার স্কন্ধাভিনয় যথা—

মুষ্টি প্রহার ও কুন্ত প্রহারে স্কন্ধাভিনয়ের নাম একোচ্চ, আলিঙ্গনে স্কান্ধ কর্নলগ্ন হর্ষ-গবাদিতে উচ্ছিত, দুঃখে পরিশ্রমে ও মত্ততায় স্রস্ত; মূর্চ্ছা, লম্পটের নর্তন, হাস্য ও হুড্ডুক্কা বাদ্যে লোলিত কহিয়াছেন ।৩২৪০-৩২৪১

বক্ষোহভিনয় পাঁচ প্রকার। সম; আভুগ্ন, নির্ভুগ্ন, প্রকম্পিত ও উদ্বাহিত, তাহাদের পঞ্চ প্রকার লক্ষন বলিতেছি ॥ ৩২৪৩

সৌষ্ঠবান্বিত, চতুষ্কোনাঙ্গাশ্রিত, প্রকৃতিস্থ বক্ষাভিনয়কে সম বলে। সম স্বাভাবিক ভাব অভিনয়ে দৃষ্ট হয় ॥৩২৪৫

পণ্ডিতগন বিবর্তিত, অপসৃত প্রসারিত নত ও উন্নত এই পাঁচ প্রকার পার্শ্বাঙ্গাভিনয় বলিয়াছেন। পার্শ্ব পরিবর্তনে পৃষ্ঠদেশের বিবর্তন হেতু বিবর্তিত বলা হয় ॥৩২৪৭

নৃত্যভেদে সাধারনভাবে হস্তাভিনয়ে অসংযত; সংযত, নৃত্যহস্ত এই ত্রিবিধ নৃত্যজ্ঞগন বলিয়া থাকেন ।৩২৪৯

নৃত্যমাত্রস্থিতা যে তু ন কিঞ্চিদ্বস্তুবাচিনঃ।
অঙ্গহারেন সহিতা নৃত্যহস্তাস্তু তে মতাঃ ॥৩২৫৩
হস্তের সঞ্চার ত্রিধা নৃত্যজ্ঞ কহয়।
উত্তান, পার্শ্বগ, অধোমুখ এই ত্রয় ॥ ৩২৫৪

তথাহি—

উত্তানঃ পার্শ্বগশ্চৈব তথাধোমুখ এব চ।
হস্তসঞ্চারস্ত্রিবিধো ভরতেন প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩২৫৫
কেহো কহে পঞ্চদশ ইহাও মানিয়ে।
ক্রমপ্রাপ্ত মতে অসংযুত জানাইয়ে ॥ ৩২৫৬

অসংযুতমাহ—

অসংযুতা হস্তক পতাকা কহি আর।
ত্রিপতাকাদিক চতুর্বিংশতি প্রকার ॥ ৩২৫৭
ইহাতে অধিক কেহ কহে চতুষ্টয়।
কেহ কহে ত্রিংশত এ সুসম্মত হয় ॥ ৩২৫৮
অসংযুত অর্থবশে সংযুতা প্রমান।
এ সব বিস্তারি নিরূপয়ে বিজ্ঞবান্ ৩২৫৯

তথাহি—

পতাকাস্ত্রিপতাকোহর্দ্ধচন্দ্রাখ্যঃ কর্তরীমুখঃ।
অরালমুষ্টি শিখর কপিথ খটকমুখাঃ ॥ ২৩৬০
শুকতুণ্ডঃ কাঙ্গুলশ্চ পদ্মকো যোহথ পল্লবঃ।
সূচিমুখঃ সর্পশিরাশ্চতুরো মৃগশীর্ষকঃ ॥ ৩২৬১

হংসাস্যো হংসপক্ষশ্চ ভ্রমরো মুকুলস্তথা।
ঊর্ণনাভশ্চ সংদংশস্তাম্রচূড়োহপরঃ কবিঃ।
অমী অসংযুতা হস্তাশ্চতুর্বিংশতিরীরিতাঃ ॥ ৩২...

উপধানঃ সিংহমুখঃ কদম্বশ্চ নিকুঞ্জকঃ।
অসংযুতেষু চতুরোহধিকানেতান্ পরে জগুঃ ॥ ৩২...

ত্রিংশদ্দামোদরেণোক্তা অমী হস্তা অসংযুতাঃ।
অসংযুতা অর্থবশাদেতে স্যুঃ সংযুতা অপি ॥ ৩২...
এ সকল হস্তকের লক্ষণ প্রকার।
যে বিষয়ে প্রয়োগ তা শাস্ত্রেতে প্রচার ॥৩২৬১
হস্তক লক্ষণ অতি বিস্তারিত হয়।
এথা দর্শাইয়ে দিশা যৈছে অভিনয় ॥ ৩২৬৬

পতাকামাহ—

অঙ্গুষ্ঠবক্রতা তর্জনীমূল সমাশ্রিত।
আর সর্বাঙ্গুল সোঝা পতাকা বিদিত ॥৩২৬৭

তথাহি—

অঙ্গুষ্ঠো যস্য বক্রঃ সন্ তর্জনীমূলসংশ্রিতঃ।
ঋজবোহঙ্গুলয়ঃ শ্লিষ্টাঃ স পতাক ইতি স্মৃতঃ ॥৩২...
পতাকাভিনয় স্পর্শাদিক বহু স্থানে
ইহা নানা প্রকারেতে নৃত্যজ্ঞ বাখানে ॥৩২৬৯

হস্তাভিনয়ে যে সকল এক হস্তে করা হয়; তাহাদিগকে অসংযুত, এবং দুই হস্ত দ্বারা যাহা করা হয়; তাহাকে সংযুত বলা হয়। ৩...

যাহারা কেবলমাত্র নৃত্যকালে অবস্থান করে, কিন্তু বস্তু নির্দেশ করে না; অঙ্গভঙ্গী সহিত হস্তাভিনয়কে নৃত্য হস্ত বলে ॥৩২...
উত্তান, পার্শ্বগ ও অধোমুখকে ভরত মুনি ত্রিবিধ হস্ত সঞ্চার বলিয়াছেন ॥৩২৫৫

পতাক, ত্রিপতাক; অর্ধচন্দ্র কর্তরীমুখ, অরালমুষ্টি; শিখর; কপিথ, খটকামুখ, শুকতুণ্ড কাঙ্গুল, পদ্মকোষ, পল্লব, সূচিমুখ; সর্পশিরা; মৃগশীর্ষক, হংসাস্য, হংসপক্ষ; ভ্রমর, মুকুল, উর্ণনাভ, সংদংশ; তাম্রচূড়, ও কবি—এই চব্বিশ প্রকারের অসংযুতহস্ত ... হইয়াছে ॥ ৩২৬০—৩২৬২

তথাহি—

এষ স্পর্শে চ পেটে চ পতাকা তালিকাদিষু।
জ্বালাস্বর্ধগতাস্তস্যাঙ্গুল্যঃ প্রবিরলাশ্চলাঃ ॥৩২৭০

ধারাস্বধোগতা পক্ষিপক্ষে তস্য কটিস্থিতিঃ।
উর্ধ্বং গচ্ছন্নুচ্ছ্রিতেষু পুষ্করে গ্রহণে ত্বধঃ ॥৩৩৭১

উর্ধ্বং গচ্ছন্ কটিক্ষেত্রাৎ উৎক্ষেপাভিনয়ে করঃ।
কটিক্ষেত্রাৎ কটিস্থান ইত্যর্থঃ ॥৩২৭২

আভিমুখ্যেমুখক্ষেত্রমাগচ্ছন্নিজপার্থতঃ।
কম্প্রঃ পার্শ্বে নিষেধে চ পার্শ্বে বিভজনে পৃথক্
৩২৭৩

পতাকশ্চ শনৈর্ঘর্ষোন্মর্দনে মার্জনে তথা।
শিলাদিস্থূলবস্তুনাং ধারণোৎপাটনাদিষু
উচ্ছ্রিতৌ বিচ্যুতৌ কার্যাবেতাবন্যোহন্যসম্মুখৌ ॥
(উচ্ছ্রিতৌচ্ছ্র উচ্চগতৌ ইত্যর্থঃ।)

অধোগতোচ্ছ্রিতঃতলাঙ্গুলির্বায়ুমিবেগয়োঃ।
সরঃপল্বলনির্দেশৈঃ স্বস্তিকীভূয় বিচ্যুতা ॥৩২৭৫
(সরপল্বলঃ ক্ষুদ্রপুষ্করিণীত্যর্থঃ।)

কার্যঃ পতাকো বিশ্লিষ্য স্বস্তিকাকারতাং গতৌ।
ছেদনে গোপনাদর্শরাচনপ্রোঞ্ছনেষু চ ৩২৭৬
(প্রোঞ্ছনে পোঁছনে ইতি ভাষা ইত্যর্থঃ)

অধোমুখোত্তানতলৌ হস্তৌ কিঞ্চিৎ প্রসারিতৌ।
কৃত্বা প্রদর্শয়েদ্বেলাং বিলংগ্রাহং গৃহং গুহাম্ ।৩২৭৭

যদ্যপি নির্বিশেষেণ হস্তপ্রয়োগা উক্তাস্তথাপি
লোক প্রযুক্তিমনুসৃত্যৈব প্রযোজ্যম্ ॥ ৩২৭৮

তদুক্তম্—
লোকপ্রয়োগগমুদ্বীক্ষ্য নাট্যাঙ্গমুপজীব্য চ।
তত্তচ্চেষ্টানুসারেণ হস্তকান সংপ্রযোজয়েৎ ॥
ঘর্ষণাচ্ছেদনাদর্শবিভাগাদৌ স্ফুটং হি তৎ ॥ ৩২৭৯
ইতি পতাকঃ ॥

অপর অসংযুতের মধ্যে উপাধান, সিংহমুখ, কদম্ব ও নিকুঞ্জক-এই চারি প্রকার অধিক বলা হয় ॥ ৩২৬৭

দামোদর এই অসংযুতা হস্তা ত্রিংশৎ সংখ্যক উক্ত হইয়াছে। অর্থ বশতঃ এই অসংযুত-ই সংযুত হয় ॥ ৩২৬৪

যাহার অঙ্গুষ্ঠ বক্র, তর্জনী মূলাশ্রিত থাকে, অঙ্গুলী সকল সরল ও সংযুক্ত থাকে; তাহা পতাক বলিয়া কথিত হয় ॥
৩২৬৮

এই পতাকাভিনয় স্পর্শ স্থানে ও পেটস্থানে হয়। তাহার অঙ্গুলি সমূহ পতাকা—তালিকাদিতে ও জ্বালায় অর্ধগমন করতঃ স্বল্প চঞ্চল হয়। পক্ষিপক্ষে তাহার কটিস্থিত ধারা অধো গমন করে। উৎক্ষেপাভিনয়ে কর উচ্ছ্রিতস্থানে উর্ধ্বে গমন করে। কিন্তু পুষ্কর স্থানে অধঃ এবং কটিস্থানে উর্ধ্ব গমন করে ॥ ৩২৭০-৩২৭২

আভিমুখ্যে কম্পন নিজপার্শ্বে মুখস্থানে আগমন করে। পার্শ্ব ও নিষেধ স্থানে কম্পন হয়। কিন্তু পার্শ্ব ও বিভাজনে পৃথক হয়। ঘর্ষোন্মর্দনে ও মার্জন স্থানে ধীরে ধীরে পতাক কর্ত্তব্য। শিলাদি স্থূলবস্তুর ধারন ও উৎপাটনাদি স্থানে পরস্পর সন্মুখে উচ্ছ্রিত ও বিচ্যুত করা কর্ত্তব্য ॥ ৩২৭২—৩২৭৪

উচ্ছ্রিত তলাঙ্গুলি বায়ুবেগ ও তরঙ্গবেগে অধোগমন করে এবং ক্ষুদ্র পুষ্করিনী নির্দ্দেশে স্বস্তিক হইয়া বিচ্যুত হয় ॥ ৩২৭৫

গতিবিষয়ে স্বস্তিকরূপতা বিশ্লেষ করিয়া পতাক করা কর্ত্তব্য। ছেদন স্থানে গোপন আদর্শ বচন ও প্রোঞ্ছন স্থানে অধোমুখ ও উত্তান তলযুক্ত হস্তদ্বয়কে কিঞ্চিত বিস্তার করিয়া বেলা বিল গ্রাহ গৃহ ও গুহা প্রদর্শন করিবে ॥ ৩২৭৬—৩২৭৭

ঐছে ত্রিপতাকাদি নৃত্যজ্ঞ নিরূপয় ।
ইথে যে কৌতুক তাহা অজ্ঞে কি বুঝয় ॥ ৩২৮০

ইত্যসংযুতহস্তাঃ অথ প্রাপ্তক্রমং সংযুতমাহ ॥ ৩২৮১

সংযুতহস্তক ত্রয়োদশ নিরূপয় ।
অঞ্জলি কপোত কর্কট স্বস্তিকাদয় ॥ ৩২৮২

তথাহি—

অঞ্জলিশ্চ কপোতশ্চ কর্কটঃ স্বস্তিকস্তথা ।
দোল পুষ্পপুটোৎসঙ্গ খটকা বর্দ্ধমানকঃ ॥ ৩২৮৩

গজদন্তশ্চাবহিথো নিষধো মকরস্তথা ।
বর্দ্ধমানশ্চেতি হস্তাঃসংযুতাঃ স্যুস্ত্রয়োদশ ॥ ৩২৮৪

অত্রাঞ্জলিঃ—

পতাকা দ্বিহস্ততলসংশ্লিষ্ট অঞ্জলি ।
দেবাদি নমস্কারাদি ক্রিয়া যুক্তাঙ্গুলি ॥ ৩২৮৫

তথাহি—

পতাকো হস্ততলয়োঃ সংশ্লিষ্টশ্চেত্তদাঞ্জলিঃ ।
নমস্কারে দেবতানাং শিরঃস্থাহয়মুদীরিতঃ ॥৩২৮৬
গুরূণান্তু নমস্কারে মুখক্ষেত্রগতো ভবেৎ ।
নমস্কারে তু বিপ্রাণাং হৃদিস্থঃ সদ্ভিরিষ্যতে
॥ ৩২৮৭

অন্যেষ্বনিয়মো জ্ঞেয়স্ত্রিভিঃ কার্য্যো যথেষ্টতঃ । ৩২৮৮
ইত্যাদি

কপোতাদি সংযুত লক্ষণ বহু হয় ।
বিবিধ প্রকার নৃত্যবিজ্ঞ বিস্তারয় ॥ ৩২৮৯

অথ নৃত্যহস্তাঃ—

নৃত্যহস্তা নৃত্য উপযোগী মাত্র হয় ।
এ ত্রিংশৎ প্রকার দ্বাত্রিংশ কেহো কয় ॥ ৩২৯০

চতুরস্র উদ্বৃত্তাদি ত্রিংশৎ প্রকার ।
এ সভার লক্ষণাদি শাস্ত্রে সুপ্রচার ॥ ৩২৯১

তথাহি —

চতুরস্রাবথোদ্বৃত্তৌ হস্তৌ তেন মুখাভিধৌ ইত্যাদি
॥৩২৯২

হস্তক অনন্ত বিজ্ঞে দিগ্ দর্শাইল ।
আর যে যে হস্তক প্রকারে বিস্তারিল ॥ ৩২৯৩

যদ্যপি নির্বিশেষে হস্ত প্রয়োগ উক্ত তথাপি লোক প্রযুক্তি । অনুসারে করা কর্ত্তব্য ।। ৩২৭৮

লোক প্রয়োগ অনুসারে ও নাট্যাঙ্গ আশ্রয় করিয়া সেই চেষ্টা অনুসারে হস্ত প্রয়োগ কর্ত্তব্য । যখন ছেদন আদর্শ বিজ্ঞ স্থানে স্পষ্টরূপে হস্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে ।। ৩২৭৯

অন্তর সংযুতহস্তা ক্রমানুসারে সংযুত উক্ত হইতেছে ।। ৩২৮১

অঞ্জলি, কপোত, কর্কট, স্বস্তিক, দোল, পুষ্পপুটোৎসঙ্গ, খটক, বর্দ্ধমানক, গজদন্ত, অবহিথ, নিষধ, মকর ও বর্দ্ধমান এই ত্রয়োদশটি সংযুতা হস্তা ।৩২৮৩-৩২৮৪

যদি পতাক হস্ততল সংযুক্ত হয়, শিরঃস্থ বলিয়া কথিত হয় । কিন্তু গুরু নমস্কারে মুখস্থান গত হয় এবং বিপ্র নমস্কারে হৃদিস্থ হয়, ইহা সাধুগন বলিয়া থাকে । আর অন্যান্য অনিয়ম জানিবে । ইচ্ছামত যে কোন তিনটির দ্বারা নমস্কার করা কর্ত্তব্য। ৩২৮৬-৩২৮৮

চতুরস্র উদ্বৃত্তাদি ত্রিংশৎ প্রকার নৃত্যহস্ত কথিত হয় ।৩২৯২

তথাহি—

দ্বিত্ত মাত্রদর্শনায়েত্তে ময়োক্তা হস্তকা ইমে।

আনন্ত্যাদভিনেয়ানাং সন্ত্যনন্তা পরে করা॥ ইতি হস্তঃ॥৩২৯৪

অথ কটিমাহ—

কটি-অভিনয় পঞ্চ কম্পিতোদ্বাহিত।

ছিন্না বিবৃতা রেচিতা লক্ষন বিদিত।

তথাহি

কম্পিতোদ্বাহিতছিন্না বিবৃতা রেচিতা তথা॥

কটী পঞ্চবিধা প্রোক্তেতি॥ ৩২৯৬

অথ পদম্—

পদ সম অঞ্চিত কুঞ্চিত সূচ্যাদয়।

ত্রয়োদশ প্রকার নৃত্যাঙ্গ নিরূপয়॥ ৩২৯৭

তথাহি—

সমোহঞ্চিত কুঞ্চিতশ্চ সূচ্যগ্রতলসঞ্চরঃ।

মর্দিতোদ্ঘট্টিতৌ চেত্যগ্রগঃ পার্শ্বগপার্ষ্ণিগৌ ৩২৯৮

তাড়িতোদ্ঘট্টিতোচ্ছেধ উদ্ঘাটিত ইতি ক্রমাৎ।

ত্রয়োদশবিধ প্রোক্তশ্চরনা নৃত্যকোবিদৈঃ। ৩২৯৯

স্বভাবেন স্থিতো পাদৌ সম পাদোহভিধীয়তে ৩৩০০॥ ইতি সপ্তাঙ্গানি

প্রত্যঙ্গ উপাঙ্গে অভিনয় যে প্রকার।

নৃত্যাঙ্গগণেতে তাহা করিল বিস্তার॥ ৩৩০১

আর যে যে নাট্যক্রিয়া প্রচারিল ইথে।

সে সকল বিস্তারিয়া নারি জানাইতে॥ ৩৩০২

ওহে শ্রীনিবাস! রাসে ব্রজেন্দ্র তনয়।

ব্রহ্মাদি দুর্জ্ঞেয় যাহা তাহা প্রকাশয়॥৩৩০৩

অঙ্গ অভিনয়ের উপমা নাই দিতে।

নানা ভাব প্রকাশয়ে অশেষ ভঙ্গিতে॥ ৩৩০৪

শ্রীরাধিকা রাধিকার সখীগন যত।

প্রকাশয়ে ভঙ্গি তা কহিবে কে বা কত॥ ৩৩০৫

পরম অদ্ভুত শোভা কহিল না হয়।

সখীগণ মধ্যে রাই কানু বিলসয়। ৩৩০৬

কহিতে কি দোঁহার মাধুর্য মনোহর।

বিবিধ প্রকারেতে বর্ণয়ে বিজ্ঞবর॥ ৩৩০৭

তথাহি গীতে॥ শ্রীকৃষ্ণস্য যথা রাগঃ

রাসবিনোদিয়া শ্যাম রায়।

ভঙ্গিতে ভুবন মুরুছায়॥ ৩৩০৮

দলিত অঞ্জন ঘন ঘটা।

জিনি সুকোমল অঙ্গ ছটা॥ ৩৩০৯

ময়ূর চন্দ্রিকা শিরে শোহে।

যুবতীগণের মন মোহ॥ ৩৩১০

বিচিত্র তিলক চারু ভালে।

কে না ভুলে অলক অরালে॥ ৩৩১১

দুই ভুরু কামের কামান।

আঁখি কোণে শরের সন্ধান ৩৩১২

আমি কেবল স্বল্পমাত্র প্রদর্শার্থ এই হস্ত সকল বলিলাম। যেহেতু অভিনয়ে বিষয় অনন্ত হস্ত সকল ও অনন্ত হইয়া থাকে॥ ৩২৯৪

কম্পিতা, উদ্বাহিতা, ছিন্না, বিবৃতা তথা রোচিতা—এই পঞ্চবিধা কটি কথিত।৩২৯৬

নৃত্যবিদ্‌গন সম, অঞ্চিত, কুঞ্চিত সূচ্যগ্রতল সঞ্চর মর্দিত উদ্ঘাটিত—অগ্রগ, পার্শ্বগ, তাড়িত, উদ্ঘট্টিত, উচ্ছেধ, উদ্ঘাটিত এই ত্রয়োদশ প্রকার পদ নৃত্য বলিয়াছেন। স্বাভাবিক ভাবে স্থিত পাদদ্বয়কে সম বলা হয়।৩২৯৮-৩৩০০

চঞ্চল কুণ্ডল শ্রুতিতটে।
দোলয়ে মুকুতা নাসা পুটে ॥ ৩৩১৩
বদন চন্দ্রমা চারি দেশে।
ঘরিষে অমিয়া হাসি লেশে ॥ ৩৩১৪
পরিসর বুকের মাধুরী।
করয়ে ধৈরজ ধন চুরি ॥ ৩৩১৫
গলে বিলসয়ে বনমালা।
হেরি হিয়া ধরে কি অবলা ৩৩১৬
ভুজার বলনি প্রাণ হরে।
জগত মাতায় কৃশোদরে ॥ ৩৩১৭
বসন ভূষন সাজে ভালি।
উরু নিন্দে উলটি কদলী ॥ ৩৩১৮
বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায়।
নরহরি নিছনি তাহায় ॥ ৩৩১৯

যথা রাগ ॥ অথ শ্রীরাধিকায়া

রাসবিলাসিনী রাই রাসে।
সখী মাঝে বিলসে শ্যামের বাম পাশে ॥ ৩৩২০
আহা মরি রূপের কি ছটা
আলো করে জগ জিনি উপমার ঘটা ॥ ৩৩২১
বদনে চান্দের মদ নাশে।
অমিয়াগরব হরে সুমধুর হাঁসে ॥ ৩৩২২
ভুরু দুটি ভ্রমরের পাঁতি।
কমলনয়ন কোণে ভঙ্গি নানা ভাতি ॥৩৩২৩
নাসার বেশর ভাল সাজে।
কি নব সিন্দুর বিন্দু ললাটের মাঝে ॥ ॥৩৩২৪
শ্রবনে তাড়ক মনোরমা।
কনক দর্পণ নিদে গণ্ড সুষমা ॥৩৩২৫
বলয়া কঙ্কণ করে শোহে।
কাঁচুলিঅঙ্কিত কুচ কানু মন মোহে ॥৩৩২৬
কিঙ্কিণি বলিত মাজা ক্ষীণ
পরিধেয় বিচিত্র বসন তনু লীন ॥৩৩২৭
ললিত নিতম্ব উরুদেশ
যে গড়িল তার কি রহিল প্রতি লেশ ॥৩৩২৮
মণিময় নূপুর চরণে।
নরহরি নিছনি সু নখের কিরণে ৩৩২৯
রাই কানুসখী সহ বিবিধ প্রকারে।
শ্রীবৃন্দাদেবীর মনোরথ পূর্ণ করে ॥৩৩৩০
কিবা রঙ্গ উপজয়ে শ্রীরাসমণ্ডলে।
মৃদঙ্গাদি নানা বাদ্য বাজে এক মেলে ॥৩৩৩১
নাচয়ে রসিক শিরোমণি শ্যামরায়।
কত সাধে সে নৃত্যমাধুরী কবি গায় ॥৩৩৩২

গীতে যথা ॥ রাগঃ কেদারঃ ॥

নৃতত্যত ব্রজনাগর রস সাগর সুখধামা।
ঝমকত মঞ্জীর চরণ নানা গতি তাল ধারণ
ধৈরজ ভর হরণ ভুরি ভঙ্গিম নিরুপামা ॥৩৩৩৩
ললনাকুল কৌতুকধৃত বিবিধ ভাঁতি হস্তক নত
ললনাকুল কৌতুক ধৃত, বিধি ভঁতি হস্তক নত
মস্তক অভিনয় নব—শিখিপিঞ্ছ বলিত বামা।
মঞ্জু বদন রদনচ্ছদ নিরসই চন্দ্র অ.ণ মদ
কুন্দ বদন দমকত মধুরস্মিত কামা ॥.৩৩৪
চারু পাঠ উঘটত কত ধা ধা ধিকি ধিকি তত তত
থৈ থৈ থৈ থোঃ দি দৃমিকি দৃমিকট দিদি দ্রামা।
তাত্তা তক থোঙ্গ থোঙ্গ থবি কুকুধা ধিলঙ্গ
ধিক্কট ধিকি কট ধিধি কট ধিধি ধিল্লি লিলি ললাম
কটি ভূষণ ধ্বনি রসাল লম্বিত উর পুহপ মাল
দোলত অলকালি ভাল ভালয় অভিরামা
ঝলকত শ্রুতি কুণ্ডল মণি চঞ্চল নব খঞ্জন জিনি
কঞ্জনয়ন চাহনি নিরমঞ্জন ঘনশ্যামা ॥৩৩৩৬

পুনঃ কেদারঃ

শ্যাম রসময় রাসমণ্ডল মধ্যে লসত সু ভঙ্গিতে।
ললিত বেশ বিলাস অতিশয় নিপুন নব নব সঙ্গীতে
৩৩৩৭

জাতি শ্রুতি স্বরগ্রাম মূরছন তান সরস প্রকাশই।
থোদিত কত থৈতা থৈ থৈ বদত মৃদু মৃদু হাসই॥
৩৩৩৮

মঞ্জু বদন ময়ঙ্ক ঝলকত মদন মদভর ভঞ্জয়ে।
লোল লোচন কঞ্জ চাহনি যুবতিগণ হৃদি রঞ্জয়ে॥
৩৩৩৯

ঝম নন নম শব্দকৃত মঞ্জীর চরণে বিরাজই।
নিছনি নরহরি মধুর নৃত্যে মৃদঙ্গ দৃমি দৃমি বাজই॥
৩৩৪০

পুনঃ ভূপালী

নাচয়ে রসিক শ্যামরায়।
দেখি কে না পরাণ জুড়ায়?৩৩৪১
কি মধুর ছান্দে মৃদু হাসে।
যুবতি ধৈরয ধর্ম নাশে॥৩৩৪২
দোলয়ে কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
গণ্ডের ছটায় কেবা ভুলে॥৩৩৪৩
করয়ে কত না অভিনয়।
যে হাতে মদন পরাজয়॥৩৩৪৪
চঞ্চল দীঘল আঁখি কোণে।
কি রস ঢালয়ে কেবা জানে॥৩৩৪৫
চরণে কমলে তাল ধরে।
নূপুরের ধ্বনি প্রাণ হরে॥৩৩৪৬
তা থৈ তা থৈ থৈ থৈয়া।
কহে কি ভঙ্গিতে রৈয়া রৈয়া।৩৩৪৭
দৃমি দৃমি মাদল বাজয়ে।
নরহরি পরাণ নিছয়ে॥৩৩৪৮
ওহে শ্রীনিবাস রাইনৃত্য চমৎকার
কবিগণ বর্ণে কিছু নাহি পায় পার॥৩৩৪৯

তথাহি গীতে॥ কেদারঃ॥

নৃত্যতি রাধা রতি-ভর-ভঙ্গিনী গজগামিনী
মঙ্গলময় হীন মলিন কোমল কালিন্দী পুলিন।
ধনি ধান ধনি নির্ম্মল বর সরস পুলিন যামিনী॥ ৩৩৫০
বাজত মুহুস্তর মৃদঙ্গ ধিগি ধিগি তগ থলঙ্গ,
ধা দৃগু দৃগু তেত্রাং দৃমি দৃমি দৃমি ভ্রামিণী।
ঝুনু ঝুনু পগ নূপুর ধ্বনি
কাঙ্কণি কাচ ঝিনি নিনি নিনি
ঝঙ্কৃত কর বলয় ঝনন ঝনন অভিরামিণী৩৩৫১
প্রফুল্লত মুখ কঞ্জ বসন দশনাবলি ললিত হসন
নিগদত তক থৈ থৈ থৈ তক সুখধামিনী।
সুললিত মণিভুষণগন গীম ধুনত কৌতুক ঘন
লোল লোচনাঞ্চল ভরু
অলক কুল ললামিনী॥৩৩৫২
চামীকর গরব হরণ পরম মধুর মধুরিমঙ্কন
আবৃত বসনাঞ্চল চল ঝলকত অনুপামিনী।
হস্তক বহুভাঁতি করত শোভা রসপুঞ্জ ঝরত
নরহরি বহু নিছনি নিরখি—
লজ্জিত সুরকামিনী॥৩৩৫৩

পুনঃ কর্ণাটঃ

নৃত্যতি রাসবিলাসিনী রাধা।
বাজত মৃদঙ্গ থিক থিক ধা ধা॥ ৩৩৫৪
ঝলকত অঙ্গ কিরণ মনহরই।
মুখ শশি হসনি অমিয় যনু ঝরই॥৩৩৫৫
উঘটত থৈ থৈ থিকি তক্ক থেয়া।
আই অতি অই আতি ওইঅ তেয়া॥৩৩৫৬
কঞ্জ নয়ন গতি খঞ্জন দলয়ে।
অভিনয় কৃতকর শোভিত বলয়ে॥৩৩৫৭

কিঙ্কিনী মুখর বলিত কট ক্ষীণা।
পহিরণ বসন তরল তনুলীনা ॥৩৩৫৮
ঝনন ঝলিত মণি নূপুর চরণে।
নরহরি নিছনি ললিত পগ ধরনে ॥৩৩৫৯

পুন কামোদ

নাচে রাই রমণীর মণি।
চরনে নূপুর বাজে কটিতে কিঙ্কিণী।৩৩৬০
ফণি জিনি বেনী পিঠে দোলে।
গ্রীবার ভঙ্গিমা কিবা রসের হিল্লোলে ॥৩৩৬১
কি মধুর অভিনয় করে।
তাথৈ তা তা থৈয়া থৈয়া কহি তাল ধরে ॥৩৩৬২
বদনে চান্দের মদ নাশি।
হাসিতে বরিষে কি অমিয়া রাশি ॥৩৩৬৩
আঁখি অভিনয় কত ছান্দে।
মাতায় মদন ভুপ বরজের চান্দে ॥৩৩৬৪
নরহরি কিদিব উপমা
জগতে করয়ে আলো অঙ্গের সুষমা ॥৩৩৬৫
ওহে শ্রীনিবাস রাই কানু কত রঙ্গে।
করয়ে অদ্ভুত নৃত্য ললিতাদি সঙ্গে ॥৩৩৬৬

তথাহি গীতে কেদার

আজু রাস বিলাস অতিশয় শ্যাম শোহত পরম রসময়
রাধিকা কর কঞ্জহি মহীধর চরন রঞ্জনা।
হসিত বদনে সুপাট উঘটত থৈ তাথৈ থৈ তাথৈ ততথো
দিদি দিগণ হস্ত অভিনয় মদন মদভয় ভঞ্জনা।
॥৩৩৬৭
রমণীমনি নিজপ্রাণ প্রিয়মুখ নিরখি বাঢ়ত গাঢ় মনসুখ
বিপুল পুলকিত গাত্ত পদতল তালধৃত গতি চঞ্চলে
বাদত দৃমি নৃমিকি দৃমিধা
থৈ তথৈ তত থৈ তথৈ থা
থুং নুং মুং রসপুঞ্জ বরষত
লোল লোচন অঞ্চলে ॥৩৩৬৮
যুগল ছবি অবলোকি প্রমুদিত
নিছই জলধর তড়িত

অতুলিত

নৃত্যরত ললিতালি লহু লহু গীম ধুনত সুতলিত
মধুর সুর কত ভাঁতি উচরত
থৈ তাথৈ থৈ দৃমিকি দৃমি তথে
দিগ দিগ দিগ দিগ থৈ তাথৈ
প্রবীণাতিশয় সহ সুসঙ্গীতে ॥৩৩৬৯
বনি সুবেশ বিশাখিকা দিক
নটত ঘন তাধিক ধিগিতি রটত
ধিগিতি ধিগি ধিগি ধিক থৈকট
ধা ধি নি নি নি নিনি ধিন্নি না
দৃমিকি দৃমি মৰ্দ্দল ধ্বনি
হর ধ্রুত ঘনশ্যাম ভণি অনিবার
তি অই অইতি অইআ
আইঅত্তি অইঅ ত্তিন্না ॥৩৩৭০

পুনঃ কেদারঃ

আজু কি নব পুনিম নিশা।
যমুনা পুলিন ঝলকই রাসে
শশি উজোর এ দিশা ॥৩৩৭১
রাইকানু কি মধুর ছাঁদে।
নাচে দুহু অঙ্গে অঙ্গ
হেলাইয়া ভুজা আরোপিয়া কাঁধে ॥৩৩৭২
তিলে তিলে কি কৌতুক চিতে।

দোঁহে বায় বাঁশী
মিশাইয়া মুখ তার কি উপমা দিতে ॥ ৩৩৭৩
চারু নয়নে নয়ন নিয়া ।
অধরে অধর পরশয়ে রস
আবেশে উলাস হিয়া ॥৩৩৭৪
বাম দক্ষিণ যুগল করে ।
প্রকাশয়ে কত ভাঁতি
অভিনয় মদন ধৈরয হরে ॥ ৩৩৭৫
তা তা তাথৈ তাথৈ কহে ।
অনিবার রব বদনচান্দে
কি অমিয়া ধারা বহে ॥ ৩৩৭৬
দৃমি দৃমিকি মৃদঙ্গ বাজে ।
মহীতলে তাল ধরয়ে
রনে কি নব নূপুর সাজে ॥ ৩৩৭৭
ললিতাদি দেখি সে না শোভা ।
নটন ভঙ্গিতে গায় নানামতে
নরহরি মনলোভা ॥৩৩৭৮

ওহে শ্রীনিবাস রাস বিলাস বিশেষ ।
বর্ণে কবিগণ যাতে আনন্দ অশেষ ॥ ৩৩৭৯
এ সব শ্রবনে নানা অমঙ্গল নাশে ।
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম মিলে অনায়াসে ॥ ৩৩৮০
শ্রীরাসবিলাসী কৃষ্ণ ভুবনমোহন ।
যমুনায় জলকেলি করে কতক্ষণ ॥ ৩৩৮১
তাহে যে কৌতুক তাহা কে বর্ণিতে পারে ।
রচয়ে বিচিত্র বেশ এই কুঞ্জাগারে ॥ ৩৩৮২
দোঁহে মহারঙ্গে এথা করয়ে শয়ন ।
নিশান্ত-সময়ে জাগায়েন সখীগণ ॥ ৩২৮৩
দোহে সখীসহ নিজ নিজ গৃহে যান ।
দোঁহার বিচ্ছেদে দোঁহে না ধরে পরাণ ॥৩৩৮৪
সখীগণ নানারূপে দোঁহে প্রবোধয় ।
দোঁহে নিজ গৃহে সুতি স্বপেতে মিলয় ॥ ৩৩৮৫

তথাহি গীতে—

সখীসহ রাই শ্যামরায় ।
বিপুল বিলাস রাসে উল্লাস হিয়ায় ॥ ৩৩৮৬
জলকেলি করিবার তরে ।
প্রবেশি যমুনাজলে কত ভঙ্গি করে ॥ ৩৩৮৭
পরস্পর বারি বরিষয় ।
ভিজয়ে বসন তনু লীন শোভাময় ॥৩৩৮৮
লাজে ধনি চাহি শ্যাম পানে ।
লুকায় অগাধ জলে কমলের বনে ॥৩৩৮৯
কালিয়া সে বিভোল প্রেমেতে ।
চুম্বয়ে কমল রাইমুখের ভ্রমেতে ॥৩৩৯০
ললিতাদি সখী চারিপাশে ।
দেখিয়া শ্যামের রঙ্গ মুহু মুহু হাসে ॥৩৩৯১
রাই সখী ইঙ্গিত পাইয়া ।
দাঁড়ায় শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া ॥৩৩৯২
বাঢ়য়ে কৌতুক তিলে তিলে ।
করি জলকেলি উঠে যমুনার কূলে ॥৩৩৯৩
পিয়ে মধু মদনে মাতিয়া ।
সুরত সমর সুখে উথলয়ে হিয়া ॥৩৩৯৪
নিশি শেষে নিকুঞ্জ হইতে ।
চলে সচকিত গতি অলখিত পথে ॥৩৩৯৫
দোঁহে নিজ নিজ গৃহে গিয়া ।
সুতয়ে বিচ্ছেদ দুঃখে ব্যাকুল হইয়া ॥৩৩৯৬
স্বপনে মিলয়ে মোদ চিতে ।
নরহরি নিছনি এ দোঁহার পীরিতে ॥৩৩৯৭

পুনঃ আসি বিলসয়ে এই কুঞ্জাগারে ।
ক্রমে কবি বর্ণে ইহা বিবিধ প্রকারে ॥৩৩৯৮

কুঞ্জাদেগোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশনাদ্যাং
প্রাতঃ সায়ক লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবে চারয়ন গাঃ।
মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়াদ্ধা পরাহ্নে
গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদো যঃ স কৃষ্ণোহবতান্নঃ ॥৩৩৯৯

গীতে যথা—

রজনী শেষ, নবকুঞ্জে শয়ন,
ব্রজ ভুবন শ্যামগোরি নবলেহ।
কৌতুকে জাগি, কঠিন গুরুজন ভয়ে,
চলু অতি তুরিহ সুতহি পুন গেহ ॥৩৪০০
স্নানাদিকরত, প্রাতে ধনী যশোমতী,
গৃহ গতকৃত রন্ধন সখীসঙ্গ।
গোদোহন করু স্নান কানু সুখে,
গনসহ ভুঞ্জি শয়নের বহু যঙ্গ ॥৩৪০১
পূর্বাহ্ণে বন গমন ধেনু-সহ
বিলসি চপল চলু কুণ্ডকতীর।
প্রিয় অদর্শন সহি পুন ধনী নিজ।
প্রেষিত দূতী-পথ নিরিখে অথির ॥৩৪০২
মধ্যাহ্নে সখী-সহ সুন্দরী নিজ
কুণ্ড নিকট প্রিয় মিলনে উলাস।
বংশীহরন মধু-পান স্নান রবি-
পূজন অরু কত বিবিধ বিলাস ॥৩৪০৩
গৃহ চলু গোরী, সাজি অপরাহ্ণহি,
সখীসহ প্রিয়পথ রহই নেহারি।
ধেনু সখা সঙ্গে শ্যাম গমন গৃহ,
ও মুখ লখি ব্রজজন সুখ ভারি ॥৩৪০৪
সাঝনু সময়ে, জননী করু লালন
গোদোহ আদিক ধহু রঙ্গ।
রাইক প্রেষিত, বিবিধ দ্রব্য সুখে
ভুঞ্জই প্রিয় সুবলাদিক সঙ্গ ॥৩৪০৫
সময় প্রদোষে, সাজি ব্রজনাগর,
শুনি শুনি গান গমন করু কুঞ্জ।
রাই রমনী মনি বনী অলখিত গতি,
সখীসহ শ্যাম মিলনে সুখ-পুঞ্জ ॥৩৪০৬
মধুর নিশা নব-নৃত্য গীতরত,
রাসবিলাস ভুবনে অনুপাম।
কুঞ্জভবনে রতি-কেলিকলহ দুহুঁ;
শয়ন সেবই সুখে সখী ঘনশ্যাম ॥৩৪০৭
ওহে শ্রীনিবাস এই যমুনার কূলে।
ঝুলে কৃষ্ণ প্রিয়াসহ বিচিত্র হিন্দোলে ॥৩৪০৮

গীতে যথা। মল্লার ॥

আজু ঝুলত নাগর-রাজ।
মহামঞ্জু নিকুঞ্জকি মাঝ ॥৩৪০৯
নবনির্মিত রতুহি ডোর।
তহি রাজত রঙ্গ বিভোর ॥৩৪১০
বাম ভাগেতে সুন্দরী শোহে।
শ্যাম সুন্দরের মনমোহে ॥৩৪১১

যিনি রজনী শেষে কুঞ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করেন, গোদোহন ও অন্নভোজনাদি লীলা প্রাতঃ ও সায়ংকালে করেন, পূর্বাহ্ণে গোপালন বয়স্যগনের সঙ্গে ভ্রমন, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে বিপিনে শ্রীরাধার সহিত বিলাস, অপরাহ্নে গোষ্ঠে গমন, প্রদোষে সুহৃদ্‌গনকে আনন্দ প্রদান করেন; সেই কৃষ্ণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥৩৩৯৯

দুহুঁ রূপ নিরূপম ছটা !
দূরে দামিনী জলদ ঘটা ॥৩৪১২
হেমমনি বিভূষন গায় ।
অতি বিচিত্র বসন তায় ॥৩৪১৩
গলে দোলে সুললিত হার ।
নেত্রভঙ্গি কি উপমা তার ॥৩৪১৪
মুখচন্দ্রে সুমধুর হাসি ।
অনিবার ঝরে সুধারাশি ॥৩৪১৫
দোঁহে অধরে অধর দিয়া ।
রহে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ৩৪১৬
ললিতাদি সখী চারিপাশে ।
রঙ্গ দেখি কি আনন্দে ভাসে ॥৩৪১৭
হাসি ঝুলায়ই মন্দ মন্দ ।
মিলি গায়ই গীত সুছন্দ ॥৩৪১৮
কেহ কেহ মৃদঙ্গাদি বায় ।
চারু চামর কেহ ঢুলায় ॥৩৪১৯
বরষা ঋতু রীতি অশেষ ।
বহে মন্দ সমীর সুদেশ ॥৩৪২০
বেড়ি বৃক্ষ লতা রুচিকারী ।
নানা পুষ্প প্রফুল্লিত ভারি ॥৩৪২১
ভ্রমে ভৃঙ্গধ্বনি পরতেক ।
শিখী কোকিল পক্ষ অনেক ॥৩৪২২
ঘন দাদুর শবদ বহু ।
রস-বাদর ঝুমি রহু ॥৩৪২৩
কহাঁকো উপমা নব থোর ।
ঘনশ্যাম সে কৌতুকে ভোর ॥৩৪২৪
দেখহ ফল্গুন খেলা স্থান শ্রীনিবাস ।
এথা রাইকানুর কি অদ্ভুত বিলাস ॥৩৪২৫

গীতে বসন্তঃ ॥

আজু পরম রঙ্গ হরষে শ্যাম রসিক রাজ !
বেশ বিরচি বিলসত নব কুঞ্জ ভবন মাঝ ॥৩৪২৬
রাধা বিধু বদনী বনী কি উপমা নহু থোরি ।
নাহ সমীপ ভঙ্গিম সঞে
সাজত রস ভোরি ॥ ৩৪২৭
ডারত দুহু ফাগু দুহুক অঙ্গ অরুণ ভেল ।
মৃগমদ চন্দন পরাগ কুঙ্কুম পুন দেল ॥ ৩৪২৮
সহচরীগণ হেরি দুহুক শোভা বহু ভাঁতি ।
বাজত কত যন্ত্র চরিত গায়ত মুদ মাতি ॥ ৩৪২৯
চঞ্চল মন মোহন ঘন ছাড়ত পিচকারী ।
ভীগল তনু বসন লাগি সচকিত সুকুমারী ॥ ৩৪৩০
ললিতা দলিতাঞ্জন জল নাগর শিরে ঢালে ।
হো হো হো হোরি উচরি
বিরচই করতালি ॥ ৩৪৩১
কেলিকলহ পটু নটবর কাহুক গহি আনি ।
চুম্বিত বদন কাহুক কুচ
কোমল ধরই পানি ॥ ৩৪৩২
কাহুক পরিরম্ভই বহু কহি সুমধুর বাত ।
লোচন-শর বরিষে পরশপর পুলকিত গাত ॥ ৩৬৩৩
এছে ফাগু খেলা সুখ কোন করব অন্ত ।
মানি সুকৃতি অতিশয় ঋতু রাজ ঋতু বসন্ত ৩৪৩৪
মঙ্গলময় জয় জয় পিক কহকত অনিবারি ।
ভণব কি ঘন শ্যাম বিমুল
কৌতুক বলিহারি ॥ ৩৪৩৫
ওহে শ্রীনিবাস মহাকৌতুক এথায় ।
রাই কুঞ্জদেবী হৈলা সখীর ইচ্ছায় ॥ ৩৬৩৬

গীতে যথা । যথা রাগঃ ॥

সুন্দরী সখীসহ করিয়া যুকতি
শ্যামে মিলিবারে চলয়ে রঙ্গে ।

নিকুঞ্জে প্রবেশি বৈসে একা সুখে
সুচারু বসন ঝাঁপিয়া অঙ্গে ॥ ৩৪৩৭
নাগরবর তরুতলে তরল
রাই পথ হেরে প্রেমের ভরে।
কুঞ্জেতে সে ধনী পানে চায়া ধায়া
যা য়া পুছে বৃন্দাদেবীরে ধীরে ॥ ৩৪৩৮
কহ কহ নব নিকুঞ্জে একাকী
কেবা বসিয়াছে অপূর্ব্ব বেশে।
হেন শোভা কভু না দেখি ভূমাঝে
উমার মুরতি উপমা কিসে ॥৩৪৩৯
শুনি বৃন্দা ব্রজরাজসুত প্রতি
কহে ইহ এই নিকুঞ্জে দেবী।
মোর যত পরাক্রম তাহা তুমি
জানিহ উঁহার চরণ সেবি ॥ ৩৪৪০
শুনি বাণী বিদগধ গতিপর
পরমাদর দরশ আশে।
চঞ্চলচিত্ত চারুকুঞ্জে গিয়া
দাঁড়ায় ও নব দেবীর পাশে ॥ ৩৪৪১
যুড়ি দুই কর কহে আজু সব
সাধ সিধি হবে তোমারে সেবি।
বঞ্চনা না করি কর দয়া সুখ
হবে নিবেদিয়ে শুনহ দেবী ॥ ৩৪৪২
মোর প্রাণ প্রিয়া হিয়ায় পুত্তলি
বৃষভানু সুতা রমণী মণি
তাঁর অদরশ না সহে পরাণে
কত শত যুগ ক্ষণেকে গণি ॥ ৩৪৪৩
তোঁহো কুলবতী অতিমুগ্ধ সদা
প্রাণ কাঁপে গুরুজনের ডরে।
তাহে শুভঙ্করী এই করো যেন
তাঁরে কেহো কিছু কহিতে নারে ॥৩৪৪৪
এত কহি কানু প্রণময়ে পদ
পরশি কুসুমঅঞ্জলি দিয়া।
তা দেখি ললিতাদি থাকিয়া গুপতে
হাসে অতিশয় পুলক গিয়া ॥ ৩৪৪৫
বৃন্দাদেবী কহে কি কর কালিয়া
এরূপ পূজনে কি ফল পাবে।
প্রতিঅঙ্গ দিয়া পূজ প্রতি অঙ্গ
তবে সে এ দেবী প্রসন্ন হবে ॥ ৩৪৪৬
শুনি শশিমুখী ঘুঙটে বদন রাখি
মৃদু হাসে আনন্দে ভাসি।
নেত্রকোণে নিবারয়ে যে বৃন্দাবে
সে প্রকাশয়ে পুন ঈষত হাসি ॥ ৩৪৪৭
মদনমদে মত্তিয়া নাগর
হেরি হাসি ভাসি আনন্দ জলে।
আইস আইস মোর প্রান প্রিয়া দেবী
ইহা বুলি তুলি করয়ে কোলে ॥ ৩৪৪৮
ললিতা লতামাঘ তেজিয়া নিকটে
আসি কহে কত বুঝাব আমি।
কুঞ্জদেবী বলি ভয় নাহি করো
বিপরীত রতি লম্পট তুমি ॥ ৩৪৪৯
ইথে দোষ না মানো ? শুনিয়া কহয়ে
যাবে দোষ তুরা পরশ পায়া।
ইহা শুনি নরহরি সহ সহচারী
হাসে মুখে বসন দিয়া ॥৩৪৫০
ওহে শ্রীনিবাস ! একদিন এইখানে।
হৈলা মহাব্যাকুল শ্রীকৃষ্ণ রাই বিনে ॥ ৩৪৫১
দূতীমুখে রাধিকার শুনিয়া গমন।
মহানন্দে মত্ত হইল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ৩৪৫২
নেত্রমন রাধিকাগমন পথে থুইলা।
আপনা না চিনে ঐছে বিহ্বল হইলা ॥ ৩৪৫৩

এথ রাধা প্রিয়সখীগণের ইচ্ছায়।
কৃষ্ণ আগে চলে চন্দ্রাবলী দূতীপ্রায় ॥ ৩৪৫৪

গীতে যথা। যথা রাগঃ ॥

রাধা সুধামুখী সুখী সখীগণে
রাখি কথোদূরে কৌতুক অতি।
প্রাণসম প্রিয়া পাশে চলে একা
অলখিত চন্দ্রাবলীর দূতী ॥৩৪৫৫
নিকুঞ্জে নাগর গর গর রাই
দরশন আশে বিভোর হৈয়া ॥
কত মনোরথ করে মনে মনে
পিয়া পথ পানে সঘনে চায়া ॥ ৩৪৫৬
তথা ভৃঙ্গগন ভ্রমে ভজি ভূরি
রঙ্গে রহে করি গুঞ্জর ছলা।
চন্দ্রাবলী দূতী ফিরে বনে কোনে
না জানিয়ে শুনি চমকে কালা ॥৩৪৫৭
হেনই সময় সে দূতী ত্বরিত
উপনীত পাশে চাহি তা পানে।
বিমরিষ মুখ মলিন বিষম
সঙ্কট জানিয়া ব্যাকুল মনে ॥৩৪৫৮
থির হৈয়া পুন, চাতুরী প্রকাশি
দূতী প্রতি কহে আদর করি ॥
যাহ তুয়া পাছে পাছে যাব বেগে
দূতি কহে ছাড়ি যাইতে নারি ॥৩৪৫৯
তুয়া বিনু চন্দ্রাবলী না জীয়য়ে
কি কর সে দশা দেখহ যা'য়া।
উঠ উঠ আর না সহে বিলম্ব
এত কহি পায়ে ধরয়ে ধায়া ॥৩৪৬০
পরশে পরম পরশন দূতী
কতরূপে ধৃতি ধরয়ে মেনো।
দূতী সুপরশ পাই শ্যাম শশী
বিবশ সাপিনী দংশয়ে যেনো ॥৩৪৬১
চঞ্চল লোচনে চাহে বৃন্দা প্রতি
কহে কহ ইকি হইল মোরে।
বৃন্দা কহে কেনে ভাবো ভাল হবে
বারেক দূতীরে করহ কোরে ॥৩৪৬২
শুনি সুচতুর মণি অনিবার
দূতী কোরে করি আনন্দে ভাসে।
দূরে থাকি তাহা দেখি সখী সব,
বৃন্দাবনে চায়া ঈষত হাসে ॥৩৪৬৩
ললিতা ললিত মল্লীবল্লী মধ্য
তেজি রোষে কহে ভ্রূভঙ্গি করি।
যাহ যাহ তথা এথা বৃথা স্থিতি
রীতি অনুপম সহিতে নারি ॥৩৪৬৪
কত বা না কর ও রতি লম্পট
সে সকল কথা রহিল দূরে।
চন্দ্রাবলী সহ যেরূপ তোমার
তাহা জানিলাম দূতীর দ্বারে ॥৩৪৬৫
আহামরি তুয়া পীরিতি এরূপ
পুলক কভু না দেখিয়ে অঙ্গে।
আমা সভাকারে কিসের সঙ্কোচ
চন্দ্রাবলী সুধা পীবহ রঙ্গে ॥৩৪৬৬
শুনি কানু কহে জিনি চন্দ্রাবলী
এ চান্দবদনে অমিয়া রাশি।
পাইনু অনুমতি পান করি এবে
এত কহি মুখ চুম্বয়ে হাসি ॥৩৪৬৭
চিবুক পরি ধরি কর পল্লব
পরিহাস করে রসের ভরে।
উরুপরি রাখি রচিয়া সুবেশ
বিলসয়ে নব পালঙ্ক পরে ॥৩৪৬৮

জানি সুসময় প্রিয় সখী দুঁহু
শ্রম নিবারয়ে যতন করি।
পাইয়া ইঙ্গিত রঙ্গে নরহরি
করয়ে চামর ওরূপ হেরি ॥৩৫৬৯
ওহে শ্রীনিবাস আর এ রস কুঞ্জেতে।
যৈছে বিহরয় তাহা কে পারে কহিতে ॥৩৪৭০
পরম অদ্ভুত লীলা সখী বিস্তারয়।
মনের আনন্দে তাহা সখী আস্বাদয় ॥৩৪৭১
সখী বিনা সুখ না জন্ময়ে কদাচিত।
সখীর মাহাত্ম্য হয় সর্ব্বত্র বিদিত ॥৩৪৭২

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ সখীভেদে ১মশ্লোকঃ—
প্রেমলীলা বিহারানাং সম্যগ্বিস্তারিকা সখী।
বিশ্রম্ভরত্নপেটী চ ততঃ সুষ্ঠু বিবিচ্যতে ॥৩৪৭৩
ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের মূরতি।
যে যে স্থানে যে যে লীলা কহি কি শকতি ॥৩৪৭৪
নায়ক-প্রভেদে সর্বত্রেই বিলসন।
নায়কের শিরোমনি ব্রজেন্দ্র তনয় ॥৩৪৭৫

তথাহি ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—
নায়কানাং শিরোরত্নং কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্ ॥৩৪৭৬
ধামভেদে নায়কের ভেদ যদ্যবতি।
ব্রজে পূর্ণতম কৃষ্ণ ভাব উপপতি ॥৩৪৭৭

সহস্র সহস্র যূথেশ্বরীগন সঙ্গে।
সর্ব্ব নায়কের ক্রিয়া প্রকাশয়ে রঙ্গে ॥৩৪৭৮
যূথে সর্বশ্রেষ্ঠা চন্দ্রাবলী শ্রীরাধিকা।
সর্বত্র বিদিত ইথে রাধিকা অধিকা ॥৩৪৭৯
তথাহি উজ্জ্বলনীলমনৌ—
তথাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠে রাধাচন্দ্রাবলীতুভ্যো।
যূথয়স্তু যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ ৩৪৮০
অভুদাকুলিতো রাসঃ প্রমদাশতকোটিভিঃ।
পুলিনে যামুনে তস্মিন্নিত্যোর্ধাগমিকা প্রথা ॥৩৪৮১
তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে রাধিকা সর্বথধিকা।
মহাভাবস্বরূপেয়ং গুনৈরতি বরীয়সী ॥৩৪৮২
শ্রীরাধিকাসহ যৈছে কৃষ্ণের বিহার।
তাহা বিস্তারিয়া বা বর্নিতে শক্তি কার ॥৩৪৮৩
এথা কৃষ্ণ কৌতুকে পরম বিলসয়ে।
ধীরাদাও নায়কের ক্রিয়া প্রকাশয়ে ॥ ৩৪৮৪
ধীরেদাত্ত হয় সর্বমানে প্রবীন অতি।
পরম গম্ভীর বিনয়াদি শুদ্ধরীতি ॥৩৪৮৫
শ্রীভক্তিরসামৃতোসিন্ধৌ—
গম্ভীরো বিনয়ী ক্ষন্তা করুনঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
অকথনো গূঢ়গর্বো ধীরোদত্তঃ সুসত্ত্বভৃৎ ॥৩৪৮৬
কৃষ্ণ ধীর ললিত নায়ক মনোহর।
এই কুঞ্জমন্দিরে বিলসে নিরন্তর ॥৩৪৮৭

সখী প্রেমলীলা বিহারের সম্যক বিস্তার কারিনী এবং বিশ্বাস রূপ রত্নপেটিকা স্বরূপিনী, অতএব উহা যথাযথ বিচার্য্য হইতেছে। ৩৪৭৩

নায়কগনের শিরোরত্ন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান ॥৩৪৭৬

তথাপি রাধাচন্দ্রাবলী সর্বথা শ্রেষ্ঠ। তাহাদের কোটি কোটি মৃগনয়না গোপিকা যূথ রহিয়াছে ॥৩৪৮০

সেই যমুনা পুলিনে শতকোটি নারী সঙ্কুলিত রাস হইত। এই প্রকার শাস্ত্রীয় প্রথা রহিয়াছে ॥৩৪৮১

তাহাদের উভয়ের মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। যেহেতু এই রাধা মহাভাব স্বরূপা এবং গুনে অতীব বরীয়সী॥ ৩৪৮২

বিদগ্ধ, নিশ্চিন্ত, পরিহাসরত অতি।
প্রেয়সীর বশ, পরমানন্দময় রীতি ॥৩৪৮৮

তত্রৈব—
বিদগ্ধো নবতারুণ্যঃ পরিহাসবিশারদঃ।
নিশ্চিন্তো ধীরললিতঃ স্যাৎ প্রায়ঃ প্রেয়সীবশঃ ॥

অয়ং কন্দর্পবৎ ॥
ধীর শান্ত নায়ক শ্রীব্রজেন্দ্র তনয়।
শাস্ত্রদর্শী জিতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিকাতিশয় ॥৩৪৯০
বিনয়াদি গুন প্রকাশয়ে প্রিয়াপাশ।
এ কুঞ্জভবনে অতি অদ্ভুত বিলাস ॥৩৪৯১

তত্রৈব—
সমপ্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ বিবেচকঃ।
বিনয়াদিগুনোপেতো ধীরশান্ত উদীর্য্যতে ॥৩৪৯২

অয়ং যুধিষ্ঠিরবৎ ॥
ধীরোদ্ধত নায়কের যৈছে গুনক্রিয়া।
কৃষ্ণ এথা প্রকাশে যাহাতে হর্ষ প্রিয়া ॥৩৪৯৩
আত্মশ্লাঘাদিক সে পরম চমৎকার।
যে কৌতুক এ কুঞ্জে তা না হয় বিস্তার ॥৩৪৯৪

তত্রৈব
মাৎসর্য্যবানহঙ্কারী মায়াবী রোষনশ্চলঃ ॥
বিকত্থনশ্চ বিদ্বদ্ভির্ধীরোদ্ধত উদাহৃতঃ ॥৩৪৯৫

ওহে শ্রীনিবাস কৃষ্ণ রসের মূরতি।
ব্যক্ত কৈলা অনুকূল নায়কের রীতি ॥৩৪৯৬
অনুকূল নায়কের নাহি সমতুল ৩৪৯৭
এক নায়িকাতে অনুরাগ অনুকূল ॥৩৪৯৭
অনুকূল নায়ক শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার।
এক রাই সঙ্গে এথা অদ্ভুত বিহার ॥৩৪৯৮

শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমনৌ—
অতিরিক্ত তয়া নার্য্যাং ত্যক্তান্যললনাস্পৃহঃ।
সীতায়াং রামবৎ সোহয়মনুকূলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ৩৪৯৯

রাধায়ামেব কৃষ্ণস্য সুপ্রসিদ্ধানুকূলতা।
তদালোকে কদাপ্যস্য নান্যাসঙ্গঃ স্মৃতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৫০০

রাধা-প্রেমাধীন কৃষ্ণ যৈছে তুল প্রীতি।
বিবিধ প্রকারে কবি বর্ণে সেনা-রীতি ॥৩৫০১

তথা হি শ্রীগৌরচরিত্র চিন্তামনৌ শ্রীযমুনা গঙ্গাং প্রত্যাহ—

গীতে যথা পৌরবী

ওহে প্রানসম সখি সুখময়ি!
বিকাইনু মুই তোমার গুনে।
এবে কহি শুন শ্যাম-সুন্দরের,
অধিক পীরিতি যাহার সনে ॥৩৫০২

ধীরোদাত্ত নায়ক গম্ভীর, বিনয়ী, ক্ষমাশীল, করুন, সুদৃঢ়ব্রত, আত্মশ্লাঘাহীন, অতি সাহসিক ও উদার হইয়া থাকে ॥৩৪৮৬
ধীর ললিত নায়ক প্রায়ই চতুর নবীন যুবস্বভাব, হাস্য কৌতুক নিপুন, নির্ভয়, প্রেয়সী বশ হইয়া থাকে ॥৩৪৮৯
সমপ্রকৃতিক, ক্লেশসহনশীল, বিবেচক, বিনয়াদি গুনযুক্ত নায়ককে ধীরশান্ত নায়ক বলা হয় ॥৩৪৯২
ঈর্ষান্বিত, অহঙ্কারী, মায়াবী, ক্রোধী, চঞ্চল ও আত্মশ্লাঘাযুক্ত নায়ককে পণ্ডিতগন ধীরোদ্ধত বলিয়া থাকেন ॥৩৪৯৫
নায়িকার রাগাতিশয্য হেতু অন্য নারী সঙ্গমে নিস্পৃহ সীতারামতুল্য এই কৃষ্ণ অনুকূল নায়ক বলিয়া কথিত। শ্রীরাধাতেই কৃষ্ণের অনুরক্তি সুপ্রসিদ্ধা, যেহেতু তাঁহাকে দর্শনে কদাপি অন্য সঙ্গ ইহার স্মৃতিতে উদয় হয় না ॥৩৪৯৯-৩৫০০

চন্দ্রাবলী ব্রজে বিদিতা সুন্দরী,
অপরূপ রূপে লজ্জিতা রমা।
নবীন যৌবনী, রসিকিনী ধনি,
সে গুণ চরিতে নাহিক সমা ॥৩৫০৩
সুবলিত নব নিকুঞ্জ মন্দিরে,
শ্যাম সহ রঙ্গে বিলসে নিতি।
শ্যাম রসময়, মাতয়ে তেমতি,
তাঁর প্রেমাধীন কে বুঝে রীতি ॥৩৫০৪
পরানন্দসিন্ধু মাঝে ভাসে যবে,
সে ধনি রতন পরশ করে।
মুখশশি-সুধা-পানে নিমগন,
তখন নাগরে কিছু না স্ফুরে ॥৩৫০৫
যদি সে সময়ে রাধা তনুগন্ধ,
কিঞ্চিত সে নাসা পরশে গিয়া
তখনি তাহারে তেজিয়া চঞ্চল,
কালা ধায় যেন পাগল হৈয়া ॥৩৫০৬
কি আর বলিব ইথে জানো চিতে,
যা সনে কানুর অধিক লেহা।
নরহরি হেন, প্রেমের নিছনি,
গনইতে গুন কে বাঁধে থেহা ॥৩৫০৭
পুনস্তত্রৈব ॥ কামোদঃ ॥
কি বলিব ওগো, জগতে অতুল,
রাধা মাধবের পীরিতিখানি।
প্রান এক তনু ভিন ভিন কেবা,
গড়িয়াছে কত আনন্দ মানি ॥
যদি বলো দুঁহু এক ইথে কেন,
হইল দোহার বরন ভিনো।
তাহ তুয়া প্রতি কহিয়ে কিঞ্চিত,
যতন করিয়া সে কথা শুনো ॥৩৫০৯
বিবিধ বরন আছে তাথে শ্যাম,
গৌরবরনে অধিক শোভা।
তাহার অবধি দেখায়া জগতে,
হাসে জগজন নয়ন-লোভা ॥৩৫১০
আর বলি ওহে কালিয়া চঞ্চল,
যখন দেখায় রঙ্গিনী রাধে।
আতুর হইয়া তখন দুবাহু,
পসারিয়া কোরে করয়ে সাধে ॥৩৫১১
সে সময় যদি বিপক্ষ লোকেতে,
হঠাৎ নিকটে দেখে এ রীতি।
ঘন তড়িতাদি ভ্রমেভুলে কেহ,
লখিতে নারয়ে কৌতুক অতি ॥৩৫১২
আর বলি সেই সুকবি বিধাতা,
বহুজনে অনেক আনন্দ দিতে।
নিরখিয়া শ্যাম গৌর রুচির,
উপমা রচিব অনেক মতে ॥৩৫১৩
এই হেতু কত, কত ভিন নহে,
রাই প্রেমে গঢ়া শ্যামের দেহা।
রাধা-কানু-তনু প্রেমময় এই,
জগতে বিদিত দেহের লেহা ॥৩৫১৪
এ দোহার রীতি আনে কি জানিব,
জানয়ে কেবল রসিক জনে।
এ রসে বঞ্চিত, যে হইল নর-
হরি তাহে পশু সমান গনে ॥৩৫১৫
ওহে শ্রীনিবাস এক দিন এইখানে।
হইল মিলন স্থির চন্দ্রাবলী সনে ॥৩৫১৬
হইলা চঞ্চল কৃষ্ণ তাঁহারে মিলিতে।
তেঁহ অভিসার কৈলা নিজসখী সাথে ॥৩৫১৭
হেনকালে রাধিকার নিকুঞ্জগমন।
শুনি এথা হৈতে চলে ব্রজেন্দ্র-নন্দন ॥৩৫১৮

রাধিকা নিকটে আসি অধৈর্য্য হইলা।
চন্দ্রাবলী মিলনাদি সকল ভুলিলা ॥৩৫১৯
এই কুঞ্জে রাইসহ হৈল যে বিলাস।
তাহা না কহিতে জানি ওহে শ্রীনিবাস ॥৩৫২০
দক্ষিন নায়ক কৃষ্ণ ক্রিয়া রসময়।
সর্বনায়িকাতে সম দক্ষিন কহয় ॥৩৫২১
প্রিয়াগন সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র এইখানে।
যৈছে বিলসয়ে তা কহিতে কেবা জানে ॥৩৫২২
তত্রৈব—
যো গৌরবং ভয়ং প্রেম দাক্ষিন্যং পূর্ববোষিতি।
ন মুঞ্চত্যন্যচিত্তোঽপি জ্ঞেয়োঽসৌ খলু দক্ষিনঃ ॥
৩৫২৩
যথা—
নায়িকাস্বপ্যনেকাসু তুল্যো দক্ষিন উচ্যতে ॥৩৫২৪
দক্ষিনানুকূল নায়কের যেই রীতি।
রাসে প্রকাশিল কৃষ্ণ রসের মূরতি ॥৩৫২৫
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে ৮মপরিচ্ছেদে
শতকোটি গোপী লৈয়া শ্রীরাস-বিলাস।
তার মধ্যে এক-মূর্ত্তো রহে রাধা পাশ ॥৩৫২৬
সাধারন প্রেম দেখি সর্বত্র সমতা।
রাধার কুটিল-প্রেম হইল বামতা ॥৩৫২৭
ক্রোধ করি' রাস ছাড়ি' গেলা মান করি'।
তাঁহারে না দেখিয়া ব্যাকুল হইলা হরি ॥৩৫২৮
সম্যক্ বাসনা কৃষ্ণের ইচ্ছা রাসলীলা।
রাসলীলা বাসনাতে রাধিকা শৃঙ্খলা ॥৩৫২৯
তাঁহা বিনা রাসলীলা নাহি ভায় চিতে।
মণ্ডলী ছাড়িয়া গেলা রাধা অন্বেষিতে ॥৩৫৩০
ইতস্ততঃ ভ্রমি কাহাঁ রাধা না পাইয়া।
বিষাদ করেন কামবাণে খিন্ন হৈয়া ॥৩৫৩১
শত কোটি গোপীতে নহে কাম নির্বাপন।
তাহাতেই অনুমানি শ্রীরাধিকার গুন ॥৩৫৩২

এথা কৃষ্ণ শঠ নায়কতা প্রকাশয়।
সাক্ষাতে প্রিয় পরোক্ষেতে অপ্রিয় করয় ॥৩৫৩৩
তথাহি উজ্জ্বলনীলমনৌ—
প্রিয়ং বক্তি পুরোঽন্যত্র বিপ্রিয়ং কুরুতে ভৃশম্।
নিগূঢ়মপরাধঞ্চ শঠোঽয়ং কথিতো বুধৈঃ ॥৩৫৩৪
এইখানে কৃষ্ণ ধৃষ্টনায়কের ক্রিয়া।
প্রকাশে নায়িকা আগে উল্লসিত হৈয়া ॥৩৫৩৫
অন্য নায়িকার ভোগ-চিহ্ন ও নির্ভয়।
মিথ্যাবাক্য-প্রয়োগে প্রবীন অতিশয় ॥৩৫৩৬
তত্রৈব
অভিব্যক্তান্যতরুনী-ভোগলক্ষ্মাপি নির্ভয়ঃ।
মিথ্যাবচনদক্ষশ্চ ধৃষ্টোঽয়ং খলু কথ্যতে ॥৩৫৩৭
এথা কৃষ্ণ রাধা প্রানপ্রিয়ার সহিতে।
যে বিলাসে বিহ্বল কে পারে বর্ণিতে ॥৩৫৩৮
মধ্যবয়ঃস্থিতা রাধা গুনরত্ন খনি।
যে বিদিতা সর্বনায়িকার শিরোমনি ॥৩৫৩৯
সর্বনায়কাবস্থা কৃষ্ণে সম্ভব যৈছে।
সর্বনায়িকাবস্থা শ্রীরাধিকাতে তৈছে ॥৩৫৪০

অনাসক্ত যে পূর্ব্ব নায়িকার গৌরব, ভয়, প্রেম ও উদারতা পরিত্যাগ করে না, সে নিশ্চিত দক্ষিনা নায়ক জানিবে ॥ অথবা অনেক নায়িকাতে তুল্য অনুরক্তকে দক্ষিন নায়ক বলা হয় ॥৩৫২৩-৩৫২৪
অগ্রে অনুকূল বাক্য বলিয়া পশ্চাতে অপ্রিয় বলে, ও অত্যন্ত গুপ্ত অপরাধ করে, তত্ত্বজ্ঞগন তাহাকে শঠ নায়ক বলিয়া থাকেন ॥
৩৫২৪

তত্রৈব

যথা স্যুর্নায়কাবস্থা নিখিলা এব মাধবে।
তথৈব নায়িকাবস্থা রাধায়াং প্রায়শো

মতাঃ ॥ ৩৫৪১

স্থানভেদে স্বীয়া পরকীয়া নিরূপয়।
তিনশত ষাটি নায়িকার ভেদ হয় ॥ ৩৫৪২ ॥
ব্রজে পরকীয়া রাধা নায়িকা উত্তমা।
মুগ্ধাদি প্রভেদে বিলাসয়ে নাহি সীমা ॥৩৫৪৩
অহে শ্রীনিবাস এই নিকুঞ্জ ভবনে।
বিলাসয়ে কৃষ্ণ মুগ্ধা নায়িকার সনে ॥৩৫৪৪
সখীর অধীন মুগ্ধা নবীন যৌবনা।
নব কামকলা চাতুর্য্যে অল্প প্রবীনা ॥৩৫৪৫
মান বিষয়েতে মৃদু অক্ষমা তাহায়।
কৃষ্ণে মিলাইয়া সখী মহাসুখ পায় ॥৩৫৬৫

তথৈব—

মুগ্ধা নববয়ঃকামা রতৌ বামা সখীবশা।
রতচেষ্টা স্বতিব্রীড় চারুগূঢ়প্রযত্নভাক ॥
কৃতাপরাধে দয়িতে বাষ্পরুদ্ধাবলোকনা।
প্রিয়াপ্রিয়োক্তৌ চাশক্তা মানে চ বিমুখী

সদা ॥ ৩৫৪৮

মানে বিমুখী যথা—

মৃদ্বী তথাক্ষমা চেতী সা মানে বিমুখী

দ্বিধা ॥৩৫৪[illegible]

এই যে নিকুঞ্জ দেখ ওহে শ্রীনিবাস।
এথা মধ্যা প্রিয়া সহ কৃষ্ণের বিলাস ॥৩৫৫০
মধ্যা ব্যক্তযৌবনা প্রবীনা সর্ব্বমতে ॥
ধীরাদিক ভেদত্রয় মান বিষয়েতে ॥৩৫৫১

তত্রৈব—

সমানলজ্জামদনা প্রোদ্যত্তারুণ্যশালিনী।
কিঞ্চিৎ প্রগল্ভবচনা মোহান্তসুরতক্ষমা ॥৩৫৫২
মধ্যা স্যাৎ কোমলা ক্কাপি মানে কুত্রাপি কর্কশা।
ত্রিধাসৌ মানবৃত্তিঃ স্যাদ্ধীরাধীরো-

ভয়াত্মিকা ॥৩৫৫৩

ধীরা মধ্যা মানে এই কুঞ্জ পরিসরে।
বক্র উক্তি পবিত্র ভর্ৎসন কৃষ্ণে করে ॥৩৫৫৪

তত্রৈব—

ধীরা তু বক্তি বক্রোক্ত্যা সোৎপ্রাসং সাগসং

প্রিয়ম্ ॥৩৫৫৫

যে নায়ক অন্য তরুনীর ভোগলক্ষন সমূহ নিজ অঙ্গে স্পষ্টভাবে ধারন করতঃ নির্ভয় মিথ্যাবচনে দক্ষ, সেই নায়ককে ধৃষ্ট নায়ক বলা হয় ॥৩৫৩৭

যেমন সমস্ত নায়কের অবস্থা মাধবেই আছে, তেমন সমস্ত নায়িকার অবস্থা রাধাতেই বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥৩৫৪১

মুগ্ধা নায়িকা নবীন বয়স কামকলানভিজ্ঞা রতি বিষয়ে বিমুখী, সখীর বশবর্ত্তিনী, রতি কেলিতে অতিশয় লজ্জাশীলা অথচ তাহাতে মনোহর গূঢ় চেষ্টা যুক্ত, প্রিয়কে অপরাধী দেখিয়া অশ্রুরুদ্ধ দৃষ্টি, প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগে অসমর্থা এবং সর্ব্বদা মানে বিমুখী হন। মৃদ্বী ও অক্ষমা সেই বিমুখী মান দুই প্রকার ॥৩৫৪৯

মধ্যা নায়িকার লজ্জা ও কাম সমান, তাহাতে তরুন যৌবন শোভা পাইয়া থাকে। সেঈষৎ বাগ্‌নিপুনা মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত সুরতে ক্ষমা সমর্থা, কুত্রাপি কোমলা, কুত্রাপি মানে কর্কশা হইয়া থাকে। ধীরা, অধীরা ও ধীরাধীরা ভেদে মানের স্বভাব ত্রিবিধ হয় ॥৩২৫২-৩২৫৩

এ কুঞ্জে অধীরা মধ্যা ক্রোধে প্রাণনাথে।
নির্ভয় নিষ্ঠুর বাক্যে সখী সুখ যাতে ॥৩৫৫৬

তত্রৈব—
অধীরা পুরুষৈর্ব্যাক্যৈর্নিরস্যেদ্বল্লভং রুষা ॥৩৫৫৭

ধীরা ধীরামধ্যা কৃষ্ণে বাষ্পযুক্ত হৈয়া।
কহে বক্রবাক্য এথা সখীপানে চা'য়া ॥৩৫৫৮

তত্রৈব—
ধীরাধীরা তু বক্রোক্ত্যা সবাষ্পং বদতি
প্রিয়ং ॥ ৩৫৫৯

সর্ব্ব রসোৎকর্ষ মধ্যা নায়িকা এ হয়।
মধ্যা রাধাকৃষ্ণে এথা আনন্দ বিতরয় ॥৩৫৬০

তত্রৈব—
সর্ব্ব এব রসোৎকর্ষো মধ্যায়ামেব যুজ্যতে।
যদস্যাং বর্ত্ততে ব্যক্তং
মৌগ্ধ্যপ্রাগল্ভয়োর্যুতিঃ ॥ ৩৫৬১

এ কুঞ্জে প্রগলভা পূর্ণযৌবনা সুন্দরী।
কৃষ্ণে সুখ দিতে কত প্রকাশে চাতুরী ॥৩৫৬২
সুরতে উৎসুকা যৈছে কহিলে না হয়।
মানরসে প্রগলভা ধীরাদি ভেদময় ॥৩৫৬৩

তত্রৈব—
প্রগলভা পূর্ণতারুণ্যা মদান্ধোরুরতোৎসুকা।
ভূরিভাবোদ্গমাভিজ্ঞা রসেনাক্রান্তবল্লভা।
অতিপ্রৌঢ়োক্তিচেষ্টাসৌ মানে
চাত্যন্তকর্কশা ॥ ৩৫৬৪

এই কুঞ্জে ধীরা প্রগলভা মানেতে প্রবীণা।
করি ক্রোধ গোপন সুরতে উদাসীনা ॥৩৫৬৫

তত্রৈব—
উদাস্তে সুরতে ধীরা সাবহিত্থা চ সাদরা ॥৩৫৬৬

অধীরা-প্রগলভা এই নিকুঞ্জ-ভবনে।
কর্ণোৎপলে তাড়ে নিষ্ঠুর তর্জ্জনে ॥৩৫৬৭

তত্রৈব—
সন্তর্য্য নিষ্ঠুরং রোষাদধীরা তাড়য়েৎ প্রিয়ম্ ॥
৩৫৬৮

ধীরাধীরপ্রগলভার ক্রোধ অলক্ষিত।
এ কুঞ্জে ভঙ্গিতে কৃষ্ণে তর্জ্জয়ে কিঞ্চিত ॥৩৫৬৯

তত্রৈব—
ধীরাধীরগুণোপেতা ধীরাধীরেতি কথ্যতে ॥৩৫৭০

ধীরা অপরাধী প্রিয়ের প্রতি উপহাস সহিত ব্যাঙ্গোক্ত করিয়া থাকে ।৩৫৫
অধীরা ক্রোধে নিষ্ঠুর বাক্যে প্রিয়কে দূরী করন করে ॥৩৫৫৭
ধীরা ধীরা অশ্রুযুক্ত নয়নে প্রিয়কে বক্রবাক্য বলে ॥৩৫৫৯
এই সর্ব্ব রসোৎকর্ষ মধ্যা নায়িকাতে শোভা পায়। যেহেতু উহাতে মুগ্ধা ও প্রগলভা ভাবের সমষ্টি স্পষ্ট বর্তমান থাকে ॥ ৩৫৬১
প্রগলভা পূর্ণযৌবনা, যৌবন গর্বান্ধা, প্রচুর সুরত ভিলাষিনী যথেষ্ট ভাব সম্পাদনে নিপুনা, প্রেমের দ্বারা বংশীকৃত প্রিয়া, অতি প্রৌঢ়োক্তি চেষ্টাযুক্তা এবং মানে অত্যন্ত কর্কশা হয় ॥৩৫৬৪
এক প্রকার ধীরা রতি কেলিতে উদাসীন থাকে, অন্য প্রকার সঙ্গোপনকারিনী ও আদর যুক্তা হয় ॥৩৫৬৭

দেখ শ্রীনিবাস এই কুঞ্জে শ্রীরাধিকা।
করায়েন কৃষ্ণে অভিসার প্রেমাধিকা ॥ ৩৫৭১
শ্রীরাধিকা অভিসার করি সঙ্গোপনে।
সময় উচিত বেশে মিলে কৃষ্ণসনে ॥৩৫৭২
অভিসারিকা নায়িকা রূপসী।
কভু সখীসঙ্গে কভু একা মিলে আসি ॥৩৫৭৩

তত্রৈব

যাভি সারয়তে কান্তং স্বয়ং চাভিসরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যানযোগ্যবেশাভিসারিক ॥

লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনেব নিঃশব্দাখিলমণ্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈকসখীযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ ॥৩৫৭৫
বাসকসজ্জা-নায়িকা এ কুঞ্জ ভবনে।
শয্যাদিক সজ্জা করে হর্ষে সখীগনে ॥৩৫৭৬
কৃষ্ণের গমনপথে অর্পয়ে নয়ন
বার বার দূতীরে করয়ে নিরীক্ষন ॥৩৫৭৭
বাসকসজ্জা নায়িকা রাধিকা সুন্দরী।
প্রকাশে যে চেষ্টা তাহা কহিতে না পারি ॥৩৫৭৮

তত্রৈব—

স্ববাসকবশাৎ কান্তে সমেষ্যতি নিজং বপুঃ।
সজ্জীকরোতি গেহঞ্চ যা সা বসিকসজ্জক ॥৩৫৭৯

চেষ্টা চাস্যাঃ স্মরক্রীড়াসঙ্কল্পো বর্ত্মবীক্ষনম্।
সখীবিনোদবার্ত্তা চ মুহুর্দূতীক্ষণাদয়ঃ ॥৩৫৮০
এই কুঞ্জে মিলনের সঙ্কেত আছিল।
কৃষ্ণের বিলম্বে সে না উৎসাহ ঘুচিল ॥৩৫৮১
বাঢ়িল বিরহ উৎকণ্ঠার সীমা নাই।
বিরহোৎকণ্ঠিতাবস্থা রাধিকা এথাই ॥৩৫৮২
না আইল কেনে কৃষ্ণ তর্ক না করয়।
হৃত্তাপকম্পাদি-চেষ্টা কহিলে না হয় ॥৩৫৮৩

তত্রৈব—

অনাগসি প্রিয়তাম চিরয়ত্যুৎসুকা তু যা।
বিরহোৎকণ্ঠিতা ভাববেদিভিঃ সা সমীরিতা ॥[illegible]
অস্যাস্তু চেষ্টা হৃত্তাপো বেপথুর্হেতুতর্কনম্।
অরতির্বাষ্পমোক্ষশ্চঃ স্বাবস্থাকথনাদয়ঃ ॥৩৫৮৪
অন্যকান্তা ভোগ চিহ্ন করিয়া ধারন।
করিলেন কৃষ্ণে এই কুঞ্জে আগমন ॥৩৫৮৬
অতি ক্রোধে প্রষ্ট নায়কের পানে চাই।
খণ্ডিতা নায়িকাবস্থা রাধার এথাই ॥৩৫৮৭

তত্রৈব—

উল্লঙ্ঘ্য সময়ঃ যস্যাঃ প্রেয়নন্যোপভোগবান।
ভোগলক্ষ্মাঙ্কিতঃ প্রাতরাগচ্ছেৎ খণ্ডিতা হি সা

অধীরা ক্রোধবশতঃ প্রিয়কে নিষ্ঠুর বাক্যে ভৎর্সনা ও তাড়না করে ॥৩৫৬৮

ধীর ও অধীর গুনযুক্ত নায়িকাকে ধীরাধীর প্রগলভা বলে ॥৩৫৭০

যে প্রিয়কে অভিসারী করায় এবং নিজে ও অভিসার করে, সে শুক্ল কৃষ্ণ পক্ষকালে যোগ্য বেশযুক্তা, তাহাকে অভিসারিকা বলা হয়। লজ্জায় যেন সাঙ্গ দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া নিঃশব্দে যাবতীয় ভূষন পরিহিতা হইয়া একটি মাত্র স্নিগ্ধা সখী সঙ্গে প্রিয়ের সহিত মিলিত হন ॥৩৫৭৪-৩৫৭৫

যে স্বেচ্ছাবশে নিজ বাসর গৃহে কান্তের সমাগম ভাবিয়া আত্মদেহ ও গেহ সজ্জা করে, তাহাকে বাসক সজ্জা বলে। তাহার চেষ্টা যথা—রতি ক্রীড়াভিলাষ; প্রিয়াগমন পথ দর্শন, সখীসহ বিনোদ বার্ত্তা, বারবার দূতীর প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা হইয়া থাকে ॥৩৫৭৯-৩৫৮০

এথা তু রোষ নিঃশ্বাস তূষ্ণীম্ভাবাদিভাগ ভবেৎ

বিপ্রলব্ধাবস্থা রাই তমাল কুঞ্জেতে।
আসিবেন কৃষ্ণ না আইলা চিত্তে ॥ ৩৫৮৯
সেই এই তমালকুঞ্জ দেখ শ্রীনিবাস।
বিপ্রলব্ধা চেষ্টা যৈছে সর্বত্র প্রকাশ ॥ ৩৫৯০

তত্রৈব—
কৃত্বা সঙ্কেতম প্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিতবল্লভে।
ব্যথমানান্তরা প্রোক্তা বিপ্রলব্ধা মনীষিভিঃ।
নির্ব্বেদ চিন্তা খেদাশ্রু মূর্চ্ছা নিঃশ্বসিতাদিভাক্
॥৩৫৯১

এই কুঞ্জে কলহান্তরিতাবস্থা রাই।
মানান্তে পশ্চাৎ তাপ করেন এথাই ॥ ৩৫৯২
প্রলাপাদি চেষ্টা যৈছে কহিলে না হয়।
দেখি সখীগণ নানা যুক্তি বিচারয় ॥ ৩৫৯৩

তত্রৈব
যা সখীনাং পুরঃ প্রাপ্তে পতিতং বল্লভং রুষা।
নিরস্য প্রাপ্তস্তপতি কলহান্তরিতা হি সা
অস্যাঃ প্রলাপ সন্তাপ গ্লানি নিঃশ্বসিতাদয়ঃ ॥৩৫৯৪

প্রোষিতভর্তৃকাবস্থা রাধিকা এথাতে।
কৃষ্ণ দূরদেশ গেলে নারে স্থির হৈতে ॥ ৩৫৯৫

তত্রৈব—
দূরদেশং গতে কান্তে ভবেৎ প্রোষিতভর্তৃকা।
প্রিয়সঙ্কীর্ত্তনং দৈন্যমস্যাস্তানবজাগরৌ।
মালিন্যমনবস্থানং জাড্যং চিন্তাদয়ো মতাঃ ॥ ৩৫৯৬
কৃষ্ণ লৈয়া অক্রূর যাইতে মথুরায়।
এথা যৈছে হৈলা রাই কহনে না যায় ॥ ৩৫৯৭
তথাহি হংসদূতকাব্যে ২য়-শ্লোকঃ
যদায়াতো গোপীহৃদয়মদনো নন্দসদনা
ন্মুকুন্দো গান্দিন্যাস্তনয়মনুবিন্দন মধুপুরীম।
তদামাঙ্ক্ষী চিন্তাসরিতি ঘনঘূর্ণাপরিচয়ৈ
রগাধায়াং বাধাময়সি রাধাবিরহিণী ॥ ৩৫৯৮
কি বলিবা অক্রূরের ব্রজে যশ নাই।
অদ্যাপি অক্রূরে ক্রূর কহে দুঃখ পাই ॥ ৩৫৯৯
পরস্পর অক্রূরে নিন্দয়ে বার বার।
না বুঝয়ে ব্রজের মরম যে প্রকার ॥ ৩৬০০
গান্দিনী আপনী আপন মায়ে প্রসব সময়
দিল মহাদুঃখ ইহো তাহারি তনয় ॥ ৩৬০১

যে নিরপরাধি প্রাননাথের বিলম্ব দেখিয়া উৎকণ্ঠিত হন তাহাকে রসজ্ঞগন উৎকণ্ঠিতা বলেন। হৃত্তাপ, গাত্র কম্পন, কারনের প্রতি বিতর্ক, অস্বাস্থ্য, অশ্রুমোচন, স্ব অবস্থা নিবেদন প্রভৃতি উৎকণ্ঠিতা নায়িকার চেষ্টা ॥৩৫৮৪-৩৫৮৫

মিলন সময় অতিক্রম্য নায়িকা প্রিয় অন্যোপভোগ করতঃ অন্য ভোগচিহ্ন যুক্ত হইয়া প্রভাতে গমাগত হয়েন, তাহাকে খণ্ডিতা নায়িকা বলে। এই নায়িকা রোষ দীর্ঘ নিঃশ্বসে ও মৌনাদি লক্ষন যুক্তা হন। ॥৩৫৮৮

সঙ্কেত করিয়া দৈবাৎ প্রাননাথে না পাইলে ব্যথিত হৃদয়া-হন। মনীষি গন তাহাকেই বিপ্রলব্ধা বলেন। নির্ব্বেদ চিন্তা খেদ, অশ্রু মূর্চ্ছা ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ ইত্যাদি ইহার লক্ষন প্রকাশ পায় ॥৩৫৯১ ॥

যে সখীগনের অগ্রে প্রাপ্ত অবনত প্রিয়কে ক্রোধে প্রত্যাখ্যান করিয়া পশ্চাতে অনুতাপ করে তাহাকে কলহন্তরিতা বলে। প্রলাপ সন্তাপ, গ্লানি ও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ প্রভৃতি এই নায়িকার চেষ্টা ॥৩৫৯৪

অক্রূরের নাম কেহ শুনিতে না পারে।
মনে করিতেই দুঃখসমুদ্রে সাঁতারে ॥ ৩৬০২
দেখ যমুনার কূলে কুঞ্জ শোভাময়।
এথা রাইকানু কি আনন্দে বিলসয় ॥৩৬০৩
সুরতান্তে রাই যে কহেন কৃষ্ণ প্রতি।
তাহাই করেন কৃষ্ণ প্রেমাধীন অতি ॥৩৬০৪
স্বাধীনভর্তৃকাবস্থা রাধা প্রকাশয়।
তিলে তিলে যে কৌতুক কহিলে না হয় ॥ ৩৬০৫

তথাহি শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ নায়িকাভেদে ৪৯শ লক্ষণং
স্বায়ত্তাসন্নদয়িত ভবেৎ স্বাধীনভর্তৃকা।
সলিলারণ্যবিক্রীড়া কুসুমাবচয়াদিকৃৎ ॥৩৬০৬
ওহে শ্রীনিবাস এই পুষ্পের কাননে।
আসে রাধামাধব বেষ্টিত সখীগণে ॥৩৬০৭
অনুরাগে রাধিকার উথলয়ে হিয়া।
প্রাপ্তপ্রেমবৈচিত্ত্য দশানুরাগ ক্রিয়া ॥ ৩৬০৮

তত্রৈব স্থায়িভাব প্রকরণে ১০২ তমলক্ষণম।
সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ম।
রাগো ভবন্নবনবঃসোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে ॥৩৬০৯
পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্তৌ লালসাভর উন্নতঃ।
বিপ্রলম্ভেঽস্য বিস্ফূর্ত্তিরিত্যাদ্যাঃ স্যুরিহ ক্রিয়াঃ ॥৩৬১০

কিবা প্রেমবৈচিত্ত্যদশায় প্রেমাধিকা।
হইতে বিশ্লেষবুদ্ধি ব্যাকুল রাধিকা ॥ ৩৬১১
কোথা কৃষ্ণ বলি অশ্রু ঝরয়ে নয়নে।
নিকটেই কৃষ্ণ তাহা স্মৃতি নাই মনে ॥ ৩৬১২

তত্রৈব—
প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎপ্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥ ৩৬১৩
প্রেমবৈচিত্ত্য সম্ভোগ নহে পৃথকত্ত।
সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান ইথে সুসঙ্গত ॥ ৩৬১৪
প্রেমবৈচিত্ত্য বিলাস হয় পরম মধুর।
বর্ণে কবিগণ যাতে তাপ যায় দূর। ৩৬১৫

গীতে যথা—কামোদঃ
রাইকানু রসের আবেশে।
বৈসে একাসনে সখীগণ চারিপাশে ॥ ৩৬১৬
কিবা অনুরাগের তরঙ্গ।
না ধরে ধৈরজ ধনি হৈল ক্ষীণ অঙ্গ ॥ ৩৬১৭
সখীরে সুধায় বারে বারে।
প্রাণনাথ ছাড়ি কোথা গেলেন আমারে ॥ ৩৬১৮

কান্ত প্রবাসে গমন করিলে নায়কাকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। প্রিয় কীর্ত্তন, দৈন্য, কৃশতা, জাগরন, মলিনতা অস্থিরতা এবং আলস্য প্রভৃতি উহার চেষ্টা বলিয়া কথিত হয় ।৩৫৯৬

যখন গোপীপ্রান বল্লভ মুকুন্দ নন্দ গৃহ হইতে গান্দিনী পুত্র অক্রুরকে অনুশরন করতঃ মথুরায় আগমা করিয়াছেন, তখ ... ঘূর্ণী লক্ষনান্বিত পীড়ময় সলিলে অগাধ-চিন্তা তরঙ্গিনীতে নিমজ্জিতা হইয়াছেন ॥৩৫৯৮

কান্ত যাহার অধীন হইয়া সর্বদা সমীপে থাকে তাহাকে স্বাধীন ভর্তৃকা বলে। জল ও অরন্যে ক্রীড়া ও কুসুম হরনাদি করিয়া থাকে ॥৩৬০৬

যে রাগ নবনব ভাবে অনুভূত প্রিয়জনকে নিত্য নূতন বোধ করায় তাহাকে পণ্ডিত গন অনুরাগ বলে। এই পর পর বর্ণীত

আর কি পাইব প্রাননাথে ।
এত কহি করাঘাত করে নিজ মাথে ॥ ৩৬১৯
ভাসে দুটি নয়নের জলে ।
ছাড়ি দীর্ঘ নিঃশ্বাস লোটায় মহীতলে ॥ ৩৬২০
রসিকশেখর শ্যামরায় ।
দেখিয়া বিষম দশা প্রবোধে রাধায় ॥৩৬২১
প্রবোধে পরাণ জুড়াইল ।
ঘুচিল বিচ্ছেদ দুঃখ দূরে গেল ॥৩৬২২
সখী কি কহিলা আঁখিকোনে ।
পুলকে বলিত হৈয়া বিলসে গোপনে ॥৩৬২৩
বালা আলিঙ্গয়ে মেলি বাহু ।
লাজে নতমুখী রাই হাসে লহু লহু ॥৩৬২৪
মাধব ধরিতে নারে ধৃতি ।
মুখে মুখ ঝাঁপয়ে মদনমদে মাতি ॥৩৬২৫
উচকুচযুগে কর দিতে ।
না জানে আছয়ে কোথা কত উঠে চিতে ॥৩৬২৬
হাসি নীবিবন্ধ খসাইয়া ।
রহয়ে কুসুম শেষে অঙ্গ গড়াইয়া ॥৩৬২৭
তনু তনু মিশা শোহে হেন ।
নীলমণি কনক দামিনীঘন যেন ॥ ৩৬২৮
বাড়য়ে কৌতুক অতিশয় ।
উভ বেশ বিরচিয়া দোহে নিরিখয় ॥ ৩৬২৮
সময় জানিয়া সহচরী ।
শ্রম উপশমে কত কহে ধীরি ধীরি ৩৬২৯
নরহরি সখীর ইঙ্গিতে ।
করয়ে সুবাতাস ঘরম নিবারিতে ॥ ৩৬৩১
ওহে শ্রীনিবাস এই কালিন্দী কাননে ।
বিলসয়ে কৃষ্ণ পঞ্চবিধ সখাসনে ॥ ৩৬৩২
চেট বিট বিদূষক পীঠমর্দ আর ।
প্রিয়নর্ম এই পঞ্চ সহায় তাঁহার ॥ ৩৬৩৩
বিবিধ প্রকারে করে কৃষ্ণের সহায় ।
এ সব সখার গুণ কেবা নাহি গায় ॥ ৩৬৩৪
তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায় ভেদ প্রকরণে ১ম লক্ষণম্‌
অথৈতস্য সহায়াঃ স্যুঃ পঞ্চধা চেটকো বিটঃ ।
বিদূষকঃ পীঠমর্দঃ প্রিয়নর্মসখস্তথা ।
নর্মপ্রয়োগে নৈপুণ্যং সদা গাঢ়ানুরাগিতা ॥ ৩৬৩৫
দেশকালজ্ঞতা দাক্ষ্যং রুষ্টগোপীপ্রসাদনং ।
নিগূঢমন্ত্রতেত্যাদ্যাঃ সহায়ানাং গুণা মতাঃ ॥ ৩৬৩৬
এথা কৃষ্ণ চেট ভৃঙ্গ ভঙ্গুরাদি সনে ।
বিলসে সে সব দক্ষ সকল সন্ধানে ॥৩৬৩৭
তথাহি তত্রৈব —
সন্ধানচতুরশ্চেটো গূঢকর্মা প্রগল্ভধীঃ ।
স তু ভঙ্গুর ভৃঙ্গারাদিকঃ প্রোক্তোহত্র গোকুলে ॥
বিটসখা কড়ার ভারতী আদি এথা ॥
কৃষ্ণবেশ বিন্যাসে নিপুনাদ্ভুত প্রথা ॥৩৬৩৯

প্রেমবৈচিত্ত্য অপ্রাপ্তিনিমিত্ত ও জন্মলাভের প্রবল আকাঙ্খা এবং বিপ্রলম্ভে নায়কস্ফূর্তি ইত্যাদি অনুভব হইয়া থাকে ॥ ৩৬০৯-৩৬১০

প্রিয় সন্নিকটে থাকিলেও প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবে বিরহ আশঙ্কায় যে আর্তি, তাহাকে প্রেমবৈচিত্ত্য কথিত হয় ॥৩৬১৩

নায়কের সহায় পাঁচ প্রকার—চেটক, বিট, বিদূষক, পীঠমর্দ্র ও প্রিয়নর্মসখ । পরিহাস করনে নৈপুন্য, সদা গাঢ় অনুরাগ, দেশ কালের অভিজ্ঞতা দক্ষতা, গোপীগনের রুষ্টতায় প্রসন্নতাকরন এবং গুপ্তমন্ত্রকারিতা ইত্যাদি গুনের সহায়কতা বিশ্রুত ॥৩৬৩৫-৩৬৩৬

চেট সন্ধান চতুর, গূঢ়কর্মা, প্রত্যুৎপন্ন মতি হয় । এই গোকুলে ভঙ্গুর, ভঙ্গারাদি চেট সহায় বলিত কথিত ॥ ৩৬৩৮

তত্রৈব—

বেশোপচারকুশলো ধূর্ত্তো গোষ্ঠীবিশারদঃ।
কামতন্ত্রকলাবেদী বিট ইত্যভিধীয়তে।
কড়ারো ভারতীবন্ধ ইত্যাদির্বিট ঈরিতঃ ॥ ৩৬৪০

এথা বিদূষক বসন্তাদি সখাগণ।
বাঢ়ায় কৌতুক কৃষ্ণ করিতে ভোজন ॥ ৩৬৪১

তত্রৈব—

বসন্তাদ্যভিধো লোলো ভোজনে কলহপ্রিয়ঃ।
বিকৃতাঙ্গবচোবেশৈর্হাস্যকারী বিদূষকঃ।
বিদগ্ধমাধবে খ্যাতো যথাসৌ মধুমঙ্গলঃ ॥ ৩৬৪২

পীঠমর্দ শ্রীদাম গুণের অন্ত নাই।
করে তাই কৃষ্ণের সহায় এই ঠাঁই ॥ ৩৬৪৩

তত্রৈব—

গুণৈর্নায়ককল্পো যঃ প্রেম্না তত্রানুবৃত্তিমান্।
পীঠমর্দ্দঃ কথিতঃ শ্রীদামা স্যাদ্ যথা
হরেঃ ॥ ৩৬৪৪

প্রিয়নর্ম-সখ সুবলাদিক এথায়।
কৃষ্ণ সুখ যা'তে তাহা করে সর্ব্বথায় ॥ ৩৬৪৫

তত্রৈব—

আত্যন্তিকরহস্যজ্ঞঃ সখীভাবসমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ প্রণয়িভ্যোঽসৌ প্রিয়নর্মসখো বরঃ।
স গোকুলে তু সুবলস্তথা স্যাদর্জ্জুনাদিকঃ ॥ ৩৬৪৬

ওহে নিবাস কৃষ্ণ এ রম্য কাননে ॥
স্বয়ং মিলে গোপিকা কর্ষয়ে বংশীস্বনে ॥ ৩৬৪৭
স্বয়ং দূতী রাধিকাপ্তদূতী যৈছে তাঁর।
তৈছে শ্রীকৃষ্ণের ইথে আনন্দ অপার ॥ ৩৬৪৮

তত্রৈব—

হরিপ্রিয়াপ্রকরণে বক্ষ্যন্তে যাস্তু দূতিকাঃ।
তত্রাপি তা যথাযোগ্যং বিজ্ঞেয়া রসবে-
দিভিঃ ॥ ৩৬৪৯

তত্র স্বয়ং বংশী চ। স্বয়মিতি স্বয়ং দূতী-
ত্যর্থঃ ॥ ৩৬৫০

বীরা বৃন্দাদিক শ্রীকৃষ্ণের আপ্তদূতী।
এ কুঞ্জে মিলায় দোঁহে কি অদ্ভুত রীতি ॥ ৩৬৫১

তত্রৈব—

বীরাবৃন্দাদয়ঃ প্রোক্তা দূত্যঃ কৃষ্ণস্য কীর্ত্তিতা।
বীরা প্রগল্ভবচনা বৃন্দা চাটূক্তিপেশলা ॥ ৩৬৫২

অন্যাসাধারণা দূত্যো বীরাদ্যাঃ কথিতা হরেঃ।
লিঙ্গিন্যস্তাস্তু বক্ষ্যন্তে যাস্তাঃ সাধারণা দ্বয়োঃ

কি বলিব এথা সখ্যাদিক রাধিকার।
করয়ে সহায় যৈছে না হয় বিস্তার ॥ ৩৬৫৪

রাধিকার সখী পঞ্চবিধ। সখী আর।
নিত্যসখী প্রাণসখী আদি এ প্রচার ॥ ৩৬৫৫

বেশ রচনায় উপচারে সেবায় কুশল, ধূর্ত্ত বাক্য বিন্যাসে পরিজন নিয়ন্ত্রন কার্য্যে নিপুন, কামতন্ত্র কলাবেদী; সহায়কে বিট বলে। কড়ার, ভারতীবন্ধ প্রভৃতি বিট বলিয়া কথিত ॥

বসন্ত আদি নাম যুক্ত ব্যক্তি ভোজনে লালসা যুক্ত, কলহপ্রিয় দেহ-বেশ-বাক্যের বিকৃত করিয়া হাস্যকারী তাহাকে বিদূষক বলে। যেমন বিদগ্ধ মাধবে মধুমঙ্গল বিদূষক বলিয়া খ্যাত ॥ ৩৬৪২

যে নায়ক তুল্য গুনবান হইয়া প্রেমবশতঃ অনুগত হয়; তাহাকে পীঠমর্দ বলে। যথা শ্রীদাম কৃষ্ণের পীঠমর্দ সহায় হয়। যে আন্তরিক রহস্য, সখীভাব সমাশ্রিত এবং প্রনয়ীগন মধ্যে অতীব প্রিয়, তাহাকে প্রিয়নর্মসখা বলে ॥ তাহাদের গোকুলে সুবল, তথা অর্জ্জুনাদি কথিত হয় ॥ ৩৬৪৬

এ সকল সখী লৈয়া রাধিকা সুন্দরী ।
এই কুঞ্জে রহেন কৃষ্ণের পথ হেরি ॥ ৩৬৫৬
তত্রৈব—
তাস্তু বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ সখ্য পঞ্চবিধা মতাঃ ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যশ্চ কাশ্চন ।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠসখ্যশ্চ বিশ্রুতা ॥ ৩৬৫৭
সখী কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদি এথা ।
যতনে সাধয়ে রাধিকার মনঃ কথা ॥ ৩৬৫৮
তত্রৈব—
সখ্যঃ কুসুমিকা বিন্ধ্যা ধনিষ্ঠাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৩৬৫৯
নিত্যসখী কস্তুরী মনিমঞ্জরিকাদি ।
এথা রাধামনোবৃত্তি সাধে নিরবধি ॥ ৩৬৬০
তত্রৈব
নিত্যসখ্যস্তু কস্তুরী মণিমঞ্জরিকাদয়ঃ ॥ ৩৬৬১
প্রানসখী বাসান্ত্যাদি রাধাতুল্য প্রায় ।
এই কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণে কৌতুক বাঢ়ায় ॥ ৩৬৬২
তত্রৈব
প্রাণসখ্যঃ শশিমুখী বাসন্তী লাসিকাদয়ঃ ।
গতা বৃন্দাবনেশ্বর্যাঃ প্রায়েণেমাঃ সরূপতাম্ ॥ ৩৬৬৩
(সরূপতাং তু ল্যতামিত্যর্থঃ ।)
প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী আদি অনুপমা ।
এ কুঞ্জে বিহ্বল দেখি দোঁহার সুষমা ॥ ৩৬৬৪
তত্রৈব—
প্রিয়সখ্যঃ কুরঙ্গাক্ষী সুমধ্য মদনালসা ।
কমলা মাধুবী মঞ্জুকেশী কন্দর্পসুন্দরী ।
মাধবী মালতী কামলতা শশিকলাদয়ঃ ॥ ৩৬৬৫
পরমপ্রেষ্ঠসখী ললিতাদিক এথায় ।
দোঁহে মিলাইয়া মহা উল্লাস হিয়ায় ॥ ৩৬৬৬
তত্রৈব—
পরমপ্রেষ্ঠসখ্যস্তু ললিতা সবিশাখিকা ।
সুচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিক ॥ ৩৬৬৭
রঙ্গদেবী সুদেবী চেত্য ষ্টৌ সর্বগুনাগ্রিমাঃ ।
আসাং সুষ্ঠু দ্বয়োরের প্রেম্নঃ পরমকাষ্ঠয়া ।
কচিজ্জাতু কচিজ্জাতু তদাধিক্যমিবেক্ষ্যতে ৩৬৬৮

হরিপি যা প্রকরনে যাহা দূতীলক্ষন কথিত হইবে । এখানে তাহা যথাযোগ্য ভাবে রসজ্ঞগন জানিতে পারিবেন । তথায় স্বয়ং বশী, স্বয়ং অর্থে স্বয়ং দূতী বোঝায় ।।৩৬৪৯-৩৬৫০
বীরা বৃন্দাদি কৃষ্ণের আপ্ত দূতী বলিয়া কথিত। বীরা প্রগলভ বচনা, বৃন্দা চাটু বাক্য দক্ষ। বীরাদি কৃষ্ণের অসাধারন দূতী বলিয়া কথিত। লিঙ্গিনী প্রভৃতির কথাও বলা হইবে। তাহারা উভয়েরই সাধারন দূতী ।।৩৬৫২ ৩৬৫৩
বৃন্দাবনেশ্বরীর সেই সখীগন পঞ্চবিধা। তাঁহার সখী নিত্য সখী, প্রানসখী প্রিয় সখী ও পরমপ্রেষ্ঠ সখী নাম খ্যাত ।।৩৬৫৭
কুসুমিকা বিন্ধ্যা ও ধনিষ্ঠা প্রভৃতি সখী বলিয়া কথিত ।।৩৬৫৯
কস্তুরী ও মঞ্জরিকা দি নিত্য সখী ।।৩৬৬১
শশীমুখী, বাসন্তী ও লাসিকাদি প্রানসখী। ইহারা প্রায় বৃন্দাবনেশ্বরীর তুল্যরূপ প্রাপ্ত।। স্বরূপতা শব্দে তুল্যতা বোঝায় ।। ৩৬৬৩
কুরঙ্গাক্ষী, সুমধ্য, মদনালসা, কমলা মাধুরী, মঞ্জুকেশী, কন্দর্প সুন্দরী মাধবী, মালতী কামলতা শশিকলা প্রভৃতি প্রিয়সখী ।। ৩৬৬৫
ললিতা বিশাখা সুচিত্রা চম্পকলতা তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখিকা রঙ্গদেবী ও সুদেবী এই আটজন সর্বগুনে শ্রেষ্ঠা পরম শ্রেষ্ঠা সখী ! ইহাদের মধ্যে ললিতা বিশাখাসখীদ্বয় কেবল প্রেমের অতিব পরাকাষ্ঠা হেতু কোথাও কোথাও তাহাদেরই যেন শ্রেষ্ঠত্ব দেখাযায় ।। ৩৬৬৭-৩৬৬৮

ওহে শ্রীনিবাস এই নিকুঞ্জ আবাসে।
স্বয়ংদূতী আপ্তদূতী চাতুর্য প্রকাশে॥ ৩৬৬৯

তথাহি তত্রৈব—

অথাশ্রিতসহায়ানাং কৃষ্ণসঙ্গমতৃষ্ণয়া।
এতাসাং পূর্বরাগাদৌ দূত্যযুক্তির্বিলিখ্যতে।
দূতী স্বয়ং তথাপ্তা চ দ্বিধাত্র পরিকীর্তিতা ॥৩৬৭০

স্বয়ংদূতী এথা কৃষ্ণে করিয়া দর্শন।
বাচিকাঙ্গিক চাক্ষুষে সাধে প্রয়োজন ॥ ৩৬৭১
স্বয়ংদূতী শ্রীরাধিকা সর্বাংশে প্রবীনা।
বিলসয়ে এ কুঞ্জে সুখের নাহি সীমা ॥ ৩৬৮২

তত্রৈব—

অত্যোৎসুকাক্রটদ্ব্রীড়া যা চ রাগাদিমোহিতা।
স্বয়মেবাভিযুঙ্‌ক্তে সা স্বয়ং দূতীততঃ স্মৃতা।
স্বাভিযোগা স্ত্রিধা প্রোক্তা বাচিকাঙ্গিকচাক্ষুষাঃ ॥৩৫৭

ওহে শ্রীনিবাস এই কদম্বকাননে।
সদা রাধাসুখ বাঞ্ছে আপ্তদূতীগনে॥ ৩৬৭৪
আপ্তদূতীগণচেষ্টা কহিল না হয়।
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারী ত্রয় ॥ ৩৬৭৫

তত্রৈব—

ন বিশ্রম্ভস্য ভঙ্গং যা কুর্যাৎ প্রাণাত্যয়েঽপি।
স্নিগ্ধা চ বাগ্মিনী চাসৌ দূতী স্যাদ গোপসুভ্রুবাম্
অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা পত্রহারীতি সা ত্রিধা ॥৩৬৭৬

বিশ্রম্ভো বিশ্বাস ইত্যর্থঃ।

অমিতার্থা দূতী অতি প্রবীনা ইঙ্গিতে।
রচিয়া উপায় দোঁহে মিলায় এথাতে ॥৩৬৭৭

তত্রৈব —

জ্ঞাত্বেঙ্গিতেন যা ভাবং দ্বয়োরেকতরস্য বা
উপায়ৈর্মিলয়েত্তৌ দ্বাবমিতার্থা ভবেদিয়ম্ ॥৩৬৭৮

নিসৃষ্টার্থা দূতীকে অর্পয়ে কার্যভার।
এ কুঞ্জে করেন যুক্তি ঘটনা দোঁহার ॥৩৬৭৯

তত্রৈব

বিন্যস্তকার্যভারা স্যাদ্দ্বয়োরেকতরেন যা।
যুক্তোভৌ ঘটয়েদেষা নিসৃষ্টার্থা নিগদ্যতে ॥৩৬৮০

পত্রহারী দূতী মাত্র পত্রিকা লইয়া।
দেন দোঁহে দোঁহে মিলে নিকুঞ্জে আসিয়া ॥৩৬৮১

তত্রৈব—

সন্দেশমাত্রং যা যূনোর্নয়েৎ সা পত্রহারিকা॥ ৩৬৮২

দূতী শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী আর।
পরিচারিকা ধাত্রেয়ী সর্বত্র প্রচার ॥৩৬৮৩
বনদেবী সখী আদি এ সব কুঞ্জেতে।
নিজ নিজ গুন প্রকাশয়ে হর্ষচিতে ॥৩৬৮৪

তথাহি তত্রৈব –

তাঃ শিল্পকারী দৈবজ্ঞা লিঙ্গিনী পরিচারিকা।
ধাত্রেয়ী বনদেবী চ সখী চেত্যাদয়ো ব্রজে ॥৩৬৮৫

তারপর আশ্রিত সহায় তাহাদের পূর্বরাগাদিতে কৃষ্ণ সঙ্গমার্থ অভিলাষ হওয়ায় দূতী যুক্তি লিখিত হইতেছে। দূতী দুই প্রকার কথিত হয়—স্বয়ং দূতী ও আপ্ত দূতী।৩৬৭০

অতিশয় ঔৎসুক্যবশতঃ যাহার লজ্জা দূরীভূত হইয়াছে রাগাদি মোহিত এবং নায়কের নিকট অভিযোগ করে তাহাকে স্বয়ং দূতী বলা হয়। বাচিক আঙ্গিক চাক্ষুষ এই তিন প্রকার অভিযোগ।৩৬৭৩

যে প্রানান্তে ও বিশ্বাস ভঙ্গ করে না যে স্নিগ্ধা এবং বাগ্মিনী গোপ সুন্দরীগনের আপ্ত দূতী বলা হয়। অমিতার্থা নিসৃষ্টার্থা ও পত্রহারী এই তিন প্রকারের আপ্ত দূতী।৩৬৭৬

শিল্পকারী নানা শিল্পে প্রবীনা এথায় ।
দেখাইয়া শিল্প, সুখী করেন দোঁহায় ॥৩৬৮৬
দৈবজ্ঞাপ্তদূতী গননায় বিলক্ষনা ।
কহে এই কুঞ্জে অদ্য দোঁহার ঘটনা ॥৩৬৮৭
লিঙ্গিনী তাপসীবেশা যৈছে পৌর্ণমাসী ।
পৌর্ণমাসী দোঁহে মিলায়েন এথা আসি ॥৩৬৮৮

তত্রৈব—
লিঙ্গিনী তাপসীবেশা পৌর্ণমাসীবদীরিতা ॥৩৬৮৯
পরিচারিকা লবঙ্গমঞ্জর্যাদি রঙ্গে ॥
রাধিকারে এ কুঞ্জে মিলান কৃষ্ণ সঙ্গে ॥৩৬৯০
তত্রৈব—
লবঙ্গমঞ্জরী ভানুমত্যাদ্যা‌ঃ পরিচারিকাঃ ৩৬৯১
ধাত্রেয়ী যাবট হৈতে আনিয়া রাধায় ।
এ কুঞ্জ কৃষ্ণের সহ কৌতুকে মিলায় ।৩৬৯২
বনদেবীগন বনে রহে সর্বক্ষন ।
এই কুঞ্জে দেখে রাই কানুর মিলন ॥৩৬৯৩
সখী এই কুঞ্জে দোঁহে কৌতুকে মিলায় ।
সখীরীত বিদিত কেবা না যশ গায় ॥

তত্রৈব—
স্বাত্মনোঽপ্যধিকঃ প্রেম কুর্বাণান্যোঽন্যমচ্ছলম্
বিশ্রম্ভিনী বয়োবেশাদিভিস্তুল্যা সখ মতা ॥৩৬৯৫
বাচ্যং ব্যঙ্গমিতি দ্বেধা তদ্দূত্যমুভয়োরপি ॥ ৩৬৯
তত্তস্যাঃ সখ্যাঃ উভয়োর্নায়কয়োরিত্যর্থঃ)
বিবিধ প্রকারে এই নিকুঞ্জ আলয়ে ।
সম্ভোগে দোঁহার সুখ সখী বিস্তারয়ে ॥ ৩৬৯৭
মুখ্য গৌণরূপে সম্ভোগ অষ্ট পরকার ।
পূর্বরাগাদিকে সংক্ষিপ্তাদি এ প্রচার ॥ ৩৬৯৮

তথাহি তত্রৈব—
দর্শনালিঙ্গনাদীনামানুকূল্যান্নিষেবয়া ।
যূনোরুল্লাসমারোহন ভাবঃ সম্ভোগ ঈর্যতে ॥ ৩৬৯৯
মনীষিভিরয়ং মুখ্যো গৌণশ্চেতি দ্বিধোদিতঃ ।
মুখ্যো জাগ্রদবস্থায়াঃ সম্ভোগঃ স চতুর্বিধঃ ॥৩৭০০
তান পূর্বরাগতো মানাৎ প্রবাসদ্বয়তঃ ক্রমাৎ ।
জাতান্ সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ সম্পন্নর্ধিমতো বিদুঃ
॥ ৩৭০১

যে ইঙ্গিত পাইবা মাত্র উভয়ের বা একজনো ভাবজ্ঞাত হইয়া কৌশলে সেই দুইজনকে মিলন করায় তাহাকে অমিতার্থা বলে ॥ ৩৬৭৮

নায়িকদ্বয়ের মধ্যে একজনের মাধ্যমে কার্যভার প্রাপ্ত হইয়া যুক্তির দ্বারা উভয়ের মিলন ঘটায় তাহাকে নিসৃষ্টার্থা দূতী বলা হয় ॥ ৩৬৮০

যে দূতী উভয়ের সংবাদ মাত্র বহন করে তাহাকে পত্রহারিকা বলে ॥৩৬৮২

আপ্তদূতী মধ্যে ব্রজে শিল্পকারী, দৈবজ্ঞা, লিঙ্গিনী, পরিচারিকা, ধাত্রেয়ী, বনদেবী এবং সখী ইত্যাদি ভেদ কথিত ॥৩৬৮৫

পৌর্ণমাসী তুল্য তপোবেশ ধারিনীকে লিঙ্গিনী বলে ॥৩৬৮৯

লবঙ্গ মঞ্জরী, ভানুমতী প্রভৃতি পরিচারিকা দূতী ॥৩৬৯১

যাহারা ছলনা বর্জন করতঃ পরস্পরের প্রতি অধিক প্রীতি করে এবং পরস্পরের বিশ্বাস পাত্রী হয়, পরস্পর বয়ঃক্রম ও বেশা দিতে তুল্যতা; তাহারই পরস্পর সখী, উভয়ের সখীদূত্য বাচ্য ও ব্যঙ্গভেদে দুই প্রকার ॥ তৎশব্দে সখীর, উভয়ের অর্থে নায়ক নায়িকার ॥৩৬৯৫-৩৬৯৬

পূর্বরাগে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগে সংক্ষেপেতে।
সখী দোঁহে মিলান সুপ্রকারে এথাতে ॥ ৩৭০২

তত্রৈব —
যুবানৌ যত্র সংক্ষিপ্তান্ সাধ্বসব্রীড়িতাদিভিঃ।
উপচারান্নিষেবেতে স সংক্ষিপ্ত ইতীরিতঃ ॥ ৩৭০৩

বিবিধ প্রকারে মান ভঞ্জন হইলে।
এথা সঙ্কীর্ণ সম্ভোগে সুখ সখী মিলে ॥ ৩৭০৪

তত্রৈব —
যত্র সঙ্কীর্যমাণাঃ স্যুর্ব্যলীকস্মরণাদিভিঃ।
উপচারাঃ স সঙ্কীর্ণঃ কিঞ্চিত্তপ্তেক্ষুপেশলঃ ॥ ৩৭০৫

অদূর প্রবাসে সম্পন্ন সে ভেদদ্বয়।
এথাতে সম্ভোগ-সুখ সখী আস্বাদয় ॥ ৩৭০৬

অত্রৈব —
প্রবাসাৎ সঙ্গতে কান্তে ভোগ সম্পন্ন ঈরিতঃ।
দ্বিধা স্যাদাগতিঃ প্রাদুর্ভাবশ্চেতি স সঙ্গমঃ ॥৩৭০৭

আগতিঃ
লৌকিকব্যবহারেণ স্যাদাগমনমাগতিঃ ॥ ৩৭০৮

প্রাদুর্ভাবঃ—
প্রেষ্ঠানাং প্রেমসংরম্ভবিহ্বলানাং পুরো হরিঃ।
আবির্ভাবত্যকস্মাদ্ যৎ প্রাদুর্ভাবঃ স উচ্যতে
॥ ৩৭০৯

সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগ সুদূর প্রবাসে।
আচ্ছন্ন প্রকাশ ভেদে এ কুঞ্জে বিলাসে ॥ ৩৭১০

তত্রৈব
দুর্লভালোকয়োর্যূনোঃ পারতন্ত্র্যাদ্বিযুক্তয়োঃ।
উপভোগাতিরেকো যঃ কীর্ত্যতে স সমৃদ্ধিমান্।

তত্রৈব
ছন্নপ্রকাশভেদেন কৈশ্চিদেষাং দ্বিরূপতা।
ইষ্টাপ্যত্র ন হি প্রোক্তা নাত্যুল্লাসকরী যতঃ
॥ ৩৭১২

দর্শন ও আলিঙ্গনাদির আনুকূল্য সেবনে নায়ক-নায়িকাদির যে উল্লাসোপরি ভাব তাহার নাম সম্ভোগ। পণ্ডিতগণ মুখ্য ও গৌণ ভেদে ঐ সম্ভোগ দুই প্রকার বলিয়া থাকেন। জাগ্রদ অবস্থায় মুখ্য সম্ভোগ চারিপ্রকার—পূর্বরাগ, মান, কিঞ্চিদ দূর ও সুদূর প্রবাস। সংক্ষিপ্ত সঙ্কীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান-ইহারা পূর্বরাগাদির গৌনভাবে উদিত হয় ॥৩৬৯৯-৩৭০১

যে সম্ভোগে যুবক যুবতীদ্বয় লজ্জা ও ভয় হেতু অল্প পরিমান সম্ভোগ বস্তু উপভোগ করে তাহাকে সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ বলে ॥৩৭০৩
নায়ককৃত বঞ্চনা স্মরনাদি উপাচারকে সংকীর্ণ মান বলে। তাহা কিঞ্চিৎ তপ্ত ইক্ষু চর্ব্বন ন্যায় সুখ ও অসংকুচিত তাহাকে সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ বলে ॥৩৭০৫

কান্ত প্রবাস হইতে আসিয়া মিলিত হইলে যে সম্ভোগ হয়, তাহাকে সম্পন্ন বলে। সেই সঙ্গম আগতি ও প্রাদুর্ভাব ভেদে দুই প্রকার ॥৩৭০৭

লৌকিক ব্যবহার দ্বারা আগমন করিলে তাহাকে আগতি বলে ॥৩৭০৮

প্রেমসংরম্ভর বিহ্বলতায় প্রিয়াগন মধ্যে অকস্মাৎ যে হরির আবির্ভাব, তাহাকে প্রাদুর্ভাব বলা হয় ॥৩৭০৯

পারতন্ত্র, দূরগত, দুষ্পাপ্য দর্শন নায়ক নায়িকার পরস্পর দর্শনাদিরূপ সম্ভোগাতিশয়ের নাম সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ ॥৩৭১১

ওহে শ্রীনিবাস এই পথে যাই রঙ্গে ।
প্রবেশয়ে এ কুঞ্জভবনে গণসঙ্গে ॥৩৭১৩
রাধিকার গণ যত অন্ত নাই তার ।
ললিতাদি সখী মধ্যে শোভা চমৎকার ॥৩৭১৪
সর্বগুণে পরিপূর্ণা সখী শ্রীললিতা ।
রত্নপ্রভা আদি অষ্টগুণে সুবেষ্টিতা ॥৩৭১৫
তথাহি শ্রীবৃহৎকৃষ্ণগণোদ্দেশ দীপিকায়াম্ —
রত্নপ্রভা রতিকলা সুভদ্রা ভদ্ররেখিকা ।
সুমুখী চ ধনিষ্ঠা কলহংসী কলাপিনী ॥৩৭১৬
বিশাখার সৌন্দর্য উপমা নাহি হয় ।
বেষ্টিত মাধবী আদি গণাষ্ট শোভয় ॥৩৭১৭
তথাহি তত্রৈব —
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা কুঞ্জরী তথা ।
হরিণী চপলানাম্নী সুরভী চ শুভাননা ॥৩৭১৮
সর্বাংশে প্রবীণা সুচিত্রাদি সুচরিতা ।
কুরঙ্গাক্ষী আদি নিজ গণাষ্টে অন্বিতা ॥ ৩৭১৯
তত্রৈব—
কুরঙ্গাক্ষী সুচরিতা মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা ।
চন্দ্রিকা চন্দ্রলতিকা কন্দকাক্ষী সুমন্দিরা ॥৩৭২০
চম্পকলতার অতি অদ্ভুত মাধুর্য ।
রসালিকা আদি অষ্টগনে শোভাশ্চর্য ॥৩৭২১
তত্রৈব —
রসালিকা তিলকিনি সৌরসেনী সুগন্ধিকা ।
রামিনীকাম নাগরী নাগবেনিকা ॥ ৩৭২২
শ্রীরঙ্গদেবীর রূপে কেবা ধৈর্য ধরে ।
মঞ্জুমেধাদি গণাষ্ট শোভা চিত্ত হরে ॥৩৭২৩
তত্রৈব—
মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষনা ।
তনুমধ্যা মধুসাস্ত্রা গুনচূড়া বরাঙ্গদা ॥ ৩৭২৪
সুদেবী রাধিকাপ্রীতে সদা প্রফুল্লতা ।
তার অষ্টগণ তুঙ্গভদ্রাদি বিদিতা ॥৩৭২৫
তত্রৈব—
তুঙ্গভদ্রা রসোত্তুঙ্গা রঙ্গবাটী সুসঙ্গতা ।
চিত্রলেখা বিচিত্রাঙ্গী মেদিনী মদনালসা ॥ ৩৭২৬
তুঙ্গবিদ্যা পরমরূপসী শোভা অতি ।
কলকণ্ঠি আদি অষ্টগণাদ্ভুত রীতি ।
তত্রৈব
কলকণ্ঠি শশিকলা কমলা মধুরেন্দিরা ।
কন্দর্পসুন্দরী কামলতিকা প্রেমমঞ্জরী ॥৩৭২৮
ইন্দুলেখা সর্বচিন্তাকার্যে সুচরিতে ।
কাবেরী আদি গণাষ্ট উপমা কি দিতে ॥ ৩৭২৯
তত্রৈব—
কাবেরী চারুকবরা সুকেশী মঞ্জুকেশিকা ।
হারহীরা মহাহীরা হারকণ্ঠি মনোহরা ॥ ৩৭৩০
ওহে শ্রীনিবাস ললিতাদি গণ সঙ্গে ।
এই কুঞ্জে দোঁহার মিলন দেখি রঙ্গে ॥ ৩৭৩১

পূর্বোক্ত চারি প্রকার সম্ভোগের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ ভেদে দুই প্রকার। ঐ দ্বিরূপতা ইষ্টা হইলে ও এই স্থলে বর্ণিত হইল না। কারন উহা অধিক উল্লাস প্রদ নহে ॥৩৭১২

রত্নপ্রভা, রতিকলা, সুভদ্রা, ভদ্র রেখিকা, সুমুখী ধনিষ্ঠ, কলহংসী ও কলাপিনী—ললিতার গন ;৩৭১৬ -

মাধবী, মালতী, চন্দ্ররেখিকা, কুঞ্জরী, হরিনী,চপলা, সুরভী ও শুভাননা বিশাখারগন ।৩৭১৮

কুরঙ্গাক্ষী, সুচরিতা, মণ্ডলী, মনিকুণ্ডলা, চন্দ্রিকা, চন্দ্রলতিকা, কুন্দকাক্ষী ও সুমন্দিরা—সুচিত্রারগন ॥৩৭২০

রসালিকা, তিলকিনী, সৌরসেনী, সুগন্ধিকা, রামিনী, কামনাগরী, নাগরী ও নাগবেনিকা—চম্পকলতার গন ॥৩৭২২

তিলে তিলে উল্লাসে ধরিতে নারে হিয়া।
ললিতাদি সখীর পরমাদ্ভুত ক্রিয়া ॥ ৩৭৩২

তথাহি শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ—
মিথঃ প্রেমগুণোৎকীর্তিস্তয়োরাসক্তিকারিতা
অভিসারো দ্বয়োরেব সখ্যাঃ কৃষ্ণে সমর্পণম।
নর্মাশ্বাসননেপথ্যং হৃদয়োদ্ঘাটপাটবং
ছিদ্রসংবৃতিরেতস্যাঃ পত্যাদেঃ পরিবঞ্চনা ॥ ৩৭৩৩
শিক্ষা সঙ্গমনং কালে সেবনং ব্যজনাদিভিঃ।
তয়োর্দ্বয়োরুপালম্ভঃ সন্দেশপ্রেষণং তথা।
নায়িকাপ্রাণসংরক্ষা প্রযত্নাদ্যাঃ সখীক্রিয়াঃ
॥ ৩৭৩৪

ওহে শ্রীনিবাস কহিবার সাধ্য নাই।
কৃষ্ণ মনোহিত পুষ্পবাটী এই ঠাঁই ॥ ৩৭৩৫
কি অপূর্ব শোভা এই বনের ভিতর।
গুণাতীত লিঙ্গরূপ নাম গোপীশ্বর। ৩৭৩৬
এই সদাশিব বৃন্দাবিপিন পালয়।
ইঁহাকে পূজিলে সর্বকার্য সিদ্ধ হয় ॥ ৩৭৩৭
গোপীগণ সদা কৃষ্ণসঙ্গের লাগিয়া।
নিরন্তর পূজে যত্নে নানা দ্রব্য দিয়া ॥ ৩৭৩৮

কহিতে কি পারি যে মহিমা গুরুতর।
গোপিকাপূজিত তেঁই নাম গোপীশ্বর ॥ ৩৭৩৯
ইন্দ্রাদি দেবতাস্তুতি করয়ে সদায়।
বৃন্দাবনে প্রীতি বৃদ্ধি ইঁহার কৃপায় ॥ ৩৭৪০

তথাহি—
শ্রীমদ্গোপীশ্বরং বন্দে শঙ্করং করুণাময়ম্।
সর্বক্লেশহরং দেবং বৃন্দাবণ্যতিপ্রদম্ ॥ ৩৭৪১
তথাচ শ্রীস্তবামৃতলহর্যাং—
বৃন্দাবনাবনিপতে জয় সোমসোম
মৌলে সনন্দন-সনাতন নারদেড্য।
গোপীশ্বর ব্রজবিলাসিযুগাঙ্ঘ্রিপদ্মে
প্রেম প্রযচ্ছ নিরুপধি নমো নমস্তে ॥ ৩৭৪২

দেখ ব্রহ্মকুণ্ড এই পরম নির্জন।
বহু গুল্মলতাবৃত অতি সুশোভন ॥ ৩৭৪৩

এথা স্নান একরাত্রি উববাস কৈলে।
গন্ধর্বাদি সহ ক্রীড়া করে কুতূহলে ॥ ৩৭৪৪

প্রাণত্যাগ হৈলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।
ব্রহ্মকুণ্ড মহিমা পুরাণে ব্যক্ত হয় ॥ ৩৭৪৫

মঞ্জুমেধা, সুমধুরা, মধুরক্ষ্মা, তনুমধ্যা, মধুসান্দ্রা, গুনচূড়া ও বরাঙ্গদা—রঙ্গদেবীর গন ॥৩৪২৪

তুঙ্গভদ্রা, রসোত্তুঙ্গা, রঙ্গবাটী, সুসঙ্গতা, চিত্রলেখা, বিচিত্রাঙ্গী, মেদিনী, ওমদনালসা—সুদেবীর গন ॥৩৭২৬

কলকণ্ঠী শশিকলা, কমলা, মধুরা ইন্দিরা কন্দর্প মঞ্জরী, কামলতিকা ও প্রেমমঞ্জরী—তুঙ্গবিদ্যার গন ॥৩৭২৮

কাবেরী, চারুকবরা, সুকেশী, মঞ্জু কেশিকা, হারহীরা হারকণ্ঠি ও মনোহরা—ইন্দুরেখা—ইন্দুলেখার গন ॥৩৭৩০

নায়ক নায়িকার পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রেমগুনাদি কীর্তন, পরস্পরের প্রতি আসক্তিকারিতা, সময়োচিত পরস্পরের সঙ্কেত স্থানে গমন সংঘটন; কৃষ্ণে সখী সমর্পন, পরিহাস, আশ্বাস প্রদান, নায়ক নায়িকার বেশ রচনা, মনোগত ভাব প্রকাশে দক্ষতা, নায়িকার দোষ গোপন, পত্যাদির বঞ্চনা, শিক্ষা প্রদান, যথাসময়ে উভয়ের মিলন ঘটান, চামর ব্যজন, উভয়ের প্রতি তিরস্কার, সংবাদ প্রেরন ও নায়িকার প্রান সংরক্ষার্থ বিশেষ যত্নাদি—এই সপ্তদশ প্রকার সখীগনের কার্য্য ॥৩৭৩৩-৩৭৩৪

সর্বক্লেশহর ব্রজে রতিদায়ক করুনাময়, শ্রীমদ্গোপীশ্বর শঙ্কর দেবকে বন্দনা করি ॥৩৭৪১

তথাহি আদিবারাহে—

তত্র ব্রাহ্মে মহাভাগে বহু গুল্মলতাবৃতে।
তত্র স্নানং প্রকুর্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ ॥ ৩৭৪৬
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ ক্রীড়মানঃ স মোদতে ।
তত্রাথ মুঞ্চতে প্রাণান্ মম লোকং স গচ্ছতি ॥৩৭৪৬

ব্রহ্মকুণ্ড পার্শ্বে আর যে যে চমৎকার।
তাহা হি কহিব কৈল পুরাণে প্রচার ॥ ৩৭৪৮

তথাহি বারাহে—

তস্যা তত্রোত্তরে পার্শ্বে হ্শোকবৃক্ষোঽসিতপ্রভঃ ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশ্যাম্ ॥ ২৭৪৯
স পুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মম ভক্তসুখাবহঃ
ন কশ্চিমপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিম্ ॥ ৩৭৫০

এথা বৃন্দাদেবী মনোবৃত্তি প্রকাশিল।
নারদমুনির মনোরথ পূর্ণ কৈল ৩৭৫১
ওহে শ্রীনিবাস এই বেণুকূপ হয়।
এথা কৃষ্ণচন্দ্রের কৌতুক অতিশয় ॥ ৩৭৫২
প্রিয়াগন তৃষ্ণাযুক্ত কৃষ্ণ তা জানিয়া।
ভূমিতলে দিলা দৃষ্টি বেণু করে লৈয়া ॥ ৩৭৫৩
বেণু ফুকিতেই শব্দ প্রবেশে পাতালে।
অকস্মাৎ হৈল কূপ পরিপূর্ণ জলে ॥ ৩৭৫৪
সবে জলপান করি প্রশংসে কৃষ্ণেরে।
বেণুকূপ নাম তেঞি বিদিত সংসারে ॥ ৩৭৫৫
ওহে শ্রীনিবাস কালিদমনের দিনে।
দাবাণলপান কৃষ্ণ কৈলা এইখানে ॥ ৩৭৫৭
এই দাবানল স্থান যে করে দর্শন।
সংসার দাবাগ্নি হৈতে হয় বিমোচন ॥ ৩৭৫৮

এই শ্রীগোবিন্দস্বামি তীর্থ মহোত্তম।
দেখহ অপূর্ব শোভা নাহ যার সম ॥ ৩৭৫৮

এথা স্নান কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
এথা গোবিন্দের গতি অদ্ভুত বিলাস ॥ ৩৭৫৯

তথাহি সৌরপুরাণে—

গোবিন্দস্বামি তীর্থাখ্যমস্তি তীর্থং মহোত্তমং ।
বসুদেবতনূজস্য বিষ্ণোরত্যন্তদুর্লভম্ ॥৩৭৬০

গোবিন্দস্বামিনামাত্র বসত্যর্চাত্মকেঽচ্যুতঃ।
তত্র স্নাত্বা তমভ্যর্চ্য মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ ॥ ৩৭৬১

ব্রজে নানা লীলা শুনি মাধুর্যাদি যত।
ব্রহ্মাদি অগম্য আনে জানিব বা কত ॥৩৭৬২

হে বৃন্দাবনভূমীশ্বর, হে সুন্দর চন্দ্রশেখর, হে সনন্দন সনাতন—নারদাদি পূজিত, হে গোপীশ্বর তোমার জয় হউক। ব্রজবিলাসী যুগলের চরনকমলে অকপট অনুরাগ প্রদানকর। তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥৩৭৪২

হে মহাভাগে! সেই বহুগুল্মলতাবৃত ব্রহ্মকুণ্ড স্নান করিয়া একরাত্রি বাস করিবে। তারপর তথায় প্রানত্যাগ করিলে; সে গন্ধর্ব ও অপ্সরাগনের সহিত ক্রীড়ারত হইয়া আনন্দ লাভ করে। সে মম লোকে গমন করে ॥৩৭৪৬-৩৭৪৭

উহার উত্তর পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ অশোক বৃক্ষ বিদ্যমান। বৈশাই মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশীতে মধ্যাহ্নকালে পুষ্প প্রস্ফুটিত হয় শুদ্ধ ভাগবতগন ভিন্ন কেহ তাহা জানে না ॥৩৭৪৯-৩৭৫০

বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণের গোবিন্দ স্বামি তীর্থে নামে অত্যন্ত দুর্লভ মহোত্তম তীর্থ আছে। তথায় গোবিন্দ স্বামি নীচে অর্চারূপী অচ্যুত বাস করেন তথায় সাধুগন স্নান ও অর্চ্চনা করিয়া মুক্তি কামনা করেন ॥৩৭৬১

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ১০৪তম-শ্লোকঃ-

ন ব্রহ্মা ন চ নারদো নহি হরো ন প্রেমভক্তোত্তমাঃ
সম্যক্ জ্ঞাতুমিহাঞ্জসার্হতি যথা যস্যোচ্ছলন্মাধুরীম্।
কিন্ত্বেকো বলদেব এব পরিতঃ সার্ধং স্বমাত্রা স্ফুটং
প্রেম্নাপ্যুদ্ধব এষ বেত্তি নিতরাং কিং স ব্রজো
বর্ণ্যতে ॥৩৭৬৩

সর্বচিত্তাকর্ষক এই দ্বাদশ কানন।
ভূমিগত হৈয়া ভক্ত বন্দে অনুক্ষন ৩৭৬৪

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ৯৮তম শ্লোকঃ—

গন্ধব্যাকুল ভৃঙ্গসঞ্চয়চমূ-সংঘৃষ্ট পুষ্পোৎকরৈ-
র্ভ্রাজৎ-কল্পলতা-পলাশিনিকরৈর্বিভ্রাজিতানি স্ফুটং
যানি স্ফারতড়াগ-পর্বত-নদীবৃন্দেন রাজন্ত্যহো
কৃষ্ণপ্রেষ্ঠবনানি তানি নিতরাং বন্দে মুহুর্দ্বাদশ ॥
৩৭৬৫

ওহে শ্রীনিবাস ভক্ত সদা সংপ্রার্থয়ে।
অন্য প্রসঙ্গে ও যেন ব্রজে বাস হয়ে ॥৩৭৬৬

তথাহি শ্রীস্তবাবল্যাঃ ব্রজবিলাসে ১০৫তম শ্লোকঃ

অন্যত্র ক্ষনমাত্রমচ্যুতপুরে প্রেমামৃতাম্ভোনিধি-
স্নাতোহপ্যচ্যুত সজ্জনৈরপি সমং নাহং বসামি
ক্বচিৎ
কিন্ত্বত্র ব্রজবাসিনামপি সমং যেনাপি কেনাপ্য-
সংলাপৈর্মম নির্ভরঃ প্রতিমুহূর্ব্যাসাহস্তু নিত্যং মঃ।
৩৭৬৭

ব্রজভূমে বৈসে সে কৃষ্ণ প্রিয় হন।
তা সবারে বন্দে নিত্য ভাগ্যবন্তগন ॥৩৭৬৮

তথাহি শ্রীস্তবাবলাাং ব্রজবিলাসে ১০০ তম শ্লোকঃ

মুদ্রা যত্র তৃননিকরগুল্মাদিষু পরং
সদা কাঙ্ক্ষন জন্মাপি তবিবিধকর্মাপ্যনুদিনম্।
ক্রমাদ্ যে তত্রৈব ব্রজভুবি বসন্তি প্রিয়জনা।
ময়া তে তে বন্দ্যাঃ পরমবিনয়াৎ পুনাধচিত্রাঃ।
৩৭৬৯

যাঁহার উচ্ছলিত মাধুরী ব্রহ্মা, নারদ, শিব ও উত্তম ভক্তগন অনায়াসে সম্যক জানিতে পারে না, কিন্তু একমাত্র বলদেব ও তন্মাতা রোহিনী দেবী এবং উদ্ধব প্রেমবশতঃ যাহাকে যথার্থ জানেন, আমি সেই বৃন্দাবনের মহিমা কি বর্ণনা করিব ॥৩৭৬৩

গন্ধ ব্যাকুল যে ভৃঙ্গ সঞ্চয় ভ্রমর সমূহ দ্বারা পুষ্পরাশি সংঘৃষ্ট হইয়াছে; তাদৃপ শোভমান কল্প লতায় বৃক্ষগন দ্বারা যাহারা অতীব শোভা হইতেছে বিস্তৃত তড়াগ, পর্বত, নদীগনের যাহারা সুশোভিত সেই শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম দ্বাদশ বনকে বারংবার বন্দনা করি ॥৩৭৬৫

প্রেমসমুদ্রে স্নাত হইলে ও আমি বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া অন্য কোন ভগবদ্ধামে সজ্জনের সঙ্গে ক্ষনমাত্র বাস করিব না, কিন্তু ব্রজবাসীগনের মধ্যে যে কোন প্রেমশূন্য ব্যক্তি সহ যদি বৃথা আলাপ করিতে হয়, তথাপি আমার সর্বদা আসক্তি পূর্বক ব্রজে বাস হউক ॥৩৭৬৭

শ্রীকৃষ্ণ যাঁর প্রতি বিবিধ সৃষ্টির দায়িত্ব অর্পন করিয়াছেন; সেই ব্রহ্মা ব্রজে তৃননিকর, গুল্মাদি পরমানন্দে জন্ম আকাঙ্খা করিয়াছিলেন; সেই ব্রজভূমিতে সুকৃতি ব্যক্তি বাস করিতেছেন আমি পরম বিনয় সহকারে নিত্য ক্রমশঃ তাহাদিগকে বন্দনা করি। ৩৭৬৯

ব্রজস্থিত তৃণ গুল্ম-কীটাদিক যত।
সে সব প্রণমে ভাগ্যবন্ত অবিরত ॥৩৭৭০

তথাহি তত্রৈব ১০২তম শ্লোকঃ
যৎ কিঞ্চিত্তৃণগুল্মকীকটমুখং গোষ্ঠে সমস্ত হি তৎ
সর্বানন্দময়ং মুকুন্দদয়িতং লীলানুকূলং পরং।
শাস্ত্রেরেব মুহুর্মুহুঃ স্ফুটামদং নিষ্টঙ্কিতং যাঞ্চয়া
ব্রহ্মাদেরপি সস্পৃহেন তদিদং সর্বং ময়া বন্দ্যতে
॥৩৭৭১

কেহো রাধাকৃষ্ণ নমোচ্চারি নেত্রনীরে।
কৃষ্ণকেলিস্থান সিঞ্চিবারে বাঞ্ছা করে ॥৩৭৭২

তথাহি তত্রৈব ১০৩ তম শ্লোকঃ—
ভ্রমন্ কচ্ছে কচ্ছে ক্ষিতিধরপতের্বক্রিমগতৈ-
র্জপন্ রাধে কৃষ্ণেত্যনবরত মুন্মত্তবদহম্।
পতন্ ক্বাপি ক্বাপ্যুচ্ছলিত-নয়নদ্বন্দ্বসলিলৈঃ
কদা কেলিস্থানং সকলমপি সিঞ্চামি বিকলঃ ॥৩৭৭৩
ওহে শ্রীনিবাস বৃন্দাবনের মাধুরী।
মনে অভিলাষ সদা রাখি নেত্রে ভরি ॥৩৭৭৪
তোমা দোঁহা লৈয়া মহা আনন্দে ভ্রমিনু।
পুন না হইব হেন মনে বিচারিনু ॥৩৭৭৫
জন্মে জন্মে তুমি দুই প্রভুর কিঙ্কর।
এত কহি পণ্ডিতের অধৈর্য অন্তর ॥৩৭৭৬
নরোত্তম শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর।
নেত্রজলে ভাসে দোঁহে ধৈর্য গেল দূর ॥৩৭৭৭
পণ্ডিতের পদতলে পড়ে লোটাইয়া।
পণ্ডিত নয়ন জলে সিঞ্চে কোলে লৈয়া ॥৩৭৭৮
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যের চরিত্র-কীর্তনে।
হইলেন মত্ত দেহ-স্মৃতি নাই মনে ॥৩৭৭৯
বৃন্দাবন ভূমে প্রনমিয়া বার বার।
করে যে প্রার্থনা তা কহিতে নাই পার ॥৩৭৮০
এইরূপ নির্জনে বসিয়া তিনজন।
করিলেন কতক্ষন ধৈর্যাবলম্বন ॥৩৭৮১
চলিলেন শ্রীগোবিন্দদেবের দর্শনে।
যার রূপ-মাধুর্যাদি বর্ণে বিজ্ঞগনে ॥৩৭৮২

তথ হি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—
বৃন্দাবনে কল্পবৃক্ষ সুবর্ণ সদন।
মহা যোগীপীঠ তাহা রত্ন সিংহাসন ॥৩৭৮৩
তাতে বসিয়াছে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্রীগোবিন্দ নাম সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন ॥৩৭৮৪
যার ধ্যান লোকে সদা করে পদ্মাসনে।
অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রে করে উপাসনে ॥৩৭৮৫
সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন ইথে নাহি আন।
যেই অজ্ঞজন করে প্রতিমা হেন জ্ঞান ॥৩৭৮৬
সেই অপরাধ তার নাহিক নিস্তার।
ঘোর নরকে পড়য়ে কি বলিব আর ॥৩৭৮৭

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্তে—
প্রাপ্যাপি দুর্লভতরং মানুষ্যং বিবুধেপ্সিতং।
যৈরাশ্রিতো ন গোবিন্দস্তৈরাত্মা বঞ্চিতশ্চিরং ॥
৩৭৮৮

গোষ্ঠস্থ যৎ কিঞ্চিৎ তৃন গুল্ম কীট পতঙ্গাদি তৎ সমস্ত সচ্চিদাময় মুকুন্দের প্রিয় কেবল লীলানুকূল ব্রহ্মাদি প্রার্থনায় ইহা মুহুর্মুহু ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত, তাহাকে আমি পরম সমাদরে বন্দনা করি ॥৩৭৭১

আমি উন্মত্তবৎ রাধে কৃষ্ণ বলিয়া অনবরত প্রলাপ পূর্বক গোবর্দ্ধনের নিকট পরিভ্রমন করিতে করিতে কোন কোন স্থানে প্রেম বিবশতা হেতু স্খলিত হইতে হইতে বিহ্বল অবস্থায় সকল লীলাস্থান উচ্ছলিত নয়নদ্বয় সলিলে সিঞ্চিত করিব ॥৩৭৭৩

দ্রষ্টুংন যোগ্যা বক্তুং বা ত্রিষু লোকেষু তেঽধমাঃ।
শ্রীগোবিন্দপদদ্বন্দ্বে বিমুখা যে ভবন্তি হি॥ ৩৭৮৯

অতৈব—

দোলায় মান গোবিন্দং মঞ্চস্থং মধুসূদনং।
রথে চ বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৩৭৯০
শ্রীগোবিন্দদর্শন করিয়া তিনজন।
হৈল মহানন্দ জুড়াইল নেত্রমন ॥৩৭৯১
শ্রীকৃষ্ণ পণ্ডিত তিনে দেখিয়া উল্লাসে।
শ্রীমালা প্রসাদ দিয়া মঙ্গল জিজ্ঞাসে ॥৩৭৯২
রাঘব পণ্ডিত ক্রমে সব নিবেদিয়া।
সর্বত্র দর্শন কৈলা উল্লসিত হৈয়া ॥৩৭৯৩
শ্রীজীব গোস্বামীর বাসা গেলেন ত্বরায়॥
শ্রীজীবের মহানন্দ দেখিয়া সবায় ॥৩৭৯৪
রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীজীবেরে।
কহিল সকল শুনি উল্লাস অন্তরে ॥৩৭৯৫
দুই এক দিবস রহিল বৃন্দাবনে।
রাঘব পণ্ডিত শীঘ্র গেলা গোবর্ধনে ॥৩৭৯৬
ওহে শ্রোতা মথুরামণ্ডল পরিক্রমা।
সংক্ষেপে কহিল ইথে অদ্ভুত মহিমা ॥৩৭৯৭
এ-মাহাত্ম্য যত্নে পড়ে যে সবে শুনয়।
শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত সে উদ্ধারে পক্ষদ্বয় ॥৩৭৯৮

তত্রৈব আদিবারাহে—

যে পঠন্তি মহাভাগে শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমাং গতিং।
কুলানি তে তারয়ন্তি যে শস্তে পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ ৩৭৯৯

শ্রীব্রজ মণ্ডল ভ্রমণেতে সুখযত॥
সেই সে জানয়ে যে ব্রজের অনুগত ॥৩৮০০
ব্রজে লীলাস্থলী নাম করহ কীর্তন।
অনায়াসে হ'বে সব বাঞ্ছিত পূরণ ॥৩৮০১
লীলা আস্বাদহ ভক্ত গণের সহিতে।
মিলিবে নির্মল ভক্তি ভক্তের কৃপাতে ॥৩৮০২
ভক্তস্থানে সাবধান হবে সর্বমতে।
যেন কোন কৌশল নহে তাঁ'র চিত্তে ॥৩৮০৩
অকৌশল হইলে সব হয় অন্তরায়
প্রসঙ্গ পাইয়া কিছু কহিয়ে এথায় ॥৩৮০৪
একদিন শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে।
ভাবয়ে মানসে মহা উল্লাসিত মনে ॥৩৮০৫
রাধিকারে বেশ বিরচয় সখীগণ।
পৃষ্ঠদেশে রহি কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণ ॥৩৮০৬
কৃষ্ণ যে দেখেন তাহা রাধিকা না জানে।
জানাইতে সখীর কৌতুক বাঢ়ে মনে ॥৩৮০৭
বিচিত্র বান্ধনে কেশ করিয়া বন্ধন।
রাধিকায় আগে সখী ধরিলা দর্পন ॥৩৮০৮
শ্রীরাধিকা নিজ-মুখশোভা নিরখিতে।
কৃষ্ণ মুখচন্দ্র দেখে সেই দর্পনেতে ॥৩৮০৯

দেববাঞ্ছিত দুর্লভতর মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে সকল ব্যক্তি গোবিন্দকে আশ্রয় করে না; তাহাদের আত্মা চিরবঞ্চিত শ্রীগোবিন্দ পাদপদ্মে বিমুখ সে তিন লোকের অধম ॥ সেই সকল লোক দর্শন ও আলাপের অযোগ্য ॥৩৭৮৮-৩৭৮৯

দোলায় মান গোবিন্দ, মঞ্চস্থ মধুসূদন, রথস্থিত বামন দেবকে দর্শন করিলে মানবের পুনর্জন্ম হয় না ॥৩৭৯০

হে মহাভাগে! যে মনোযোগ সহকারে মথুরা মাহাত্ম্য শ্রবন ও পাঠ করে; তাহার পরমা গতি লাভ হয় এবং যাহ উভয়কুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয় ॥৩৭৯৯

ব্যস্ত হইলেন রাই লজ্জা অতিশয় ।
লইয়া বসন শীঘ্র সর্বাঙ্গ ঝাপয় ॥ ৩৮১০
সখীগণ হাসে মহা কৌতুক হইল ।
শ্রীরূপগোস্বামী সেই সঙ্গেই হাসিল ॥ ৩৮১১
হেনকালে আইলা বৈষ্ণব একজন ।
শ্রীরূপে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মন ॥ ৩৮১৩
শ্রীরূপ হাসেন দেখি কিছু না কহিলা ।
বিমর্ষ হইয়া সনাতন আগে গেলা ॥ ৩৮১৩
বৈষ্ণব কহয়ে গেনু শ্রীরূপ দেখিতে ।
আমারে দেখিয়া তেহোঁ লাগিলা হাসিতে ॥ ৩৮১৪
মনোদুঃখী হৈয়া তাঁরে কিছু না কহিনু ।
না বুঝি কারণ কিছু জিজ্ঞাসিতে আইনু ॥ ৩৮১৫
যে নিমিত্ত হাসে তা কহিলা সনাতন ।
শুনি বৈষ্ণবের হৈল খেদযুক্ত মন ॥ ৩৮১৬
বৈষ্ণব কহেন এ সময় কেন গেনু ।
তাঁর মন না বুঝিয়া অপরাধ কৈনু ॥ ৩৮১৭
ঐছে সে বৈষ্ণব অতি ব্যাকুল হইলা ।
সনাতন গোস্বামী তাঁহারে স্থির কৈলা ॥ ৩৮১৮
এথা রূপ মগ্ন ছিল লীলা দরশনে ।
সে আনন্দ অন্তর্ধান হৈল সেইক্ষনে ॥ ৩৮১৯
শ্রীরূপ ব্যাকুল হৈয়া চতুর্দিকে চায় ।
মনে স্থির কৈল কেহ আইলা এথায় ॥ ৩৮২০
অপরাধ হৈল মোর তাঁর অসম্মানে ।
ঐছে বিচারিয়া চলে গোস্বামীর স্থানে ॥ ৩৮২১
সে বৈষ্ণব শ্রীরূপের গমন দেখিয়া ।
ভূমে পড়িপ্রণময়ে কথো দূরে গিয়া ॥ ৩৮২১
অতি দীনপ্রায় শ্রীরূপের প্রতি কয় ।
অপরাধ কৈনু মুঞি ক্ষম মহাশয় ॥ ৩৮২৩
এই কতক্ষণ হৈল তথা গিয়াছিনু ।
না বুঝি তোমার ক্রিয়া মনে কিছু কৈনু ॥ ৩৮২৪
গোস্বামীর পাশে আসি কৈনু নিবেদন ।
তেঁহো অনুগ্রহ করি ঘুচাইল ভ্রম ॥ ৩৮২৫
তুমি যদি অনুগ্রহ করহ আমারে ।
তবে মন স্থির হয় কহিনু তোমারে ॥ ৩৮২৬
শুনিয়া শ্রীরূপ অতি কাতর অন্তরে ।
ভূমে পড়ি প্রনমি কহয়ে যোড়করে ॥ ৩৮২৬
অপরাধ কৈনু কত কহিতে না পারি ।
অপরাধ ক্ষম মোর অনুগ্রহ করি ॥ ৩৮২৭
ভক্তিরসাবেশে দোঁহে দৈন্য কৈল ।
অপরাধ ক্ষমাইয়া দোঁহে স্থির হৈল ॥ ৩৮২৯
দোঁহে আইলা সনাতন গোস্বামীর পাশে ।
কথোক্ষন মগ্ন হৈলা কৃষ্ণ কথা রসে ॥ ৩৮৩০
শ্রীরূপের এ প্রসঙ্গ সকলে শুনিল ।
শুনিয়া সবার অতি বিস্ময় হইল ॥ ৩৮৩১
ওহে ভাই বৈষ্ণবেতে সাবধান হবে ।
প্রাণপণ করি অপরাধ ক্ষমাইবে ॥ ৩৮৩২
বৈষ্ণবের দোষদৃষ্টি হবে সাবধান ।
নিরন্তর করিবে বৈষ্ণবের গুনগান ॥ ৩৮৩৩
পূর্ব পূর্ব ভাগবতগণ এই কয় ।
বৈষ্ণবের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয় ॥ ৩৮৩৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু প্রিয়ভক্ত দ্বারে ।
অন্তরে দিলেন শিক্ষা এই ত প্রকারে ॥ ৩৮৩৫
ভক্তপাদপদ্ম ধরি মস্তক উপর ।
ভক্তিরস সায়রে ডুবহ নিরন্তর ॥ ৩৮৩৬
শ্রীনিবাস আচার্যচরণ চিন্তা করি ।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৩৮৩৭

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে ব্রজপরিক্রমাদিবর্ণনং নাম
পঞ্চমস্তরঙ্গঃ ॥

ষষ্ঠ তরঙ্গ

জয় জয় শ্রীগৌরগোবিন্দ গুণমণি।
জয় নিত্যানন্দরাম প্রেমরত্নখনি ॥ ১
জয় অদ্বৈতচন্দ্র করুণার সিন্ধু।
জয় গদাধর পণ্ডিতের প্রাণবন্ধু ॥ ২
জয় জয় দয়াময় পণ্ডিত শ্রীবাস।
জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥৩
জয় জয় শ্রীস্বরূপ রূপ সনাতন।
জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ ॥ ৪
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে বর্ণিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ৫
শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তম—দুই জনে।
বিলসয়ে পরম আনন্দে বৃন্দাবনে ॥৬
একদিন শ্রীনিবাস-আচার্য ঠাকুর।
নরোত্তম প্রতি কহে বচন মধুর ॥৭
আজি নানা মঙ্গল দেখিয়ে ক্ষণে ক্ষণ।
স্পন্দন করয়ে বাহু, দক্ষিণ নয়ন ॥৮
অকস্মাৎ মহাসুখ উপজয়ে চিতে।
অবশ্য মিলিব কোন বৈষ্ণব সহিতে ॥৯
নরোত্তম কহয়ে—শুনিমু যাঁর কথা।
সেই দুঃখী কৃষ্ণদাস মিলিবেন এথা ॥১০
ঐছে কত কহে বিচারিয়া হর্ষমনে।
চলিলেন জীব গোস্বামীর দর্শনে ॥১১
এথা শ্যামানন্দ আইলা গোসাঞির বাসায়।
গোসাঞিও পাইলা প্রীত তাঁহার চেষ্টায় ॥১২
পূর্বে জানাইল এই শ্যামানন্দ রীত।
এবে কিছু কহি—যাতে হয় মহাহিত ॥১৩
চৈত্র-পূর্ণিমাতে জন্মিলেন শ্যামানন্দ।
দিনে দিনে বাড়িলেন যৈছে বাড়ে চন্দ্র ॥১৪
বাল্য-পৌগণ্ডাদি গৃহে করিলা বিলাস।
নব্য যৌবনেতে গৃহে হইলা উদাস ॥১৫
ফাল্গুন মাসেতে শ্যামানন্দ মহাধীর।
গৃহ ছাড়িবেন মনে করিলেন স্থির ॥১৬
দণ্ডেশ্বর-গ্রামে মাতাপিতার সাক্ষাতে।
বিদায় হইয়া আইলা অম্বিকা গ্রামেতে ॥১৭
হৃদয় চৈতন্য-ঠাকুরের শিষ্য হৈলা।
তাঁর পাদপদ্মে নিজ আত্মা সমর্পিলা ॥১৮
ফাল্গুন-পূর্ণিমা—শুভক্ষণে শিষ্য হৈয়া।
চলিলেন বৃন্দাবনে ইষ্ট আজ্ঞা পাইয়া ১৯
কথোদিন করি নানা তীর্থ পর্য্যটন
মহাসুখে কৈলা ব্রজমণ্ডলে ভ্রমন ॥২০
গোবর্দ্ধন হৈতে অতি আনন্দ-অন্তরে।
আইলেন শ্যামানন্দ রাধাকুণ্ড-তীরে ॥২১
রাধাকুণ্ড-শ্যামকুণ্ড শোভা নিরখিয়া।
নেত্রজলে ভাসে মহাবিহ্বল হইয়া ॥২২
শ্যামানন্দ চেষ্টা দেখি দাস ব্রজবাসী।
জিজ্ঞাসিল সকল পরমানন্দে ভাসি ॥২৩
শ্রীদাস গোস্বামীর নিকটে লৈয়া গেলা।
শ্যামানন্দ গমনবৃত্তান্ত জানাইলা ॥২৪
শ্যামানন্দ ভূমিতে পড়িয়া বার বার।
করয়ে প্রনাম নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥২৫
শ্রীদাসগোস্বামী অতি অনুগ্রহ কৈল।
বসাইয়া নিকটে কুশল জিজ্ঞাসিল ॥২৬
শ্যামানন্দ ক্রমে সব কৈল নিবেদন।
শুনি গোস্বামীর অতি হর্ষ হৈল মন ॥২৭
সে দিবস আপনার নিকটে রাখিয়া।
বৃন্দাবনে পাঠাইলা লোক সঙ্গে দিয়া ॥২৮

তেঁহ শ্রীজীবগোস্বামীর স্থানে লৈয়া গেলা।
শ্যামানন্দ বৃত্তান্ত সকল জানাইলা ॥২৯
শ্যামানন্দ প ড়িয়া গোস্বামি-পদতলে।
আপনা মানয়ে দীন ভাসে নেত্রজলে ॥৩০
শ্রীজীব গোস্বামী অতি বাৎসল্য স্নেহেতে।
আলিঙ্গন করি আজ্ঞা করিলা বসিতে ॥৩১
জিজ্ঞাসিয়া শ্রীগৌর ভক্তের সমাচার।
জিজ্ঞাসয়ে দুই প্রভু সেবার প্রকার ॥৩২
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের চেষ্টা জিজ্ঞাসিল।
ক্রমে ক্রমে শ্যামানন্দ সব নিবেদিল ॥৩৩
আপন বৃত্তান্ত কহে করি পরিহার।
ভক্তিগ্রন্থাস্বাদ কৈছে হইবে আমার ॥৩৪
গোস্বামী কহেন কিছু চিন্তা না করিবে।
শ্রীনিবাস নরোত্তম সহ আস্বাদিবে ॥৩৫
শ্রীনিবাস-নরোত্তম-নাম শ্রবনেতে।
পুলকে ব্যাপিল অঙ্গ, উল্লাস মনেতে ॥৩৬
গোস্বামীর প্রতি পুনঃ করে নিবেদন।
আজ্ঞা হৈলে করি গিয়া দোঁহার দর্শন ॥৩৭
এত কহিতেই নরোত্তম-শ্রীনিবাস।
হৃষ্ট হইয়া আইলেন গোস্বামীর পাশ ॥৩৮
শ্রীনিবাসে গোস্বামী কহেন হর্ষ চিতে।
দুঃখী কৃষ্ণদাস এই আইলা গৌড় হৈতে ॥৩৯
* হৃদয়চৈতন্য-ঠাকুরের শিষ্য হন।
কহিতে কি তাঁর অলৌকিক গুনগন ॥৪০
তাঁ সবার মঙ্গল-সংবাদ শুনাইলা।
এই কথোক্ষন রাধাকুণ্ড হৈতে আইলা ॥৪১
তোমা দোঁহা দেখিতে উদ্বিগ্ন অতিশয়।
এত কহি শ্যামানন্দে দিল পরিচয় ॥৪২
শ্যামানন্দে ভূমিতলে পড়ি প্রনমিতে।
শ্রীনিবাস কোলে লৈয়া না পারে ছাড়িতে ॥৪৩
নরোত্তমে প্রনমিতে তেঁহো প্রনমিয়া।
আলিঙ্গন কৈল অতি স্নেহাবিষ্ট হৈয়া ॥৪৪
স্বাভাবিক প্রেমচেষ্টা কহিল না হয়।
শ্যামানন্দ মিলনে আনন্দ অতিশয় ॥৪৫
শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ তিনে।
যে অদ্ভুত রীত তা কহিতে কেবা জানে ॥৪৬
শ্রীজীবগোস্বামী অতি প্রসন্ন হইলা।
শ্যামানন্দে ভক্তি গ্রন্থারম্ভ করাইলা ॥৪৭
শ্রীনিবাসাচার্য্যে শ্যামানন্দ সমর্পিল।
কথোদিনে শ্যামানন্দ অধ্যাপক হৈল ॥৪৮
শ্রীশ্যামানন্দের ভক্তিরীত চমৎকার।
মধ্যে মধ্যে অম্বিকায় পাঠান সমাচার ॥৪৯
রাধিকার দাসী-ভাব এই ইচ্ছা মনে।
শ্রীরূপ আজ্ঞায় লভ্য হৈল জীব-স্থানে ॥৫০
শ্রীজীব গোস্বামী শ্যামানন্দে কৃপা করি।
করিলেন মানস-সেবার অধিকারী ॥৫১
রাধা-শ্যামসুন্দরের সুখ জন্মাইল।
জানিয়া শ্রীজীব শ্যামানন্দ নামথুইল ॥৫২
দিনে দিনে বাড়ে শ্যামানন্দ ভক্তিরীত।
বৃন্দাবনবাসী সবে হৈলা উল্লসিত ॥৫৩

* হৃদয় চৈতন্য—শ্রীহৃদয় চৈতন্য ঠাকুর শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতুষ্পুত্র। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা বানীনাথ। তাঁহা পুত্রদ্বয় হৃদয়ানন্দ ও নয়নানন্দ। হৃদয়ানন্দকে গদাধর পণ্ডিত কালনার গৌরীদাস পণ্ডিতকে সমর্পন করেন। হৃদয়ানন্দেরর নাম নীলাচলে হৃদয় চৈতন্য হয়। হৃদয়চৈতন্য শ্রীগৌরী দাস পণ্ডিতের শিষ্য। এতদ্বিষয়ে প্রেমবিলাস গ্রন্থের ২০বিলাসের বর্ণন—

নিত্যানন্দ প্রভুর প্রিয় শাখা গৌরীদাস। যাহার আজ্ঞায় কৈলা অম্বিকায় বাস॥
তাঁর শিষ্য হৃদয় চৈতন্য মহাশয়। শ্রীসুধীরা সখী তার শুদ্ধ নাম হয়॥

শ্রীজীবগোস্বামি পদে নির্ম্মল ভকতি।
শ্রীনিবাস নরোত্তম সঙ্গে সদা স্থিতি ॥ ৫৪
গণসহ নিতাই-চৈতন্য-গুণ গানে।
নিরন্তরমহামত্ত—আপনা না জানে ॥ ৫৫
শ্রীগুরু শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু—বলি।
যমুনার তীরে সদা নাচে বাহু তুলি ॥ ৫৬
সিদ্ধ ভক্ত ক্রিয়া না বুঝিয়া জীব মূর্খ।
করয়ে কুতর্ক—ইথে পায় মহাদুঃখ ॥ ৫৭
শ্যামানন্দ সদা ভক্তিরসে মাতোয়ার।
সর্ব্বত্র দর্শনে সুখ বাড়য়ে অপার ॥ ৫৮
শ্রীরাধাগোবিন্দ, রাধামদনমোহন।
রাধাগোপীনাথে দেখি নিছয়ে জীবন ॥ ৫৯
কি অদ্ভুত এ তিনের সৌন্দর্য্য দেখিতে।
কে আছে এমন যে ধৈরয ধরে চিতে ॥ ৬০
সদা নহে এ তিনের যুগল দর্শন।
একাদশী পূর্ণিমা মাবস্যায় নিয়ম ॥ ৬১
যে সময়ে সিংহাসনে বৈসে একত্রেতে।
সে সময়ে সে শোভার উপমা নাই দিতে ॥ ৬২
শ্রীগোবিন্দ যে সময়ে প্রকট হইলা।
সে সময়ে শ্রীমতী রাধিকা নাহি ছিলা ॥ ৬৩
ছিলেন শ্রীমদনমোহন প্রভু ঐছে।
সংক্ষেপে কহিয়ে শ্রীযুগল হৈলা বৈছে ॥ ৬৪
মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কুমার।
'পুরুষোত্তম জানা' নাম, সর্ব্বাংশে সুন্দর ॥ ৬৫
তেঁহো দুই প্রভুর এ সংবাদ শুনিয়া।
যত্নে দুই ঠাকুরাণী দিল পাঠাইয়া ॥ ৬৬
বৃন্দাবন নিকট আইলা কথো দিনে।
শুনি সবে পরমানন্দিত বৃন্দাবনে ॥ ৬৭
সেবা অধিকারী প্রতি মদনমোহন।
স্বপচ্ছলে ভঙ্গিতে কহয়ে হর্ষ মন ॥ ৬৮
—পাঠাইলা দুই মূর্ত্তি শ্রীরাধিকা ভাগে।
রাধিকা ললিতা দোঁহে ইহা নাহি জানে ॥ ৬৯
আগুসরি শীঘ্র তুমি দোঁহারে আনহ।
ছোট—শ্রীরাধিকা, মোর বামেতে রাখহ ॥ ৭০
বড়—ললিতায় রাখো আমার দক্ষিণে।
ইহা শুনি অধিকারী চলে সেইক্ষণে ॥ ৭১
দোঁহারে আনিয়া অতি আনন্দ অন্তরে।
আজ্ঞা অনুরূপ কার্য্য করিলা সত্বরে ॥ ৭২

তথাহি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি কৃতস্তবামৃতলহর্য্যাং—

তরণিজাতীরভুবি তরণিকরবারক
প্রিয়কষগুল্মমণিসদনমহিতস্থিতে।
ললিতয়া সার্দ্ধমনুপদরমিতরাধয়া
মদন গোপাল নিজ সদনমনুরক্ষ মাম্ ॥ ৭৩

শ্রীমদনগোপাল বিলাস ব্যক্ত হৈল।
বৈষ্ণবসমাজে মহাকৌতুক বাড়িল ॥ ৭৪
এ অদ্ভুত কথা ক্ষেত্রে শুনি বড় জানা।
আনন্দে বিহ্বল অতি না জানে আপনা ॥ ৭৫
শ্রীগোবিন্দে ঠাকুরাণী পাঠাইতে চায়।
করয়ে যতন কত না দেখে উপায় ॥ ৭৬
একদিন চিন্তাযুক্ত হৈয়া নিদ্রা গেল।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীরাধিকা সাক্ষাৎ হইলা ॥ ৭৭
পুরুষোত্তম জানারে কহয়ে ধীরে ধীরে।
—"শ্রীগোবিন্দ নিকট পাঠাহ শীঘ্র মোরে ॥ ৭৮
শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় ভ্রমণেতে।
মোরে দেখি "রাধিকা কল্পনা কৈল চিতে ॥ ৭৯

হে মদন গোপাল আপনি যমুনার সূর্য্য কিরন নিবারক কদম্ব বৃক্ষ সমূহের মধ্যে মনিময় মন্দিরে প্রতি পদে রাধিকার আনন্দ বিধানকারিনী ললিতার সহিত পুজিত হইয়া বিরাজিত; আপনি আমাকে আপনার মন্দির সমীপে রাখুন ॥৭৩

বহুকাল চক্রবেড় মধ্যে আছি আমি।
সকলে কহেন মোরে—লক্ষ্মী ঠাকুরানী॥ ৮০
আমি যে রাধিকা ইহা কেহ নাহি জানে।
এত কহি অন্তর্দ্ধান হৈলা সেই ক্ষণে ৮১
নিদ্রাভঙ্গে বড় জানা অতি ত্রস্ত হৈলা।
চক্রবেড় মধ্যে গিয়া সাক্ষাৎ দেখিলা॥ ৮২
চক্রবেড়ে রাধিকার যৈছে হৈল স্থিতি
প্রসঙ্গ পাইয়া কহি সংক্ষেপে সম্প্রতি॥ ৮৩
যৈছে শ্রীগোপাল গোবিন্দের স্থান হৈতে।
আইলা দক্ষিণে পদব্রজে সাক্ষ্য দিতে॥ ৮৪

তথাহি সাধনদীপিকায়াং—
শ্রীগোবিন্দস্থানবাসী শ্রীগোপালো দয়াম্বুধিঃ।
সাক্ষাৎ দাতুং ব্রাহ্মণস্য স্বপদাভ্যাং যতো গতঃ॥৮২
অদ্যাপি রাজতে ওড্রদেশেহসৌ ভক্তবৎসলঃ।
কর্ত্তুং ন কর্ত্তুং অন্যথাকর্ত্তুং সমর্থো হরিরীশ্বরঃ॥ ৮৬
শ্রীগোপাল গমন অন্যত্র বিস্তারিত।
তৈছে কহি শ্রীরাধিকা গমন কিঞ্চিত॥ ৮৭
কোন এক সময়ে রাধা বৃন্দাবন হৈতে।
আইলা উৎকলদেশে ভক্তাধীনমতে॥ ৮৮
উৎকলদেশেতে গ্রাম—শ্রীরাধানগর।
তথা বৈসে এক দাক্ষিণাত্য বিপ্রবর॥ ৮৯
পরম বৈষ্ণব বৃহদ্ভানু নাম তাঁর।
সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত সে—সর্ব্বত্র প্রচার॥ ৯০

শ্রীরাধিকা সে বৃহদ্ভানুর কন্যাপ্রায়।
তাঁর গৃহে বিলসয়ে উল্লাস হিয়ায়॥ ৯১

তথাহি সাধনদীপিকাং—
অত্রাপি শ্রূয়তে কাচিৎ কথা পুরাতনী শুভা।
বিপ্রো বৃহদ্ভানুনামা দাক্ষিণাত্যঃ সুবৈষ্ণবঃ॥ ৯২
ওড্রদেশনিবাসী স রাধানগরগ্রামকে।
পুত্রীভাবেন তেনেয়ং কতি বর্ষানি সেবিতা॥ ৯৩
যদিয়ং করুণা তস্য তত্র কিঞ্চিন্ন দুর্ঘটম্॥৯৪
বৃহদ্ভানু বিপ্রের বাৎসল্য যে প্রকার।
তাহা এক মুখে কি বর্নিব মুই ছার॥ ৯৫
তিলার্দ্ধেক না দেখিলে যুগ হেন মানে।
রাধা সে সর্ব্বস্ব—রাধা বিনা নাহি জানে॥ ৯৬
কথোদিন পরে বিপ্র হৈলা সঙ্গোপন।
লোকমুখে রাজা তাহা করিলা শ্রবন॥ ৯৭
ক্ষেত্রস্থ সে রাজা জগন্নাথপ্রিয় অতি।
শ্রীরাধানগরে আসি দেখে দিব্য মূর্ত্তি॥ ৯৮
মহাবিজ্ঞ রাজা চিন্তে মনে মনে।
শ্রীরাধিকা তাঁরে আজ্ঞা করয়ে স্বপনে॥ ৯৯
—"জগন্নাথালয়ে মোরে রাখ শীঘ্র লৈয়া"।
রাজা মহাহর্ষ হৈলা ঐছে আজ্ঞা পাইয়া॥ ১০০
শ্রীজগন্নাথের চক্রবেড় রম্য স্থানে।
রাখিল শ্রীরাধিকারে পরম যতনে॥ ১০১

যেহেতু শ্রীগোবিন্দ স্থান বাসী(বৃন্দাবনবাসী) দয়ার সাগর শ্রীগোপালদেব ব্রাহ্মনের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য স্বয়ং পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। তাই ভক্তবৎসল অদ্যাপি উৎকল দেশে বিরাজ করিতেছেন। হরি যে কোন কার্য্য করিতে বা না করিতে সমর্থ অতএব পদব্রজে ভ্রমন করিতে ও সমর্থ॥৮৫-৮৬

এতদ্বিষয়ে শুভপ্রদ পুরাতন কথা শ্রবন কর। দাক্ষিনাত্যে পরম বৈষ্ণব বৃহদ্ভানু নামক বিপ্র উৎকল দেশে রাধানগর নামক

চক্রবেড়ে বহুদিন অতীত হইল।
ইঁহ লক্ষ্মী" —এই কথা সর্বত্র ব্যাপিল ॥১০২
লক্ষ্মী বলি সকলেই করয়ে পূজন।
সেই সত্য শ্রীরাধিকা পূর্ণলক্ষ্মী হন ॥১০৩
এইরূপে চক্রবেড়ে করিলেন স্থিতি।
কে বুঝিতে পারে লীলা —কাহার শকতি ॥১০৪
বৃন্দাবন গমনের সময় হইল।
তেঞি পুরুষোত্তম জানায় জানাইল ॥ ১০৫
স্বপ্নাদেশে রাজপুত্র পরম যতনে।
বহুলোকসঙ্গে পাঠাইলা বৃন্দাবনে ॥ ১০৬
শ্রীরাধিকা ক্ষেত্র হৈতে বৃন্দাবন গেলা।
গৌড় উৎকলাদি দেশে সকলে জানিলা ॥১০৭
যে দিবস বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল।
সে দিবস সুখের সমুদ্র উথলিল ॥ ১০৮
গোবিন্দের বামে বসাইলা সিংহাসনে।
হইল অদ্ভুত রঙ্গ দোঁহার মিলনে ॥ ১০৯
শ্রীরাধিকাসহ গোবিন্দের শোভা যৈছে।
একমুখে তাহা বা বর্ণিব কেবা কৈছে ॥ ১১০
ঐছে ঠাকুরাণীর হইল আগমন।
এই সকল বর্ণিলেন পূর্ব কবিগণ ॥ ১১১
সাধণ দীপিকাদিক গ্রন্থে এ বিস্তার।
এ-সব যে শুনে প্রেমভক্তি লভ্য তাঁরে ॥ ১১২
শ্রীরাধিকা-সহ গোপীনাথের প্রকট।
পূর্ব্বে জানাইল বংশীবটের নিকট ॥ ১১৩
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়ার প্রাণধন ॥১১৪
এ তিন গৌড়ীয়ার সর্বস্ব —সবে জানে।
গৌড়ীয়াকে আত্মসাৎ কৈলা এই তিনে ॥১১৫
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে
এই তিন ঠাকুর গৌড়ীয়াকে কৈল আত্মসাৎ।
এই তিন ঠাকুর বন্দো—তিনে মোর নাথ ॥১১৬
শ্যামানন্দ এ তিনের আশ্চর্য্য দর্শনে।
তিলার্দ্ধেক ধৈরয ধরিতে নারে মনে ॥১১৭
শ্রীরাধাবিনোদ, আর শ্রীরাধারমন।
রাধাদামোদরে দেখি প্রফুল্ল নয়ন ॥১১৮
লোকনাথ, ভূগর্ভ, গোপালভট্ট আদি।
সবে শ্যামানন্দ করে কৃপার অবধি ॥১১৯
শ্রীগোস্বামিগণের সমাধি যে যে ঠাঁই।
তাহাদেখি যৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই ॥১২০
মধ্যে মধ্যে শ্রীরাধিকা-শ্যামকুণ্ডে গিয়া।
আইসে দাস গোস্বামীর দর্শন করিয়া ॥১২১
শ্রীশ্যামানন্দের বৃন্দাবনে যৈছে যৈছে ক্রিয়া।
বর্নিলেন, কেহ তা' বর্নিবে বিস্তারিয়া ॥১২২
শ্রীআচার্য্য ঠাকুর, ঠাকুর মহাশয়।
এ দোঁহার সঙ্গে সদা সুখে বিলসয় ॥১২৩
শ্রীশ্যামানন্দের অলৌকিক চেষ্টা দেখি।
শ্রীনিবাস আচার্য্য হয়েন মহাসুখী ॥১২৪
শ্রীনিবাস আচার্য্যের কি আশ্চর্য্য রীতি।
এক মুখে কহে —হেন কাহার শকতি ॥১২৫
নবদ্বীপ, বৃন্দাবনে প্রভুর বিহার।
মানসে ভাবয়ে তাহা যথা যে প্রকার ॥১২৬
নবদ্বীপলীলা যৈছে করয়ে ভাবনা।
তাহা বিস্তারিয়া বা বর্নিব কোন্ জনা? ১২৭
একদিন পরম নির্জ্জনে শ্রীনিবাস।
চিন্তয়ে শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের বিলাস। ১২৮

গ্রামেবাস করিতেন। তিনি এই রাধিকাকে কতিপয় বৎসর কন্যার মত সেবা করিয়াছিলেন। যেহেতু ইহা শ্রীরাধিকার করুনা; সুতরাং ইহা কিছুই অসম্ভব নহে ॥৯২-৯৪

ব্রহ্মাদি-বন্দিত নবদ্বীপ রম্যস্থান।
বসন্তাদি ছয় ঋতু সদা মূর্ত্তিমান ।১২৯
শোভয়ে বিবিধ বৃক্ষলতা পুষ্পময়।
কোকিলাদি শব্দে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥১৩০
নবদ্বীপ মধ্যে কি আশ্চর্য্য মায়াপুর।
সে স্থান দর্শনে সর্ব তাপ যায় দূর ।১৩১
তথা গৌরসুন্দর বিচিত্র সিংহাসনে।
বিলসয়ে উল্লাসে বেষ্টিত প্রিয়গণে ॥১৩২
সে অপূর্ব শোভা নিরখিয়া শ্রীনিবাস।
প্রভুর আদেশে সব রহি প্রভুপাশ ॥১৩৩
সুগন্ধি চন্দন লৈয়া পরম যতনে।
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দিলা বিচিত্র বন্ধানে ॥১৩৪
নানা পুষ্পহার দিয়া প্রভুর গলায়।
চামরে ব্যজন করে কৌতুক হিয়ায় ॥১৩৫
শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখচন্দ্র সুধা পানে।
শ্রীনিবাস বিহ্বল—আপনা নাহি জানে ॥১৩৬
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল।
সুদীর্ঘ লোচনে বহে প্রেমানন্দ জল ॥১২৭
ভাবের বিকার বহু দেহে নাই স্মৃতি।
শ্রীনিবাস চেষ্টা দেখি প্রভু হর্ষ অতি ॥১৩৮
আপন গলায় মালা দিলা ভক্তদ্বারে।
পাইয়া সে মালা স্পর্শ আনন্দে সাঁতারে ॥১৩৯
আচার্য্যের বাহ্যজ্ঞান হৈলা হেনকালে।
প্রভু দত্ত মালা দেখে আপনার গলে ॥১৪০
শ্রীমালার শোভা সৌগন্ধের সীমা নাই।
প্রতিদিকে ভ্রমরে করয়ে ধাওয়া ধাই ॥৪১
আচার্য্য করিলা শীঘ্র মালা সঙ্গোপন।
অলক্ষিতে তাহা দেখিলেন কোন জন ১৪২
আচার্য্যের কার্য্য সঙ্গোপনে নিতি নিতি।
নবদ্বীপ বিহারে নিমগ্ন দিবারাত্তি ॥১৪৩

ঐছে বৃন্দাবন লীলা সমুদ্র তরঙ্গে।
নিরবধি ভাসয়ে পরম প্রেমরঙ্গে ॥১৪৪
একদিন নিবাস বসন্ত সময়ে।
শ্রীকৃষ্ণের হোলী ক্রীড়া মানসে ভাবয়ে ॥১৪৫
ফাল্গুনস্থ লীলা নামে স্থান এক হয় ॥
এবে ফাগুতলা তারে সকলে কহয় ।১৪৬
পরম নির্জ্জন স্থান শোভা মনোহর।
মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ বায়ু বহে নিরন্তর ॥১৪৭
চতুর্দ্দিকে কিবা নব কদম্বের বন।
শারী শুক পিক আদি শব্দ রসায়ন ॥১৪৮
প্রফুল্লিত নানা পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জরে।
লক্ষ লক্ষ ময়ুর ময়ুরী নৃত্য করে ॥১১৯
কুরঙ্গ কুরঙ্গীগণ ফিরে মত্ত হৈয়া।
সখীসহ রাই কানু দেখে দাঁড়াইয়া ॥১৫০
তথা বৃন্দা লক্ষ লক্ষ দাসীগণ সঙ্গে॥
হোলীখেলা দ্রব্য সজ্জ করে নানা রঙ্গে ॥১৫১
বিবিধ প্রকার ফল্গু আদি সাজাইলা।
বীনাদিক নানা যন্ত্র সুমেলি করিলা ॥১৫২
সখীসহ রাই কানু উল্লাস অন্তরে।
হোলীখেলা আরম্ভ করিলা কুঞ্জাগারে ॥ ১৫৩
সখীগন বেষ্টিত রাধিকা মহারঙ্গে।
ডারয়ে অপূর্ব ফাগু শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ॥১৫৪
সখীর ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস দাসীরূপে।
ফল্গুন যোগান রহি রাধিকা-সমীপে ॥১৫৫
কি অদ্ভুত বন্ধানে খেলয়ে রাই শ্যাম।
শোভা দেখি মূর্চ্ছিত হয়েন কোটি কাম ॥১৫৬
উড়য়ে ফল্গুন হৈল অরুন আচ্ছন্ন।
নানা যন্ত্র বাদ্য কোলাহলে রুদ্ধ কর্ণ ॥১৫৭
রসিকশেখর কৃষ্ণ কৌতুকী অপার।
সবার উপরে ফাগু বর্ষে অনিবার ॥১৫৮

সিক্ত করি মৃগমদ- কুঙ্কুমাদি জলে।
আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে নানা ছলে ॥১৫৯
নিরূপম হোলীখেলা খেলে দুই জন।
পুলকে পূর্ণিত ললিতাদি সখীগন ॥১৬০
সকলেই সুস্থির হইয়া কথোক্ষনে ॥
রাই কানু দোঁহে বসাইলা সিংহাসনে ॥১৬১
শ্রম দূর করি কৈল চামরে বাতাস ॥
শ্রীনিবাস দাসীর পূরিল অভিলাষ ॥১৬২
হৈল সেবা-সমাধান বাহ্যজ্ঞান হৈতে।
দেখে ফাগুময় অঙ্গ —নারে লুকাইতে ॥১৬৩
ঝলমল করে ফাগু, সৌগন্ধ অপার।
স্থির হৈতে নারে নানা পর্য্যায়ে যাহার ॥১৬৪
নিতি নিতি ঐছে নানা মানসে বিহ্বল ॥
কে বর্নিতে পারে প্রেম অনর্গল ॥১৬৫
শ্রীনিবাস আচার্য্যের দেখি প্রেমক্রিয়া ॥
নরোত্তম আনন্দে ধরিতে নারে হিয়া ॥১৬৬
শ্রীনরোত্তমের যৈছে মানসের সেবন।
তাহা একমুখে বর্নিব বা কোন জন ?১৬৭
একদিন রাধা-কৃষ্ণ সখীগন সঙ্গে ॥
বিলসয়ে নিকুঞ্জে পরম প্রেমানন্দে ॥১৬৮
শ্রীরাধিকা কৌতুকে কহয়ে সখীপ্রতি।
এথা ভক্ষ্যদ্রব্য শীঘ্র করো সুসঙ্গতি ॥১৬৯
ললিতাদি সখী মহা উল্লসিত হৈয়া।
ভক্ষন সামগ্রী সবে করে যত্ন পাইয়া ॥১৭০
নরোত্তম দাসীরূপে অতি যত্ন মতে।
দুগ্ধ আবর্ত্তন করে সখীর ইঙ্গিতে ॥১৭১
উথলি পড়য়ে দুগ্ধ দেখি ব্যস্ত হৈলা।
চুল্লী হৈতে দুগ্ধপাত্র হস্তে নামাইলা ॥১৭২
হস্ত দগ্ধ হৈল— তাহা কিছু স্মৃতি নাই।
দুগ্ধ আবর্ত্তন করি দিলা সখী ঠাঁই ॥১৭৩
মনের আনন্দে রাধা-কৃষ্ণে ভুঞ্জাইল।
অবশেষ লভ্যমাত্রে বাহ্যজ্ঞান হৈল ॥১৭৪
দগ্ধ হস্তে দৃষ্টিমাত্রে কৈলা সঙ্গোপন।
জানিলেন মর্ম্ম অন্তরঙ্গ কোন জন ? ১৭৫
সদা মন ভ্রমে নবদ্বীপ বৃন্দাবনে।
আনন্দে বিহ্বল শ্রীনিবাসচার্য্য-সনে ॥১৭৭
শ্রীনিবাস আচার্য্য শ্রীনরোত্তমে লৈয়া।
মধ্যে মধ্যে রহেন শ্রীগোবর্দ্ধনে গিয়া ॥১৭৮
একদিন শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরাতে।
শুনে বংশীধ্বনি—ত্রিজগৎ মুগ্ধ যাতে ॥১৭৯
বংশীধ্বনি শ্রবনেতে হইলা বিহ্বল।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ—করে টলমল ॥
প্রবেশিতে শ্রীগোবর্দ্ধনের কন্দরায়।
কৃষ্ণাঙ্গ সৌগন্ধ আসি প্রবেশে নাসায় ॥১৮১
সে সৌগন্ধ পাইয়া সুখের সীমা নাই।
মূর্চ্ছিত হইয়া দোঁহে পড়িলা তথাই ॥১৮২
কতক্ষনে বাহ্যজ্ঞান হইলা দোঁহার।
সম্মুখে দেখয়ে এক গোপের কুমার ॥১৮৩
অপূর্ব উষ্ণীষ মাথে, সুন্দর শরীর।
করে এক যষ্টিমাত্র অত্যন্ত সুধীর ॥১৮৪
হেন গোপপুত্রে দেখি করিয়া আদর।
জিজ্ঞাসয়ে শ্রীনিবাস উল্লাস-অন্তর ॥
কহ কহ, গোপপুত্রে কি হেতু এথানে ?
তেঁহো কহে—তোমা দোঁহা রক্ষার কারনে ॥১৮৬
এথা নানা ভয়, তাহা না জানো তোমরা।
গোচারনে এথা সব জানি যে আমরা ॥১৮৭
দূর হৈতে দেখিনু—তোমরা দুইজন।
ভূমে পড়িয়াছ, কারে নাহিক চেতন ॥১৮৮
সঙ্গিগন আইনু অতি ব্যস্ত হৈয়া।
বহুক্ষন হৈল—এথা আছি দাঁড়াইয়া ॥১৮৯

এবে নিরুদ্বেগ চিত্তে গোচারনে যাই।
এত কহি অদর্শন হইলা তথাই ॥১৯০
শ্রীনিবাস আচার্য্য চিন্তয়ে মনে মনে।
কোথা গেল গোপের কুমার এইখানে ॥১৯১
অদর্শন হৈলা সিক্ত করি বাক্যামৃতে।
আপন দুর্দৈব দোষে নারিনু চিনিতে ॥১৯২
ঐছে কত কহে দোঁহে বসি বৃক্ষতলে।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস, ভাসে নয়নের জলে ॥১৯৩
মনের দুঃখেতে দোঁহে দিবা গোঙাইল।
রাত্রিযোগে কুঞ্জচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল ॥১৯৪
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
শ্যামল সুন্দর মূর্ত্তি ভুবনমোহন ॥১৯৫
নটবর বেশ, বংশী করে সুশোভয়।
মুখচন্দ্র ছটায় মদন মুরুছয় ॥ ১৯৬
মধুর মধুর হাসি কহে ধীরে ধীরে।
"মোহিত হইলা মোর মুরলীর স্বরে ॥ ১৯৭
মূর্চ্ছিত হইলা অঙ্গ সৌগন্ধ পাইয়া।
তোমা দোঁহা আগে মুই আইনু ধাইয়া ॥১৯৮
গোপবালকের ছলে দিনু দরশন।
চেতন পাইলে ছলে করিনু গমন ॥১৯৯
হইলা ব্যাকুল দোঁহে আমার লাগিয়া।
দেখা দিনু দেখ মোরে প্রসন্ন হইয়া ॥২০০
এত কহি তৎক্ষণে হৈলা অদর্শন
স্বপ্নভঙ্গ নহে নেত্রধারা নিবারণ ॥২০১
তৎক্ষণে দোঁহে অতি সুস্থির হইয়া।
হৈলা প্রাতঃকাল, প্রাতে কৈল প্রাতঃক্রিয়া ॥২০২
গোবর্দ্ধনে কৃষ্ণের বিলাস অতিশয়।
সে সব প্রসঙ্গে সদা উল্লাস হৃদয় ॥ ২০৩
ঐছে মধ্যে মধ্যে রাধাকুণ্ডে করে বাস।
দোঁহে দাসগোস্বামীর দর্শনে উল্লাস ॥ ২০৪
যৈছে দাসগোস্বামীর কৃপা দোঁহা প্রতি।
তাহা বর্ণিবারে মোর নাহিক শকতি ॥ ২০৫
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি প্রেমময়।
তাঁ সবার স্নেহ কহিল না হয় ॥২০৬
এ সবার স্নেহানন্দে বিহ্বল হইয়া।
কৃতার্থ মানয়ে কুণ্ডশোভা নিরখিয়া ॥ ২০৭
একদিন শ্রীনিবাস মধ্যাহ্ন সময়।
নরোত্তম সঙ্গে নানা নিকুঞ্জে ভ্রময় ॥ ২০৮
নরোত্তম প্রতি কহে—"এই পথ দিয়া।
সূর্য্য পূজে শ্রীরাধিকা সূর্য্যালয়ে গিয়া।
এত কহিতেই অকস্মাৎ সেই স্থানে।
নূপুরের শব্দ আসি সাঁধাইলা কাণে ॥ ২১০
যে আনন্দে উন্মত্ত হইলা দুই জন।
সে সব বিস্তারি এথা না হয় বর্ণন ॥ ২১১
নন্দগ্রাম যাবট বর্ষান—আদি স্থানে।
যে কৌতুকে বিহ্বল তা কহিতে কে জানে? ২১২
বৃন্দাবনে সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা।
কহিতে না জানি যে যে রহস্য দেখিলা ॥ ২১৩
গোস্বামিসকল যৈছে অনুগ্রহ কৈল।
গ্রন্থ বিস্তারের ডরে বর্ণিতে নারিল ॥২১৪
সকল গোস্বামী মিলি দঢ়াইলা চিতে।
শ্রীনিবাসে শীঘ্র গৌড়দেশে পাঠাইতে ॥ ২১৫
এই কথা সর্ব্বত্রেই হইল প্রকাশ।
গ্রন্থ লৈয়া গৌড়ে যাইবেন শ্রীনিবাস ॥ ২১৬
গ্রন্থরত্ন প্রদান করিব স্থানে স্থানে।
গমন হইব শুক্লপক্ষে অগ্রায়ণে ॥ ২১৭
শ্রীনিবাস এথা হইতে করিলে গমন।
কিরূপে ধরিবে ধৈর্য্য প্রভু প্রিয়গন ॥ ২১৮
মো সবার অন্তর কিরূপে হবে থির।
—এত কহিতেই নেত্রে বহে প্রেমনীর ॥ ২১৯

না ধরে ধৈরয বিজ্ঞ ব্রজবাসিগণ।
শ্রীনিবাসাচার্য্য যেন সবার জীবন ॥২২০
শ্রীনিবাস চেষ্টায়ে কেবা না সুখে পায়।
অতি দীন হীন যেঁহো মানে আপনায় ॥২২১
যাঁর ভক্তি প্রথা দেখি শ্রীজীবগোসাঞী।
নিরন্তর অন্তরে সুখের সীমা নাই ॥২২২
একদিন শ্রীজীবাদি গোবিন্দ মন্দিরে।
হইলা একত্র সবে উল্লাস অন্তরে ॥ ২২৩
শ্রীগোবিন্দদেবে কহে সুমধুর ভাষে।
গ্রন্থবিতরণ শক্তি দেহ শ্রীনিবাসে ॥ ২২৪
এত কহিতেই গোবিন্দের কণ্ঠ হৈতে।
ছিঁড়িয়া পড়িল মালা শ্রীনিবাসে দিতে ॥ ২২৫
আস্তে ব্যস্তে পূজারী শ্রীমালা যত্নে লৈয়া।
শ্রীনিবাসে দিলেন প্রেমাশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥ ২২৬
শ্রীনিবাস শ্রীমালা লইয়া যত্ন করি।
হইলা অধৈর্য্য শ্রীগোবিন্দমুখ হেরি ॥ ২২৭
পুনঃ পুনঃ প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে।
নয়নে বহয়ে ধারা নারে নিবারিতে ॥ ২২৮
গোবিন্দের অনুগ্রহ দেখিয়া শ্রীনিবাসে।
সবে প্রশংসয়ে মহা মনের উল্লাসে।
শ্রীজীবগোস্বামী আদি সবে সেইক্ষণে।
করিব দিবস স্থির শ্রীগৌড় গমনে ॥ ২৩০
অগ্রহায়ণ শুক্লপক্ষে পঞ্চমী প্রশস্ত।
সবার সম্মত যাত্রা করাইতে ব্রস্ত ॥২৩১
শ্রীজীবগোস্বামী দাসগোস্বামীর পাশে।
বিদায় হইতে পাঠাইলা শ্রীনিবাসে ॥ ২৩২
শ্রীদাসগোসাঞির কথা কহনে না যায়।
নিরন্তর দগ্ধ হিয়া বিরহ ব্যথায় ॥২৩৩
কোথা শ্রীস্বরূপ রূপ সনাতন—বলি।
ভাসয়ে নেত্রের জলে বিলুঠয়ে ধূলি ॥ ২৩৪

অতি ক্ষীণ শরীর দুর্ব্বল ক্ষণে ক্ষণে।
করয়েভক্ষণ কিছু দুই চারি দিনে ॥ ২৩৫
যদ্যপিহ শুষ্ক দেহ বাতাসে হালায়।
তথাপি নির্ব্বন্ধ ক্রিয়া সব সমাধয় ॥ ২৩৬
ভূমে পড়ি প্রণমি উঠিতে নাহি পারে।
ইথে যে নিষেধে কিছু না কহয়ে তারে ॥ ২৩৭
অনুকূল কৈলে প্রশংসয়ে বারে বারে।
দেখি সাধনাগ্রহ দেবেও চমৎকার ॥ ২৩৮
প্রভুদত্ত গোবর্দ্ধনশিলা গুঞ্জাহারে।
সেবে কি অদ্ভুত সুখে আপনা পাসরে ॥ ২৩৯
দিবানিশি না জানয়ে শ্রীনাম গ্রহনে।
নেত্রে নিদ্রা নাই অশ্রুধারা দু নয়নে ॥ ২৪০
দাসগোস্বামীর চেষ্টা বুঝিতে কে পারে?
সদা মগ্ন রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য বিহারে ॥ ২৪১
নির্জ্জনে বসিয়া করে গ্রন্থানুশীলন।
হেন কালে শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন ॥ ২৪২
শ্রীনিবাস দাসগোস্বামীর সন্দর্শনে।
আপনা মানয়ে ধন্য পড়িয়া চরনে ॥২৪৩
শ্রীদাসগোস্বামী শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিলা।
জিজ্ঞাসিয়া কুশল নিকটে বসাইলা ॥২৪৪
নরোত্তম শ্যামানন্দ আইল সেইক্ষনে।
প্রনমিলা দাস গোস্বামীর শ্রীচরনে ॥২৪৫
অতি অনুগ্রহে দাসগোস্বামী দোঁহায়।
জিজ্ঞাসি শ্রীকুশল শ্রীনিবাস পানে চায় ॥২৪৬
শ্রীনিবাস শ্রীগৌড় গমন নিবেদিল।
শুনি শ্রীগোস্বামী সুখে অনুমতি দিল ॥ ২৪৭
সর্ব্বমতে সাবধান করি শ্রীনিবাসে।
আলিঙ্গন করি দুই নেত্র জলে ভাসে ॥ ২৪৮
নরোত্তম শ্যামানন্দে কৈল আলিঙ্গন।
সবে বন্দিলেন যত্নে গোস্বামিচরণ ॥ ২৪৯

বিদায় হইলা গোস্বামীর স্নেহ যৈছে।
বর্ণিতে করিয়ে সাধ—শক্তি নাহি তৈছে ॥ ২৫০
এ সবে হইলা যৈছে বিদায়ের কালে।
তাহা দেখি কেবা না ভাসয়ে নেত্র জলে ॥ ২৫১
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বিজ্ঞগণ।
এ তিনে লইয়া শীঘ্র আইলা বৃন্দাবন ॥২৫২
আর যে যে স্থানে যে যে বৈষ্ণব আছিলা।
শুনিয়া সংবাদ সভে বৃন্দাবনে আইলা ॥ ২৫৩
শ্রীজীবগোস্বামী ব্রজবাসী বৈষ্ণবেরে।
করি সমাদর বাসা দিলেন সভারে ॥ ২৫৪
মথুরার কোন ভাগ্যবন্ত মহাজনে।
অনুগ্রহ করি আজ্ঞা করয়ে তাহানে ॥ ২৫৫
শ্রীনিবাস আচার্য্য লইয়া গ্রন্থগণ।
দুই চারি দিনে গৌড়ে করিব গমন ॥ ২৫৬
যেরূপ যায়েন শীঘ্র করহ উপায়।
শুনি মহাজন ধন্য মানে আপনায় ॥ ২৫৭
শীঘ্র রাজপাত্র পদাতিক গাড়ী কৈল।
সঙ্গে দিতে প্রবীণ মনুষ্য নিয়োজিল ॥ ২৫৮
পথের নির্ব্বাহ হেতু মুদ্রা দিয়া তাঁরে।
হইল প্রস্তুত জানাইলা গোস্বামীরে ॥ ২৫৯
গোস্বামীহ দেখি গ্রন্থভার চতুষ্টয়।
রাখে কাষ্ঠসম্পুটে নিবারি বর্ষাভয় ॥ ২৬০
হইল সম্পূর্ণ পূর্ণ গ্রন্থরত্নগণে।
দূরে যায় তাপ সে গ্রন্থের সন্দর্শনে ॥ ২৬১
যে সকল গ্রন্থ সম্পুটেতে সজ্জ কৈল।
যে সব গ্রন্থের নাম পূর্বে জানাইল ॥ ২৬২
নিজকৃত সিদ্ধান্তাদি গ্রন্থ কত দিয়া।
মুহু মুহু কহে শ্রীনিবাস মুখ চায়া ॥২৬৩
রহিল যে গ্রন্থ পরিশোধন করিব।
বর্ণিত যে সব তাহা ক্রমে পাঠাইব ॥২৬৪

এত কহি শ্রীনিবাসে লৈয়া সেইক্ষণে।
চলিলেন মদনগোপাল দর্শনে ॥২৬৫
শ্রীনিবাস মদনগোপাল দেখিয়া।
না ধরে ধৈরয প্রেমে উমড়য়ে হিয়া ॥২৬৬
হইতে বিদায় অশ্রু নহে নিবারণ।
ভঙ্গিতে বিদায় কৈল মদনমোহন ॥২৬৭
শ্রীমালা প্রসাদ দিলা পূজারী গোসাঞী।
সবে যে প্রবোধে তা কহিতে অন্ত নাই ॥২৬৮
সনাতন গোস্বামীর সমাধি দর্শনে।
যেরূপ হইল তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥২৬৯
'পরদুঃখে দুঃখী প্রভু সনাতন'—বলি।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ বিলুঠয়ে ধুলি ॥২৭১
সনাতন চরিতে নিমগ্ন অতিশয়।
অত্যন্ত দুর্গম সনাতনের হৃদয় ॥২৭১
শ্রীচৈতন্য প্রভু পরম আনন্দে।
নীলাচলে যাঁর কথা কহে রামানন্দে ॥২৭২

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (অ ১।২০০-২০১)—
ইহার যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা নাম সনাতন।
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তাঁর সম ॥২৭৩
তোমার যৈছে বিষয় ত্যাগ,—তৈছে তার রীতি।
দৈন্য বৈরাগ্য পাণ্ডিত্যের তাঁহাতেই স্থিতি ॥ ২৭৪
ঐছে প্রভু স্থানে স্থানে কহে ভক্তগণ।
প্রভু প্রিয়পাত্র শ্রীগোস্বামী সনাতন ॥২৭৫
ঐছে পরদুঃখে দুঃখী কেহ নাহি আর।
কৃপার সমুদ্র কিবা জগতে অপার ॥২৭৬

তথাহি বিলাপে—
বৈরাগ্য যুগ্ভক্তিরসং প্রযত্নৈ
রপায়য়ন্মামনভীপ্সুমন্ধম্।
কৃপাম্বুধির্যঃ পরদুঃখদুঃখী
সনাতনং তং প্রভুমাশ্রয়ামি ॥২৭৭

তাঁর শাখা শ্রীরূপগোস্বামি সর্বোপরি।
শ্রীরাজেন্দ্রগোস্বামী কৃষ্ণাখ্য ব্রহ্মচারী ॥
কৃষ্ণমিশ্র গোস্বামী— অদ্ভুত ক্রিয়া যার।
কৃষ্ণামী শ্রীভগবন্তদাসাদি প্রচার ॥৩৭৯
সনতেনগুণে মগ্ন শ্রীনিবাসাচার্য।
নিবারিতে নারে নেত্রধার কি আশ্চর্য ॥২৮০
শ্রীজীব গোস্বামী স্থির করি নানা মতে।
শ্রীনিবাস লৈয়া গেলা আপন বাসাতে ॥২৮১
তথা শ্রীনিবাস করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
কৈল রূপগোস্বামী সমাধি দর্শন ॥২৮২
ভূমে পড়ি প্রণমিয়া বিদায় হইতে।
নয়নে বহয়ে ধারা নারে স্থির হৈতে ॥ ২৮৩
শ্রীরূপগোস্বামী-চারুচরিত্র চিন্তিয়া।
শ্রীনিবাস আচার্য্যের উমড়য়ে হিয়া ॥২৮৪
আহা মরি! শ্রীরূপের মহিমা অপার।
যে যৈছে বর্ণয়ে তাহা সর্বত্র প্রচার ॥২৮৫
যথা শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকস্য
নবম অঙ্কে ৪৩শং-পদ্যম—
প্রিয়স্বরূপে দয়িতস্বরূপে প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাস-রূপে ॥২৮৬

শ্রীসাধনদীপিকায়াম্
মতাদ্বহিস্কৃতা যে চ শ্রীরূপস্য কৃপাম্বুধেঃ।
তেষাং সঙ্গো ন কর্তব্যো রাগাধ্বপান্থিকৈঃ খলু ॥ ২৮[illegible]

পুনঃ—
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজদ্বন্দ্বং বন্দে মুহুর্মুহুঃ।
যস্য প্রসাদাদজ্ঞোঽপি তন্মতজ্ঞানভাগ্ ভবেৎ ॥ ২৮[illegible]

পুনঃ শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকায়াম
শ্রীচৈতন্যমনোঽভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে।
সোঽয়ং রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্ ॥[illegible]

পুনঃ শ্রীসাধনদীপিকায়াম্
রূপেতি নাম বদ ভো রসনে! সদা ত্বং
রূপঞ্চ সংস্মর মনঃ করুণাস্বরূপম্।
রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলোকং
তস্যাদ্বিতীয় সুতনুং রঘুনাথদাসম্ ॥২৯০
শ্রীরূপ গোসাঞীর কি অদ্ভুত গুনগন
ঐছে নানা প্রকারে বর্ণিলা বিজ্ঞগন ॥২৯১

যিনি করুনাসাগর, পর দুঃখে দুঃখী, অনিচ্ছুক ও অজ্ঞানান্ধ আমাকে পরম যত্নে বৈরাগ্য যুক্ত ভক্তিরস পান করাইয়া ছিলেন, সেই প্রভু সনাতনকে আশ্রয় করিলাম ॥২৭৭

প্রিয় স্বরূপে আশ্রয় বিগ্রহ স্বরূপে, প্রেমভক্তি স্বরূপে, স্বাভাবিক ভক্তিরস নিরূপনে, নিজ সদৃশ শুদ্ধ ভক্তিরস নিরূপনে, মহাপ্রভু শ্রীরূপ গোস্বামীতে নিজ মাধুর্য্য স্বরূপ ও লীলারস মাধুর্য্য লীলা বিস্তার করিয়াছিলেন ॥২৮৬

যে সকল ব্যক্তি দয়ানিধি শ্রীরূপের প্রেমভক্তিরস সিদ্ধান্ত হইতে বহিষ্কৃত; সেই সকলের অঙ্গ রাগমার্গীয় পথানুগামীগন [illegible] করিবে না। পূনঃ যাহার কৃপায় অজ্ঞ ব্যক্তি ও তাঁহার সিদ্ধান্ত বিষয়ে জ্ঞান লাভে সমর্থ সেই শ্রীরূপ গোস্বামী পদাম্বুজ [illegible] আমি পুনঃ পুনঃ বন্দনা করি ॥২৮৭-২৮৮

তথাহি গীতে—বিভাষ

যৌ কলি রূপ শরীর না ধরত।
তৌ ভূতল ব্রজপ্রেম মহানিধি কৌন কপাট উঘারত ॥
কো সব ত্যজি ভজি বৃন্দাবন কো সব গ্রন্থ বিচারত
মিশ্রিত ক্ষীর নীর বিনু হংসন কোন পৃথক করি' পায়ত।
কো জানত মথুরা - বৃন্দাবন, কো জানত ব্রজনীত।
কো জানত রাধা - মাধব - রতি কো জানত সব নীত ॥
যাকে চরণ - প্রসাদ সকল জন গাই গাই সুখ পাওত।
কি রতি বিমল, শুনত জন, মাধো - হৃদে আনন্দ বাঢ়ায়ত।

আনের কা কথা কৃষ্ণচৈতন্য আপনে।
হয়েন অধৈর্য শ্রীরূপের গুণগানে ॥২৯৬
সর্বত্র বিদিত এ—কাহাতে অন্ত নাই।
প্রভু প্রিয়গণ প্রাণ শ্রীরূপগোসাঞী ॥২৯৭
ওহে ভাই। সনাতন রূপের মহিমা।
কতরূপে গায় কেহ নাহি পায় সীমা ॥২৯৮

তথাহি গীতে—বিভাষ

জয় মোরে প্রাণ সনাতন রূপ।
অগ জিন্‌কে গতি দোউ ভায়া. যোগ যজ্ঞকে যুপ ॥ ধ্রু
বৃন্দাবনকে সহজ মাধুরী-প্রেমসুধাকে কুপ।
করুণা সিন্ধু, অনাথন বন্ধু ভক্ত সভাকে ভূপ ॥ ৩০০
ভক্তি - ভাগবত মতহি আচরণ কুশল সুচতুর - চমুপ।
ভুবন - চতুর্দশ - বিদিত বিমল যশ, রসনাকে রস তুপ ৩০১
চরণ কমল-কোমল রজঃ - ছায়া মিটত কলি - বরি ধুপ।
ব্যাস উপাসক সদা উপাসে রাধাচরণ অনুপ ॥ ৩০২

পুনঃ — বিভাষ

জয় মোরে সাধু - শিরোমণি রূপ - সনাতন।
জিন্‌কে ভক্তি এক রসনিবহী, প্রীত কৃষ্ণ - রাধাতন ॥ ধ্রু
বৃন্দাবনকী সহজ মাধুরী রৌম রৌম সুখ গাতন।
সব তেজি "কুঞ্জকেলি ভোজি" অহর্নিশি অতি অনুরাগ রাধাতন ॥
করুণাসিন্ধু কৃষ্ণচৈতন্যকে কৃপাফলী দৌ জাতন।
তিন বিনু ব্যাস অনাথন যে সে সুখে তরুবর পাতন ॥ ৩০৫

রূপ সনাতন ক্রিয়া কে বর্ণিতে পারে।
সংক্ষেপে করিনু কিছু প্রসঙ্গানুসারে ॥৩০৬
শ্রীনিবাস শ্রীরূপের সমাধি সম্মুখে।
কৈল যে প্রার্থনা তা' কে কবে এক মুখে ॥৩ ২

যিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দেবের মনের অভীষ্ট জগতে স্থাপন করিয়াছেন; সেই শ্রীরূপ গোস্বামী কবে আমাকে তাহার চরন সান্নিধ্য প্রদান করিবেন ২৮৯

হে রসনে। তুমি সর্বদা রূপ—এই নাম কীর্তন কর। হে মন করুনার প্রতীক শ্রীরূপকে তুমি স্মরন কর। হে শিরঃ কৃপা বৃষ্টি প্রদানকারী রূপকে নমস্কার কর। তাঁহার অদ্বিতীয় ভাই রঘুনাথ দাস গোস্বামী কে ও কীর্তন স্মরন ও নমস্কার কর ॥২৯০

শ্রীনিবাস শ্রীরূপের অনুগ্রহ মতে।
বিদায় হইয়া চলে সমাধি হইতে ॥৩০৮
শ্রীজীবের প্রাণধন রাধাদামোদরে।
কয়য়ে দর্শন গিয়া অধৈর্যা অন্তরে ॥৩০৯
রাধা দামোদর প্রভু রসের আলয়।
শ্রীনিবাস প্রতি অনুগ্রহ অতিশয় ॥৩১০
কৈল যৈছে বিদায় কহিতে সাধ্য নাই।
শ্রীমালাপ্রসাদ দিলা শ্রীজীব গোসাঞী ॥৩১১
শ্রীদামোদরের কৃপা দেখি শ্রীনিবাসে।
হইলা অধৈর্য অতি মনের উল্লাসে ॥১১২
শ্রীনিবাসে নিকটে রাখিয়া কথোক্ষণ।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে সস্নেহ বচন ॥১৩৩
—নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
গোস্বামীর পাশে যাহ ধৈর্যাবলম্বিয়া ॥৩১৪
আমি এথা হৈতে যায় গোবিন্দ মন্দিরে।
তথা যে আছয়ে কার্য সাধিব সত্বরে ॥৩১৫
কথোক্ষণ পরে তথা আমিহ যাইব।
সর্বত্র তোমার আজি বিদায় হইব ॥৩১৬
এত কহি শ্রীগোবিন্দমন্দিরে চলিলা।
গ্রন্থারোহণের গাড়ী তথা আনাইল ॥৩১৭
আর যে যে কার্য শীঘ্র করি সমাধান।
শ্রীভট্টগোস্বামি পাশে করয়ে পয়ান ॥৩১৮
এথা শ্রীনিবাস দোঁহে লইয়া সঙ্গেতে।
গোস্বামীর পাশে চলে বিদায় হইতে ॥৩১৯
সেই পথে নির্জন কুঞ্জেতে বৃক্ষতলে।
দ্বিজ হরিদাসাচার্য ভাসে নেত্রজলে ॥৩২০
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস।
অতি ক্ষীণ দেহ—নাই জীবনের আশ ॥৩২১
শ্রীনিবাস গিয়া তার করিল দর্শন।
প্রণমিতে কৈল তেঁহো দৃঢ় আলিঙ্গন ॥৩২২

দ্বিজ হরিদাসাচার্য অতি স্নেহাবেশে।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাসে ॥৩২৩
রজনী প্রভাতে কালি গৌড়ে যাত্রা হবে।
আমি যে কহিয়ে তাহা অবশ্য করিবে ॥৩২৪
শ্রীদাস গোকুলানন্দ আমার তনয়।
জন্মে জন্মে সেই দুই তোমার শিষ্য হয় ॥৩২৫
গৌড়ে গিয়ে সে দোঁহারে দীক্ষামন্ত্র দিবা।
পরম দুর্লভ ভক্তিশাস্ত্র পড়াইবা ॥৩২৬
শুনি শ্রীনিবাস হইলেন স্তব্ধপ্রায়।
দ্বিজ হরিদাসাচার্য প্রবোধে তাঁহায় ॥৩২৭
—আপন প্রভাব যৈছে না জান আপনে।
ইথে কিছু চিন্তামাত্র না করিহ মনে ॥৩২৮
পালিবে বচন মোর—ইথে নাহি দোষ।
ঐছে করি শ্রীনিবাসে করিল সন্তোষ ॥৩২৯
হরিদাসাচার্যের অদ্ভুত গুণগণ।
কহিয়ে তাঁহার যৈছে ব্রজেতে গমন ॥৩৩০
প্রভু বিদ্যমানে প্রভু আজ্ঞায় সকলে।
করে যাতায়াত গৌড় ব্রজ-নীলাচলে ॥৩৩১
পণ্ডিত জগদানন্দ আসি পুন বৃন্দাবনে।
গৌড় হৈয়া গেল প্রভু-সন্নিধানে ॥৩৩২
ঐছে ভক্ত-গোষ্ঠী গৌড় ক্ষেত্র ব্রজপুরে।
নিরন্তর ভাসে সুখসমুদ্র পাথারে ॥৩৩৩
অদ্বৈত ইচ্ছায় প্রভু লীলা সম্বরিল।
দুঃখের সমুদ্রে সব জগৎ ডুবিল ॥৩৩৪
দ্বিজ হরিদাসাচার্য প্রভু দরশনে।
দেহত্যাগ করিবেন করিলেন মনে ॥৩৩৫
তিলার্ধের ধৈরয ধরিতে নাহি পারে।
নিরন্তর নয়নের জলেই সাঁতারে ॥৩৩৬
কিছুই না ভায়—হিয়া জলে অগ্নিপ্রায়।
কোথা গেলা প্রভু—বলি অবনী লোটায় ॥৩৩৭

অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশিব রজনী বিহানে।
না রাখিব প্রাণ প্রভু গৌরচন্দ্র বিনে ॥৩৩৮
ঐছে বিচারিতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগৌরসুন্দর দেখা দিল ॥৩৩৮
কিবা সে অদ্ভুত শোভা ভুবনমোহন।
জগৎ করিয়ে আলো অঙ্গের কিরণ ॥৩৪০
কনক বিদ্যুৎ কি উপমা তার আগে
কোটি কোটি কন্দর্পের দর্প ভয়ে ভাগে ॥৩৪১
বদনচন্দ্রমা জিনি পূর্ণিমার শশী।
বরিষয়ে সুধা কি মধুর মৃদু হাসি ॥ ৩৪২
কিবা বা বাহু বক্ষঃ পীন নেত্র মনোহর।
কি নব ভঙ্গিতে গতি গঞ্জিয়া কুঞ্জর ॥৩৪৩
দ্বিজ হরিদাস দেখি বিহ্বল হিয়ায়।
ধরি সে চরণ মাথে ধুলায় লোটায় ॥৩৪৪
ভক্তের জীবন প্রভু শ্রীভুজযুগলে।
দ্বিজ হরিদাসে তুলি লইলেন কোলে ॥ ৩৪৫
ভক্তাধীন প্রভু ধৈর্য ধরিতে না পারে।
নেত্রজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥ ৩৪৬
শুনিতে তোমার খেদ বিদরে হৃদয়।
তুমি যে করিলা মনে এ উচিত নয় ॥ ৩৪৭
প্রেমের স্বরূপ মোর প্রিয় শ্রীনিবাস।
তেঁহো গৌড়ে গ্রন্থরত্ন করিব প্রকাশ ॥ ৩৪৮
কহিতে কি—এ সকল পূর্বেই জানহ।
তাঁরে মিলি তাঁহারে করিবা অনুগ্রহ ॥ ৩৪৯
আর এই তোমার নন্দন দুইজনে।
করাইবা শ্রীমন্ত্রগ্রহণ তাঁর স্থানে ॥ ৩৫০
সর্বসিদ্ধি হবে শ্রীনিবাস কৃপা হৈতে।
এ দোঁহার ভক্তিবল ব্যাপিব জগতে ॥ ৩৫১
তোমা সহ সাক্ষাৎ হইব বৃন্দাবনে।
বিলম্ব না করো শীঘ্র যাহ সেইখানে ॥ ৩৫২
নিরন্তর তোমার নিকট আছি আমি।
মধ্যে মধ্যে আমারে দেখিতে পাবে তুমি। ৩৫৩
ঐছে কত কহি করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
ভকতবৎসল প্রভু হৈলা অদর্শন ॥ ৩৫৪
নিদ্রা ভঙ্গ হৈতে অতি ব্যাকুল হৈলা।
দেখি প্রাতঃকাল প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া কৈলা ॥ ৩৫৫
পুত্রে বোলাইয়া কহে মধুর বচনে।
অদ্য আমি গমন করিব বৃন্দাবনে ॥ ৩৫৬
তোমা দোঁহার ভাগ্য কহিল না হয়।
শ্রীচৈতন্যপ্রভু অনুগ্রহ অতিশয় ॥ ৩৫৭
ওহে বাপু! প্রভুপ্রিয় শ্রীনিবাস স্থানে।
দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করিবা কথো দিনে ॥ ৩৫৮
তেঁহ ব্রজে গিয়া পুনঃ আসিব গৌড়েতে।
পরম অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ প্রচারিতে ॥ ৩৫৯
তাঁরে দেখিতেই তাঁরে প্রভাব জানিবে।
দেবের দুর্লভ ভক্তিরত্ন লভ্য হবে ॥ ৩৬০
ঐছে কত কহি পুত্রে হইয়া বিদায়।
গৃহ হৈতে চলে কৃষ্ণচৈতন্য ইচ্ছায় ॥ ৩৬১
কথো দিনে পরম আনন্দে গোঙাইলা।
কিছুদিন পরম আনন্দে গোঙাইলা ॥ ৩৬২
দুঃখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা তার পর।
কহিতে সে সব কথা বিদরে অন্তর ॥৩৬৩
রূপসনাতন গুণ সোঙরিয়া কান্দে।
সে দশা দেখিতে কেউ স্থির নাহি বান্ধে ॥ ৩৬৪
কি কহিব—হরিদাসাচার্যের যে রীতি।
যাঁহার স্মরণে মিলে নির্মল ভকতি ॥ ৩৬৫
এইরূপে বৃন্দাবনে গমন তাঁহার।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে না কৈলু বিস্তার ॥ ৩৬৬
শ্রীনিবাসাচার্যে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গয়ে অনেক কহিয়া ॥ ৩৬৭

হইয়া অধৈর্য অতি স্নেহে শ্রীনিবাসে।
করিতে বিদায়—সে নেত্রের জলে ভাসে ॥ ৩৬৮
শ্রীনরোত্তমেরে করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
কহিল যতেক তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৩৬৮
শ্যামানন্দে আলিঙ্গন করি কৃপাময়।
হইয়া ব্যাকুল মহামঙ্গল চিন্তয় ॥৩৭০
শ্রীনিবাসাচার্য আদি হইয়া বিদায়।
নেত্রজলে ভাসে অতি অধৈর্য হিয়ায় ॥ ৩৭১
যমুনার তীরে এক বৃক্ষ মনোহর।
পরম নির্জন স্থান—অন্য-অগোচর ॥ ৩৭২
কানায়া নামেতে এক বিপ্র ব্রজবাসী।
কৃষ্ণে আরাধয়ে সেই বৃক্ষতলে বসি ॥ ৩৭৩
তথা শ্রীনিবাস গিয়া প্রণমিতে তাঁরে।
তেঁহ আলিঙ্গন করি ছাড়িতে না পারে ॥ ৩৭৪
অশ্রুজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে বার বার।
—এই যে হইল দেখা, না হইব আর ॥ ৩৭৫
তুমি প্রেমময় গৌড়ে গ্রন্থ প্রচারিবা।
অনায়াসে জীবের কল্মষ নাশাইবা ॥ ৩৭৬
রূপ সনাতনের করুণাপাত্র তুমি।
তোমার সৌভাগ্য তা কহিব কত আমি? ৩৭৭
এত কহি রূপ-সনাতনের চরিতে।
হৈলা মহাবিহ্বল নারয়ে স্থির হৈতে ॥৩৭৮
রূপ সনাতন-প্রীতি যৈছে প্রীত তাঁর।
কহি কিছু—বিস্তারি নারিয়ে বর্ণিবার ॥৩৭৯
কানাইর মাতা অতি স্নেহের আলয়।
রূপ সনাতন তাঁর বাৎসল্যাতিশয় ॥ ৩৮০
কে বুঝিতে পারে কানাইর যৈছে রীতি?
রূপ সনাতনের নিকটে সদা স্থিতি ॥ ৩৮১
শ্রীরূপ সনাতনে পরম আদরে।
মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা করায়েন লৈয়া ঘরে। ৩৮২
ফল মূল শাকাদি মিলয়ে যবে যাহা।
দোঁহার বাসায় অতি যত্নে দেন তাহা ॥৩৮৩
একদিন শ্রীকৃষ্ণ কানাইরূপ ধরি।
সনাতন গোস্বামীরে দিল মাধুকুরী ॥৩৮৪
কানাইর ছলে ঐছে কৃষ্ণের বিলাস।
হইল কানায়া গুণ সর্বত্র প্রকাশ ॥ ৩৮৫
কানাইরে কেহ না ছাড়ে তিলমাত্র।
সনাতন রূপের পরম প্রিয়পাত্র ॥ ৩৮৬
সনাতন রূপ গোস্বামীর অদর্শনে।
ছাড়িব জীবন—এই দৃঢ়াইল মনে ॥ ৩৮৭
সে দোঁহার ইচ্ছামতে রহিল জীবন।
গৃহ ত্যাগ করি কৈল ব্রজেতে ভ্রমণ ॥ ৩৮৮
যমুনার তীরে বাস কৈল বৃক্ষতলে।
ধূলায় লোটায় সদা ভাসে নেত্রজলে ॥ ৩৮৯
রূপ সনাতন বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
সে দুঁহু বিহনে নাই জীবনের আশ ॥ ৩৯০
সে দশা দেখিয়া শ্রীনিবাস নহে স্থির।
বিদায় হইলা নেত্রে বহে প্রেমনীর ॥ ৩৯১
শ্রীভূগর্ভ গোস্বামীর নিকটে যাইয়া।
প্রণমিল তাঁরে সবে ভূমে লোটাইয়া ॥ ৩৯২
তেঁহ স্নেহাবেশে করিলেন আলিঙ্গন।
শ্রীনিবাস ক্রমে সব কৈল নিবেদন ॥ ৩৯৩
গোস্বামী করিল আজ্ঞা প্রবোধি সবারে।
যাত্রাকালে যাবো কালি গোবিন্দমন্দিরে ॥ ৩৯৪
বিদায় কহিতেই প্রাণ বিদরে আমার।
এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৩৯৫
কিবা গোস্বামীর স্নেহ! কহিতে কে পারে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সমর্পিলেন সবারে ॥ ৩৯৬
সবে গোস্বামীর পদে পুনঃ প্রণমিয়া।
চলিলেন অতিশয় ব্যাকুল হইয়া ৩৯৭

শ্রীভট্টগোস্বামি পাশে করিতে গমন।
পথে আর বৈষ্ণবের পাইলা দর্শন ॥ ৩৯৮
তাঁ সবারে প্রার্থনা করিয়া কত মতে।
অনুমতি পাইয়া চলিলা কুঞ্জ পথে ॥ ৩৯৯
সেই পথে আইসেন শ্রীজীবগোসাঞী।
তেঁহ লৈয়া চলে ভট্টগোসাঞীর ঠাঞি ॥ ৪০০
শ্রীগোপালভট্ট বসি আছয়ে নির্জনে।
সমর্পিয়া নেত্র মন শ্রীরাধারমনে ॥ ৪০১
ক্ষনে নিজকৃত পদ্য পড়য়ে সুস্বরে।
শুনিতে সে নামাবলী কেবা ধৈর্য ধরে ॥ ৪০২

তথাহি
ভাণ্ডীরেশ শিখণ্ডনবর শ্রীখণ্ডলিপ্তাঙ্গ হে!
বৃন্দারণ্যপুরন্দর স্ফুরদমন্দেন্দীবরশ্যামল।
কালিন্দীপ্রিয় নন্দনন্দন পরানন্দারবিন্দেক্ষণ!
শ্রীগোবিন্দ মুকুন্দ সুন্দরতনো মাং দীনমানন্দয়
॥৪০৩

শ্রীভট্টগোস্বামি চেষ্টা কহনে না যায়।
শ্রীজীব গমন শুনি পথপানে চায় ॥ ৪০৪
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসাদি সহিত।
শ্রীভট্টগোস্বামি পাশে হৈলা উপনীত ॥ ৪০৫
প্রণমিয়া গোস্বামীরে কহে বার বার।
—শ্রীনিবাসে করো পূর্ণ শক্তির সঞ্চার ॥ ৪০৬
শ্রীনিবাস মাথে ধরো চরণযুগল।
নির্বিঘ্নে যায়েন যেন শ্রীগৌড়মণ্ডল ॥ ৪০৭
পাষণ্ডিগণের দর্প করিয়া খণ্ডন।
স্বচ্ছন্দে করেন যেন গ্রন্থ বিতরন ॥ ৪০৮
ঐছে কত শুনি কহে শ্রীভট্টগোসাঞী।
করিল প্রার্থনা রাধারমণের ঠাঞি ॥ ৪০৯

শ্রীরাধারমণ শ্রীনিবাসে কৃপা করি।
করিল বিদায় যৈছে কহিতে না পারি ॥ ৪১০
শ্রীভট্টগোসাঞী দেখি কৃপা শ্রীনিবাসে।
শ্রীপ্রসাদী মালা আনি দিল স্নেহাবেশে ॥৪১১
শ্রীনিবাস ভূমিতে পড়িয়া বারবার।
করয়ে প্রনাম নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥৪১২
শ্রীগোপালভট্ট স্থির করি মৃদুভাষে।
শ্রীরাধারমনে সমর্পিলা শ্রীনিবাসে ॥৪১৩
শ্রীনিবাসে করি অনুগ্রহের অবধি।
আজ্ঞা কৈলা —অচিরে হউক সব সিদ্ধি ॥৪১৪
নরোত্তম-প্রতি কহে মধুর বচন।
—"মনোরথ সিদ্ধি করু শ্রীরাধারমন ॥৪১৫
শ্যামানন্দ-প্রতি স্নেহে কহে বার বার।
—শ্রীরাধারমন কৃপা করুন তোমার ॥৪১৬
এত কহি সবাই করেন আলিঙ্গন।
এ-সকলে কৈল যত্নে চরন বন্দন ॥৪১৭
শ্রীভট্টগোস্বামী কহি জীবগোস্বামীরে।
কালি প্রাতে যাইব শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে ॥৪১৮
শ্রীজীবগোস্বামী প্রনমিয়া সবা সনে।
চলিলেন লোকনাথ গোস্বামীর স্থানে ॥৪১৯
গোস্বামী আছেন একা নিভৃতে বসিয়া।
শ্রীরাধাবিনোদ- মুখচন্দ্রে নেত্র দিয়া ॥৪২০
দেখি লোকনাথ শ্রীজীবের আগমন।
স্নেহাবেশে হৈলা যৈছে না হয় বর্ণন ॥৪২১
প্রনমিয়া শ্রীজীব কহয়ে মৃদুভাষে।
—কালি প্রাতে যাত্রা করিবেন গৌড়দেশে ॥৪২২
লোকনাথ শ্রীরাধাবিনোদে জানাইলা।
তাঁর অনুগ্রহ-মালা শ্রীনিবাসে দিলা ॥৪২৩

হে ভাণ্ডীর বনাধিপতে, শিখিপুচ্ছ মণ্ডিত বর! চন্দনচর্চ্চিতাঙ্গ, বৃন্দাবন পুরন্দর বিকসিত সুন্দর নীল পদ্মের ন্যায় শ্যামল, কালিন্দী প্রিয়, নন্দ নন্দন, পরানন্দ,কমল নয়ন, গোবিন্দ মুকুন্দ, সুন্দর তনু! আমার মত দীনে আনন্দ প্রদান করুন ॥৪০৩

শ্রীনিবাস আদি সবা প্রতি স্নেহাবেশে।
কহিল যতেক তা কহিতে না আইসে ॥৪২৪
শ্রীনিবাস, নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে।
ভূমে পড়ি প্রনময়ে গোসাঞীর চরনে ॥৪২৫
লোকনাথ গোস্বামী ধরিতে নারে হিয়া।
নেত্রজলে সিঞ্চিল সবারে আলিঙ্গিয়া ॥৪২৬
ধৈর্যাবলম্বিয়া কহে শ্রীজীবের আগে।
—"এ সবার ভার যে তোমারে সব লাগে ॥"৪২৭
শ্রীজীবগোস্বামী নানা দৈন্য প্রকাশিয়া।
সবা-সহ চলে গোস্বামীরে প্রনমিয়া ॥৪২৮
গিয়া গোপীনাথের করিলা সন্দর্শন ॥
কিবা সে অদ্ভুত ভঙ্গি ভুবনমোহন !! ৪২৯
দেখিতে সে শোভা যাহা হইল অন্তরে।
একমুখে তাহা কে বর্নিতে শক্তি ধরে ॥৪৩০
শ্রীজীব মধুপণ্ডিতাদি-প্রতি কয়।
—"শ্রীনিবাস গমন নির্বিঘ্নে যেন হয় ॥"৪৩১
শ্রীমধুপণ্ডিত গোপীনাথে জানাইল।
শ্রীনিবাসে প্রভু আজ্ঞা মালা আনি দিল ॥৪৩২
শ্রীনিবাস ভূমে প্রনময়ে বার বার।
বিদায় হইতে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥৪৩৩
শ্রীনিবাসে সুস্থির করিয়া সর্বজনে।
আজ্ঞা কৈল —"পুনশ্চ আসিবা বৃন্দাবনে ॥"৪৩৪
নরোত্তম শ্যামানন্দে অনুগ্রহ করি'।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥৪৩৫
প্রেমাবেশে সবে এ সবারে আলিঙ্গিলা।
সবে ভূমে পড়ি' সে সকলে প্রনমিলা ॥৪৩৬
শ্রীজীবগোস্বামী প্রতি কহয়ে সকলে।
—"একত্র হইব কালি প্রাতে যাত্রাকালে ॥"৪৩৭
শুনিয়া শ্রীজীব নিদেশয়ে শ্রীনিবাসে।
—"এবে যাহ সবে গোপীশ্বরের আবাসে ॥"৪৩৮
শ্রীনিবাসাচার্যাদি গেলেন গোপীশ্বরে।
শ্রীজীব গোস্বামী গেলা শ্রীগোবিন্দ মন্দিরে ॥৪৩৯
শ্রীনিবাস করি গোপীশ্বরের দর্শন।
করিল প্রার্থনা যত না হয় বর্নন ॥৪৪০
গোপীশ্বর পরম প্রসন্ন শ্রীনিবাসে।
অলক্ষিতে বিদায় করিলা বিপ্রবেশে ॥৪৪১
নরোত্তম, শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইয়া।
গোপীশ্বরে যে কহে তা শুনি দ্রবে হিয়া ॥৪৪২
প্রনমিয়া যত্নে শ্রীশঙ্কর গোপীশ্বরে।
শ্রীনিবাস আচার্যাদি চলে ধীরে ধীরে ॥৪৪৩
কাশীশ্বরগোস্বামীর সমাধি দেখিয়া।
করিলেন প্রনাম ধূলায় লোটাইয়া ॥৪৪৪
কাশীশ্বর-মহিমা কহিতে কেবা জানে।
শ্রীগৌরগোবিন্দে যে আনিলা বৃন্দাবনে ॥৪৪৫
গোবিন্দের দক্ষিনেতে তাঁরে বসাইয়া।
দেখ দুঁহু শোভা উমড়িয়ে হিয়া ॥৪৪৬
শ্রীচৈতন্য শ্রীকাশীশ্বরের প্রেমবশে।
শ্রীবিগ্রহরূপে আইলা পশ্চিম প্রদেশে ॥৪৪৭

তথাহি শ্রীসাধনদীপিকায়াম্ —
শ্রীমৎকাশীশ্বরং বন্দে যৎপ্রীতিবশতঃ স্বয়ম্।
চৈতন্যদেবঃ কৃপয়া পশ্চিমং দেশমাগতঃ ॥৪৪৮

প্রভুপ্রিয় কাশীশ্বর বিদিত ভুবনে।
শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন মগ্ন যার গুনে ॥৪৪৯

যাঁহার প্রীতির বশবর্তী হইয়া শ্রীচৈতন্য দেব স্বয়ং কৃপা পূর্ব্বক পশ্চিম দেশে আগমন করিয়াছেন সেই কাশীশ্বর গোস্বামীকে বন্দনা করি ॥৪৪৮

শ্রীনিবাস আচার্য সে সব সোঙরিয়া।
হইলেন অধৈর্য ধরিতে নারে হিয়া ॥৪৫০
বার বার প্রনময়ে পড়িয়া ভূমিতে।
না জানে কি হবে হিয়া বিদায় হইতে ॥৪৫১
রঘুনাথ ভট্টের সমাধি নিরখিয়া।
ভাসয়ে নেত্রের জলে বিদরয়ে হিয়া ॥৪৫২
রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর গুনগন।
শ্রবনমাত্রেতে কার না জুড়ায় মন ॥ ৪৫৩
সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক, চর্চা শ্রবনেতে।
বৃহস্পতি সাধুবাদ করে হর্ষচিত্তে ॥৪৫৪
ভাগবত পাঠের উপমা দিতে নাই।
ব্যাসাদি শুনিতে সাধ করে সুখ পাই ॥৪৫৫
যার ভক্তিরীতি দেখি দেবের বিস্ময়।
ভট্টের মহিমা শ্রীনিবাস ঐছে কয় ॥৪৫৬
শ্রীনিবাদিক ভূমে পড়ি প্রনমিয়া ॥
গোবিন্দ-মন্দিরে গেলা বিদায় হইয়া ॥৪৫৭
গোবিন্দ-দর্শনে মহাবিহ্বল হইলা।
শ্রীজীব গোস্বামী সঙ্গে বাসায় চলিল ॥৪৫৮
অনুরাগ প্রবল বাঢ়য়ে ক্ষনে ক্ষন।
নিজকৃত গীত গায় আপনা না জানে ॥৪৫৯
শ্রীরাধিকা সখী প্রতি কহে বার বার।
—দেখিল গোবিন্দ-রূপ অমিয়া পাথার ॥৪৬০

সুহই রাগ—

বদন চান্দ কুন, কুন্দারে কুন্দিল গো,
কে না কুন্দিল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরান কেমন করে গো
সেই সে পরান তার সাক্ষী ॥৪৬১
রতন কাটিয়া কেবা যতন করিয়া গো
কে না গঢ়াইয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরানে গো
যোগী হৈল উহারি ধিয়ানে ॥৪৬২
নাসিকা-উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো
সোণায় মণ্ডিত তার পাশে।
বিজুরি-জড়িত কিবা চান্দের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥৪৬৩
সুন্দর কপালে শোহে সুন্দর তিলক গো
তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
হিয়ার মাঝারে মোর ঝলমল করে গো
চান্দে যেন ভ্রমরার পাঁতি ॥৪৬৪
মদন-ফাঁদুয়া ওনা চূড়ার টালনি গো
উহা না শিখিয়াছিল কোথা।
এ বুক ভরিয়া মুখ দেখিতে না পানু গো
এ বড়ি মরমে মোর ব্যথা ॥৪৬৫
কেমন মধুর সে না বোলখানি খানি গো
হাতের উপরে লাগি পাও।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গড়িত গো
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া তাহা খাও ॥ ৪৬৬
করিবর-কর জিনি বাহুর বলনী গো
হিঙ্গুলে মণ্ডিত তার আগে।
যৌবনবনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো
তাহারি পরশ রস মাগে ॥৪৬৭
ঠমকি ঠমকি যায় তেরচ নয়নে চায়
যেনমত্ত গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাসে কয় ওরূপ লখিল নয়
রূপসিন্ধু গঢ়িল বিধাতা ॥৪৬৮

অনুরাগে শ্রীনিবাস ধৈর্য্য নাহি বাঁধে।
কি মধুর মাধুরি দেখিনু—বলি কান্দে ॥৪৬৯

শ্রীজীবগোস্বামী কত যত্ন করি' স্থির।
স্নেহের আবেশে গেলা আপন কুটীর ॥৪৭০
শ্রীনিবাস আপনার বাসায় রহিলা।
নরোত্তম শ্যামানন্দ নিজ বাসায় গেলা ॥৪৭১
সর্বত্র দর্শনাবেশে দিবস গোঙাই।
রাত্রে যে করয়ে খেদ তার অন্ত নাই ॥
দুটি বাহু তুলিয়া কহয়ে বারে বারে ॥
—এ সুখে বঞ্চিত বিধি করিল আমারে।৪৭৩
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
মো অধমে পুনঃ কি দিবেন দরশন ॥৪৭৪
শ্রীরাধা বিনোদ রাধারমন প্রভুরে।
পুনঃ কি দেখিব রাধাদামোদরে ॥৪৭৫
শ্রীগোপালভট্ট প্রভু আনি ব্রজপুরে।
পুনঃ কি দিবেন পাদপদ্ম সেবা মোরে ॥৪৭৬
গোস্বামী শ্রীলোকনাথ করুনা বিগ্রহ।
মো অধমে পুনঃ কি করিব অনুগ্রহ ॥৪৭৭
কৃপাময় ভূগর্ভ গোস্বামী কৃপা করি'
পুনঃ কি আনিব মো পাপীর কেশ ধরি ॥৪৭৮
গোস্বামী শ্রীরঘুনাথদাস দয়ানিধি।
পুনঃ কি করিব মোর মনোরথ সিদ্ধি ॥৪৭৯
শ্রীজীব গোস্বামী দীন দুঃখীর জীবন।
পুনঃ কি দেখিব আমি তাঁর শ্রীচরন ॥৪৮০
হা হা প্রভু প্রিয়গন! মো হেন দুর্জ্জনে।
পুনঃ ব্রজে আনি কি রাখিবা সন্নিধানে ॥৪৮১
ঐছে কত কহিতে কহিতে নাহি পারে।
কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, নেত্রজলেই সাঁতারে ॥৪৮২
শ্রীনরোত্তমের খেদ কহা নাহি যায়।
যাহার শ্রবনে দারু পাষান মিলয় ॥৪৮৩
শ্যামানন্দ অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে।
করয়ে যতেক খেদ, কহিতে কে পারে ॥৪৮৪

কহিতে না পারে কেহো ধৈর্য্যাবলম্বন।
বিচ্ছেদ চিন্তায় নিশি করে জাগরন ॥৪৮৫
শ্রীনিবাস চিত্তে যে উদ্বেগ উপজয়
তাহা সে জানেন শ্রীগোবিন্দ দয়াময় ॥৪৮৬
শ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছায় রাত্রিশেষে।
হই কিঞ্চিৎ নিদ্রাবেশ শ্রীনিবাসে ॥৪৮৭
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোবিন্দ মন্দির হইতে ॥
গজেন্দ্রগমনে আইলা আচার্য্য অগ্রেতে ॥৪৮৮
জিনি পুঞ্জ অঞ্জন, জলজ নীলমনি।
রূপের ছটায় কোটি মদন নিছনি ॥৪৮৯
নানা রত্নভূষনে ভূষিত কলেবর।
শিরে শিখিপিঞ্জ-চূড়া পরম সুন্দর ॥৪৯০
প্রত্যঙ্গ অদ্ভুত শোভা—উপমা কি তায়!
সুদীর্ঘ লোচনভঙ্গি ভুবন মাতায় ॥৪৯১
লক্ষ লক্ষ চন্দ্রমা জিনিয়া চান্দমুখে।
হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে মহাসুখে ॥৪৯২
—অহে শ্রীনিবাস! খেদ কর সম্বরন।
শুনিতে না জানি প্রান করয়ে কেমন ॥৪৯৩
তুমি মোর প্রেমমূর্ত্তি, না জান তা তুমি।
নিরন্তর তোমার নিকটে আছি আমি ॥৪৯৪
মোর মনোভীষ্ট যে তা অনেক প্রকারে।
করিলু প্রকাশ রূপসনাতন-দ্বারে ॥৪৯৫
তোমাদ্বারে গ্রন্থরত্ন করি বিতরন।
হরিব জীবের দুঃখ দিয়া প্রেমধন ॥৪৯৬
যে জন লইবে আসি শরন তোমার।
তারে আমি অবশ্য করিব অঙ্গীকার ॥৪৯৭
হইব তোমার শিষ্য ভাগ্যবন্তগন।
তা সবা লইয়া আস্বাদিবা সঙ্কীর্ত্তন ॥৪৯৮
কোনমতে কিছু চিন্তা না করিহ চিত্তে।
মধ্যে মধ্যে ঐছে মোরে পাইবা দেখিতে ॥৪৯৯

এত কহি, শ্রীনিবাসে করি অনুগ্রহ।
হইলেন কি অদ্ভুত শ্রীগৌর বিগ্রহ ॥ ৫০০
দেখি শ্রীনিবাস নারে ধৈর্য্য ধরিবারে।
লক্ষ লক্ষ লোচন মাগয়ে বিধাতারে ॥ ৫০১
ভূমে পড়ি করয়ে শ্রীচরণ বন্দন।
প্রভু শ্রীনিবাস-মাথে ধরয়ে চরন ॥ ৫০২
আলিঙ্গন করি গৌড়ে বিদায় করিয়া।
মন্দির প্রবেশে গৌরমূর্ত্তি সম্বরিয়া ॥ ৫০৩
শ্রীগোবিন্দ অদর্শনে ব্যাকুলহৃদয়।
জাগিয়া দেখয়ে—নিশি প্রভাত-সময় ॥ ৫০৪
পরম গভীর শ্রীনিবাস ধৈর্য ধরি।
বসিল নিভৃতে প্রাতঃক্রিয়াদিক করি ॥ ৫০৫
শ্রীনরোত্তমের তথা হৈল আগমন।
সঙ্গে শ্যামানন্দ সর্ব্বমতে বিচক্ষন ॥ ৫০৬
শ্রীনিবাস আচার্য্য এ দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
শ্রীজীবগোস্বামি পাশে মিলিলেন গিয়া ॥ ৫০৭
তেঁহ শ্রীনিবাসাদি সবারে সঙ্গে করি।
শ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে আইলা শীঘ্র করি ॥৫০৮
তথা সব মহান্তের হৈল আগমন।
তা সবার নাম কহি শুভের কারণ ॥ ৫০৯
গোস্বামী গোপালভট্ট অতি দয়াময়
ভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ গুণের আলয় ॥ ৫১০
শ্রীমাধব, শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য্য।
শ্রীমধুপণ্ডিত—যাঁর চরিত্র আশ্চর্য ॥ ৫১১
প্রেমী কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।
রাঘবপণ্ডিত প্রেমভক্তি-অধিকারী ॥ ৫১২
যাদব আচার্য্য, নারায়ণ কৃপাবান্।
শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ গোসাঞী, গোবিন্দ, ঈশান ॥ ৫১৩
শ্রীগোবিন্দ, বাণী কৃষ্ণদাস অত্যুদার।
শ্রীউদ্ধব—মধ্যে মধ্যে গৌড়ে গতি যাঁর। ৫১৪
দ্বিজ হরিদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ।
শ্রীগোপালদাস—যাঁর অলৌকিক কাজ ॥ ৫১৫
আইলা বৈষ্ণব যত কত নিব নাম।
ব্রজবাসিগণ আইলা আনন্দের ধাম ॥ ৫১৬
শ্রীজীবগোস্বামী কৃষ্ণপণ্ডিতাদি সুখে।
আনাইলা গ্রন্থরত্ন সবার সম্মুখে ॥ ৫১৭
সবাকার অনুমতি পায়া সেইক্ষণ।
করাইল গাড়ীতে গ্রন্থের আরোহণ ॥ ৫১৮
গ্রন্থের সম্পুট রাখাইলা সাবধানে।
গাড়ী চালাইতে আজ্ঞা কৈল সর্বজনে ॥ ৫১৯
শুভক্ষনে গাড়ী চলাইলা গাড়োয়ান।
আগে পাছে চলে পদাতিক ভাগ্যবান ॥ ৫২০
আর এক লোক যোগ্য সর্ব্বপ্রকারেতে।
অতি সাবধানে চলে গাড়ীর সঙ্গেতে ॥ ৫২১
এইরূপে গাড়ী চলে মথুরার পথে।
কথো দূর সকল গোস্বামী চলে সাথে ॥ ৫২২
কহি কত অতিশয় ব্যাকুল হিয়ায়।
শ্রীনিবাস আচার্য্যেরে করিলা বিদায় ॥ ৫২৩
শ্রীনিবাসাদি অতি ব্যাকুল হইয়া।
চলিলেন সবার চরনে প্রণমিয়া ॥ ৫২৪
শ্রীজীবগোস্বামী আদি বিজ্ঞ কথোজন।
করিলেন শ্রীমথুরা পর্য্যন্ত গমন ॥ ৫২৫
আর সবে নিজ নিজ বাসায় চলিলা।
কে বর্ণিব বিচ্ছেদে যেরূপ সবে হৈলা ॥৫২৬
এথা মথুরায় সবে হৈলা উপনীত।
মথুরানিবাসী লোক অতি উল্লাসিত ॥৫২৭
সে দিবস যে কৌতুক মথুরা নগরে।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে নারি বর্ণিবারে ॥৫২৮
কৃষ্ণকথারসে দিবারাত্রি গোঙাইয়া।
মথুরা হইতে চলে প্রভাতে উঠিয়া ॥৫২৯

শ্রীজীবগোস্বামী কথোদূর গেলা সঙ্গে।
বিদায়সময়ে ভাসে দুঃখের তরঙ্গে ॥৫৩০
শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুরে করি কোলে।
করিলেন সিক্ত দুটি নয়নের জলে ৫৩১
নরোত্তম শ্যামানন্দ দোঁহে সমর্পিয়া।
বিদায় করিলা অতি ব্যাকুল হইয়া ॥৫৩২
শ্রীনরোত্তমেরে করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
কহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥৫৩৩
শ্যামানন্দে সমর্পন করিয়া স্নেহেতে।
অলিঙ্গন করি তারে নারে স্থির হৈতে ॥৫৩৪
কৃষ্ণদাস কবিরাজ পণ্ডিত রাঘব।
শ্রীগোপাল মাধবাদি যতেক বৈষ্ণব ॥৫৩৫
সকলে অধৈর্য হৈলা বিদায়ের কালে।
শ্রীনিবাস আদি সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥৫৩৬
পরস্পর আলিঙ্গন প্রনামাদি যৈছে।
সে অতি আশ্চর্য্য তা বর্ণিব কেবা কৈছে ॥৫৩৭
মথুরার গৃহস্থ বৈষ্ণব শিষ্টগণ।
সে সকালে করিলেন অনেক ক্রন্দন ॥৫৩৮
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি সে সব সহিতে
যথাযোগ্য মিলিলেন কান্দিতে কান্দিতে ॥৫৩৯
বিদায় হইলা আচার্য্য বিজ্ঞবর।
সবে বাহুড়িয়া গেলা নিজ নিজ ঘর ॥৫৪০
শ্রীজীবগোস্বামী আদি গেলা বৃন্দাবন।
সকলে করেন শুভ চিন্তা অনুক্ষণ ॥৫৪১
হেথা শ্রীনিবাস আচার্য সাবধানে।
চলিলেন গৌড়ে লৈয়া গ্রন্থরত্নগনে ॥৫৪২
শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীগৌড়-গমন।
যে শুনে তাহারে মিলে ভকতিরতন ॥৫৪৩॥৪৪
শ্রীনিবাস আচার্য্যচরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥৫৪৪

ইতি

শ্রীমদ্ভক্তি রত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্যাস্থ বৃন্দাবনা
গৌড়গমনং নাম ষষ্ঠস্তরঙ্গঃ॥

সপ্তম তরঙ্গ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু।
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণার সিন্ধু ॥১
জয় অদ্বৈতদেব গুণের আলয়।
জয় পণ্ডিত গদাধর প্রেমময় ॥২
জয় প্রেমভক্তিদাতা পণ্ডিত শ্রীবাস।
জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারি হরিদাস ॥৩
জয় সার্বভৌম কাশীমিশ্র রামানন্দ।
জয় বাসুদেব ঘোষ মাধব মুকুন্দ ॥৪
জয় ধনঞ্জয় শ্রীস্বরূপ দামোদর।
জয় নরহরি গৌরীদাস কাশীশ্বর ॥৫
জয় দাস গধাধর শ্রীধর বিজয়।
জয় শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী শ্রীসঞ্জয় ॥৬

জয় ভট্টগোপাল শ্রীরূপ সনাতন।
জয় রঘুনাথ দাস দুঃখীর জীবন ॥৭
জয় ভূগর্ভ লোকনাথ শ্রীরাঘব।
জয় রঘুনাথ ভট্ট আচার্য যাদব ॥৮
জয় জয় শ্রীজীব হে গুনের নিধান।
জয় কবিরাজ কৃষ্ণদাস দয়াবান্ ॥৯
জয় জয় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর।
জয় নরোত্তম—যার মহিমা প্রচুর ॥১০
জয় জয়শ্যামানন্দ—চরিত্র অপার।
শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাস নাম পূর্ব্বে যাঁর ॥ ১১
জয় শ্রীবৈষ্ণবগন দয়ার অবধি।
যা সভার অনুগ্রহে হয় কার্য্যসিদ্ধি ॥১২
জয় জয় শ্রোতাগণ গুনের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ১৩
শ্রীনিবাসাচার্য্য লৈয়া গ্রন্থরত্নগন।
চলে গৌড়পথে করি গৌরাঙ্গ স্মরন ॥ ১৪
সঙ্গে নরোত্তম ঐছে—দেহ ভিন্ন মাত্র।
শ্যামানন্দ আচার্য্যের অতি স্নেহপাত্র ॥ ১৫
নরোত্তম শ্যামানন্দসহ শ্রীনিবাস।
নির্বিঘ্নে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস ॥ ১৬
নীলাচলে যায় লোক সংঘট্ট পাইয়া।
সে সভার সঙ্গে চলে বনপথ দিয়া ॥ ১৭
বিশেষ শ্রীচৈতন্যের যে পথে গমন।
সেই পথে নীলাচলে গেলা সনাতন ॥ ১৮
স্থানে স্থানে প্রভু ভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া।
দেখয়ে সে সব স্থান অধৈর্য্য হইয়া ॥ ১৯
বনপথে চলিতে আনন্দ অতিশয়।
কোন দিন কোথাও না হয় কোন ভয় ।২০
যে যে দেশে যে যে গ্রামে অবস্থিতি কৈল।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না লিখিল ।২১

সর্বত্র হইল ধ্বনি—এক—মহাজন।
নীলাচলে যায় সঙ্গে লৈয়া বহুধন ॥ ২২
রাজা বীরহাম্বীরের দস্যুগন যত্নে।
গনিয়া দেখিল—গাড়ী পূর্ণ নানা রত্নে ।২৩
রাজা প্রতি কহে গিয়া—এক মহাজন।
গাড়ী ভরি লৈয়া যায় অমূল্য রতন ।২৪
দস্যুগণ-মুখে শুনি হৈয়া উল্লসিত।
যে রূপ রাজার ক্রিয়া—কহিয়ে কিঞ্চিৎ ।২৫
দস্যুকর্ম্ম করে সদা লৈয়া দস্যুগণ।
যাঁরে দেখি ভয়ে লোক কাঁপে সর্বক্ষণ ।২৬
আর যে যে দুর্নীত কহিতে অন্ত নাই।
সবে এক—পুরান শুনয়ে বিপ্রঠাঁই ।২৭
ঐছে বীরহাম্বীর দুর্জ্জয় দস্যুগনে।
আজ্ঞা কৈল—সজ্জ হৈয়া যাহ এইক্ষনে ।২৮
অর্থসহ গাড়ী এথা গোপনে আনিবে।
দেখাইবে ভয় কারু প্রানে না মারিবে ॥ ২৯
পাইয়া রাজার আজ্ঞা চলে দস্যুগণ
তা সবারে দেখিতে কাঁপয়ে শিষ্টগন ॥৩০
যৈছে রাজা তৈছে এ সকল অনুচর।
দস্যুকর্ম করিতে উল্লাস নিরন্তর ॥৩১
বন বিষ্ণুপুর হৈতে দূর দেশে গিয়া।
লইল এ-সব সঙ্গ অলক্ষিত হৈয়া ।৩২
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি গাড়ীর সহিতে।
পঞ্চকুটী হৈয়া চলে বিষ্ণুপুর-পথে ॥৩৩
নির্বিঘ্নে আইনু দেশে—ঐছে বিচারয়।
বিষ্ণুপুরে রাজা দুষ্ট ইহা না জানয় ॥৩৪
রাজধানী বন-বিষ্ণুপুর-সন্নিধানে।
বনমধ্যে বৃহৎ গ্রাম—আইলা সেইখানে ॥৩৫
ভক্ষনাদি-ক্রিয়া দিবসেই সমাধিল।
কৃষ্ণকথা সুখে অর্দ্ধরাত্রি গোঙাইল ॥৩৬

সে রাত্রিতে সকলেই করিতে শয়ন।
হইলেন নিদ্রাগত—নাহিক চেতন ॥৩৭
গ্রামবাসী শিষ্ট লোক চিন্তে মনে মনে
—"কৃষ্ণ কি করিবে রক্ষা এই মহাজনে ॥৩৮
নিশ্চিন্তে আছয়ে সবে, শঙ্কা না জানয়।
সাবধান করিতে ও নারি রাজভয় ॥৩৯
এথা রাজা দুষ্ট অল্প ধনের কারনে।
বহুদূর পর্য্যন্ত পাঠায় দস্যুগনে ॥৪০
এই মহাজন গাড়ী ভরি ধন লৈয়া।
কিরূপে আইলা পথে নির্বাহ করিয়া ॥"৪১
কেহ কহে—"এ হয় ধার্মিক মহাজন।
এ হেতু হরিতে ধন নারে দস্যুগন ॥৪২
কেহ কহে—দস্যুগন আছে লাগ লৈয়া।
না জানি কখন হানা দিবেক আসিয়া ॥৪৩
ঐছে কত কহে লোক রহি নিজালয়ে।
দস্যুর সমাজে যেন না পাইয়ে লাজ ॥৪৫
তামড়গ্রামের সন্নিধানে সজ্জ হৈলা।
তথা নিজ কার্য্য সিদ্ধি করিতে নারিলা ॥৪৬
রঘুনাথপুরের নিকটে নিশাভাগে।
হৈলা পরাভব সবে সে-সবার আগে ॥৪৭
এবে আইলা বন-বিষ্ণুপুর সন্নিধানে।
যার যৈছে বল বুদ্ধি—প্রকাশ এখানে ॥৪৮
অস্ত্র গাড়ী সহ অর্থ দিলে সে রাজারে
হইব প্রসন্ন—নহে বধিব সবারে ॥৪৯
ঐছে কহে সবে এক সংঘট্ট হইয়া।
পূজে চণ্ডী ছাগ, মেষ মহিষাদি দিয়া॥ ৫০
চণ্ডীপদে প্রনমি কহয়ে বারে বারে।
—কার্য্যসিদ্ধি করি' রক্ষা করহ সবারে' ॥৫১
ঐছে কত কহি' আচার্য্যাদি সন্নিধানে।
আগে পাঠাইল শ্রেষ্ঠ চোর একজনে ॥৫২
তেঁহ আসি, দেখে সবে নিদ্রাগত হৈলা।
জানি সুসময় গিয়া দস্যু জানাইলা ॥৫৩
দস্যুগন শীঘ্র আসি' ভয়ঙ্কর বেশে।
স্বচ্ছন্দে লইয়া গাড়ী বনেতে প্রবেশে ॥৫৪
রাত্রি শেষে বন বিষ্ণুপুরে প্রবেশিয়া।
দিলেন রাজারে সব বৃত্তান্ত কহিয়া ॥৫৫
বনবিষ্ণুপুরের যতেক শিষ্টগন।
শুনিলেন রাজা হরিলেন বহুধন ॥৫৬
নির্জ্জনে বসিয়া কেহ কহে কারু প্রতি।
—কৈল অতি মন্দ কার্য্য রাজা দুষ্টমতি ॥৫৭
বৃন্দাবন হৈতে মহাজন ধন লৈয়া।
ক্ষেত্রে চলে জগন্নাথ দর্শন লাগিয়া ॥৫৮
তারে দুঃখ দিল এ-পাপিষ্ঠ দুরাচার।
বুঝিলু—ইহার কভু নহিব উদ্ধার ॥"৫৯
কেহ কারু কর্ণে কহে ক্রন্দন করিয়া।
—"বনবিষ্ণুপুরে যাবে উচ্ছন্ন হইয়া॥৬০
ঐছে দুষ্ট রাজা নাই ভারতভূমিতে।
কেহ না পারে এ পাপীরে দণ্ড দিতে ॥"৬১
কেহ কহে "এ দুষ্ট রাজার এই রীতি।
করিব নরক-ভোগ, কভু নাই গতি ॥৬২
কেহ কহে—এ দুষ্টের সকল অনীত।
কহ দেখি—ইহার কিরূপে হবে হিত ॥"৬৩
কেহ কহে হিতকর্ত্তা প্রভু নারায়ন।
কলিতে যে কৈল কৃপা না হয় বর্ণন ॥৬৪
নবদ্বীপে বিপ্রবংশে জগাই মাধাই।
মহাপাতকীর শিরোমনি দুই ভাই ॥৬৫
যার ভয়ে কাঁপে লোক—সে দুই পামরে।
কৃপা করি' উদ্ধারিল নদীয়া-বিহারে ॥৬৬
যাঁহার উদ্ধারে দেব মনুষ্যে মিশাই।
করিল যতেক স্তব তার অন্ত নাই ॥৬৭

জগাই মাধাই হইলেন ভক্তরাজ।
কহিতে কে জানে অলৌকিক তাঁর কাজ ॥৬৮
কেহ কহে—"সে কৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্।
জীবে কৈল ব্রহ্মাদি-দুর্লভ রত্ন দান ॥৬৯
সে প্রভু হইলা নীলাচলে সংগোপন।
এবে কে করিব হেন দুষ্টের তারন ॥৭০
কেহ কহে "অহে ভাই! বলিয়ে তোমায়।
হেন দুষ্ট তরে তাঁর ভক্তের কৃপায় ॥৭১
কেহ কহে—সে ভক্তের দুর্লভ দর্শন।
এ পাপিষ্ঠ দেশে কেনে হবে আগমন ॥৭২
কেহ কহে—ভক্তের এ রীত শাস্ত্রে কয়।
জীব উদ্ধারিতে সর্ব দেশেই ভ্রময় ॥৭৩
তদ্দ্বারে সেই কার্য্য সাধে সেই প্রভু।
ভক্তকৃপা বিনা কার্য্য সিদ্ধি নহে কভু ॥৭৪
কেহ কহে—অহে! মোর মনে এই হয়।
অবশ্য আসিব এথা কোন মহাশয় ॥৭৫
তাঁর কৃপালেশে বা রহিব দুঃখ লব।
ঘুচিব দুর্ব্বুদ্ধি, রাজা হইব বৈষ্ণব ॥৭৬
এত কহি' প্রভুরে প্রার্থয়ে বার বার।
ঘুচাহ রাজার এ অনীত ব্যবহার ॥৭৭
ঐছে শিষ্টলোকগনে হিত চিন্তা করে।
এথা রাজা ধনলাভে হর্ষ নিজ ঘরে ॥৭৮
দস্যুগন প্রতি অতি প্রসন্ন হইয়া
বসন ভূষন দিল প্রশংসা করিয়া ॥৭৯
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনে বিচারয়।
এই গাড়ী পশ্চিম দেশের সুনিশ্চয় ॥৮০
বহুদিন বহু অর্থ লাভ হৈল মোরে।
এরূপ আনন্দ কভু না হয় অন্তরে ॥৮১
বুঝিলু—অমূল্য রত্ন আছয়ে ইহায়।
এত কহি. গ্রন্থের সম্পুট পানে চায় ॥৮২
গ্রন্থের সম্পুট শীঘ্র খুলিয়া আপনে।
দেখয়ে সম্পুটমধ্যে গ্রন্থরত্নগনে ॥৮৩
গ্রন্থদৃষ্টিমাত্রেতে হইল শুদ্ধ মন।
পুনঃ পুনঃ গ্রন্থরত্ন করে সন্দর্শন ॥৮৪
বিস্ময় হইয়া রাজা কহে গণিতারে।
কেমন গনিলা তুমি বলহ আমারে ॥৮৫
তেঁহ কহে—মহারাজ! যখন গনিয়ে।
অমূল্য রতন ইথে তখনি দেখিয়ে ॥৮৬
শুনি রাজা কহে—কিছু না করিহ ভয়।
যখন যে গন তাহা সব সত্য হয় ॥৮৭
এবে যে গনিলা নহে অসত্য বচন।
সর্বপ্রকারেতে এ অমূল্য রত্ন হন ॥৮৮
এ অমূল্য রত্নপ্রাপ্তি বহু ভাগ্যে হয়।
ঐছে কত কহি দস্যুপানে নিরীখয় ॥৮৯
ব্যাকুল হইয়া দস্যে কহে বারে বারে।
—কারু না বধিলা সত্য বলহ আমারে ॥৯০
দস্যু কহে—"সে সকলে নিদ্রাগত ছিলা।
গাড়ী লৈয়া আইলু—তাহা কেহ না জানিলা॥৯১
পূর্ব্বেই আপনে নিষেধিলা মো সবারে।
প্রাণে কি মরিব ?—কার্য্যসিদ্ধি এ প্রকারে॥৯২
শুনি রাজা স্থির হৈয়া কহে দ্বিজগণে।
—কৈলু যে কুক্রিয়া তা ফলিল এতদিনে ॥৯৩
কোন মহাশয়ের অন্তরে দিলু ব্যথা।
তাঁর কোপানলে ভস্ম হইব সর্বথা ॥৯৪
যদি পাই এই গ্রন্থাচার্য্যের দর্শন।
তবে ত তাঁহার পায়ে লইব শরন ॥৯৫
অহে ভাই! মো পাপীর মনে এই হয়।
মোর অনুগ্রহ তেঁহ করিব নিশ্চয় ॥৯৬
এত কহি দূত পাঠাইয়া অন্বেষণে।
গাড়ীসহ গ্রন্থরত্ন রাখিলা যতনে ॥৯৭

শুনিয়া গ্রন্থের কথা রাজার বনিতা।
দর্শন করিতে তেঁহ হৈলা উৎকণ্ঠিতা ॥৯৮
কি বলিব—গ্রন্থরত্নগণের বিজয়ে।
রাজার ভবন শোভা করে অতিশয়ে ॥৯৯
অকস্মাৎ বিষ্ণুপুরে ব্যাপিল মঙ্গল।
ঘুচিল লোকের দুষ্টা চেষ্টা সে সকল ॥১০০
রাজা বীর হাম্বীরের সদা এই মনে।
—যাঁর গ্রন্থ তাঁরে বা দেখিব কতক্ষণে ॥১০১
ঐছে বিচারিয়া রাজা ব্যাকুল হইল।
হেনই সময়ে নিদ্রাদেবী আকর্ষিল ॥১০২
স্বপ্নচ্ছলে দেখে এক পুরুষ সুন্দর।
জিনি হেম পর্বত অপূর্ব কলেবর ॥১০৩
শ্রীচন্দ্রবদনে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
—চিন্তা না করিহ তেঁহ মিলিব আসিয়া ॥১০৪
হইব তোমার প্রতি প্রসন্ন অন্তর।
জন্মে জন্মে হও তুমি তাহার কিঙ্কর ॥১০৫
এত কহি অদর্শন হৈতে হেনকালে।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ রাজা ভাসে নেত্রজলে ॥১০৬
কি দেখিলু কি দেখিলু—বোলে বার বার।
চতুর্দ্দিকে চাহে—মর্ম না করে প্রচার ॥১০৭
এথা দস্যুগণে গ্রন্থগাড়ী লৈয়া গেলে।
অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ জাগিলা সকলে ॥১০৮
শ্রীনিবাস আচার্য্যাদি প্রভাত সময়ে।
ব্যাকুল হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষয়ে ॥১০৯
কিছু খোঁজ না পাইয়া করয়ে ক্রন্দন।
ই কি বজ্রাঘাত হৈল—কহে সর্ব্বজন ॥১১০
নরোত্তম কহে আমি প্রাণ তেয়াগিব।
শ্যামানন্দ কহে—এই অনলে পশিব ॥১১১
শ্রীনিবাস আচার্য্যের মনে হৈল যাহা।
কহিতে বিদরে হিয়া কি কহিব তাহা ॥১১২

সঙ্গের যতেক লোক কাতর অন্তরে।
নিশ্চয় করিল—আর না যাইব ঘরে ॥১১৩
গ্রন্থচুরি কথা সর্বত্রই ব্যক্ত হৈল।
আচার্য্যাদি মহাদুঃখ সমুদ্রে ডুবিল ॥১১৪
কতক্ষণে করি সবে ধৈর্য্যাবলম্বন।
পরস্পর কহে যাহা না হয় বর্ণন ॥১১৫
শ্রীনিবাসে অকস্মাৎ কহে কোন জনে।
—বিষ্ণুপুরে পাবে গ্রন্থ যাহ রাজস্থানে ॥১১৬
এ বাক্য শ্রবণে মনে জন্মিল উল্লাস।
ঐছে আর দেখে নানা মঙ্গল প্রকাশ ॥১১৭
প্রভু ভঙ্গি জানি সবে করিয়া আশ্বাস।
শ্রীনরোত্তমের প্রতি কহে শ্রীনিবাস ॥১১৮
—'খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিয়া গমন।
প্রভু লোকনাথ আজ্ঞা করহ পালন ॥১১৯
শ্যামানন্দে পাঠাইবা সুসঙ্গতি মতে।
অম্বিকা হইয়া যাইবেন উৎকলেতে ॥১২০
পাঠাইব সমাচার গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈলে।
না হৈব উদ্বিগ্ন আসি' মিলিবা সকলে॥১২১
ঐছে কত কহি দোঁহে বিদায় করিল।
দোঁহে যে ব্যাকুল তাহা বর্ণিতে নারিল ॥১২২
আচার্য্যের বাক্য না লঙ্ঘিয়া দুইজন।
গেলেন খেতরি গ্রামে স্থির নহে মন ॥১২৩
কে বুঝিতে পারে মহাশয়ের এ লীলা।
প্রথমেই শ্রীসন্তোষে শক্তি সঞ্চারিলা ॥১২৪
শ্রীনরোত্তম দর্শনেতে সর্ব্ব লোক।
মহাকর্ষ হৈলা পাসরিলা দুঃখ শোক ॥১২৫
মহাযত্নে দোঁহে রাখি পরম-নির্জ্জনে।
গ্রন্থচুরি কথা শুনি দুঃখী বিজ্ঞগণে ॥১২৬
এথা শ্রীনিবাস দোঁহে বিদায় করিয়া।
হইলেন ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া ॥১২৭

সঙ্গের মনুষ্যগণে অন্যত্র রাখিল।
বন-বিষ্ণুপুরে একা শীঘ্র প্রবেশিল ॥১২৮
মহান্তের হৃদয় বুঝিবে কোন জন
গ্রন্থের উদ্দেশে করে একাকী ভ্রমন ॥১২৯
যেখানে সেখানে লোক কহে পরস্পরে।
—অপূর্ব্ব পুরুষ এক আইলা বিষ্ণুপুরে ॥১৩০
কিবা এ দেবতা কিবা ঈশ্বরের অংশ।
দেখিতে সৌন্দর্য্য কার নহে ধৈর্য্য ধ্বংস ॥১৩১
এত কহি আচার্য্যের দর্শন লাগিয়া।
চতুর্দিকে ধায় লোক উল্লাস হইয়া ॥১৩২
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ নামে ব্রাহ্মণ তনয়।
আচার্য দর্শনে তাঁর হৈল প্রেমোদয় ॥১৩৩
তেঁহ দেউলিতে নিজ গৃহে লৈয়া গেল।
আচার্য্যের পাদপদ্মে আত্মসমর্পিলা ॥১৩৪
আচার্য ঠাকুর তাঁয়ে জিজ্ঞাসিল যাহা ;
ক্রমে বিস্তারিয়া তেঁহ কহিলেন তাহা ॥১৩৫
ভাগবত শুনে রাজা এ কথা শুনিয়া।
রাজা-সভা চলে কৃষ্ণবল্লভে লইয়া ॥১৩৬
আচার্যের তেজ দেখি রাজা সাবধানে।
ভূমে পড়ি প্রনমি আপনা ধন্য মানে ॥১৩৭
বসিতে দিলেন আনি' অপূর্ব আসন।
কিছু জিজ্ঞাসিতে করে আচার্য বারন ॥১৩৮
—"অহে রাজা ! ভাগবত কথা সাঙ্গ-পরে।
যাহা জিজ্ঞাসিবে তাহা কহিব তোমারে ॥১৩৯
যে আজ্ঞা—বলিয়া রাজা মনে বিচারয়।
—"ইঁহ গ্রন্থরত্নের আচার্য সুনিশ্চয় ॥১৪০
মোর ভাগ্যে অকস্মাৎ দিলা দরশন।
করিমু ইঁহার পদে আত্মসমর্পন ॥১৪১
ঐছে বিচারিয়া রাজা এক দৃষ্ট্যে চায়।
আচার্য শেষেতে কিছু কহিলা রাজায় ॥১৪২
পূর্বেই রাজার হইয়াছে শুদ্ধ মন ;
শুনিতে যথার্থ অর্থ করে নিবেদন ॥১৪৩
—অহে মহাশয় ! এই হয় মোর মনে।
ভাগবতপদ্য ব্যাখ্যা কর শ্রীবদনে "১৪৪
শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্যঠাকুর।
জানিল রাজার দুষ্ট বুদ্ধি গেল দূর ॥১৪৫
আচার্য কহেন—কি শুনিতে হয় মন।
রাজা কহে শ্রীভ্রমরগীতা কিছু কন ॥১৪৬
রাজার বচনে মগ্ন হইলেন সুখে।
রাজার পাঠক গ্রন্থ দিলেন সম্মুখে ॥১৪৭
আ'চার্যঠাকুর যত্নে পাঠ আরম্ভিল ॥
অশ্রুত অদ্ভুত অর্থসুধাবৃষ্টি কৈল ॥১৪৮
সভামধ্যে সবার নেত্রেতে ঝরে জল।
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা হইলা বিহ্বল ॥১৪৯
রাজার পাঠক নাম, ব্যাস চক্রবর্ত্তী।
কে কহিতে পারে—তাঁর হৈল যৈছে আর্ত্তি ॥১৫০
যে যে ছিলেন শ্রীকথার সময়।
সে সবার চেষ্টাতে অন্তের প্রেমোদয় ॥১৫১
আত্মবিস্মরিত হৈলা আচার্যঠাকুর।
স্থির হৈতে নারে তাঁর আবেশ প্রচুর ॥১৫২
আচার্যচরনে পড়ি শ্রীবীরহাম্বীর।
কথা সমাধান হইলে ও নহে স্থির ॥১৫৩
কতক্ষণে সুস্থির হইয়া ভাবে মনে।
—কৈনু মহাঘোর অপরাধ এ চরণে ॥১৫৪
ঐছে দৈন্যরসে মগ্ন শ্রীবীরহাম্বীর।
নেত্রজলে ভাসয়ে হইতে নারে স্থির ॥১৫৫
অতি নির্জনেতে আচার্যেরে বাসা দিয়া।
সন্ধ্যাসময়েতে শীঘ্র মিলিলেন গিয়া ॥১৫৬
প্রণমিয়া যোড়করে করে নিবেদন।
—বিবরিয়া কহ প্রভু ! কৈছে আগমন ॥১৫৭

ঐছে বাক্য শুনিয়া আচার্য হর্ষচিত্তে।
রাজা প্রতি কহে—এবে কহি সংক্ষেপেতে ॥১৫৮
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
ব্রজে সঙ্গোপন কৈল প্রকটবিহার ॥১৫৯
সময় পাইয়া সাঙ্গোপাঙ্গ লৈয়া সঙ্গে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ হৈলা মহারঙ্গে ॥১৬০
নবদ্বীপ কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিহার।
শেষ শিবাদিক তাহা নারে বর্ণিবার ॥১৬১
শাস্ত্রে যে প্রমান তাহা প্রত্যক্ষ করিল।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞেতে জগৎ মাতাইল ॥১৬২
কথোদিন গণসহ করি গৃহবাস।
কেশবভারতী স্থানে করিল সন্ন্যাস ॥১৬৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বিদিত হইল।
জীবে কৃপা লাগি সর্ব্ব তীর্থেতে ভ্রমিল ॥১৬৪
ভক্তেসুখ দিতে নীলাচলে কৈল বাস।
তথা চলাচল ব্রহ্মের অদ্ভুত বিলাস ॥১৬৫
তার প্রিয় ভক্ত গৌড় রাজার উজীর।
মহৈশ্বর্যবন্ত মহাপণ্ডিত গম্ভীর ॥১৬৬
রূপ সনাতন—নাম বিদিত ভুবনে।
সর্ব্ব ত্যাগ করিয়া গেলেন বৃন্দাবনে ॥১৬৭
তথা বাস কৈলা মহাপ্রভুর আজ্ঞাতে।
ব্রজে লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারিল শাস্ত্রমতে ॥১৬৮
বর্ণিলা অনেক গ্রন্থ অমিয়া পাথার।
উঘারিলা ব্রজলীলা রত্নের ভাণ্ডার ॥১৬৯
শ্রীমদ্ভাগবতার্থাদি প্রকাশিলা যত।
তাহা একমুখে আমি কহিব বা কত ॥১৭০
মুই মহা অযোগ্য জন্মিয়া গৌড়দেশে
বৃন্দাবন গেনু প্রভুগনের আদেশে ॥১৭১
শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শিষ্য হৈলা।
গোস্বামীর গ্রন্থাদিক অধ্যয়ন কৈনু ॥১৭২
শ্রীজীবাগে স্বামী আদি মহাবিজ্ঞগন।
গৌড়ে গ্রন্থ প্রকাশিতে কৈল সমর্পন ॥১৭৩
সাবধানে লইয়া লইরা আইলু এই দেশে।
কথোদূরে গ্রন্থ চুরি হৈল রাত্রিশেষে ॥১৭৪
সবে মিলি কৈলু ইতস্ততঃ অণ্বেষন
অনেক প্রকার কৈলু ধৈর্যাবলম্বন ॥১৭৫
নরোত্তম নামে এক রাজার কুমার।
পরম বৈরাগ্য. সর্বশাস্ত্রে অধিকার ॥১৭৬
শ্যামানন্দ নাম এক প্রবীন সর্বাংশে
সে দোঁহারে পাঠাইলু নিজ নিজ দেশে ॥১৭৭
সঙ্গে যে আছয়ে ব্রজবাসী অস্ত্রধারী
সে সবে রাখিলু এক স্থানে বাসা করি' ॥১৭৮
গ্রন্থ লাগি সর্বত্রই ভ্রমন করিলু।
পুরান-পাঠের কথা শুনি' এথা আইলু ॥১৭৯
কহিলু বৃত্তান্ত কিছু—কহিতে কি আর?
গ্রন্থ অদর্শনে হিয়া বিদরে আমার ॥১৮০
শ্রীনিবাস আচার্যের এ বচন শ্রবনে ॥
ব্যাকুল হইয়া রাজা পড়ে শ্রীচরনে ॥১৮১
কান্দিরা কহয়ে—"মুই দস্যু অধিকারী।
করিলু কুক্রিয়া যত কহিতে না পারি ॥১৮২
প্রভু যবে বনপথে কৈলা আগমন।
দূতমুখে বার্তা মুই পাইলু তখন ॥১৮৩
অর্থ প্রাপ্তিহেতু হৈল আনন্দ আমার।
গণালু গনকে,—সে গনিল নির্ধার ॥১৮৪
অতি বড় মহাজন মহারত্ন আনে।
হইব অবশ্য প্রাপ্ত অলপ সন্ধানে' ॥১৮৫
এ বাক্য শুনি দস্যুগনে পাঠাইলু।
প্রানে না মারিবে কারু—এতেক কহিলু ॥১৮৬
দস্যুগন অনায়াসে গাড়ী লৈয়া আইল।
দেখিয়া সিন্দূক মোর মহাহর্ষ হৈল ॥১৮৭

সিন্দুক খুলিয়া দেখি গ্রন্থরত্নগন।
দর্শনমাত্রেতে মোর ফিরি গেল মন ॥১৮৮
হৈনু উৎকণ্ঠিত গ্রন্থ অধ্যক্ষ দেখিতে।
শীঘ্র পাঠাইলু দূতগনে আনিবারে ॥১৮৯
অন্তর্যামী প্রভু তুমি পতিত পাবন।
মু অধমে অকস্মাৎ দিলা দরশন ॥১৯০
দর্শনমাত্রেতে আত্ম সমর্পিলু পায়।
অপরাধ ক্ষমি কৃপা করহ আমায় ॥১৯১
মোরে মহাপাপী দেখি ঘৃনা না করিবে।
পাপে মুক্ত হও যৈছে উপায় করিবে ॥১৯২
এত কহি পড়ে আচার্য্যের পদতলে।
আচার্যের চরন সিঞ্চয়ে নেত্রজলে ॥১৯৩
দেখিয়া রাজার অতি ব্যাকুল হৃদয়।
আচার্য করিলা অনুগ্রহ অতিশয় ॥১৯৪
অশেষ প্রসঙ্গে রাত্রি প্রভাত হইল।
কহিতে কি প্রেমের সমুদ্র উথলিল ॥১৯৫
রাজা আচার্যের সে সকল লোকগনে।
শীঘ্র আনাইয়া বাসা দিল রম্যস্থানে ॥১৯৬
রাজা আচার্যেরে যত্নে স্নান করাইলা।
যথা গ্রন্থরত্ন তথা লইয়া চলিলা ॥১৯৭
আচার্যের হইল মহাপ্রফুল্লিত মন।
গ্রন্থ দেখি যে আনন্দ না হয় বর্নন ১৯৮
রাজা গ্রন্থ পূজাইয়া বিবিধ প্রকার।
অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন আচার্যেরে ॥১৯৯
আচার্যে দর্শন করি রাজার ঘরনী।
আনন্দে বিহ্বল যৈছে কহিতে না জানি ॥২০০
প্রনমিয়া আচার্যের চরন যুগলে।
আপনা মানয়ে ধন্য, ভাসে নেত্রজলে ॥২০১
শ্রীআচার্য করি কৃপা রাজার ভার্যায়।
রাজাসহ আইলেন নির্জন বাসায় ॥২০২

রাজা পুনঃ পুনঃ কহে চরণে পড়িয়া।
—কৈলু যে কুকর্ম তাহে স্থির নহে হিয়া ॥২০৩
রাজার হৃদয় জানি আচার্যঠাকুর।
পুনঃ পুনঃ কহে—সব চিন্তা কর দূর ॥২০৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পদে সোঁপিলু তোমারে।
সেই পাদপদ্ম চিন্ত হৃদয়মাঝারে ॥২০৫
আপনাকে সাপরাধ মানি সর্বক্ষণ।
নিরন্তর করিবে এ নাম কীর্ত্তন ॥২০৬
এত কহি রাজার হরিতে সব ক্লেশ।
হরিনাম মহামন্ত্র কৈল উপদেশ ॥২০৭
পুনঃ রাজাপ্রতি কহে মধুর বচনে।
—সদা সাবধান হবে শ্রবণ কীর্ত্তনে ॥২০৮
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু ভুবনপাবন।
এই শ্রীনাম মন্ত্র জীবে কৈলা বিতরণ ॥২০৯
অহে রাজা! গোস্বাঞী গ্রন্থাস্বাদ পরে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষা করাব তোমারে ॥২১০
এত কহি ভক্তি অঙ্গ কিছু জানাইয়া।
রাজা বীরহাম্বীরের স্থির কৈল হিয়া ॥২১১
গোষ্ঠীর সহিত রাজা উল্লাস হিয়ায়।
বিকাইল শ্রীনিবাস আচার্যের পায় ॥২১২
গ্রন্থচুরি প্রাপ্ত দস্যু রাজার উদ্ধার।
—এই কথা সর্বত্রই হইল প্রচার ॥২১৩
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্যাস-আদি সর্বজন।
আচার্যের পাদপদ্মে লইলা শরন ॥২১৪
আনন্দসমুদ্র উথলিল বিষ্ণুপুরে।
ভক্তিদেবী অনুগ্রহ কৈলা ঘরে ঘরে ॥২১৫
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দাদ্বৈত গুনে।
হইলা বিহ্বল সবে, অন্য নাহি জানে ॥২১৬
গদাধর-শ্রীবাসাদি প্রভুগন যত।
এ সবার নাম-গুনে মত্ত অবিরত ॥২১৭

সবার বাড়িল আর্ত্তি বৈষ্ণব-দর্শনে।
হৈল গাঢ় রতি নবদ্বীপ বৃন্দাবনে ॥২১৮
শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমা গাইতে।
যে আনন্দে মগ্ন তাহা কে পারে কহিতে ॥২১৯
নিজ নিজ ভাগ্য শ্লাঘা করি সর্বজন।
নিরন্তর করে সবে শ্রীনামসংকীর্তন ।২২০
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে।
করযোড় করি' কহে আচার্য্যের পাশে ॥২২১
—"ওহে প্রভু! মো সবার দুঃখ নিবারিলা।
দেবের দুর্লভ রত্ন প্রদান করিলা ॥২২২
অহে প্রভু। এবে নিবেদিয়ে শ্রীচরনে।
গ্রন্থ চুরি হৈল—এ জানিল সর্বজনে ॥২১৩
গ্রন্থ-প্রাপ্তি, মু অধম দস্যুর দমন।
ঐছে পত্রী লিখিয়া পাঠান বৃন্দাবন ॥২২৪
আর এই জানাইবা গোস্বামীগনেরে।
যেন মো পাপীরে অনুগ্রহ করে ॥২২৫
শ্রীঠাকুর নরোত্তম, শ্যামানন্দযথা।
ঐছে পত্রী পাঠাইতে আজ্ঞা হবে তথা ॥২২৬
শুনিয়া রাজার বাক্য আচার্য আপনে।
পূর্বেই লিখিল পত্রী, দিলা রাজাস্থানে ॥২২৭
রাজা পত্রী দেখি হর্ষ হৈলা অতিশয়।
আচার্যঠাকুর পুনঃ রাজারে কহয় ॥২২৮
—গাড়ী সহ যে লোক আইলা ব্রজ হইতে।
সে সবা যাইব গাড়ী লইয়া তুরীতে ॥
এত কহি আচার্য আপনে যত্ন পাইয়া।
পত্রী দিল সঙ্গী লোকগনে কত কৈয়া ॥২৩০
রাজা সে সকল লোকে প্রনমি ভুমিতে।
করিল সম্মান যত কে পারে কহিতে ॥২৩১
যে গাড়ীতে আইলেন গ্রন্থ মহারত্ন।
তাহাতেই নানা দ্রব্য দিলা করি যত্ন ॥২৩২

শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ মদনমোহনে।
দিলেন বিভাগ করি আর যত স্থানে ॥২৩৩
লইয়া সে সব দ্রব্য অস্ত্রধারীগন।
বিদায় হইয়া শীঘ্র করিলা গমন ॥২৩৪
গাড়ী সহ সবে মহা উল্লসিত হৈয়া।
গোস্বামীরে দিলা পত্রী বৃন্দাবনে গিয়া ॥২৩৫
আদ্যোপান্ত কহিল সকল সমাচার।
শুনিয়া ঘুচিল সব উদ্বেগ সবার ॥২৩৬
পত্রীপাঠে বিশেষ সম্বাদ জ্ঞাত হইয়া।
চিন্তয়ে মঙ্গল মহাহর্ষে কত কৈয়া ॥২৩৭
শ্রীবীরহাম্বীর যে যে দ্রব্য পাঠাইলা।
শ্রীজীবগোস্বামী তাহা সর্বত্রই দিলা ॥২৩৮
শ্রীনিবাস রত্নী পাঠাইল এই মনে।
শ্রীজীবগোস্বামী মহাহর্ষ ক্ষণে ক্ষণে ॥২৩৯
এথা রাজা বীরহাম্বীর শীঘ্র করি'
নিজ-প্রভু-পত্রী পাঠাইলেন খেতরি ॥২৪০
শ্রীঠাকুর মহাশয় শ্যামানন্দ সনে।
চিন্তায় ব্যাকুল হৈয়া আছেন নির্জনে ॥২৪১
খেতরি গ্রামেতে আসি দূত জিজ্ঞাসয়।
"কোথায় আছেন শ্রীঠাকুর মহাশয় ॥২৪২
শ্রীআচার্য প্রভু বন-বিষ্ণুপুর হৈতে।
পত্রী পাঠাইল এই জানাহ তুরিতে" ॥২৪৩
শুনি শীঘ্র কেহ মহাশয়ে জানাইল
"বন বিষ্ণুপুর হৈতে মনুষ্য আইল ॥২৪৪
আচার্য প্রভুর পত্রী আছে তাঁর ঠাঁই।"
এ কথা শ্রবনে কি আনন্দ! অন্ত নাই ॥২৪৫
দূতে আনি' নিকটে মঙ্গল জিজ্ঞাসয়।
দূত কহে—পরম মঙ্গল মহাশয় ॥২৪৬
শুনি শ্যামানন্দ ভাসে আনন্দাশ্রুজলে ॥
দুই বাহু পসারি' দূতেরে করে কোলে ॥২৪৭

দূত মহাব্যস্ত—মহাশয়ে পত্রী দিয়া ।
পড়িতে দোঁহার পায় ভূমে লোটাইয়া ॥২৪৮
পত্রীপাঠে জ্ঞাত হৈয়া সব সমাচার ।
ধরিতে নারয়ে হিয়া,—আনন্দ অপার ॥২৪৯
পিতৃব্যের পুত্র দত্ত সন্তোষ রাজায় ।
জানাইল অল্পে ঐছে মধুর কথায় ॥২৫০
—গ্রন্থপ্রাপ্তি হৈল শীঘ্র বন-বিষ্ণুপুরে ।
শ্রীআচার্য কৈল কৃপা শ্রীবীরহাম্বীরের ॥২৫১
গ্রন্থপ্রাপ্তি, রাজা বীরহাম্বীরের ত্রান ।
শুনি' সন্তোষের জুড়াইল মনঃ প্রান ॥২৫২
পরম আনন্দে শ্রীসন্তোষ বিজ্ঞবর ।
রাজদূতে করিলেন সম্মান বিস্তর ॥২৫৩
আদ্যোপান্ত সকল শুনিল তাঁর স্থানে ।
বহু অর্থ ব্যয় কৈল মঙ্গল বিধানে ॥২৫৪
সন্তোষের রীত দেখি সকলে বিস্মিত ।
শ্রীঠাকুর মহাশয় হৈলা উল্লসিত ॥২৫৫
আপনার মনোবৃত্তি তাহে প্রকাশিলা
শ্যামানন্দ উৎকলে যাবেন জানাইলা ॥২৫৭
শ্রীবীরহাম্বীরের পত্রী পৃথক্ লিখিল ।
তাহে তাঁর পরম সৌভাগ্য জানাইল ॥২৫৮
পত্রীদ্বয় লইয়া দূত বিষ্ণুপুরে গেলা ।
পত্রী দিয় রাজারে সকল নিবেদিলা ॥২৫৯
রাজা নিজ দূতের সৌভাগ্য প্রশংসিয়া ।
শ্রীআচার্য আগে চলে উল্লসিত হৈয়া ॥২৬০
এথা শ্রীনিবাসাচার্য লৈয়া শিষ্যগন ।
গোস্বামীর গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন ॥২৬১
সভামধ্যে বসিয়া আছেন সূর্যপ্রায় ।
দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায় ॥২৬২
শ্রীবীরহাম্বীর শ্রীআচার্য-আগে গিয়া ।
করিল প্রনাম হর্ষে ভূমে লোটাইয়া ॥২৬৩

আচার্যে কহয়ে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে ।
—খেতরী হইতে পত্রী আইল এই প্রাতে ॥২৬৪
মো পাপীরে অনুগ্রহ করি অতিশয় ।
লিখিলেন এ পত্রী ঠাকুর মহাশয় ॥২৬৫
প্রভু ক এ পত্রী লিখিলেন—এত কৈয়া ।
দিলেন পত্রিকা অতি উল্লসিত হৈয়া ॥২৬৬
আচার্য পড়েন পত্রী—শুনি সর্বজনে ।
নিবারিতে নারে অশ্রু সবার নয়নে ॥২৬৭
পত্রী পাঠ হৈলে রাজা পুনঃ নিবেদিল ।
পত্রী বহির্ভূত দূতমুখে যে শুনিল ॥২৬৮
যৈছে শ্রীসন্তোষ রাজা উৎসাহে আপনে ।
করিল মঙ্গলক্রিয়া বিবিধ বিধানে ॥২৬৯
ব্রাহ্মণগণেরে দান কৈল যে প্রকার ।
সে সব শুনিতে মহা উল্লাস সবার ॥২৭০
রাজারে আইল মহাশয়ের লিখন ।
ইথে ভূপ সৌভাগ্য প্রশংসে সর্বজন ॥২৭১
কতক্ষণ রহি রাজা আচার্য সভায় ।
অনুমতি লৈয়া গৃহে গেলেন ত্বরায় ॥২৭২
শ্রীমহাশয়ের পত্রী পড়িয়া নিভৃতে ।
হইয়া বিহ্বল রাজা নারে স্থির হৈতে ॥২৭৩
হেনকালে রাণী আসি করে নিবেদন ।
—কৃপা করি মোরে পত্রী করাহ শ্রবণ ॥২৭৪
শুনিয়া রাণীর বাক্য রাজা সেইক্ষণে ।
শুনাইল পত্রী অতি উল্লাসিত মনে ॥২৭৫
শ্রবণমাত্রেতে রানী আপনা পাসরে ।
বিবিপ্রতি প্রার্থনা করয়ে বারে বারে ॥২৭৬
—প্রভু ! ঠাকুর মহাশয় নরোত্তমে ।
কৃপা করি বারেক দেখাহ মু অধমে ॥২৭৭
এতে কহি রাণী নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ।
রাজার চরণ ধরি পড়ে লোটাইয়া ॥২৭৮

রাজার প্রতি কহে—এবে সার্থক জীবন।
অনায়াসে পাইলা কৃষ্ণপদে প্রেমধন ॥২৭৯
রাজা কহে সে ধন দুর্লভ অতিশয়।
মোরে কি স্পর্শিব ? মুই মহা পাপাশয় ॥২৮০
গোঙাইনু বৃথা জন্ম দুই দুরাচার।
যত অপরাধ কৈনু লেখা নাই তার ॥২৮১
এত কহিতেই রাজা অধৈর্য হিয়ায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলি ধরনী লোটায় ॥২৮২
প্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত প্রভু—বলি।
করে কত খেদ পুনঃ দুটী বাহু তুলি ॥২৮৩
গদাধর শ্রীবাস স্বরূপ বক্রেশ্বর।
হরিদাস মুরারি মুকুন্দ দামোদর ॥২৮৭
গৌরীদাস কাশীশ্বর রূপ সনাতন।
লইয়া এসব নাম করয়ে ক্রন্দন ॥২৮৫
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস পুনঃ কহে রানী প্রতি।
—মো সম সংসারে ঐছে নাহিক দুর্মতি ॥২৮৬
নবদ্বীপে প্রভু পূর্ণব্রহ্ম সনাতন॥
করিল অদ্ভুত লীলা লৈয়া প্রিয়গন ॥২৮৭
শুনি সে প্রভুর লীলা না দ্রবিল হিয়া।
করিনু কুতর্ক কত—ঐছে মোর ক্রিয়া ॥২৮৭
না জানি কি শুভক্ষণে গ্রন্থ চোরাইনু।
তেঞি শ্রীনিবাসাচার্য প্রভুরে পাইনু ॥২৮৯
মুই হেন লৌহপিণ্ড—মোরে দ্রবাইল।
কৃপা করি' সে লীলা সমুদ্রে ডুবাইল ॥২৯০
দয়ার অবধি মোর প্রভু শ্রীনিবাস।
করিব সফল যে জন্মিবে অভিলাষ ॥২৯১
চিন্তা না করিহ প্রাবে তাঁর প্রিয়গনে।
ও-পদ করহ সার জীবনে মরনে ॥২৯২
ঐছে কত কহে রাজা প্রশংসে রানীরে।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে ॥২৯৩

এথা মহাশয় হর্ষে পত্রী পাঠাইয়া।
উৎকণ্ঠিত আচার্যের দর্শন লাগিয়া ॥২৯৪
স্নেহের আবেশে বিচারয়ে মনে মনে।
কিরূপে হইব স্থির শ্যামানন্দ বিনে ॥২৯৫
কালি প্রাতে শ্যামানন্দ যাবেন উৎকলে।
এত বিচারিতে সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥২৯৬
শ্রীঠাকুর নরোত্তম স্নেহের মূরতি।
শ্যামানন্দে যৈছে স্নেহ কহি কি শকতি ॥২৯৭
কতক্ষনে স্থির হৈয়া শ্যামানন্দে কয়।
—রজনী প্রভাতে হবে গমন নিশ্চয় ॥২৯৮
দেশে গিয়া শীঘ্র এথা পত্রী পাঠাইলে।
তোমারে মিলিব তথা গিয়া নীলাচলে" ॥২৯৯
অত্যন্ত ব্যাকুল হৈয়াছিল শ্যামানন্দ।
এ কথা শুনিয়া মনে বাড়িল আনন্দ ॥৩০০
শ্রীঠাকুর নরোত্তম শ্যামানন্দে লৈয়া॥
গোঙাইলা দিবারাত্র প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥৩০১
ধৈর্যাবলম্বন করি' রজনী-প্রভাতে।
শ্যামানন্দে বিদায় করায় উৎকলেতে ॥৩০২
মুদ্রাদি-সহিত এক লোক সঙ্গে দিলা।
গমনকালেতে মহাব্যাকুল হইলা ॥৩০৩
শ্যামানন্দ সিক্ত হৈয়া নয়নের জলে।
নরোত্তমে প্রনময়ে পড়ি ভূমিতলে ॥৩০৪
তৈছে শ্রীঠাকুর নরোত্তম প্রনমিয়া॥
নেত্রজলে ভাসে শ্যামানন্দে আলিঙ্গিয়া ॥৩০৫
শ্যামানন্দে বিদায় করিয়া মহাশয়।
হইলেন যৈছে তাহা কহলে না হয় ॥৩০৬
খেতরি গ্রামের লোক ধায় চারিপানে।
সকলে ব্যাকুল শ্যামানন্দের গমনে॥ ৩০৭
রাজা শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজগন লৈয়া।
বহু দৈন্য কৈল শ্যামানন্দ প্রনমিয়া ॥৩০৮

শ্যামানন্দ সন্তোষে করিয়া আলিঙ্গন।
দুইতে বিদায় অশ্রু নহে নিবারন ॥৩০৯
রাজা শ্রীসন্তোষ পদ্মাবতী তীরে গিয়া।
নেত্রজলে ভাসয়ে নৌকায় চড়াইয়া ॥৩১০
মহাধীর শ্যামানন্দ চড়িয়া নৌকায়।
পদ্মাবতী পার হৈলা অধৈর্য হিয়ায় ॥৩১১
তথা স্নানাদিক করি' রহি কতক্ষন।
পদ্মাবতী প্রনমিয়া করিলা গমন ॥ ১২
গৌরাঙ্গ দর্শন করি কণ্টক নগরে।
নবদ্বীপ হইয়া গেলেন শান্তিপুরে ॥৩১৩
যে যে স্থানে যে যে ভক্ত অনুগ্রহ কৈল।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না বনিল ॥৩১৪
অম্বিকানগরে শীঘ্র গমন করিয়া।
প্রভুর আলয়ে গেলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥৩১৫
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের চরন দর্শনে।
যে আনন্দ হৈল তা বর্নিতে কে বা জানে ॥৩১৬
তেঁহো মহা অনুগ্রহ করি শ্যামানন্দে।
দেখাইলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দে ॥৩১৭
শ্যামানন্দ করি দুই প্রভুর দর্শন।
হইলা বিহ্বল—অশ্রু নাহি নিবারন ॥৩১৮
মৌনমুদ্রারূপে দুই প্রভু বিলসয় ॥
শ্যামানন্দে অনুগ্রহ কৈলা অতিশয় ॥৩১৯
কহিতে কি জানি এই প্রভুর বিলাস।
যাঁর সেবারত শ্রীপণ্ডিত গৌরীদাস ॥৩২০
প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু পণ্ডিতের রীত।
যাঁর প্রেমাধীন প্রভু ভুবনে বিদিত ॥৩২১
গৌরীদাস পণ্ডিত পরম প্রেমময়।
শ্রীসুবলচন্দ্র যেঁহো গুনের আলয় ॥৩২২
শ্রীসুবল কৃষ্ণ প্রিয় পরম সুন্দর।
যাঁর চরিত্রাদি যত্নে বর্ণে বিজ্ঞবর ॥৩৩৩

তথাহি শ্রীরসামৃতসিন্ধৌ পঞ্চমবিভাগে তৃতীয়লহর্য্যাং ১৭শ অঙ্কে—

তনুরুচিবিজিত হিরন্যং হরিদয়িতং হারিনং হরিদ্বসনম্
সুবলং কুবলনয়নং নয়ন নন্দিতবান্ধবং বন্দে ॥৩২৪

স্তবাবল্যাং ব্রজবিলাসে ২২শ শ্লোকঃ—
গাঢ়ানুরাগভরতো বিরহস্য ভীত্যা
স্বপ্নেঽপি গোকুলবিধোর্ন জহাতি হস্তম্।
যো রাধিকাপ্রণয়নির্ঝরসিক্তচেতা-
স্তং প্রেম বিহ্বলতনুং সুবলং নমামি ॥ ৩২৫

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণৌ সহায়ভেদে ৮ম অঙ্কে—
প্রত্যাবর্ত্তয়তি প্রসাদ্য ললনাং ক্রীড়াকলিপ্রস্থিতাং
শয্যাং কুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদঃ কন্দর্পলীলোচিতাম্।
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদি পরিস্রস্তাঙ্গমুচ্চৈরমুং
ক শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি ॥
ব্যজন করিয়া থাকে ॥ ৩২৬
শ্রীসুবল গৌরীদাস—বিদিত সর্বত্র।
অভিন্ন-চৈতন্য নিত্যানন্দ-প্রিয়পাত্র ॥ ৩২৭
শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং ১২৮ তম শ্লোকঃ—
সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ ॥ ৩২৮

অন্যত্রাপি—
পুরা সুবলচন্দ্রং শ্রীগৌরীদাসং গুণান্বিতম্।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ প্রিয়মহং ভজে ॥ ৩২৯
সরখেল সূর্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার ॥ ৩৩০
শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈল বাস অম্বিকা আসিয়া ॥ ৩৩১
পরম বিরক্ত সদা রহয়ে নির্জনে।
পণ্ডিতের মনোবৃত্তি প্রভু ভাল জানে ৩৩২

একদিন শান্তিপুর হৈতে গৌররায়।
গঙ্গা পার হৈয়া আইলেন অম্বিকায় ॥৩৩৩
পণ্ডিতে কহয়ে —"শান্তিপুর গিয়াছিলূ।
হরিনদী গ্রামে আসি নৌকায় চড়িলূ ॥ ৩৩৪
গঙ্গা পার হৈলূ,-নৌকা বাহিয়ে বৈঠায়।
এই লেহ বৈঠা—এবে দিলাম তোমায় ॥ ৩৩৫
ভবনদী হৈতে পার করহ জীবেরে।
এত কহি আলিঙ্গন কৈলা পণ্ডিতেরে ॥ ৩৩৬
পণ্ডিতে লইয়া প্রভু গেল নদীয়ায়।
করিলেন মগ্ন অতি অদ্ভুত লীলায় ॥ ৩৩৭
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের চরিত।
পণ্ডিতে দিলেন আপনার গীতামৃত ॥ ৩৩৮
কিছুদিনে পণ্ডিত আসিয়া অম্বিকায়।
প্রভুদত্ত গীতা পাঠ করেন সদায় ॥ ৩৩৯
প্রভুর শ্রীহস্তের অক্ষর গীতাখানি।
দর্শনে যে সুখ তাহা কহিতে না জানি ॥৩৪০
প্রভুদত্ত গীতা বৈঠা প্রভু সন্নিধানে।
অদ্যাপিহ অম্বিকায় দেখে ভাগ্যবানে ॥ ৩৪১
পণ্ডিতের সুযশ কহিতে অন্ত নাই।
যাঁহার সর্বস্ব কৃষ্ণচৈতন্য নিতাই ॥৩৪২
সদা মত্ত নিতাই চৈতন্য গুন গানে।
নিতাই চৈতন্য বিনা অন্য নাহি জানে ॥ ৩৪৩
নিতাই চৈতন্য দুটী নয়নের তারা।
আনে কি জানিব এ অদ্ভুত প্রেমধারা ॥ ৩৪৪
না জানি কি আনন্দ বাড়য়ে সন্দর্শনে॥
দুঃখের অবধি হয় তিলেক বিহনে ॥ ৩৪৫
পণ্ডিতের মন জানি প্রভু গৌরহরি।
একদিন পণ্ডিতে কহয়ে যত্ন করি · ৩৪৬
নবদ্বীপ হৈতে নিম্বৃক্ষ আনাইবে।
মোর ভ্রাতা সহ মোরে নির্মাণ করিবে ॥ ৩৪৭
অনায়াসে নির্মাণ হইব মূর্তিদ্বয়।
তুয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব নিশ্চয় ॥ ৩৪৮
শুনিয়া পণ্ডিত অতি উল্লাসিত হৈলা।
যত্নে দারুবিগ্রহ নির্মাণ করাইলা ॥ ৩৪৯
যে নির্মান কৈল সে প্রভুর কৃপাপাত্র।
আপনে প্রকটয়ে অন্যের ছলমাত্র ॥ ৩৫০
দেখিয়া অদ্ভুত মূর্তি পণ্ডিত উদার।
হইলা অধৈর্য, নেত্রে ধারা অনিবার ॥ ৩৫১

অঙ্গকান্তি স্বর্ণকে পরাভব করিয়াছে, কৃষ্ণের প্রিয় নর্মসখা, হার শোভিত, হরিৎবর্ণ বসন পরিহিত, কমল নয়ন, নীতি কৌশলে বান্ধবগনের প্রীতি বিধানকারী সুবলকে বন্দনা করি ॥৩২৪

শ্রীরাধা প্রেম পূরনে আর্দ্র চিত্ত, যিনি গাঢ় অনুরাগ বশতঃ গোকুলচন্দ্রের বিরহ ভয়ে স্বপ্নে ও কৃষ্ণের হস্ত ত্যাগ করে না সেই প্রেম বিহ্বল তনু সুবলকে নমস্কার করি ॥৩২৫

শ্রীমান সুবল কৃষ্ণের কোন সেবাকর্মে না অধিকার লাভ করিয়াছে? সুবল ক্রীড়া কলহ হইতে গমনকারিনী রমনীকে প্রসন্ন করিয়া ফিরাইয়া আনে, কুঞ্জগৃহে অঘদমনকারী কৃষ্ণের কামক্রীড়োপযোগী শয্যা রচনা করেন; প্রিয়ার বক্ষোপরি ঘর্মাক্ত ও পরিশ্রান্ত কৃষ্ণকে ব্যজন করিয়া থাকে ॥৩২৬

যিনি প্রিয়গন শ্রেষ্ঠ সুবল; তিনিই গৌরীদাস পণ্ডিত ॥৩২৮

পূর্বলীলার সুবলচন্দ্র; অধুনা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—নিত্যানন্দ প্রিয় গুনান্বিত গৌরীদাসকে আমি ভজনা করি ॥৩২৯

আপনা মানিয়া ধন্য হৈলা প্রিয়গন।
অভিষেক-ক্রিয়ার করয়ে আয়োজন ॥৩৫২
লোক শাস্ত্র মতে শ্রীবিগ্রহে শুভক্ষণে।
অভিষেক করি বসাইলা সিংহাসনে ॥ ৪৫৩
নিতাই চৈতন্যচাঁদে করিয়া দর্শন
মহানন্দে মগ্ন হৈলা প্রভু প্রিয়গন।৩৫৪
ভুবনমোহন দুই প্রভু-কলেবর।
ভক্তগোষ্ঠী বিনা এ অন্যের অগোচর ॥৩৫৫
নিতাই চৈতন্য গৌরীদাসের প্রেমাধীন।
জগতে ব্যাপিল এই কথা রাত্রিদিন ॥৩৫৬
নিতাই চৈতন্য গৌরীদাসের গৃহেতে।
যে লীলা প্রকাশে তাহা বিদিত জগতে ॥৩৫৭
কহিতে কি জানি পণ্ডিতের অভিপ্রায়।
নিরন্তর মগ্ন দুই প্রভুর সেবায়। ৩৫৮
একদিন নিতাই চৈতন্য প্রেমাবেশে।
মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে গৌরীদাসে।৩৫৯
—তোমার যে রীত তা জানিবে কোন জনা।
প্রেমায় বিহ্বল তুমি না আপনা। ৩৬০
অহে সখা সুবল! সে সব নাহি মনে।
সে কৌতুক যমুনাপুলিন গোচারণে ৩৬১
ঐছে কত কহি দুই প্রভু প্রেমধাম।
হৈল শ্যাম শুক্ল রূপ কৃষ্ণ বলরাম।৩৬২
শিঙ্গা বেত্র বেণু, শিখিপিচ্ছ বিভূষণ।
কিবা গোপবেশ শোভা ভুবনমোহন।৩৬৩
দেখি গৌরীদাস হৈলা আত্মবিস্মরিত।
সেই ভাবে মত্ত কে বুঝিবে এনা রীত।৩৬৪
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয় কতক্ষনে।
নিতাই চৈতন্যচান্দে দেখে সিংহাসনে। ৩৬৫
ঐরূপ দুই প্রভু করে নানা রঙ্গ।
গৌরীদাস উল্লাসে ধরিতে নারে অঙ্গ।৩৬৬

একদিন গৌরীদাস করিয়া রন্ধন।
দুই প্রভু প্রতি কহে করহ ভোজন।৩৬৭
পণ্ডিতের ঐছে মৃদু বচন শুনিয়া।
না করে ভোজন—রহে মৌন বলম্বিয়া।৩৬৮
দেখিয়া প্রভুর ভঙ্গি পণ্ডিত ঠাকুর॥
কিছু ক্রোধাবেশে কহে বচন মধুর ॥৩৬৯
বিনা ভক্ষনেতে যদি সুখ পাও মনে।
তবে মোরে রন্ধন করাহ কি কারনে ॥৩৭০
এত কহি গৌরীদাস রহে মৌন ধরি।
অন্নাদি করহ বহু প্রকার ব্যঞ্জন।৩৭২
নিষেধ না মান,—শ্রম দেখিতে না পারি।
অনায়াসে যে হয়, তাহাই সর্বোপরি।”৩৭৩
গৌরীদাস কহে—“ঐছে কভু না করিব।
এক শাক সিদ্ধ-পক্ক করি ভুঞ্জাইব॥” ৩৭৪
পণ্ডিতের কথা শুনি দুই প্রভু হাসে।
করয়ে ভোজন কিছু কহয়ে উল্লাসে ॥৩৭৫
—“এ অপূর্ব্ব শাক পাক কৈলা কোন-মতে।
হইলাম তৃপ্ত এক শাক ভক্ষনেতে ॥৩৭৬
ঐছে প্রশংসিয়া দোঁহে করয়ে ভোজন।
পণ্ডিত সে রঙ্গ দেখি জুড়ায় নয়ন ॥৩৭৭
একদিন গৌরীদাস উল্লাস অন্তরে।
কিছু অলঙ্কার পরাইতে সাধ করে ॥৩৭৮
পণ্ডিতের মন জানি' প্রভু উল্লসিত।
হইলেন নানা রত্ন-ভূষনে ভূষিত ॥৩৭৯
রত্নসিংহাসনে দোঁহে আছে দাঁড়াইয়া।
দেখি শোভা পণ্ডিত মন্দিরে প্রবেশিয়া ॥৩৮০
হইলেন অধৈর্য্য—নাহিক বাহ্যলেশ।
কতক্ষনে স্থির হৈয়া দেখে পূর্ববেশ ॥৩৮১
গৌরীদাস মনে মনে করয়ে বিচার।
—“কভু না দেখিনু এ অদ্ভুত অলঙ্কার ॥৩৮২

অলঙ্কার পরাইতে অভিলাষ ছিল ।
কিবা পরাইব ?—এবে সে ভ্রম ঘুচিল" ॥৩৮৩
ঐছে বিচারিতে প্রভু পণ্ডিতেরে কয় ।
—পুষ্পের ভূষণে সুখ বাঢ়ে অতিশয় ॥৩৮৪
শুনি' সুমধুর বাক্য পণ্ডিত আপনে ।
পরাইলা পুষ্পভূষা পরম যতনে ॥৩৮৫
ক্রমে লম্বমান মালা চরণপর্য্যন্ত ।
অতি মনোহর সে শোভার নাহি অন্ত ॥৩৮৬
প্রভু আগে পণ্ডিত দর্পন দিল আনি ।
বাড়িল কৌতুক কত কহিতে না জানি ॥৩৮৭
পণ্ডিতের ক্রিয়া ঐছে ব্যাপিল জগতে ।
কহিলু কিঞ্চিৎ এই আপনা শোধিতে ॥৩৮৮
হেন পণ্ডিতের শিষ্য হৃদয়চৈতন্য ।
পণ্ডিতঠাকুর বিনা যে না জানে অন্য ॥৩৮৯
পূর্বে শ্রীহৃদয়ানন্দ নাম সবে জানে ।
নিরন্তর প্রভু সেবা করে সাবধানে ॥৩৯০
হৃদয়চৈতন্য নাম হৈল যেন মতে ।
যৈছে পণ্ডিতের কৃপা কহি সংক্ষেপেতে ॥৩৯১
একদিন রজনী প্রভাতে গৌরীদাস ।
আইলেন গদাধর পণ্ডিতের পাশ ॥৩৯২
গদাধরপণ্ডিত দেখিয়া গৌরীদাসে ।
কত না আদর করি' বসাইলাপাশে ॥৩৯৩
মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে বার বার ।
—প্রভাতে দেখিলু আজ মঙ্গল আমার ॥৩৯৪
গৌরীদাস কহে অতি মধুর বচনে ।
—হইব মঙ্গল মোর, আইলু তে কারনে ॥৩৯৫
পণ্ডিত গদাই কহে "কি দিয়া তুষিব ?
গৌরীদাস কহে—আমি মাগিয়া লইব ।৩৯৬
গদাধর কহে—এই সকল তোমার ।
সে ইচ্ছা লইবে তাহা —ইথে কি বিচার ॥৩৯৭
পণ্ডিতঠাকুর কহে হৃদয়েরে চাই ।
শুনি হৃদয়েরে ডাকে পণ্ডিত গোসাঞী ॥৩৯৮
আইলা হৃদয়ানন্দ উল্লসিত মনে ।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা দোঁহার চরনে ॥৩৯৯
পণ্ডিতগোসাঞী কত কহি হৃদয়েরে ।
সমর্পন কৈলা গৌরীদাস পণ্ডিতেরে ॥৪০০
শ্রীহৃদয়ে পণ্ডিতগোসাঞীর কৃপা যত ।
সর্বত্র বিদিত তা কহিবে কে বা কত ॥৪০১
বাল্যকালাবধি প্রতিপালন করিল ।
অল্পদিনে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইল ॥৪০২
বাৎসল্যে বিহ্বল , তবু মমতা না কৈলা ।
পণ্ডিতঠাকুরে দিয়া উল্লসিত হৈলা ॥৪০৩
পণ্ডিত গদাই, গৌরীদাসের যে রীতি ।
প্রভুকৃপা বিনা জানে কাহার শকতি ॥৪০৪
কতক্ষন গৌরীদাস গদাধর-পাশে ।
রহিলেন প্রভুর বিলাস-কথারসে ॥৪০৫
পণ্ডিত গোসাঞি স্থানে হইয়া বিদায় ।
লইয়া হৃদয়ানন্দে আইলা বাসায় ॥৪০৬
কথোদিনে হৃদয়েরে দীক্ষামন্ত্র দিলা ।
নিত্যানন্দ-চৈতন্য চরনে সমর্পিলা ॥৪০৭
হৃদয় হইলা মগ্ন প্রভুর সেবায় ।
তাহা দেখি গৌরীদাস উল্লাস হিয়ায় ॥৪০৮
কে বুঝিবে গৌরীদাস পণ্ডিতের রঙ্গ ।
ক্ষনে ক্ষনে উঠে কত প্রেমের তরঙ্গ ॥৪০৯
একদিন হৃদয়ানন্দের প্রতি কয় ।
—হইল প্রভুর জন্ম-উৎসব সময় ॥৪১০
শিষ্যগৃহে সামগ্রী করিয়া আয়োজন ।
বাসায় আসিব শীঘ্র ঐছে মোর মন ॥৪১১
প্রভুর সেবায় সদা হবে সাবধান ॥
এত কহি বাসা হৈতে করিলা পয়ান ॥৪১২

প্রভুর অদ্ভুত লীলারসে মত্ত হৈয়া।
নির্জনে ভ্রময়ে প্রিয় সঙ্গিগণে লৈয়া ॥৪১৩
যাগার হৃদয়ানন্দ চিন্তে মনে মনে।
—এতদিন প্রভুর বিলম্ব হৈল কেনে ॥৪১৪
উৎসবের সামগ্রী বহু প্রস্তুত হইল।
প্রায় উৎসবের দুই দিবস রহিল ॥৪১৫
ঐছে চিন্তি প্রভুপাদ করিয়া স্মরণ।
সর্বত্র করিল উৎসবের নিমন্ত্রণ ॥ ৪১৬
উৎসবের পূর্বদিন পণ্ডিত আইলা।
নিমন্ত্রণ-কথা শুনি মনে হর্ষ হৈলা ॥ ৪১৭
বাহ্যে ক্রোধ করি করে হৃদয়ে ভর্ৎসন।
—মোর বিদ্যমানে কৈলা স্বতন্ত্রতাচরন ॥ ৪১৮
নিমন্ত্রণপত্রী পাঠাইলা যথাতথা।
যে কৈলা সে কৈলা, এবে না রহিব এথা ॥ ৪১৯
ঐছে শুনি প্রণমিয়া চরণযুগলে।
গঙ্গাতীরে গিয়া রহিলেন বৃক্ষতলে ॥ ৪২০
এথা গৌরীদাস শ্রীউৎসবারম্ভ কৈল।
সর্বত্র হইতে সব মহান্ত আইল ॥ ৪২১
সেনকালে এক মহাজন যত্ন করি।
বিবিধ সামগ্রী পাঠাইলা নৌকা ভরি ॥ ৪২২
গঙ্গাতীরে হৃদয়ানন্দেরে জানাইলা।
তেঁহ ঠাকুরের স্থানে কহি পাঠাইলা ॥ ৪২৩
শুনি বাহ্যে ক্রোধ করি কহে—কহ গিয়া।
করুক উৎসব সে সামগ্রী সব লৈয়া ॥ ৪২৪
পাইয়া গুরুর আজ্ঞা আনন্দে হৃদয়।
করে মহোৎসব যৈছে কহিল না হয় ॥ ৪২৫
হইল শ্রীবৈষ্ণবগণের আগমন।
সবে মিলি করয়ে অদ্ভুত সঙ্কীর্তন ॥ ৪২৬
খোল-করতাল-ধ্বনি গগন স্পর্শিল।
যেন মহা আনন্দের সিন্ধু উথলিল ॥৪২৭

নাচয়ে বৈষ্ণব সব মণ্ডলীবন্ধনে।
নিরন্তর প্রেম-অশ্রু সবার নয়নে ॥ ৪২৮
নিতাই. চৈতন্য—দুই প্রভু প্রেমময়।
নাচে সঙ্কীর্তনমাঝে দেখয়ে হৃদয় ॥ ৪২৯
কিবা সে নর্তনভঙ্গি! ভুবন মাতায়।
জগৎ করয়ে আলো দোঁহার শোভায় ॥ ৪৩০
দুঁহু মুখচন্দ্রে সে চন্দ্রের গর্বনাশে।
হৃদয়ানন্দের নেত্রে আনন্দ বরিষে ॥ ৪৩১
সঙ্কীর্তনানন্দে জয়ধ্বনি কোলাহল।
শুনি গৌরীদাস এথা আনন্দে বিহ্বল ॥৪৩২
গঙ্গাদাসে পণ্ডিত কহয়ে ধীরে ধীরে।
—"সেবার সময় হৈল যাহ শ্রীমন্দিরে ॥ ৪৩৩
বড়ু গঙ্গাদাস শ্রীমন্দিরে প্রবেশিয়া।
শূন্য সিংহাসন দেখি কহিল আসিয়া ॥৪৩৪
শুনি পণ্ডিতের কি অপূর্ব ভাবোদয়।
জানিল—হৃদয়প্রেমে বশ প্রভুদ্বয় ॥৪৩৫
মন্দ মন্দ হাসি এক যষ্টি লৈয়া করে।
বাহ্যে প্রকাশয়ে ক্রোধ আনন্দ অন্তরে ॥৪৩৬
চলিলেন গঙ্গাতীরে যথা সঙ্কীর্তন।
দেখে দুই প্রভু তথা করয়ে নর্তন ॥৪৩৭
দুই ভাই দেখি পণ্ডিতের ক্রোধাবেশ।
অলক্ষিতে গিয়া কৈল মন্দিরে প্রবেশ ॥৪৩৮
চৈতন্যচন্দ্রের এই অদ্ভুত বিশ্বাস।
প্রবেশে হৃদয় হৃদে—দেখে গৌরীদাস ॥৪৩৯
হৃদয়ের হৃদয়ে চৈতন্যচান্দে দেখি।
নিবারিতে নারে অশ্রু অনিমিষ আঁখি ॥৪৪০
বাহ্যে ক্রোধাবেশ ছিল তাহা ভুলি গেলা।
পড়িল হাতের যষ্টি—তাহা না জানিলা ॥৪৪১
প্রেমের আবেশে বাহু পসারিয়া ধায়।
হৃদয়ে করয়ে কোলে উল্লাস হিয়ায় ॥৪৪২

হৃদয়ের প্রতি কহে—তুই ধন্য ধন্য।
আজি হৈতে তোর নাম—হৃদয়চৈতন্য ॥৪৪৩
এত কহি সিক্ত করিলেন নেত্রজলে।
পড়িল হৃদয় লোটাইয়া পদতলে ॥৪৪৪
হৃদয়চৈতন্য লৈয়া ঠাকুর পণ্ডিত।
হৈলা প্রভু মন্দির প্রাঙ্গনে উপনীত ॥৪৪৫
কহি কি আনন্দ দেখি দোঁহার মাধুরী।
হৃদয়ে করিলা শ্রীসেবার অধিকারী ॥৪৪৬
সর্ব বৈষ্ণবের হৈল আনন্দ অপার।
যৈছে মহামহোৎসব নারি বর্ণিবার ॥৪৪৭
হৃদয়ে যে কৃপা তাহা ব্যাপিল সংসারে।
হৃদয়চৈতন্য নাম হৈল এ প্রকারে ॥৪৪৮
হৃদয়চৈতন্য শ্যামানন্দের জীবন।
যার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥৪৪৯
প্রিয় শ্যামানন্দে কৃপা করি অতিশয়।
উৎকলে বিদায় দিতে ব্যাকুল হৃদয় ॥৪৫০
শ্যামানন্দ প্রভু পাদপদ্মে প্রনমিয়া।
বিদায় হইতে নেত্রজলে ভাসে হিয়া ॥৪৫১
নিতাই চৈতন্যে মনোবৃত্তি জানাইল।
প্রনমি প্রাঙ্গণ ধূলি ধূসর হইল ॥৪৫২
করি কত প্রার্থনা প্রভুর পরিকরে।
অম্বিকা হইতে চলে চলিতে না পারে ॥৪৫৩
দেখিয়া ব্যাকুল সে প্রভুর প্রিয়গন।
শ্যামানন্দে কহে কত প্রবোধ বচন ॥৪৫৪
—উৎকলে প্রভুর ভক্তিরত্ন বিস্তারিয়া।
অম্বিকা আসিবে পুনঃ সময় পাইয়া ॥৪৫৫
ঐছে কত কহে শুনে দুরিকানন্দন।
উৎকলে চলয়ে চিন্তি শ্রীগুরুচরণ ॥৪৫৬
নিরন্তর নিতাই চৈতন্য গুণ গায়।
আপনি হইয়া মত্ত সবারে মাতায় ॥৪৫৭

শ্যামানন্দের দেখি মহা পাষণ্ডীর গণ।
আপনা মানয়ে ধন্য মাগয়ে শরণ ॥৪৫৮
গৌড়দেশ মধ্যে দণ্ডেশ্বর নামে গ্রাম।
যথা পূর্বে কৃষ্ণমণ্ডলের বাসস্থান ॥ ৪৫৯
তারপর উৎকলেতে করিলেন বাস।
কি বলিব দণ্ডেশ্বরে অদ্ভুত বিলাস ॥৪৬০
সেই পথ দিয়া শ্যামানন্দের গমন।
শ্যামানন্দে দেখি সবে জুড়ায় নয়ন ॥৪৬১
তথা হৈতে গিয়া শীঘ্র ধারেন্দা গ্রামেতে।
হইলা উদ্বিগ্ন শুভ পত্রী পাঠাইতে ॥৪৬২
শ্রীআচার্য্যঠাকুর ঠাকুর মহাশয়ে।
লিখিলেন সব সমাচার পত্রীদ্বয়ে ॥৪৬৩
শ্রীমহাশয়ের যে মনুষ্য সঙ্গে ছিল।
তারে পত্রী দিয়া অতি যত্নে পাঠাইল ॥৪৬৪
পত্রী পাঠাইয়া প্রেমভক্তি প্রকাশয়।
করয়ে উৎকল ধন্য হইয়া সদয় ॥৪৬৫
এথা শ্রীঠাকুর মহাশয় পত্রী পায়া।
পত্রী পড়ি সবে শুনাইল হর্ষ হৈয়া ॥৪৬৬
মহাশয় পুনঃ সেই মনুষ্যের দ্বারে।
শ্রীআচার্য্যে পত্রী পাঠাইলা বিষ্ণুপুরে ॥৪৬৭
পত্রী পাঠাইয়া শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীনবদ্বীপাদি স্থান দর্শনে চলয় ॥ ৪৬৮
শ্রীনরোত্তমের পত্রী পাইয়া আচার্য্য।
কি অপূর্ব স্নেহাবেশে হইলা অধৈর্য্য ॥৪৬৯
জানি মহাশয়ের পত্রীতে সমাচার।
শ্রীশ্যামানন্দের পত্রী পড়ে বারে বার ॥৪৭০
শ্রীশ্যামানন্দের কিছু অলৌকিক ক্রিয়া।
জানাইলা সবারে পরম হর্ষ হৈয়া ॥৪৭১
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা মনের উল্লাসে।
মস্তকে ধরিল পত্রী লৈয়া প্রভুর পাশে ॥৪৭২

শ্যামানন্দের গুন চরিত্র শ্রবণে।
সেদর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত ক্ষণে ক্ষণে ॥৪৭৩
দেখিয়া রাজার চেষ্টা আচার্য ঠাকুর।
তিলে তিলে বাড়ে মনে আনন্দ প্রচুর ॥৪৭৪
শ্রীআচার্য রাজা প্রতি কহে ধীরে ধীরে।
—যাইব শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম শীঘ্র করি ॥৪৭৫
রাজা কহে—বন বিষ্ণুপুর কৈলা ধন্য।
প্রভু বিনা বিষ্ণুপুর হইবে অরণ্য ॥৪৭৬
আচার্য্য কহেন—কোন চিন্তা না করিবে।
বন বিষ্ণুপুরে শীঘ্র দেখিতে পাইবে ॥৪৭৭
রাজা কহে—সঙ্গে করি লহ মো পামরে।
আচার্য কহেন—হবে কিছুদিন পরে ॥৪৭৮
রাজা কহে—প্রৌঢ় করি রাখিতে না পারি।
মনে যে উপজে তাহা করিতেও নারি ॥৪৭৯
এত কহি রাজা ধৈর্য ধরিতে না পারে।
শ্রীআচার্য্য প্রবোধিলা অনেক প্রকারে ॥৪৮০
আচার্য্য বচনে করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
নিজ অন্তঃপুরে শীঘ্র করিলা গমন ॥৪৮১
রাণী প্রতি কহিল এ সব সমাচার।
তেঁহ কহে—বিষ্ণুপুর হবে অন্ধকার ॥৪৮২
রাজা কহে—এবে তাঁরে না পারি রাখিতে।
রাণী কহে—এই সত্য বিচারিনু চিত্তে ॥৪৮৩
প্রভু যাইবেন—ধৈর্য্য ধরিব কেমনে?
এত কহিতেই অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥৪৮৪
শ্রীবীরহাম্বীর বাহ্যে ধৈর্য প্রকাশিয়া।
প্রভু আগে গেলেন রাণীকে প্রবোধিয়া ॥ ৪৮৫
আচার্য্যপ্রভুর যৈছে হইব গমন।
সে সব উদ্‌যোগ রাজা কৈলা সেইক্ষন ॥ ৪৮৬
সকল প্রস্তুত করি আচার্য্যপ্রভুরে।
করি কত প্রার্থনা আনিল অন্তঃপুরে ॥ ৪৮৭

রাজার বনিতা নিজ প্রভু সন্দর্শনে।
হইলেন যৈছে তা বর্ণিব কোন জনে ॥৪৮৮
প্রণমি ভূমিতে কত প্রার্থনা করিলা।
প্রভু যাত্রা কালে দুঃখসমুদ্রে ডুবিলা ॥৪৮৯
শ্রীআচার্য প্রভু সে ভক্তির বশ হৈয়া।
বাসা আইল অতি অনুগ্রহে প্রবোধিয়া ॥৪৯০
আচার্য্যের হবে যাজিগ্রামেতে গমন।
ইহা শুনি গ্রামবাসি করয়ে ক্রন্দন ॥৪৯১
কেহ কারু প্রতি কহে হইয়া মহাদুঃখী।
—না হয় গমন হেন উপায় না দেখি ॥৪৯২
ঐছে কত কহি লোক দেখিবারে ধায়।
সবে প্রান সমর্পয়ে আচার্য্যের পায় ॥৪৯৩
নেত্র ভরি করি আচার্যের সন্দর্শন।
করয়ে প্রার্থনা যত না হয় বর্ণন ॥৪৯৪
শ্রীআচার্য্যপ্রভু বন বিষ্ণুপুর হৈতে।
করিলা গমন প্রভু সমৃদ্ধি সহিতে ॥৪৯৫
রাজা গণসহ সঙ্গে চলে কতদূর।
প্রভু আজ্ঞা করে—এবে যাহ বিষ্ণুপুর ॥৪৯৬
প্রভুর বিচ্ছেদে রাজা হৈলা যেমন।
তাহা দেখি ধৈর্য্য ধরে কে আছে এমন ॥৪৯৭
গনসহ রাজা গেলা বন বিষ্ণুপুর।
যাজিগ্রামে চলিলেন আচার্য্য ঠাকুর ॥৪৯৮
যাজিগ্রামে আচার্য্যের গমনের কথা।
ব্যাপিল সর্বত্র লোক কহে যথাতথা ॥৪৯৯
আচার্য্য আইসে ঘরে করিয়া শ্রবন।
যাজিগ্রামবাসী লোক পাইল জীবন ॥৫০০
সবে লক্ষ্মীপ্রিয়া ঠাকুরানী আগে গিয়া।
কহিল সংবাদ অতি উল্লসিত হৈয়া ॥৫০১
আচার্য্যের মাতা শুনি' পুত্রের গমন।
বাৎসল্যে বিহ্বল যৈছে না বর্ণন ॥৫০২

শ্রীনিবাসাচার্য্য যাজিগ্রামে প্রবেশিয়া।
গেলা যথা জননী আছেন পথ চায়া ॥ ৫০৩
প্রনমিলা মাতা লক্ষ্মীপ্রিয়ার চরনে।
তেঁহ পুত্রমুখ দেখে প্রসন্ন নয়নে ॥৫০৪
তিলে তিলে আনন্দে উথলে তনুমন।
দরিদ্র পাইল যেন ঘটভরা ধন ॥৫০৫
যাজিগ্রামবাসী লোক ধাইয়া আইল।
শ্রীনিবাসে দেখি নেত্রে প্রাণ জুড়াইল ॥৫০৬
সবে সন্তোষয়ে শ্রীআচার্য্য মৃদুভাষে।
লোকের সংঘট্ট বহু আচার্য্য আবাসে ॥৫০৭
ঐছে লোক গতায়াত হৈলে তারপর।
হইল নির্জ্জন সন্ধ্যা সময় সুন্দর ॥৫০৮
শিষ্যাদি সহিত শ্রীআচার্য্য নিজালয়ে।
বসিলেন— কি অপূর্ব্ব শোভা সে সময়ে ॥৫০৯
ভক্তিগ্রন্থালাপ সদা আচার্য্যের মুখে।
চতুর্দ্দিকে দেখয়ে সুকৃতিগন সুখে ॥৫১০
যাজিগ্রাম নিকটাদি-স্থিত বিজ্ঞগন।
স্নেহাবেশে আইলেন আচার্য্য-ভবন ৫১১
আচার্য্য শুনিলা—আইলেন বিজ্ঞবৃন্দ।
আগুসরি গেলা হৈল মিলনে আনন্দ ৫১২
আচার্য্যঠাকুর তাঁ সবারে আনি ঘরে।
বসাইলা আসনে পরম সমাদরে ॥৫১৩
আচার্য্য চেষ্টায় বিজ্ঞ বৈষ্ণব বিহ্বল।
আচার্য্য জিজ্ঞাসে ক্রমে বৃত্তান্ত সকল ॥৫১৪
আচার্য্য কহেন যৈছে গেলা বৃন্দাবন।
যৈছে স্বপ্নে কৃপা কৈল রূপ-সনাতন ॥ ৫১৫
যৈছে ভট্টগোপালের অনুগ্রহ হৈল।
যৈছে গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়ন কৈল ॥৫১৬
যৈছে বৃন্দাবনভূমে ভ্রমন করিলা।
যৈছে গ্রন্থ লৈয়া গৌড়ে আগমন কৈলা ॥৫১৭

যৈছে গ্রন্থ চুরি হৈল বন বিষ্ণুপুরে।
গ্রন্থ প্রাপ্ত হৈল যৈছে আইলা নিজ ঘরে ॥৫১৮
আদ্যোপান্ত এ সকল প্রসঙ্গ শুনিতে।
নানা ভাবোদয় হৈল বৈষ্ণবের চিতে ৫১৯
সকল বৈষ্ণব স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
একদৃষ্টে চাহে শ্রীনিবাসে মুখপানে ॥৫২০
শ্রীনিবাস আচার্য্য মধুর মৃদু ভাষে।
এথা প্রভুগণ যৈছে আছেন —জিজ্ঞাসে ॥৫২১
শুনি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি কহে ধীরি ধীরি।
—মৃতপ্রায় আছেন ঠাকুর নরহরি ॥৫২২
দিবারাত্রি মূর্চ্ছাপন্ন লোটায় ভূতলে।
করায়ে প্রলাপ সদা ভাসে নেত্রজলে ॥৫২৩
শ্রীরঘুনন্দন আদি যত প্রিয়গণ।
নিরন্তর গোরা গুণ করয়ে কীর্ত্তন ॥৫২৪
ঠাকুরের দশা দেখি কেবা ধৈর্য ধরে?
আনের কা কথা দারু পাষাণ বিদরে ৫২৫
এই কথাদিন হৈল—দাস গদাধর।
নবদ্বীপ হৈতে আইলা কণ্টকনগর ॥৫২৬
গোরা গুণ গাইয়া গোঙায় দিবারাতি।
দেখিতে সে দশা বিদরিয়া যায় ছাতি ॥৫২৭
করয়ে প্রলাপ ক্ষনে মৌন ধরি রহে।
ক্ষনে গদাধরপণ্ডিতের গুন কহে ॥৫২৮
ক্ষণে নিত্যানন্দ বলি ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
ক্ষনে কহে কোথা গেলা পণ্ডিত শ্রীবাস ॥৫২৯
ক্ষনে কহে —প্রভু এই দুঃখ ভুঞ্জাইতে।
আর কতদিন বা রাখিব পৃথিবীতে ॥৫৩০
ঐছে কত কহি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।
মৃতপ্রায় রহে প্রভু-প্রাঙ্গনে পড়িয়া ॥৫৩১
রহয়ে নির্জ্জন, না ভুঞ্জয়ে অন্নজল।
বিচ্ছেদাগ্নিদহে দেহ করে টলমল ॥৫৩২

অহে শ্রীনিবাস ! নবদ্বীপে প্রভুগন।
দিনে দিনে প্রায় হইলেন সঙ্গোপন ॥৫৩৩
কহিতে না আইসে মুখে বিদরয়ে হিয়া।
হইলেন অদর্শন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া ॥৫৩৪
শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য হইল মূর্চ্ছিত।
নিশ্চল শরীর নাসা নিঃশ্বাসরহিত ॥৫৩৫
শ্রীনিবাস দশা দেখি বৈষ্ণব সকলে।
হইয়া ব্যাকুল বক্ষ ভাসে নেত্রজলে ॥৫৩৬
অর্দ্ধরাত্রে আচার্য্যের হইল বাহ্যজ্ঞান।
করয়ে ক্রন্দন যাতে বিদরে পাষান ॥৫৩৭
শ্রীগোপালদাস নামে এক মহাশয়।
শ্রীনিবাসে কোলে করি কত প্রবোধয় ॥৫৩৮
শ্রীনিবাসাচার্য্য স্থির হৈলা কতক্ষনে।
শেষ রাত্রিদিনে হৈল প্রভুর কীর্ত্তনে ॥৫৩৯
সকলেই কিছুক্ষন করিলা শয়ন।
শ্রীনিবাসে নিদ্রাদেবী কৈলা আকর্ষন॥৫৪০
স্বপ্নচ্ছলে প্রভু শ্রীঅদ্বৈত প্রেমময়
হইলা সাক্ষাৎ—মূর্ত্তি কন্দর্প বিজয় ॥৫৪১
আকর্ণ পর্য্যন্ত দুই নেত্র মনোহর।
শ্রীমুখমণ্ডল নিন্দি কোটি শশধর ॥৫৪২
কনকমৃনাল জিনি শ্রীভুজযুগলে।
স্নেহে শ্রীনিবাসে ধরি করিলেন কোলে ॥৫৪৩
বিরহাগ্নি জ্বালা হৈতে যৈছে শান্তি হয়।
তাহা করিলেন শ্রীঅদ্বৈত কৃপাময় ॥৫৪৪
করি কত বাৎসল্য মধুর মৃদুভাষে।
মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে শ্রীনিবাসে ॥৫৪৫
—তোমা হৈতে হবে বহু জীবের নিস্তার।
প্রভুমত সর্ব্বত্রেই করিবা প্রচার ॥৫৪৬
কহিবেন বিজ্ঞগন বিবাহ করিতে।
করিবা বিবাহ—দুঃখ না করিয়া চিত্তে ॥৫৪৭

ঐছে কত কহি প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান।
শ্রীনিবাস জাগি দেখে রজনী বিহান॥৫৪৮
প্রভু অদ্বৈতের চারু চরিত্র চিন্তিয়া চিন্তিয়া।
নিবারিতে নারে অশ্রু, উমড়য়ে হিয়া ॥৫৪৯
আপনা প্রবোধি' প্রাতে প্রাতঃক্রিয়া সারি'।
শ্রীনিবাস শ্রীখণ্ড গেলেন শীঘ্র করি' ॥৫৫০
শ্রীখণ্ডেতে প্রবেশিয়া মনের আনন্দে।
গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গণে গিয়া দেখে গৌরচান্দে ॥৫৫১
ভূমে লোটাইয়া কৈল প্রনতি বিস্তর।
হইল হেমাঙ্গ অঙ্গ ধূলায় ধূসর ॥৫৫২
শ্রীনিবাস আইলা—শুনি' শ্রীরঘুনন্দন।
ঠাকুরের আগে গিয়া কৈল নিবেদন ॥৫৫৩
যদ্যপি শ্রীঠাকুরের দুঃখে দগ্ধ হিয়া।
তথাপি হইলা হর্ষ এ কথা শুনিয়া ॥৫৫৪
শ্রীরঘুনন্দনে কহে সুমধুর ভাষে।
—জুড়াক, নয়ন আন, দেখি শ্রীনিবাসে' ॥৫৫৫
শুনি' ঠাকুরের বাক্য উল্লসিত মনে।
শ্রীনিবাসে মিলে গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গনে ॥৫৫৬
শ্রীরঘুনন্দন অতি গুনের নিধান।
শ্রীনিবাসে পাইয়া পাইলা যেন প্রান ॥৫৫৭
শ্রীনিবাস শ্রীরঘুনন্দনে প্রনমিতে।
আলিঙ্গন করি' না ছাড়য়ে কোল হৈতে ॥৫৫৮
কিবা সে অদ্ভুত স্নেহে উমড়য়ে হিয়া।
নিবারিতে নারে নেত্রধারা আলিঙ্গিয়া॥৫৫৯
শ্রীনিবাস ভাসে দুই নয়নের জলে।
দীনপ্রায় রহে রঘুনন্দনের কোলে ॥৫৬০
শ্রীরঘুনন্দন নেত্রজলে সিক্ত করি'
লৈয়া গেলা যথা শ্রীঠাকুর নরহরি ॥৫৬১
বসিয়া আছেন তেঁহো পরম নির্জ্জনে।
শ্রীনিবাস অধৈর্য হইলা সে দর্শনে ॥৫৬২

আহা মরি ! সে না রূপে পরান জুড়ায় ।
কনকচম্পক কি উপমা হয় তায় ? ৫৬৩
সে হেন অপূর্ব রূপ হইল মলিন ।
অতি সুকোমল তনু ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীন ॥৫৬৪
মুখের মাধুরী সে চান্দের শোভা যৈছে ।
জল বিনা জলজ যেমন এবে তৈছে ॥৫৬৫
যে নয়ন-যুগল আনন্দ বরিষয় ।
সে নয়নে সদা অশ্রুধারা অতিশয় ॥৫৬৬
হেন নরহরি প্রভু পানে চা'য়া চা'য়া ।
প্রেমময়ে ভূমে ভক্তিরসে মত্ত হৈলা ॥৫৬৭
শ্রীঠাকুর নরহরি দেখি' স্নেহাবেশে ।
আইস বাপ ! বলি কোলে কৈল শ্রীনিবাসে ॥৫৬৮
শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া হইলা বিহ্বল ।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল ॥৫৬৯
প্রেমজলে সিক্ত করিলেন শ্রীনিবাসে ।
করে ধরি বসাইলা আপনার পাশে ॥৫৭০
পরম-বাৎসল্যে হস্ত বুলায়েন গায় ।
দেখি সে অদ্ভুত রীত কে না সুখ পায় ॥৫৭১
অতি সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসয়ে যাহা ।
শ্রীনিবাস ক্রমে ক্রমে নিবেদয়ে তাহা ॥৫৭২
আদ্যোপান্ত সকল বৃত্তান্ত নিবেদিল ।
নরোত্তম ক্ষেত্রে গেলা তাহা জানাইল ॥৫৭৩
শুনি এসকল মনে উপজিল যাহা ।
আনের শকতি কি কহিতে পারে তাহা ?৫৭৪
পুনঃ শ্রীনিবাসে কহে সস্নেহ বচনে ।
—নরোত্তমে দেখি শীঘ্র বড় সাধ মনে ॥৫৭৫
বুঝি নরোত্তম এথা আসিব ত্বরায় ।
বহু কার্য্য সিদ্ধি হবে তাঁহার দ্বারায় ॥৫৭৬
তাঁর সহ তুমি সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হৈয়া ।
দারুণ বিচ্ছেদ-জ্বালা হৈতে জুড়াইবা ॥৫৭৭
অহে বাপ ! ভাল হৈল আইল শীঘ্র করি' ।
এ সময়ে তোমারে দেখিলু নেত্রভরি' ॥৫৭৮
চিরায়ুঃ হইয়া কর ভক্তি উপার্জ্জন ।
ভক্তিগ্রন্থ সর্বত্র করহ বিতরন ॥৫৭৯
হইব স্বতন্ত্র লোক ছাড়িয়া স্বধর্ম ।
না বুঝিব গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের মর্ম্ম ॥৫৮০
এ সব পাষণ্ডে উদ্ধারিবা ভক্তিবলে ।
গাইব তোমার যশ বৈষ্ণব সকলে ॥৫৮১
তুমি কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের নিত্যদাস ।
প্রভু পূর্ণ করিব তোমার অভিলাষ ॥৫৮২
তোমার জননী তেঁহ পরম বৈষ্ণবী ।
কথোদিন রহ যাজিগ্রামে তাঁরে সেবি' ॥৫৮৩
তাঁর মনোবৃত্তি যাহা করিতেই হয় ।
ইথে কিছু তোমার নহিব অপচয় ॥৫৮৪
বিবাহ করহ বাপ —এই মোর মনে ।
এত কহি কহে পুনঃ শ্রীরঘুনন্দনে ॥৫৮৫
"বিবাহ করিতে কহি—কৈছে মনে লয় ?
শুনি কহে মো সবার মনে এই হয় ॥৫৮৬
ঠাকুর কহয়ে—ইথে না করহ ব্যাজ ।
শুনি শ্রীনিবাস পাইলেন বড় লাজ ॥৫৮৭
শ্রীঠাকুর নরহরি সর্ব্ব তত্ত্ব জানে ।
ঘুচাইল লজ্জাদি কহিয়া কত ভানে ॥৫৮৮
ঠাকুরের ঐছে ইচ্ছা আচার্য্য জানিল ।
প্রভু অদ্বৈতের স্বপ্নাদেশ বিচারিল ॥৫৮৯
মৌন ছাড়ি কহে—আজ্ঞা নারি লঙ্ঘিবার ।
আচার্য্য বচনে সুখ জন্মিল সবার ॥৫৯০
শ্রীঠাকুর নরহরি প্রিয় শ্রীনিবাসে ।
যাজিগ্রামে বিদায় করিলা স্নেহভাষে ॥৫৯১
শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাস করে ধরি' ।
প্রভুর প্রাঙ্গনে আইলেন ধীরি ধীরি ॥৫৯২

শ্রীখণ্ড-নিবাসী যত বৈষ্ণবের সনে
মিলিলেন শ্রীনিবাস প্রভুর প্রাঙ্গনে ॥৫৯৩
তথা কতোক্ষন রহি হইয়া বিদায়।
খণ্ড হৈতে যাজিগ্রামে গেলেন ত্বরায় ॥৫৯৪
তথা কতক্ষন রহি স্থির হৈতে নারে।
অতি শীঘ্র আইলেন কন্টকনগরে ৫৯৫
প্রেমাবেশে গৌরাঙ্গেরে দর্শন করিলা।
গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে ধূলিধূসর হইলা ॥৫৯৬
চলিলেন নির্জ্জনে যথা দাস গদাধর।
কি বলিব—তাঁর যৈছে ব্যাকুল অন্তর ॥৫৯৭
নাহিক ভোজন, পান কিছুই না ভায়।
ধূলায়-ধূসর সদা ধরনী লোটায় ॥৫৯৮
হেমপদ্ম জিনি সে না অঙ্গ সুমধুর।
হইল মলিন যৈছে বচনের দূর ॥৫৯৯
তিলার্দ্ধেক নাহি জীবনের আশ।
গোরাগুন গায় ক্ষনে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥৬০০
ক্ষনে নিত্যানন্দ গুন-চরিত্র সোঙরি'।
লইয়া অদ্বৈত নাম রহে মৌন ধরি ॥৬০১
ক্ষনে গদাধরপণ্ডিতের নাম লৈয়া।
রহয়ে কাতর নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥৬০২
"অহে গদাধর। পূর্ব্বে মনে যে আছিল।
আগে ছাড়ি গেলা মোর ভাগ্যে তা নহিল ॥৬০৩
ঐছে কত কহে, অন্যে বুঝিতে দুষ্কর।
গদাধরমহিমা জানেন গদাধর ॥৬০৪
পণ্ডিত শ্রীগদাধর দাস-গদাধরে।
যে অদ্ভুত স্নেহ তা বর্ণিতে কেবা পারে? ৬০৫
শ্রীনিবাস হেন গদাধর-আগে গিয়া।
ভূমে প্রনময়ে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥৬০৬
প্রভু গদাধর দেখি প্রিয় শ্রীনিবাসে।
বাহু পসারিয়া ক্রোড়ে কৈল স্নেহাবেশে ॥৬০৭

অতি অনুগ্রহে পুনঃ কহে ধীরে ধীরে।
—"প্রভুর ইচ্ছায় পুনঃ দেখিনু তোমারে ॥৬০৮
তুমি গৌড় হৈতে যৈছে গেলা বৃন্দাবন।
সেরূপ রহিলা তথা, কৈলা অধ্যয়ন ৬০৯ ॥
শ্রীগোপালভট্ট যৈছে দীক্ষামন্ত্র দিল।
প্রভুপ্রিয়গন যত অনুগ্রহ কৈল ॥৬১০
তথা অতি স্নেহে নরোত্তমেরে মিলিলা।
রামকেলি- গ্রামে প্রভু যারে আকর্ষিলা ॥৬১১
নরোত্তম সহ যৈছে ব্রজেতে ভ্রমন।
গৌড়েতে গমন যৈছে লৈয়া গ্রন্থগন ॥৬১২
যৈছে দস্যুরাজ গ্রন্থ হরিয়া লইল।
যৈছে বন বিষ্ণুপুরে গ্রন্থ প্রাপ্তি হৈল ॥৬১৩
এ সব শুনিলু বাপ। কহিতে কি আর?
মনে হয় নরোত্তমে দেখি একবার ॥৬১৪
ওহে শ্রীনিবাস। এই উপজে হিয়ার।
নরোত্তমদাস শীঘ্র আসিব এথায় ॥৬১৫
এত কহি অতি দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া।
কিছুকাল রহিলেন মৌনাবলম্বিয়া ॥৬১৬
কে বুঝিতে পারে চেষ্টা?—পুনঃ শ্রীনিবাসে।
ব্যাকুল হইয়া কহে গদগদ ভাষে ৬১৭
—নবদ্বীপে দেখি গিয়াছিলা যে প্রকার।
দিনে দিনে বাঢ়িল সে দুঃখের পাথার ।৬১৮
শ্রীবাসপণ্ডিত আদি প্রভুপ্রিয়গন।
দেখিতে দেখিতে প্রায় হৈলা সঙ্গোপণ ।৬১৯
যৈছে অদর্শন হৈলা দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
কহিতে না আইসে মুখে বিদরয়ে হিয়া ॥৬২০
প্রায় নবদ্বীপ হইলেন অন্ধকার।
যে কেহ আছেন মৃত্যুদশা সে সবার ॥৬২১
কি বলিব? এথা মুই আইনু তথা হৈতে।
রহিল নির্লজ্জ প্রান এ পাপ দেহেতে ॥৬২২

শুনি শ্রীনিবাস ধৈর্য ধরিতে না পারে।
হইলেন সিক্ত দুই নেত্র অশ্রুধারে ॥৬২৩
কতক্ষণে দাস গদাধর স্থির করি।
স্নেহাবেশে কহে শ্রীনিবাস মুখ হেরি ॥৬২৩
—চিরজীবী হৈয়া বাপ ॥ রহি পৃথিবীতে।
ভক্তিধর্ম প্রকাশিবে স্বগণ সহিতে ॥৬২৫
পরম দুর্লভ শ্রীপ্রভুর সঙ্কীর্তন।
নিরন্তর আস্বাদিবে লৈয়া নিজগণ ॥৬২৬
করিবে বিবাহ শীঘ্র—সবার সম্মত।
হইবেন অনেক তোমার অনুগত ॥৬২৭
ঐছে কত কহি অনুগ্রহে শ্রীনিবাসে।
করিলেন বিদায় যাইতে মাতা পাশে ॥৬২৮
শ্রীনিবাস বিদায় হইয়া গৃহে গেলা।
জননীর পরম আনন্দ বাড়াইলা ॥৬২৯
সমাচার পত্রী লিখি মনুষ্যের দ্বারে।
শীঘ্র পাঠাইয়া দিলা বন-বিষ্ণুপুরে ॥৬৩০
যাজি গ্রামে বিলসয়ে লৈয়া শিষ্যগণ।
গোস্বামীর গ্রন্থ করায়েন অধ্যয়ন ॥৬৩১
যৈছে সর্বশ্রেষ্ঠ মত গোস্বামী প্রকাশে।
তৈছে ব্যাখ্যা করান আচার্য শ্রীনিবাসে ॥৬৩২
কুমতাবলম্বী শুনি ভক্তির ব্যাখ্যান।
দূরে পলায়েন যৈছে সিংহ ভয়ে শান ॥৬৩২
সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি—জানি পণ্ডিতের গণ।
শ্রীনিবাসপদে আসি মাগয়ে শরণ ॥৬৩৪
এ সব শুনিতে যার উপজে আনন্দ।
তারে গণ-সহ কৃপা করে গৌরচন্দ্র ॥৬৩৫
শ্রদ্ধাযুক্ত জনেরে শুনায় সদা যেহ
কৃষ্ণভক্তিরসের সমুদ্রে ডুবে সেহ ॥৬৩৬
শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥৬৩৭

ইতি—
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি রত্নাকরে ভক্তিগ্রন্থ প্রকাশাদি বর্ণনং
নাম সপ্তমস্তরঙ্গঃ।

অষ্টম তরঙ্গ

জয় জয় গৌরচন্দ্র শচীর তনয়।
জয় জয় নিত্যানন্দাদ্বৈত প্রেমময় ॥১
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত শ্রীবাস।
জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুরারী হরিদাস ॥২
জয় গৌরীদাস শ্রীস্বরূপ দামোদর।
জয় গৌরচন্দ্রের যতেক পরিকর ॥৩
জয় জয় শ্রোতাগন গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥৪
ভক্তি শাস্ত্রে অধ্যাপক আচার্যঠাকুর।
মায়াবাদিগণের করয়ে দর্প চুর ॥৫
শিষ্যগণসঙ্গে যাজিগ্রামে বিলসয়।
নরোত্তম পথ সর্বক্ষণ নিরীক্ষয় ॥৬
শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কত দিনে।
আচার্যের সদা এই চিন্তা মনে মনে ॥৭

এথা শ্রীঠাকুর নরোত্তম হৃষ্ট হৈয়া।
নবদ্বীপ চলে গৌর চরিত্র চিন্তিয়া ॥৮
নবদ্বীপ সমীপে যাইয়া মহাশয়।
হইয়া ব্যাকুল মনে মনে কথা কয় ॥৯
—নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নিরন্তর সংকীর্ত্তন সুখের পাথার ॥১০
ঘরে ঘরে পরম উৎসব নিতি নিতি।
কেহ না জানয়ে কৈছে যায় দিবারাতি ॥১১
নবদ্বীপে নিরানন্দ নহে কুন জন।
নিরন্তর করি গৌরচন্দ্রের দর্শন ॥১২
এমন সময় মোর জনম নহিল।
সে সুখ সম্পত্তি না দেখিতে পাইল ॥১২
ঐছে কত কহি নেত্রজলে ভাসি যায়।
কথোদূরে গিয়া নবদ্বীপ পানে চায় ॥১৪
দেখিয়া অদ্ভুত শোভা নদীয়া নগরে।
আনন্দের নদী বহে প্রতি ঘরে ঘরে ॥১৫
চতুর্দ্দিকে ফিরে লোক হরিধ্বনি করি।
পরস্পর কহে গোরাচাঁদের মাধুরী ॥১৬
পরিকর মধ্যে গোরা ভুবনমোহন।
সঙ্কীর্ত্তনে করে অতি অদ্ভুত নর্ত্তন ॥১৭
জয় জয় কোলাহল হয় অনিবার।
পরম মঙ্গলময় শোভা নদীয়ার ॥১৮
দেখিতে দেখিতে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
আপনা না জানে নেত্রে ঝরে প্রেমজল ॥১৯
কতক্ষণে পুনঃ নেহারহে স্থির হৈয়া।
সুখের সমুদ্রে যেন ভাসয়ে নদীয়া ॥২০
হইয়া ব্যাকুল শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কি দেখিলুঁ স্বপ্নপ্রায়—মনে মনে কয় ॥২১
চলিতে না পারে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
বৈসে এক অপূর্ব অশ্বথ বৃক্ষতলে ॥২২

কি বলিব বৃক্ষের প্রভাব অতিশয়।
ছায়া স্পর্শমাত্র হৈলে ধৈর্য্যাদি উদয় ॥২৩
নরোত্তম পুনঃ মনে মনে বিচারিয়া।
চতুর্দিকে চায় আপনাকে প্রবোধিয়া ॥২৪
সেই পথে দেখে এক প্রাচীন বিপ্রেরে।
জিজ্ঞাসিতে চাহে কিছু জিজ্ঞাসিতে নারে ॥২৫
সে বিপ্রের প্রতিদিন আছয়ে নিয়ম।
বৃক্ষতলে আসিয়া রহয়ে কতক্ষণ ॥২৬
নিমাইর ক্রীড়াস্থান—ইথে প্রীত অতি।
চাহিয়া বৃক্ষের তলে চলে মন্দগতি ॥২৭
নরোত্তমে দেখি বিপ্র মনে বিচারয়।
নিমাই চান্দের কৃপাপাত্র এ নিশ্চয় ॥২৮
নহিলে এ দারুণ তাপেতে দগ্ধ হিয়া।
তাহাতেও বাঢ়ে সুখ ইহাতে দেখিয়া ॥২৯
কি অপূর্ব মূর্ত্তি! কিবা রূপের মাধুরী॥
কিবা দীর্ঘ নেত্রেতে ঝরয়ে প্রেমবারী ॥৩০
অকস্মাৎ ইহো এথা আইলা কোথা হৈতে।
ঐছে মনে বিচারি চাহয়ে জিজ্ঞাসিতে ॥৩১
নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসয়ে নরোত্তমে।
—'কি নাম তোমার বাপ। আইলা কোথা হনে" ॥৩২
নরোত্তম বিপ্রে নিজ পরিচয় দিয়া।
করিল প্রণাম অতি বিনীত হইয়া ॥৩৩
বিপ্র নরোত্তমের পাইয়া পরিচয়।
করিতেই কোলে নেত্রজলে সিক্ত হয় ॥৩৪
পরম বাৎসল্যে দৃঢ় আলিঙ্গন করি।
বৃক্ষতলে বসি কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥৩৫
—অহে বাপ নদীয়াতে হৈল যেই সুখ।
তাহা কি কহিব চতুর্মুখ পঞ্চমুখ ॥৩৬
যে দিন হইতে গেলা নিমাঞী ছাড়িয়া।
সে দিবস হৈতে শূন্য হইল নদীয়া ॥৩৭

অকস্মাৎ না জানি কি হৈল তাঁর মনে।
সন্ন্যাস গ্রহন কৈলা ভারতীর স্থানে ॥৩৮
কহিতে না আইসে মুখে সন্ন্যাসের কথা।
সোঙরিতে সে কেশ হিয়ায় বাঢ়ে ব্যথা ॥২৯
ভুবনমোহন বেশ দেখিনু নয়নে।
সে পরে কৌপীন—ইহা সহে কি পরাণে ?৪০
কি বলিব—কেবল বঞ্চিলা মো সবায়।
নহিলে কি নিমাই নদীয়া ছাড়ি যায় ?৪১
সর্ব তীর্থ ভ্রমি কৈল নীলাচলে বাস।
তথা নিজ গণসঙ্গে অদ্ভুত বিলাস ॥৪২
লোক গতায়াতে শুভ সংবাদ পাইয়া।
নবদ্বীপ বাসীর হইত হর্ষ হিয়া ॥৪৩
নীলাচলে তাঁর অদর্শন অকস্মাৎ ॥
শুনি নদীয়ায় যেন হৈল বজ্রঘাত ৪৪
নদীয়ায় নিমাইর অসংখ্য পরিকর ॥
প্রায় বহুজন হৈলা নেত্র অগোচর ॥৪৫
নদীয়ার যে দশা—কহিতে নাহি পার
দিনে দিনে নদীয়া হইছে অন্ধকার ॥৪৬
শ্রীবাস পণ্ডিত আদি অদর্শন হৈতে।
নদীয়ায় যে হৈল—তা কে পারে বর্ণিতে ?৪৭
নিমাঞীর পত্নী পতিব্রতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাঁর কথা কহিতে বিদীর্ণ হয় হিয়া ॥৪৮
সাক্ষাৎ শ্রীলক্ষ্মী—আলৌকিক গুণগন।
এই কথো দিনে তেঁহ হৈল অদর্শন ॥৪৯
নিমাঞীর বিচ্ছেদাগ্নি দহয়ে সবায়।
যে কেহ আছেন জিয়া সেহো মৃতুপ্রায় ॥৫০
নবদ্বীপবাসীর তিলেক ধৈর্য নাই।
শয়নে স্বপনে কহে—কোথা হে নিমাই ॥৫১
পরস্পর কহে লোকে নিমাই চরিত।
নিরন্তর ক্রন্দন করয়ে বিপরীত ॥৫২

নদীয়ার যে কেউ ছিলেন দুষ্টাচার।
কি বলিব এবে যৈছে খেদ সে সবার ॥৫৪
আনের কা কথা ?—মুই তর্কনিষ্ঠ ছিনু।
মনুষ্য বালক ভ্রমে চিনিতে নারিনু ॥৫৫
নিমাই সাক্ষাৎ নারায়ণ শাস্ত্রমতে।
অলৌকিক ক্রিয়া তাঁর ব্যাপিল জগতে ॥৫৬
বাল্যকালাবধি চেষ্টা দেখিনু তাঁহার।
তাহা সোঙারিতে হিয়া বিদরে আমার ॥৫৭
কি বলিব—এই যে অশ্বত্থবৃক্ষতলে।
করিতেন শাস্ত্রচর্চা মহাকুতুহলে ॥৫৮
যৈছে উড়ুগণেতে বেষ্টিত শশধর।
তৈছে শিষ্যবর্গ মধ্যে নিমাই সুন্দর ॥৫৯
দূরে হৈতে সে শোভা দেখিনু নেত্র ভরি।
অদ্যাপিহ তিলার্ধেক পাসরিতে নারি ॥৬০
অহে বাপ নরোত্তম ! কহি তোর ঠাঞি।
এক দিন এথা দেখা দিলেন নিমাঞী ॥৬১
চতুর্দিকে সহস্র সহস্র শিষ্যগণ।
তার মধ্যে বিলসয়ে শচীর নন্দন ॥৬২
দেখি সে অদ্ভুত শোভা মূর্ছিত হইনু।
চেতন পাইয়া দেখি—পুনঃ না দেখিনু ॥
কতক্ষণে স্থির হইয়া বিচারিনু মনে ॥
—নদীয়ার সদা বিহরয়ে শি[illegible] সনে ॥৬৪
সেই হৈতে প্রতিদিন আসিয়ে এথায়।
তাঁর ইচ্ছামতে আজি দেখিনু তোমায় ॥৬৫
নিমাইচান্দের কৃপাপাত্র হও তুমি ॥
তেঞি গোপনীয় কথা কহিলাম আমি ॥৬৬
শুনিয়া বিপ্রের অতি সস্নেহ বচন।
বিপ্রপদ ধূলি মাথে লৈলা নরোত্তম ॥৬৭
অশ্রুযুক্ত হইয়া বিপ্রের প্রতি কয়।
মু অজ্ঞেরে অনুগ্রহ কর মহাশয় ॥৬৮

বিপ্র নরোত্তমে কহে করি আলিঙ্গন।
—চিরকাল কর বাপ ভক্তি উপর্জ্জন ॥ ৬৯
ঐছে কহি কতক্ষণ রাখিলেন কোলে।
নরোত্তম অঙ্গ সিক্ত কৈলা নেত্রজলে ॥৭০
নরোত্তম প্রতি পুন ধীরে ধীরে কয়।
—নবদ্বীপ বসতি বিস্তার অতিশয় ॥৭১
সর্বত্রই দর্শন করিবে পরিক্রমে।
এ পথে প্রথমে যাইবে মায়াপুরে ॥৭২
তথা শচী জগন্নাথ মিশ্রের ভবন।
যথা অবতীর্ণ হইলেন নারায়ন ॥'৭৩
এত কহিতেই বিপ্র অধৈর্য হইলা।
নরোত্তম সেই পথে গমন করিলা ॥৭৪
নবদ্বীপ মধ্যে গ্রাম-নাম বহু হয়।
লোক জিজ্ঞাসিয়া মায়াপুরে প্রবেশয় ॥৭৫
তথা অতি কাতরে জিজ্ঞাসে কারু স্থানে।
—জগন্নাথ মিশ্রের ভবন কুন থানে ॥৭৬
তেঁহ কহে,—"এই পথে করহ গমন।
ঐ সেই জগন্নাথ মিশ্রের ভবন ॥ ৭৭
এত কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রের ধারায়।
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস নরোত্তম পানে চায় ॥৭৮
নরোত্তম নেত্রধারা নারে নিবারিতে।
ধীরে ধীরে প্রবেশে মিশ্রের ভবনেতে ॥৭৯
তথা শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী কৃপাময়।
নরোত্তমে দেখি মনে মনে বিচারয় ৮০
—যদ্যপিহ দারুন দুঃখেতে দগ্ধ হিয়া।
তথাপিহ পাই সুখ ইঁহারে দেখিয়া ॥৮১
ব্রজ হৈতে গ্রন্থ লৈয়া আইলা শ্রীনিবাস।
বুঝি—তাঁর প্রিয় এই নরোত্তম দাস ॥৮২
রামকেলি-গ্রামে প্রভু যাঁরে আকর্ষিলা।
সেই নরোত্তম—ঐছে মনে বিচারিলা ॥৮৩
নরোত্তম প্রতি কহে—কি নাম তোমার?
নরোত্তম পরিচয় দিল আপনার ৮৪
শুক্লাম্বর নিজ-পরিচয় জানাইয়া।
নেত্রজলে ভাসে নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া ॥৮৫
নরোত্তম লোটাইয়া পড়িলা চরনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥৮৬
কত কত খেদ প্রভু-প্রাঙ্গণে পড়িয়া।
ব্রহ্মচারী স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া ॥ ৮৭
তথা নরোত্তম প্রভু-প্রিয় ঈশানেরে।
করিতে প্রণাম ধৈর্য ধরিতে না পারে ॥ ৮৮
শ্রীঈশান নরোত্তমে করি আলিঙ্গন।
অতি স্নেহাবেশে মুখ করে নিরীক্ষণ ॥৮৯
নরোত্তম-প্রতি কহে অশ্রুযুক্ত হৈয়া।
ভাল কৈলা বাপ! এ সময়ে দেখা দিয়া ॥ ৯০
বৈষ্ণবের গতায়াতে তোমা সবাকার।
আদ্যোপান্ত শুনিলু সকল সমাচার ॥ ৯১
এত কহি পুনঃ কিছু কহিতে না পারে।
ব্রহ্মচারী নরোত্তমে নিল নিজ-ঘরে ॥ ৯২
তথা দামোদর পণ্ডিতের দরশনে।
হইয়া অধৈর্য প্রণমিলা সে চরণে ॥ ৯৩
ব্রহ্মচারী দিলা শ্রীপণ্ডিতে পরিচয়।
পণ্ডিত শ্রীনরোত্তমে দৃঢ় আলিঙ্গয় ॥ ৯৪
অতি স্নেহে নরোত্তমে কহে বার বার।
তোমারে দেখিতে সাধ ছিল মো সবার ॥ ৯৫
প্রভুর ইচ্ছায় প্রাণ আছয়ে শরীরে।
ভাল হৈল আইলা শীঘ্র দেখিনু তোমারে ॥ ৯৬
এ হেন দারুণ দুঃখ না পারি সহিতে।
বুঝি—শ্রীনিবাসে পুনঃ না পাব দেখিতে ॥ ৯৭
ঐছে কত কহি নরোত্তমে স্থির কৈল।
শ্রীপতি শ্রীনিধি-আদি সবে মিলাইল ॥ ৯৮

সঙ্গোপন হৈলা যে যে প্রভু-প্রিয়গণ।
সে সকলে স্বপ্নচ্ছলে দিলেন দর্শন ॥ ৯৯
প্রভু-পরিকরে অনুগ্রহ কৈল যত।
তাহা একমুখে বর্ণিব আমি কত ॥ ১০০
নরোত্তমে অল্পদিন রাখি নদীয়ায়।
সবে শীঘ্র নীলাচলে করিলা বিদায় ॥ ১০১
নরোত্তম সর্বত্রই বিদায় হইয়া
ভাসে নেত্রধারায় ধরিতে নারে হিয়া ॥ ১০২
প্রভুর ভবনে আসি ঈশান ঠাকুরে।
আজ্ঞা মাগিলেন নীলাচল যাইবারে ॥ ১০৩
প্রভুপ্রিয় ঈশানঠাকুর অতি স্নেহে।
ব্যাকুল হইয়া নরোত্তম-প্রতি কহে ॥ ১০৪
অহে নরোত্তম! শীঘ্র যাইবে শ্রীক্ষেত্রে।
দিনে দিনে অন্ধকার হয়েছে সর্বত্রে ॥ ১০৫
এই কত দিবস হৈল—তথাকার।
লোকদ্বারে পাইনু সকল সমাচার ॥ ১০৬
গোপীনাথ আচার্য্যাদি প্রভুর ইচ্ছায়।
যেরূপ আছেন তাহা কহা নাহি যায় ॥ ১০৭
তথা গিয়া তা সবার দর্শন করিবে।
শ্রীখণ্ড কণ্টক-নগরেতে শীঘ্র যাবে ॥ ১০৮
শ্রীনিবাস-সহ পুনঃ আসিবে এথায়।
পুনঃ দেখি—মনে এই,—কহিল তোমায় ॥ ১০৯
না জানি—ইহার মধ্যে কখন কি হবে।
শান্তিপুর, খড়দহ হইয়া যাইবে ॥ ১১০
এত কহি করিলেন মৌনাবলম্বন।
কে বুঝে অন্তর—অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ১১১
নরোত্তম অতিশয় ব্যাকুল অন্তরে।
নবদ্বীপ হইতে চলিলা শান্তিপুরে ॥ ১১২
হইয়া নিমগ্ন সীতানাথের লীলায়।
করে কত খেদ—তাহা কহেন না যায় ॥১১৩
শান্তিপুর-গ্রাম পানে করি নিরীক্ষণ।
হইনু বঞ্চিত বলি করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১৪
প্রভু শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুর-পুরন্দর।
শান্তিপুরে বিহরে প্রপঞ্চ অগোচর ॥১১৫
নরোত্তমে কৃপার অবধি প্রকাশিল।
পূর্ব্বদিন শ্রীঅচ্যুতানন্দে জানাইল ॥১১৬
শ্রীঅচ্যুতানন্দ পথ-পানে নিরীখয়।
এথা নরোত্তম শান্তিপুরে প্রবেশয় ॥১১৭
শান্তিপুরবাসী লোক প্রভু সঙ্গোপনে।
যেরূপে আছেন তা বর্ণিব কোনজনে ?১১৮
নরোত্তম আচার্যভবন জিজ্ঞাসিতে।
কান্দিয়া কহয়ে কেউ—যাহ ঐপথে ॥১১৯
নরোত্তম-নয়নে অনেক ধারা বয়।
চলে সেই পথে অতি ব্যাকুল হৃদয় ॥১২০
প্রভু সীতানাথ করি' অতি অনুগ্রহ।
অলক্ষিত দেখা দিল গনসহ ॥১২১
নরোত্তম প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইলা।
প্রভুর ইচ্ছায় শীঘ্র চেতন পাইলা ॥১২২
প্রভুর মন্দিরে প্রবেশয়ে স্থির হৈয়া।
দেখেন—অচ্যুতানন্দ আছেন বসিয়া ॥১২৩
বিনা পরিচয়ে পরিচয় ব্যক্ত হৈল।
নরোত্তম শ্রীঅচ্যুতানন্দে প্রনমিল ॥১২৪
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু বিচ্ছেদ কাতর।
হইল মলিন ক্ষীন হেম কলেবর ॥১২৫
নরোত্তম-পানে চাহি অধৈর্য হৃদয়।
বাহু পসারিয়া প্রেমাবেশে আলিঙ্গয় ॥১২৬
সিঞ্চয় শ্রীনয়নের জলে কলেবর।
কে বুঝিতে পারে যৈছে অধৈর্য অন্তর ॥১২৭
নরোত্তম-প্রতি কহে সুমধুর কথা।
বহুদিন তোমারে রাখিতে নারি এথা ॥১২৮

এসময়ে বিলম্বের নাহি প্রয়োজন।
শীঘ্র নীলাচল-চন্দ্র করহ দর্শন ১২৯
তথা প্রভুর গন শীঘ্র করিব বিদায়।
সাধিব অনেক কার্য তোমার দ্বারায় ॥১৩০
ঐছে কত কহি শ্রীঅদ্বৈত নরোত্তমে।
মিলাইলা প্রভু অদ্বৈতের প্রিয়গনে ॥১৩১
সকলেই নরোত্তমে অতি স্নেহ করি।
রাখিলেন শান্তিপুরে তিন দিন চারি ॥১৩২
নীলাচল যাইতে শীঘ্র করিলা বিদায়।
নরোত্তম-যাত্রা যৈছে কহন না যায় ॥১৩৩
শীঘ্র হরিনদী গ্রামে গঙ্গা পার হৈয়া।
নিতাই-চৈতন্য দেখে অম্বিকায় গিয়া ॥১৩৪
নিতাই-চৈতন্য গৌরীদাসের জীবন।
কিবাদ্ভুত সেবা-শোভা ভুবনমোহন !! ১৩৫
নরোত্তম প্রভুর প্রাঙ্গনে লোটাইয়া।
করেন প্রনাম নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥১৩৬
হৃদয়চৈতন্য-আদি প্রভুপ্রিয়গন।
সবা-সহ হৈল অতি অদ্ভুত মিলন ॥১৩৭
হইল যে সব কথা তা সবার সনে।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থবাহুল্যকারনে ॥১৩৮
নরোত্তমে অতি স্নেহ করিয়া সকলে।
করিলেন বিদায় যাইতে নীলাচলে ॥১৩৯
সকলের নয়নে বহয়ে অশ্রুধার।
নরোত্তম নেত্রে অশ্রু বহে অনিবার ॥১৪০
নিতাই-চৈতন্য পদে আত্ম সমর্পিয়া।
অম্বিকা হইতে চলে ব্যাকুল হইয়া॥ ১৪১

যে সকল গ্রামে বৈসে প্রভু প্রিয়গন।
যে সকল গ্রাম হৈয়া করিলা গমন ॥১৪২
কি অপূর্ব্ব গমন ! চাহয়ে চারিভিতে
সপ্তগ্রাম দেখি প্রনময়ে দূর হৈতে ॥১৪৩
সপ্তঋষি-তপস্যার স্থান শোভাময়।
শ্রীগঙ্গা, যমুনা সরস্বতী ধারাত্রয় ॥১৪৪
সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ হরে।
যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে ॥১৪৫
যৈছে সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের গমন।
সংক্ষেপে কহিয়ে এথা ইথে দেহ মন ॥১৪৬
নীলাচলে শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের আদেশে।
যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দদেব গৌড়দেশে ॥১৪৭
উৎকল হইতে গৌড়দেশ প্রবেশিয়া
গৌড়পৃথ্বী প্রশংসয়ে প্রেমে মত্ত হৈয়া ॥১৪৮
গৌড়ভুমি যৈছে তা নাহয় বর্ণন।
বহু পুন্যতীর্থের যে মস্তক ভূষন ॥১৪৯

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে দ্বিতীয়াঙ্কে ১৪শ শ্লোকে—

গৌড়ক্ষোণী জয়তি কতমা পুণ্যতীর্থাবতংস-
প্রায়া যাসৌ বহতি নগরীং শ্রীনবদ্বীপনাম্নীম্।
যস্যা চাহীকরবর চেরীশ্বরস্যাবতারো
যস্মিন্ মূর্তা পুরি পুরি পরিস্পন্দতে ভক্তিদেবী ॥ ১৫০

তীর্থময় গৌড়পৃথ্বী—মহিমা কে জানে ?
প্রভু ইচ্ছা হৈল কতদিন পর্যটনে ॥১৫১
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অা ২।১৭৫) ৩

কোন গৌড়ভূমির জয়কার ?—যাহা পুন্যতীর্থ ভূমিগুলির শিরোভূষন স্বরূপা; নবদ্বীপ নামক নগরীকে ধারন করিয়াছে; যাহাতে উত্তম স্বর্ণকান্তি বিশিষ্ট ঈশ্বরের অর্থাৎ শ্রীগৌর সুন্দরের অবতার। যে অবতারে ভক্তিদেবী মূর্তিমতী হইয়া নগরে নগরে আত্ম প্রকাশ করিতেছেন ।১৫০

শেষখণ্ডে নিত্যানন্দ কতেক দিবস।
করিলেন পৃথিবীতে পর্যটন রস ॥১৫২
পর্যটন করিতে নিতাইর অতি প্রীত।
যাতে হয় সকল জীবের মহা-হিত ॥১৫৩
সর্বতীর্থময় গঙ্গা,—তাঁর দুই পার্শ্বে।
করয়ে ভ্রমণ নিত্যানন্দ মহাহর্ষে ॥১৫৪
নদীয়ায় শ্রীশচীমায়ের দরশনে।
যাইবেন শীঘ্র,—এই হইয়াছে মনে ॥১৫৫
রামদাস, গদাধর দাসাদি সহিত।
পাণিহাটী গ্রামে প্রভু হৈলা উপনীত ॥১৫৬
প্রথমে রাঘব পণ্ডিতের আলয়েতে।
সঙ্কীর্তনারম্ভ—সুখ ব্যাপিল জগতে ॥১৫৭
মহাভক্ত রাঘবের জনম তথাই।
ভক্ত জন্ম স্থানের মহিমা অন্ত নাই ॥১৫৮
তথাহি তত্রৈব(শ্রীচৈ ভা আ ২।৩০)—
যে কুলে যে দেশে ভাগবত অবতরে।
তাহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তরে ॥১৫৯
পানিহাটি গ্রামে শুনি প্রভুর গমন।
চতুর্দিক হইতে আইসে ভক্তগন ॥১৬০
যে স্থান হইয়া ভক্ত করয়ে পয়ান।
পুণ্য তীর্থময় হয় সে সকল স্থান ॥১৬১
তথাহি তত্রৈব—(শ্রীচৈ ভা আ ২।৩১)
যে স্থানে বৈষ্ণব জন করেন বিজয়।
সে স্থান হয় অতি পুণ্য তীর্থময় ॥১৬২
ভক্ত সঙ্গে কি অদ্ভুত প্রভুর বিলাস।
পাণিহাটী-গ্রামে নানা ভাবের প্রকাশ ॥১৬৩
যে বিলাস দাস গদাধরের মন্দিরে।
তাহা একমুখে কে কহিতে শক্তি ধরে ? ১৬৪
খড়দহে প্রভু পদ্মাবতীর তনয়।
নিরন্তর সঙ্কীর্তনে মত্ত অতিশয় ॥১৬৫
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয় যথা।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম প্রকাশিলা তথা ॥১৬৬
নানা গ্রামে লোকে করিয়া দুঃখ দূর।
সপ্তগ্রামে হৈল শুভ গমন প্রভুর ॥১৬৭
উদ্ধারনদত্তে প্রভু কৈল আত্মসাৎ।
তথা যে বিলাস তাহা জগতে বিখ্যাত ॥১৬৮
তথাহি তত্রৈব (শ্রীচৈ ভা অন্ত্য ৫।৪৪৯)
উদ্ধারনদত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন মহাপ্রভু ত্রিবেনীর তীরে ॥১৬৯
কায়-মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরন।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত উদ্ধারন ॥১৭০
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা অধিকার।
পাইলেন উদ্ধারন—কিবা ভাগ্য আর ? ১৭১
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর।
জন্ম জন্ম উদ্ধারন তাঁহার কিঙ্কর ॥১৭২
যতেক বণিককুলে উদ্ধারন হৈতে।
পবিত্র হইল—দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥১৭৩
বণিক্ তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার।
বনিকেরে দিল প্রেমভক্তি-অধিকার ॥১৭৪
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্তনে বিহরে ॥১৭৫
বণিক সকল নিত্যানন্দের চরন।
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরন ॥১৭৬
বণিক সবার কৃষ্ণ ভজন দেখিতে।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥১৭৭
নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহিমা অপার।
বণিক অধম মূর্খে যে কৈল উদ্ধার ॥১৭৮
সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দ মহাবলরায়।
গনসঙ্গে সঙ্কীর্তন করেন লীলায় ॥১৭৯

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্তন বিহার।
শত বৎসরে ও তাহা নারি বর্ণিবার ॥১৮০
পূর্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম-পুরে ॥১৮১
বণিকের সৌভাগ্য জানিবে কুন জন।
ঐছে বহু বর্ণিল ঠাকুর বৃন্দাবন ॥১৮২
উদ্ধারনদত্ত প্রেমে মত্ত নিরন্তর।
করেন প্রভুর সেবা আনন্দ অন্তর ॥১৮৩
সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেনীর ঘাটে।
দেখে নানা রঙ্গ রহি প্রভুর নিকটে ॥১৮৪
যে যে স্থানে প্রভু নিত্যানন্দের বিজয়।
সে সকল স্থান হৈল সর্বতীর্থময় ॥১৮৫
গৌড়ভূমে যত তীর্থ কে করু গনন ?
প্রভুসঙ্গে সর্ব তীর্থ ভ্রমে উদ্ধারন ॥১৮৬
শান্তিপুরে প্রভু নিত্যানন্দ মহারঙ্গে।
মিলিলেন শ্রীঅদ্বৈত ঈশ্বরের সঙ্গে ॥১৮৭
তথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা গমন।
নিত্যানন্দ-অঙ্গে শোভে নানা আভরন ॥১৮৮
শ্রীচরণে নূপুরের ধ্বনি মনোহর॥
উপমার স্থান নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতর ॥১৮৯
শেষখণ্ড-সূত্রে নারায়নীর তনয়।
বর্ণিলেন নিত্যানন্দ-চন্দ্রের বিজয় ॥১৯০

তথাহি তত্রৈব(শ্রীচৈ ভা আ ২।১৭৬)—
অনন্ত চরিত্র কে বা বুঝিবারে পারে ?
চরণে নূপুর সর্ব মথুরা বিহরে ॥১৯১
মথুরা নবদ্বীপ ভেদ কভু নয়
যে মথুরা সেই নবদ্বীপ সুনিশ্চয় ॥১৯২
নদীয়া বিহারে পদ্মাবতীর কুমার।
নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর ॥১৯৩

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্ত্য-পঞ্চমে)

রজত নূপুর মল্ল শোভে শ্রীচরণে।
পরম মধুর ধ্বনি গজেন্দ্র গমনে ॥১৯৪
প্রতি ঘরে ঘরে সব পরিষদ সঙ্গে।
নিরবধি বিহরেন সঙ্কীর্তন রঙ্গে ॥১৯৫
নবদ্বীপে যে হেন মথুরা রাজধানী।
ঐছে কত কহেন তা কহিতে না জানি ॥১৯৬
নবদ্বীপে নিত্যানন্দ শ্রীশচীমাতায়।
যে আনন্দ দেন তাহা কহনে না যায় ॥১৯৭
গণসহ নদীয়া প্রদেশ পর্যটনে।
যে অদ্ভুত লীলা তা বর্ণিব কুন জনে ॥১৯৮
নিত্যানন্দ গুণে মগ্ন দত্ত উদ্ধারণ।
নিরন্তর সেবে নিত্যানন্দের চরণ ॥১৯৯
হেন উদ্ধারণ ঠাকুরের সপ্তগ্রামে।
নরোত্তম প্রবেশে বিহ্বল হৈয়া প্রেমে ॥২০০
লোকে জিজ্ঞাসয়ে উদ্ধারণের আলয়।
করিয়া ক্রন্দন কেহ কহে—'এই হয় ॥২০১
প্রভুর বিচ্ছেদ দুঃখে দহি অনুক্ষণ।
এই কতদিন হৈল—হৈল সঙ্গোপন ॥২০২
তাঁর অপ্রকটে সপ্তগ্রাম অন্ধকার।'
শুনি নরোত্তমনেত্রে বহে অশ্রুধার ॥২০৩
হইলা ব্যাকুল যৈছে কহনে না যায়।
প্রভুপ্রিয় যে ছিলেন মিলিলা তাঁহায় ॥২০৪
সপ্তগ্রাম হৈতে চলে গঙ্গাতীরে তীরে।
যথা যে ভক্তের স্থিতি মিলে সে সবারে ॥২০৫
খড়দহগ্রামে প্রবেশিতে মহাশয়।
দেখে যে রহস্য তাহা কহিল না হয় ॥২০৬
প্রভু নিত্যানন্দ মনোরথ পূর্ণ কৈলা।
প্রভুর ইচ্ছায়ে নরোত্তম স্থির হৈলা ॥২০৭

প্রভুর ভবন-পানে করিতে গমন।
প্রভুপরিকর সহ হইল মিলন ॥২০৮
সবে শীঘ্র প্রভুর ভবনে লৈয়া গেলা।
শ্রীঈশ্বরী প্রতি এ সম্বাদ জানাইলা ॥২০৯
শ্রীবসু জাহ্নবী দোঁহে বীর ভদ্র সনে।
বসিয়া ছিলেন প্রভুর চরিত্র কথনে ॥২১০
শুনি অকস্মাৎ নরোত্তমের গমন।
যদ্যপি ব্যাকুল তবু হর্ষ হৈল মন ।২১১
শীঘ্র অন্তঃপুরে নরোত্তমে বোলাইলা।
নরোত্তম গিয়া পাদপদ্মে প্রণমিলা ২১২
সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা বসু জাহ্নবী ঈশ্বরী।
অনুগ্রহ কৈল যত কহিতে না পারি ।২১৩
নরোত্তমে দুই চারি দিবস রাখিলা।
কৃষ্ণকথা রসে দিবানিশি গোঙাইলা ॥২১৪
প্রেমের আবেশে নরোত্তম প্রশংসয়।
—'মহাশয় খ্যাতি যে ইহার যোগ্য হয় ॥২১৫
ঐছে পরস্পর কত কহিয়া বিরলে।
নরোত্তমে বিদায় করয়ে নীলাচলে ॥২১৬
গমনের কালে শ্রীজাহ্নবী ধীরে ধীরে।
না জানি কি কহিলা সে নয়নের নীরে ॥২১৭
প্রভু বীরভদ্র অতি মধুর ভাষায়।
নরোত্তমে যে কহিল কহা নাহি যায় ।২১৮
শ্রীপরমেশ্বরীদাস ব্যাকুল হইয়া।
পথের সন্ধান সব দিলেন কহিয়া ॥২১৯
মহেশপণ্ডিত আদি অতিশয় স্নেহে।
নরোত্তমে বিদায় করিয়া স্থির নহে ॥২২০
নরোত্তমে ভূমে পড়ি প্রণমি সবার।
খড়দহ হৈতে চলে ব্যাকুল হিয়ায় ॥২২১
নীলাচল-পথের পথিক নরোত্তম।
যথা ভক্তালয় তথা করয়ে গমন ॥২২২
খানাকুল-কৃষ্ণনগরেতে শীঘ্র গেলা।
শ্রীঠাকুর অভিরাম পদে প্রণমিলা ॥২২৩
নিত্যানন্দ-বিচ্ছেদে তাঁহার বাহ্য নাই।
ঐছে শ্রীমালিনী —উপমার নাই ঠাঁই ॥২২৪
মালিনী-সহিত তেঁহ বহু কৃপা কৈলা।
নীলাচল যাইতে ত্বরায় আজ্ঞা দিলা ॥২২৫
শ্রীঅভিরামের চেষ্টা দেখি নরোত্তম।
অত্যন্ত ব্যাকুল—নেত্রে ধারা নদীসম ॥২২৬
গোপীনাথ-সেবা দেখি উথলে হৃদয়।
বিদায় হইল' যৈছে কহিল না হয় ॥২২৭
যে দেশে ছিলেন যত প্রভুপ্রিয়গন।
সে সব ভক্তের সঙ্গে হইল মিলন ॥২২৮
সোঙরি ভক্তের-গুন ভাসি নেত্রজলে।
অতি অল্পদিনেই গেলেন নীলাচলে ॥২২৯
তথা গোপীনাথ আচার্যাদি প্রভুগন।
নরোত্তম পথপানে করে নিরীক্ষন ॥২৩০
প্রভুর আদেশ পূর্বে আছে এ সকলে।
নরোত্তমে প্রবোধ করিতে নীলাচলে ॥২৩১
প্রভু প্রিয়গনের অন্তর বৃত্তি যাহা।
কে আছে এমন বর্নিতে পা র তাহা ॥২৩২
কানাথ খুটিয়া প্রতি গোপীনাথ কয়।
নরোত্তমে দেখি শীঘ্র এই মনে হয় ॥২৩৩
এতদিন আছে দেহ প্রভুর ইচ্ছাতে।
আর কতদিন বা থাকিব এই মনে হয় ॥
তেঁহ কহে লোকমুখে শুনিনু সকল।
নবদ্বীপ হইয়া আসিবেন নীলাচল ॥২৩৫
বুঝি—এথা আসিতে বিলম্ব নাহি আর।
ঐছে কত কহে—চেষ্টা বুঝে শক্তি কার ? ২৩৬
শ্রীশিখি মাহাতি আদি গোপীনাথে কয়।
শ্রীজগন্নাথের হৈল দর্শন সময় ॥২৩৭

শুনি গোপীনাথাচার্য প্রিয়গন সনে।
চলিলেন জগন্নাথদেবের দর্শনে ॥২৩৮
পরস্পর শ্রীনরোত্তমের কথা কয়।
যৈছে রামকেলি গ্রামে প্রভু আকর্ষয় ॥২২৯
প্রভু অনুগ্রহ যৈছে কহিতে কহিতে।
জগন্নাথালয়ে যান সিংহদ্বার পথে ॥২৪০
প্রভুর বিচ্ছেদে দেহ অতিশয় ক্ষীন।
তথাপিহ সূর্য্যপ্রায় যদ্যপি মলিন ॥২৪১
কহিতে কি—করুনার মূর্তি এ সকলে।
যে দেখে বারেক সে ভাসয়ে নেত্রজলে ॥২৪২
দূরে রহি নরোত্তম দেখি এ সবায়।
নয়নে বহয়ে ধারা অধৈর্য হিয়ায় ॥২৪৩
প্রভুপ্রিয়গন হেন মনেতে বিচারে।
পরিচয় পাইল কুন ব্রাহ্মনের দ্বারে ॥২৪৪
এথ সিংহদ্বারে কেহ কারু প্রতি কয়।
অদ্য নরোত্তম আসিবেন মনে লয় ॥২৪৫
এত কহিতেই শুভ সংবাদ পাইয়া।
নরোত্তমপানে সবে রহয়ে চাহিয়া ॥২৪৬
শ্রীনরোত্তমের ভক্তিময় কলেবর।
দীর্ঘ দুই নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর ॥২৪৭
অদ্ভুত প্রেমের গতি!—অধৈর্য অন্তরে।
ভূমে পড়ি প্রনময়ে প্রভু পরিকরে ॥২৪৮
সবে প্রেমাবেশে নরোত্তমে আলিঙ্গিল।
নরোত্তম অঙ্গ নেত্রজলে সিক্ত হৈল ২৪৯
যদ্যপি দারুন দুঃখে দগ্ধ অনিবার।
তথাপিহ আনন্দ সে জন্মিল সবার ॥২৫০
সবে অতি অনুগ্রহ করি কত কৈয়া।
জগন্নাথ-আগে গেলা নরোত্তমে লৈয়া ॥২৫১
নরোত্তম প্রেমাবেশে অধৈর্য হৃদয়।
জগন্নাথ বলদেব শোভা নিরীখয় ॥২৫২
মেঘপুঞ্জ, অঞ্জনঃ রজত কুন্দ জিনি।
রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প নিছনি ॥২৫৩
বদনচন্দ্রমা আলা করে ত্রিভুবন।
জগৎ মোহয়ে কিবা শ্রীপদ্মলোচন ॥২৫৪
কিবা বাহু বিশাল ভঙ্গিমা মনোহর।
ঝলমল করে নানা ভূবন সুন্দর ॥২৫৫
দুই দিকে দুই প্রভু—সুভদ্রা মধ্যেতে।
বিলসয়ে সুদর্শনচক্রের সহিতে ॥২৫৬
অনিমিখ নেত্রে নরোত্তম নিরখিয়া।
ভাবাবেশে অধৈর্য ধরিতে নারে হিয়া ॥২৫৭
দেখি সে অদ্ভুত চেষ্টা প্রভু প্রিয়গণ।
হইল বিহ্বল—অশ্রু নহে নিবারন ॥২৫৭
গোপীনাথাচার্য্য নরোত্তমে স্থির কৈল।
প্রভুর সেবক মালা-প্রসাদ আনি দিল ॥২৫৯
নরোত্তমে লইয়া আচার্য ধীরে ধীরে।
জগন্নাথালয় হৈতে আইলা নিজঘরে ॥২৬০
নীলাচলে যে ছিলেন প্রভু প্রিয়গন।
সে সবে শুনিলা নরোত্তমের গমন ॥২৬১
যদ্যপি দারুন দুঃখে দগ্ধ অনুক্ষন।
তথাপি সবার হৈল উল্লসিত মন ॥২৬২
গোপীনাথাচার্য সে সবার মিলাইতে।
নরোত্তম সঙ্গে দিলা বিপ্র জগন্নাথে ॥১৬৩
নরোত্তম তাঁ সহ চলয়ে সব ঠাঁই।
প্রভুগনে মিলে যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥২৬৪
হরিদাসঠাকুরের সমাধি দর্শনে।
কৈল যে বিলাপ তা বর্নিতে কে বা জানে?২৬৫
গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী ছিলা যথা।
অতিশয় ব্যাকুল হইয়া গেলা তথা ॥২৬৬
গোপীনাথে প্রনমিলা পড়িয়া ভূমেতে।
গদাধরগুনে কান্দে সে শোভা দেখিতে ॥২৬৭

তথা যে আছেন পণ্ডিতের প্রিয়গন।
তাঁ সবার চেষ্টা দেখি ধরে দুনয়ন ॥২৬৮
শ্রীমামুগোস্বামী নরোত্তমে নিরখিয়া।
আলিঙ্গন কৈল অতি অধৈর্য হইয়া ॥২৬৯
নেত্রজলে সিঞ্চিয়া কহয়ে বার বার।
—প্রভুর ইচ্ছায় দেখা হইল তোমার ॥২৭০
বৈষ্ণবের গতায়াতে সকল শুনিনু।
সাধ ছিল তোমারে দেখিতে—দেখা পানু ॥ ২৭১
ঐছে কত কহি নরোত্তম কর ধরি।
লইয়া নির্জনে পুনঃ কহে ধীরি ধীরি ॥২৭২
ওহে নরোত্তম! এই টোটা নিরখিতে।
নিরন্তর কান্দে প্রাণ, নারি নিবারিতে ॥২৭৩
দেখ যে আরাম মধ্যে অতি রম্যস্থান।
এথা যে কৌতুক তা দেখিল ভাগ্যবান ॥২৭৪
মোর প্রভু গদাধর বসিয়া এথায়।
পড়িতো শ্রীভাগবত বিহ্বল হিয়ায় ॥২৭৫
শ্রীমুখ তুলিয়া যে সকল অর্থ কহে।
তাহে কত কত প্রেমানন্দ নদী বহে ॥২৭৬
সে কথা শুনিতে সাধ কে বা নাহি করে?
যে শুনে বারেক কভু সে নাহি পাসরে ॥২৭৭
গদাধর-প্রাননাথ প্রভু গৌরহরি।
এথা বসি শুনিত সে ব্যাখ্যার মাধুরী ॥২৭৮
এইখানে বৈসে প্রভু নিত্যানন্দ রায়।
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য প্রভু বসিতো এথায় ॥২৭৯
এথা শ্রীস্বরূপ দামোদর বক্রেশ্বর।
শ্রীমুরারীগুপ্ত এথা দাস গদাধর ॥২৮০
শ্রীমুকুন্দ, নরহরি বসি এইখানে।
এক দৃষ্ট্যে চাহে গোস্বামীর মুখপানে ॥২৮১
রায় রামানন্দ আদি প্রভু প্রিয়গন।
এইসব স্থানে বৈসে—তেজ সূর্যসম ॥২৮২
প্রভু পরিকর-শোভা কে পারে কহিতে॥?
দেবের সমাজ লজ্জা পায় নিরখিতে ॥২৮৩
রথযাত্রাকালে ঐছে বিলাসে এথায়।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায় ॥২৮৪
অহে নরোত্তম! দাস গদাধর সনে।
করিতেন কতেক আলাপ এ নির্জনে ॥২৮৫
খণ্ডবাসী নরহরি প্রতি স্নেহ করি।
এথা যে কহিল তাহা কহিতে না পারি ॥২৮৬
দামোদরে লইয়া শ্রীগোস্বামী এথায়।
কহিলেন যত তাহা রহিল হিয়ায়।
প্রভু গৌরচন্দ্র সেবা সময় জানিয়া।
গোপীনাথ-আগে এথা রহে দাঁড়াইয়া ॥২৮৮
দেখি সে শিঙার প্রশংসয়ে বারে বারে।
সে সব সোঙরি হিয়া না জানে কি করে ॥২৮৯
গোস্বামীর গোপীনাথ সেবা ক্ষেত্রে স্থিতি।
—এই দুই নিয়ম, নাই অন্যত্র্যেতে গতি ॥২৯০
নীলাচলে রহিবেন শ্রীগৌর সুন্দর।
এ হেতু নিয়ম, সঙ্গ ছাড়িতে দুষ্কর ॥২৯১
ক্ষেত্র হৈতে গৌরাঙ্গের অন্যত্র গমনে।
গোস্বামী নিয়ম ছাড়ি চলে তাঁর সনে ॥২৯২
কতরূপে নিষেধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর।
তথাপি ব্যাকুল রত্নাবতীর কোঙর ॥২৯৩
অহে নরোত্তম! কত কব সে চরিত?
প্রভু সঙ্গে চলে যৈছে—সর্বত্র বিদিত ॥২৯৪
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে(ম ১৬।১৩০-১৪৩)—
গদাধর পণ্ডিত যবে সঙ্গেতে চলিলা।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস না ছাড়িহ প্রভু নিষেধিলা ॥২৯৫

পণ্ডিত কহে,—যাহাঁ তুমি সেই নীলাচল।
ক্ষেত্র সন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥২৯৬
প্রভু কহে, ইহাঁ কর গোপীনাথ সেবন।
পণ্ডিত কহে,—কোটি সেবা ত্বৎপাদ দর্শন ॥২৯৭
প্রভু কহে,—"সেবা ছাড়িবে আমায় লাগে দোষ।
ইহঁ রহি সেবা কর—আমার সন্তোষ ॥২৯৮
পণ্ডিত কহে সব দোষ আমার উপর।
তোমা সঙ্গে না যাইব, না যাইব তোমা লাগি
প্রতিজ্ঞা-সেবা-ত্যাগ-দোষ আমি তার ভাগী ॥৩০০
এত বলি পণ্ডিত-গোসাঞি পৃথক চলিলা।
কটক আসি—প্রভু তাঁরে সঙ্গে আনাইলা ॥৩০১
পণ্ডিতের গৌরাঙ্গ প্রেম বুঝন না যায়।
প্রতিজ্ঞা-শ্রীকৃষ্ণসেবা ছাড়িল তৃণপ্রায় ॥৩০২
তাঁহার চরিত্রে প্রভু অন্তরে সন্তোষ।
তাঁর হাতে ধরি কহে করি প্রণয়রোষ ॥৩০৩
প্রতিজ্ঞা, সেবা ছাড়িবে এ তোমার উদ্দেশ।
সে সিদ্ধ হইল—ছাড়ি আইলা দূরদেশ ॥৩০৪
আমার সঙ্গে রহিতে চাহ, বাঞ্ছ নিজ সুখ।
তোমার দুই ধর্ম যায়—আমার হয় দুঃখ ॥৩০৫
মোর সুখ চাহ যদি নীলাচলে চল।
আমার শপথ,—যদি আর কিছু বল ॥৩০৬
এত বলি মহাপ্রভু নৌকাতে চড়িলা।
মূর্চ্ছিত হঞা পণ্ডিত তথাই পড়িলা ॥৩০৭
পণ্ডিত লঞা যাইতে সার্বভৌমে আজ্ঞা দিলা।
ভট্টাচার্য কহে উঠ ঐছে প্রভুর লীলা ॥৩০৮
দেখি এ অদ্ভুত চেষ্টা প্রভুপ্রিয়গণ।
হইলা বিস্ময়—সবে বুঝিলা কারন ॥৩০৯

প্রভুর আজ্ঞায় সার্বভৌম আদি যত।
গোস্বামীরে আনিলেন প্রবোধিয়া কত ॥৩১০
যাবৎ শ্রীগৌরচন্দ্র ক্ষেত্রে না আইলা।
তাবৎ এথায় মহাকষ্টে গোঙাইলা ॥৩১১
সর্বত্রেই ব্যক্ত—যেহেতু এ অধিকার।
বিপ্রভূপ পণ্ডিত যতীন্দ্র অত্যুদার ॥৩১২

তথা হি শ্রীস্বরূপগোস্বামিকৃত কড়চায়াং—

অবনিসুরবরঃ শ্রীপণ্ডিতাখ্যো যতীন্দ্রঃ
স খলু ভবতি রাধা শ্রীগৌরাবতারে।
নরহরিসরকারস্যাপি দামোদরস্য।
প্রভু-নিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে ॥৩১৩

অহে নরোত্তম! কি বলিব তাঁর রীত?
যাঁর প্রাণনাথ গৌর সর্বত্র বিদিত ॥৩১৪
গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ কভু সহিতে না পারে।
সদা সে দর্শনানন্দ-সমুদ্রে সাঁতারে ॥৩১৫
বৃন্দাবন হৈতে যবে শ্রীগৌরসুন্দর।
আইলেন এথা সঙ্গে প্রিয় পরিকর ॥৩১৬
পণ্ডিত গোস্বামী নিরখিয়া প্রভু-পানে।
প্রেমানন্দে মূর্চ্ছিত হইলা এখানে ॥৩১৭
এথা মহারঙ্গ দেখিলেন ভাগ্যবন্ত।
অহে নরোত্তম! তা কহিতে নাই অন্ত ॥৩১৮
প্রভু নিত্যানন্দ গৌড় হইতে আসিয়া।
দেখিল শ্রীগোপীনাথে এথা দাঁড়াইয়া ॥৩১৯
পণ্ডিত গোসাঞি সহ যে সুখ-মিলনে।
সর্বত্র বিদিত তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥৩২০

ব্রাহ্মণবর, যতিশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নামে খ্যাত (গদাধর গোস্বামী) শ্রীগৌর অবতারে তিনি নিশ্চয়ই রাধা হইবেন। ইহা নরহরি সরকারের মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের এবং আমার সার অভিমত ॥৩১৩

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অ ৭/১১৬-১২৫)—

দেখি' শ্রীমুরলীমুখ, অঙ্গের ভঙ্গিমা।
নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাই সীমা ॥ ৩২১
নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর।
ভাগবত-পাঠ ছাড়ি আইলা সত্বর ॥ ৩২২
দুহে মাত্র দেখিয়া দুহঁার শ্রীবদন।
গলা ধরি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৩২৩
অন্যোহন্যে দুই প্রভু করে নমস্কার।
অন্যোহন্যে দোঁহে বলে মহিমা দুহঁার ॥৩২৪
দোঁহে বলে, 'আজি হইল লোচন নির্মল।
দোঁহে বলে—আজি হইল জীবন সফল ॥৩২৫
বাহ্যজ্ঞান নাহি দুই প্রভুর শরীরে।
দুই প্রভু ভাসে ভক্তি আনন্দ সাগরে ॥৩২৬
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ।
দেখি চতুর্দিকে পড়ি কান্দে সর্ব দাস ॥৩২৭
দেখি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ গদাধরে।
একে অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে ॥৩২৮
গদধর দেবের সঙ্কল্প এইরূপ।
নিত্যানন্দ নিন্দকের না দেখেন মুখ ॥৩২৯
নিত্যানন্দ স্বরূপেরে প্রীতি যার নাঞি।
দেখাও না দেন তাঁরে পণ্ডিত গোসাঞি ॥৩৩০
ওহে নরোত্তম! প্রাণ কান্দে তা স্মরনে।
হইল দুই প্রভুর মিলন এইখানে ॥৩৩১
এথা দোঁহে স্থির হৈয়া বসি কতক্ষণ।
করিলেন শ্রীচৈতন্যচরিত্র কীর্তন ॥৩৩২
পণ্ডিত গোসাঞী পদ্মাবতীর নন্দনে।
নিমন্ত্রণ কৈল—অদ্য ভিক্ষা এইখানে ॥৩৩৩
নিত্যানন্দ প্রভু গদাধরের নিমিত্তে।
একমণ তণ্ডুল আনিলা গৌড় হৈতে ॥৩৩৪
মনে এই সাধ—অন্যে না বুঝে এ রীত।
—গোপীনাথে সমর্পিয়া ভুঞ্জিব পণ্ডিত ॥৩৩৫
দিলেন সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিতে এথায়ে।
পণ্ডিত গোসাঞী দেখি কত প্রশংসয়ে ॥৩৩৬
এথা সে তণ্ডুল শ্রীপণ্ডিতে কৈল পাক।
করিল ব্যঞ্জন টোটা হইতে তুলি শাক ॥৩৩৭
কোমল-তিন্তিড়ী-পত্রাম্বল শীঘ্র কৈল।
অন্নের সৌগন্ধি সব টোটায় ব্যাপিল ॥৩৩৮
গোপীনাথে ভোগ দিয়া রাখিল এথায়।
অকস্মাৎ আইলা অন্তর্যামী গৌররায় ॥৩৩৯
হাসি কহে ঐছে কার্য গোপনে দোঁহার।
না জানহ—ইথে ভাগ আছয়ে আমার ॥৩৪০
কভু ভিন্ন নহি আমি তোমা দোঁহা হৈতে।
অনুচিত কৈলে কিছু চাহিয়ে কহিতে ॥৩৪১
শুনি মহানন্দে শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
থুইল প্রসাদ-অন্ন প্রভুর গোচর ॥৩৪২
প্রভু কহে—"তিন ভাগ সমান করিয়া।
ভুঞ্জিব এ অন্ন তিনে একত্র বসিয়া ॥৩৪৩
এত কহি অন্ন ভাগত্রয় শীঘ্র করি'।
এইখানে ভুঞ্জিতে বসিলা গৌরহরি ॥৩৪৪
দক্ষিনে শ্রীনিত্যানন্দ বামে শ্রীপণ্ডিত।
সে শোভা ভাবিতে হিয়া না হয় সম্বিৎ ॥৩৪৫
ভুঞ্জেন শ্রীগৌরচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া।
শ্রীশাক, তিন্তিড়ীপত্রাম্বলে প্রশংসিয়া ॥৩৪৬
ভুঞ্জয়ে শ্রীনিত্যানন্দ উল্লাস হিয়ায়।
মন্দ মন্দ হাসি গোস্বামীর পানে চায় ॥৩৪৭
পরম আনন্দে ভুঞ্জে পণ্ডিত গোসাঞি।
উপজয়ে কৌতুক—কহিতে অন্ত নাই ॥৩৪৮
আচমন করি তিনে বসিলা এথায়।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায় ॥৩৪৯

অহে নরোত্তম ! হের, দেখহ নির্জ্জনে ।
বসিতেন শ্রীগোস্বামী এই জীর্ণাসনে ॥৩৫০
এইখানে গোস্বামীর জীবন গৌরহরি ।
কো আসি বসিতেন এ আসনোপরি ॥৩৫১
ভাগবত পদ্মাস্বাদে হৈত অশ্রুপাত ।
অহে প্রভু সিক্ত এই দেখহ সাক্ষাৎ ॥৩৫২
এই টোটামধ্যে যত বিলাস দোঁহার ।
তাহা কহিবার শক্তি না হয় আমার ॥৩৫৩
অহে নরোত্তম ! এইখানে গৌরহরি ।
না জানি—কি পণ্ডিতে কহিল ধীরি ধীরি ॥৩৫৪
দোঁহার নয়নে ধারা বহে অতিশয় ।
তাহা নিরখিতে দ্রবে পাষান-হৃদয় ॥৩৫৫
ন্যাসিশিরোমনি-চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার ?
অকস্মাৎ পৃথিবী করিলা অন্ধকার ॥৩৫৬
প্রবেশিলা এই গোপীনাথের মন্দিরে ।
হইলা অদর্শন,—পুনঃ না আইল বাহিরে ॥৩৫৭
প্রভু সঙ্গোপন সময়েতে হইল যাহা ।
লক্ষমুখ হইলে ও কহিতে নারি তাহা ॥৩৫৮
এইখানে গোস্বামী হইলা অচেতন ।
এথা সব মহান্তের উঠিল ক্রন্দন ॥৩৫৯
ভক্তবৎসল প্রভু গৌর-গুনমনি ।
সবা প্রবোধিলা যৈছে কহিতে না জানি ।৩৬০
গোস্বামীর প্রতি প্রভু কৈল এ আদেশ ।
বিপ্রপুত্র শ্রীনিবাস পাইল বড় ক্লেশ ॥৩৬১
আইসেন পথে শুনি মোর সঙ্গোপন ।
করিল নিশ্চয় তেঁহ ছাড়িতে জীবন ॥৩৬২
প্রবোধিনু তাঁরে তেঁহ আসিব এথায় ।
প্রানরক্ষা হবে তাঁর তোমার কৃপায় ॥৩৬৩
সর্ব্বজ্ঞ জান তুমি, কি আর কহিতে ?
কিছুদিন রহিবা আমার ইচ্ছামতে ॥৩৬৪

ঐছে কত কহি প্রভু কিছু স্থির কৈলা ।
কতদিনে শ্রীনিবাস এথাই আইলা ॥৩৬৫
কিবা প্রেমময় ! নেত্রে ধারা নিরন্তর ।
কৈশোর বয়স, কি অপূর্ব কলেবর ॥৩৬৬
অহে নরোত্তম ! শ্রীনিবাস এইখানে ।
ভূমে পড়ি প্রনমিলা গোস্বামী চরনে ॥৩৬৭
দুই বাহু পসারি গোস্বামী করি কোলে ।
শ্রীনিবাস-অঙ্গ সিঞ্চিলেন নেত্রজলে ॥৩৬৮
পিতামাতা বাৎসল্য করয়ে পুত্রে যৈছে ।
শ্রীনিবাস-প্রতি গোস্বামীর তৈছে ॥৩৬৯
গোস্বামী করিলা যৈছে অনুগ্রহ তাঁরে ।
সে সব সোঙরি হিয়া না জানি কি করে ।৩৭০
শ্রীনিবাসে বিদায় করিয়া বৃন্দাবনে ।
হইয়া ব্যাকুল বসিলেন এইখানে ॥৩৭১
দিনে দিনে সে কোমল তনু হইল ক্ষীন ।
নেত্রজলে ধরণী সিঞ্চয়ে রাত্রিদিন ॥৩৭২
অগ্নিশিখাপ্রায় দীর্ঘনিঃশ্বাস সঘনে ॥
অকস্মাৎ সঙ্গোপন হইলা এইখানে ॥৩৭৩
সে সময় যে হইল কহনে না যায় ।
রহিল জীবন মাত্র তাঁহার ইচ্ছায় ॥৩৭৪
তোমার বৃত্তান্ত পূর্বে কহিল আমারে ।
এ হেন দুঃখের কালে দেখিনু তোমারে ॥৩৭৫
যদ্যপি হৃদয় দগ্ধ হইছে আমার ।
তথাপি পাইনু সুখ ঐছে আজ্ঞা তাঁর ॥৩৭৬
অহে নরোত্তম ! সদা ধৈর্য্যাবলম্বিবে ।
প্রভু প্রিয় শ্রীনিবাসে এ সব কহিবে ॥৩৭৭
নীলাচল হৈতে শীঘ্র গৌড়দেশে গিয়া ।
করহ কৃতার্থ জীবে ভক্তিদান দিয়া ॥৩৭৮
প্রভু চৈতন্যের অনুগ্রহ তোমা-প্রতি ।
তুমি বিনাশিবে বহু লোকের দুর্গতি ।৩৭৯

সঙ্কীর্তনসুখের সমুদ্রে মগ্ন হবে।
প্রভু মনোবৃত্তি মহানন্দে প্রকাশিবে ॥৩৮০
ঐছে কত কহি প্রেমাবেশে আলিঙ্গিয়া।
করিলা বিদায় গোপীনাথে সমর্পিয়া ॥৩৮১
নরোত্তমে গেলা কাশীমিশ্রের ভবন।
শ্রীগোপালগু সহ হইল মিলন ॥৩৮২
তেঁহ নরোত্তম-প্রতি অতি স্নেহ করি।
সুমধুর বচনে কহয়ে ধীরি ধীরি ॥৩৮৩
—আছয়ে জীবন মাত্র প্রভুর ইচ্ছায়।
দেখিতে এ স্থান প্রাণ বিদরিয়া যায় ॥৩৮৪
অহে নরোত্তম দেখ পরম নির্জনে।
বসিতেন প্রভু একা এই ভূনাসনে ॥৩৮৫
এইখানে মহাপ্রভু করিত শয়ন।
শ্রীগোবিন্দ করিতেন পাদসম্বাহন ॥৩৮৬
ব্রহ্মাদি দুর্লভ প্রেম এথা প্রকাশিলা।
কে বুঝিতে পারে কৃষ্ণচৈতন্যের লীলা ?৩৮৭
নরোত্তম দেখি প্রভু শয়ন আসন।
ভূমে লোটাইয়া কৈল অনেক ক্রন্দন ॥৩৮৮
শ্রীগোপাল গুরু অতি অধৈর্য হিয়ায়।
নরোত্তমে কোলে লইয়া কান্দে উভরায় ॥৩৮৯
শ্রীগোপালগুরু কতক্ষনে স্থির হইয়া।
নরোত্তম স্থির কৈল কত প্রবোধিয়া ॥৩৯০
যথা যথা প্রভু ভাবাবেশে মগ্ন হইলা।
সে সকল স্থান নরোত্তমে দেখাইলা ॥৩৯১
শ্রীবক্রেশ্বরের চারু চরিত্র কহিল।
শ্রীরাধাকান্তের পাদপদ্মে সমর্পিল ॥৩৯২
নরোত্তম প্রবোধিয়া জগন্নাথ-সনে।
চলিলেন গুণ্ডিচামন্দির দরশনে ॥৩৯৩
বিপ্র জগন্নাথ নরোত্তম প্রতি কয়।
—"এই পথে নীলাচল চন্দ্রের বিজয় ॥৩৯৪
রথাগ্রে নর্তন প্রভু কৈলা এইখানে।
ভুবন ব্যাপিল সে প্রভুর সঙ্কীর্তনে ॥৩৯৫
শ্রীমস্তক দিয়া রথ এথায় ঠেলিলা।
ব্রহ্মাদি করিলা স্তুতি দেখি প্রভু লীলা ॥৩৯৬
শ্রীপ্রতাপরুদ্রে কৃপা কৈলা এইখানে।
প্রভু পরিকরের আনন্দ হৈল মনে ॥৩৯৭
এইখানে মহাপ্রভু নিজগন লৈয়া।
কহে কত শ্রীলক্ষ্মীর বিজয় দেখিয়া ॥৩৯৮॥
এই টোটামধ্যে প্রভু পরিকর-সনে।
ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ হর্ষমনে ॥৩৯৯
এই দেখ গুণ্ডিচামন্দির মনোহর।
এথা নানা লীলা কৈলা শচীর কুমার ॥৪০০
গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনেতে যৈছে সুখ।
বর্ণিতে নারিয়ে হইলে ও লক্ষমুখ ॥৪০১
ভক্তগন সঙ্গে শ্রীচৈতন্য ভগবান।
এই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে কৈল স্নান ॥৪০২
ঐছে মহাবিপ্র জগন্নাথদাস
দেখাইলা যথা যথা প্রভুর বিলাস ॥৪০৩
নরোত্তমে লইয়া আইল আচার্যের ঘরে।
নরোত্তম চেষ্টা জানাইলা আচার্যেরে ॥৪০৪
আচার্যাদি নরোত্তমে যৈছে কৃপা কৈল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্নিতে নারিল ॥৪০৫
সবে কহে—শ্রীনিবাসে না দেখিব আর।
তাহারে কহিবা এ সকল সমাচার ॥৪০৬
শ্রীহৃদয়চৈতন্যের শিষ্য শ্যামানন্দ।
শুনিয়া তাঁহার কথা পাইনু আনন্দ ॥৪০৭
শীঘ্র আইলে দেখা বা হৈত তাঁর সনে।
ঐছে কত কহে অশ্রু ধরয়ে নয়নে ॥৪০৮
নরোত্তমে বিদায় করিয়া শীঘ্র করি।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥৪০৯

নীলাচল হৈতে নরোত্তম যাত্রা কৈলা।
শ্যামানন্দে দেখিবারে উৎকণ্ঠিত হৈলা ॥ ৪১০
উৎকলমধ্যেতে শ্যামানন্দ বিলসয়।
শিষ্যগণ-সঙ্গে সঙ্কীর্ত্তন আস্বাদয় ॥ ৪১১
অতিমূঢ় পাষণ্ডীর করি পরিত্রাণ।
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি করে দান ॥ ৪১২
শুনি মহাশয়ের গমন লোকমুখে।
গণসহ আগুসরি গেলা মহাসুখে ॥ ৪১৩
কি অপূর্ব্ব মিলন! দেখিল ভাগ্যবান্।
শ্যামানন্দদেব যেন পাইলেন প্রাণ ॥ ৪১৪
শ্রীমহাশয়েরে নিজালয়ে লৈয়া আইলা।
নৃসিংহপুরের লোক মহাহর্ষ হৈলা ॥ ॥ ৪১৫
বিস্তারিতে নারি এথা যৈছে দুঁহু-রীত।
দোঁহার অদ্ভুত স্নেহ হইল বিদিত ॥ ৪১৬
নরোত্তম-শ্যামানন্দ নির্জনেতে বসি।
বিবিধ প্রসঙ্গে গোঙাইলা দিবানিশি ॥ ৪১৭
শ্রীক্ষেত্রের কথা শ্যামানন্দে জানাইয়া।
গৌড়দেশে যাত্রা কৈলা ব্যাকুল হইয়া ॥ ৪১৮
শীঘ্র শ্যামানন্দ নীলাচলে যাত্রা কৈলা।
শ্রীঠাকুরমহাশয় গৌড়দেশে আইলা ॥ ৪১৯
শ্রীখণ্ড দেখিয়া অশ্রু ঝরয়ে নয়নে।
প্রবেশে ঠাকুর নরহরির ভবনে ॥ ৪২০
নরোত্তম আইলা—শুনি সরকার ঠাকুর।
হইলেন যৈছে তাহা বচনের দূর ॥ ৪২১
নিজগণ প্রতি কহে—গৌড় যাতায়াতে।
ইঁহার পিতার সহ সাক্ষাৎ তথাতে ॥ ৪২২
রাজ্যাধিকারী সে, নাম কৃষ্ণানন্দ রায়।
তাঁ'র ঘরে জন্মে ইহো প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৪২৩
বহু কার্য্য প্রভু সাধিবেন এই দ্বারে।
কোথা নরোত্তম—দেখি, আনহ তাঁহারে ॥ ৪২৪

হেনকালে ঠাকুরের আগে নরোত্তম।
প্রণময়ে নেত্রে ধারা বহে নদীসম ॥ ৪২৫
শ্রীঠাকুর নরোত্তম-পানে নিরখিয়া।
নেত্রজলে সিঞ্চে স্নেহাবেশে আলিঙ্গিয়া ॥ ৪২৬
নরোত্তমে যাহা জিজ্ঞাসিল কৃপা করি।
তাহা নরোত্তম নিবেদয়ে ধীরি ধীরি ॥ ৪২৭
ক্ষেত্রবাসী যৈছে রহে সে সব শুনিয়া।
হৈলা যৈছে ব্যাকুল ধরিতে নারে হিয়া ॥ ৪২৮
নরোত্তম কহে স্থির হৈয়া কতক্ষণে।
—ত্বরায় আইলা, তেঞি দেখিলুঁ নয়নে ॥ ৪২৯
প্রভু অভিলাষ পূর্ণ করিব তোমায়।
হইয়া চিরায়ুঃ ভক্তি করিবা প্রচার ॥ ৪৩০
ঐছে কত কহি রঘুনন্দনে সঁপিলা।
তেঁহো মহাপ্রভুর অঙ্গনে লৈয়া গেলা ॥ ৪৩১
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রের দর্শনে।
প্রেমাবেশে নরোত্তম প্রণমে প্রাঙ্গনে ॥ ৪৩২
তথা প্রভুগণ সহ হইল মিলন।
যাজিগ্রামে পাঠাইলা শ্রীরঘুনন্দন ॥ ৪৩৩
যাজিগ্রামে শ্রীনিবাসাচার্য্যের আলয়।
তথা গেলা নরোত্তম—অধৈর্য্য হৃদয় ॥ ৪৩৪
সবা-সহ শ্রীআচার্য বাড়ীর বাহিরে ॥
নরোত্তমে দেখে যৈছে কে কহিতে পারে ॥ ৪৩৫
বিনা প্রণমিতে নরোত্তমে আলিঙ্গিল।
পরিচয় দিয়া সবা-সহ মিলাইল ॥ ৪৩৬
নরোত্তমে জিজ্ঞাসে যা নিভৃতে বসিয়া।
নরোত্তম কহে তাহা ব্যাকুল হইয়া ॥ ৪৩৭
নবদ্বীপ-আদি, নীলাচলের বৃত্তান্ত।
সকল কহিতে চাহে—নাহি হয় অন্ত ॥ ৪৩৮
সে সব শুনিতে যৈছে হইলা আচার্য্য।
তাহা দেখি অন্যেও ধরিতে নারে ধৈর্য্য ॥ ৪৩৯

দোঁহার অন্তর যৈছে কি বুঝিবে আনে ?
ক্রন্দন সম্বরি স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥ ৪৪০
শ্রীনিবাসাচার্য্য নরোত্তম প্রতি কয় ।
যাইতে খেতরি গ্রাম বিলম্বন সয় ॥৪৪১
কহিতে কি—শীঘ্র প্রকাশিবে প্রয়োজন ।
করিবে শ্রী বিগ্রহসেবার আয়োজন ॥৪৪২
সবা-সহ শীঘ্র আমি যাইব তথাতে ।
না ভাবিহ যদি হয় বিলম্ব ইহাতে ॥৪৪৩
ঐছে কত কহি অতি ব্যাকুল হিয়ায় ।
লোক সঙ্গে দিয়া শীঘ্র করিলা বিদায় ॥৪৪৪
নরোত্তম কণ্টক নগরে প্রবেশিতে ।
দুই নেত্রে বহে ধারা নারে নিবারিতে ॥৪৪৫
নরোত্তম আইলা শুনি দাস গদাধর ।
দারুণ দুঃখে ও সুখ ব্যাপিল অন্তর ৪৪৬
নরোত্তম দাস-গদাধর আগে গিয়া
করয়ে প্রণাম ভূমিতলে লোটাইয়া ॥৪৪৭
নরোত্তমে দেখিয়া শ্রীদাস-গদাধর ।
কোলে করি সিঞ্চে নেত্রজলে কলেবর ॥৪৪৮
বসাইয়া নিকটে যে সব জিজ্ঞাসিল ।
নরোত্তম ব্যাকুল হইয়া নিবেদিল ॥
শুনি ঠাকুরের হিয়া বিদরিয়া যায় ।
ছাড়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস অগ্নির শিখা প্রায় ॥৪৫০
নরোত্তমে অনুগ্রহ করি যে কহিল ।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে বর্ণিতে নারিল ॥৪৫১
সমর্পিয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের রাঙ্গা পায় ।
খেতরি গ্রামেতে শীঘ্র করিলা বিদায় ॥৪৫২
দাস-গদাধরের জীবন গোরাচান্দে ।
নিরখিয়া নরোত্তম ধৈর্য্য নাহি বান্ধে ॥৪৫৩
যথা মহাপ্রভু কৈলা সন্ন্যাসগ্রহণ ।
সে-স্থান দেখিতে ধৈর্য্য নহে সম্বরণ ॥৪৫৪
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন ভূমিতলে ।
করিলা ধরণী সিক্ত নয়নের জলে ॥৪৫৫
করয়ে ক্রন্দন যৈছে কহনে না যায় ।
না মানে প্রবোধ—হিয়া উমড়ে সদায় ॥৪৫৬
প্রভু-পরিকর যে ছিলেন স্থানে স্থানে ।
হইল মিলন তথা তাঁ সবার সনে ॥৪৫৭
সে সবে বিদায় কৈল কত প্রবোধিয়া ।
চলিলেন নরোত্তম রাঢ়দেশে দিয়া ॥৪৫৮
রাঢ়দেশ একচক্রা নামে গ্রাম ।
যথা জন্মিলেন প্রভু নিত্যানন্দ রাম ॥৪৫৯
নরোত্তম একচক্রা-গ্রামে প্রবেশিতে ।
প্রভু দেখা দিলা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপেতে ॥৪৬০
যে যে স্থানে প্রভু গন-সঙ্গে বিহরিলা ।
সে সকল স্থান নরোত্তমে দেখাইল ॥৪৬১
নরোত্তমে প্রভু নারিলেন ভাঁড়াইতে ।
হইলা সাক্ষাৎ যৈছে—কে পারে বর্ণিতে ?৪৬২
নরোত্তম দেখি নিত্যানন্দ বলরাম ।
হইলা মূর্চ্ছিত—নেত্রে ধারা অবিরাম ॥৪৬৩
প্রভুর ইচ্ছায় কতক্ষণে স্থির হৈলা ॥
প্রভু ইহা অন্যে জানাইতে নিষেধিলা॥ ৪৬৪
নরোত্তম আত্মসমর্পিয়া শ্রীচরণে ।
একচক্রা প্রদক্ষিন কৈলা হর্ষমনে ॥৪৬৫
একচক্রাবাসী সকলেরে প্রনমিয়া ।
চলিলেন নিত্যানন্দগুনে মগ্ন হৈয়া ॥৪৬৬
খেতরি গ্রামের পথ জিজ্ঞাসি লোকেরে ।
অতি শীঘ্র আইলেন পদ্মাবতী তীরে ॥৪৬৭
পদ্মাবতী পার হৈয়া খেতরি যাইতে ।
আইলা গ্রামবাসী লোক আগুসরি নিতে ॥৪৬৮
কহিতে কি—সেসবে পরম ভাগ্যবান্ ।
নরোত্তমে দেখি জুড়াইলা মনঃপ্রান ॥৪৬৯

মনের উল্লাসে কেহ কহে কারু ঠাঁই।
—"এ অপূর্ব্ব বৈরাগ্য উপমা দিতে নাই ॥৪৭০
কেহ কহে—মোর মনে এই চিন্তা হয়।
নিজ রাজ্য বলি এথা রয় কি না রয় ॥৪৭১
কেহ কহে—বৈষ্ণবের সর্ব্বত্র সমান।
সর্ব্বত্রি করে পাষণ্ডীর পরিত্রান ॥৪৭২
কেহ কহে—এথা "পাষণ্ডীর অন্ত নাই।
নিজ রাজ্য হইলে ও রহিব এই ঠাঁই ॥৪৭৩
কেহ কহে—"এ সকল দেশ উদ্ধারিতে।
হৈল আগমন—সত্য বিচারিনু চিতে" ॥৪৭৪
ঐছে কহিয়া ও এই সন্দেহ সবার।
তীর্থান্তরে যাবে এথা করি অন্ধকার ॥৪৭৫
এত কহি সবার নয়নে ধারা বয়।
একদৃষ্টে নরোত্তম পানে নিরীখয় ॥৪৭৬
হইল আকাশবানী হেনই সময়।
"এথা নরোত্তম নিরন্তর বিলসয় ॥৪৭৭
প্রভুর ইচ্ছায় ইঁহো প্রকট হইয়া।
উদ্ধারে পাষণ্ডিগনে ভক্তিদান দিয়া ॥৪৭৮
ঐছে কত ধ্বনি হইল, শুনি চমৎকার।
নরোত্তম চরনে প্রণমে বারে বার ॥৪৭৯
মহাশয়ে বেড়ি উল্লাস হিয়ায়।
গ্রামে প্রবেশয়ে কিবা অপূর্ব্ব শোভায় ॥৪৮০
অতি রম্য পরম নির্জ্জনে লৈয়া গেলা।
মহাশয় সেই স্থানে অবস্থিতি কৈলা ॥৪৮১
অতি বৃহৎ গ্রাম শ্রীখেতরি পুণ্য ক্ষিতি।
যার মধ্যে নামান্তর—অপূর্ব্ব বসতি ॥৪৮২
রাজধানী-স্থান সে গোপালপুর হয়।
ঐছে গ্রাম নাম ধনাঢ্য বৈসয় ॥৪৮৩
বিষয়সুখে মগ্ন সবে নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
না জানে পশ্চাৎ কৈছে হইবে কল্যান ॥৪৮৪

সে সবারে দেখি শ্রীঠাকুর মহাশয়।
করয়ে করুণা যৈছে কহিল না হয় ॥৪৮৫
শ্রীসন্তোষ রায় আদি সবারে লইয়া।
কহে আচার্য্যের কথা ব্যাকুল হইয়া ॥৪৮৬
এথা গনসহ শ্রীআচার্য্য যাজিগ্রামে
স্থির নহে বিদায় করিয়া নরোত্তমে ॥৪৮৭
খণ্ডে শুনিলেন অগ্য গেলা নরোত্তম।
সবে মনে গনে তাঁর চেষ্টা মনোরম ॥৪৮৮
শ্রীরঘুনন্দন যাজি-গ্রামেতে আইলা।
আচার্য্যের বিবাহ-উদযোগ শীঘ্র কৈলা ॥৪৮৯
যাজিগ্রামে বৈসে শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী।
আচার্য্যেরে কন্যা দিতে তাঁর মহা আর্ত্তি ॥৪৯০
শ্রীগোপালদাস বিপ্রে শ্রীরঘুনন্দন।
নিভৃতে কহয়ে অতি মধুর বচন ॥৪৯১
"তোমার কন্যার যোগ্যপাত্র শ্রীনিবাস।
ইহা শুনি গোপালের হইল উল্লাস ॥৪৯২
বিবাহ প্রসঙ্গ জানাইলা বন্ধুগনে।
সবে কহে কন্যাদান কর এই ক্ষণে ॥৪৯৩
বৈশাখের শুভ কৃষ্ণা তৃতীয়া দিবসে।
কন্যাদান করে আচার্য্য শ্রীনিবাসে ॥৪৯৪
পূর্ব্বে কন্যানাম সবে দ্রৌপদী কহয়।
হইল ঈশ্বরী নাম বিভার সময় ॥৪৯৫
কিবা সে মধুরী! যেন কনক-প্রতিমা।
ভক্তি মূর্ত্তিমতী সে গুনের নাই সীমা ॥৪৯৬
আচার্য্য বিবাহ কালে দীক্ষামন্ত্র দিতে।
ঈশ্বরীর তেজ যৈছে না পারি কহিতে ॥৪৯৭
প্রসঙ্গে কহিয়ে শ্রীগোপাল বিপ্রবর।
আচার্য্যের স্থানে শিষ্য হইলা সত্বর ॥৪৯৮
শ্যামানন্দ, রামচন্দ্র—গোপালতনয়।
শ্যামানন্দ, রামচরণাখ্যা কেহ কয় ॥৪৯৯

দোঁহে আচার্য্যের শিষ্য—অদ্ভুত চরিত।
এথা অল্পে কহিল এ সর্ব্বত্র বিদিত ॥৫০০
শ্রীগোপাল চক্রবর্ত্তী করি কন্যাদান।
করিলেন সকলের পরম সম্মান ॥৫০১
গ্রামবাসী কিবা স্ত্রী-পুরুষ সর্বজন।
সবে কহে ধন্য ধন্য গোপাল ব্রাহ্মণ ॥৫০২
শ্রীনিবাসাচার্য্যে ঐছে বিবাহ করিল।
ইহাতে সবার মহা আনন্দ জন্মিল ॥৫০৩
শ্রীসরকার ঠাকুর বিবাহ বার্ত্তা শুনি।
বাৎসল্যে হইলা যৈছে কহিতে না জানি ॥৫০৪
দাস গদাধর আদি শুনি স্নেহাবেশে।
পরস্পর কত প্রশংসয়ে শ্রীনিবাসে ॥ ৫০৫
এথা শ্রীনিবাস গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
নিরন্তর শিষ্যে করায়েন অধ্যয়ন ॥ ৫০৬
শ্রীনিবাসাচার্য্য-বিদ্যা প্রভাব অপার।
শুনি সকলের চিত্তে হয় চমৎকার ॥ ৫০৭
গৌরপ্রিয় দ্বিজ-হরিদাসের তনয়।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ দোঁহে বিচারয় ॥ ৫০৮
প্রভুর বিয়োগে পিতা বৃন্দাবন গেলা।
এ আচার্য্য-স্থানে শিক্ষা হইতে আজ্ঞা দিলা ॥ ৫০৯
অল্পদিন হৈল, এথা আইলা ব্রজ হৈতে।
বিলম্বে কি কাজ!—শীঘ্র যাইব দর্শনে ॥ ৫১০
এত কহি দুইজনে যাজিগ্রামে গিয়া।
আচার্য্যদর্শনে হৈলা উল্লসিত হিয়া ॥ ৫১১
পিতার যে আজ্ঞা তাহা প্রত্যক্ষ হইল।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসুধা সমুদ্রে ডুবিল ॥ ৫১২
জিজ্ঞাসিতে আচার্য্যে দিলেন পরিচয়।
দোঁহে পুনঃ পুনঃ আচার্য্যে প্রণময় ॥৫১৩
পায়্যা পরিচয় শ্রীআচার্য্য প্রেমাবেশে।
করি অতি গৌরব নেত্রের জলে ভাসে ॥৫১৪

শ্রীদাস গোকুলানন্দ দোঁহে নিবেদয়।
—দীক্ষামন্ত্র দেহ কৃপা কহ কৃপাময় ॥৫১৫
আচার্য কহেন কিছু আছয়ে বিলম্ব।
এত কহি করাইল গ্রন্থ শুভারম্ভ ॥৫১৬
দোঁহে গোস্বামীর গ্রন্থ করে অধ্যয়ন।
দোঁহার অদ্ভুত চেষ্টা না হয় বর্ণন ॥৫১৭
দোঁহে শ্রীনিবাস আচার্য্যের স্নেহ অতি।
ঐছে নিজগণ আসি মিলে নিতি নিতি ॥ ৫১৮
একদিন আচার্য্যঠাকুর যাজিগ্রামে।
সরোবরতটে গেলা বাড়ীর পশ্চিমে ॥৫১৯
গণসহ বৈসে তথা—তেজ সূর্য্যপ্রায়।
সকরুণ নয়নে পথের পানে চায় ॥৫২০
দেখে একজন দিব্য দোলার উপর।
সুসজ্জ বিবাহ করি যায় নিজ ঘর ॥৫২১
কন্দর্প সমান শোভা—ভূষণে ভূষিত।
অতি সুকোমল তনু জিনি নবনীত ॥৫২২
রূপে কেতকী চম্পক মদ হরে।
শিরে সুচিক্কণ কেশ ঝলমল করে ॥৫২৩
উজ্জ্বল ললাট ভুরু নেত্র মনোরম।
শ্রবণ নাসিকা গণ্ড ছটা নিরুপম ॥৫২৪
বদনচন্দ্রমা চারু অরুণ অধর।
সিংহগ্রীব কম্বুকণ্ঠ বক্ষ পরিসর ॥৫২৫
মধুর উদর নাভি বলিত ত্রিবলী।
বাহু জানুলম্বিত ললিত করাঙ্গুলি ॥৫২৬
ক্ষীণ মধ্যদেশ জানু সুন্দর চরণ।
পরিধেয় সূক্ষ্ম নব অপূর্ব্ব বসন ॥৫২৭
দেখিয়া আচার্য্য ঐছে করয়ে বিচার।
গন্ধর্ব্ব তনয় এ কি অশ্বিনীকুমার ॥৫২৮
কি অপূর্ব যৌবন! দেবতা মনে লয়।
এ দেহ সার্থক যদি কৃষ্ণেতে ভজয় ॥৫২৯

ঐছে বিচারিয়া পুছে সঙ্গী লোক প্রতি।
—কি নাম? কি জাতি? এ পাত্রের
কোথায় স্থিতি॥
কেহ প্রণমিয়া কহে—এ মহা পণ্ডিত।
রামচন্দ্র নাম কবি নৃপতি বিদিত॥৫৩১
দিগ্বিজয়ী চিকিৎসক যশস্বীপ্রবর।
বৈদ্যকুলোদ্ভব বাস কুমার নগর॥৫৩২
এ সব শুনিয়া আচার্য্য দয়াময়।
মন্দ মন্দ হাসিয়া গেলেন নিজালয়॥৫৩৩
রামচন্দ্র গাঢ় কর্ণে এসব শুনিয়া।
আচার্য্যে দর্শন কৈল দোলায় থাকিয়া॥৫৩৪
আত্ম সমর্পিয়া ঐছে চিন্তে মনে মনে।
—পুনরায় দর্শন করিব কতক্ষণে।৫৩৫
পরম সুধীর মৌন ধরিয়া রহিলা।
বাটী গিয়া মহা মহাকষ্টে দিবা গোড়াইলা॥৫৩৬
রাত্রিযোগে আসি এক বিপ্রের আলয়ে।
আচার্য্যচরণ চিন্তে অধৈর্য হৃদয়ে॥৫৩৭
রজনীপ্রভাতে আচার্যের আগে গিয়া।
করয়ে ক্রন্দন আচার্য্যেরে নিরখিয়া॥৫৩৮
ছিন্নমূল বৃক্ষপ্রায় পড়িয়া ভূমিতে।
বার বার প্রণময়ে নারে স্থির হৈতে॥৫৩৯
গদগদ স্বরে যে কহয়ে আচার্য্যেরে।
সে সব শুনিতে ঐছে কেবা ধৈর্য্য ধরে? ৫৪০
আচার্য্যচরণে নিজ মস্তক অর্পিয়া।
ভূমে পড়ি রহে ধূলি-ধূসরিত হৈয়া॥৫৪১
আচার্য্য দুবার তাঁর ধরি দুই করে।
উঠাইয়া হর্ষে গাঢ় আলিঙ্গন করে॥৫৪২
মস্তকে ধরিয়া হস্ত আশীর্ব্বাদ করি।
অশ্রুযুক্ত হইয়া কহয়ে ধীরি ধীরি॥৫৪৩

—জন্মে জন্মে তুমি মোর বান্ধবাতিশয়।
অদ্য বিধি মিলাইল হইয়া সদয়॥৫৪৪
ঐছে নরোত্তমে মিলাইলা বৃন্দাবনে।
নিরন্তর কে বা না ঝুরয়ে তাঁর গুণে? ৫৪৫
তেঁহো এক নেত্র তুমি দ্বিতীয় নয়ন?
দোঁহে মোর নেত্র, ভুজদ্বয় দুই জন॥৫৪৬
রামচন্দ্র নরোত্তম নাম শ্রবণেতে।
স্বাভাবিক প্রেমের উদয় হৈল চিতে॥৫৪৭
রামচন্দ্র-চিত্তবৃত্তি আচার্য্য জানিল।
শ্রীনরোত্তমের কথা বিস্তারি কহিল॥৫৪৮
শুনি রামচন্দ্র মনে উপজিল যাহা।
রামচন্দ্র আচার্য্যে না জানাইল তাহা॥৫৪৯
হাসিয়া শ্রীআচার্য্যে কহয়ে ধীরে ধীরে।
—মনে যে কহিলা তাহা হইব অচিরে॥৫৫০
এথে কহি অতি অনুগ্রহ প্রকাশিল।
গোস্বামীর গ্রন্থ পাঠারম্ভ করাইল॥৫৫১
দেখিয়া অদ্ভুত শক্তি উল্লসিত-মনে।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিল শুভক্ষণে॥৫৫২
শিষ্য হৈয়া রামচন্দ্র ভাসে ভক্তিরসে।
বাড়িল অদ্ভুত প্রেম দিবসে দিবসে॥৫৫৩
এ সব প্রসঙ্গ কবিরাজ কর্ণপুর।
নিজকৃত গ্রন্থে বর্ণিলেন সুমধুর॥৫৫৪
আচার্য্যস্বরূপ রামচন্দ্র প্রেমময়।
শুনিলে এ সব ভক্তিরত্ন লভ্য হয়॥৫৫৫
শ্রীনিবাস-আচার্য্য-চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি॥৫৫৬

ইতি—

শ্রীমদ্ভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তমস্য শ্রীনবদ্বীপ-নীলাচল
দর্শনাদিবর্ণনং নাম অষ্টমস্তরঙ্গঃ॥

নবম তরঙ্গ

জয় জয় শ্রীশচীনন্দন গৌরচন্দ্র।
জয় পদ্মাবতীরনন্দন নিত্যানন্দ ॥১
জয় শ্রীঅদ্বৈত নাভাদেবীর কোঙর।
জয় রত্নাবতীর তনয় গদাধর ॥২
জয় বাসাদি প্রভুপ্রিয় ভক্তগন।
মো-হেন মুর্খের কর বাঞ্ছিত পূরণ ॥৩
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥৪
শ্রীবীরহাম্বীর রাজা বিষ্ণুপুরে।
আচার্য্য দর্শন লাগি উদ্বিগ্ন অন্তরে ॥৫
রাজা এই চিন্তা সদা করে মনে মনে।
—বিষ্ণুপুরে প্রভু বা আসিব কত দিনে ॥৬
মো অতি অনাথ মোর কেহ নাহি আর।
প্রভু বিনা তিলে তিলে দেখি অন্ধকার ॥৭
কেবা না পাইল দুঃখ মোর আচরণে।
গোস্বামি সবারে পীড়া দিনু বৃন্দাবনে ॥৮
কৈনু অপরাধ ঐছে কেহ নাহি করে।
সে সবে কি অনুগ্রহ করিব আমারে ॥৯
ঐছে কত করি মনে রহে মৌন ধরি।
সম্বরে নেত্রের ধারা কত যত্ন করি ॥১০
রাজারে উদ্বিগ্ন দেখি পাত্র মিত্র মিত্রগণে।
করয়ে সান্ত্বনা অতি মধুর বচনে ॥১১
—এই অল্পদিন হৈল গেলা হেথা হৈতে।
বুঝিয়ে—বিলম্ব কিছু হইবে আসিতে ॥১২
নহিবে ভাবিত তেঁহো তুয়া ভক্তিবশ।
সর্বত্র ব্যাপিল এই তোমার সুযশ ॥১৩
তাঁর অনুগ্রহে সকলের অনুগ্রহ।
ইথে মহারাজ কিছু না কর সন্দেহ ॥১৪
যদি কহ ব্রজস্থ প্রভুর প্রিয় গণ।
করিব নিগ্রহ—ইহা না করিব মনে ॥১৫
এত কহিতেই ব্রজ হৈতে দুই জন।
আইলেন গোস্বামীর লইয়া লিখন ॥১৬
দোঁহে দেখি রাজা মহা অস্তব্যস্ত হৈলা।
ভূমিতলে পড়িয়া দোঁহারে প্রণমিলা ॥১৭
ঐছে রীত দেখি দোঁহে হৈয়া স্তব্ধপ্রায়।
রাজা প্রতি কহে কিছু মধুর ভাষায় ॥১৮
বৃন্দাবনে যৈছে সবে প্রশংসে তোমারে।
সাক্ষাতে তা দেখি সুখ বা ঢল অন্তরে ॥১৯
পত্রিকা লইয়া আইনু গোস্বামী সবার।
এই পত্রী আচার্য্যের এই পত্রী তোমার ॥২০
এত কহি রাজারে দিলেন পত্রীদ্বয়।
পত্রী লৈয়া রাজা নেত্র মস্তকে ধরয় ॥২১
হর্ষে নিজ ভাগ্য প্রশংসিয়া বার বার।
পড়ে নিজ পত্রী—নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥২২
শ্রীজীব গোসাঞীর মহামধুর অক্ষর।
যে শুনে তাহার হয় অধৈর্য্য অন্তর ॥২৩
পত্রী পড়ি রাজা উল্লাসে কহয়।
মো হেন অধমে সবে হইল সদয় ॥২৪
অদোষ দরশী সে প্রভুর ভক্তগণ।
ঐছে কত কহে অশ্রু নহে নিবারণ ॥২৫
রাজার অদ্ভুত চেষ্টা দেখে ভাগ্যবান।
রাজা সে দোঁহার কৈল পরম সম্মান ॥২৬
যাজিগ্রামে গোস্বামীর পত্রী পাঠাইতে।
নিজ সমাচার পত্রী লিখিল তুরিতে ॥২৭
দুই পত্রী নিজ দুই লোকে সমর্পিল।
দোঁহে যাজিগ্রামে আসি আচর্য্যেরে দিল ॥
গোস্বামীর পত্রী মাথে বন্দিলা যতনে।
পড়িতে আনন্দধারা বহে দু'নয়নে ॥২৯

আচার্য ঠাকুর কতক্ষণে স্থির হৈলা।
তবে সে মনুষ্য রাজার পত্রী দিলা ॥৩০
পত্রী পড়ি আচার্য্যের প্রসন্ন হৃদয়।
পত্রে ব্যক্ত দর্শন-আকাঙ্ক্ষা অতিশয় ॥৩১
আচার্য্য রাজায় শীঘ্র পত্রিকা লিখিল।
যাইতে বিলম্ব কিছু—পত্রে জানাইল ॥৩২
আর যে যে সমাচার লিখিল তাহাতে।
পত্রিকা দিলেন সেই মনুষ্যের হাতে ॥৩৩
পত্রী লইয়া লোক বনবিষ্ণুপুরে গেলা ॥
পত্রীপাঠে রাজা মহা আনন্দ পাইলা ॥৩৪
এথা শ্রীআচার্য্য শিষ্যগণেরে পড়ায়।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি'—কহি' গর্জ্জে সিংহপ্রায় ॥৩৫
আচার্য্যের এই একচিন্তা নিরন্তর।
—"প্রায় অদর্শন হৈলা প্রভু-পরিকর ॥৩৬
যে কেউ আছেন সে সবার স্থির নয়।
ঐছে বিচারিতে অতি ব্যাকুল হৃদয় ॥৩৭
চিত্তস্থির মাত্র ভক্তিশাস্ত্রের বিচারে।
আচার্য্যের বিদ্যাবল ব্যাপয়ে সংসারে ॥৩৮
নানা দেশ হইতে যে আইসে বিদ্যবান্।
সে সবে পড়ান ভক্তিরত্ন দিয়া দান ॥৩৯
গোস্বামীর গ্রন্থ অধ্যয়নের কারন।
একদিন আইলা দুই ক্ষেত্রস্থ ব্রাহ্মন ॥৪০
পূর্বে যে আইলা মিলি তাঁ সবার সনে।
চলিলেন আচার্য্য ঠাকুর সন্নিধানে ॥৪১
হর্ষপূর্বক দোঁহে আচার্য্যেরে প্রণমিলা।
আচার্য্য প্রণমি দোঁহে আলিঙ্গন কৈলা ॥৪২
দোঁহে জিজ্ঞাসায় শ্রীক্ষেত্রের সমাচার।
দোঁহে কহে "কহিতে দুঃখের নাহি পার ॥৪৩
প্রভু পরিকর যে ছিলেন নীলাচলে
নেত্র আগোচর প্রায় হইছে সকালে ॥৪৪

তথা গিয়াছিলা শ্যামানন্দ প্রেমময়।
যে দেখিল তাঁর দশা কহিল না হয় ॥৪৫
কুন কুন মহান্তের দর্শন পাইলা।
সে সবার সঙ্গোপনে মৃতপ্রায় হৈলা ॥৪৬
বিদরে পাষান, দারু শুনি সে ক্রন্দন।
প্রভুর ইচ্ছায় মাত্র রহিল জীবন ॥৪৭
কুন কুন ভাগবত তাঁরে প্রবোধিলা।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল তেঁহো বৃন্দাবনে গেলা ॥৪৮
শুনি আচার্য্যের দুই নেত্রে ধারা বয়।
সে দশা দেখিতে কার হিয়া না দ্রবয় ॥৪৯
আচার্য্য আপনা প্রবোধিয়া সেই ক্ষনে।
গোস্বামীর গ্রন্থ পড়ায়েন দুইজনে ॥৫০
নবদ্বীপ হইতে এক বৈষ্ণব আসিয়া।
মিলিল আচার্য্যে অতি ব্যাকুল হইয়া ॥৫১
শ্রীআচার্য্য অধৈর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসয়।
—কহ নবদ্বীপের সংবাদ কৈছে হয় ॥৫২
তেঁহো কহে—শুক্লাম্বর আদি ভক্তগন।
এই অল্প দিনে হইলেন অদর্শন ॥৫৩
এত কহিতেই কেহ আসিয়া কহিলা।
দাস গদাধর অন্তর্দ্ধান সঙ্গোপন হৈলা ॥৫৪
শুনি শ্রীনিবাসাচার্য্য নারে স্থির হৈতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন পৃথিবীতে ॥৫৫
সে দশা দেখিয়া চিন্তা করে সর্ব্বজন।
প্রভু ইচ্ছা হৈতে হৈল কিঞ্চিৎ চেতন ॥৫৬
করি কত বিলাপ কান্দয়ে উচ্চস্বরে।
উঠিল ক্রন্দন রোল আচার্য্যের ঘরে ॥৫৭
সে কান্দন শুনিতে কান্দয়ে পশু পাখী।
যে দেখিল সে সময়ে সেই তার সাখী ॥৫৮
স্থির হৈয়া আচার্য্য কহেন সর্ব্বজনে।
—আমারে যাইতে শীঘ্র হবে বৃন্দাবনে ॥৫৯

করিবে তোমরা সবে গ্রন্থানুশীলন ॥
অর্থ স্ফুরাবেন প্রভু রূপ-সনাতন ॥৬০
এত কহি গ্রন্থ পড়ায়েন শিষ্যগণে।
প্রকারে আচার্য্য বর দিলা সর্বজনে ॥৬১
একদিন শ্রীআচার্য্য চিন্তয়ে অন্তরে।
—"প্রায় সবে ছাড়ি' গেলা মু হেন দুঃখীরে ॥৬২
এত চিন্তিতেই কেহো কহে উচ্চ করি'।
—অদর্শন হৈলা শ্রীঠাকুর নরহরি ॥৬৩
ঐছে বাক্য বজ্রাঘাতে স্থির নাহি বান্ধে।
ভূমিতে লোটায়—একি হৈল বলি কান্দে ॥৬৪
করিতে ক্রন্দন রজনীর শেষ হৈল।
ছাড়িব জীবন—এই মনে দঢ়াইল ॥৬৫
প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা হৈল অকস্মাৎ।
স্বপ্নচ্ছলে দোঁহে শীঘ্র হইলা সাক্ষাৎ ॥৬৬
প্রভু দাস গদাধর প্রভু নরহরি।
করয়ে প্রবোধ আচার্য্যেরে করে ধরি ॥৬৭
—নহে উচিত তুমি যে করিলা মনে।
সদা আছি আমরা তোমার সন্নিধানে ॥৬৮
এত কহি শ্রীনিবাসে করি আলিঙ্গন।
স্নেহাবেশে দোঁহে হইলেন অদর্শন ॥৬৯
দুঁহ-অদর্শনে দুঃখ হইল অশেষ।
শ্রীনিবাস জাগিয়া দেখয়ে রাত্রিশেষ ॥৭০
না জানি কি রামচন্দ্রে কহিয়া নিভৃতে।
বৃন্দাবনে যাত্রা কৈলা রজনীপ্রভাতে ॥৭১
অতিশীঘ্র মথুরা নগরে প্রবেশিলা।
শ্রীবিশ্রামঘাটেতে যমুনা স্নান কৈলা ॥৭২
তথা এক মাথুর ব্রাহ্মণ দূর হৈতে।
শ্রীনিবাসে দেখি মহাবিহ্বল স্নেহেতে ॥৭৩
গৌড়ে গিয়া শীঘ্র আগমন হৈল।
—ঐছে বিচারিতে মনে উদ্বেগ জন্মিল ॥৭৪
নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল সমাচার।
শ্রীনিবাস নিবেদিল করি নমস্কার ॥৭৫
ব্রজের মঙ্গল জিজ্ঞাসিতে শ্রীনিবাস।
কহয়ে মাথুর বিপ্র ছাড়ি দীর্ঘশ্বাস ॥৭৬
মাঘমাসে হৈল এথা তোমার গমন।
দিন দশ আগে আইলা পাইতা দরশন ॥৭৭
মাঘ কৃষ্ণা একাদশী দিনে কি আশ্চর্য্য!
সঙ্গোপন হৈলা দ্বিজ হরিদাসাচার্য্য ॥৭৮
শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নেত্রের ধারায়।
নহিল দর্শন বলি ভূমিতে লোটায় ॥৭৯
শ্রীনিবাস দশা দেখি বিপ্র মহাধীর।
অনেক প্রকারে শ্রীনিবাসে কৈলা স্থির ॥৮০
তথা হইতে শ্রীনিবাস গিয়া বৃন্দাবন।
গোস্বামী সবার কৈল চরন দর্শন ॥৮১
সে-দিবস বসন্ত পঞ্চমী তিথি হয়।
শ্রীগোবিন্দ মন্দির-মন্দিরে সকল বিলসয় ॥৮২
শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ।
শ্রীজীব গোস্বামী-আদি প্রিয়বর্গ সাথ ॥৮৩
অকস্মাৎ শ্রীনিবাসে দেখিয়া সকলে।
স্নেহাবেশে ধরি করিলেন সবে কোলে ॥৮৪
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে শ্রীনিবাসে।
দেখি সে অদ্ভুত চেষ্টা সবার উল্লাস ॥৮৫
শ্রীনিবাসে কুশল সকলে জিজ্ঞাসিল।
আদ্যোপান্ত শ্রীনিবাস সব নিবেদিল ॥৮৬
শুনি গৌরচন্দ্র প্রিয়ভক্ত-সঙ্গোপন।
ব্যাকুল হইয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥৮৭
কেহ কেহ শ্রীনিবাসে দেখি কৈলু মনে।
এত শীঘ্র ইঁহার গমন হৈল কেনে ॥৮৮
পাইলা দারুন দুঃখ—এ হেতু গমন।
ঐছে কত কহি প্রবোধয়ে সর্বজন ॥৮৮

শ্রীনিবাসাচার্য্য অদর্শন জানাইতে।
সবে যৈছে হৈলা তাহা কে পারে কহিতে ॥ ৯০
শ্রীনিবাসে স্থির করি সবে স্থির হৈলা।
গোবিন্দের রাজভোগ-আরতি দেখিলা ॥ ৯১
শ্রীনিবাস করি রাধাগোবিন্দ দর্শন।
প্রেমেতে বিহ্বল যৈছে না হয় বর্ণন ॥ ৯২
গোস্বামি-সকল প্রিয় শ্রীনিবাসে লৈয়া।
ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ যত্ন পায়া ॥ ৯৩
নিজ নিজ বাসা সবে গমন করিলা।
শ্রীজীবগোস্বামী শ্রীনিবাসে লৈয়া গেলা ॥ ৯৪
হেন কালে শ্যামানন্দ আইলা ক্ষেত্র হৈতে।
গোস্বামীরে প্রণময়ে পড়িয়া ভূমিতে ॥ ৯৫
স্নেহাবেশে গোস্বামী করিয়া আলিঙ্গন।
কহিলেন সুধাময় মধুর বচন ॥ ৯৬
শ্রীশ্যামানন্দে যৈছে স্নেহ কে কহিতে পারে।
ঐছে কৈল মন স্থির হয় যে প্রকারে ॥ ৯৭
শ্রীনিবাসাচার্য্যের গমন জানাইয়া।
রহিলেন কিছুকাল নিভৃতে বসিয়া ॥ ৯৮
শ্যামানন্দ দেখিয়া আচার্য্য শ্রীনিবাসে।
ভূমে পড়ি প্রণমিল মনের উল্লাসে ॥ ৯৯
শ্রীনিবাস যথাযোগ্য আচরণ করি।
বসাইলা পাশে শ্যামানন্দে করে ধরি ॥ ১০০
পরস্পর কহিয়া সকল সমাচার।
নিবারিতে নারে—নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ১০১
মনে করি গোস্বামীর প্রবোধ-বচন।
তত্ক্ষণে স্থির হইলেন দুইজন ॥ ১০২
শ্যামানন্দে আচার্য্য রাখিয়া সেইখানে
শীঘ্র করি গেলেন শ্রীযমুনা-সিনানে ॥ ১০৩
স্নান করি জীবগোস্বামীরে নিবেদিয়া।
শ্রীভট্ট গোস্বামি-পদে প্রণমিলা গিয়া ॥ ১০৪

এইরূপ সর্বত্রই করিয়া ভ্রমণ।
শ্রীজীব নিকটে করে গ্রন্থানুশীলন ॥ ১০৫
শ্রীজীবগোস্বামী অতি প্রসন্ন হৃদয়।
দেখি আচার্য্যের বিদ্যা প্রভাবাতিশয় ॥ ১০৬
শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থারম্ভ শুনাইলা।
আর যে যে গ্রন্থ কৈল তাহা দেখাইলা ॥ ১০৭
আচার্য্যের হইল অতি আনন্দ অন্তর।
গোস্বামীর গ্রন্থ-চর্চ্চা করে নিরন্তর ॥ ১০৮
ঐছে শ্রীনিবাসাচার্য্য বৈসে বৃন্দাবনে।
গৌড়েতে ব্যাকুল সবে আচার্য্য-বিহনে ॥ ১০৯
একদিন শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন।
রামচন্দ্রে কহে অতি মধুর বচন ॥ ১১০
—হইল সকল শূন্য. কহিতে কি আর।
বৃন্দাবন যাহ শীঘ্র—এ কার্য্য তোমার ॥ ১১১
এত কহি পথের সন্ধান জানাইলা।
সেইক্ষণে রামচন্দ্র যাজিগ্রামে আইলা ॥ ১১২
তথা রামচন্দ্রে সবে কহে বার বার।
—শ্রীআচার্য্য বিনা সব হইল অন্ধকার ॥ ১১৩
না কর বিলম্ব শীঘ্র যাহ বৃন্দাবন।
আচার্য্যে আনিয়া রাখ সবার জীবন ॥ ১১৪
রামচন্দ্র সকলের পায়া অনুমতি।
আইলেন নিজ গৃহে হৈয়া হর্ষমতি ॥ ১১৫
রামচন্দ্র এই চিন্তা করে মনে মনে।
—শ্রীনরোত্তমের সঙ্গ হবে কতদিনে ॥ ১১৬
হইলে তাঁহার সঙ্গে যাবে সব দুঃখ।
দরশন বিনা মনে না জন্মিবে সুখ ॥ ১১৭
প্রভুগৃহে রহিতে নারিব তাঁহা বিনে।
তথা গতারাত করিবেন গণসনে ॥ ১১৮
ঐছে স্থানে রহি যাতে সুখ সর্বমতে।
স্থান স্থির হৈল মনে ঐছে বিচারিতে ॥ ১১৯

মহান্ত অন্তর বুঝে হে কার শক্তি।
কাহাকে না প্রকাশিল নিজ মনোবৃত্তি ॥১২০
নিজানুজ ভ্রাতা শ্রীগোবিন্দ বিদ্যাবান।
কার্য্যেতে চাতুর্য চারু সর্ব্বাংশে প্রধান ॥১২১
অতি স্নেহাবেশে তারে কহয়ে নিভৃতে।
— যাইব শ্রীবৃন্দাবন রজনীপ্রভাতে ॥১২২
এবে এথা বাসের সঙ্গতি ভাল নয়।
সদা মনে আশঙ্কা উপজে অতিশয় ॥১২৩
আছয়ে কিঞ্চিৎ ভৌম বহুদিন হৈতে।
তাহে যে উৎপাত এবে দেখহ সাক্ষাতে ॥১২৪
শীঘ্র এই বাসাদিক পরিত্যাগ করি।
নির্বিঘ্নে অন্যত্র বাস হয় সর্বপরি ॥১২৫
তাহে এই গঙ্গা পদ্মাবতী মধ্যস্থান।
পুণ্যক্ষেত্রে তেলিয়া বুধরি নামে গ্রাম ॥১২৬
অতি গণ্ডগ্রাম শিষ্ট লোকের বসতি।
যদি মনে হয় তবে উপযুক্ত স্থিতি ॥১২৭
শ্রীমাতামহের পূর্ব ছিল গতাযাত।
সকলে জানেন তেঁহে সর্বত্র বিখ্যাত ॥১২৮
তথা বাস হৈলে অনেকের সুখ হয়।
গোবিন্দ কহয়ে—এই কর্তব্য নিশ্চয় ॥১২৯
গোবিন্দের বাক্যে রামচন্দ্র হর্ষ হৈল।
পরমার্থ রীত বহু উপদেশ কৈলা ॥১৩০
রামচন্দ্র রজনী প্রভাতে ভ্রাতা স্থানে।
বিদায় হইয়া যাত্রা কৈলা বৃন্দাবনে ॥১৩১
আচার্য গেলেন মার্গশীর্ষমাস শেষে।
রামচন্দ্র গমন করিলা পৌষশেষে ॥১৩২
শ্রীগোবিন্দ দুই চারি দিবস রহিয়া।
কুমারনগর হৈতে গেলেন তেলিয়া ॥১৩৩
তেলিয়াবুধরি আদি গ্রামবাসী যত।
সবার আনন্দ যৈছে কে কহিবে কত ॥১৩৪
আসিয়া মিলিলা ভদ্রলোক ভাগ্যবান্।
সবে করি দিলেন অপূর্ব বাসস্থান ॥১৩৫
সবে মহাসুখী গোবিন্দের সদ্গুণেতে।
গোবিন্দ পাইলা সুখ সবার স্নেহেতে ॥১৩৬
ঐছে বিলসয়ে, এক চিন্তামাত্র সবে।
"শ্রীআচার্য-চরন-কিঙ্কর হ'ব কবে ॥১৩৭
কবে শ্রীআচার্য প্রভু দীক্ষা-মন্ত্র দিব।
উদ্ধারিয়া অধমে আপন করি নিব ॥১৩৮
ঐছে খেদ গোবিন্দ করয়ে অনুক্ষন।
ইথে কহি গোবিন্দের পূর্ব বিবরন ॥১৩৯
কুমারনগরে বৈসে অতি শুদ্ধাচার।
ভগবতী বিনা কিছু না জানয়ে আর ॥১৪০
গীত-গদ্যে করে ভগবতীর বর্ণন।
শুনি হর্ষ শক্তি উপাসক সজ্জিগন ॥১৪১
ভগবতী-প্রতি ঐছে হৈল যেন মতে।
তাহার কারন এবে কহি সংক্ষেপেতে ॥১৪২
শক্তি-উপাসক মাতামহ দামোদর।
ভগবতী যাঁর বশীভূত নিরন্তর ॥১৪৩
দামোদর কবিরাজ সর্বত্র প্রচার।
তাঁ'র কন্যা সুনন্দা—গোবিন্দ পুত্র যাঁর ॥১৪৪
মাতৃগর্ভে গোবিন্দ—ভূমিষ্ঠ নাহি হয়।
তাহাতে মাতার কষ্ট হৈল অতিশয় ॥১৪৫
দাসী শীঘ্র কহিলেন কবিরাজ প্রতি।
সে-সময়ে কবিরাজ পূজে ভগবতী ॥১৪৬
কথা না কহিয়া নেত্র হস্ত-ভঙ্গিদ্বারে।
শ্রী দুর্গাদেবীর যন্ত্র দেখায় দাসীরে ॥১৪৭
"লৈয়া যাহ ইহা; শীঘ্র করাহ দর্শন।
হইব প্রসব দুঃখ হবে নিবারন ॥১৪৮
কহিল ভঙ্গিতে যাহা তাহা না বুঝিল।
শীঘ্র যন্ত্র ধৌত করি' জল পিয়াইল ॥১৪৯

হইল প্রসব পুত্র পরম সুন্দর ।
দিনে দিনে বৃদ্ধি হৈলা যৈছে শশধর ॥১৫০
জন্ম হৈল ভগবতী মন্ত্রোদক পানে ।
এই এক হেতু—ইহা জানে সর্বজনে ॥১৫১
অল্পকালে পিতা সঙ্গোপন সঙ্গহীন
না বুঝিল কুন কর্ম—কহয়ে প্রাচীন ॥১৫২
আজন্ম রহিলা মাতামহের আলয় ।
তাঁ'র সঙ্গাধীন — আর এই এক হয় ॥১৫৩
উত্তম মধ্যমাধম-সঙ্গ শাস্ত্রে কয় ।
যে যৈছে করয়ে সঙ্গ, সেহো তৈছে হয় ॥১৫৪
ভগবতী-প্রতি আর্তি এই দুই প্রকারে ।
মাতা উপদেশে ভগবতী পূজিবারে ॥১৫৫
ভগবতী বিনা কোন কার্য-সিদ্ধি নয় ।
এই মত উপদেশ গোবিন্দ করয় ॥১৫৬
রামচন্দ্র শ্রীআচার্য-স্থানে শিষ্য হৈতে ।
গোবিন্দ একান্তে বসি বিচারয়ে চিতে ॥১৫৭
"ভগবতী-পাদপদ্ম কৈলে আরাধন ।
নহিবে কি এ ভববন্ধাদি -বিমোচন ?১৫৮
হেনকালে অলক্ষ্যে কহয়ে ভগবতী !
—"কৃষ্ণ না ভজিলে কারু না ঘুচে দুর্গতি ॥১৫৯
শুনি এই বাক্য মনে বহু খেদ হৈল ।
ভজিব শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম দঢ়াইল ॥১৬০
"আচার্যপ্রভুর শিষ্য হইব সর্বথা ।
তবে সে ঘুচিবে মোর অন্তরের ব্যথা ॥ ১৬১
ঐছে বিচারিয়া চলিতেই যাজিগ্রামে ।
শুনিলেন—শ্রীআচার্য গেলা বৃন্দাবনে ॥১৬২
গোবিন্দের চিত্তে খেদ হৈল অতিশয় ।
হইয়া ব্যাকুল মনে মনে বিচারয় ॥১৬৩
—বৈষ্ণবগণে ও মোর হিত চিন্তা কৈল !
কহিল পিতার বার্তা—তাহা না শুনিল ॥১৬৪

মোর পিতা চিরঞ্জীব সেন বিদ্যাবান্ ।
চৈতন্যচন্দ্রের ভক্ত গুণের নিধান ॥১৬৫
এহেন সন্তান হৈয়া গেনু ছারে খারে ।
একেবল কর্মদোষ—কি বলিব কা'রে ॥১৬৬
মোর সম জগতে অধম নাই আর ।
মনে যে করিনু তাহা নহিল আমার ॥১৬৭
যদি আচার্যের কভু করিতু দর্শন ॥
তবে কি না ফিরিত আমার দুষ্ট মন ॥১৬৮
মোর জ্যেষ্ঠ আচার্য প্রভুর দরশনে ।
ফিরিল সে মন—নিষ্ঠা হৈল সে চরণে ॥১৬৯
তাঁরে শ্রীআচার্য প্রভু অনুগ্রহ কৈল ।
মোর কর্মদোষে তাঁ'র দর্শন না হৈল ॥১৭০
কি করিব ? কোথা যাব ? কি হবে আমার ?
এত কহি কান্দে — নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥১৭১
হেনকালে দৈববানী হইল আকাশে ।
—অভিলাষ পূর্ণ হবে অলপ দিবসে ॥১৭২
সেই দিন হৈতে কৃষ্ণে হইল রতিমতি ॥
দেখি ঐছে চেষ্টা রামচন্দ্র হর্ষ অতি ॥১৭৩
এই ত' কহিল গোবিন্দের পূর্ব রীত ।
এ সব শ্রবনে কৃষ্ণচন্দ্রে হয় প্রীত ॥১৭৪
তেলিয়া বুধরি গ্রামে গোবিন্দের স্থিতি ।
তেলিয়ার নির্জন স্থানেতে প্রীত অতি ॥১৭৫
বুধরি পশ্চিমে শ্রীপশ্চিমপাড়া নাম ।
তথা সর্বারম্ভে বাস—সেহ রম্যস্থান ॥১৭৬
বুধরি প্রসিদ্ধ বাস ব্যক্ত সব ঠাঁই ।
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনা গোবিন্দের ধৈর্য নাই ॥১৭৭
কহিতে কি এথা উৎকণ্ঠিত হৈয়া অতি ।
রামচন্দ্র বৃন্দাবনে গেলা শীঘ্রগতি ॥১৭৮
রামচন্দ্র দেখি লোক করে ধাওয়া ধাই ।
সবে কহে—এমন কখনো দেখি নাই ॥ ১৭৯

গৌড়দেশ হৈতে হৈল ইহার গমন।
না জানিয়ে এহো কোন রাজার নন্দন ॥১৮০
কেহ কহে—আহে এ মনুষ্য কভু নয়
ইহোঁ কোন দেবতা—মনেতে এই হয় ॥১৮১
কেহ গিয়া কহে জীব গোসাঞীর আগ্রেতে।
—অপূর্ব পুরুষ এক আইলা গৌড় হৈতে ॥১৮২
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরকান্তি কনক জিনিয়া।
তারে দেখি না জানি কেমন করে হিয়া ॥১৮৩
মন্দ মন্দ চলে চারু চতুর্দিকে চায়।
বিপুল পুলকাবলী শোভে সর্বগায় ॥১৮৪
বৃন্দাবন শোভা দেখি কি ভাব অন্তরে।
দীর্ঘ দুই নয়নে অদ্ভুত অশ্রু ঝরে ॥১৮৫
ইহা শুনি শ্রীজীব আচার্যে জিজ্ঞাসিলা।
আচার্য কহেন—বুঝি রামচন্দ্র আইলা ॥১৮৬
পূর্বে শ্রীআচার্য রামচন্দ্র বিবরণ।
করিয়াছিলেন গোস্বামীরে নিবেদন ॥১৮৭
শ্রীজীবগোস্বামী কহে, রামচন্দ্র কোথা।
লোকে নিদেশয়ে—শীঘ্র তাঁরে আন এথা ॥১৮৮
এত কহিতেই রামচন্দ্র তথা আইলা।
শ্রীআচার্য গোস্বামীর পদে প্রণমিলা ॥১৮৯
দোঁহে রামচন্দ্রে আলিঙ্গিয়া বার বার।
বসাইয়া নিকটে জিজ্ঞাসে সমাচার ॥১৯০
রামচন্দ্র প্রথমেই কৈল নিবেদন।
যে কহিল খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন ॥১৯১
আর যে যে বৈষ্ণব যে কহিতে কহিল।
তাহা কহি' তাঁ সভার চেষ্টা জানাইল ॥১৯২
গ্রন্থ-অধ্যয়ন আদি যৈছে তা' কহিতে।
হইল অধৈর্য—ধৈর্য ধরিল যত্নেতে ॥১৯৩
গয়া; কাশী, অযোধ্যা প্রয়াগ-তীর্থ হৈয়া।
যৈছে ব্রজে আইলা তা কহিল বিবরিয়া ॥১৯৪

শ্রীজীব গোস্বামী রামচন্দ্রের কথায়।
জানিলেন মহাদুঃখ ব্যাপিল তথায় ॥১৯৫
গৌড়ে শ্রীনিবাসে শীঘ্র চাহি পাঠাইতে।
—ঐছে বিচারিয়া হৈলা বিহ্বল স্নেহেতে ॥১৯৬
রামচন্দ্রে কহি কত মধুর বচনে।
লৈয়া গেলা রাধা দামোদরের দর্শনে ॥১৯৭
রামচন্দ্র রাধা-দামোদরে নিরখিয়া।
নেত্রজলে ভাসে ভূমে পড়ি প্রনমিয়া ॥১৯৮
শ্রীরূপ-গোসাঞীর দেখি সমাধি তথায়।
না রহে ধৈরয-লেশ, ধরণী লোটায় ॥১৯৯
হা! হা! প্রভু রূপ! বলি ক্রন্দন করয়।
শ্রীজীব করিয়া কোলে কত প্রবোধয় ॥২০০
রামচন্দ্র স্থির হইলেন কতক্ষনে।
ঐছে প্রেমাবেশ হয় সর্ব্বত্র দর্শনে ২০১
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন।
রাধা-দামোদর আর শ্রীরাধারমন। ২০২
এ সব দর্শনে সুখ অশেষ হইল।
সনাতন গোস্বামীর সমাধি দেখিল ॥২০৩
সমাধি দর্শনে মহাব্যাকুল হইলা।
কাশীশ্বর পণ্ডিতের সমাধি দেখিলা ॥২০৪
রঘুনাথ ভট্টের সমাধি নিরখিয়া।
কি বলিব—যেরূপ বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥২০৫
শ্রীগোপালভট্ট, লোকনাথ কৃপাময়।
শ্রীভূগর্ভ আদি কৃপা কৈল অতিশয় ॥২০৬
রামচন্দ্র আইলা ইহা সর্বত্র ব্যাপিল।
দেখিতে কাহার মনে সাধ না জন্মিল ॥২০৭
রামচন্দ্র আরিট গ্রামেতে শীঘ্র গেলা।
রাধাকুণ্ড শ্যামাকুণ্ড দেখি স্নান কৈলা ॥২০৮
প্রণমিলা রঘুনাথদাস গোস্বামীরে।
দোঁহো স্নেহে আলিঙ্গিয়া সিঞ্চে নেত্রনীরে ॥২০৯

শ্রীরামচন্দ্রের শুনি কবিত্ব মধুর ।
যে কৃপা করিল তাহা বচনের দূর ॥২১০
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি যত জন ।
তা সবা সহিত হৈল অপূর্ব্ব মিলন ॥২১১
গোবর্দ্ধন-পর্বতের দর্শন করিলা ।
ভ্রমিয়া দ্বাদশ বনে মহাহর্ষ হৈলা ॥২১২
বৃন্দাবনে শ্রীভট্টগোস্বামী আদি যত ।
সবে রামচন্দ্র প্রশংসয়ে অবিরত ।২১৩
শুনি রামচন্দ্রের কবিত্ব চমৎকার ।
কবিরাজ খ্যাতি হৈল সম্মত সবার ॥২১৪
কহিতে কি রামচন্দ্রের গুনগন ।
যাঁর ইষ্টনিষ্ঠা যশ গায় সর্বজন ॥২১৫
রামচন্দ্র নিজ ইষ্ট আচার্য সঙ্গেতে ।
ভট্টগোস্বামীর সেবা করে নানামতে ॥ ২১৬
বৃন্দাবনে যৈছে বিলসয়ে দুইজন ।
বাহুল্য-ভয়েতে তাহা না হয় বর্ণন ॥২১৭
শ্রীজীবগোসাঞীর সুখ বাড়ে নিরন্তর ।
দেখি গুরু-শিষ্যের চরিত্র মনোহর ॥২১৮
শ্রীগৌড়-গমন আচার্যেরে জানাইলা ।
আচার্য সর্বত্র শীঘ্র বিদায় হইলা ॥২১৯
বৈশাখের পূর্ণিমা দিবস শুভ তিথি ।
রাধারমনের সিংহাসন-যাত্রা তথি ॥২২০
মহামহোৎসব ভট্টগোস্বামি-বাসায় ।
দেখিলেন শ্রীনিবাস উল্লাস হিয়ায় ॥২২১
সেই দিন শ্রীজীবগোস্বামী স্নেহাবেশে ।
যাত্রা করাইলা গৌড়ে প্রিয় শ্রীনিবাসে ॥২২২
পূর্ণিমার পরদিন শ্রীজীবগোসাঞী ।
শ্যামানন্দে সমর্পিলা আচার্যের ঠাঁই ॥২২৩
সে যে গ্রন্থ পূর্বে পরিশোধন করিল ।
তাহা লোক-সঙ্গতি করিয়া সঙ্গে দিল ॥২২৪

গোস্বামীসকল গোবিন্দের মন্দিরেতে ।
হইলা ব্যাকুল সবে বিদায় করিতে ॥২২৫
শ্রীনিবাস সবার চরনে প্রনমিয়া ।
চলে গোবিন্দের মুখচন্দ্র নিরখিয়া ॥২২৬
রামচন্দ্র, শ্যামানন্দ ব্যাকুল-অন্তরে ।
পুনঃ পুনঃ প্রনময়ে গোস্বামী সবারে ॥২২৭
শ্রীজীব ব্যাকুল হৈয়া চলে কথোদূর ।
পুনঃ পুনঃ নিষেধয়ে আচার্য ঠাকুর ॥২২৮
বাসায় চলিলা সবে বিদায় করিয়া ।
আচার্য চলিলা শীঘ্র মথুরা হইয়া ॥২২৯
কথোদিনে বনবিষ্ণুপুরে প্রবেশিতে ।
আগুসরি আইলা রাজা মহাহর্ষ চিতে ॥২৩০
আচার্য প্রভুর পাদপদ্ম নিরখিয়া ।
করয়ে প্রণাম ভূমিতলে লোটাইয়া ॥২৩১
আচার্য রাজার শিরে অর্পিয়া চরন ।
ধরি বাহুমূলে তুলি কৈল আলিঙ্গন ॥২৩২
রামচন্দ্র শ্যামানন্দ গুনের আলয় ।
আচার্য দিলেন এ দোঁহার পরিচয় ॥২৩৩
রাজা বীরহাম্বীর পড়িয়া ভূমিতলে ।
দুঁহু পদে প্রণমি ভাসয়ে নেত্রজলে ॥২৩৪
উল্লাসে কহয়ে রাজা—কি ভাগ্য আমার ।
প্রভুর কৃপায় পাইনু চরণ দোঁহার ॥২৩৫
দোঁহে বীরহাম্বীরে করিয়া আলিঙ্গন ।
পাইলেন যে আনন্দ না হয় বর্ণন॥২৩৬
রাজপাত্রাদিক যে রাজার সঙ্গে আইলা ।
যে সকলে আনন্দ-সমুদ্রে মগ্ন হৈলা ॥২৩৭
প্রভুরে লইয়া রাজা গেলা বাসস্থান ।
নেত্র ভরি দেখে গ্রামবাসী ভাগ্যবান্ ॥২৩৮
আচার্য ঠাকুর আইলা বনবিষ্ণুপুরে ॥
—সর্বত্র ব্যাপিল পরম্পর লোকদ্বারে ॥২৩৯

বনবিষ্ণুপুরে শ্রীআচার্য গণসনে।
বিলসয়ে দিবস রজনী সঙ্কীর্তনে ॥২৪০
শ্রীআচার্যঠাকুরের অলৌকিক রীত।
কে বুঝিতে পারে তাঁ'র অন্তরের প্রীত ॥২৪১
দিন দশ শ্যামানন্দে রাখি বিষ্ণুপুরে।
উৎকলে বিদায় করে ব্যাকুল অন্তরে ॥২৪২
শ্যামানন্দ যাইবেন উৎকল দেশেতে।
ইথে রাজা অধৈর্য হইয়া চিন্তে চিতে ॥২৪৩
—মহান্তের চেষ্টা বুঝে—ঐছে শক্তি কার?
সর্বত্র ভ্রমিয়া করে জীবের উদ্ধার ॥২৪৪
এথা কাথো দিবস নহিল অবস্থিতি।
পুনঃ যে দেখিব ঐছে না কৈলু সুকৃতি ॥২৪৫
এতেক চিন্তিয়া বহু দ্রব্য যত্নমতে।
লৈয়া আইলা শ্রীআচার্যপ্রভুর অগ্রেতে ॥২৪৬
আচার্য দেখিয়া সুখী পাইলেন মনে।
অগ্রে লৈয়া সামগ্রী চলিলা ভারিগনে ॥২৪৭
শ্যামানন্দ রাজার করিল মনোহিত।
অজ্ঞে কি বুঝিব শ্যামানন্দের যে রীত ॥২৪৮
আচার্যঠাকুর ধৈর্য ধরিতে না পারি।
শ্যামানন্দে কহে কত আলিঙ্গন করি' ॥২৪৯
শ্যামানন্দ সিক্ত আচার্যের নেত্রজলে।
আচার্যেরে প্রণময়ে পড়ি মহীতলে ॥২৫০
শ্যামানন্দ-করে ধরি আচার্যঠাকুর।
স্নেহাবেশে সঙ্গেতে চলয়ে কাথো দূর ॥২৫১
শ্যামানন্দ কহি কত আচার্য ঠাকুরে।
ফিরাইলা—আচার্য গেলেন বাসাঘরে ॥২৫২
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সবাস্থানে।
হইলা বিদায় যৈছে বর্ণিতে কে জানে ॥২৫৩
বিদায়ের কালে রাজা যাহা নিবেদিল।
গ্রন্থের বাহুল্যভয়ে তাহা না বর্ণিল ॥২৫৪

শ্যামানন্দ চলে মহা-ব্যাকুল হইয়া।
কান্দয়ে সকল লোক সে পথ চাহিয়া ॥২৫৫
বনবিষ্ণুপুর হৈতে বহু জনসনে।
শ্যামানন্দ উৎকলে গেলেন অল্প দিনে ॥২৫৬
সর্বত্রই বিদিত হইল আগমন।
চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥২৫৭
শ্রীরসিকানন্দ আদি মহাহর্ষ হৈলা।
শ্যামানন্দ নৃসিংহপুরেতে স্থিতি কৈলা ॥২৫৮
সমাচার-পত্রী পাঠাইলা বিষ্ণুপুর।
পত্রীপাঠে হর্ষ হৈলা আচার্যঠাকুর ॥২৫৯
বিষ্ণুপুরে আচার্য রহিলা দুইমাস।
অনেক জনের পূর্ণ কৈল অভিলাষ ॥২৬০
দেখিয়া রাজার ভক্তিগ্রন্থে অধিকার।
আচার্যের মনেতে হইল চমৎকার ॥২৬১
পূর্বে কহিলেন যাহা তাহা সুচাইয়া।
রাধাকৃষ্ণ-মন্ত্র দীক্ষা দিলা হর্ষ হৈয়া ॥২৬২
শ্রীকামগায়ত্রী-অর্থ যত্নে শুনাইলা।
হরিনাম-জপের নির্বন্ধ করাইলা ॥২৬৩
প্রিয় রামচন্দ্র কবিরাজে সমর্পিলা।
জানিবে বিশেষ ইঁহা-স্থানে—জানাইলা ॥২৬৪
দেখিয়া রাজার চেষ্টা কহে বারে বারে।
—শ্রীজীবগোস্বামী হৈলা প্রসন্ন তোমারে ॥২৬৫
শ্রীচৈতন্যদাস-নাম থুইল তোমার।
শুনিয়া রাজার নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥২৬৬
সর্বাঙ্গে পুলক, ধৈর্য ধরনে না যায়।
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে প্রভু পায় ॥২৬৭
করজোড় করিয়া কহয়ে বার বার।
তুয়া অনুগ্রহে সব সফল আমার ॥২৬৮
ঐছে কত কহে দাঁড়াইয়া প্রভুপাশে।
সে সব কহিতে মোর মুখে না আইসে ॥২৬৯

রাজা বীরহাম্বীরের রানী সুলক্ষণা।
আচার্যপ্রভুরে কত করিল প্রার্থনা ॥২৭০
আচার্য প্রসন্ন হৈয়া দীক্ষামন্ত্র দিলা।
পাইয়া যুগলমন্ত্র রাণী হর্ষ হৈলা ॥২৭১
শ্রীধাড়িহাম্বীর যোগ্য রাজার তনয়।
তাঁরে শিষ্য কৈলা শ্রীআচার্য দয়াময় ॥২৭২
হৈল বীরহাম্বীরের পরম উল্লাস।
শ্রীকালাচাঁদের সেবা করিলা প্রকাশ ॥২৭৩
শ্রীআচার্য প্রভু তার করে অভিষেক।
দেখে ভাগ্যবন্ত লোক কৌতুক অনেক ॥২৭৪
কেহ কহে— কালাচাঁদ কিবা মনোহর।
সাক্ষাৎ হইল একি ব্রজেন্দ্রকুমার ? ২৭৫
কেহ কহে রাজার ভাগ্যের সীমা নাই।
হেন শ্রীবিগ্রহ না দেখিয়ে কোন ঠাঁই ॥২৭৬
রাজার যেমন মনোবৃত্তি তৈছে হৈলা।
দেখি কালাচাঁদ শোভা কেবা না ভুলিলা ॥২৭৭
ঐছে কত কহে চাহি কালাচাঁদ পানে।
অভিষেক উৎসব বর্ণিব কিবা আনে ॥ ২৭৮
শ্রীআচার্য প্রভু কৃপা করিয়া রাজায়।
সমর্পিল শ্রীকালাচাঁদের দুটী পায় ॥ ২৭৯
আচার্য বিহনে রাজা না জানয়ে আর।
আচার্যের পাদপদ্ম সর্বস্ব রাজার ॥২৮০
আচার্যের গুণে হিয়া উমড়ে সদায়।
স্বপনেও রাজা আচার্যের গুণ গায় ॥ ২৮১
একদিন স্বপ্নে গীত করিল বর্ণন।
মহানন্দে রাণী কিছু করিল শ্রবণ ॥ ২৮২
জাগিয়া বসিতে রাজা রাণী নিবেদয়।
স্বপ্নেতে বর্ণিলা কি অপূর্ব গীতদ্বয় ॥ ২৮৩
কহিতেও ভয় না কহিলে প্রাণ ঝুরে।
অনুগ্রহ করিয়া শুনাও এ দাসীরে ॥২৮৪

রাজা কত দৈন্য প্রকাশিয়া মৃদুভাষে।
সুমধুর গীত পাঠ করে প্রেমাবেশে ॥ ২৮৫

কামোদ ১

প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইল মনের আশ
তুয়া বিনু গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিট
ঘুচাইলা রাজ অহঙ্কার ॥২৮৬
করিতু গরল পান সে ভেল ডাহিন বাম
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন সব ভেল উচাটন
এ সব তোমার ব্যবহার ॥২৮৭
রাধাপদ সুধারাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধিকা-গনসহ দেখাইলা কুঞ্জগেহ
জানাইলা দুঁহু প্রেমরীত ॥২৮৮
যমুনার কুলে যাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই
রাধাকানু বিলসয়ে সুখে।
এবীরহাম্বীর হিয়া ব্রজপুর সদা ধিয়া
যাঁহা অলি উড়ে লাখে লাখে ॥২৮৯

কামোদ—২

শুন গো মরমসখি কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব লাগে উচাটন
প্রেম করি খোয়ানু পরাণি ॥২৯০
শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিবাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরুচন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি,
না নিবায় হিয়ার আগুনি ॥২৯১

বসিয়া থাকিয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনারতীর ।
কি করিতে কি না করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহি রহি থির ॥২৯২
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায় ।
এ বীরহাম্বীর-চিত শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায় ॥২৯৩
গীত শুনি রানীর কত না উঠে মনে ।
না ধরে ধৈরয, ধারা বহে দু নয়নে ॥২৯৪
রাজার চরণে কত করয়ে প্রার্থনা ।
হইয়া বিহ্বল রানী না জানে আপনা ॥২৯৫
রাজা নিজ-নেত্রজলে সিঞ্চিত হইলা ।
স্থির হইয়া আপনি রানীরে স্থির কৈলা ॥২৯৬
মধ্যে মধ্যে উঠে কত তরঙ্গ দোঁহার ।
সে প্রেম বর্ণিতে হেন শক্তি কি আমার ॥২৯৭
শ্রীচৈতন্যদাস-নামে যে গীত বর্ণিল ।
বিস্তারের ডরে তাহা নাহি জানাইল ॥২৯৮
গোষ্ঠীসহ রাজার অপূর্ব রীত দেখি ।
গণসহ আচার্যঠাকুর মহাসুখী ॥২৯৯
বনবিষ্ণুপুরে ঐছে আচার্যঠাকুর ।
বহু শিষ্য করি ভক্তি বিস্তারে প্রচুর ॥৩০০
সে সব শিষ্যের অতি অদ্ভুত চরিত ।
শাখাগণনাতে কিছু হইব বিদিত ॥ ৩০১
কথোজন শিষ্য হৈতে মহা-চেষ্টা পাইলা ।
আপনে না করি অন্যস্থানে করাইলা ॥ ৩০২
শিখর ভূমির রাজা হরিনারায়ণ ।
আচার্যের স্থানে শিষ্য হৈতে তাঁর মন ॥ ৩০৩
তেঁহো শিষ্য হইবেন শ্রীরাম-মন্ত্রেতে ।
স্বাভাবিক প্রীত তাঁর শ্রীরামচন্দ্রেতে ॥ ৩০৪
হরিনারায়ণের অপূর্ব্ব চেষ্টা দেখি ।
শ্রীনিবাসাচার্য হইলেন মহাসুখী ॥ ৩০৫
তাঁর মনোরথ পূর্ণ করিতে আপনে ।
হইলা সচেষ্ট, অনুগ্রহ কে বা জানে ॥ ৩০৬
রঙ্গক্ষেত্রে ত্রিমল্লভাট্টের পুত্র ছিলা ।
পত্রীদ্বারে অতি শীঘ্র তাঁরে আনাইলা ॥ ৩০৭
তেঁহো পঞ্চকূটে আসি স্নেহাবিষ্ট মনে ।
রামমন্ত্রে শিষ্য কৈল হরিনারায়ণে ॥ ৩০৮
হরিনারায়ণে অনুগ্রহ প্রকাশিয়া ।
শ্রীনিবাস আচার্যে দিলেন সমর্পিয়া ॥ ৩০৯
সর্ব্ব তত্ত্ব জানাইলা আচার্যঠাকুর ।
কহিতে কি রাজার চরিত্র সুমধুর ॥ ৩১০
একদিন আচার্যঠাকুর সবা-সনে ।
বসিয়া আছেন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥ ৩১১
হেন কালে আইলা লোক যাজিগ্রাম হৈতে ।
সমাচারপত্রী দিয়া প্রণমে ভূমিতে ॥ ৩১২
সে মনুষ্যে জিজ্ঞাসি কুশল তার পর ।
পত্রীপাঠে আচার্যের অধৈর্য অন্তর ॥ ৩১৩
পত্রে ব্যক্ত লিখিল—গমন শীঘ্র হয় ।
খণ্ডবাসী আদি অতি উদ্বিগ্নহৃদয় ॥ ৩১৪
ঐছে পত্রী সকলেই করিলা শ্রবণ ।
হইল ব্যাকুল বীরহাম্বীরের মন ॥ ৩১৫
আচার্য কহেন নৃপে ব্যাকুল দেখিয়া ।
খেতুরী যাইব শ্রীখণ্ড-যাজিগ্রাম হৈয়া ॥ ৩১৬
অতি অল্প বিলম্বে আসিব বিষ্ণুপুরে ।
রাজা কহে,—কৃপা করি সঙ্গে লহ মোরে ॥ ৩১৭
শ্রীআচার্য জানিয়া রাজার মনোবৃত্তি ।
অতি সুমধুর বাক্যে কহে রাজা-প্রতি ॥ ৩১৮

নহিব উদ্বিগ্ন, এবে স্থির কর মন ।
শ্রীনরোত্তমের শীঘ্র পাইবে দর্শন ॥৩১৯
পত্রী পাঠাইব তেঁহো যাজিগ্রাম আইলে ।
এক যোগে বহু কার্য হবে তথা গেলে ॥৩২০
শুনি হর্ষ হৈলা রাজা গোষ্ঠীর সহিতে ।
সকলে জানিলা —যাত্রা রজনী প্রভাতে ॥৩২১
গনসহ শ্রীআচার্য রজনী বিহানে ।
বিষ্ণুপুর হইতে চলয়ে যাজিগ্রামে ॥৩২২
আসিয়া অসংখ্য লোক দর্শন করিল ।
রাজা যত্নে অনেক সামগ্রী সঙ্গে দিল ॥৩২৩
শ্রীআচার্য প্রভু সঙ্গে কথোদূর গিয়া ।
আইলেন বিষ্ণুপুরে বিদায় হইয়া ॥৩২৪
গোষ্ঠীসহ রাজা এই চিন্তে মনে মনে ।
—পুনঃ প্রভু দর্শন পাইব কতদিনে ॥৩২৫
আচার্য ঠাকুর করি রাজারে বিদায় ।
গনসহ যাজিগ্রামে আইলা ত্বরায় ॥৩২৬
গ্রামবাসী লোক দেখি আচার্যঠাকুরে ।
পাইলা পরমানন্দ দুঃখ গেল দূরে ॥৩২৭
যাজিগ্রামে আচার্যের গমন হইল ।
এ কথা লোকের মুখে সর্বত্র ব্যাপিল ॥৩২৮
যাজিগ্রাম হইতে আচার্য বিজ্ঞবর ।
শ্রীখণ্ড গেলেন শীঘ্র —কে বুঝে অন্তর ॥৩২৯
গৌরাঙ্গপ্রাঙ্গনে গৌরচন্দ্রে প্রণমিতে ।
দীর্ঘ দুই নেত্রে বারি নারে নিবারিতে ॥৩৩০
শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাসে নিরখিয়া ।
না ধরে ধৈরয, স্নেহে উমড়য়ে হিয়া ॥৩৩১
দুই বাহু পসারি করিয়া আলিঙ্গন ।
ছাড়িতে নারয়ে বক্ষে রাখে কতক্ষন ॥৩৩২
শ্রীনিবাস চাহে ভূমে পড়ি প্রণমিতে ।
তাহা না হইল—বদ্ধ হৈলা আলিঙ্গনেতে ॥৩৩৩

আনে কি বুঝিব মর্ম্ম—না হইবে হেন ।
শ্রীরঘুনন্দন প্রান পাইলেন যেন ॥৩৩৪
ব্রজস্থিত ভক্তের কুশল জিজ্ঞাসয় ।
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইয়া নিবেদয় ॥৩৩৫
—প্রভুর বিয়োগে সে প্রভুর প্রিয়গন ।
দিনে দিনে হইতেছেন অদর্শন ॥৩৩৬
এবে যে আছেন চেষ্টা না আইসে কহিতে ।
তাঁ সবার স্থিতিমাত্র প্রভুর ইচ্ছাতে ॥৩৩৭
ব্রজ হৈতে আসি মুই অল্প দিনে গেলু ।
ইথে হৈল সন্দেহ—তা জানি নিবেদিলু ॥৩৩৮
শুনিয়া সকল মহান্তের অদর্শন ।
হইলা মূর্চ্ছিত ; নেত্রে ধারা নদীসম ॥৩৩৯
শুনি রঘুনন্দন কহয়ে বার বার ।
দিনে দিনে অবনী হইছে অন্ধকার ॥৩৪০
প্রভু নরহরি প্রিয়গনের সহিতে ।
ছাড়িয়া গেলেন মোরে দুঃখ ভুঞ্জাইতে ॥৩৪১
কি সুখ থাইয়ে দেহে আছয়ে জীবন ।
ঐছে কত কহি কান্দে শ্রীরঘুনন্দন ॥৩৪২
প্রভু নরহরির করুনা সোঙরিয়া ।
কান্দে শ্রীনিবাস ভূমিতলে লোটাইয়া ॥৩৪৩
কে ধরে ধৈরয এ দোঁহার কান্দনাতে ।
উঠিল ক্রন্দনরোল শ্রীখণ্ড গ্রামেতে ॥৩৪৪
সে কান্দনে কান্দয়ে বনের পশুপাখী ।
যে দেখিলু সে সময় সেই তার সাখী ॥৩৪৫
শ্রীরঘুনন্দন স্থির হৈয়া শ্রীনিবাসে ।
স্থির করি অনেক কহিল মৃদুভাষে ॥৩৪৬
রাখি কতক্ষন যাজিগ্রামে পাঠাইলা ।
শ্রীকন্টকনগর যাইতে আজ্ঞা কৈলা ॥৩৪৭
শ্রী আচার্য যাজিগ্রামে আসিয়া ত্বরায় ।
কন্টকনগরে গেলা ব্যাকুল হিয়ায় ॥৩৪৮

যথা গৌরচন্দ্র কৈল সন্ন্যাসগ্রহন।
তথা যৈছে হৈলা তাহা না হয় বর্ণন ৩৪৯
শ্রীগৌরাঙ্গদর্শনে ভাসয়ে নেত্রজলে।
বারবার প্রণময়ে পড়ি ভূমিতলে॥
তথা যে ছিলেন ভক্তগন স্নেহাবেশে।
হইয়া বিহ্বল মিলিলেন শ্রীনিবাসে॥৩৫১
শ্রীযদুনন্দন চক্রবর্ত্তী বিজ্ঞবর।
যাঁর ইষ্টদেব প্রভু দাস গদাধর ॥৩৫২
নিজ ইষ্ট-সঙ্গোপন-দুঃখে দগ্ধ হিয়া।
হইলা অধৈর্য্য তেঁহো আচার্য্যে দেখিয়া॥৩৫৩
শ্রীনিবাসাচার্য্য চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার।
স্থির হৈতে নারে, নেত্রে বহে অশ্রুধার॥৩৫৪
প্রভু গদাধর গুন করিয়া কীর্ত্তন।
দোঁহে কান্দে ফুকারি কান্দয়ে সর্বজন॥৩৫৫
সে কান্দন পাষান গলি যায়।
দুঃখের তরঙ্গ কত উথড়ে হিয়ায়॥৩৫৬
শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছামতে কতক্ষনে।
সবে স্থির হৈয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে॥৩৫৭
বৃন্দাবন-গমনাদি আচার্য্যে জিজ্ঞাসে।
তাহা সবে নিবেদিলা সুমধুর ভাষে॥৩৫৮
আচার্য্যের প্রতি কহে শ্রীযদুনন্দন।
এক বর্ষ হৈল ব্রজে গমনাগমন॥৩৫৯
দারুন বিচ্ছেদ দুঃখে বৃন্দাবন গিয়া।
শীঘ্র যে আইলা ইথে জুড়াইল হিয়া॥৩৬০
এই দেখ প্রভু গদাধরের আসন।
এ নির্জ্জনে কৈলা তুমি তাঁহার দর্শন॥৩৬১
কি বর্নিব—কার্ত্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী দিনে।
মোর প্রভু অদর্শন হৈলা এইখানে॥৩৬২
সেই তিথি আরাধনা করিবার তরে।
করিলু সামগ্রী—এই দেখহ ভাণ্ডারে॥৩৬৩
সর্বত্রই নিমন্ত্রন পত্রী পাঠাইল।
মহান্তগনের এই বাসস্থান কৈল॥৩৬৪
যাজিগ্রাম দিয়া শীঘ্র এথায় আসিবে।
রহিয়া দিবস দশ সব সমাধিবে॥৩৬৫
ঐছে আচার্য্যেরে কত কহিতে কহিতে।
ঝরয়ে নয়ন,বারি নারে নিবারিতে॥৩৬৬
আচার্য্যঠাকুর ঐছে চেষ্টা নিরখিয়া।
যাজিগ্রামে চলে নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ৩৬৭
গ্রামে গিয়া বিষ্ণুপুরবাসি-লোক দ্বারে।
সমাচার পত্রী পাঠাইলেন রাজারে॥৩৬৮
শ্রীখণ্ডে যাইয়া শীঘ্র শ্রীরঘুনন্দনে।
শ্রীমহোৎসবের কথা কহিল নির্জ্জনে॥৩৬৯
শুনিয়া ঠাকুর অতি ব্যাকুল অন্তরে।
প্রিয় শ্রীনিবাসে কিছু কহে ধীরে ধীরে॥৩৭০
কার্ত্তিকে শ্রীদাস গদাধরে সঙ্গোপনে।
প্রভু নরহরি শীর্ণ হৈলা ক্ষনে ক্ষনে॥৩৭১
কে বুঝিতে পারে তাঁর অন্তরের ব্যথা।
সে দিবস হৈতে কারু সনে নাই কথা॥৩৭২
নিরন্তর সিক্ত দুই নেত্রের ধারাতে।
তাহা কি বলিব ?—তুমি দেখিলা সাক্ষাতে॥৩৭৩
মার্গশীর্ষমাসে কৃষ্ণা একাদশী-দিনে।
অকস্মাৎ অদর্শন হৈলা এইখানে॥৩৭৪
সেই তিথি আরাধনা করিবার তরে
হইল সামগ্রী সবে—দেখহ ভাণ্ডারে॥৩৭৫
প্রভু নিত্যানন্দাদ্বৈত—চৈতন্যের গনে।
নিমন্ত্রনপত্রী পাঠাইলু স্থানে স্থানে॥৩৭৬
অসিবেন প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন।
প্রভু অদ্বৈতের পুত্র করিবে গমন॥৩৭৭
রজনী প্রভাতে কালি যাজিগ্রামে গিয়া।
কন্টকনগরে যাব একত্র হইয়া॥৩৭৮

তথা আসিবেন শ্রীপ্রভুর প্রিয়গন ।
তাঁ সবার দর্শনে জুড়াবে নেত্রমন ॥৩৭৯
মহামহোৎসব সাঙ্গ হৈলে সবে লইয়া ।
আসিব শ্রীখণ্ডে যাজিগ্রামেতে রহিয়া ॥৩৮০
ইহা শুনি শ্রীনিবাস মহাহর্ষ হৈলা ।
বিদায় হইয়া শীঘ্র যাজিগ্রামে আইলা ॥ ৩৮১
রামচন্দ্র-কবিরাজ আদি প্রিয়গণে ।
কহিল সকল কথা বসিয়া নির্জনে ॥ ৩৮২
শুনি সবে সেইক্ষণে বাসা স্থির কৈলা ।
করিতে সামগ্রী-আয়োজন যুক্ত হৈলা ॥ ৩৮৩
শ্রীচৈতন্যগণের গমন হবে এথা ।
—যাজিগ্রামবাসী সবে শুনিল এ কথা ॥ ৩৮৪
হইল সবার মহা আনন্দ অন্তর ।
যার যে উচিত কার্য করে পরস্পর ॥ ৩৮৫
আচার্যঠাকুর হৃষ্ট হৈয়া পরদিনে ।
কণ্টক নগর যাইবেন—এই মনে ॥ ৩৮৬
বাড়ীর বাহিরে আসি লৈয়া নিজ গণ ।
শ্রীখণ্ডের পথপানে করে নিরীক্ষণ ॥ ৩৮৭
শ্রীরঘুনন্দন গণসহ খণ্ড হৈতে ।
যাজিগ্রামে আইলেন রজনী প্রভাতে ৩৮৮
কতক্ষণ রহিয়া শ্রীআচার্যের ঘরে ।
আচার্যাদি সহ গেলা কণ্টকনগরে ॥ ৩৮৯
কণ্টকনগরে সর্ব মহান্তের গতি ।
দেখিতে ধায়েন লোক হৈয়া হর্ষ অতি ॥ ৩৯০
যে যে মহান্তের আগমন যথা হৈতে ।
গ্রন্থ-বাহুল্যার্থে তাহা নারি বিস্তারিতে ॥ ৩৯১
নামমাত্র কহি অতি উল্লাস হিয়ায় ।
যে নাম শ্রবণে ভক্তিরত্ন লভ্য হয় ॥ ৩৯২
প্রভুপ্রিয় শ্রীপতি, শ্রীনিধি, বিদ্যানন্দ ।
বাণীনাথ বসু, রামদাস, কবিচন্দ্র ॥ ৩৯৩

পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, শ্রীচন্দ্রশেখর ।
শ্রীমাধবাচার্য, কীর্তনীয়া ষষ্ঠীধর ॥ ৩৯৪
শ্রীকমলাকান্ত, বাণীনাথ বিপ্রবর ।
বিষ্ণুদাস, নন্দনপণ্ডিত, পুরন্দর ॥ ৩৯৫
শ্রীচৈতন্যদাস কর্ণপুর প্রেমময় ।
শ্রীজানকীনাথ বিপ্র গুণের আলয় ॥ ৩৯৬
শ্রীগোপাল আচার্য, গোপালদাস আর ।
মুরারি চৈতন্যদাস পরম উদার ॥ ৩৯৭
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় নারায়ন
বলরাম দাস আর দাস সনাতন ॥ ৩৯৮
বিপ্র কৃষ্ণদাস, শ্রীনকড়ি, মনোহর ।
হরিহরানন্দ, শ্রীমাধব, মহীধর ॥ ৩৯৯
রামচন্দ্র কবিরাজ বসন্ত লবনি ।
শ্রীকানু ঠাকুর, শ্রীগোকুল গুণমণি ॥ ৪০০
শ্রীমাধবাচার্য, রামসেন, দামোদর ।
জ্ঞানদাস, নর্তক গোপাল, পীতাম্বর ॥ ৪০১
কুমুদ, গৌরাঙ্গদাস দুঃখীর জীবন ।
নৃসিংহ, চৈতন্যদাস, দাস বৃন্দাবন ॥ ৪০২
বনমালিদাস ভোলানাথ শ্রীবিজয় ।
শ্রীহৃদয়ানন্দ সেন গুণের আলয় ॥ ৪০৩
লোকনাথ পণ্ডিত, শ্রীপণ্ডিত মুরারি ।
শ্রীকানুপণ্ডিত হরিদাস ব্রহ্মচারী ॥ ৪০৪
শ্রীঅনন্তদাস, কৃষ্ণদাস, জনার্দন ।
শ্রীভক্তিরত্নদাতা দাস নারায়ণ ॥ ৪০৫
ভাগবতাচার্য, বাণীনাথ ব্রহ্মচারী ।
চৈতন্যবল্লভদাস ভক্তি-অধিকারী ॥ ৪০৬
শ্রীপুষ্পগোপাল শ্রীগোপালদাস আর ।
শ্রীহর্ষ, শ্রীলক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত উদার ॥ ৪০৭
কহিতে কি মহান্তগণের নাহি অন্ত ।
নেত্র ভরি দেখয়ে সকল ভাগ্যবন্ত ॥ ৪ ৮

কিবা সে অদ্ভুত গতি! তেজ সূর্যপ্রায়।
দেখিতে সে শোভা কার নেত্র না জুড়ায়॥ ৪০৯
কিবা প্রভু অদ্বৈতচন্দ্রের পুত্রদ্বয়।
কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল পরমানন্দময়॥ ৪১০
সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সে দোঁহার প্রাণধন॥ ৪১১
পতিত দুর্গতে যে বিলায় প্রেমভক্তি।
একমুখে বর্ণে সে চরিত্র—কার শক্তি॥ ৪১২
প্রভু নিত্যানন্দের নন্দন বীরভদ্র।
ভুবনপাবন যেহো গুণের সমুদ্র॥ ৪১৩
বর্ণিবেক কেবা? সে যশের নাহি পার।
নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় খ্যাতি যার॥ ৪১৪

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—
শ্রীবীরভদ্র গোসাঞী স্কন্ধসম শাখা।
তাঁর উপশাখা যত অসংখ্য তার লেখা॥৪১৫
ঈশ্বর হইয়া কহায় মহাভাগবত।
বেদধর্মাতীত্র হৈয়া বেদধর্মে রত॥৪১৬
অন্তরে ঈশ্বর চেষ্টা বাহিরে নির্দম্ভ।
চৈতন্যভক্তি মণ্ডপের তেঁহো মূলস্তম্ভ॥৪১৭
অদ্যাপি যাঁহার কৃপামহিমা হইতে।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ গায় সকল জগতে॥৪১৮
ঐছে গুন, চরিত্র বর্ণয়ে ভক্তগণ।
সর্বপ্রকারেতে প্রভু সবার জীবন॥৪১৯
প্রভু বীরভদ্র মহা আনন্দের কন্দ।
কেহ বীরভদ্র কহে কেহ বীরচন্দ্র॥৪২০
হেন বীরচন্দ্রে যে দেখয়ে একবার।
সব ছাড়ি সেই সে চরণ ভজে সার॥৪২১
দেখি বীরচন্দ্রের গমন মনোহর।
কণ্টকনগরবাসী কহে পরস্পর॥৪২২

দেখ দেখ নিতাই-নন্দন বীরচান্দে।
দেখিতে কি শোভা কি মদন ধৈর্য্য বান্ধে॥৪২৩
আহা মরি কিবা সুকোমল তনুখানি।
কনক বিদ্যুৎ এ না রূপের নিছনি॥৪২৪
কিবা চারু চিকণ চাঁচর কেশ মাথে
কিবা ভালে তিলক ভুবন ভুলে যাতে॥৪২৫
ভুরু ভূপাঁতি দীর্ঘলোচন পুষ্কর।
কি মধুর গণ্ড শ্রুতি নাসিকা সুন্দর॥৪২৬
বদনচন্দ্রমা নিন্দি চন্দ্রের মণ্ডল।
কুন্দবৃন্দ দূরে—দন্তদ্যুতি সুনির্মল॥৪২৭
পরিসর বক্ষ কিবা গ্রীবার বলনি।
কিবা ভুজ ভুজঙ্গ কুঞ্জর কর জিনি॥৪২৮
কি অদ্ভুত উদর ক্রশিমা মধ্যদেশ।
কিবা জানু চরণের মাধুর্য অশেষ॥৪২৯
পরিধেয় বস্ত্রাদি করয়ে ঝলমল।
যে দেখে বারেক তার জীবন সফল॥৪৩০
হেন অপরূপ রূপ নয়নে দেখিলু।
জনমের মত এই পদে বিকাইলু॥৪৩১
ঐছে পরস্পর কত কহি স্থানে স্থানে।
হইলা বিহ্বল এ সবার সন্দর্শনে॥৪৩২
এথা রঘুনন্দন গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গনেতে।
মহান্তগনের আগমন চিন্তে চিতে॥৪৩৩
হেন সময়ে যত্ন কহ ধীরে ধীরে।
—সবে আসি প্রবেশিলা কণ্টক নগরে॥৪৩৪
যদুনন্দনের মুখে একথা শুনিয়া।
সবা-সহ কথোদূরে চলে হর্ষ হৈয়া॥৪৩৫
প্রভু ভক্তগনের গমন গঙ্গাতীরে।
দেখিতে অধৈর্য্য যৈছে—কে কহিতে পারে॥৪৩৬
পরস্পর কি অদ্ভুত মিলন হইল।
প্রেমভক্তিরসের সমুদ্র উথলিল॥৪৩৭

যথা প্রভু করিলেন সন্ন্যাস গ্রহন।
তথা উপনীত হইলেন সর্বজন ॥৪৩৮
দেখিতে সে স্থান হিয়া বিদরিয়া যায়।
ছাড়ে অতিদীর্ঘ শ্বাস অগ্নিশিখা-প্রায় ॥৪৩৯
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সন্ন্যাস সোঙরিয়া।
করয়ে ক্রন্দন সবে ভূমে লোটাইয়া ॥৪৪০
উঠিল ক্রন্দনরোল নহে নিবারন।
কারু স্মৃতি নাহি দেহে, ধৈর্য বা কেমন ॥৪৪১
সে দশা যে দেখিল সেই সে তার সাথী।
আনের কি কথা ?—দেখি কান্দে পশুপাখী ॥৪৪২
পরস্পর সবার গলায় সবে ধরি।
করয়ে বিলাপ যৈছে কহিতে না পারি ॥৪৪৩
সম্বরিতে নারে নেত্রে ধারা অনিবার।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ হইল সবার ॥৪৪৪
সকল মহান্ত গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
দেখি গৌরচন্দ্রে স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥৪৪৫
শ্রীগৌরচন্দ্রের ইচ্ছা বুঝনে না যায়।
অকস্মাৎ বাঢ়ে সুখ সবার হিয়ায় ॥৪৪৬
কতক্ষণ সবে প্রভু প্রাঙ্গণে রহিয়া।
অপূর্ব্ব বাসায় হর্ষে উত্তরিলা গিয়া ॥৪৪৭
গণসহ শ্রীনিবাসাচার্য ভক্তিময়।
সর্বত্র নিযুক্ত যত কার্য সমাধয় ॥৪৪৯
প্রতিদিন যে উৎসব তার নাই অন্ত॥
দেখয়ে সকল গ্রামবাসী ভাগ্যবন্ত ॥৪৪৮
দিবা কার্তিকের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি তায়।
মহামহোৎসব যৈছে কেবা অন্ত পায় ॥৪৫০
যৈছে সঙ্কীর্তনারম্ভ গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
তাহার উপমা স্থান নাহি ত্রিভুবনে ॥৪৫১
মহান্তগণের যৈছে শোভা সঙ্কীর্তনে।
যৈছে প্রেম কৃষ্ণমিশ্র গোপাল নর্ত্তনে ॥৪৫২

প্রভু বীরভদ্রের অদ্ভুত নর্ত্তন।
সে সব বর্ণিব সুখে ভাগ্যবন্তগন ॥৪৫৩
সঙ্কীর্তন স্থানেতে লোকের সংখ্যা নাই।
বিলসয়ে দেবগন মনুষ্যে মিশাই ॥৪৫৪
অশ্রু কম্প-পুলকাদি সবার শরীরে।
যৈছে প্রেমবন্যা তাহা কে বর্ণিতে পারে ॥৪৫৫
সপ্তমী অষ্টমী, নবমী—এ দিবসত্রয়।
কৈছে দিবা-রাত্রি যায় কেহ না জানয় ॥৪৫৬
মহামহোৎসব হৈলে সবে তার পরে
কিছুদিন রহিলেন কণ্টক নগরে ॥৪৫৭
কণ্টক নগর হৈতে শ্রীরঘুনন্দন।
সবা লৈয়া শ্রীখণ্ডেতে করয়ে গমন ॥৪৫৭
গমন-সময়ে যে ব্যাকুল সর্বজন।
তাহা একমুখে কভু না হয় বর্ণন ॥৪৫৯
শ্রীযদুনন্দন আদি কান্দিয়া কান্দিয়া।
কহিল যে তাহা শুনি বিদরয়ে হিয়া ॥৪৬০
যৈছে সমাদর কৈল শ্রীযদুনন্দন।
তাহা কে বর্ণিবে ?—দেখে ভাগ্যবন্তগন ॥৪৬১
শ্রীরঘুনন্দন যদুনন্দনে কহয়।
শীঘ্র খণ্ডে যাবে যেন বিলম্ব না হয় ॥৪৬২
ঐছে কত কহি সুখে সস্নেহ বচন।
প্রথমেই যাজিগ্রামে গতি বিলক্ষন ॥৪৬৩
এথা যদুনন্দনাদি সাধে সর্বকার্য।
যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চর্য ॥৪৬৪
দীনপ্রতি দয়া যৈছে কহিল না হয়।
বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর প্রশংসাতিশয় ॥৪৬৫
যে রচিল গৌরাঙ্গের অদ্ভুত চরিত।
দ্রবে দারু-পাষাণাদি শুনি যাঁর গীত ॥৪৬৬
যেঁহ মুখ্য দাস-গদাধরের শাখায়।
সদা মগ্ন যেঁহ গৌর বিগ্রহ সেবায় ॥৪৬৭

দাস গদাধর শ্রীপণ্ডিত গদাধরে।
ভিন্ন আন নাহি যাঁর—বিদিত সংসারে ॥৪৬৮
প্রসঙ্গ পাইয়া তথা সংক্ষেপে জানাই।
চৈতন্যাবতারে রাধা পণ্ডিতগোসাঞী ॥৪৬৯
রাধিকা বিভুতি-রূপ দাস গদাধর।
জানাইলা কবি কর্ণপুর বিজ্ঞবর ॥৪৭০

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—

শ্রীরাধা প্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
সা শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥৪৭১

নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা।
পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা ॥৪৭২

সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ।
রাধামনুগতা যত্তল্লিতাপ্যনুরাধিকা।
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥৪৭৩

অয়মপি ললিতৈব রাধিকালী
ন খলু গদাধর এষ ভূসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয়মথবা স্বয়ৈব শক্ত্যা
ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ ॥৪৭৪

ধ্রুবানন্দব্রহ্মচারী ললিতেত্যাপরে জগুঃ।
স্বপ্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতন্তু তৎ ॥৪৭৫

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাৎ ত্রিরূপতাম্।
অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥৪৭৬

রাধাবিভুতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গ নিকটে দাসবংশো গদাধরঃ ॥৪৭৭

পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রনীঃ।
সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরম্ ॥৪৭৮

সর্ব্ব প্রকারেতে শ্রেষ্ঠ গদাই পণ্ডিত।
শ্রীগৌরচন্দ্রের শাখা জগতে বিদিত ॥৪৭৯
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—
বড় শাখা গদাধর পণ্ডিত গোসাঞী।
তেঁহো লক্ষ্মীরূপা তাঁর সম অন্য নাই ॥৪৮০
দাস গদাধরের প্রভাব অতিশয়।
চৈতন্যের শাখায় নিতাইর শাখা হয় ॥৪৮১
তথাহি তত্রৈব—
শ্রীদাস গদাধর শাখা সর্ব্বোপরি।
কাজিগনমুখে বোলাইলা হরি হরি ॥৪৮২
শ্রীনিত্যানন্দের শাখা দাস গদাধর।
জানাইল কৃষ্ণদাস কবি বিজ্ঞবর ॥৪৮৩
তত্রৈব—
শ্রীরামদাস আর গদাধর দাস।
চৈতন্যগোসাঞীর ভক্ত রহে তাঁর পাশ ৪৮৪

পুরাকালে যিনি বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেমময়ী রাধা-তিনি গৌরাঙ্গ প্রিয় পণ্ডিত গদাধর। যাহাকে স্বরূপ দামোদর ব্রজলক্ষ্মী বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। যথা—পূর্ব্বে বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দর বল্লভা লক্ষ্মী এখন নবদ্বীপে তিনি গৌরপ্রেম লক্ষ্মী গদাধর পণ্ডিত। যেহেতু ললিতা ও রাধার অনুগত, সেই অনুরাধা গৌরচন্দ্রের উদয়ে তাহাতে প্রবীষ্ট। যথা—এই গৌরচন্দ্রই রাধাসখী ললিতা এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ গদাধর কখন ও নহেন। অথবা এই হরি নিজ অন্তরঙ্গ শক্তিতে স্বয়ং সখী ও শ্রীরাধিকা—এই ত্রিতয় হইয়াছেন অন্য কেহ বলেন—শ্রীধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীই ললিতা নিজপ্রকাশ বৈচিত্র্যে তাহার মত ও যুক্তিযুক্ত। অথবা ভগবান গৌরেচ্ছায় তিনরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। অথবা গদাধর পণ্ডিত শ্রীরাধার স্বরূপ, পুরাকালে রাধিকার বিভূতিরূপা যে চন্দ্রকান্তি ছিল অধুনা গৌরাঙ্গ সমীপে দাস বংশোদ্ভব। যিনি বলদেব প্রিয়াগ্রনী যে পূর্ণানন্দা ছিলেন; তিনি লীলার প্রয়োজনে গদাধর পণ্ডিতে প্রবীষ্ট হইয়াছেন ॥৪৭১-৪৭৮

নিত্যানন্দে আজ্ঞা যবে গৌড়দেশ যাইতে।
মহাপ্রভু এই দোঁহে দিলা তাঁর সাথে ॥৪৮৫
অতএব দুই গণে দোঁহার গণন।
ঐছে বহু বাক্য করি কহে বিজ্ঞগন ॥৪৮৬
গদাধর দাস সবা মত্ত ভাবাবেশে।
নিত্যানন্দ প্রভু তৈছে তাঁ সহ বিলসে ॥৪৮৭

তথাহি—তত্রৈব—
গদাধর দাস গোপীভাবে পূর্ণানন্দ।
যাঁর ঘরে দানলীলা করে নিত্যানন্দ ॥৪৮৮
ঐছে গদাধর প্রভু নিত্যানন্দ-সনে।
নিরন্তর হর্ষ প্রেমভক্তি রত্নদানে ॥৪৮৯
অল্পে জানাইলু দাস গদাধর ক্রিয়া।
জানাইব অন্যত্রে ও প্রসঙ্গ পাইয়া ॥৪৯০
শ্রীযদুনন্দন দাস-গদাধর বিনে।
যেরূপে গোঙায় তা বর্ণিব কোনজনে ॥৪৯১
নিরন্তর তাঁর গুন করয়ে কীর্তন।
ভক্তিরসাদিষ্ট সদা শ্রীযদুনন্দন ॥৪৯২
নিজ-প্রভু মহোৎসব যৈছে সমাধিল।
তাহা দেখি লোক সব বিস্মিত হইল।
কহিতে কি মহাভাগ্যবন্ত লোকগন।
নেত্র ভরি কৈল সর্ব মহান্ত দর্শন ॥৪৯৪
সকল মহান্ত গেলা যাজিগ্রাম-পথে।
হইল গমনধ্বনি শ্রীযাজিগ্রামেতে ॥৬৯৫
যাজিগ্রামবাসী লোক মহাহর্ষমনে।
আগুসরি সবে লৈয়া গেলা বাসাস্থানে ;৪৯৬
শ্রীনিবাস আচার্যের মহানন্দ হৈল।
তাহা একমুখে কিছু বর্নিতে নারিল ॥৪৯৭
আনে কি জানিব শ্রীনিবাসের হৃদয়
নিরখয়ে পথপানে উৎকণ্ঠাতিশয় ॥৪৯৮
হেনকালে যদুনন্দনাদি গণসনে।
কণ্টকনগর হৈতে আইলা হর্ষমনে ॥৪৯৯
আর যে যে গ্রামে ভাগবতগন ছিলা।
আচার্যভবনে সবে একত্র হইলা ॥৫০০
মহামহোৎসব হৈল আচার্যভবনে।
সবে মহামত্ত হইলেন সঙ্কীর্তনে ॥৫০১
ঐছে চারি পাঁচ দিন শ্রীনিবাস-ঘরে।
করিলেন স্থিতি সবে উল্লাস অন্তরে ॥৫০২
সর্ব সমাদরে শ্রীনিবাস বিচক্ষন।
শ্রীনিবাসে প্রশংসয়ে ভাগ্যবন্তগন ॥৫০৩
শ্রীরঘুনন্দন মহাহর্ষ স্নেহাবেশে।
না জানি কি নিভৃতে কহিলা শ্রীনিবাসে ॥৫০৪
মহাযত্নে লৈয়া প্রভু পরিকরগণে।
চলিলেন শ্রীখণ্ডে পরমানন্দমনে ॥৫০৫
খণ্ডবাসী লোক অতি উল্লসিত চিতে।
আগুসরি আসি লৈয়া গেলেন খণ্ডেতে ॥৫০৬
সেবায় নিযুক্ত যৈছে হৈলা সর্বজন।
সেসব বিস্তারি এথা না হয় বর্ণন ৫০৭
অন্যগামী লোকগন ধায় চারি ভিতে।
প্রভু ভক্ত সন্দর্শনে নারে স্থির হৈতে ॥৫০৮
মনের আনন্দে কেহো কারু প্রতি কয়।
—দেখ প্রভুগনের কি শোভা প্রেমময় ॥৫০৯
পরম দুর্লভ এ দর্শন একত্রেতে।
মো-সবার ভাগ্যে সবে আইলা শ্রীখণ্ডেতে ॥৫১০
অল্পকাল দর্শনেতে তৃপ্ত নহে হিয়া।
বুঝি অকস্মাৎ বা যায়েন দুঃখ দিয়া ॥৫১১
কেহো কহে,—ওহে ভাই! শীঘ্র না যাইব।
শ্রীখণ্ডেতে প্রেমের সমুদ্র উথলিব ॥৫১২
অগ্রহায়নে কৃষ্ণা একাদশী সর্বোপরি।
যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি ॥৫১৩

সেই একাদশীকে আছয়ে দিন চারি।
হবে যে উৎসব তা দেখিবা নেত্র ভরি ॥৪১৪
কহিতে কি অতুল দুর্লভ সঙ্কীর্তনে।
মনুষ্যের কথা কি—মাতিব দেবগণে ॥৫১৫
ঐছে পরস্পর কত কহে ঠাঁই ঠাঁই।
শ্রীখণ্ড-নগরেতে লোকের সংখ্যা নাই ॥৫১৬
প্রতিদিন যে উৎসব শ্রীখণ্ডনগরে।
তাহা না বর্ণিয়ে গ্রন্থবাহুল্যের ডরে ॥৫১৭
একাদশী-দিনে যে উৎসব অন্ত নাই।
যে শুনিলু তাহা কিছু সংক্ষেপে জানাই ॥৫১৮
একাদশী প্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন।
প্রভু পরিকরে কৈল আত্মনিবেদন ॥৫১৯
গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে আসি মনের উল্লাসে।
করাইলা সজ্জা চারু অশেষ বিশেষে ॥ ৫২০
কিবা প্রাঙ্গণের শোভা কহনে না যায়।
যে দেখে বারেক তার নয়ন জুড়ায় ॥ ৫২১
সর্ব্ব মহান্তের তথা হৈল আগমন।
শোভায় সবার চিত্ত করে আকর্ষণ ॥ ৫২২
চন্দনতিলক ভালে অতি সুললিত।
পরম উজ্জ্বল বাহু, বক্ষ নামাঙ্কিত ॥ ৫২৩
শ্রীসরকার ঠাকুরের জীবন গৌরাঙ্গে।
দেখিতেই বিপুল পুলক তার অঙ্গে ॥ ৫২৪
শ্রীরঘুনন্দন যারে লাড়ু খাওয়াইল।
তাঁরে দেখি মনে মহাকৌতুক বাড়িল ॥ ৫২৫
কতক্ষণ কৈল দুই শ্রীমূর্তি দর্শন।
হইল যে প্রেমচেষ্টা না হয় বর্ণন ॥ ৫২৬
বিপ্র বাণীনাথ অতি মধুর বচনে।
সর্ব মনোবৃত্তি কহে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৫২৭
শ্রীমদ্ভাগবত অদ্য দিবসে শ্রবণ।
রাত্রিযোগে সঙ্কীর্তনানন্দ আস্বাদন ॥ ৫২৮
শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবেন শ্রীনিবাস।
শুনি রঘুনন্দনের অধিক উল্লাস ॥ ৫২৯
সেইক্ষণে অপূর্ব আসন করাইলা।
বসিতে সকল মহান্তেরে নিবেদিলা ॥ ৫৩০
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি যতেক মহান্ত।
বসিলেন আসনে—শোভার নাই অন্ত ॥ ৫৩১
কৃষ্ণমিশ্র, গোপাল পরমানন্দ-মনে।
প্রভু বীরভদ্র বসিলেন দিব্যাসনে ॥ ৫৩২
শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে
সর্ব মহান্তের আগে নিল শ্রীনিবাসে ॥ ৫৩৩
সকল মহান্ত শ্রীনিবাস প্রতি কয়।
—শুনিতে তোমার মুখে বড় সাধ হয় ॥৫৩৪
শ্রীমদ্ভাগবত পড় বসি এ আসনে।
না কর সঙ্কোচ আমা সবার বচনে ॥৫৩৫
শুনি শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি প্রণমিয়া।
করনে যে দৈন্য ধৈর্য ধরে কে শুনিয়া ॥ ৫৩৬
পুনঃ পুনঃ অনুমতি পাইয়া সবার।
বসিলা আসনে—শোভা হৈল চমৎকার ॥ ৫৩৭
পুস্তকে অর্পিয়া পুষ্প তুলসী চন্দন।
করয়ে আরম্ভ চারু মঙ্গলাচরণ ॥ ৫৩৮
কোকিল জিনিয়া অতি সুমধুর স্বরে।
উচ্চারয়ে শ্লোক—যেন সুধাবৃষ্টি করে ॥ ৫৩৯
শ্রীরাস বিলাস কথা রসের পাথার।
কহিতে অধৈর্য নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ৫৪০
বিবিধ প্রকারে প্রতি পদ্য ব্যাখ্যা করে।
নানা রাগ প্রভেদ প্রকাশে পদ্যদ্বারে ॥ ৫৪১
কি অদ্ভুত কথার মাধুর্য! ধৈর্য নাশে।
উপমার স্থান নাই সে মধুর ভাষে ॥ ৫৪২
মহাবর্ষা প্রায় প্রেম বর্ষে সে কথায়।
সকলে বিহ্বল—হর্ষ উথলে হিয়ায় ॥ ৫৪৩

অনিমিখ নেত্রে চাহে শ্রীনিবাস পানে।
নিবারিতে নারে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ৫৪৪
মহান্তগণের হয় যে ভাববিকার।
তাহা এক মুখে কি বর্ণিব মুই ছার ॥ ৫৪৫
আত্মবিস্মরিত কেহ মনে মনে কয়।
শ্রীগুরু অর্পিল শক্তি, তেঞি ঐছে হয় ॥ ৫৪৬
কেহ কহে, শক্তি সঞ্চারিল বেদ ব্যাস।
তেঞি এ অদ্ভুত অর্থ করয়ে প্রকাশ ॥ ৫৪৭
কেহ কহে,—গদাধর পণ্ডিত গোসাঞী।
বুঝি, কৃপা শক্তি পূর্ণ প্রকাশে এথাই ॥ ৫৪৮
কেহ কহে,—পণ্ডিত শ্রীবাসাদি কৃপায়।
ঐছে পাঠ লালিত্য—কি তুলনা ইহার ॥ ৫৪৯
কেহ কহে, গৌরপ্রেমস্বরূপ এ হন।
এ মুখে সে বক্তা তেঞি ঐছে আকর্ষণ ॥ ৫৫০
ঐছে স্নেহাবেশ মনে যে হয় সবার।
তাহা কেহ বর্ণিবেন করিয়া বিস্তার ॥ ৫৫১
প্রভু পরিকরের কি অদ্ভুত চরিত।
করয়ে শ্রবণ যৈছে উপমা রহিত ॥ ৫৫৩
শ্রীনিবাস দেখে - দিব-অবসান হৈল।
প্রার্থনাপূর্ব্বক কথামৃত সাঙ্গ কৈল ॥ ৫৫৪
ধ.স্থ প্রণমিয়া অতি দীনতা অন্তরে।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা প্রভুপরিকরে ॥ ৫৫৫
প্রভুপরিকরগণ হইয়া উল্লাস।
শ্রীনিবাসে ঐছে স্নেহ করয়ে প্রকাশ ॥ ৭৫৬
কেহ শ্রীনিবাস শিরে শ্রীহস্ত ধরয়।
জুড়াইলু বলি—নেত্রজলে সিক্ত হয় ॥ ৫৫৭
হউক তোমার সব মনোরথ সিদ্ধি।
তোমাতে বঞ্চিত যে বঞ্চুক তারে বিধি ॥৫৫৮
যে লইবে তোমার শরণ সেই ধন্য।
অবশ্য মিলিব তা রে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৫৫৯

কেহ হস্তে স্পর্শি মুখে কহে বার বার।
—এ মুখ সদাই মনে রহুক আমার ॥৫৬০
অধৈর্য হইয়া পুনঃ ধীরে ধীরে কয়।
—তোমা হৈতে জীবের হইবে দুঃখ ক্ষয় ॥ ৫৬১
কেহ কহে —তোমার বালাই লইয়া মরি।
আইসহ তোমারে বারেক কোলে করি ॥ ৫৬২
কোলে লইয়া তিলেক ছাড়িতে নাহি পারে।
মনে হয়—রাখে সদা হিয়ার ভিতরে ॥ ৫৬৩
কেহ কেহ কত না করিয়া আশীর্বাদ।
ধরিয়া হিয়ার কহে,—পূর্ণ হৈল সাধ ॥ ৫৬৪
হৈয়াছে সকল শূন্য—তাতে দগ্ধ হিয়া।
করিলা শীতল কথামৃত পিয়াইয়া ॥ ৫৬৫
কেহ আলিঙ্গন করি নারে স্থির হৈতে।
সমর্পয়ে শ্রীমূর্তিদ্বয়ের চরণেতে ॥ ৫৬৬
নরহরি রঘুনন্দনের প্রেমাধীন।
এ দোঁহার গুণে মত্ত হয় রাত্রিদিন ॥৫৬৭
ভক্তিরস সায়রে ডুবাও হীনজনে।
—ঐছে কত কহে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥৫৬৮
কেহ প্রণমিয়া কহে কৃতার্থ করিলা।
শ্রীমদ্ভাগবত কথারসে ডুবাইলা ।৫৬৯
কেহ মহাউল্লাসে রহয়ে মৌন ধরি।
ঐছে যে অপূর্ব্ব চেষ্টা বর্ণিতে না পারি ॥৫৭০
শ্রীনিবাস প্রতি এ প্রকার আচরণ।
দেখে মহানন্দে ভাগ্যবন্ত লোকগণ ॥৫৭১
সর্ব্ব মহান্তের মহা আনন্দ জন্মিল।
শ্রীরঘুনন্দন গুণে বিহ্বল হইল ॥৫৭২
রঘুনন্দনেরে প্রশংসয়ে বার বার।
সে সব সুযশ বর্নিবারে শক্তি কার ॥৫৭৩
রঘুনন্দনের চিত্তে লজ্জা অতিশয়।
আপনা মানয়ে দীন দৈন্য প্রকাশয় ।৫৭৪

এ সকল রীত কি বুঝিব অন্য জন।
চৈতন্য কথায় গোঙায় কতক্ষণ ॥৫৭৫
প্রভুদ্বয় উত্থাপন আরত্তি দর্শনে।
উঠিলেন সবে শীঘ্র প্রণমি প্রাঙ্গণে।৫৭৬
শ্রীমূর্তিদ্বয়ের দর্শনেতে হর্ষ হৈলা।
সঙ্কীর্তনারম্ভে উদ্যোগ করাইলা ॥৫৭৭
শ্রীরঘুনন্দন নিজগণে নিদেশিলা।
সবে শীঘ্র গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গণে আইলা ॥৫৭৮
অবশেষ যা ছিল তা সুসজ্জ করিলা।
অতি যত্নে খোল করতালাদি রাখিলা ॥৫৭৯
হইল প্রস্তুত রঘুনন্দনে কহিল।
শ্রীরঘুনন্দন প্রভুগণে জানাইল ॥৫৮০
করিয়া প্রভুর সন্ধ্যা আরত্তি দর্শন।
দেখে সঙ্কীর্তন আরম্ভের আয়োজন ॥৫৮১
খোল করতালাদি অনেক নিরখিয়া।
প্রশংসয়ে সকলে পরম হর্ষ হইয়া ॥৫৮২
দেখয়ে অনেক পাত্রে সুগন্ধি চন্দন।
পৃথক পৃথক পাত্রে পুষ্প হারগণ ॥৫৮৩
নানা পুষ্পমালা সে সৌগন্ধ অতিশয়।
অপূর্ব রচনা সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥৫৮৪
ঐছে বহু দেখিয়া প্রভুর প্রিয়গণ।
পরস্পর কহে—কি অপূর্ব আয়োজন ॥৫৮৫
শ্রীরঘুনন্দন কহে করি পরিহার।
—প্রসাদী চন্দন মালা কর অঙ্গীকার ॥৫৮৬
শুনি সর্ব মহান্তের বাঢ়িল কৌতুক।
পরস্পর পরাইব—ইথে মহাসুখ ॥৫৮৭
পৃথক পৃথক পাত্রে শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীচন্দন মালা সবে কৈলা সমর্পণ ॥৫৮৮
শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে কেহ অর্পয়ে চন্দন পুষ্পমাল ॥৫৮৯

শ্রীচন্দন মালা শোভে সর্ব মর্দলেতে।
নিরন্তর ব্রহ্মাদি দেবতা বৈসে যাতে ॥৫৯০
শ্রীযদুনন্দন শ্রীলোচন দুই জন।
লইলেন পুষ্পমালা সুগন্ধিচন্দন ॥৫৯১
দোঁহে কৃষ্ণমিশ্র গোপালেরে পরাইয়া।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা নয়ন ভরিয়া ॥ ৫৯২
পরম আনন্দ মনে শ্রীরঘুনন্দন।
শ্রীবীরভদ্রের অঙ্গে চর্চয়ে চন্দন ॥ ৫৯৩
নানা পুষ্পমালায় বিচিত্র বেশ কৈল।
দেখিতে সে শোভা সুখ সমুদ্রে ডুবিল ॥ ৫৯৪
প্রভু বীরচন্দ্রের ইঙ্গিতে শ্রীনিবাস।
শ্রীমালা চন্দন লৈয়া গেলা প্রভুপাশ ॥ ৫৯৫
প্রভু বীরচন্দ্র মালা চন্দন আপনে।
পরাইলা মহাহর্ষে শ্রীরঘুনন্দনে ॥ ৫৯৬
শ্রীরঘুনন্দন স্নেহে বিহ্বল হইলা।
শ্রীমালা-চন্দন শ্রীনিবাসে পরাইলা ॥ ৫৯৭
পরস্পর হৈল মালা চন্দন গ্রহণ।
বিস্তারি বর্ণিব ইহা ভাগ্যবন্তগণ ॥ ৫৯৮
সবে দাঁড়াইলা চারু চন্দ্রাতপ-তলে।
পরম অদ্ভুত শোভা-সমুদ্র উথলে ॥ ৫৯৯
প্রভু পরিকরগণ গুণের আলয়।
গীত, নৃত্য, বাদ্যে বিশারদ অতিশয় ॥ ৬০০
উঠিল মঙ্গলধ্বনি সংকীর্তনস্থলে।
চতুর্দিকে বেঢ়ি কত শত দীপ জ্বলে ॥ ৬০১
পাষণ্ডমর্দন মর্দলের শব্দমাত্রে।
পুলক ব্যাপিল সব বৈষ্ণবের গাত্রে ॥ ৬০২
কিবা সে মধুর ঝাঁজ, বাদ্যের চাতুরী।
বাজায় সুছন্দে চারু খমক খঞ্জরী ॥ ৬০৩
বাদক সকল পাঠাক্ষর উচ্চারয়।
শব্দের ঘটায় যেন সুধাবৃষ্টি হয় ॥ ৬০৪

গায়কগন সে আলাপ বর্ণন রীতে।
আলাপয়ে নানা ভাঁতি —উপমা কি দিতে ॥৬০৫
করিয়া আলাপ রাগ প্রকট করয়।
কহিতে কি রাগের সৌভাগ্য অতিশয় ॥৬০৬
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনা তালাদি আর।
গমক প্রভেদ প্রকাশয়ে চমৎকার ॥৬০৭
বিবিধ প্রবন্ধে তাল প্রভেদ প্রচারে।
আনের কা কথা গন্ধর্বের গর্ব হরে ॥৬০৮
বাড়য়ে সবার বল করিতে কীর্তন।
ষোড়শবর্ষের প্রায় হৈলা বৃদ্ধাগন ॥৬০৯
সঙ্কীর্তন সুখের সমুদ্র উথলিল।
পশু পক্ষী মনুষ্য দেবতাদি মুগ্ধ হৈল ॥৬১০
সঙ্কীর্তনস্থলেতে লোকের নাই পার
সবাকার নেত্রে অশ্রুধারা অনিবার ॥৬১১
দেবগণ মিশাইয়া মনুষ্যের মেলে।
ভাসে সঙ্কীর্তন সুখ সমুদ্র হিল্লোলে ৬১২
সকল মহান্ত হৈয়া আত্ম বিস্মরিত।
করয়ে যে নৃত্য তাহে জগৎ মোহিত ॥৬১৩
কৃষ্ণমিশ্র শ্রীগোপাল দোঁহার নর্তনে।
যে আনন্দ তাহা কি বর্ণিব কবিগণে ॥৬১৪
নাচয়ে শ্রীবীরভদ্র—ভঙ্গি সুমধুর।
যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূরে ॥১৫
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য কহে লোকগন।
—না হৈল অনেক নেত্র হৈল দুনয়ন ॥৬১৬
ইথে না পুরয়ে আর্তি — কহিয়া কহিয়া।
অনিমিখ নেত্রে সবে রহয়ে চাহিয়া ॥৬১৭
চতুর্দিকে ফিরে অন্ধ ব্যাকুল হৃদয়।
শুনিলেন নাচে নিত্যানন্দের তনয় ॥৬১৮
লোকে প্রতি পুছে—কি নাম ইহার।
লোকে কহে—বীরভদ্র জগতে প্রচার ॥৬১৯

শুনি অন্ধ উল্লাসিত অন্তরে বিচারে।
যে নাম ইহার ইথে অমঙ্গল হরে ॥৬২০
ঐছে বিচারিয়া স্তুতি করে মনে মনে।
বীর পদ হৈল দুষ্ট সংহার কারণে ॥ ৬২১
করিতে জীবের মহা অমঙ্গল ক্ষয়।
ভদ্র পদ হৈল তেঞি এহ দয়াময় ॥৬২২
বিধাতা করিল অন্ধ না পাই দেখিতে।
যে উচিত হয় প্রভু বিচারহ চিতে ॥৬২৩
ঐছে কত কান্দিতে কান্দিতে অন্ধ কয়।
জানিলেন প্রভু নিত্যানন্দের তনয় ॥৬২৪
সকরুন হৈয়া চাহে অন্ধগণ প্রতি।
অন্ধ নেত্র পাইল – কিবা অন্ধের সুকৃতি ॥৬২৫
স্বচ্ছন্দে দেখয়ে বীরভদ্রের নর্তন।
জয় জয় জয় ধ্বনি ব্যাপিল ভুবন ॥৬২৬
সঙ্কীর্তনে রজনী হইল অবসান।
গোরাগুণ সোঙরিতে বিদরে পরাণ ॥৬২৭
প্রভু পরিকর ধৈর্য ধরিতে না পারে।
ঊর্ধ্ব বাহু করিয়া ডাকয়ে উচ্চস্বরে ॥৬২৮
—কোথা গৌরচন্দ্র প্রভু শচীর নন্দন।
কোথা নিত্যানন্দ রাম দুঃখীর জীবন ॥৬২৯
কোথা অদ্বৈতাচার্য গুণের আলয়।
কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর প্রেমময় ॥৬৩০
হরিদাস শ্রীবাস স্বরূপ রামানন্দ।
কোথা শ্রীমাধব বাসু মুরারি মুকুন্দ ॥৬৩১
কোথা মোর গদাধর দাস নরহরি।
লইয়া এ সব নাম কান্দয়ে ফুকারি ॥৬৩২
গণসহ দেখা দেহ গোরা বিনোদিয়া।
এত কহি ভূমিতলে পড়ে লোটাইয়া ॥৬৩৩
অগ্নিশিখা সম সে নিশ্বাস নিরন্তর।
হইল সবার অঙ্গ ধুলায় ধূসর ॥৬৩৪

দারুণ বিয়োগ ব্যথা বাড়িল প্রচুর ।
উঠিল ক্রন্দন রোল ধৈর্য গেল দূর ॥৬৩৫
ভক্তের ব্যাকুলে প্রভু স্থির হৈতে নারে ।
না জানি কিরূপে সন্তোষিলেন সবারে ॥৬৩৬
শ্রীমহাপ্রভুর এই অলৌকিক লীলা ।
দুঃখ হৈতে আনন্দসমুদ্রে ডুবাইলা ॥৬৩৭
কিবা সে আনন্দাবেশ হইল সবার ।
কেহ কারু চরণে ধরয়ে বার বার ॥৬৩৮
কেহ কারে আলিঙ্গয়, প্রফুল্ল বদন ।
আনন্দাশ্রুজলে পূর্ণ সবার নয়ন ॥৬৩৯
পরস্পর বিবিধ প্রকারে সম্বোধয় ।
দেখয়ে —হইল নিশি প্রভাত সময় ॥৬৪০
মঙ্গল-আরতি দেখি উল্লসিত মনে ।
করয়ে প্রণাম সবে প্রভুর প্রাঙ্গনে ॥৬৪১
সে সময়ে করি- প্রভুগনের দর্শন ।
চতুর্দিকে হরি-বোল বোলে লোকগন ॥৬৪২
লোকের সংঘট্ট যত কহিল না হয় ।
পরস্পর লোকগন নানা কথা কয় ॥৬৪৩
কেহ কহে অদ্য নিশি শীঘ্র পোহাইল ।
নিকরুন বিধি নিশি বৃদ্ধি না করিল ॥৬৪৪
এ-হেন শ্রীএকাদশী বহু ভাগ্যে মিলে ।
যা'তে প্রেমবৃষ্টি কৈলা মহান্ত সকলে ॥৬৪৫
কেহ কহে —কিবা মহান্তের আচরন ।
দেখ' উপবাস যৈছে তৈছে জাগরন ॥৬৪৬
কেহ কহে,—চৈতন্যের পরিকর বিনে ।
শ্রীএকাদশীতে যে কর্তব্য তা' কে জানে ?৬৪৭
কেহ কহে—শ্রীএকাদশীতে এই রীত ।
অন্নাদি গ্রহন না করিবে কদাচিত ॥৬৪৮
এবে কুন কুন পাপী শ্রীএকাদশীতে ।
অন্তে অন্ন ভুঞ্জায়, ভুঞ্জয়ে হর্ষ চিতে ॥৬৪৯
না মানয়ে শাস্ত্র করে স্বমত কল্পনা ।
এ-হেন পাপীরে দেখি পাইয়ে বেদনা ॥৬৫০
কেহ কহে প্রভুপরিকর কৃপা যাঁরে ।
একাদশী ব্রতের নিয়ম প্রাপ্ত তাঁরে ॥৬৫১
কেহ কহে,—মো পাপীর হইব কি গতি ।
শ্রীএকাদশীতে কি জন্মিব দৃঢ় মতি ॥৬৫২
কেহ কহে পাপে মগ্ন হৈনু নিরন্তর ।
না বুঝিনু কিছু মুই বড়ই পামর ॥৬৫৩
কেহ কহে,—বৈষ্ণব পরম কৃপাবান্ ।
করিবেন সর্ব প্রকারেতে পরিত্রান ॥৬৫৪
কেহ কহে,— বড় দুঃখ রহিল হিয়ায় ।
লোটাইয়া না পড়িনু বৈষ্ণবের পায় ॥৬৫৫
কেহ কহে—কুন চিন্তা না করিহ আর ।
এবে অভিলাষ পূর্ণ হবে মো সবার ॥৬৫৬
ঐছে কত কহি গিয়া সঙ্কীর্তন স্থলে ।
লোটাইয়া পড়ে সিক্ত হইয়া নেত্রজলে ॥৬৫৭
দেখিয়া লোকের চেষ্টা প্রভুপ্রিয়গন ।
যে কৃপা করিল তাহা না হয় বর্ণন ॥৬৫৮
কহিতে কি মহান্তগনের প্রেমাবেশ ।
শ্রীরঘুনন্দন শ্লাঘা করয়ে অশেষ ॥৬৫৯
কেহ কহে শ্রীরঘুনন্দনে প্রীত যার ।
জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বশ তা'র ॥৬৬০
কেহ কহে,—কি দয়াল, শ্রীরঘুনন্দন ।
অতি দীন-হীন দুঃখিজনের জীবন ॥৬৬১
কেহ কহে—কি দৈন্য ! বিনয় নাই হেন ।
কেহ কহে কন্দর্পের প্রায় শোভা যেন ॥৬৬২
কেহ কহে,—গীত-বাদ্য নৃত্যে মহাধীর ॥৬৬৩
কেহ কহে,—"রঘুনন্দনের মহাপ্রীতে ।
হৈল যে কীর্তনানন্দ উপমা কি দিতে ॥৬৬৪

ঐছে কত কহে রঘুনন্দনের কথা।
হেনকালে শ্রীরঘুনন্দন আইলা তথা ॥ ৬৬৫

শুনি নিজ শ্লাঘা চিত্তে লজ্জা অতিশয়।
হইলেন যৈছে তাহা কহিল না হয় ॥ ৬৬৬

আপনা মানয়ে দীন প্রশংসা না সহে।
করয়ে যে দৈন্য শুনি কেবা স্থির রহে ॥ ৬৬৭

রঘুনন্দনের দৈন্য শুনি সর্বজনে।
হইলা বিহ্বল—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥ ৬৬৮

শ্রীরঘুনন্দনে করি দৃঢ় আলিঙ্গন।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভু প্রিয়গণ ॥ ৬৬৯

শ্রীরঘুনন্দন সবা প্রতি নিবেদয়।
—শ্রীদ্বাদশী পারণেতে কৈছে আজ্ঞা হয় ॥ ৬৭০

সবে কহে একত্রে বসিয়া সর্বজন
করিব শ্রীগৌরাঙ্গের প্রসাদ সেবন ॥ ৬৭১

শুনি রঘুনন্দনের হৈল হর্ষ হিয়া।
শীঘ্র নানা সামগ্রী করান যত্ন পায়া ॥ ৬৭২

মহান্তসকল নিজ নিজ বাসা গেলা।
গণসহ সবে প্রাতঃক্রিয়াদি করিলা ॥ ৬৭৩

এথা নানা পক্কান্নাদি প্রস্তুত হইল।
পূজারী প্রভুকে শীঘ্র ভোগ সমর্পিল ॥ ৬৭৪

কতক্ষণ পরে প্রভু সময় জানিয়া।
ভোগ সরাইলেন পূজারী হর্ষ হৈয়া ॥ ৬৭৫

সর্ব মহান্তের আনি শ্রীরঘুনন্দন।
করাইলা প্রভুর শ্রীভোগের দর্শন ॥ ৬৭৬

প্রভুর ভোগের শোভা কহনে না যায়।
দেখি সর্বমহান্তের উল্লাস হিয়ায় ॥ ৬৭৭

প্রভুর শ্রীআরাত্রিক করিয়া দর্শন।
বসিলেন গিয়া যথা করিব ভোজন ॥ ৬৭৮

বসিলেন সবে কিবা অপূর্ব বন্ধানে।
হইল শ্রীঅদ্ভুত শোভা ভোজনের স্থানে ॥ ৬৭৯

কদলীর পত্র, পাত্রে সুবাসিত বারি।
পরিবেশে কত জন মহা যত্ন করি ॥ ৬৮০

এথা প্রেমভক্তিময় পূজারী যতনে।
প্রভুকে শয়ন করাইলা হর্ষ মনে ॥ ৬৮১

প্রভুর চরণে পুনঃ পুনঃ প্রণমিলা।
করিতে পরিবেশন প্রস্তুত হইলা ॥ ৬৮২

গোধূমচূর্ণের পূপাদিক বহু হয়।
দুগ্ধের বিকার নানা ফলমূলোদয় ॥ ৬৮২

যত্নপূর্ব পাত্রে লৈয়া চলে বহুজনে।
ক্রমে পরিবেশন করয়ে হর্ষ মনে ॥ ৬৮৪

সর্বত্রই সর্ব দ্রব্য দিয়া থরে থরে।
পরিবেশে শ্রীচরণামৃত মহান্তেরে ॥ ৬৮৫

শ্রীরঘুনন্দনে সর্ব মহান্ত কহয়।
—"তুমি না বৈসহ ইথে সুখ না জন্মায় ॥ ৬৮৬

শুনি দৈন্য করি কহে শ্রীরঘুনন্দন।
"করুন ভোজন দেখি জুড়াক নয়ন ॥ ৬৮৭

হরি ধ্বনি করি সবে ভুঞ্জয়ে কৌতুকে।
দাঁড়াইয়া শ্রীরঘুনন্দন দেখেন সুখে ॥ ৬৮৮

তথা হৈতে শ্রীভোগমন্দিরে শীঘ্র গিয়া।
এক ভোগ লইলেন পৃথক্ করিয়া ॥ ৬৮৯

শ্রীঠাকুর নরহরি ছিলা যে নির্জনে।
তথা শ্রীপ্রসাদ লৈয়া গেলেন আপনে ॥ ৬৯০

তেঁহো যে আসনে বসিতেন তাহা লৈয়া।
তাতে বসাইলা ধ্যানে দৈন্যে মগ্ন হৈয়া ॥ ৬৯১

আসন সম্মুখে নানা দ্রব্য সাজাইলা।
জলপাত্রে প্রসাদী বাসিত জল দিলা ॥ ৬৯২

একপাত্রে প্রসাদী তাম্বুল দিলা আর।
অন্য পাত্রে দিলা গৌরাঙ্গের পুষ্পহার ॥ ৬৯৩

ধ্যানে ভক্ষ্য দ্রব্য আদি সমর্পন কৈলা।
করিয়া প্রার্থনা দ্বার বার আচ্ছাদিলা ৬৯৪

বাহিরে আসিয়া রহিলেন লনক্ষন।
সময় জানিয়া চলে দিতে আচমন ॥৬৯৫
দ্বার ঘুচাইয়া দেই—প্রভু নরহরি।
আসনে বসিয়া আছে দিব্যরূপ ধরি ॥৬৯৬
দেখিতেই মাত্র আত্মবিস্মরিত হৈলা
অদর্শন হৈতে দুঃখসমুদ্রে ডুবিলা ॥৬৯৭
কতক্ষনে স্থির হৈয়া দিলা আচমন।
ভূমে পড়ি প্রণমিলা সজল নয়ন ॥৬৯৮
আসন লইয়া মাথে রাখি পূর্বস্থানে।
গেলা শীঘ্র মহান্তগনের সন্নিধানে ॥৬৯৯
দেখয়ে—ভোজনে কিবা কৌতুক সবার
ভুঞ্জে সবে সামগ্রী প্রশংসি বার বার ॥৭০০
শ্রীরঘুনন্দন কত করিয়া বিনয়।
ভুঞ্জিতে বিশেষ পুনঃ পুনঃ নিবেদয় ॥৭০১
পরম আনন্দে সবে করিয়া ভোজন।
পরস্পর কাহি কৈল আচমন ॥৭০২
স্নেহাবেশে কহে সবে শ্রীরঘুনন্দনে।
—লইয়া সকলে শীঘ্র বৈসহ ভোজনে ॥৭০৩
শ্রীনিবাস আদি সবে শ্রীরঘুনন্দন।
ভুঞ্জাইয়া যত্নে কৈল আপনি ভোজন ॥৭০৪
ভুঞ্জয়ে আনন্দে বহু লোক ঠাঁই ঠাঁই
সবে কহে—এহেন উৎসব দেখি নাই ॥৭০৫
হৈল মহামহোৎসব দ্বাদশী দিবসে।
এ সকল প্রসঙ্গ ব্যাপিল সর্বদেশে ॥৭০৬
শ্রীরঘুনন্দন সর্বকার্য সমাধিয়া।
গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে আইলেন হর্ষ হৈয়া ॥৭০৭
শ্রীগৌরাঙ্গের উত্থাপন আরতি দর্শনে।
প্রভুপ্রিয়গন আইলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে ॥৭০৮
করি শ্রীপ্রভুর চারু আরতি দর্শন।
গৌরাঙ্গের প্রাঙ্গনে বসিলা সর্বজন ॥৭০৯
কতক্ষন কৃষ্ণলীলা আলাপন কৈলা।
সন্ধ্যা-আরাত্রিক দর্শনেতে হর্ষ হৈলা ॥৭১০
সবে প্রণমিয়া প্রভু গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে।
হইলেন মহামত্ত শ্রীনামকীর্তনে ॥৭১১
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি অতীত হইল।
কিছুকাল বাসা গিয়া শয়ন করিল ॥৭১২
নিশান্ত সময়ে শীঘ্র শয়ন ত্যজিয়া।
করিলেন সব দন্তধাবনাদি ক্রিয়া ॥৭১৩
রজনী প্রভাতে রঘুনন্দন আপনে।
আইলেন সব মহান্তের বাসস্থানে ॥ ৭১৪
পরস্পর হৈল কিবা প্রেম-আচরণ।
দেখিতে সে সব কার না জুড়ায় মন ॥৭১৫
শ্রীপতি, শ্রীনিধি রঘুনন্দনে কহয়।
—অদ্য যাত্রা করিতে সবার মন হয় ॥ ৭১৬
শ্রীরঘুনন্দন কহে—ঐছে ভাগ্য নাই।
কিছুদিন সকলে দেখিবে এক ঠাঁই ॥ ৭১৭
যদি মোর ভাগ্য এথা হৈল আগমন।
দুই চরি দিবস ছাড়িয়ে—নহে মন ॥ ॥ ৭১৮
বিপ্র বাণীনাথ কহে শ্রীরঘুনন্দনে।
কালিপ্রাতে অনুমতি দিবেন আপনে ॥ ৭১৯
শুনি রঘুনন্দন হাসিয়া মন্দ মন্দ
কহে—কালি যে হইবে ইথে কি নিবন্ধ ॥ ৭২০
পারণেতে কৈলা কালি পূপাদি ভক্ষণ।
পুনঃ আর জলবিন্দু নহিল গ্রহণ ॥ ৭২১
অদ্য প্রতি বাসায় রন্ধন শীঘ্র হবে।
স্নানাদি করিলে শীঘ্র সুখ পাই তবে ॥ ৭২২
শুনি রঘুনন্দনের মধুর বচন।
স্নানাদিক করিলা প্রভুর প্রিয়গণ ॥ ৭২৩
প্রসাদি মিষ্টান্ন নানাবিধ পাত্রে করি।
লইয়া আইলা গৌরচন্দ্রের পুজারী ॥ ৭২৪

শ্রীচরণামৃত সহ সর্বত্রেতেই দিলা।
পরম কৌতুকে সবে সে সব ভুঞ্জিলা ॥ ৭২৫
হইল সর্বত্র নানা বিধানে রন্ধন।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া সবে করিলা ভোজন ॥ ৭২৬
কৃষ্ণকথা বিনে কেহ কহিতে না পারে।
দিবারাত্রি ভাসে প্রেমসমুদ্র পাথারে ॥ ৭২৭
শ্রীরঘুনন্দনের আনন্দ অতিশয়।
দিবারাত্রি কৈছে যান কিছু না জানয় ॥ ৭২৮
ঐছে সবে দুইচারি দিবস রাখিলা।
বিদায় হইব—ইথে ব্যাকুল হইলা ॥ ৭২৯
করিতে বিদায় কত করি সমাদর।
সকলের সঙ্গে দ্রব্য দিলেন বিস্তর ॥৭৩০
শ্রীবীরভদ্রের দুটি করেতে ধরিয়া।
কহিলেন কত নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥৭৩১
কৃষ্ণমিশ্র গোপালের মুখ নিরখিয়া।
না জানি কি কহিতে উমড়ে উঠে হিয়া ॥৭৩২
প্রত্যেক মহান্তগনে যে সব কহয়।
তাহা বর্ণিবেন কুন কুন মহাশয় ॥৭৩৩
পরস্পর যে কথা তা শুনিতে দুষ্কর।
যে শুনিল তার হইল বিদীর্ণ অন্তর ॥৭৩৪
প্রাতঃকালে বিদায় হইয়া সর্বজনে।
চলিতে অধৈর্য—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥৭৩৫
গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গনে আসি সবে প্রণমিলা।
পূজারী প্রসাদ-মালা যত্নে আনি দিলা ॥৭৩৬
শ্রীখণ্ড হইতে সবে করিলা গমন।
না ধরে ধৈরয খণ্ডবাসী লোকগন ॥৭৩৭
দারুন বিচ্ছেদ-দুঃখে কত উঠে চিতে।
প্রভুগন সঙ্গে চলে, নারে স্থির হৈতে ॥৭৩৮

কাঁথাদুর যাইয়া শ্রীপতি-আদি যত।
শ্রীরঘুনন্দনে স্থির কৈল কহি কত ॥৭৩৯
শ্রীনিবাসে অতি অনুগ্রহ প্রকাশিলা।
শ্রীযদুনন্দন-আদি সবে প্রবোধিলা ॥৭৪০
পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম-আচরন।
দেখিতে সেসব কার না দ্রবয়ে মন ॥৭৪১
হইয়া ব্যাকুল চলিলেন সর্বজনে।
শ্রীরঘুনন্দন চাহি রহে পথপানে ॥৭৪২
শ্রীরঘুনন্দন শ্রীনিবাসাদি-সহিতে।
আইলা নিজালয়ে গুন কহিতে কহিতে ॥৭৪৩
সে দিবস শ্রীখণ্ড লইয়া সর্বজনে।
হইলেন মহামগ্ন শ্রীকথা কীর্তনে ॥৭৪৪
তাঁর পর দিন অতি ব্যাকুল হিয়ায়।
যে যথা যাবেন তাঁরে দিলেন বিদায় ॥৭৪৫
যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস করিলা গমন।
কণ্টকনগরে গেলা শ্রীযদুনন্দন ॥৭৪৬
আর যে যে বৈষ্ণব আইলা যথা হৈতে।
সে সকলে গেলা নিজ নিজ আলয়েতে ॥৭৪৭
দূরদেশী লোক হর্ষে করিলা গমন।
সোঙরিয়া রঘুনন্দনের গুনগন ॥৭৪৮
শ্রীখণ্ড নগরে মহামহোৎসব কথা।
যারে তাঁরে যে সে লোক কহে যথা তথা ॥৭৪৯
শ্রীমহোৎসবের কথা শুনে যেই জন।
অনায়াসে হয় তার তাপ বিমোচন ॥৭৫০
এ সব প্রসঙ্গে যাঁর হয় দৃঢ় রতি।
তাঁহারে মিলয়ে দেবদুর্লভ ভকতি ॥৭৫১
ওহে ভাই ইথে মন দেহ নিরন্তর।
না কর অলস—সুখ পাইবে বিস্তর ॥৭৫২

শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তি রত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥৭৫৩

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে পুনঃ শ্রীনিবাসাচার্যস্য শ্রীবৃন্দাবন
গমনগমনাদি—শ্রীকাটোয়া যাজিগ্রাম-
শ্রীখণ্ড-মহোৎসব বর্ণনং নাম
নবমস্তরঙ্গ। ৯॥

দশম তরঙ্গ

জয় নবদ্বীপনাথ শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ একচক্রার ঈশ্বর ॥১
জয় অদ্বৈত শান্তিপুরের ভূষণ।
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তগণ ॥২
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥৩
শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর শ্রীখণ্ড হৈতে।
যাজিগ্রামে আইলা নিজগণের সহিতে ॥৪
পরম সুকৃতি মন্ত জানে করি যত্ন।
করয়ে প্রদান গোস্বামী গ্রহ রত্ন ॥৫
সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তি —কহে গর্জিয়া গর্জিয়া।
শুনি ভক্তি বিরোধী পলায় নম্র হইয়া ॥৬
পরম আনন্দে আচার্যের শিষ্যগণ।
নিরন্তর ভক্তিগ্রন্থ করে অধ্যয়ন ॥৭
সবে সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ গুণালয়।
দেখি আচার্যের মনে হর্ষ অতিশয় ॥৮
শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে।
দীক্ষামন্ত্র দেন শীঘ্র —এই হৈল মনে ॥৯
সভামধ্যে শ্রীগোকুলানন্দে সম্বোধিয়া।
কহে সুমধুর বাক্য ব্যাকুল হইয়া ॥১০
শ্রীসরকার ঠাকুর শ্রীদাস গদাধর।
এ দুঁহো বিরহে দুঃখ হইল অন্তর ॥১১
রহিতে নারিলুঁ শীঘ্র বৃন্দাবন গেলুঁ।
তথাও দারুন দুঃখসমুদ্রে ডুবিলুঁ ॥১২
গত মাঘমাস কৃষ্ণা একাদশীদিনে।
হরিদাসাচার্য সঙ্গোপন বৃন্দাবনে ॥১৩
আচার্যের অপ্রকটে গোস্বামী সকল।
কহিতে না পারি যৈছে হৈলা বিকল ॥১৪
কিছুদিন রাখি সবে প্রবোধিলা।
অতি শীঘ্র গৌড়দেশে যাত্রা করাইলা ॥১৫
তাঁ সবার ইচ্ছামতে আইলুঁ ত্বরিত।
এবে তোমা সবার হইবে মনোহিত ॥১৬
কহিতে কি—সকল প্রভুর ইচ্ছা হয়।
সর্ব প্রকারেতে স্থির হবে আভাদয় ॥১৭
আচার্যের তিরোভাব তিথি আরাধিতে।
আছে অল্প দিবস—উদ্যোগ চাহি ইথে ॥১৮
শীঘ্র গিয়া কর সামগ্রীর আয়োজন।
দুই চারিদিন হবে আমার গমন ॥১৯
কুন বিষয়েতে চিন্ত না করিহ চিতে।
সর্ব সমাধান হবে আচার্য কৃপাতে ॥২০
ইহা শুনি শ্রীগোকুলানন্দ ভ্রাতা সনে।
প্রণমিয়া বিদায় হইল সেইক্ষণে ॥২১
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সর্বজন।
সবে কথোদূর সঙ্গে করিলা গমন ॥২২
কহি কত সুমধুর কথা দুইজনে।
নিজ নিজ বাসায় আইলা কতক্ষনে ॥২৩

শ্রীদাস, গোকুলানন্দ সবে সম্বোধিয়া।
আইলেন শীঘ্র করি কাঞ্চনগড়িয়া ॥২৪
কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামবাসী লোকগন
আইলা গোকুলানন্দাচার্যের ভবন ॥২৫
শ্রীদাস, গোকুলানন্দ স্নেহের মূরতি।
বিবরিয়া সকল কহিল সভাপতি ॥২৬
শুনিয়া বিশিষ্ট লোকগণ ঠাঁই ঠাঁই।
করিল সামগ্রী যত তাঁ'র লেখা নাই ॥২৭
পৃথক্ পৃথক্ বহু বাসা নির্মানয়ে।
করি সব প্রস্তুত কহিল আত্তাদ্বয়ে ॥২৮
শুনি শ্রীগোকুলানন্দ আচার্য, শ্রীদাস।
হইল দোঁহার মনে পরম উল্লাস ॥২৯
দেখিয়া অনেক সামগ্রীর আয়োজন।
কেহ কারু প্রতি কহে করি সঙ্গোপন ॥৩০
কি কার্যে এ আয়োজন বুঝিতে না পারি।
ইহা শুনি কেহ তারে কহে ধীরি ধীরি ॥৩১
—শ্রীমহাপ্রভুর শাখা হরিদাসাচার্য।
মৃত্যুপ্রায় হইলেন—না রহিল ধৈর্য ॥
দেহত্যাগ করিবেন এ নিশ্চয় কৈলা।
না জানি—কি প্রভুর আদেশে স্থির হৈলা ॥৩৫
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোকুলানন্দ কনিষ্ঠ শ্রীদাসে।
কহে সুমধুর বাক্য বসাইলা পাশে ॥৩৬
শ্রীনিবাস আচার্যের চরিত্র শুনাইলা।
তাঁ'র স্থানে দীক্ষামন্ত্র নিতে আজ্ঞা দিলা ॥৩৭
বৃন্দাবনে গিয়া অতি নির্জনে রহিলা।
শ্রীনিবাসাচার্য তথা যাইয়া মিলিলা ॥৩৯
শ্রীদাস, গোকুলানন্দে শিষ্য করিবারে।
তেঁহ পুনঃ-পুনঃ আজ্ঞা কৈল আচার্যেরে ॥৪০
বৃন্দাবন হৈতে শ্রীনিবাসাচার্য আইলা।
পুনঃ গৌড় হৈতে তেঁহ বৃন্দাবন গেলা ॥৪১

গত মাঘমাসে শ্রীআচার্য হরিদাস।
হৈলা সঙ্গোপন পথে শুনে শ্রীনিবাস ॥৪২
শ্রীনিবাসাচার্য অতি ব্যাকুল হইলা।
স্বপ্নচ্ছলে দ্বিজ হরিদাস প্রবোধিলা ॥৪৩
বৃন্দাবন গিয়া পুনঃ আইলা শ্রীনিবাস।
শুনি আগমন সবে গেলা তাঁর পাশ ॥৪৪
শ্রীদাস, গোকুলানন্দে তেঁহ অতি স্নেহে।
জিজ্ঞাসি কুশল সব কহিলেন দোঁহে ॥৪৫
দোঁহে পাঠাইয়া শীঘ্র কাঞ্চনগড়িয়া।
তেঁহ আইসেন সঙ্গে অনেকে লইয়া ॥৪৬
এই মাঘী কৃষ্ণা একাদশী শুভদিনে।
দীক্ষা দিব হরিদাসাচার্যের নন্দনে ॥৪৭
আচার্যের তিরোভাব-তিথি এই হন।
হবে মহা উৎসব —এ হেতু আয়োজন ॥৪৮
মহাভাগবতগণ এথায় আসিব।
সঙ্কীর্তন সুখের সমুদ্র উথলিব ॥৪৯
আইনু কুটুম্ববাড়ী কার্যানুরোধেতে।
তেঞি এ সকল কথা পাইনু শুনিতে ॥৫০
যতদিন এ আনন্দ হইব এথায়।
ততদিন এথাই রহিব সর্বথায় ॥৫১
ঐছে কত কহি দোঁহে চলে কার্যান্তরে।
হেনকালে হরিধ্বনি ব্যাপিল নগরে ॥৫২
চতুর্দিকে ধায় লোক অধৈর্য হিয়ায়।
তাহা দেখি কেহ জিজ্ঞাসয়ে তা সবায় ॥৫৩
কি কার্যে যাইছ কোথা ঐছে ত্রস্ত হৈয়া।
ইহা শুনি কহে কেহ মহামোদ পাইয়া ॥৫৪
—আচার্যঠাকুর আইলা যাজিগ্রাম হৈতে।
লোকমুখে শুনি যাই তাঁর দর্শনেতে ॥৫৫
ইহা শুনি চলয়ে পুলকাবৃত দেহে।
দেখে মহাভিড় শ্রীগোকুলানন্দ গেহে ৫৬

শ্রীআচার্যঠাকুরের করিয়া দর্শন।
আপনা মানয়ে ধন্য ঐছে সর্বজন ॥৫৭
শ্রীদাস গোকুলানন্দে সবে প্রশংসয়।
দোঁহার চরিত্র কহন না যায় ॥৫৮
শ্রীদাস গোকুলানন্দ আগুসরি গিয়া।
আনন্দে বিহ্বল গৃহে আচার্যে আনিয়া ॥৫৯
রামচন্দ্র কবিরাজ আদি সর্বজনে!
যৈছে সমাদরে— তা বর্ণিতে কেবা জানে॥৬০
যথা যথা করিয়াছিলেন নিমন্ত্রন।
তথা তথা হৈতে আইলা ভাগবতগণ ॥৬১
যথা যথা হৈতে যে যে বৈষ্ণবাগমন।
তাহা না বর্ণিনু তাহা বর্ণিব কুন জন ॥৬২
বৈষ্ণবসমূহ দেখি গোকুল শ্রীদাস।
না ধরে ধৈরয চিত্তে অদ্ভুত উল্লাস ॥৬৩
করয়ে সম্মান যৈছে কহনে না যায়।
দেখিতে সে চেষ্টা সবে মহানন্দ পায় ॥
কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামবাসী শিষ্যগন।
সবে সর্বপ্রকারে নিযুক্ত সর্বজন ॥৬৫
অন্য অন্য গ্রামী লোক নানা দ্রব্য লৈয়া।
চতুর্দিকে আইসে মহা উল্লাসিত হইয়া ॥৬৬
শ্রীমহান্তগণের করিয়া সন্দর্শন।
কেহ কারু প্রতি কহে মধুর বচন ॥৬৭
—জনমিয়া ঐছে শোভা না দেখিনু।
শুনিনু দেখিনু এবে—এ আচর্য প্রভু ॥৬৮
আহা মরি! কি অপূর্ব বৈষ্ণব সুষমা।
বুঝি নাই এ জগতে এ সভার উপমা ॥৬৯
মনে এই দুঃখ — কালি রহি এ সকলে।
কার্য সমাধিয়া যাইবেন প্রাতঃকালে ॥৭০
পরম দিবস না রহিব কোনজন।
ইহা শুনি কেহ কহে সহাস্য বদন ॥৭১
—কালী মাঘ কৃষ্ণা একাদশী তিথি হয়।
এ হেতু এ অনুভব কৈলা—মনে লয় ॥৭২
শ্রীএকাদশীতে অবৈষ্ণব যাহা করে।
তাহা এ বৈষ্ণব করিতে না পারে ॥৭৩
শ্রীএকাদশীতে তত্ত্ব বৈষ্ণব সে জানে।
দ্বাদশীতে কার্য সমাধিব সমাধানে ॥৭৪
শ্রীএকাদশীতে রীত কত জানাইব।
অন্য একবার সবে অন্নাদি ভুঞ্জিব ॥৭৫
শ্রীএকাদশীতে সকল বৈষ্ণব সকল।
কেহ না গ্রহন করিবেন অন্নজল ॥৭৬
দ্বাদশী দিবসে ভুঞ্জিবেন একবার।
শ্রীএকাদশীর ঐছে নিয়ম প্রচার ॥৭৭
তোমার মনের কথা কহিয়ে বিরলে।
অন্য ক্রিয়া নাই এই বৈষ্ণব মণ্ডলে ॥৭৮
দ্বাদশী দিবসে করি পরম যতন।
বিবিধ সামগ্রী কৃষ্ণে করিব অর্পন ॥৭৯
কৃষ্ণের প্রসাদী পত্র দিব্য পাত্রে ধরি।
হরিদাসাচার্যে সমর্পিব যত্ন করি ॥৮০
ঐছে বৈষ্ণবের বহু ক্রিয়া মু শুনিনু।
তুমি না জানহ তেঞি কিছু জানাইনু ॥৮১
এই কথা শুনিয়া কহে—এই হয় হয়।
ভক্তিহীন ব্যক্তি কি বুঝিব এ আশয় ॥৮২
ঐছে কহি চিত্ত আর্দ্র হইল তাহার।
তাহা নিরখিয়া তেঁহ কহে আর বার ॥৮৩
—তুমি মনে কৈলা সবে পরশু যাইব।
পরশু দিবস মহা উৎসব হইব ॥৮৪
অন্য বিনা রহিবেন সবে দিন চারি।
পরম আনন্দে নিরখহ নেত্র ভরি ॥৮৫
দেবের দুর্লভ সঙ্কীর্তন সুখরাশি।
করহ শ্রবন মহানন্দে দিবানিশি ॥৮৬

ঐছে কত নিভৃতে কহিয়া পরস্পর।
ভাসয়ে সকলে ভক্তিরসের সায়রে ॥৮৭
আপনা মানিয়া ধন্য উল্লাস হিয়ায়।
লোটাইয়া পড়েন শ্রীবৈষ্ণবের পায় ॥৮৮
শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীদাসেরে প্রশংসয়ে।
দোঁহার যে ক্রিয়া কহিল না হয়ে ॥৮৯
দশমী দিবস দোঁহে নিজগণ সনে।
করিলেন প্রেমসুধা বৃষ্টি সঙ্কীর্তনে ॥৯০
একাদশী দিনে কি অদ্ভুত দুঁহু রীত।
করিবেন মন্ত্রদীক্ষা—ইথে উল্লসিত ॥৯১
শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীএকাদশী দিনে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা— দিলা দুইজনে ॥৯২
অপূর্ব বিধানে শিষ্য করি হর্ষ হৈলা।
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচরণে সমর্পিলা ॥৯৩
দোঁহে পড়ে শ্রীনিবাসার্য পদতলে।
প্রেমায় বিহ্বল সিক্ত আনন্দঅশ্রুজলে ॥৯৪
আচার্য ঠাকুর দোঁহে দিতে আলিঙ্গন।
চতুর্দিকে আনন্দধ্বনি করে সর্বজন ॥৯৫
সকল বৈষ্ণব দুই আতার চরিতে।
পাইলেন যে আনন্দ তাহা কি কহিতে ॥৯৬
শ্রীএকাদশীতে যৈছে শ্রীকথা-কীর্তন।
তাহা বর্ণিবেন ভাগ্যবন্ত কবিগণ ॥৯৭
শ্রীদাস গোকুলানন্দ আচার্য্য দ্বাদশীতে।
নানা ভক্ষ্য সামগ্রী করেন যত্নমতে ॥৯৮
হইল প্রস্তুত আচার্য জানাইলা।
আচার্য ঠাকুর কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিলা ॥৯৯
জানিলা শ্রীপ্রভুর ভোজন অবসর।
ভোগ সরাইতে প্রেমপূর্ণ কলেবর ॥১০০
তাম্বূল অর্পণ কৈলা আচমন দিয়া।
দেখি নৈবেদ্যের শোভা জুড়াইল হিয়া ॥১০১
অন্য পাত্রে প্রসাদায় অনেক যতনে।
হরি দাসাচার্যে সমর্পিলেন নির্জনে ॥১০২
ভোগ সমর্পিতে যে হইল চমৎকার।
সে প্রেম আবেশ কিছু নারি বর্ণিবার ॥১০৩
ভক্ষণাবসর জানি আচমন দিলা।
প্রসাদী তাম্বূল আদি যত্নে সমর্পিলা ॥১০৪
সে সময়ে বৈষ্ণবের যে আনন্দ মনে।
সে অদ্ভুত ক্রিয়া তা বর্ণিব কুন জনে ॥১০৫
শ্রীদাস শ্রীআচার্য ঠাকুরে নিবেদয়।
স্থান সংস্কার হৈল কৈছে আজ্ঞা হয় ॥১০৬
শুনি আচার্য যত্নে বৈষ্ণব সকলে।
বসাইলা অপূর্ব্ব বন্ধানে রম্যস্থলে ॥১০৭
ক্রমে পরিবেষ্টা পরিবেশন করয়ে।
অন্ন দি সৌগন্ধ সর্ব্বচিত্ত আকর্ষয় ॥১০৮
হরি হরি ধ্বনি করি বৈষ্ণব সকল।
ভুঞ্জেন প্রসাদ —মহা আনন্দে বিহ্বল ॥১০৯
ভোজনাবসরে সবে কৈলা আচমন।
দেখিতে সে রীত কার না জুড়য় মন ॥১১০
স্থানে স্থানে লোকের সংঘট্ট অতিশয়।
বিবিধপ্রকার মহাপ্রসাদ ভুঞ্জয় ॥১১১
ভুঞ্জিল যতেক লোক লেখা নাই তার।
কাঞ্চন গড়িয়া গ্রামে আনন্দ অপার ॥
শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর হর্ষ হৈয়া।
ভুঞ্জিল প্রসাদ সর্বলোকে ভুঞ্জাইয়া ॥১১৩
শ্রীগোকুলানন্দ শ্রীদাসাদি হর্ষাবেশে।
ভুঞ্জিলেন প্রভুপাত্রে অবশেষ শেষে ॥১১৪
ভোজনাদি ক্রিয়া সাঙ্গ হইলে সকলে।
আইলেন মহাসুখে সঙ্কীর্তন স্থলে ॥১১৫
ভক্তি মূর্তিময় সবে সুখের আলয়।
দেখিতে সে শোভা সর্বলোকের বিস্ময় ॥১১৬

চতুর্দিকে হরিধ্বনি করয়ে সকলে।
সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে প্রেমসমুদ্র উথলে ॥১১৭
নৃত্যগীত বাদ্যের তুলনা নাই দিতে।
সঙ্কীর্ত্তনে যে সুখ তা কে পারে বর্ণিতে ॥১১৮
ঐছে সঙ্কীর্ত্তনানন্দে হইয়া বিহ্বল।
না জানে রজনী দিন বৈষ্ণব সকল ॥১১৯
প্রেমময় শ্রীনিবাস আচার্য্য ঠাকুর।
তিলেক ছাড়িতে প্রাণ না জানি কি করে ॥১২০
দিন চারি পাঁচ মহা আনন্দে রহিলা।
হইতে বিদায় অতি অধৈর্য হইলা ॥১২১
শ্রীদাস, গোকুলানন্দে প্রবোধি যতনে।
কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে চলয়ে বিহানে ॥১২২
কহিতে দোঁহার চারু চেষ্টা পরস্পরে।
গেলেন বৈষ্ণবগন নিজ নিজ ঘরে ॥১২৩
বৈষ্ণববিচ্ছেদে যৈছে হৈলা দুই ভাই।
এসব কহিতে হিয়া বিদরে সদাই ॥১২৪
শ্রীনিবাসাচার্য যত্নে দোঁহে স্থির কৈলা।
গণসহ দুই চারি দিবস রহিলা ॥১২৫
শ্রীগোকুলানন্দ, শ্রীদাসের গুণ ভক্তি।
একমুখে তাহা কি কহিতে মোর শক্তি ॥১২৬
কাঞ্চনগড়িয়া আদি গ্রামে যে যে হৈল।
তাহা বিস্তারিয়া এথা বর্ণিতে নারিল ॥১২৭
কাঞ্চনগড়িয়ায় যতেক ভাগ্যবান্।
সবে তৃপ্ত কৈল নেত্র কর্ণ মন প্রাণ ॥১২৮
মহা-মহোৎসব কথা সর্বত্র ব্যাপিল।
গণসহ আচার্য্যাদি আনন্দ হইল ॥১২৯
যদ্যপি আচার্যবর্য ধৈর্যাবলম্বনে।
তথাপি অধৈর্য প্রিয় নরোত্তম বিনে ॥১৩০
সঙ্গে লৈয়া পরম প্রবীন শিষ্যগণ।
শ্রীখেতরী গ্রামে শীঘ্র করয়ে গমন ॥১৩১

শিষ্যগণ নাম কিছু কহিয়ে এথায়।
যে নাম-শ্রবণে সর্ব দুঃখ দূরে যায় ॥১৩২
রামচন্দ্রকবিরাজ গুণের নিধান।
শ্রীদাস গোকুলানন্দ চার্য দয়াবান্ ॥১৩৩
শ্রীকৃষ্ণবল্লভ দেউলি গ্রামনিবাসী।
চক্রবর্ত্তী ব্যাসাচার্য খ্যাতি ভক্তিরাশি ॥১৩৪
ভক্তিমূর্ত্তি শ্রীবল্লবীকান্ত কবিরাজ।
যাঁরে দেখি কাঁপে মহাপাষণ্ড সমাজ ॥১৩৫
শ্রীনৃসিংহ কবিরাজ মহাকবি যেঁহো।
যাঁর ভ্রাতা নারায়ন কবিশ্রেষ্ঠ তেঁহো ॥
কর্ণপূর কবিরাজ পরম সুধীর।
শুনি তাঁর কাব্য কেহো হৈতে নারে স্থির ॥১৩৭
ভগবান কবিরাজ গুনের আলয়।
যাঁর ভ্রাতা রূপ নিসুবীরভৌমালয় ॥১৩৮
পঞ্চকূটে সেরগড়বাসী শ্রীগোকুল।
পূর্ব বাস কড়ই—কবীন্দ্র ভক্ত্যাতুল ॥১৩৯
দ্বিজশ্রেষ্ঠ রামকৃষ্ণ, কুমুদ—এ দ্বয়।
এ দুই ভ্রাতার গুন কহিল না হয় ॥১৪০
চক্রবর্ত্তী শ্যামদাস, শ্রীরামচরণ।
ব্যবহারে আচার্য শ্যালক দুই জন ॥১৪১
শ্রীরূপ ঘটক—বাজিগ্রামে যাঁর বাস।
কাঞ্চনগড়িয়াবাসী শ্রীগোপাল দাস ॥১৪২
এ সকল শিষ্য সঙ্গে আচার্যঠাকুর।
কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে আইলা কথোদূর ॥ ১৪৩
রামচন্দ্র প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া।
—যাইব খেতরী গ্রামে বুধরি হইয়া ॥ ১৪৪
তেলিয়া বুধরি গ্রামে কনিষ্ঠ তোমার।
তারে জানাইবে কে গমন সমাচার ? ১৪৫
রামচন্দ্র কহে—জানাইতে হবে নাই।
প্রভুর গমনধ্বনি হৈল সর্ব ঠাঁই ॥ ১৪৬

হেনকালে বুধরি হইতে একজন।
অতি শীঘ্র আসি কৈল আচার্যে দর্শন ॥১৪৭
ভূমিতে পড়িয়া প্রণময়ে বার বার।
জিজ্ঞাসিতে কুশল কহয়ে সমাচার ॥১৪৮
"সকল মঙ্গল প্রভু! তোমার দর্শনে
শ্রীগোবিন্দ-আদি চাহি আছে পথপানে ॥১৪৯
প্রভু বৃন্দাবনে গেলে গেলা রামচন্দ্র।
তেলিয়া-বুধরি-গ্রামে আইলা গোবিন্দ ॥১৫০
তেঁহো আত্ম সমর্পিল প্রভুর চরণে।
সদা চিন্তে—দর্শন পাইব কতদিনে ॥১৫১
প্রভু বৃন্দাবন হৈতে গমন করিলা।
রামচন্দ্র লইয়া বনবিষ্ণুপুরে আইলা ॥১৫২
যাজিগ্রামে আসি বিনাশিল সর্ব দুঃখ।
কণ্টকনগর, খণ্ডে হৈলা মহাসুখ ॥১৫৩
কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে আসি গণসনে।
মহা-মাহাৎসবে মগ্ন কৈলা সর্বজনে ॥১৫৪
কাঞ্চনগড়িয়া হৈতে গমন হইল।
প্রভুর এ সব কথা সর্বত্র ব্যাপিল ॥১৫৫
হইনু কৃতার্থ করি প্রভুর দর্শন।
ধন্য এই দেশ যা'তে হৈল আগমন ॥১৫৬
ঐছে কত কহি প্রণমিয়া শ্রীচরণে।
প্রণমিল রামচন্দ্রাদিক সর্ব জনে ॥১৫৭
বিদায় হইয়া শীঘ্র বুধরি আইলা।
শ্রীআচার্য প্রভুর গমন জানাইলা ॥১৫৮
শুনি শ্রীনিবাস আচার্যের আগমন।
চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥১৫৯
শ্রীগোবিন্দ-আদি মহা আনন্দ অন্তরে।
করয়ে মঙ্গলকার্য বিবিধ প্রকারে ॥১৬০
শীঘ্র বাসস্থানের সংস্কার করাইলা।
আগুসরি গিয়া সবে আচার্যে আনিলা ॥১৬১

যৈছে শ্রীআচার্যে লৈয়া আইলা বাসায়।
যৈছে সবে মগ্ন হৈলা আচার্য শোভায় ॥১৬২
যৈছে আচার্যের শিষ্যগণে সমাদরে।
যৈছে সুখ তেলিয়া-বুধরি ঘরে ঘরে ॥১৬৩
যৈছে নানাপ্রকার সামগ্রী আয়োজন।
যৈছে মনুষ্যের যাতায়াত সর্বক্ষণ॥ ১৬৪
যৈছে সর্বজনের জন্মিলা প্রেমভক্তি।
সে সকল বিস্তারি বর্ণিতে নাই শক্তি ॥১৬৫
তিলে তিলে গোবিন্দের আনন্দাতিশয়।
জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র প্রতি কিছু নিবেদয় ॥১৬৬
মো অজ্ঞের পরিত্রান করহ আপনে।
সমর্পহ শ্রীআচার্য প্রভুর চরণে ॥১৬৭
ঐছে কত কহি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
প্রণময়ে শ্রীজ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পদতলে ॥১৬৮
দেখি গোবিন্দের অতি ব্যাকুল অন্তর।
স্নেহাবেশে মগ্ন রামচন্দ্র দ্বিজবর ॥১৬৯
গোবিন্দে প্রবোধি শ্রীআচার্য আগে গিয়া।
কহিল গোবিন্দ মনোবৃত্তি বিবরিয়া ॥১৭০
শুনি শ্রীআচার্য অতি মনের আনন্দে।
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা দিলেন গোবিন্দে ॥১৭১
যে অপূর্ব বিধানে গোবিন্দ শিষ্য কৈল।
শিষ্যকালে সকলের যে আনন্দ হৈল ॥১৭২
গোবিন্দের যে প্রেম আবেশ শিষ্য হৈয়া।
বর্ণিব সেসব ভাগ্যবন্ত বিস্তারিয়া ॥১৭৩
রামচন্দ্র, গোবিন্দ উল্লাস ক্ষণে ক্ষণে।
গনসহ শ্রীআচার্য্য প্রভুর সেবনে ॥১৭৪
রামচন্দ্র, গোবিন্দ—এ ভ্রাতৃদ্বয় প্রতি।
আচার্যের যৈছে কৃপা কহিতে কি শকতি ॥১৭৫
আচার্যের মনে এই রামচন্দ্র সনে।
শ্রীনরোত্তমের দেখা হবে কতক্ষণে ॥১৭৬

এতেক চিন্তিয়া পুনঃ রামচন্দ্রে কয়।
—"নরোত্তম এথা আসিবেন মনে লয় ॥১৭৭
বহুদিন হৈল তাঁর সংবাদ না পাইনু।
মোর এ সংবাদ-পত্রী পূর্বে পাঠাইনু ॥১৭৮
এথা যে আইনু—তেঁহ জানিব কেমনে।
কুন এক লোক যায় তাঁর স্থানে ॥১৭৯
এত কহিতেই এক বিপ্র তথা হৈতে।
আসি উপনীত হৈলা আচার্য সাক্ষাতে ॥১৮০
কি অপূর্ব চেষ্টা তাঁর কত উঠে মনে।
মহাকর্ষ হৈয়া চায় আচার্যের পানে ॥১৮১
শিষ্যবর্গে বেষ্টিত আচার্য শোভা দেখি।
ভূমে প্রনময়ে—প্রেমজলে পূর্ণ আঁখি ॥১৮২
শ্রীআচার্য বিপ্রে দেখি সন্তোষাতিশয়।
সুমধুর বাক্যে কহে—দেহ পরিচয় ॥১৮৩
বিপ্র কহে খেতুরী গ্রামেতে মোর বাস।
মুঞি বিপ্রাধম—মোর নাম দুর্গাদাস ॥১৮৪
শ্রীঠাকুর নরোত্তম দেখি মো পতিতে।
তুলিলেন বিষয় বিষ্ঠার গর্ত হৈতে ॥১৮৫
প্রভুর গমন এথা হৈল—শুনি তাহা।
কহিতে না জানি মনে উপজিল যাহা ॥১৮৭
কাহাকে না কহি প্রাতে করিনু গমন।
হইনু কৃতার্থ দেখি প্রভুর চরণ ॥১৮৬
বিপ্রের বচন শুনি আচার্য সন্তোষে।
শ্রীনরোত্তম শুভ সংবাদ জিজ্ঞাসে ॥১৮৮
বিপ্র কহে নীলাচল হইতে আসিয়া।
খণ্ডিলা পাষণ্ডমত ভক্তি প্রকাশিয়া ॥১৮৯
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দা দ্বৈতগুণে।
কহিলেন মহামত্ত অধম দুর্জনে ॥১৯০
শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ পঞ্চ কৈল প্রিয়াসহ।
প্রাপ্ত হৈল প্রিয়াসহ শ্রীগৌরবিগ্রহ ॥১৯১
প্রাপ্ত কথা গোপয়িতে নহিল গোপন।
যৈছে প্রাপ্ত তাহা কিছু করি নিবেদন ॥১৯২
গোপালপুরের সন্নিধানে ক্ষুদ্র গ্রাম।
তথা বৈসে ভাগ্যবন্ত বিপ্রদাস নাম ॥১৯৩
ধান্য সর্ষাপাদি গোলা তাঁর গৃহান্তরে।
তথা সর্পভয়ে কেহ যাইতে না পারে ॥১৯৪
সর্পাধিকারের কেহ না বুঝে কারণ।
মন্ত্রৌষধি কৈল সর্প গর্জে অনুক্ষণ ॥১৯৫
না জানি—শ্রীঠাকুরের কিবা হৈল মনে।
রজনী প্রভাতে শীঘ্র গেলা সেইখানে ॥১৯৬
বিপ্রদাস আসি কৈল চরণ বন্দন।
অতি দীন হৈয়া কহে—কি কার্য গমন ॥১৯৭
বিপ্রদাস প্রতি কহে—এ ধান্যগোলায়।
আছে প্রয়োজন, তেঞি আইনু এথায় ॥১৯৮
বিপ্রদাস-কাতর হইয়া নিবেদয়।
—'না যাবেন গোলাপার্শ্বে তথা সর্পভয় ॥১৯৯
শুনি মহাশয় কহে ঈষৎ হাসিয়া।
—চিন্তা না করিহ সর্প যাবে পলাইয়া ॥২০০
এত কহি বৃহৎ গোলা-দ্বার উদঘাটিতে।
সর্প অন্তর্ধান সবে দেখিল সাক্ষাতে ॥২০১
গোলা হৈতে প্রিয়াসহ শ্রীগৌরসুন্দর।
ক্রোড়ে আইলা—হৈল সর্বনয়ন-গোচর ॥২০২
প্রিয়াসহ ক্রোড়ে লইয়া শ্রীগৌরসুন্দরে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইলা বাসাঘরে ॥২০৩
সে সময় সঙ্কীর্তনারম্ভ যে প্রকার।
যে প্রেম প্রকাশ—তা কহিতে নাহি পার ॥২০৪
শ্রীমহাশয়ের শিষ্য শ্রীসন্তোষদত্ত।
সর্ব কার্য সাধে তেঁহ পরম মহত্ত্ব ॥২০৫
করিল নির্মান শ্রীমন্দির, সিংহাসন।
মহা-মহোৎসবের করিলা আয়োজন ॥২০৬

শ্রীমহাশয়ের মনোবৃত্তি কেবা জানে।
সদা চাহি রহে প্রভু তুয়া পথ পানে ॥২০৭
প্রভু আগমন এথা এ কথা শুনিল।
না জানিয়ে—কত সুখসমুদ্রে ডুবিল ॥২০৮
অদ্য পদ্মাবতী পার হইয়া রহিব।
রজনী-প্রভাতে কালি এথায় আসিব ॥২০৯
শুনি শ্রীআচার্য নরোত্তমের চরিত্ত।
শিষ্যগণ-সহ হৈলা মহা উল্লসিত ॥২১০
দুর্গাদাস বিপ্রে অতি অনুগ্রহ কৈল।
নরোত্তম প্রভাব সবারে জানাইল ॥২১১
সবে মগ্ন হৈলা নরোত্তমের গুণেতে।
হৈল এই ধ্বনি—কালি আসিব এথাতে ॥২১২
গ্রামবাসী লোকের আনন্দ অতিশয়।
পরস্পর সকলে সৌভাগ্য প্রশংসয় ॥২১৩
কতক্ষণে নিশি পোহাইব এই মনে।
যাইব দর্শনে রামচন্দ্রের ভবনে ॥২১৪
রামচন্দ্র ভবন ছাড়িতে কেহ নারে।
কষ্টে রজনী বঞ্চয়ে নিজ ঘরে ॥২১৫
রামচন্দ্র-ভবন পরমানন্দময়।
শ্রীআচার্য গণসহ যথা বিলসয় ॥২১৬
আচার্যের কত স্নেহ রামচন্দ্র প্রতি
মুই মহা অজ্ঞ তাহা কহি—কি শকতি ॥২১৭
গুণের সমুদ্র রামচন্দ্র কবিরাজ।
সর্বত্র বিদিত তাঁর অলৌকিক কাজ ॥২১৮
বিপ্রমুখে নরোত্তম গমন-শ্রবণে।
না কৈল প্রকাশ যাহা উপজিল মনে ॥২১৯
সর্ব কার্য সমাধায় হইয়া তৎপর।
গোঙাইলা দিবারাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥২২০
শ্রীআচার্য গণসহ করিলে শয়ন।
নির্জনে চিন্তয়ে নরোত্তম গুণগণ ॥২২১
নরোত্তম নামমাত্রে নারে স্থির হৈতে।
পুলক ঝাপিয়ে অঙ্গ—কত উঠে দিতে ॥২২২
কেন হেন হৈল—ইহা বিচারিতে মনে।
না ভায় শয়ন নিদ্রা না পর্শে নয়নে ॥২২৩
প্রভু ইচ্ছা মতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগৌরসুন্দর দেখা দিল ॥২২৪
জিনিয়া কন্দর্প কোটি শ্রীঅঙ্গ সুন্দর।
তাহে কি উপমা হেম বিদ্যুৎ কেশর ॥২২৫
শিরে চা-চিকণ কুঞ্চিত কেশজাল।
ভুবনমোহন গলে দোলে বনমাল ॥২২৬
শরতের চাঁদ জিনি বদন চন্দ্রমা।
কিবা দীর্ঘ লোচন চাহনি অনুপমা ॥২২৭
অজানু লম্বিত বাহুদ্বয় দোলাইয়া।
গজেন্দ্র গমনে আসি রহে দাঁড়াইয়া ॥২২৮
গৌরচন্দ্র দেখি রামচন্দ্র কবিরাজ।
না জানি কি আনন্দ উথলে হিয়া মাঝ ॥২২৯
লোটাইয়া পড়িল প্রভুর পদতলে।
প্রভু কোলে লৈয়া সিক্ত করে প্রেমজলে ॥২৩০
ঈষৎ হাসিয়া কহে সুমধুর ভাসে।
আপনা না জান তুমি মোর ইচ্ছাবশে ॥২৩১
তুমি মোর প্রিয় মোর প্রিয় নরোত্তম।
দোঁহে দোঁহার দেখি পূর্ব হইব স্মরণ ॥২৩২
দোঁহে মোর প্রেমভক্তি প্রদান করিবা।
জীবের দারুণ তাপত্রয় নিবারিবা ॥২৩৩
ঐছে কত কহি অতি অনুগ্রহ করি।
হইলেন অন্তর্ধান প্রভু গৌরহরি ॥২৩৪
প্রভু অদর্শনে রামচন্দ্র স্থির নহে
নদীর প্রবাহ প্রায় নেত্রে ধারা বহে ॥২৩৫
দেখিয়া ব্যাকুল প্রভু পুনঃ প্রবোধিলা।
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীনিবাসাচার্যে জানাইলা ॥২৩৬

প্রভুর অদ্ভুত লীলা কে পারে বুঝিতে ?
ভক্তপ্রেমাধীন প্রভু বিদিত জগতে ॥২৩৭
রামচন্দ্র প্রভুগুণে মগ্ন অতিশয়।
নিদ্রাভঙ্গে দেখে—হৈল প্রভাত সময় ॥২৩৮
প্রাতঃক্রিয়াদিক করি' চিন্তে মনে মনে।
মহাশয়-সহ দেখা হবে কতক্ষণে ॥২৩৯
হেনকালে অতি শীঘ্র আসি' একজন।
শ্রীআচার্যে প্রণমিয়া করে নিবেদন ॥২৪০
—পদ্মাবতীপার গ্রাম খেতরী হইতে।
শ্রীঠাকুর মহাশয় আইসেন এথাতে ॥২৪১
কি অপূর্ব গতি! সূর্যসম তেজ তাঁর।
সঙ্গে যে আইসে কিবা শোভা সে সবার ॥২৪২
এই অল্পদূরে মুই আইমু দেখিয়া।
তাঁ'রে দেখি না জানি কি করে মোর হিয়া ॥২৪৩
আচার্য শুনিয়া নরোত্তমের গমন।
শশব্যস্ত আগুসরি চলে সেইক্ষণ ॥২৪৪
নরোত্তমে দেখে বাড়ীর বাহির হইয়া।
দেখিতেই কত সুখে উমড়য়ে হিয়া ॥২৪৫
নরোত্তম আচার্য-ঠাকুরে প্রণমিতে।
আচার্য লইয়া ক্রোড়ে না পারে ছাড়িতে ॥২৪৬
কি অদ্ভুত প্রেমানন্দ বাড়য়ে দোঁহার।
দেখি সকলের হৈল মহা চমৎকার ॥২৪৭
শ্রীআচার্য-ঠাকুর ঠাকুর নরোত্তমে।
মিলাইল শ্রীদাসাচার্যাদি প্রিয়গণে ॥২৪৮
যে অপূর্ব মিলন হইল পরস্পরে।
তাহা একমুখে কে বর্ণিতে শক্তি ধরে ?২৪৯
রামচন্দ্র নরোত্তমে করি নিরীক্ষণ।
হইল অধৈর্য পূর্ব হইতে স্মরণ ॥২৫০
নহিল বিশেষ ব্যক্ত, হইল কিঞ্চিৎ।
কেহো কেহো জানিয়া ও না কৈল বিদিত ॥২৫১

শ্রীআচার্য নরোত্তমে করাবলম্বিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে কুশল নির্জনে বসাইয়া ॥২৫২
মহাশয় কহে মহামধুর বচনে।
—"সকল মঙ্গল এবে হইল দর্শনে ॥২৫৩
প্রভু আজ্ঞা কৈল গৌড়ে করিতে গমন।
শ্রীবিগ্রহ-বৈষ্ণব-সেবা, শ্রীসঙ্কীর্তন ॥২৫৪
তাহে শ্রীবিগ্রহ অনুগ্রহ কৈল, আর।
হৈল শ্রীমন্দির আদি সকল সম্ভার ॥২৫৫
শ্রীফাল্গুন-পূর্ণিমায় শ্রীবিগ্রহগণে।
মনে এই—আপনি বসাবে সিংহাসনে ॥২৫৬
আসিবেন শীঘ্র এথা—এই মনে ছিল।
তাহাতে অনেক দিন বিলম্ব হইল ॥২৫৭
ইহা শুনি আচার্য কহেন ধীরে ধীরে।
—প্রভুর যে ইচ্ছা তাহা কে কহিতে পারে ॥২৫৮
এত কহি বিবাহ প্রসঙ্গ জানাইল।
বৃন্দাবন গমনাদি বিস্তারি কহিল ॥২৫৯
শুনি' মহাশয়ের যে হইল অন্তরে।
তাহা অল্পজন কে বুঝিতে শক্তি ধরে ?২৬০
পরস্পর অনেক প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি ঐছে গোঙাইলা ॥২৬১
শ্রীঠাকুর মহাশয়-আদি সর্বজন।
পৃথক্ পৃথক্ স্থানে করিলা শয়ন ॥২৬২
শ্রীআচার্য ঠাকুর শয়ন নাহি ভায়।
কৈছে কার্য সমাধান হবে—এ চিন্তায় ॥২৬৩
মনে মনে কহে, মহাপ্রভু প্রিয়গন।
খেতরী-গ্রামে কি করিবেন আগমন ॥২৬৪
অভিলাষ পূর্ণ কি করিব গৌর রায়।
এত কহি ভাসে দুই নেত্রের ধারায় ॥২৬৫
ভক্তের উদ্বেগ প্রভু না পারে সহিতে।
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা নিদ্রা আকর্ষিতে ॥২৬৬

শ্রীনিবাস আগে কি-মধুর স্তুতি করি' ।
মন্দ মন্দ হাসিয়া কহয়ে ধীরি ধীরি ॥২৬৭
"ওহে শ্রীনিবাস! কিছু চিন্তা না করিবে ।
নিমন্ত্রণ পত্রী শীঘ্র সর্বত্র পাঠাবে ॥২৬৮
যদ্যপি সে সকলের ব্যাকুল হৃদয় ।
এথা আসিতেই হ'বে মহা হর্ষোদয় ॥২৬৯
দেখিবে সাক্ষাতে মোর অদ্ভুত বিলাস ।
পা'বে মহানন্দ, পূর্ণ হবে অভিলাষ ২৭০
অনায়াসে সর্বকার্য হ'বে সমাধান ।"
এত কহি' মহাপ্রভু হৈলা অন্তর্ধান ॥২৭১
প্রভু-অদর্শনে অতি ব্যাকুল আচার্য ।
প্রভুর ইচ্ছায় কিছু ধরিলেন ধৈর্য ॥২৭২
রজনী-প্রভাতে সবে একত্র হইলা
সর্বত্র লিখিতে পত্রী শীঘ্র যত্ন পাইলা ॥২৭৩
রামচন্দ্রাদিকে বহু আনন্দ ব্যাপিল ।
বহু নিমন্ত্রণ-পত্রী প্রস্তুত করিল ॥২৭৪
পত্রীতে যে লিখিবেন পদ্য সুমধুর ।
শুনিতে বা কাহার না হয় ধৈর্য দূর ॥২৭৫
পত্রী দিয়া অতিযোগ্য পঞ্চদশ জনে ।
পাঠাইলা নবদ্বীপ-আদি স্থানে স্থানে ॥২৭৬
উৎকল দেশেতে শ্যামানন্দ রহে যথা ।
পত্রী দিয়া দূতে শীঘ্র পাঠাইলা তথা ॥২৭৭
হৈল ধ্বনি সর্বত্র ফাল্গুন পূর্ণিমাতে ।
হবে মহা-মহোৎসব খেতরী গ্রামেতে ॥২৭৮
তেলিয়া, বুধরি, বাহাদুরপুর আদি ।
গ্রামে গ্রামে উথলে আনন্দ-বারিনিধি ॥২৭৯
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-গুণ গায় সর্ব জন ।
দেখিতে সে ক্রিয়া কা'র না জুড়ায় মন ॥২৮০
শ্রীআচার্য-ঠাকুর ঠাকুর মহাশয় ।
গণসহ সকলের মঙ্গল চিন্তয় ॥২৮১

রামচন্দ্রালয়ে অতি অদ্ভুত বিলাস ।
দেবের দুর্লভ চারু কীর্তন প্রকাশ ॥২৮২
ঐছে দিবারাত্রি যায় কেহো না জানিল ।
সঙ্কীর্তনানন্দে সবে বিহ্বল হইল ॥২৮৩
শ্রীমহাশয়ের প্রিয় শিষ্য শ্রীগোকুল ।
শ্রীদেবিদাসাদি সর্বগুণেতে অতুল ॥২৮৪
শ্রীগোকুল-দেবিদাসাদির বাদ্য-গানে ।
আচার্যের যে ভাব তা বর্ণিতে কে জানে ॥২৮৫
একদিন আচার্যাদি অধৈর্য হৃদয়ে ।
না জানি কি নির্জনে কহিলা মহাশয়ে ॥২৮৬
প্রিয় রামচন্দ্রে নরোত্তমে সমর্পিলা ।
নরোত্তম যেন সুখসমুদ্রে ডুবিলা ॥২৮৭
কে বুঝিতে পারে এই আচার্যের রীতি ।
সমর্পিয়া রামচন্দ্রে হৈলা হর্ষ অতি ॥২৮৮
রামচন্দ্রাদিক কথোজন সঙ্গে দিয়া ।
পাঠাইলা খেতরী আসিব শীঘ্র হৈয়া ॥২৮৯
নরোত্তম বিদায় হইয়া শীঘ্র করি ।
পদ্মাবতী পার হৈয়া গেলেন খেতরী ॥২৯০
মহাশয়ে বিদায় করিয়া শ্রীআচার্য ।
রহেন বুধরি-গ্রামে হইয়া অধৈর্য ॥২৯১
রামচন্দ্রানুজ শ্রীগোবিন্দ ভক্তিরাশি ।
আচার্যের সেবারসে মগ্ন দিবানিশি ॥২৯২
দেখি গোবিন্দের চেষ্টা আচার্য ঠাকুর ।
কৈল অনুগ্রহ-সীমা বচনের দূর ॥২৯৩
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লীলা বর্ণিতে গোবিন্দে ।
আজ্ঞা করিলেন মহা মনের আনন্দে ॥২৯৪
প্রভুর আজ্ঞায় বর্ণে গদ্য পদ্য গীত ।
সে সব শুনিতে কার না দ্রবয়ে চিত ॥২৯৫
গোবিন্দের কাব্যে শ্রীআচার্য হর্ষ হৈলা ।
গোবিন্দে প্রশংসি কবিরাজ খ্যাতি দিলা ॥২৯৬

শ্রীদাসাদি প্রিয়গণে গাওয়াইল গীত ।
গীতামৃত বৃষ্টি হৈল সর্বমনোহিত ॥২৯৭
যথা রহে অজ্ঞাতরূপে যে প্রিয়গণ ।
তাঁ সবারে কৃপা করি করে আকর্ষণ ॥২৯৮
বুধরি-নিকট বাহাদুরপুর গ্রাম ।
তথা বৈসে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্যামাদাস নাম ॥২৯৯
তাঁহার অনুজ বংশীদাস চক্রবর্ত্তী ।
বিধাতা নির্মিল তাঁরে যেন স্নেহমূর্তি ॥৩০০
অল্পকাল হৈতে অতি বিদ্যা-অধ্যয়নে ।
দেখিয়া সে চেষ্টা সুখ পায় সর্বজনে ॥৩০১
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অনুরাগ অতিশয় ।
নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ লীলা আস্বাদয় ॥৩০২
অদীক্ষিত মতে অতি উদ্বিগ্ন অন্তরে ।
হইব দীক্ষিত কোথা কিছুই না স্ফুরে ॥৩০৩
বুধরি গ্রামেতে আচার্যের আগমন ।
শুনি অতি উৎকণ্ঠিত করিতে দর্শন ॥৩০৪
শীঘ্র গিয়া দেখেন শ্রীগোবিন্দ ভবনে ।
আচার্য আছেন কৃষ্ণকথা আলাপনে ॥৩০৫
চতুর্দিকে বেষ্টিত সকল প্রিয়গণ ।
আচার্যের শোভা সব করে নিরীক্ষণ ॥৩০৬
দূর হৈতে বংশীদাস আচার্যে দেখিয়া ।
ভূমে পড়ি প্রণময়ে অতি দীন হৈয়া ॥৩০৭
তিলে তিলে আনন্দ বাড়য়ে অতিশয় ।
মনে যে উপজে তাহা ব্যক্ত না করয় ॥৩০৮
কতক্ষণ শ্রীআচার্যে দর্শন করিয়া ।
গৃহে চলিলেন নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া ॥৩০৯
দেখি বংশী চেষ্টা শিষ্টগণে বিচারয় ।
—ইঁহ আচার্যের কৃপাপাত্র সুনিশ্চয় ॥৩১০
শ্রীআচার্য দৃষ্টিপাতে শক্তি সঞ্চারিলা ।
আচার্যের মনোবৃত্তি কেহ না জানিলা ॥৩১১

আচার্যের প্রিয় বংশীদাস মহাধীর ।
বুঝিতে না পারি তাঁর চরিত্র গভীর ॥৩১২
নির্জনে বসিয়া মনে মনে বিচারয় ।
—শ্রীআচার্য প্রভু কি দিবেন পদাশ্রয় ?॥৩১৩
ঐছে কত বিচারিতে উদ্বিগ্ন অন্তর ।
গোঙাইলা দিবা রাত্রি তৃতীয় প্রহর ॥৩১৪
অকস্মাৎ নিদ্রা আকর্ষিতে রাত্রিশেষে ।
স্বপ্নচ্ছলে আচার্য আইসে বংশী-পাশে ॥৩১৫
কি অপূর্ব্ব ভঙ্গিতে গমন মনোহর ।
টলমল করে প্রেমময় কলেবর ॥৩১৬
দীর্ঘ দুই লোচন, চাহনি অনুপমা ।
কে ধরে ধৈরয দেখি মুখের সুষমা ॥৩১৭
মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে বংশী পানে
নিজ প্রভু জানি বংশী পড়ে শ্রীচরণে ॥৩১৮
স্নেহাবেশে আচার্য ঠাকুর বংশীদাসে ;
আলিঙ্গন করি কহে সুমধুর ভাষে ॥৩১৯
—মহা-মহোৎসব হবে খেতরী গ্রামেতে ।
এ হেতু শ্রীনরোত্তম আইলেন নিতে ॥৩২০
তাঁ সবারে অনিশীঘ্র বিদায় করিয়া ।
রহিলাম আজি তোমা সবার লাগিয়া ॥৩২১
না ভাবিহ —রজনী প্রভাতে শিষ্য করি ।
তোমা সবা সঙ্গে লৈয়া যাইব খেতরী ॥৩২২
এত কহি বংশী শিরে অর্পিয়া চরণ ।
অতি অনুগ্রহ করি হৈল অদর্শন ॥৩২৩
প্রভু অদর্শনে অতি ব্যাকুল হৃদয় ।
জাগিয়া দেখেন—নিশি প্রভাত সময় ॥৩২৪
প্রাতঃকৃত্য করি গেলা উল্লসিত মনে ।
যথা শ্রীআচার্য বিলসয়ে গণসনে ॥৩২৫
আচার্যচরণে পড়ি ঐছে দৈন্য করে ।
সেসব শুনিতে কার হিয়া না বিদরে ॥৩২৬

গণসহ শ্রীআচার্য প্রভুরে লইয়া।
আইলেন নিজগৃহে মহাহর্ষ হৈয়া ॥ ৩২৭
শ্রীআচার্য প্রভু মহা আনন্দ আবেশে।
রাধা কৃষ্ণমন্ত্র দীক্ষা দিলা বংশীদাসে ॥ ৩২৮
পরম অপূর্ব বিধানেতে শিষ্য কৈল।
গ্রন্থবাহুল্যের ভয়ে তাহা না বর্ণিল। ৩২৯
ঐছে আর কথোজনে অনুগ্রহ করি।
গণসহ মহাহর্ষে চলয়ে খেতুরী ॥ ৩৩০
অতিশীঘ্র হইয়া শ্রীপদ্মাবতী পার।
খেতুরীগ্রামেতে পাঠাইলা সমাচার ॥ ৩৩১
শুনি শ্রীআচার্যঠাকুরের আগমন।
আনন্দে বিহ্বল শ্রীঠাকুর নরোত্তম ॥ ৩৩২
রামচন্দ্র আদি প্রিয়বর্গের সহিতে।
অতি শীঘ্র চলিলেন আগুসরি নিতে ॥ ৩৩৩
শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজগণ সঙ্গে লৈয়া।
দিলা পরিচয়—আচার্যের আগে গিয়া ॥ ৩৩৪
ঐছে আর নিজ শিষ্যগণে জানাইলা।
সবে আচার্যের পাদপদ্মে প্রণমিলা ॥ ৩৩৫
শ্রীআচার্য যৈছে কৃপা কৈল সর্বজনে।
তাহা বিস্তারিয়া বর্ণিবেন ভাগ্যবানে ॥৩৩৬
পরস্পর যৈছে প্রিয়গণের মিলন।
তাহা বাহুল্যের ভয়ে না হয় বর্ণন ॥৩৩৭
শ্রীঠাকুর মহাশয় আচার্যঠাকুরে।
পরম আনন্দে লৈয়া চলে বাসাঘরে ॥৩৩৮
সর্বত্র হইল ধ্বনি—আচার্য গমন।
চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥৩৩৯
গণসহ আচার্যের দর্শন করিয়া।
নিজ নিজ ভাগ্য প্রশংসয়ে হর্ষ হৈয়া ॥৩৪০
আচার্যের দৃষ্টিপাত হৈল যে প্রকার।
তাহা এতা বিস্তারি নারয়ে বর্ণিবার ॥৩৪১

গণসহ আচার্যে লইয়া মহাশয়।
মহানন্দে নির্জন আলয়ে প্রবেশয় ॥৩৪২
দেখি স্থান আচার্য প্রশংসি প্রিয়গনে।
পৃথক পৃথক বাসা দিল সন্নিধানে ॥৩৪৩
শ্রীসন্তোষ দত্ত মহা আনন্দ হিয়ায়।
পূর্বে করিল লোক নিযুক্ত বাসায় ॥৩৪৪
সর্বপ্রকারেতে সমাধয়ে সর্ব কার্য।
দেখি সন্তোষের চেষ্টা সন্তোষ আচার্য ॥৩৪৫
শ্রীআচার্য বাসা হইতে শীঘ্র গণসনে।
চলে মহাহর্ষে শ্রীবিগ্রহ সন্দর্শনে ॥৩৪৬
প্রিয়া সহ শ্রীগৌরবিগ্রহে থুইল যথা।
শ্রীঠাকুর মহাশয় লৈয়া গেলা তথা ॥৩৪৭
শ্রীআচার্য করি মহাপ্রভুর দর্শন।
হইলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥৩৪৮
আর পঞ্চ বিগ্রহ দর্শন করিয়া।
হইলা অধৈর্য সুখে উমড়য়ে হিয়া ॥৩৪৯
দেখি মহোৎসবের সামগ্রী আয়োজন।
দেখি বাসাস্থানাদি পরম হর্ষ মন ॥৩৫০
শ্যামানন্দ আসিবেন উৎকল হইতে।
তাঁহার বিলম্ব দেখি চিন্তাযুক্ত চিতে ॥৩৫১
কহিতেই শ্রীশ্যামানন্দের গুণগণ।
শুনিলেন লোকমুখে তার আগমন ॥৩৫২
শ্রীঠাকুর মহাশয় মনের উল্লাসে।
আগুসরি দেখে—আইলা আচার্য আবাসে ॥৩৫৩
পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম আচরণ।
তাহা দেখিলেন মহাভাগ্যবন্তগণ ॥৩৫৪
শ্রীআচর্য নরোত্তম শ্যামানন্দ তিনে।
প্রভুগণ গমন চিন্তয়ে মনে মনে ॥৩৫৫
সে সবার গতি এথা কহি সংক্ষেপেতে।
বিস্তারিব নরোত্তম বিলাস গ্রন্থেতে ॥৩৫৬

খড়দহ গ্রামেতে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
করয়ে দিবস স্থির আসিতে খেতুরী ॥৩৫৭
হেনকালে প্রভু অলক্ষিত নিদেশয়।
—যাইতে খেতুরীগ্রামে বিলম্ব না সয় ॥৩৫৮
তথা শ্রীনিবাস, নরোত্তম গণসনে।
চাহি আছে তোমা সবাকার পথপানে ॥৩৫৯
শ্রীনিবাস, নরোত্তম মোর প্রিয়দাস।
করিব সফল যে করিব অভিলাষ ॥৩৬০
প্রকটাপ্রকট নিজ প্রিয়গণ-সনে
নাচিব গাইব সে অদ্ভুত সঙ্কীর্তনে ॥৩৬১
দেখিব সকলে এই আশ্চর্য বিলাস।
হইবা বিহ্বল ঐছে হইব উল্লাস ॥৩৬২
মহামহোৎসব মহানন্দে সমাধিয়া।
আসিব এথায় শীঘ্র বৃন্দাবনে গিয়া ॥৩৬৩
এত কহি দেখা দিয়া অন্তর্ধান হৈতে।
ঈশ্বরী বিহ্বল হইয়া চাহে চারিভিতে ॥৩৬৪
নয়নে আনন্দধারা নহে নিবারণ।
শ্রীখেতুরী গ্রামে যাত্রা কৈল সেইক্ষণ ॥৩৬৫
এ সকল কথা হৈল সর্বত্র প্রচার।
জন্মিল যে আনন্দ কহিতে সাধ্য কার ॥৩৬৬
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর অলৌকিক-রীতি
গমন-উদ্যোগ যৈছে কহি কি শকতি ॥৩৬৭
খড়দহ-আদি গ্রামবাসী লোকগণ।
আইলেন সবে শীঘ্র করিতে দর্শন ॥৩৬৮
শ্রীজাহ্নবাদেবী সে সবারে সম্ভাষিলা।
লোক-রীত প্রায় সর্বমতে ভাব দিলা ॥২৭৯
শ্রীবসুদেবীরে কিবা কহি সঙ্গোপনে।
হইলা বিদায় যৈছে কে বর্ণিতে জানে ॥৩৭০
অতি যত্নে গঙ্গা বীরভদ্রে প্রবোধিয়া।
খড়দহ হৈতে চলে প্রভু সোঙরিয়া ॥৩৭১

সঙ্গেতে চলিলা মহাভাগবতগণ।
যাঁ-সবার দর্শনে পবিত্র ত্রিভুবন ॥৩৭২
কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য।
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মহা আর্য ॥৩৭৩
শ্রীমীনকেতন রামদাস মনোহর।
মুরারি চৈতন্য, জ্ঞানদাস, মহীধর ॥৩৭৪
শ্রীশঙ্কর, শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই।
নৃসিংহ, চৈতন্য জীব পণ্ডিত কানাই ॥৩৭৫
গৌরাঙ্গ নকড়ি কৃষ্ণদাস, দামোদর।
শ্রীপরমেশ্বরী, বলরাম বিজ্ঞবর ৩৭৬
শ্রীমুকুন্দ, দাসবৃন্দাবন আদি করি।
এ-সবার সহ সুখে চলয়ে ঈশ্বরী ॥৩৭৭
আর যত পরিচারিকাদি চারি পাশে।
সে অপূর্ব শোভায় সবার ধৈর্য নাশে ॥৩৭৮
বিনা যানে শ্রীজাহ্নবা কথোদূর গিয়া।
মনুষ্যের যানে চঢ়ে সঙ্কুচিত হৈয়া ॥৩৭৯
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর গমন দর্শনে।
গ্রামে গ্রামে লোকের সংঘট্ট স্থানে স্থানে ॥৩৮০
নয়নভাস্কর হালিশহর গ্রামে ছিলা।
পরম আনন্দে তেঁহো শীঘ্র যাত্রা কৈলা ॥৩৮১
খণ্ড ভগবানাত্মজ রঘুনাথাচার্য।
আসিয়া মিলিলা তেঁহো সর্বগুণে আর্য ॥৩৮২
সে দেশে ছিলেন পরম বিজ্ঞগন।
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে হৈল সবার গমন ॥৩৮৩
নিত্যানন্দ কিঙ্কর বণিক্ ভাগ্যবন্ত।
প্রভু সঙ্গে চলে—সে সুখের নাই অন্ত ॥৩৮৪
হইল সংঘট্ট বহু—আইলা অম্বিকায়।
শ্রীচৈতন্যদাস আসি মিলিলা তথায় ॥৩৮৫
সর্বত্র বিদিত সর্বমতে যোগ্য যেঁহো।
গৌরপ্রিয় শ্রীবংশীদাসের পুত্র তেঁহো ॥৩৮৬

শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যাত্রা কৈলা সেইক্ষণ ।
শ্রীবংশীবদনের হইল গমন ॥৩৮৭
শ্রীজয়ানন্দ ভক্তিপ্রদানে প্রবীণ ।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ যাঁর প্রেমাধীন ॥৩৮৮
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দে জাহ্নবা ঈশ্বরী ।
যত্নাদি ভুঞ্জাইল যৈছে বর্ণিতে না পারি ॥৩৮৯
অম্বিকাপ্রদেশে যে যে ভক্ত প্রেমময় ।
সবে যাত্রা কৈল—হৈল চিত্তে হর্ষোদয় ॥৩৯০
নবদ্বীপ নিকট আসিয়া সর্বজনে ।
অনিমিষ নেত্রে চাহে নবদ্বীপ পানে ॥৩৯১
প্রভুলীলা সোঙরিতে অধৈর্য হৃদয় ।
অগ্নিশিখাপ্রায় দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়য় ॥৩৯২
উঠিল ক্রন্দনরোল ভাসে নেত্রজলে ।
মূর্ছিত হইয়া সবে পড়ে মহীতলে ॥৩৯৩
যে অদ্ভুত চেষ্টা তা বর্ণিব কুন জনে ।
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈল কতক্ষণে ॥৩৯৪
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি নবদ্বীপ হৈতে ।
প্রেমাবেশে আইলা সবে আগুসরি নিতে ॥২৯৫
পরস্পর হৈল যৈছে সবার মিলন ।
যৈছে গঙ্গাস্নানাদি—তা না হয় বর্ণন ॥৩৯৬
শ্রীপতি শ্রীনিধি শ্রীবাসের অনুজদ্বয় ।
সবা লৈয়া নবদ্বীপ গ্রামে প্রবেশয় ॥৩৯৭
নবদ্বীপ প্রবেশ সময়ে যে প্রকার ।
মু অজ্ঞের শক্তি কি বর্ণিতে লেশ তার ॥৩৯৯
শ্রীপতি শ্রীনিধি লৈয়া গেলেন ভবনে ।
মহানন্দ হৈলা গিয়া শ্রীবাস অঙ্গনে ॥৩৯৯
শ্রীজাহ্নবা কহয়ে কি লাগি এতক্ষণ ।
শান্তিপুর হৈতে কারু না হইল গমন ॥৪০০
এত কহিতেই আইলা অদ্বৈততনয় ।
শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥৪০১

অচ্যুতের সঙ্গে আইলা ভাগবত যত ।
তাঁ সবার নাম গুন কে কহিবে কত ॥৪০২
শ্রীকানু পণ্ডিত আর দাস নারায়ণ ।
বিষ্ণুদাসাচার্য কামদেব জনার্দন ॥৪০৩
বনমালী পুরুষোত্তম আদি দয়াময় ।
সবে আসি প্রবেশয়ে শ্রীবাস আলয় ॥৪০৪
আগুসরি শ্রীপতি আনয়ে সর্বজনে ।
হৈল মহানন্দ পরস্পর সম্মিলনে ॥৪০৫
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী হইয়া হর্ষ অতি ।
দিন দুই তিন নবদ্বীপে কৈল স্থিতি ॥৪০৬
নবদ্বীপে শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি করি ।
সবে উল্লাসিত হৈলা যাইতে খেতুরী ॥৪০৭
প্রভুগণ সংঘট্ট শোভার ধৈর্য হরে ।
রজনী প্রভাতে চলে কণ্টক নগরে ।
অকাই হাটের কৃষ্ণদাসাদি সহিত ।
কণ্টকনগরে সবে হৈলা উপনীত ॥৪০৯
যদুনন্দনাদি মহা মনের উল্লাসে ।
আগুসরি লৈয়া আইসে গৌরাঙ্গ আবাসে ॥৪১০
হেনকালে শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ।
গনসহ আইলা যেন সাক্ষাৎ মদন ॥৪১১
পরম অদ্ভুত শোভা—উপমা কি দিতে ।
মনেতে উল্লাস শীঘ্র খেতুরী যাইতে ॥৪১২
আর সে সকল মহান্তের আগমন ।
তাহা কে কহিবে ?—কিছু করিয়ে গনন ॥৪১৩
শিবানন্দ সহ বিপ্র বাণীনাথ বর্য ।
বল্লভ চৈতন্যদাস শ্রীহরি আচার্য ॥৪১৪
ভাগবতাচার্য আর নর্তকী গোপাল ।
চিন্তামিশ্র রঘুমিশ্র পরম দয়াল ॥৪১৫
কাশীনাথ পণ্ডিত নয়নমিশ্র আর ।
কাঠকাটা জগন্নাথ উদ্ধব উদার ॥৪১৬

শ্রীপুষ্পগোপাল রঘুনাথ দয়াময়।
লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিতাদি গুণের আলয় ॥৪১৭
এ সবা সহিত সে সবার সম্মিলনে।
হৈল যে আনন্দ তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥৪১৮
প্রভুর সন্ন্যাসস্থানে আসি সর্ব জন।
হইল অধৈর্য—অশ্রু নহে নিবারণ ॥৪১৯
সবার যে চেষ্টা তাহা কহনে না যায়।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥৪২০
দাস গদাধরের গৌরাঙ্গ দরশনে।
কহিতে কি জানি যে আনন্দ হৈল মনে ॥৪২১
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী সে দিবস তথাই।
করিলা রন্ধন যৈছে—কহি সাধ্য নাই ॥৪২২
বিবিধ সামগ্রী ভুঞ্জাইয়া গৌরচন্দ্রে।
ভুঞ্জাইলা সকল মহান্তে মহানন্দে ॥৪২৩
অন্নাদি ভক্ষণে যৈছে উল্লাস সবার।
কে বর্ণিবে যে শোভা ভোজনে বসিবার ॥৪২৪
শ্রীযদুনন্দন আদি আনন্দ আবেশে।
শ্রীঈশ্বরী ভুঞ্জিলেই ভুঞ্জিলেন শেষে ॥৪২৫
উথলিল প্রেমসিন্ধু কন্টকনগরে।
গৌরাঙ্গ-প্রাঙ্গণে সবে কীর্তনে বিহরে ॥৪২৬
শ্রীযদুনন্দন-আদি উল্লসিত চিতে।
হইল প্রস্তুত সবে খেতুরী যাইতে ॥৪২৭
হইলেন বৈষ্ণব-সংঘট্ট অতিশয়।
কন্টকনগর হৈতে করিলা বিজয় ॥৪২৮
যে যে গ্রামে হৈয়া চলে মহান্তসকল।
সে সে গ্রামবাসী হয় আনন্দে বিহ্বল ॥৪২৯
তেলিয়া-বুধরী আদি গ্রাম পুণ্য স্থান।
সে সকল গ্রামে লোক মহাভাগ্যবান্ ॥৪৩০
আইসে প্রভুগন শুনি ধায় চারিপাশে।
করিয়া দর্শন সবে মহানন্দে ভাসে ॥৪৩১
দেখি লোক আর্তি প্রভুগণ হর্ষ হৈলা।
জানিল—এভক্তি শ্রীনিবাস প্রকাশিলা ॥৪৩২
সে দিবস কৈলা স্থিতি বুধরী গ্রামেতে।
তথা যে ব্যাপিল সুখ তাহা কি কহিতে ॥৪৩৩
সে দেশ-নিবাসী লোক স্থির হৈতে নারে।
প্রীতে সঙ্গে চলিলেন পদ্মাবতী তীরে ॥৪৩৪
পূর্বে শ্রীসন্তোষ নৌকা নিযুক্ত রাখিলা।
গমনমাত্রেতে পদ্মাবতী পার হৈলা ॥৪৩৫
হইল গমনধ্বনি খেতুরী গ্রামেতে।
আনন্দ উথলে—লোক নারে স্থির হৈতে ॥৪৩৬
খেতুরী গ্রামেতে লোক অর্বুদ অপার।
খেতুরী প্রদেশে যত সংখ্যা নাই তার ॥৪৩৭
বালবৃদ্ধ আদি সবে চতুর্দিকে ধায়।
বুঝিতে না পারে কেহ কিহৈল হিয়ায় ॥৪৩৮
এথা শ্রীনিবাস নরোত্তমাদি সহিতে।
পরম উল্লাসে চলে আগুসরি নিতে ॥৪৩৯
যৈছে লৈয়া আইসেন—সে প্রেম আবেশ।
যৈছে শোভা বর্ণিতে কে পারে তাঁর লেশ ॥৪৪০
চতুর্দ্দিকে দেখি লোক ভাসে নেত্রজলে।
প্রভুগনে প্রনময়ে পড়ি ভুমিতলে ॥৪৪১
দেখিয়া লোকের আর্তি কুন মহাশয়।
অতি সুমধুর বাক্যে কারু প্রতি কয় ॥৪৪২
—এ দেশে না ছিল এ দুর্লভ ভক্তিলেশ।
নরোত্তম-গুনে ধন্য হৈল হেন দেশ ॥৪৪৩
ঐছে কহি লোকের সৌভাগ্য প্রশংসয়।
মহানন্দে খেতুরীগ্রামেতে প্রবেশয় ॥৪৪৪
করুণার মূর্তি যত প্রভুপ্রিয়গণ।
গ্রামমধ্যে উদয় হইলা চন্দ্রসম ॥৪৪৫
শ্রীনিবাস, নরোত্তমাদি মহাযত্নেতে।
সবে লৈল পৃথক্ পৃথক্ আলয়েতে ॥৪৪৬

দেখি সে সে স্থান হর্ষ সবার অন্তরে ।
যাইলেন সবে যেন আপনার ঘরে ॥৪৪৭
হৈল যত বাসা আর যতেক ভাণ্ডার ।
তাঁতে যে নিযুক্ত লোক সংখ্যা নাই তার ॥৪৪৮
শ্রীসন্তোষ দত্ত নিজ-গণের সহিতে ।
করে যে মঙ্গলকার্য লেখা নাই দিতে ॥৪৪৯
এ সব প্রসঙ্গ অতিসুখের পাথার ।
নরোত্তমবিলাসেতে হইব বিস্তার ॥৪৫০
প্রভুপরিকরের দর্শনে সর্বলোক ।
দিবানিশি বিহ্বল, না জানে দুঃখ শোক ॥৪৫১
স্বপ্নেহ নাহিক কারু অন্য ব্যবহার ।
এ সকল কথা বিনে কথা নাই আর ॥৪৫২
স্থানে স্থানে লোকগণ মনের উল্লাসে ।
পরস্পর কহে কত সুমধুর ভাষে ॥৪৫৩
কেহ কহে,—প্রতিদিন যে উৎসব এথা ।
দেখিব কি কভু—না শুনিয়ে ঐছে কথা ॥৪৫৪
দেখি মঙ্গলময় শ্রীখেতুরী-গ্রাম ।
শ্রীমহান্তগনের ভবন অনুপম ৪৫৫
অহে ভাই ! মন্দির মনোলোভা ।
প্রভু না বসিতে সিংহাসনে এত শোভা !৪৫৬
কেহ কহে ফাল্গুন পূর্ণিমা কালি হয় ।
বসিবেন সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ ছয় ॥৪৫৭
শ্রীবিগ্রহ-অভিষেক করিয়া দর্শন ।
আনের কা কথা—মত্ত হবে দেবগন ॥৪৫৮
কহিতে কি জানি—মোর মনে এই হয় ।
হইব দারুণ দুঃখ শ্রীবিগ্রহ ছয় ॥৪৫৯
সঙ্কীর্তন সুখের সমুদ্র উথলিব ।
প্রভুগনসনে সঙ্কীর্তনে বিলসিব ॥৪৬০
কেহ কেহ—শ্রীরাজা সন্তোষ ভাগ্যবান্ ।
কিবা সঙ্কীর্তন স্থলী করিল নির্মান ॥৪৬১
কি চন্দ্রাতপে অঙ্গন আবৃত ।
কত শত কদলীবৃক্ষাদি সুশোভিত ॥৪৬২
কেহ কহে—পুষ্পমালা প্রস্তুতকারনে ।
হৈল বহু লোক যুক্ত চন্দন ঘর্ষনে ॥৪৬৩
কেহ কহে—নানা বাদ্য বাদক, নর্তক ।
বহুদেশ হৈতে আইলা গায়ক ॥৪৬৪
বন্দিগন আদি যত তা অন্ত নাই ।
কি অদ্ভুত লোক কোলাহল ঠাঁই ঠাঁই ॥৪৬৫
কেহ কহে—অহে ভাই ! কহিতে কি আর ।
নিশি পোহাইলে প্রাণ জুড়ায় আমার ॥৪৬৬
প্রাতে গিয়া প্রভুগনে করিব দর্শন ।
তথায় রহিব—ঘরে নাহি প্রয়োজন ॥৪৬৭
কি সুখে থাইতে অদ্য আইলাম ঘরে ।
ঐছে কত কহি দুঃখে আপনা ধিক্কারে ॥৪৬৮
কেহ কহে প্রভু ! এ না দুঃখ ঘুচাইব ।
এ বিষম নিশা অদ্য শীঘ্র পোহাইব ॥৪৬৯
কেহ কহে—বুঝি রাত্রি আছে দণ্ড ছয় ।
নহিলে কি ঐছে বাদ্যে কোলাহল হয় ॥৪৭০
কেহ কহে—দেখ সুপ্রভাত হৈল নিশি ।
সর্বচিত্তাকর্ষে শ্রীফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ॥৪৭১
ঐছে কহি ধায় লোক শ্রীমন্দির যথা ।
পরম অদ্ভুত শোভা দেখে গিয়া তথা ॥৪৭২
নিজ নিজ বাসা হৈতে মহান্তসকল ।
আইসেন শ্রীমন্দিরে প্রেমায় বিহ্বল ॥৪৭৩
জিনিয়া গজেন্দ্র গতি তেজ সূর্যসম ।
প্রতি অঙ্গ পুলকে পূর্ণিত মনোরম ॥৪৭৪
পরিধেয় নবীন বসন সুশোভিত ।
কপালে তিলক বাহু বক্ষ নামাঙ্কিত ॥৪৭৫
মন্দ মন্দ হাসি চতুর্দিক নিরীক্ষয় ।
প্রভুর শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশয় ॥৪৭৬

মনের উল্লাসে সবে বৈসে দিব্যাসনে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী বৈসয়ে সঙ্গোপনে ॥৪৭৭
শ্রীনিবাচার্য নরোত্তম মহাশয়।
দেখি শোভা সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥৪৭৮
প্রভু পরিকর সবে শ্রীনিবাস প্রতি।
অভিষেকাদি ক্রিয়া দিলা অনুমতি ॥৪৭৯
শ্রীনিবাস দীনপ্রায় ভূমে প্রণমিয়া।
করয়ে শ্রীবিগ্রহাভিষেকাদিক ক্রিয়া ॥৪৮০
যে অদ্ভুত পরিপাটি কহিল না হয়।
বসাইলা সিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ ছয় ॥৪৮১
স্বপ্নছলে প্রভু যে যে নাম জানাইল।
বিগ্রহগণের সে সে নাম ব্যক্ত কৈল ॥৪৮২
এ ছয়েক অভিষেক শোভা অতিশয়।
না ধরে ধৈরয যে বারেক নিরীক্ষয় ॥৪৮৪
সর্ব মহান্তের মনে হৈল চমৎকার।
নিবারিতে নারে নেত্রে আনন্দাশ্রুধার ॥৪৮৫
অলক্ষিত দেখি দেব পুষ্পবৃষ্টি করে।
পাইয়া পরমানন্দ আপনা পাসরে ॥৪৮৬
জয় জয় শব্দ কোলাহল অনিবার।
নানা বাদ্যধ্বনি ধৈর্য হরয়ে সবার ॥৪৮৮
বিপ্র বেদ উচ্চারয়ে সুমধুর স্বরে।
ভাটগণ বর্ণে শোভা বিবিধ প্রকারে ॥৪৮৮
নিরুপম শোভাবধি শ্রীবিগ্রহগণ।
সে বেশ রচিতে ধৈর্য করে কে এমন ॥৪৮৯
শ্রীনিবাসাচার্য মহাযত্নে ধৈর্য ধরি।
বিরচি বিচিত্র বেশ দেখে নেত্র ভরি ॥৪৯০
সুগন্ধি চন্দন আর যত পুষ্পমালা।
বস্ত্রপাত্রে লৈয়া প্রভু আগে সমর্পিলা ॥৪৯১
অপূর্ব বিধানে পূজা করি মহাসুখে।
করে আরাত্রিক সবে দেখেন কৌতুকে ॥৪৯২
জয় জয় ধ্বনি বাদ্য হৈল কোলাহল।
শুনিতে সে শব্দ দূরে যায় অমঙ্গল ॥৪৯৩
আরাত্রিক সমাধায় মহান্তসকলে।
পরম আনন্দে প্রণময়ে মহীতলে ॥৪৯৪
নরোত্তম সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈয়া।
প্রনময়ে শ্রীপ্রভুর নাম লৈয়া ॥৪৯৫

তথাহি তৎকৃত পদ্যং

গৌরাঙ্গ! বল্লবীকান্ত! শ্রীকৃষ্ণ! ব্রজমোহন।
রাধারমন! হে রাধে রাধাকান্ত! নমোহস্তুতে ॥৪৯৬

কত শত লোক প্রবেশিয়া শ্রীঅঙ্গনে।
প্রণমে বিহ্বল হৈয়া আরতি দর্শনে ॥৪৯৭
শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণাতিপরিসর নহে।
তথাপি অসংখ্য লোক এক ভিতে রহে ॥৪৯৮
প্রভু ইচ্ছা—অঙ্গন প্রভাব ঐছে হয়।
অন্তে কি জানিব—এ দুর্লক্ষ্য অতিশয় ॥৪৯৯
এ প্রসঙ্গ শুনিতে বিস্ময় হয় আনে।
আরতি সময় যে দেখিল সেই জানে ॥৫০০
আহা মরি অপূর্ব আরতি সমাধিয়া।
ভোগ সমর্পিতে আচার্যের হর্ষ হিয়া ॥৫০১
পৃথক পৃথক পাত্রে সুচারু বন্ধানে।
বিবিধ সামগ্রী ভোগ দিলা সঙ্গোপনে ॥৫০২
ভক্ষণাবসর জানি দিয়া আচমন।
যত্ন করি করাইলা তাম্বুল ভক্ষণ ॥৫০৩
সুগন্ধ চন্দনসহ পুষ্পমালা দিল।
সচারু চামর বায়ে অতি স্নিগ্ধ কৈল ॥৫০৪
শ্রীমন্দির দ্বার আবরণ ঘুচাইতে।
প্রভু অঙ্গ সৌগন্ধি ব্যাপিল চারি ভিতে ॥৫০৫
শ্রীপ্রভুগণের প্রতি অঙ্গের ছটায়।
হরিল সবার ধৈর্য উপমা কি তায় ॥৫০৬

শ্রীনিবাসাচার্য অতি অধৈর্য হইয়া ।
ভূমে পড়ি প্রণময়ে অঙ্গনে আসিয়া ॥৫০৭
আপনা মানয়ে হীন অপরাধ ভয়ে ।
করয়ে যে দৈন্য তাহা কহিল না হয়ে ॥৫০৮
প্রভুপরিকরে প্রণমিতে বার বার ।
সবে আলিঙ্গয়ে. নেত্রে আনন্দাশ্রুধার ॥ ৫০৯
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী চরণে প্রণময় ।
তেঁহ অতিশয় অনুগ্রহ প্রকাশয় ॥ ৫১০
পরম আনন্দে কহে মধুর বচন ।
—সবে দেহ পুষ্পমালা প্রসাদি চন্দন ॥ ৫১১
শুনি শ্রীনিবাস হর্ষে ঈশ্বরী সম্মুখে
শ্রীমালা চন্দন নিল অনেক পাত্রেতে ॥৫১২
পৃথক্ পৃথক্ পাত্রে শ্রীমালা চন্দন ।
প্রভুপরিকর আগে করিলা অর্পণ ॥ ৫১৩
দেখি সে অপূর্ব সবে হৈয়া উল্লসিত ।
হইলেন শ্রীমালা চন্দনে বিভূষিত ॥ ৫১৪
কিবা মালা চন্দনের শোভা চমৎকার ।
দেখিতে না হয় নেত্রে নিমিষ সঞ্চার ॥৫১৫
দেবেও মনুষ্যরূপ ধরি সেই খানে ।
শ্রীমালা চন্দন পরে, অন্যে নাহি জানে ৫১৬
মালা চন্দনেতে যুক্ত হৈলা শিষ্ট লোক ।
যে মালা চন্দন স্পর্শে নাশে দুঃখশোক ॥ ৫১৭
পাইল অসংখ্য লোক শ্রীমালা-চন্দন ।
এ কৌতুক দেখে মহাভাগ্যবন্তগণ ॥ ৫১৮
শ্রীঈশ্বরী নৃসিংহচৈতন্যে নিদেশিল ।
তেঁহ শ্রীনিবাসাদি সবারে পরাইল ॥৫১৯
শ্রীঈশ্বরী কৈল মালা-চন্দন-গ্রহণ ।
হইল সবার অতি উল্লসিত মন ॥৫২০
শ্রীমালা-চন্দন-স্পর্শে জাহ্নবা ঈশ্বরী ।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥৫২১

নরোত্তম পানে কৃপাদৃষ্ট্যে নিরখিয়া ।
না জানি কি শক্তি সঞ্চারিলা হৃষ্ট হৈয়া ॥৫২২
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত তনয় ।
নরোত্তমে অতি অনুগ্রহ বিস্তারয় ॥ ৫২৩
সকল মহান্ত প্রিয় নরোত্তম প্রতি ।
সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভে দিলেন অনুমতি ॥ ৫২৪
নরোত্তম সবে প্রণময়ে মহীতলে ।
সঙ্কীর্তনারম্ভে হিয়া আনন্দে উথলে ॥ ৫২৫
দীন প্রায় দাঁড়াইয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে ।
কৃপাদৃষ্ট্যে চাহে নিজ পরিকর পানে ॥ ৫২৬
শ্রীনরোত্তমের প্রিয় পরিকরগণ ।
সকলেই গীত নৃত্য বাদ্যে বিচক্ষণ ॥ ৫২৭
প্রথমেই দেবীদাস মর্দ্দল বামেতে ।
করে হস্তাঘাত —প্রেমময় শব্দ তাতে ॥৫২৮
অমৃত অক্ষর প্রায় বাদ্য সঞ্চারয়ে ।
শ্রীবল্লভদাসাদি সহিত বিস্তারয়ে ॥৫২৯
শ্রীগৌরাঙ্গদাসাদিক মনের উল্লাসে ।
বায় কাংস্য তালাদি —প্রভেদ পরকাশে ॥৫৩০
অনিবদ্ধ নিবদ্ধ—গীতের ভেদদ্বয় ।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয় ॥৫৩১
অনিবদ্ধ গীত বর্ণাস্থান স্বরালাপ ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ ॥৫৩২
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্য তার স্বরে ।
আলাপ শুনিতে কেবা না ধৈর্য্য ধরে ॥৫৩৩
গায়ক বাদক যৈছে করে অভিনয় ।
যৈছে সে সবার শোভা কহিল না যায় ॥৫৩৪
নরোত্তম বেষ্টিত এসব পরিকরে ।
তারাগন মধ্যে যেন চন্দ্র শোভা করে ॥৫৩৫
সর্বাঙ্গসুন্দর মাধুর্যের নাই সীমা ।
সঙ্কীর্তন আবেশে কি মধুর ভঙ্গিমা ॥৫৩৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দাদ্বৈতচন্দ্রে ।
গণসহ চিন্তয়ে মানসে মহানন্দে ॥৫৩৭
বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপে অদ্ভুত রাগ প্রকট কারণে ॥৫৩৮
রাগিনী সহিত রাগ মুর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতিস্বর গ্রাম মুর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা ॥৫৩৯
সুমধুর কণ্ঠধ্বনি ভেদয়ে গগন।
পরম মাদক—সুধা নহে তার সম ॥৫৪০
তাল, পাঠাক্ষর চারু ছান্দে উচ্চারয়।
বাদকগানের যাতে মোদবৃদ্ধি হয় ॥৫৪১
ক্রমে ক্রমে গীত বাদ্য বৃদ্ধি হয় যৈছে।
শ্রীপ্রভুগণের প্রেমানন্দ বাঢ়ে তৈছে ॥৫৪২
খণ্ডবাসী শ্রীরঘুনন্দন প্রেমময়।
সঙ্কীর্তন-সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ॥৫৪৩
শ্রীপ্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল।
তাহে স্পর্শাইলা চন্দন' পুষ্পমাল ॥৫৪৪
গণসহ নরোত্তমে করি আলিঙ্গন।
নিজ হস্তে পরাইলা শ্রীমালা-চন্দন ॥৫৪৫
নরোত্তম গণসহ তাঁরে প্রণময় ।
নিবদ্ধ গীতের পরিপাটী প্রচারয় ॥৫৪৬
শ্রীরাধিকা-ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ ॥৫৪৭
আকর্ষন-মন্ত্র কি উপমা তাঁর দিতে ?
হইলা বিহ্বল তাহা প্রথমে গাইতে ॥৫৪৮
তদুপরি শ্রীরাধিকা কৃষ্ণের বিলাস।
গাইবেন—মনে এই কৈল অভিলাষ ॥৫৪৯
গৌরগুন গীতারম্ভে অধৈর্য সকলে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ভাসয়ে প্রেমজলে ॥৫৫০
শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু অদ্বৈত তনয়।
না জানে কি হৈল চিত্তে আনন্দ উদয় ॥৫৫১

শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি মহান্ত সকল
ধরিতে নারয় অঙ্গ করে টলমল ॥৫৫২
সবে একদৃষ্ট্যে নরোত্তমে নিরীক্ষয়
কেহ কেহ শ্রীনরোত্তমের কথা কয় ৫৫৩
কেহ কহে কি অদ্ভুত গীতাদি প্রকাশে ॥৫৫৫
আহা মরি ! ইথে বা না কর দুঃখ নাশে ॥৫৫৪
কেহ কহে—ঐছে গীত বাদ্যাদি না হয়।
না জানিয়ে নরোত্তম কৈছে প্রকাশয় ॥৫৫৫
কেহ কহে—মহাপ্রভু স্বরূপের স্থানে।
শুনিতেন উচ্চ গীত মহাহর্ষ মনে ॥৫৫৬
গীত প্রথা রক্ষা ক্ষোভ নিবৃত্ত নিমিত্তে।
প্রচারিতে সম্যক্ বিচার কৈল চিত্তে ॥৫৫৭
সে সময়ে তাহা প্রেম সম্পুটে রাখিল।
নরোত্তম দ্বারে প্রভু এবে উঘাড়িল ॥৫৫৮
কেহ কহে—হৈল ব্যক্ত প্রভু অদর্শনে ।
হইব প্রভুর ক্ষোভ নিবৃত্ত কেমনে ॥৫৫৯
কেহ কহে—গীত প্রিয় প্রভু ইচ্ছাময়।
বুঝি অদ্য সাক্ষাদ্ রূপে বিলসয় ॥৫৬০
এ অপূর্ব গীত করিলেন আস্বাদন।
মনে এই হয়—মুই কৈলু নিবেদন ॥৫৬১
কেহ কহে—ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই ।
গণসহ প্রভুকে দেখিব এই ঠাঁই ॥৫৬২
ঐছে কত কহে —কারু স্থির নহে মন।
গীতামৃত পানে মহামগ্ন সর্বজন ॥৫৬৩
গীত প্রভেদাদি যৈছে কে বর্ণিতে পারে ?
গন্ধর্ব কিন্নর ইথে আপনা ধিক্কারে ॥৫৬৪
পুষ্পবৃষ্টি গগনে করয়ে দেবগন।
মনুষ্যে মিশাই সাধে নিজ প্রয়োজন ॥৫৬৫
নারদাদি ঋষিগন অলক্ষ্য রূপেতে।
মগ্ন হৈলা সঙ্কীর্তনানন্দ-সমুদ্রেতে ॥৫৬৬

শিব ব্রহ্মাদিক গানে মগ্ন অতিশয় ।
অন্তরে অভিলাষ যত কহিল না হয় ॥৫৬৭
তথা তথা পশু, পক্ষী সর্পাদি সকল ।
ইহলোক গানানন্দে পরম বিহ্বল ॥৫৬৮
সঙ্কীর্তন সমুদ্র উথলে তিলে তিলে ।
চতুর্দিকে ভাসে লোক নয়নের জলে ॥৫৬৯
সকলেই আত্মবিস্মরিত অতিশয় ।
উন্মত্তের প্রায় চতুর্দিকে নিরীক্ষয় ॥৫৭০
কহিতে কি সঙ্কীর্তন সুখের ঘটায় ।
গণসহ অধৈর্য হইলা গোরারায় ॥৫৭১
মেঘেতে উদয় বিদ্যুতের পুঞ্জ যৈছে ।
সঙ্কীর্তন মেঘে প্রভু প্রকটয় তৈছে ॥৫৭২
কি অদ্ভুত প্রকট প্রকাব সুশোভিত ।
নিত্যানন্দাদ্বৈত গণসহ সুবেষ্টিত ॥৫৭৩
যার হৈলা সঙ্কীর্তন স্থলের ভূষন ।
প্রভুগন মাধুর্য ব্যাপিল ত্রিভুবন ৫৭৪
প্রকটাপ্রকট একত্র চমৎকার ।
সবে জানে প্রভুর এ প্রকটবিহার ॥৫৭৫
প্রভুর এলীলা ব্রহ্মাদির গম্য নয় ।
গণসহ প্রভু সঙ্কীর্তনে বিলসয় ॥৫৭৬
পরম বিচিত্র বেশ বিচিত্র ভঙ্গিমা ।
শোভায় ভুবন ভুলে দিতে কি উপমা ॥ ৫৭৭
মণ্ডলীবন্ধানে চারু নৃত্য আরম্ভিতে ।
গীত বাদ্য বৃদ্ধি যৈছে কে পারে বর্ণিতে ॥৫৭৮
নাচে গৌরচন্দ্র—কি অদ্ভুত গান সৃষ্টি ।
ভুবন মাতায় প্রেমে করে প্রেমবৃষ্টি ॥৫৭৯
মন্দ মন্দ হাসি চাহে নরোত্তম পানে ।
প্রভু নিত্যানন্দ সে প্রভুর ভঙ্গি জানে ॥৫৮০
নাচে নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কুমার ।
পদভরে ধরণী কম্পায়ে অনিবার ॥৫৮১

অদ্বৈত আচার্য নাচে উল্লাস হিয়ায় ।
করয়ে গর্জন মহামত্ত সিংহপ্রায় ॥৫৮২
নাচয়ে পণ্ডিত গদাধর ধৈর্য নাশে ।
গৌরচন্দ্র-সমীপে লইয়া শ্রীনিবাসে ॥৫৮৩
শ্রীবাস পণ্ডিত নাচে হইয়া বিহ্বল ।
মুরারী গুপ্তের নৃত্যে নাশে অমঙ্গল ॥৫৮৪
নাচে বক্রেশ্বর—সে উপমা নাই দিতে ।
হৈল অভিলাষ পূর্ণ এ গীত বাদ্যেতে ॥৫৮৫
হরিদাস ঠাকুরের নৃত্য কি মধুর
স্বরূপ গোসাঞীর নৃত্যে তাপ যায় দূর ॥৫৮৬
দাস গদাধরের নর্তন মনোহর ।
নাচে রায় রামানন্দ রসের সাগর ॥৫৮৭
বাসুদেব সার্বভৌম বিদ্যাবাচস্পতি ।
দেখি এ দোঁহার নৃত্য কেবা ধরে ধৃতি ॥৫৮৮
নাচয়ে অচ্যুতানন্দ অদ্বৈত তনয় ।
নিরন্তর নয়নে আনন্দধারা বয় ॥ ৫৮৯
মুকুন্দ, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন ।
নাচে যে ভঙ্গিতে তাহা না হয় বর্ণন ॥ ৫৯০
গৌরীদাস পণ্ডিতের কিবা নৃত্যাবেশ ।
শ্রীপতি শ্রীনিধি নাচে আনন্দ অশেষ ॥ ৫৯১
গোবিন্দ, মাধব বাসুঘোষের নর্তনে ।
কে আছে এমন ধৈর্য ধরিবেক মনে ॥ ৫৯২
নাচয়ে মুকুন্দ, শ্রীআচার্য পুরন্দর ।
বাসুদেব দত্ত, ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥ ৫৯৩
শ্রীমান্ পণ্ডিত, যদু আচার্য নন্দন ।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত নাচে, শ্রীমধুসূদন ॥ ৫৯৪
শ্রীনাথ, মহেশ নাচে, শ্রীধর শঙ্কর ।
জগদীশ, শ্রীযদুনন্দন, কাশীশ্বর ॥ ৫৯৫
শ্রীরঘুনাথভট্ট নাচে, রূপ সনাতন ।
যে নৃত্য দর্শনমাত্রে জুড়ায় নয়ন ॥ ৫৯৬

নাচে শ্রীনকুল ব্রহ্মচারী, ধনঞ্জয় ।
বিপ্র বাণীনাথ, শিখী, কানাই, বিজয় ॥ ৫৯৭
নাচে সূর্যদাস, শ্রীনৃসিংহ নানা ছান্দে ।
হৃদয়চৈতন্য নাচে লৈয়া শ্যামানন্দে ॥ ৫৯৮
শ্রীনিবাস শ্রীনরোত্তমের প্রিয়গণ ।
নাচয়ে অসংখ্য লোক কে করু গণন ॥ ৫৯৯
দেবতা গন্ধর্ব আদি মিশাই মানুষে ।
নাচয়ে কত না সাধে, মনের উল্লাসে ॥ ৬০০
চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের নাই অন্ত ।
নাচে মহারঙ্গে সে সকল ভাগ্যবন্ত ॥৬০১
হৈল নৃত্যাবেশ কি অদ্ভুত নৃত্যস্থলে ।
সবার হৃদয়ে মহা-আনন্দ উথলে ॥ ৬০২
নৃত্য-গীত বাদ্যে হয় যে কাল ব্যতীত।
সে কাল অলক্ষ্য—সবে সামান্য প্রতীত ॥ ৬০৩
আহা মরি ! কিবা গীত বাদ্য মনোহর ।
কিবা নৃত্য নূতন ব্রহ্মাদি অগোচর ॥ ৬০৪
কিবানন্দে বিহ্বল অদ্বৈত নিত্যানন্দ ।
কিবা ভক্তমণ্ডলী মধ্যেতে গৌরচন্দ্র ॥ ৬০৫
প্রকাশিলা প্রভু কিবা অদ্ভুত করুণা ।
কিবা এ বিলাস ! ইহা বুঝে কুন জনা ॥ ৬০৬
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কিবা অনুগ্রহ ।
হুঁহু অভিলাষ পূর্ণ কৈলা গণসহ ॥ ৬০৭
কিবা গণসহ নরোত্তম শ্রীনিবাসে ।
আলিঙ্গন করি কহয়ে কি মৃদুভাষে ॥ ৬০৮
কহিতে কি ?—ভক্তবৎসল গৌরারায় ।
অদর্শন হৈতে ধৈর্য না ধরে হিয়ায় ॥ ৬০৯
গণসহ সঙ্কীর্ত্তনে প্রকটিলা যৈছে ।
অকস্মাৎ প্রভু অদর্শন হৈলা তৈছে ॥ ৬১০
অপ্রকট গণসহ অদর্শন হৈলে ।
রহিলা প্রকটগণ সঙ্কীর্তন-স্থলে ॥ ৬১১
প্রভু অন্তর্ধানমাত্রে প্রাপ্ত বাহ্যজ্ঞান ।
সে আবেশ সবার হইল অন্তর্ধান ॥ ৬১২
উঠিল ক্রন্দনরোল সঙ্কীর্ত স্থলে ।
সবে মহা-ব্যাকুল ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ৬১৩
কেহ কহে—কোথা গেল প্রভু গৌরচন্দ্র ?
কেহ কহে—কোথা শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ ?৬১৪
কেহ কহে—কোথা শ্রীপণ্ডিত গদাধর ।
কেহ কহে—কোথা হরিদাস বক্রেশ্বর ?৬১৫
কেহ কহে—কোথা গেলা শ্রীবাস মুরারি ?
কেহ কহে—কোথা শ্রীমুকুন্দ নরহরি ? ৬১৬
কেহ কহে—কোথা গৌরীদাস গদাধর ?
কেহ কহে—কোথা শ্রীস্বরূপ দামোদর ? ৬১৭
কেহ কহে—গণসহ প্রভু দেখা দিয়া ।
কোথা গেলা—বলি কান্দে ভূমে লোটাইয়া ॥৬১৮
চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের আর্ত্তধ্বনি ।
সে সবার নেত্রজলে কর্দম ধরণী ॥ ৬১৯
হাস্য হেতু আইলা যত পাষণ্ডীর গণ ।
সে সবেও কান্দে ধৈর্য না যায় ধারণ ॥৬২০
করয়ে বিলাপ সবে উর্ধ্ববাহু করি ।
মো সবারে রক্ষা কর প্রভু গৌরহরি ॥ ৬২১
পুনঃ পুনঃ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে ।
—অপরাধ নহে যেন বৈষ্ণবের স্থানে ॥ ৬২২
সঙ্কীর্ত্তন সুধা পান করি নিরন্তর ।
ঐছে কত কহি হয় ধুলায় ধুসর ॥ ৬২৩
ক হিতে কি জানি ? —কারু ধৈর্যমাত্র নাই ।
ভক্তচেষ্টা উপমা দিবার নাই ঠাঁই ॥ ৬২৪
শ্রীপতি শ্রীনিধি আদি প্রিয়ভক্তগণ ।
পরস্পর কহে—একি দেখিলু স্বপন ॥ ৬২৫
কেহ কহে—ভ্রম বা জন্মিল মো সবার ।
কেহ কহে—প্রভু ইচ্ছা নারে বুঝিবার ৬২৬

ঐছে কত কহি কিছু ধৈর্য্যাবলম্বিলা।
শ্রীনিবাস নরোত্তম সবে স্থির কৈলা ॥৬২৭
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী কহয়ে মৃদুভাষে।
পূর্ণ অনুগ্রহ নরোত্তম শ্রীনিবাসে ॥৬২৮
যে আজ্ঞা করিল প্রভু তাহা সত্য হইল।
গণসহ এ হেন কীর্তনে নৃত্য কৈল ॥৬২৯
আচণ্ডাল প্রভৃতি মাতিল প্রভুগণে।
খণ্ডিল সবার তাপ প্রেম বরিষণে ॥৬৩০
প্রভুর এ লীলা অলৌকিক প্রেমময়।
ঐছে কত কহিতে হইল সূর্য্যোদয় ॥৬৩১
সর্ব্ব মহান্তের মোদ ব্যাপিল হৃদয়ে।
হৈল পূর্বপ্রায় চেষ্টা প্রভুর ইচ্ছায়ে ॥৬৩২
দেখি সে সবার রীত জাহ্নবা ঈশ্বরী।
শ্রীনিবাসাচার্য প্রতি কহে ধীরি ধীরি ॥৬৩৩
ফাগু খেলা আরম্ভের করহ আয়োজন।
শুনি ফাগু আদি আনাইলা সেইক্ষণ ॥৬৩৪
পৃথক পৃথক বহু পাত্রে সুশোভয়।
দেখি সে ঈশ্বরী অতি প্রসন্ন হৃদয় ॥৬৩৫
শ্রীনিবাস নরোত্তম ঈশ্বরী আদেশে।
প্রণমি মহান্তগনে কহে মৃদুভাষে ॥৬৩৬
ফাগু খেলাইতে ইচ্ছা করুন এখন।
শুনি হর্ষে অনুমতি দিলা সর্ব্বজন ॥৬৩৭
শ্রীনিবাস পৃথক পৃথক পাত্র লৈয়া।
সবা আগে ফাগু আদি দিলা হর্ষ হৈয়া ॥৬৩৮
পুষ্পের পরাগ ফাগু আদি যত্নমতে
দিলেন পৃথক পাত্রে ঈশ্বরী আগেতে ॥৬৩৯
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী মন্দিরে প্রবেশিয়া।
প্রেমানন্দে মগ্ন প্রভু অঙ্গে ফাগু দিয়া ॥৬৪০
মন্দির হইতে আসি বসি নিজাসনে।
দেখে—যৈছে ফাগু ক্রীড়া করে প্রভুগনে ॥৬৪১
শ্রীঅচ্যুতানন্দ শ্রীগোপাল প্রেমময়।
শ্রীপতি শ্রীনিধি যহু গুণের আলয় ॥৬৪২
শ্রীরঘুনন্দন আদি প্রভু প্রিয়গণ।
ফাগু খেলারম্ভে প্রেমাবিষ্ট সর্বজন ॥৬৪৩
কেহ মহারঙ্গে গোরা অঙ্গে ফাগু দিয়া।
ফিরাতে নারে আঁখি মুখ নিরখিয়া ॥৬৪৪
কেহ চারু চরিত্র বর্ণিয়া পদ্যছন্দে।
শ্রীবল্লবীকান্তে ফাগু দেন মহানন্দে ॥৬৪৫
কেহ কহে শ্রীব্রজমোহনে ফাগু দিতে।
উথলে আনন্দসিন্ধু নারে স্থির হৈতে ॥৬৪৬
কেহ শ্রীরাধিকাসহ কৃষ্ণে ফাগু দিয়া।
দেখয়ে সে শোভা নানাভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥৬৪৭
কেহ কেহ প্রকাশি কৌতুক অতিশয়।
শ্রীরাধাকান্তের অঙ্গে ফাগু সমর্পয় ।৬৪৮
কেহ কেহ ফাগু দিয়া শ্রীরাধারমণে।
মন্দ মন্দ হাসে উল্লসিত মনে।৬৪৯
ফাগু খেলাইতে যে অদ্ভুত ভাবাবেশ।
একমুখে বর্ণিতে না পারি তার লেশ ।৬৫০
কিবা পরস্পর ফাগু-খেলায় বিহ্বল।
কিবা ফাগুময় অঙ্গ করে ঝলমল ॥ ৬৫১
কিবা ফাগুক্রীড়া গীত গায়েন প্রচুর।
নানা বাদ্য বায়—কিবা শব্দ সুমধুর ॥ ৬৫২
কহিতে কি জানি সে অদ্ভুত সব রীত।
গীতবাদ্য শ্রবণে ব্রহ্মাদি বিমোহিত ॥ ৬৫৩
শ্রীনিবাসাচার্য, নরোত্তম, শ্যামানন্দ।
গণসহ বিহ্বল পাইয়া মহানন্দ ॥ ৬৫৪
দেখি সে অদ্ভুত শোভা মধুর ভঙ্গিতে।
ফাগুতে ভূষিত তনু উপমা কি দিতে ॥ ৬৫৫
ফাগুময় হইল গগন মহীতল।
চতুর্দিকে অসংখ্য লোকের কোলাহল ॥ ৬৫৬

প্রভুর ইচ্ছায় সে অদ্ভুত ফাগুখেলা।
অলক্ষিত দেবতা মনুষ্যে এক মেলা ॥ ৬৫৭
ফাগুখেলা সুখে মগ্ন হইয়া সকলে।
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈলা সন্ধ্যাকালে ॥ ৬৫৮
সবে সন্ধ্যা আরত্রিক করিয়া দর্শন।
করিলেন শ্রীনামকীর্তন কতক্ষণ ॥ ৬৫৯
প্রভুপ্রিয়গণ মহা-গুণের সাগর।
বৈসে প্রভু প্রাঙ্গণে—সে শোভা মনোহর ॥ ৬৬০
গৌরাঙ্গের জন্ম অভিষেক করিবারে।
অনুমতি সকলে দিলেন আচার্যেরে ॥ ৬৬১
শ্রীনিবাসাচার্য সবে ভূমে প্রণমিয়া।
প্রবেশে মন্দিরে মহা আনন্দিত হৈয়া ॥ ৬৬২
পূজারী সকল মহা উল্লসিত মনে।
অভিষেক দ্রব্য সজ্জ কৈল সেই ক্ষণে ॥ ৬৬৩
বিবিধ ঔষধি দ্রব্য অনেক প্রকার।
আচার্যের আগে দিলা সকল সম্ভার ॥ ৬৬৪
আচার্য ঠাকুর গৌরাঙ্গেরে যত্ন করি।
বসাইলা পূর্ববেশ সিংহাসনোপরি ॥ ৬৬৫
শুক্ল বাস পরাইয়া পরম যতনে।
বসাইলা গৌরচন্দ্রে অন্য সিংহাসনে ॥ ৬৬৬
কৃষ্ণজন্ম তিথির বিধান যৈছে হয়।
তৈছে গৌরচন্দ্র জন্মাভিষেক করয় ॥ ৬৬৭
গৌরকৃষ্ণ এক—ইথে ভেদবুদ্ধি যার।
যম যন্ত্রণায় তার না হয় নিস্তার ॥ ৬৬৮
আহা মরি! কি অপূর্ব অভিষেক রঙ্গ।
দেখে সবে উল্লাস—ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ ৬৬৯
বিপ্র বেদধ্বনি করে সমধুর ছন্দে।
ভাটগণ বর্ণে প্রভুচরিত্র আনন্দে ॥ ৬৭০
নানাদেশী গায়ক গায়েন নানা গীত।
নদীয়াবিহার—যাতে ব্রহ্মাদি মোহিত ॥ ৬৭১

চতুর্দিক নানা বাদ্য বায়েন বাদক।
নানা দেশ-রীতে নাচে যতেক নর্তক ॥ ৬৭২
কহিতে কি জানি সুখসিন্ধু উথলয়ে।
যে জানে যে বিদ্যা তা কৌতুকে প্রকাশয়ে ॥ ৬৭৩
গৌরাঙ্গের জন্ম অভিষেকের বিধান।
নেত্র ভরি দেখে যত লোক ভাগ্যবান্ ॥ ৬৭৪
কেহ কহে—ধন্য ফাল্গুন-পূর্ণিমাসী।
এ তিথি সেবিলে মিলে নদীয়ার শশী ॥ ৬৭৫
কেহ কহে ফাল্গুন পূর্ণিমা ঐছে হয়।
পূর্ণিমা রজনী কি অদ্ভুত শোভাময় ॥ ৬৭৬
দেখে—চন্দ্রকিরণে সর্বত্র সুনির্মল।
না বুঝিয়ে—এথা কেনে অধিক উজ্জ্বল ॥ ৬৭৭
কেহ কেহ—প্রভু জন্মাভিষেক দর্শনে।
আসি অলক্ষিত চন্দ্র আছেন এখানে ॥ ৬৭৮
কেহ কেহ যে কহিলে এহো সত্য হয়।
এথা প্রভু ভক্তচন্দ্রগণের উদয় ॥ ৬৭৯
ঐছে কত কহি লোক মগ্ন ভক্তিরসে।
প্রভুপরিকর শোভা দেখি সুখে ভাসে ॥
কি অদ্ভুত প্রভু পরিকরের চরিত।
গায়েন প্রভুর জন্ম অভিষেক গীত।
হইল প্রভুর অভিষেক সমাধান।
ক্রমে গান বাড়ে নহে গানের বিরাম। ৬৮২
গানানন্দে নিমগ্ন হইলা অতিশয়।
পোহাইল নিশি কৈছে কিছু না জানয় ॥ ৬৮৩
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈয়া সর্বজন।
—মঙ্গল আরাত্রিক করিলা দর্শন ॥ ৬৮৪
প্রভুগানে প্রণমিয়া মহানন্দ মনে।
প্রাতঃক্রিয়া কৈল গিয়া নিজ নিজ স্থানে ॥ ৬৮৫
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া।
প্রাতঃকালে কৈল স্নানাহ্নিক ক্রিয়া ॥ ৬৮৬

পরম উৎসাহে কৈলা অপূর্ব রন্ধন ।
অন্ন-ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন ॥৬৮৭
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে ।
ভোগ সমর্পন কৈলা অপূর্ব্ব বিধানে ॥
সময় জানিয়া যত্নে ভোগ সরাইলা ।
দেখি প্রভুগনের কৌতুক হর্ষ হৈলা ॥৬৮৯
শ্রীনিবাসাচার্য সর্ব মহান্তগণেরে
নিবেদিলা আরতি দর্শন করিবারে ॥৬৯০
সকল মহান্ত মহা উল্লসিত মনে ।
আইসেন একযোগে প্রভুর প্রাঙ্গনে ॥৬৯১
কি অপূর্ব্ব ভঙ্গি । ভালে তিলক সুন্দর ।
শ্রীনাম অঙ্কিত বাহু বক্ষ মনোহর ॥৬৯২
পরিধেয় নবীন বসন শোভা করে ।
দেখিতে মহান্তগন কেবা ধৈর্য ধরে ॥৬৯৩
প্রভুর প্রাঙ্গনে সবে করিয়া গমন ।
প্রভু আরাত্রিক দেখি জুড়ায় নয়ন ॥৬৯৪
আরাত্রিক সমাধিয়া পূজারী যতনে ।
প্রসাদী তুলসীমালা দিলা সর্বজনে ॥৬৯৫
মন্দিরে প্রভু পরিচর্যা সমাধিল ।
প্রভুগনে অপূর্ব্ব শয্যায় শোয়াইল ॥৬৯৬
চামর ব্যজন আদি করি হর্ষ হৈলা ।
মন্দির-বাহিরে আসি দ্বার বন্ধ কৈলা ॥৬৯৭
ভূমে পড়ি প্রভু পরিকরে প্রণময়ে ।
সকল মহান্ত অনুগ্রহে প্রশংসয়ে ॥৬৯৮
শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে বার বার ।
প্রভু পরিচর্যা পরিপাটী চমৎকার ॥৬৯৯
এত কহিতেই কত উপজয়ে চিতে ।
কেবা না আনন্দে ভাসে সে চেষ্টা দেখিতে ॥৭০০
এথা শ্রীঈশ্বরী শ্রীমাধবে নির্দেশিল ।
তেঁহ সবে প্রসাদ ভুঞ্জিতে নিবেদিল ॥৭০১

মাধবাচার্যের শুনি মধুর বচন ।
শ্রীঅচ্যুত শ্রীপতি আদির হৃষ্ট মন ॥৭০২
অপূর্ব বন্ধানে স্বচ্ছ স্থলে সবে বৈসে ।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আনন্দে পরিবেশে ॥৭০৩
অন্ন ব্যঞ্জনাদি স্বাদু অমৃত জিনিয়া ।
ভুঞ্জয়ে প্রশংসি প্রেমানন্দাবিষ্ট হৈয়া ॥৭০৪
স্বাদে স্বাদে সবে ভুঞ্জিলেন অতিশয় ।
ভক্ষণ সময় শোভা কহিল না হয় ॥৭০৫
পরম কৌতুকে সবে করি আচমন ।
করিলেন নিজ নিজ বাসায় গমন ॥৭০৬
শ্রীনিবাস আদি আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল ।
ভুঞ্জিলেন শ্রীঈশ্বরী যত্নে ভুঞ্জাইল ॥৭০৭
মনের উল্লাসে শেষে জাহ্নবা ঈশ্বরী ।
ভুঞ্জিলেন শ্রীমহাপ্রসাদ যত্ন করি ॥৭০৮
হইল সবার মহা আনন্দ হৃদয় ।
স্থানে স্থানে ভোজন কৌতুক অতিশয় ॥৭০৯
ভুঞ্জয়ে যতেক লোক সংখ্যা নাই তার ।
খেতরী গ্রামে ভোজন আনন্দ পাথার ॥৭১০
প্রভু পরিকরগন দেখি এ কৌতুক ।
তিলে তিলে সবার বাড়য়ে মহাসুখ ॥৭১১
প্রতিপদ দিবানিশি ঐছে গোঙাইল ।
দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিবেন স্থির কৈল ॥৭১২
দ্বিতীয় দিবস শ্রীনিবাস হৃষ্টমনে ।
নিবেদয়ে প্রভু প্রিয় পরিকরগণে ॥৭১৩
—প্রভু নিজ নিজ বাসাঘরে শীঘ্রকরি ।
হবে পাক ক্রিয়াদি দেখিব নেত্র ভরি ॥৭১৪
সন্তোষ দত্তের মনে অভিলাষ যাহা ।
অনুগ্রহ করি পূর্ণ করিবেন তাহা ॥৭১৫
শ্রীনিবাস চেষ্টা দেখি সবে হৃষ্ট হৈয়া ।
বিবিধ প্রকারে করাইল পাক ক্রিয়া ॥৭১৬

কৃষ্ণে ভোগ দিয়া সবে প্রসাদ ভুঞ্জিল।
শ্রীনিবাসাদিক সে কৌতুক নিরখিল ॥৭১৭
সন্তোষ দত্তের ভাগ্য না হয় বর্ণন।
যে যে দ্রব্য দিলা সবে করিলা গ্রহন ॥৭১৮
নানাদেশী সহস্র সহস্র বিপ্রগনে।
করিলা সম্মান নানা বাক্য দ্রব্য দানে ॥৭১৯
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি লোকগনে।
সন্তোষিলা সন্তোষ বিবিধ দ্রব দানে ॥৭২০
সকল মহান্ত দেখি সন্তোষের রীত।
স্নেহাবেশে অনুগ্রহ কৈলা যথোচিত ॥৭২১
কহিল এ প্রসঙ্গাতিশয় সংক্ষেপেতে।
বিস্তারিব ইহা নরোত্তম বিলাসেতে ॥৭২২
মহা মহোৎসব অন্তে প্রভু প্রিয়গণ।
নিজ নিজ দেশে করিবেন আগমন ॥৭২৩
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী যাবেন বৃন্দাবনে।
বিদায় হইতে তেঁহো গেলা তার স্থানে ॥৭২৪
বিদায় সময়ে যে কহয়ে পরস্পরে।
সে সব শুনিতে দারু পাষাণ বিদরে ॥৭২৫
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী অধৈর্য্য অতিশয়।
নিবারিতে নারে—দুই নেত্রে ধারা বয় ॥৭২৬
প্রভু প্রিয়গণ মহা ব্যাকুল হিয়ায়।
নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া হইল বিদায় ॥৭২৭
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে।
নেত্র ভরি নিরখিয়া প্রণামে প্রাঙ্গণে ॥
বিদায় হইয়া চলে খেতুরী হইতে।
খেতরী গ্রামের লোক ধায় চারিভিতে ॥৭২৯
পরস্পর কহে কত করিয়া ক্রন্দন।
দেখী সে সবারে স্থির নহে কুন জন ॥৭৩০
শ্রীনিবাসাচার্য্য ধৈর্য্য ধরিতে না পারে।
নরোত্তম রামচন্দ্র স্থির হৈতে নারে ॥৭৩১
শ্যামাকাদির চিত্তে খেদ অতিশয়।
গণসহ সন্তোষের ব্যাকুল হৃদয় ॥৭৩২
কহিতে কি—শ্রীমহান্তগণের গমনে।
ব্যাপিল দারুণ দুঃখ পশু পক্ষিগনে ॥৭৩৩
পদ্মাবতীর তীরে মহা লোকভীড় হৈল।
শ্রীমহান্তগণ শীঘ্র নৌকায় চড়িল ॥৭৩৪
হইয়া ব্যাকুল পদ্মাবতী পার হৈল।
বুধরি গ্রামেতে রহি প্রাতে যাত্রা কৈল ॥৭৩৫
আচার্য্যাদি সবে পদ্মাবতীর তীর হৈতে।
আইলেন জাহ্নবা ঈশ্বরী গ্রামেতে ॥৭৩৬
যদ্যপি ঈশ্বরী অতি অধৈর্য্য অন্তরে।
তথাপি প্রবোধি স্থির করিলা সবারে ।৭৩৭
করিবেন বৃন্দাবন গমন ত্বরায়।
তাহা জানাইতে সবে ব্যাকুল হিয়ায় ॥৭৩৮
পুনঃ কত যত্নে প্রবোধিলা সর্বজনে।
যাত্রা স্থির কৈল বৃন্দাবন গমনে ॥৭৩৯
শ্রীসন্তোষ দত্ত যত্নে নানা দ্রব্য দিলা।
তারে অনুগ্রহ করি গ্রহন করিলা ॥৭৪০
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগনে।
না জানি প্রণমি কি কহিলা সঙ্গোপনে ॥৭৪১
প্রভু আগে বিদায় হইয়া যাত্রা করে।
সঙ্গে ভাগবতগন অধৈর্য্য অন্তরে ॥৭৪২
কৃষ্ণদাস সরখেল, মাধব আচার্য।
মুরারি চৈতন্য, কৃষ্ণদাস বিপ্রবর্য ॥৭৪৩
নৃসিংহ চৈতন্য বলরাম মহীধর।
কানাই. নকড়িদাস গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥৭৪৪
শ্রীপরমেশ্বরীদাস, দাস দামোদর।
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর ॥৭৪৫
জ্ঞানদাস, মুকুন্দাদি ভাগবত যত।
এ সবার প্রভাব বর্নিবে কেবা কত ॥৭৪৬

শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তমাদি বিচ্ছেদে।
ধরিতে না পারে হিয়া বিদরয়ে খেদে ॥৭৪৭
কে বুঝিতে পারে প্রেমচেষ্টা যে প্রকার।
বিদায় হইলা যৈছে নারি বর্ণিবার ॥৭৪৮
গণসহ ঈশ্বরীর গমন সময়ে।
গোবিন্দাদি সঙ্গে চলে আচার্য-আজ্ঞায়ে ॥৭৪৯
খেতরী হইতে চলিলেন ধৈর্য ধরি।
শীঘ্র আসিবেন—জানাইলেন ঈশ্বরী ॥৭৫০
শ্রীনিবাস আচার্যাদি প্রভুর ইচ্ছায়।
ধৈর্যাবলম্বন করি আইলা বাসায় ॥৭৫১
খেতরী গ্রামের লোক চাহে পথ পানে।
না ধরে ধৈরয—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥৭৫২
শ্রীঈশ্বরী চরণ চিন্তিয়া সর্বজন।
পরস্পর কহে কত প্রবোধ বচন ॥৭৫৩
এসব প্রসঙ্গ নরোত্তম বিলাসেতে।
বিস্তারিব প্রেমভক্তি পাবে আস্বাদিতে ॥৭৫৪
শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তমাদি-সহিত।
হইলেন প্রভুর প্রাঙ্গনে উপনীত ॥৭৫৫
অকস্মাৎ হইল চিত্তে আনন্দ উদয়।
অঙ্গন প্রভাব যৈছে কহিলা না হয় ॥৭৫৬
যে অঙ্গনে গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত তিনে।
নৃত্য কৈলা প্রকটাপ্রকট গণসনে ॥৭৫৭
যে অঙ্গন ধ্যানে সর্ব বিঘ্ন বিনাশয়ে।
দর্শনে পরম প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হয়ে ॥৭৫৮
জয় শ্রীঅঙ্গন সর্ব চিত্ত আকর্ষয়।
জয় জয় শ্রীখেতরী গ্রাম ভক্তিময় ॥৭৫৯
আচার্যঠাকুর নরোত্তম গণসনে।
প্রতিদিন কীর্তনে বিহ্বল শ্রীঅঙ্গনে ॥৭৬০
একদিন শ্রীনিবাসাচার্য মৃদুভাষে।
শ্রীনরোত্তমের প্রতি কহে স্নেহাবেশে ॥৭৬১
শ্যামানন্দ সহ কালি প্রাতে শীঘ্র করি।
পদ্মাবতী পার হৈয়া যাইব বুধরি ॥৭৬২
যাজিগ্রামে শ্যামানন্দে বিদায় করিব।
বিষ্ণুপুর গিয়া যাজিগ্রামেতে আসিব ॥৭৬৩
পাঠাব সংবাদপত্রী তুমিহ ত্বরায়।
ঈশ্বরীগমন পত্রী পাঠাবে আমায় ॥৭৬৪
শ্রীঈশ্বরী যাইবেন যেই পথ দিয়া।
তোমরা যাইবা সঙ্গে সে পথে লইয়া ॥৭৬৫
ঐছে কত কহি প্রাতে অধৈর্য হিয়ায়।
মঙ্গল আরাত্রিক দেখি হইলা বিদায় ॥৭৬৬
গমন-কালেতে যে হইল পরস্পরে।
তাহা কহিতেই হিয়া না জানি কি করে ॥৭৬৭
নরোত্তম বিলাসে এ বর্ণিব বিস্তারি।
পদ্মাবতী পার হইয়া গেলেন বুধরি ॥৭৬৮
এথা রামচন্দ্র শ্রীঠাকুর মহাশয়।
বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইলেন অতিশয় ॥৭৬৯
নিজগন সহ সদা প্রভুর প্রাঙ্গনে।
সঙ্কীর্তনে মত্ত—দিবানিশি নাহি জানে ॥৭৭০
কত শত পাষণ্ডীরে অনুগ্রহ করি।
করয়ে প্রভুর প্রেমভক্তি অধিকারী ॥৭৭১
এসব প্রসঙ্গে যার হয় গাঢ় রতি।
প্রভুপদে জন্মে তার নির্মল ভকতি ॥৭৭২
শ্রীনিবাস আচার্যচরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥৭৭৩

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনরোত্তমালয়ে মহা মহোৎসব
শ্রীজাহ্নবা-বৃন্দাবনযাত্রাদি-বর্ণনং নাম
দশমস্তরঙ্গঃ ॥১০॥

—

একাদশ তরঙ্গ

জয় গৌরচন্দ্র প্রভু ভক্তপ্রাণপতি।
জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির গতি ॥ ১
জয় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য জগতে পূজিত।
জয় গদাধর, জয় শ্রীবাস পণ্ডিত ॥ ২
জয় সনাতন, রূপ রসের আলয়।
জয় লোকনাথ, শ্রীগোপাল প্রেমময় ॥ ৩
জয় শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তবৃন্দ ॥ ৪
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ৫
শ্রীখেতরী গ্রামে মহা মহোৎসব হৈল।
এ সকল কথা সর্ব দেশেতে ব্যাপিল ॥ ৬
মহোৎসব-অন্তে অন্যদেশী লোকগণ।
নিজ-নিজালয়ে সবে করিলা গমন ॥ ৭
শ্রীখেতরী গ্রামেতে লোকের নাই অন্ত।
ভক্তিরসে মগ্ন সে সকল ভাগ্যবন্ত ॥ ৮
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগণে।
দেখি লোক উল্লাসে আপনা নাহি জানে ॥ ৯
নানা দ্রব্য আনে সব সুকৃতি মানিয়া।
প্রভুগণে অর্পয়ে পূজক হর্ষ হৈয়া ॥১০

শ্রীপ্রভুগণের সেবা নিয়ম বিধান।
কহিতে কি জানি?—তায় জুড়ায় পরাণ ॥ ১১
আইসে যতেক লোক করিতে দর্শন।
ছাড়িয়া যাইতে নারে প্রভুর প্রাঙ্গণ ॥১২
প্রেমময় প্রভুর প্রাঙ্গণ মনোরম।
প্রাঙ্গণ মহিমা ব্যক্ত কৈল নরোত্তম ॥ ১৩
কে বুঝিতে পারে নরোত্তমের অন্তর?
প্রভুর প্রাঙ্গণ ধূলে সদাই ধূসর ॥ ১৪
নিজসৃষ্ট গান নৃত্য বাদ্য প্রভেদেতে।
গন্ধর্ব বিস্ময়, তাহে উপমা কি দিতে ॥ ১৫

তথাহি শ্রীপ্রেমামৃতলহর্ষাম্—

আনন্দমূর্চ্ছাবনিপাতভাতধূলীভরালঙ্কৃতবিগ্রহায়।
যদ্দর্শনংভাগভরেণ তস্মৈনমোনমঃ শ্রীল-নরোত্তমায় ॥১৬

গন্ধর্বগর্বক্ষপণস্বলস্য বিস্মাপিতাশেষকৃতিব্রজায়।
স্বসৃষ্টগান-প্রথিতায় তস্মৈ নমো নমঃ শ্রীল নরোত্তমায় ॥১৭

প্রিয় রামচন্দ্র আর গোকুলাদি সনে।
সদা নানারস আস্বাদয়ে সঙ্কীর্তনে ॥১৮
পূর্ণিমা রজনী পূর্ণচন্দ্রের উদয়।
কহি সে দিবস যৈছে রস আস্বাদয় ॥১৯
প্রথমে অদ্ভুত বাদ্যামৃত প্রকাশিয়া।
গায় রাসলীলারসে নিমগ্ন হইয়া ॥২০
দেবাদি মোহিত গীতবাদ্য প্রভেদেতে।
গীতজ্ঞের শিরোমণি নারে স্থির হৈতে ॥২১
অকস্মাৎ চতুর্দিক হইল উজ্জ্বল।
মেঘে বিদ্যুৎপ্রায় তেজ প্রকাশে নির্মল ॥২২
তিলে তিলে ব্যাপয়ে সৌগন্ধি চমৎকার।
নূপুর কিঙ্কিনী ধ্বনি হয় অনিবার ॥২৩

সঙ্কীর্তন-স্থলে ঐছে হৈল অলক্ষিত।
অন্তর্ধান হৈতেসবে হইলা মূর্চ্ছিত ॥২৪
রামচন্দ্র নরোত্তম ভাসে নেত্রজলে।
দেবিদাস, গোকুলাদি লোটায় ভূতলে ॥২৫
প্রিয়াসহ কৃষ্ণের এ অলৌকিক লীলা।
জানি সবে কৃষ্ণের ইচ্ছায় স্থির হৈলা ॥২৬
নরোত্তম রামচন্দ্র গুনের আলয়।
নির্জনে বসিয়া কৃষ্ণচরিত্রাস্বাদয় ॥২৭
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী গমন চিন্তা করে।
বাহ্যে ধৈর্য প্রকাশয়ে অধৈর্য অন্তরে ॥২৮
বৃন্দাবন যাইতে যে ঈশ্বরীর ক্রিয়া।
সে সকল বর্ণিতে নারিয়ে বিস্তারিয়া ॥২৯
তথাপি যে কহি কিছু সাধুমুখে শুনি।
ঈশ্বরীর ভক্তিদানে ধন্য এ ধরণী ॥৩০
একদিন এক বৃহৎ গ্রাম মধ্যে যাই।
ঈশ্বরীর ইচ্ছা হৈল রহিতে তথাই ॥৩১
সেই গ্রামে সে দিবস করিলেন স্থিতি।
চিন্তয়ে লোকের হিত দেখি লোকরীতি ॥৩২
সে গ্রামের লোক মহাপাষণ্ড দুর্জয়।
বৈষ্ণব চরণে করে বিদ্রূপাভিনয় ॥৩৩
সন্ধ্যা সময়েতে মহাভাগবতগন।
করেন শ্রীঈশ্বরীর চরন বন্দন ॥৩৪
তাহা দেখি হাসিয়া পাষণ্ডিগণ কয়।
ইহা বিপ্রপত্নী—মোর মনে লয় ॥৩৫
কেহ কহে এ গুলার নাহি কুন জ্ঞান।
ন্যূহো প্রনমে দেবে না করে প্রনাম ॥৩৬

কেহ কহে—চণ্ডীকৃপা করিলে সে হয়।
কেহ কহে চণ্ডীকৃপা অজ্ঞে কি বুঝায় ॥৩৭
বিপ্রপত্নী বিপ্র কি না প্রনমে চণ্ডীরে।
এ গুলার অপরাধ হৈল চণ্ডীদ্বারে ॥৩৮
এত কহি হাসি হাসি পাষণ্ডীগণ।
চণ্ডীর মন্দিরে গিয়া করে আস্ফালন ॥৩৯
প্রণমিয়া চণ্ডীরে কহয়ে বার বার।
—অদ্য রাত্রে এগুলার করিবে সংহার ॥৪০
যদিয়ে কায়মনো বাক্যে পুজিয়ে চরণ।
তবে রক্ষা করি দিবে চরণে শরণ ॥৪১
এত করি পাষণ্ডি সকল ঘরে গেলা।
করিতে শয়ন সবে নিদ্রাগত হৈলা ॥৪২
পাষণ্ডী বাক্যে চণ্ডী হৈল ক্রোধময়।
কাঁপে ওষ্ঠাধর রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় ॥৪৩
স্বপ্নছলে মহা তীক্ষ্ণ খড়গ হস্তে লৈয়া।
পাষণ্ডগণের প্রতি কহেন গর্জিয়া ॥৪৪
—ওরে রে পাষণ্ড! দুঃখ নহে সম্বরণ।
অদ্য তো সবার মুণ্ড করিব ছেদন ॥৪৫
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া আপনা খাইলি।
সর্বারাধ্য ভাগবতগণে নিন্দা কৈলি ॥৪৬
বিপ্রপত্নী কহি যারে কৈলি হেয় জ্ঞান।
ওরে দুষ্ট পাষণ্ড! না জান তত্ত্ব তান ॥৪৭
মোর শিরোধার্যা এই সবার পূজিতা।
নিত্যানন্দ বলরামচন্দ্রের বণিতা ॥৪৮
জাহ্নবা ঈশ্বরী নাম অতি সুমধুর।
এ নাম গ্রহনে ভবভয় হয় দূর ॥৪৯

অত্যধিক সৌভাগ্যে যাহার দর্শন পাওয়াযায়, যাহার দেহ মহানন্দে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইয়া অবনীতে পতিত হয়ত ধূলারাশীতে অলঙ্কৃত হইয়া শোভা পায়, সেই নরোত্তমকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। যাঁর মধুর নৃত্য গন্ধর্বের গর্ব নাশ করে এবং নৃত্যবিশারদগনের বিস্ময় সৃষ্টিকরে; যিনি স্বরচিত গানে বিখ্যাত, সেই প্রভু নরোত্তমকে বারে বারে নমস্কার করি। ১৬-১৭

প্রভু নিত্যানন্দপ্রিয়া করুণার মূর্তি।
নিজ গুণে জীবে বিতরয়ে প্রেমভক্তি ॥৫০
কেবা না বন্দয়ে সদা পাদপদ্মদ্বয়।
সবে গায় সুযশ নিবারে তাপত্রয় ॥৫১

তথাহি—

নিত্যানন্দপ্রিয়াং প্রেমভক্তিরত্নপ্রদায়িনীম।
শ্রীজাহ্নবেশ্বরী বন্দে তাপত্রয়নিবারিণীম ॥৫২

যদি অনুগ্রহ করে তো সবার প্রতি।
তবে সে কল্যাণ, নহে হইব দুর্গতি ॥ ৫৩
তাঁ সবার শরণ লইলে রক্ষা পাবে।
নহিলে আমার হাতে কেহ না এড়াবে ॥৫৪
এত কহি অদর্শন হৈতে সে সবায়।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ ভয়ে কাঁপে অনিবার ॥ ৫৫
আপনা ধিক্কারে প্রাতে কাতর হইয়া।
মহান্তগণের পায় পড়ে লোটাইয়া ॥৫৬
নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া কহে বারে বারে।
—কৈনু অপরাধ, রক্ষা কর মো সবারে ॥৫৭
পাষণ্ড-উদ্ধারহেতু এ পথে গমন।
ঘুচাও দুর্দৈব, মোরা লইনু শরণ ॥৫৮
ঈশ্বরী প্রসন্ন তোমাদের প্রসন্নেতে।
তোমারা সে পদে ভক্তি পার দিতে নিতে ॥৫৯
তাঁর তত্ত্ব জানিতে কি শক্তি মো সবার।
এত যে কহিয়ে সে কেবল কৃপা তাঁর ॥৬০
নহিলে কি মো সবার ঐছে বুদ্ধি হয়।
সে চরণে আত্ম সমর্পিনু সুনিশ্চয় ॥৬১
পাষণ্ডী অসুর মোরা জানে সর্ব্বজনে।
ঘুষিবে সুযশ উদ্ধারিলে দুষ্টগণে ॥৬২

এত কহি ভূমে প্রণময়ে বারে বারে।
দেখি প্রভুগন কৃপা কৈল সবারে ॥৬৩
শ্রীঈশ্বরী অনুগ্রহ কৈল অতিশয়।
পাষণ্ডীগনের হৈল উল্লাস হৃদয় ॥৬৪
দুই চারিদিন সেই গ্রামেতে রহিয়া।
যাত্রা কৈল পাষণ্ডীরে কৃতার্থ করিয়া ॥৬৫
পাষণ্ডী সকল ভক্তিরসে মগ্ন হৈল।
হৈল ভক্তিময় যে এ সব সঙ্গ কৈল ॥৬৬
ঐছে একদিন এক গ্রাম সন্নিধানে।
রহিলেন নদীর তীরেতে দিব্য স্থানে ॥৬৭
সেই গ্রামে দস্যু দুই যবন দুর্জয়।
নির্জনে বসিয়া নিজগণ প্রতি কয় ॥৬৮
—নানা রত্ন আছে এই গৌড়ীয়ার স্থানে।
হরিব সে সব সজ্জ হও সাবধানে ॥৬৯
নানা শস্ত্র লৈয়া সবে শীঘ্র সজ্জ হৈলা।
প্রথমে জানিতে তত্ত্ব দূত পাঠাইলা ॥৭০
দূত আসি কহে - করি নাম সঙ্কীর্ত্তন।
গৌড়ীয় সকল এবে করিল শয়ন ॥৭১
দ্বিতীয় প্রহর প্রায় হইল রজনী।
এবে গেলে কার্য্যসিদ্ধি হবে—হেন জানি ॥৭২
শুনি দস্যুরাজ মহা ভয়ঙ্কর বেশে
নিজগনে লৈয়া চলে মনের উল্লাসে ॥৭২
মহাবেগগতি তথা করিতে পয়ান।
অতি অল্পদূর পথ হয় অফুরান ॥৭৪
কুবুদ্ধি প্রযুক্ত কিছু বুঝিতে নারিল।
চলিতে চলিতে নিশা প্রভাত হইল ॥৭৫
রজনী প্রভাত দেখি ভয় পায়া মনে।
দস্যুরাজ কহে নিজ পরিকরগনে ॥৭৬

প্রেমভক্তি রত্ন প্রদানকারিনী, তাপত্রয় বিনাশিনী শ্রীনিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা ঈশ্বরীকে বন্দনা করি ॥৫২

—দেখহ সকালেই কি অসম্ভব হইল।
তথাই আইয়ে যথা হৈতে যাত্রা কৈল ॥৭৭
হৈল দৃষ্টি যেন গৌড়ীয়ার পাশে গেলু।
সে কেবল ভ্রম—রাত্রি হাঁটিয়া মরিলু ॥৭৮
তিলে তিলে মোর চিত্তে বাঢ়ে এই ত্রাস।
গৌড়ীয়া গোসাঞীর কোপে হবে সর্ব্বনাশ ॥৭৯
তাহাতে মানহ সবে আমার বচন।
আজ হৈতে দস্যুবৃত্তি ছাড় সর্বজন ॥৮০
কৈলু পাপ অনেক—নাহিক অন্ত তার।
যমের যাতনা হৈতে নাহিক নিস্তার ॥৮১
চল চল গৌড়ীয় গোসাঞীর বরাবরে।
করিব অবশ্য অনুগ্রহ মো সবারে ॥৮২
এত কহি দস্যুবেশ পরিত্যাগ করি।
চলিলা কাতরে যথা আছেন ঈশ্বরী ॥
মহান্তগণের করিতেই সন্দর্শন।
হৈল দস্যুগনের পরম শুদ্ধ মন ॥৮৪
ভূমিতে পড়িয়া সবে করিয়া ক্রন্দন।
অত্যন্ত কাতরে করে আত্মনিবেদন ॥৮৬
—এদেশে প্রসিদ্ধ মোরা দস্যু দুরাচার।
অনুগ্রহ করি যশ ঘুষুক সংসার ॥৮৬
এত কহি আর কিছু কহিতে না পারে।
নেত্রে বারিধারা বহে ব্যকুব অন্তরে ॥৮৭
শ্রীঈশ্বরী দেখি দয়া উপজিল মনে।
গণসহ অনুগ্রহ কৈল দস্যুগনে। ৮৮
সর্বত্র ব্যাপিল দস্যুগনের উদ্ধার।
তথা হৈতে চলে যৈছে নারি বর্ণিবার ॥৮৯
কথো দিনে মথুরায় করিলা প্রবেশ।
দেখিয়া মথুরাপুরী উল্লাস অশেষ ॥৯০
মাথুর ব্রাহ্মণগনে করিয়া সম্মান।
করিলা বিশ্রামঘাটে যমুনা সিনান ॥৯১

অকস্মাৎ শুনি ঈশ্বরীর আগমন।
আইলা শীঘ্র মথুরার ভাগবতগন ॥৯২
ঈশ্বরী দর্শনে সিক্ত নেত্রের ধারায়।
মহান্তগনেরে দেখি বিহ্বল হিয়ায় ॥৯৩
পরস্পর হৈল যৈছে প্রেম আচরন।
নেত্র ভরি দেখিলেন ভাগবন্তগণ ॥৯৪
মাথুর ব্রাহ্মন মহাহর্ষ সেই ক্ষণে।
গমন সংবাদ পাঠাইলা বৃন্দাবনে ॥৯৫
তথা হৈতে লৈয়া গেলা অপূর্ব বাসায়।
সে দিবস সকলে রহিলা মথুরায় ॥৯৬
বরাহ কেশবদেবে করিয়া দর্শন।
প্রাতঃকালে কৈল বৃন্দাবনেতে গমন ॥৯৭
মথুরার সকল বৈষ্ণব সঙ্গে চলে।
যে দেখে সে শোভা তার আনন্দ উথলে ॥৯৮
গোস্বামি সকল শীঘ্র বৃন্দাবন হৈতে
আইসেন মহাহর্ষে আগুসরি নিতে ॥৯৯
অক্রুর স্থানেতে আসি দেখে সর্বজন।
অতি অল্পদূরে ঈশ্বরীর আগমন ॥১০০
গোস্বামিগনের আগমন দূরে হেরি।
শ্রীপরমেশ্বরীদাসে কহেন ঈশ্বরী ॥১০১
এই আইসেন যত ভাগবতগন।
কি নাম কাঁহার মোরে করাহ শ্রবণ ॥১০২
শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঈশ্বরী আদেশে।
জানায়েন অঙ্গুলি ভঙ্গিতে সুহৃভাবে ॥১০৩
ইহ শ্রীগোপাল ভট্ট গৌরপ্রেমময়।
এই শ্রীভূগর্ভ, লোকনাথ গুনালয় ॥১০৪
কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, এ কৃষ্ণ পণ্ডিত।
শ্রীমধুপণ্ডিত, ইহ শ্রীজীব বিদিত ॥১০৫
ঐছে সকলের নাম ক্রিয়া জানাইল।
শুনি ঈশ্বরীর মহা আনন্দ বাড়িল ॥১০৬

ঈশ্বরী নিকটে আসি গোস্বামি সকলে।
পরম আনন্দে প্রণমিল মহীতলে॥১০৭
জাহ্নবা ঈশ্বরী প্রেমভক্তি মূর্তিমতী।
আপনা মানয়ে লঘু—কে বুঝে সে রীতি॥১০৮
গোস্বামীগনের প্রেমচেষ্টা নিরখিয়া।
কৈল যে মনেতে অতি অধৈর্য হইয়া॥১০৯
গোস্বামী সকল হইলেন সশঙ্কিত।
শ্রীভক্তিদেবীর এই অলৌকিক রীত॥১১০
কৃষ্ণদাস সরখেল মাধব আচার্য।
শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি মহা আর্য॥১১১
এ সকল সহ যৈছে গোস্বামী সবার।
হইল মিলন—কি বর্ণিব মুই ছার?১১২
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া যে কহিল পরস্পরে।
সে সকল শুনিতে কেবা বা ধৈর্য ধরে॥১১৩
শ্রীপরমেশ্বরী আচার্য্যের শিষ্যগনে।
গোস্বামী সকলে মিলায়েন হর্ষমনে॥১১৪
অতিস্নেহে কহে, নাম গোবিন্দ ইঁহান।
ভক্তিরসপাত্র সর্ব বৈষ্ণবের প্রাণ॥১১৫
খণ্ডবাসী চিরঞ্জীব সেনের নন্দন।
প্রিয় রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন॥১১৬
শুনি শ্রীগোপালভট্ট আদি হর্ষ হৈয়া।
কৈল আলিঙ্গন অতি স্নেহ প্রকাশিয়া॥১১৭
ভগবান কবিরাজাদির পরিচয়ে।
কৈল যে স্নেহানুগ্রহ—কহিল না হয়॥১১৮
সকলে অক্রুর স্থানে করিয়া গমন।
শ্রীবিগ্রহ গোপীনাথে করিল দর্শন॥১১৯
শ্রীঈশ্বরী অগ্রেতে জীব নিবেদয়।
—অক্রুরের স্থান এ নির্জন অতিশয়॥১২০
লোক ভিড়ে প্রভু না রহিয়া বৃন্দাবনে।
করিতেন ভিক্ষা এথা আসি এইখানে॥১২১
শুনি শ্রীঈশ্বরী সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
ত্যজি দীর্ঘশ্বাস প্রণময়ে সেই স্থলে॥১২২
প্রণমে অধৈর্য হৈয়া ভাগবতগণ।
প্রভু অলৌকিক লীলা করিয়া স্মরণ॥১২৩
চলয়ে সকলে শ্রীঈশ্বরী অগ্রে লৈয়া।
হৈল মহানন্দ বৃন্দাবনে প্রবেশিয়া॥১২৪
বৃন্দাবন শোভা দেখি জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলেন যৈছে তাহা বর্ণিতে না পারি॥১২৫
পূর্বেই শ্রীজীব বাসা স্থির কৈল যথা।
সবা সহ জাহ্নবা ঈশ্বরী গেলা তথা॥১২৬
বাসায় সবার স্থিতি হৈল যেন মতে।
যে সুখ ব্যাপিল তাহা নারি বিস্তারিতে॥১২৭
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ মদনমোহনে।
সেবাযুক্ত বৈষ্ণবের চেষ্টা কে বা জানে?১২৮
সকলেই শ্রীপ্রভুর সেবা সমাধিয়া।
ঈশ্বরী দর্শন কৈলা বাসায় আসিয়া॥১২৯
কৃষ্ণদাস সরখেল আদি সবা সনে।
হইল মিলন—কিবা প্রেমানন্দ মনে॥১৩০
কিবা স্ত্রী পুরুষ ব্রজবাসী শত শত।
আইসে দর্শনে—আর্তি কে কহিবে কত?
শ্রীগোপাল ভট্ট আদি বিদায় হইয়া।
গেলেন বাসায় সবে শ্রীজীবে রাখিয়া॥১৩২
রহিলেন শ্রীজীব ঈশ্বরী সনিধানে।
পরম প্রবীণ যেঁহো সর্ব সমাধানে॥১৩৩
শ্রীগোপালভট্ট লোকনাথ আদি করি॥
কতক্ষন পরে আইলা যথা শ্রীঈশ্বরী॥১৩৪
গোস্বামীগনেরে দেখি ঈশ্বরী উল্লাসে।
যাইবদর্শনে—জানাইলা মৃদু ভাষে॥১৩৫
শুনি ঈশ্বরীর বাক্য মহাহর্ষ মনে।
ঈশ্বরীর সঙ্গে সবে চলিলা দর্শনে॥১৩৬

শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন ।
শ্রীরাধাবিনোদ, আর শ্রীরাধারমন ॥১৩৭
রাধাদামোদর—এ সকল সন্দর্শনে ।
যে প্রেম আবেশ তা বর্ণিব কুন জনে ॥১৩৮
সঙ্গে যে আইল নানা বস্ত্র আভরন ।
সর্ব্বত্রই সকল করিলা সমর্পন ॥১৩৯
আপনা মানিয়া লঘু প্রকাশে যে ভক্তি ।
বিস্তারিয়া সে সব বর্ণিতে নাই শক্তি ॥১৪০
সবা সহ শ্রীঈশ্বরী বাসায় আসিয়া ।
বসিলেন নিভৃতে সকলে বসাইয়া ॥১৪১
শ্রীখেতুরী গ্রামে যৈছে মহামহোৎসব ।
মাধবাচার্য্যাদি দ্বারে জানাইলা সব ॥১৪২
শুনি লোকনাথ আদি গোস্বামী সকলে ।
পাইয়া পরমানন্দ ভাসে প্রেমজলে ॥১৪৩
আর যে সকল কথা হৈল পরস্পরে ।
তাহা না বর্ণিব গ্রন্থ বাহুল্যের ডরে ॥১৪৪
গোবিন্দের কাব্যামৃত করিতে শ্রবণ ।
শ্রীপরমেশ্বরী দাস কৈল নিবেদন ॥১৪৫
শুনি গোবিন্দের কাব্য অতি মনোহর ।
হইল সবার অতি উল্লাস অন্তর ॥১৪৬
সবে কহে—কবিরাজ খ্যাতি যুক্ত হয় ।
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ বলি প্রশংসয় ॥১৪৭
ইথে শ্রীঈশ্বরী মহা উল্লসিত মনে ।
কি বলিব—নিতি যে আনন্দ বৃন্দাবনে ॥১৪৮
সর্ব্বত্র ব্যাপিল ইশ্বরীর আগমন ।
পরম আনন্দে মগ্ন হৈলা বিজ্ঞগন ॥১৪৯
শ্রীরাধিকা কুণ্ডবাসী শ্রীদাস গোসাঞী ।
শুনি হর্ষ হৈলা—চলিবারে সাধ্য নাই ॥১৫০
শ্রীরূপ বিচ্ছেদে সদা অধৈর্য্য হৃদয় ।
অন্নাদি বিহনে দেহ ক্ষীণ অতিশয় ॥১৫১
নিয়ম নির্ব্বাহ যৈছে সে চেষ্টা অন্তরে ।
সে সব দেখিতে কার হিয়া না বিদরে ॥১৫২
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বহু জন ।
প্রণমি যাইতে কৈল আত্মনিবেদন ॥১৫৩
গোপাল রাঘব পণ্ডিতাদি এক সাথে ।
চলে নন্দীশ্বর গোবর্দ্ধনাদি হইতে ॥১৫৪
সবে বৃন্দাবনে করি ইশ্বরী দর্শন ।
জানাইলা দাস গোস্বামীর নিবেদন ॥১৫৫
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর যে হৈল অন্তরে ।
তাহা বিবরিয়া কে কহিতে শক্তি ধরে ?১৫৬
শ্রীগোপালভট্ট আদি গোস্বামি সকলে ।
জানাইলা—শ্রীকুণ্ড যাইব প্রাতঃকালে ॥১৫৭
সবে কহে শ্রীকুণ্ডাদি করিয়া দর্শন ।
শীঘ্র করি এথা করিবেন আগমন ॥১৫৮
শ্রম উপশম হইবেক ভালমতে ।
তবে যাইবেন বন ভ্রমন করিতে ॥১৫৯
ইহা শুনি শ্রীঈশ্বরী উল্লসিত মনে ।
চলিলেন শ্রীকুণ্ডে বেষ্টিত বিজ্ঞগনে ॥১৬০
শ্রীকুণ্ডেতে গেলেন বহুলাবন দিয়া ।
কুণ্ডশোভা দেখি প্রেমে উমড়য়ে হিয়া ॥১৬১
রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্থিতি যথা ।
মনে এই তাঁরে গিয়া দেখিবেন তথা ॥১৬২
শ্রীদাস গোস্বামী সে নির্জ্জন কুণ্ডতীরে ।
করেন শ্রীনাম-গ্রহনাদি ধীরে ধীরে ॥১৬৩
কৃষ্ণদাস কবিরাজ অগ্রেতে আসিয়া ।
দাস গোস্বামীর আগে ছিলা দাঁড়াইয়া ॥১৬৪
অবসর পাইয়া করয়ে নিবেদন ।
—শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর হৈল আগমন ॥১৬৫
শুনি কি অদ্ভুত প্রেম ব্যাপিল হৃদয় ।
আগুসরি চলে অশ্রুযুক্ত নেত্রদ্বয়ে ॥১৬৭

শ্রীঈশ্বরী দেখে দাসগোস্বামী গমন।
অতিশয় ক্ষীন তনু তেজ সূর্যসম ॥১৬৭
শ্রীঈশ্বরী অন্তর বুঝিতে কেবা পারে ?
ঝরে দুই নেত্রে বারি—নিবারিতে নারে ॥১৬৮
শ্রীদাসগোস্বামী প্রনমিতে ধৈর্য ধরি।
কৈল যে উচিত প্রেমময়ী শ্রীঈশ্বরী ১৬৯
শ্রীঈশ্বরী আগে দাসগোসাঞী যে কয়।
তাহা শুনি কার বা না বিদরে হৃদয় ॥১৭০
মাধব আচার্য আদি সবার সহিতে।
মিলনে অদ্ভুত প্রেম উথলয়ে চিতে ॥১৭১
কি অদ্ভুত অশ্রুধারা সবার নয়নে।
সকলেই স্থির হইলেন কতক্ষণে ॥১৭২
আরিট গ্রামের ব্রজবাসী লোকগণ।
সবে হর্ষ ঈশ্বরীর করিয়া দর্শন ॥১৭৩
দিন তিন চারি রহি শ্রীরাধাকুণ্ডেতে।
করিলেন পাকক্রিয়া পরম যত্নেতে ॥১৭৪
কৃষ্ণে ভোগ সমর্পিয়া উল্লাস অন্তরে।
ভুঞ্জাইলা ব্রজবাসী বৈষ্ণব সবারে ॥১৭৫
প্রসাদ সেবনে যে আনন্দ প্রেমোদয়।
কেবা না দেখিতে সাধ করে সে সময় ॥১৭৬
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর আলৌকিক রীতি।
কি বুঝিব ? মো ছারের নাহি বুদ্ধিগতি ॥১৭৭
একদিন মধ্যাহ্নে সময়ে কুণ্ডতীরে।
শুনি সে বংশীর ধ্বনি স্থির হইতে নারে ॥১৭৮
কৌতুকে দেখিল সে অন্য অগোচর।
বিজ্ঞে বিস্তারিত এ প্রসঙ্গ মনোহর ॥১৭৯
তথাপি কহিয়ে কিছু ঈশ্বরী উল্লাসে।
বংশীধ্বনি শুনিয়া চাহয়ে চারিপাশে ॥১৮০
কদম্বের তলে দেখে শ্যাম চিকনিয়া।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা কোটি কন্দর্প জিনিয়া ॥১৮১
মন্দ মন্দ হাসি সে মধুর বংশী বায় ॥
কে ধরে ধৈরয যাতে জগৎ মাতায় ॥১৮২
শ্রীরাধিকা ললিতাদি সখীগন সঙ্গে।
বেড়িয়াছে শ্যামসুন্দরে মহারঙ্গে ।১৮৩
সে অদ্ভুত শোভা দেখি জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইলা মূর্চ্ছিত যৈছে কহিতে না পারি ॥১৮৪
কতক্ষনে চেতন পাইয়া স্থির হৈলা।
নির্জনে এ রঙ্গ—অন্যে প্রকাশ না কৈলা ॥১৮৫
যাইবেন গোবর্ধনাদি দর্শনেতে।
তাহা জানাইলা দাস গোস্বামী অগ্রেতে ॥১৮৬
শ্রীদাসগোস্বামী ভূমে পড়ি প্রণমিয়া।
দিলা অনুমতি দৈন্যে নিমগ্ন হইয়া ॥ ১৮৭
শুনিতে সে দৈন্য কার হিয়া না বিদরে।
কি কহিব ঈশ্বরীর যে হৈল অন্তরে ॥১৮৮
পরিচারিকাদি মধ্যে জাহ্নবা ঈশ্বরী ॥
কুণ্ড হৈতে গোবর্ধনে গেলা ধীরি ধীরি১৮৯
গোবর্ধন মানস গঙ্গাদি দর্শনেতে।
যে প্রেম আবেশ তার উপমা কিদিতে ॥১৯০
মাধব আচার্য আদি অধৈর্য হইলা।
এ জীব গোস্বামী আগে সবে স্থির কৈলা ॥১৯১
ঐছে নন্দ গ্রামাদি দেখি যে প্রেমাবেশ।
একমুখে বর্ণিতে না পারি তার লেশ ॥১৯২
ঈশ্বরী বেষ্টিত শ্রীভাগবতগণে।
অতি অল্পদিনে আইলেন বৃন্দাবনে ॥১৯৩
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
মহানন্দে এ তিনের করিলা দর্শন ॥১৯৪
শ্রীরাধাবিনোদ আর শ্রীরাধারমনে।
করিলা দর্শন বাসা আইলা হর্ষ মনে ॥১৯৫
কতু অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত্নে পাক করি।
ভুঞ্জায়েন শ্রীগোবিন্দদেবে শ্রীঈশ্বরী ॥১৯৬

ঋতুশীঘ্র করি পাক বিবিধ বিধানে।
ভুঞ্জায়েন কত সাধে মদন মোহনে ॥১৯৮
রাধা দামোদর আর শ্রীরাধারমন।
রাধা বিনোদেরে করাইলেন ভোজন ॥১৯৯
ঐছে শ্রীপ্রসাদ ভুঞ্জাইলা বৈষ্ণবেরে।
হৈল যে আনন্দ তাহা কে বর্ণিতে পারে॥২০০
শুনিতে গোস্বাঞীর গ্রন্থ উৎকণ্ঠিত মন।
শ্রীজীব গোস্বামী করাইলেন শ্রবণ ॥২০১
বৃহদ্ভাগবতামৃতাদিক শ্রবণেতে।
হইলা বিহ্বল—প্রেমে নারে স্থির হৈতে ॥২০২
পরম দুর্লভ ভক্তি অঙ্গে সাবধান।
দেখিতে সে ক্রিয়া কার না জুড়ায় প্রাণ ॥২০৩
কতেক দিবস পরে বৃন্দাবন হৈতে।
সবা-সহ চলিলেন বন ভ্রমনেতে ॥২০৪
মধু তাল কুমুদ বহুল কাম্যবন।
খদির ভদ্র ভাণ্ডীর শ্রীলোহ কানন ॥২০৫
মহাবন এ বৃন্দাবন—এ দ্বাদশ বনে।
যে প্রেম প্রকাশ তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥২০৬
তথাপি কহিয়ে কিছু মনের উল্লাসে।
ঈশ্বরী গমন কৈলা গোবর্ধন পাশে ২০৭
গোবর্ধন পর্বত সমীপ সুনির্জনে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী চিন্তয়ে মনে মনে ॥২০৮
—দুই ভাই হেথা নিজ নিজ প্রিয়সঙ্গে।
বসন্তসময়ে বিহরয়ে মহারঙ্গে ।২০৯
এত চিন্তি শ্রীঈশ্বরী স্থির হৈতে নারে।
বসন্ত বিহার স্থান দেখে বারে বারে ॥২১০
অকস্মাৎ হৈল দৃষ্টি শ্রীবসন্তরাস।
নিজ নিজ প্রিয়াসহ দোঁহার বিলাস ॥২১১
রোহিনীনন্দন নিজ প্রিয়াগন সঙ্গে।
ফাগুখেলাদিক ক্রিয়া করে নানা রঙ্গে ।২১২

যশোদানন্দন কৃষ্ণরসের আলয়।
নিজ প্রিয়াগন সঙ্গে রঙ্গে রস বিলসয় ॥২১৩
ফাগুখেলাদিক যৈছে কে পারে কহিতে ?
সে অদ্ভুত শোভার উপমা নাহি দিতে ॥২১৪
ভুবন মোহয়ে ঐছে লীলা নিরখিয়া।
পড়য়ে ধরণীতলে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥২১৫
কতক্ষনে স্থির হৈলা—কাহু না কহিল।
মনের আনন্দে তথা হৈতে চলিল ॥২১৬
রামঘাটে যে আনন্দ কহিতে না পারি।
নিজ প্রাননাথে ঐছে দেখিলা ঈশ্বরী ॥২১৭
প্রেমাবেশে আত্ম বিস্মরিত সে নির্জনে।
শ্রীরামের রাসক্রীড়া চিন্তে মনে মনে ॥২১৮
হইল অবশ অঙ্গ ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।
অকস্মাৎ হৈল দৃষ্টি শ্রীরাসবিলাস॥২১৯
পরম প্রবীণা নিজ প্রিয়াগন সঙ্গে।
বিলসে বলাই নৃত্যগীতাদিক রঙ্গে ॥২২০
শোভা দেখি হইলেন আনন্দে মূর্চ্ছিত।
কতক্ষনে স্থির হৈয়া চারি ভিত ॥২২১
যে ভাব অন্তরে তাহা অন্যে না জানিল।
সবা সহ রামঘাট হইতে চলিল ॥২২২
যমুনার তীরে এক গ্রামে প্রবেশে।
জীবে দুঃখী দেখি তথা করুনা প্রকাশে ॥২২৩
বৃদ্ধকালে হৈল বৈসে এক নিরীহ ব্রাহ্মণ।
বৃদ্ধকালে হৈল তার অপূর্ব নন্দন ॥২২৪
পৌগণ্ড বয়সে সে পুত্রের মৃত্যু হৈল।
ভূমে লোটাইয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিল ॥২২৫
মৃত পুত্র কোলে করি কান্দে তার মায়।
দোঁহার কান্দনে দারু পাষান মিলায় ॥২২৬
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী দোঁহার কান্দনাতে।
করুনায় আর্দ্র চিত্ত নারে স্থির হৈতে ॥২২৭

ব্রাহ্মণের মৃতপুত্রে পরশিতে চায়।
না স্পর্শিহ মৃত পুত্রে কহে তার মায় ॥২২৮
ঈশ্বরী কহেন তুমি হয় ব্রজবাসী।
হইব পবিত্র তুয়া তনয়ে পরশি ॥২২৯
এত কহি মৃতপুত্র মাথে হাত দিতে।
পাইয়া চেতনা শিশু চাহে চারিভিতে ॥ ২৩০
শ্রীজাহ্নবা পাদপদ্মে করি নমস্কার।
উঠিল বালক—হৈল উল্লাস সবার ॥ ২৩১
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী কহে পড়িয়া চরণে।
—মৃতপুত্রে জিয়াইলা কৃপাবলোকনে ॥ ২৩২
ঈশরী কহেন—দুঃখ দেখিয়া দোঁহার।
কৃষ্ণ জিয়াইল পুত্র—ইথে কি আমার ॥ ২৩৩
ঐছে কত করুণা প্রকাশি স্থানে স্থানে।
সবা সহ আসি প্রবেশিলা বৃন্দাবনে ॥ ২৩৪
খড়দহে প্রভু আজ্ঞা করিয়া স্মরণ।
মনে কৈল শীঘ্র গৌড়ে করিতে গমন ॥ ২৩৫
এক দিন শ্রীগোপীনাথের আগে গিয়া।
রাধাগোপীনাথে দেখি রহে দাঁড়াইয়া ॥ ২৩৬
পরম কৌতুকে মনে মনে বিচারয়।
—শ্রীরাধিকা কিছু উচ্চ হৈলে ভাল হয় ॥ ২৩৭
ইহা মনে করি কারে কিছু না কহিলা।
শয়ন আরতি দেখি বাসায় আইলা ॥ ২৩৮
স্বপ্নছলে গোপীনাথ দিয়া দরশন।
শ্রীজাহ্নবা প্রতি কহে মধুর বচন ॥ ২৩৯
—আমি যৈছে উচ্চ তৈছে নহে মোর প্রিয়া।
হইয়াছে কৌতুক অসদৃশ নিরখিয়া ॥ ২৪০
গৌড়ে গিয়া শীঘ্র প্রিয়া প্রকাশি পাঠাবে।
বামে বসিবেন তেঁহ—ইহাও দেখিবে ॥ ২৪১
শ্রীরাধিকা হাসিয়া জাহ্নবা প্রতি কয়।
—না কর সঙ্কোচ এ ইচ্ছাও মোর হয় ॥২৪২
ঐছে কত কহি দোঁহে অদর্শন হৈতে।
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে হর্ষে চাহে চারিভিতে ॥২৪৩
দেখিয়া প্রভাত নিশি উল্লাস অন্তরে ॥
অনুগ্রহ করি কহে নয়ন ভাস্করে ॥২৪৪
নিরন্তর গোপীনাথে করিবে ধিয়ান ॥
করিতে হইবে এক প্রেয়সী নির্মাণ ॥২৪৫
ঈশ্বরী এ সব কথা গোপনে রাখিল।
গোপীনাথ ইহা অন্যদ্বারে প্রকাশিল ।২৪৭
শ্রীগোপীনাথের ভঙ্গি বুঝা নাহি যায়।
স্বপ্নচ্ছলে পুষ্পমালা দিলা জাহ্নবায় ॥২৪৮
যে কৌতুক শ্রীগোবিন্দ মদনমোহনে।
তাহা বিস্তারিব কুন ভাগ্যবন্ত জনে ॥২৪৯
শ্রীঈশরী যাইবেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
যাত্রা স্থির করিলেন গোস্বামী সকলে ॥২৫০
হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি—জাহ্নবা ঈশরী।
যাইবেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে শীঘ্র করি ॥২৫১
যথা যে বৈষ্ণবগন ছিলেন নির্জ্জনে।
সকলেই শীঘ্র আইলেন বৃন্দাবনে ২৫২
শ্রীঈশরী হইলেন সর্বত্র বিদায়।
ইহা বিচারিতে অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥২৫৩
শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনে।
দেখিতে অদ্ভুত অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥২৫৪
শ্রীরাধাবিনোদ, রাধাদামোদর আর।
দেখি রাধারমণে অধৈর্য্য অনিবার ॥ ২৫৫
গোপীশ্বরে দেখি কি কহিল মনে মনে।
বৃন্দাদেবী আদি সবে দেখে স্থানে স্থানে ॥২৫৬
রঘুনাথভট্ট, শ্রীপণ্ডিত কাশীশ্বর।
গোস্বামী শ্রীসনাতন রূপ বিজ্ঞবর ॥ ২৫৭
এই চতুষ্টয়ের সমাধি নিরখিয়া।
করয়ে ক্রন্দন দুঃখে বিদরয়ে হিয়া ॥ ২৫৮

গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে।
বহে বারিধারা নেত্রে নারে নিবারিতে ॥২৫৯
না জানিয়ে তথা কি দেখিয়া চমৎকার।
বড়ু গঙ্গাদাসে কি কহিল বার বার ॥২৬০
স্থির হৈলা বড়ু গঙ্গাদাসের কথায়।
তাঁর পরিচয় কিছু নিবেদি এথায় ॥২৬১
ভদ্রাবতী নাম শ্রীজাহ্নবার জননী।
অতি পতিব্রতা সূর্যদাসের ঘরণী ॥২৬২
যার ভক্তিরীত দেখি সবার বিষয়।
গঙ্গাদাস তাঁর জ্যেষ্ঠ-ভগ্নীর তনয় ॥২৬৩
গৌরীদাস পণ্ডিতের শিষ্য প্রেমময়।
পণ্ডিতের অদর্শনে জীবন সংশয় ॥২৬৪
স্বপ্নচ্ছলে যৈছে আজ্ঞা কৈলা পণ্ডিত।
তৈছে শীঘ্র বৃন্দাবনে হৈল উপনীত ॥২৬৫
শ্রীধীরসমীরে নিজ প্রভু সন্নিধানে।
রহায় প্রভুর সেবা রহয়ে নির্জনে ॥২৬৬
গোবর্দ্ধন আদি স্থান ভ্রমণ করিতে।
শুনিল শ্রীজাহ্নবা গমন আচম্বিতে ॥২৬৮
বৃন্দাবনে আসি কৈল ঈশ্বরী দর্শন।
সংক্ষেপে কহিল গঙ্গাদাসের বিবরণ ॥২৬৮
শ্রীঈশ্বরী সর্বত্রই বিদায় হইতে।
কেহ বিগ্রহ দিলা প্রিয়ার সহিতে ॥২৬৯
পাইয়া অপূর্ব মূর্তি মনের উল্লাসে।
সেবায় নিযুক্ত কৈলা বড়ু গঙ্গাদাসে ॥২৭০
বড়ু গঙ্গাদাসে অতি অনুগ্রহ কৈলা।
সঙ্গে লৈয়া যাইবেন—তাহা জানাইলা ॥২৭১
রজনী প্রভাতে গৌড়ে করিব গমন।
হইলেন অত্যন্ত ব্যাকুল সর্বজন ॥২৭২
গোবিন্দ কবিরাজ সতীর্থ সহিতে।
গোস্বামীগনের আগে গেলা সারহিতে ॥২৭৩

সবার চরণে প্রণমিয়া বার বার।
হইতে বিদায় নেত্রে বহে অশ্রুধার ২৭৪
শ্রীগোপাল ভট্ট আলিঙ্গিয়া গোবিন্দেরে।
কহিল যে তাহা শুনি কেবা ধৈর্য ধরে ?২৭৫
লোকনাথ গোস্বামী গোবিন্দেরে সেবা করি।
নরোত্তম কহিতে কহিয়ে ধীরি ধীরি ॥২৭৬
—শ্রীবিগ্রহসেবায় হইবে সাবধান।
কায়মনোবাক্যে করি বৈষ্ণব সম্মান ॥২৭৭
বিষ্ণু বৈষ্ণবের তিথি যত্নে আরাধিবে।
রামচন্দ্র সহ ভক্তিরস আস্বাদিবে ॥২৭৮
শ্রীনিবাস প্রতি এ কহিও সমাচার।
এত কহি কিছু না কহিতে পারে আর ॥২৭৯
ভূগর্ভ গোস্বামী নরোত্তম শ্রীনিবাসে।
কহিতে যে কহিল তা কহিতে না আসে ॥২৮০
শ্রীজীব কহয়ে স্নেহে কহিতে কি আর।
কহিয়ে সবারে প্রেমালিঙ্গন আমার ॥২৮১
শ্রীনিবাসার্থে যেন দেখিবার পাই।
মধ্যে মধ্যে পাত্রী পাঠাইব তার ঠাই ॥২৮২
বর্ণিলা যে গীতামৃত তাহা পাঠাইবা।
পাঠাইয়া দিবা পুনঃ আর যে বর্ণিবা ॥২৮৩
এত কহি গোপাল বিরুদাবলী দিলা।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে যে গ্রন্থ বর্ণিলা ॥২৮৪
কৃষ্ণদাস কবিরাজ আদি বিজ্ঞগন।
কহি কত গোবিন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥২৮৫
ভগবান কবিরাজ আদি সর্বজনে।
প্রকাশিল স্নেহ অতি গাঢ় আলিঙ্গনে ॥২৮৬
বিদায় হইয়া সবে গেলেন বাসায়।
পোহাইল নিশি অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥২৮৭
গোস্বামী সকল অতি যত্নে ধৈর্য ধরি।
আইলা যথায় কথা জাহ্নবী ঈশ্বরী ॥২৮৮

কি নারী পুরুষ যত ব্রজবাসীগন।
সবে আইলেন কারু স্থির নহে মন ॥২৮৯
কৃষ্ণদাস মাধবাদি সহ শ্রীঈশ্বরী।
যে ব্যাকুল হৈলা তাহা কহিতে না পারি ॥২৯০
বৃন্দাবন হৈতে গৌড়ে চলে শুভক্ষণে।
হইয়া বেষ্টিত মহাভাগবতগনে ॥২৯১
অক্রুর স্থানেতে গিয়া জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হইল বিহ্বল বৃন্দাবনশোভা হেরি ॥২৯২
সেইখানে শ্রীঈশ্বরী গোস্বামী সকলে।
করয়ে বিদায় সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥২৯৩
শ্রীভট্টগোস্বামী আদি নারে স্থির হৈতে।
হইলা বিদায় যৈছে না পারি বর্ণিতে ॥২৯৪
বিদায় সময়ে যত ব্রজবাসিগন।
শ্রীজাহ্নবা গুন কহি করয়ে ক্রন্দন ॥২৯৫
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গে যে সকল মহাশয়।
পরস্পর বিদায়ে ব্যাকুল অতিশয় ॥২৯৬
শ্রীজীব গোস্বামী আদি অধৈর্য হিয়ায়।
শ্রীঈশ্বরী সঙ্গেই আইলেন মথুরায় ॥২৯৭
সে দিবস মথুরায় করিয়া বিশ্রাম।
মাথুর বিপ্রের কৈলা পরম সম্মান ॥২৯৮
শ্রীজীবাদি সবে যত্নে বিদায় করিয়া।
তথা হৈতে চলিতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥২৯৯
শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিয়া কথোদিনে।
আইলা শ্রীখেতরীগ্রামের সন্নিধানে ॥৩০০
ঈশ্বরী গমন ধ্বনি সর্বত্র ব্যাপিল।
চতুর্দিকে লোক সব দেখিতে ধাইল ॥৩০১
রামচন্দ্র নরোত্তম গনের সহিতে।
আইলা উল্লাসে সবে আগুসরি নিতে ॥৩০২
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া।
প্রনময়ে বার বার ভূমে লোটাইয়া ॥৩০৩
নরোত্তম রামচন্দ্রে দেখি গনসহ।
শ্রীঈশ্বরী কৈলা অতিশয় অনুগ্রহ ॥৩০৪
নরোত্তম রামচন্দ্রে ভক্তিরসময়।
সর্বমহান্তেরে মহানন্দে প্রণময় ॥৩০৫
সবে রামচন্দ্র নরোত্তমে নিরখিয়া।
কৈল যে উচিত প্রেমে বিহ্বল হইয়া ॥৩০৬
শ্রীসন্তোষদত্ত আদি ভাসি প্রেমজলে।
করিল প্রনাম লোটাইয়া ভূমিতলে ॥৩০৭
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি সর্বজন।
বন্দে রামচন্দ্র নরোত্তমের চরন ॥৩০৮
পরস্পর যে আনন্দ হৈল যে সময়।
তাহা একমুখে কি কহিতে সাধ্য হয় ॥৩০৯
বৈষ্ণবে বেষ্টিত হৈয়া জাহ্নবা ঈশ্বরী।
শ্রীখেতরিগ্রামে প্রবেশিলা শীঘ্র করি ॥৩১০
অতিলঘুপ্রায় গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
প্রণমি জুড়ায় হিয়া প্রভুর দর্শনে ॥৩১১
সবাসহ কতক্ষণ প্রাঙ্গণে রহিয়া।
করিল বিশ্রাম পূর্ব বাসায় যাইয়া ॥৩১২
পৃথক পৃথক বাসা মহান্ত সবার।
সকল প্রস্তুত তথা যে প্রয়াস যার ॥৩১৩
পূর্বে মহানন্দে শ্রীসন্তোষ রায়।
রাখিয়াছিলেন নানা সামগ্রী বাসায় ॥৩১৪
পুনঃ আর নানা দ্রব্য যত্নেতে আনিলা।
পরিচর্যা হেতু বহুলোক নিয়োজিলা ॥৩১৫
ব্যাপিল মহানন্দ খেতুরী গ্রামেতে।
হইল বিপথ পথ লোক গতায়াতে ॥৩১৬
ঈশ্বর দর্শন মহান্তের সন্দর্শনে।
কেবা কি করয়ে কারু স্মৃতি নাই মনে ॥৩১৭
রামচন্দ্র সহ শ্রীঠাকুর মহাশয়।
মহান্তগণের আগে যত্নে নিবেদয় ॥৩১৮

—সন্তোষের মনে অভিলাষ হৈল যাহা।
শীঘ্র স্নান করি পূর্ণ করিবেন তাহা ॥৩১৯
শীঘ্র শ্রীঈশ্বরী আগে গিয়া নিবেদিলা।
সকলেই শীঘ্র স্নান করি স্নিগ্ধ হৈলা ॥৩২০
অতি শুক্ল শুষ্ক ধৌত নবীন বসন।
সন্তোষে সন্তোষে কৈল সর্বত্র অর্পন ॥৩২১
সন্তোষেরে অনুগ্রহ করি সর্বজনে।
পরিলেন বসন পরমানন্দ মনে ॥৩২২
তিলকাদি ক্রিয়া যৈছে হইল সবার
সে সব দেখিতে প্রাণ না জুড়ায় কার ?৩২৩
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী পরমহর্ষ মনে।
স্নানাদিক ক্রিয়া সমাধিলা সঙ্গোপনে ॥৩২৪
ঈশ্বরীর পরিচারিকাদি যে ব্রাহ্মনী।
সবারে দিলেন বস্ত্র পরিতে আপনি ॥৩২৫
শ্রীসন্তোষ দত্তের ভাগ্য কহিতে কি আর।
সবা সহ ঈশ্বরী পরিলা বস্ত্র যার ॥ ৩২৬
ঈশ্বরী যাবেন শ্যামরায়ের দর্শনে।
নরোত্তম, রামচন্দ্র আইলা সেইক্ষনে ॥৩২৭
আনিল যে শ্রীবিগ্রহ বৃন্দাবন হৈতে।
রাম—শ্যামরায় শোভা উপমা কি দিতে ?৩২৮
বড়ু গঙ্গাদাস তাঁর সেবা সমাধিয়া।
নিবেদিল জাহ্নবা ঈশ্বরী আগে গিয়া ॥৩২৯
রামচন্দ্র নরোত্তমে লইয়া ঈশ্বরী।
প্রণমিয়া সে শোভা দেখিল নেত্র ভরি ॥৩৩০
নরোত্তম রামচন্দ্র বারেক চাহিতে।
হইয়া বিহ্বল প্রেমে নারে স্থির হৈতে ॥ ৩৩১
কতক্ষণ শ্যামরায়ে নিরীক্ষণ করি।
সেহে লৈয়া নিজ স্থানে আইলা ঈশ্বরী ॥ ৩৩২
পুনঃ সবা সহ গিয়া গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
আইলা বাসায় প্রণমিয়া প্রভুগণে ॥ ৩৩৩

প্রভুর পূজকগণ উল্লাস হিয়ায়।
প্রসাদ সামগ্রী বহু আনিল ত্বরায় ॥ ৩৩৪
ফল-মূল মিষ্টান্নাদি প্রসাদ যতনে।
ভুঞ্জাইলা শ্রীঈশ্বরী ভাগবতগণে ॥ ৩৩৫
সবে ভুঞ্জাইয়া কিছু ভুঞ্জিলা ঈশ্বরী।
ঐছে অন্নাদিক ভুঞ্জাইলা যত্ন করি ॥ ৩৩৬
কতক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সবা সনে।
বসিলেন ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে ॥ ৩৩৭
নরোত্তম রামচন্দ্র পানে জিজ্ঞাসিয়া।
কহিতে ব্রজের কথা উমড়য়ে হিয়া ॥ ৩৩৮
আদ্যোপান্ত সকল কহিল ধৈর্য ধরি।
গৌড়ের সংবাদ জিজ্ঞাসয়েন ঈশ্বরী ॥ ৩৩৯
শুনি নরোত্তম কিছু কহিতে না পারে।
বহে দুই নেত্রে ধারা—নিবারিতে নারে ॥ ৩৪০
রামচন্দ্র কহয়ে প্রভুর প্রিয়গণ।
এই অল্প দিনে প্রায় হৈলা সঙ্গোপন ॥ ৩৪১
যে কেহ আছেন সেহ অদর্শন প্রায়।
এত কহি রামচন্দ্র ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ৩৪২
ঈশ্বরী কহেন যৈছে হইয়াছে এথা।
না জানি ইহার মধ্যে কিবা হয় তথা ॥ ৩৪৩
সর্বত্রেই প্রভু করিবেন অন্ধকার।
এত কহিতেই নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥৩৪৪
কহিতে কি কারু না রহিল ধৈর্যলেশ।
বিদরে পরাণ—নিবারিতে নারে বেশ ॥ ৩৪৫
কতক্ষনে স্থির হৈয়া প্রভুর ইচ্ছায়।
হইলেন মগ্ন সবে প্রভুর লীলায় ॥ ৩৪৬
সন্ধ্যা সময়েতে গিয়া প্রভুর প্রাঙ্গণে।
সন্ধ্যা আরাত্রিক দেখে মহাহর্ষ মনে ॥ ৩৪৭
আরম্ভয়ে শ্রীনামকীর্ত্তন মনোহর।
শুনি ঈশ্বরীর অতি অধৈর্য্য অন্তর ॥ ৩৪৮

যে প্রেম প্রকাশ তাহা না পারি কহিতে।
হৈল দণ্ড ছয় রাত্রি নাম সংকীর্তনেতে ॥৩৪৯
বাসায় আসিয়া সব আসনে বসিলা।
রামচন্দ্র প্রসাদ সামগ্রী লৈয়া আইলা ॥৩৫০
যদ্যপি নাহিক ক্ষুধা তথাপি সকলে।
ভুঞ্জিলেন প্রসাদ সামগ্রী কুতুহলে ॥৩৫১
শ্রীঈশ্বরী করিল কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পান।
পরিচারিকাদি ভুঞ্জে যে ইচ্ছা যাহান ॥৩৫২
পথশ্রম হৈতে সবে শয়ন করিলা।
রামচন্দ্র নরোত্তম নিজ স্থানে আইলা ॥৩৫৩
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ পাইয়া নির্জন।
গোস্বামী সবার বাক্য কৈল নিবেদন ॥৩৫৪
গোপাল বিরুদাবলী গ্রন্থ যত্নে দিলা।
নরোত্তম লৈয়া রামচন্দ্রে সমর্পিলা ॥৩৫৫
নরোত্তম হইলা মহাব্যাকুল অন্তরে॥
স্বপ্নচ্ছলে শ্রীগোস্বামী প্রবোধিল তাঁরে ॥৩৫৬
মহাহর্ষে মহাশয় রজনী বিহানে।
পাঠাইলা পত্রী খড়দহ যাজিগ্রামে ॥৩৫৭
শ্রীখেতরিগ্রামেতে শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী।
রহেন পরমানন্দে দিন তিন চারি ॥৩৫৮
শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ আদি কথোজন।
অগ্রেই বুধরিগ্রামে করিলা গমন ॥৩৫৯
শ্রীঈশ্বরী যাত্রা করিবেন প্রাতঃকালে।
—হৈল এই ধ্বনি ইথে ব্যাকুল সকলে ॥৩৬০
ঈশ্বরী সঙ্গে রামচন্দ্র নরোত্তম।
যাইবেন—ইহা ও শুনিল সর্বজন ॥৩৬১
রজনী প্রভাতে সবাসহ শ্রীঈশ্বরী।
প্রভুর প্রাঙ্গনে গেলা প্রাতঃকৃত্য করি ॥৩৬২
গৌরাঙ্গ বল্লবীকান্ত আদি প্রভুগনে।
দেখিতে বিহ্বল, অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥৩৬৩
প্রভুগন আগে কি কহিয়া ধীরে ধীরে।
হইলা বিদায়—প্রেম উথলে অন্তরে ॥৩৬৪
সকল মহান্ত মহাব্যাকুল হিয়ায়।
কহিতে কি জানি যৈছে হইলা বিদায় ॥৩৬৫
নরোত্তম রামচন্দ্র বিদায় হইলা।
প্রভুর সেবায় সবে সাবধান কৈলা ॥৩৬৬
শ্রীসন্তোষ দিবেন ঈশ্বরী সঙ্গে যাহা।
শ্রীপরমেশ্বরী দাসে সমর্পিল তাহা ॥৩৬৭
খেতরি হইতে হৈল সবার গমন।
চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥৩৬৮
পদ্মাবতী তীরে শ্রীঈশ্বরী সবা সহ।
দেখি লোক আর্ত্তি লোকে কৈলা অনুগ্রহ ॥৩৬৯
পদ্মাবতী পার হইলেন শীঘ্র করি।
সকলে বেষ্টিত হৈয়া গেলেন বুধরি ॥৩৭০
হইল গমন ধ্বনি ধায় লোকগণ।
পরম অদ্ভুত আর্ত্তি করিতে দর্শন ॥৩৭১
শ্রীঈশ্বরী সবাসহ শুভ দৃষ্টিপাতে।
কৈলা লোকগনে মগ্ন শ্রীভক্তিরসেতে ॥৩৭২
পূর্ববৎ ঈশ্বরী বাসায় প্রবেশিলা।
বংশীদাস আদি পর্বকার্যে যুক্ত হৈলা ॥৩৭৩
শ্রীবংশীর ভ্রাতা শ্যামদাস চক্রবর্তী।
হাসিয়া ঈশ্বরী কিছু কহে তাঁর প্রতি ॥৩৭৪
—তোমারে মাগিব যাহা তাহা হবে দিতে।
সে অতি সুলভ চিন্তা না করহ চিতে ॥৩৭৫
শুনি শ্যামদাস কিছু উত্তর না দিলা।
হইল অনেক রাত্রি নিজ গৃহে গেলা ॥৩৭৬
মনে মনে বিচারয়ে মো হেন অযোগ্যেরে।
মাগিবেন ঐছে কিবা আছে মোর ঘরে ॥ ৩৭৭
এত বিচারিতে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
শাক্তের প্রায় বিপ্র দেখয়ে স্বপন ॥৩৭৮

ঈশ্বরী আজ্ঞায় মহা মনের উল্লাসে ।
কন্যাদান করয়ে শ্রীবড়ু গঙ্গাদাসে ॥৩৭৯
সকল বৈষ্ণব মহাহর্ষে প্রশংসিতে ।
হৈল নিদ্রা ভঙ্গ—বিপ্র নারে স্থির হৈতে ॥৩৮০
বিপ্র শ্যামদাস স্থির হৈয়া কতক্ষণে ।
শ্রীঈশ্বরী আগে গেলা রজনী বিহানে ॥৩৮১
ঈশ্বরীর ভঙ্গি জানি সুমধুর ভাষে ।
নিবেদিল স্বপ্ন কথা ঈশ্বরীর পাশে ॥৩৮২
বিবাহের উদ্যোগ করিলা শীঘ্র করি ।
হইলেন আনন্দিত জাহ্নবা ঈশ্বরী ॥৩৮৩
শ্রীঈশ্বরী গঙ্গাদাসে কহে ধীরে ধীরে ।
শ্যামদাস কন্যা দান করিব তোমারে ।৩৮০
হইল উদ্যোগ—অদ্য বিবাহ হইবে ।
করিবে বিবাহ ইথে চিন্তা না করিবে ॥৩৬৫
হইব বিবাহ অদ্য এ কথা শুনিয়া ।
মৌন অবলম্বন কৈলা কিছু না কহিয়া ॥৩৮৬
পরম বিরক্ত—কুন স্পৃহা নাই চিতে ।
তথাপি ঈশ্বরী আজ্ঞা নারিল লঙ্ঘিতে ॥৩৮৭
হইল বিবাহকালে অতি সুমঙ্গল ।
শ্যামদাস চক্রবর্তী আনন্দে বিহ্বল ॥৩৮৮
শ্রীশ্যামদাসের কন্যা, নাম হেমলতা ।
অল্প বয়স, হেমবর্ণা সুচরিতা ॥৩৮৯
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন ।
হেন কন্যা বড়ু গঙ্গাদাসে কৈলা দান ॥৩৯০
বড়ু গঙ্গাদাসের সৌন্দর্য অতিশয় ।
সূর্যময় তেজ প্রেমভক্তিরসময় ॥৩৯১
হেন গঙ্গাদাসের বিবাহ করাইয়া ।
শ্রীঈশ্বরী শ্যামরায় দিল সমর্পিয়া ॥৩৯২
গঙ্গাদাস বিচার করয়ে মান মনে ।
—ভোগের নির্বন্ধ কিবা হইব এখনে ?
গঙ্গাদাসে স্বপ্নচ্ছলে কহে শ্যামরায় ।
—যবে যে মিলিবে তাহা ভুঞ্জাবে আমায় ॥৩৯৪
ঈশ্বরীর আগ স্বপ্নকথা নিবেদিল ।
শুনি মহাযত্নে ভোগ নির্বন্ধ করিল ॥৩৯৫
সেবায় নিমগ্ন হৈল বড়ু গঙ্গাদাস ।
হইল সবার ইথে পরম উল্লাস ॥৩৯৬
গোবিন্দাদি সহ রামচন্দ্র নরোত্তম ।
শ্রীঈশ্বরীচরিত্রে বিহ্বল অনুক্ষন ॥৩৯৭
সবাসহ ঈশ্বরী বুধরি গ্রাম হৈতে ।
চলিলেন একচক্রা শ্রীরাঢ়দেশেতে ॥৩৯৮
দূর হৈতে একচক্রা গ্রাম নিরখিয়া ।
শ্রীজাহ্নবা ইশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া ॥৩৯৯
কৃষ্ণদাস সরখেল, গৌরাঙ্গসুন্দর ।
মাধব আচার্য বলরাম, মহীধর ॥৪০০
মুরারী, চৈতন্য, কৃষ্ণদাস বিপ্রবর ।
নৃসিংহচৈতন্য শ্রীকানাই দামোদর ॥৪০১
রঘুপতি বৈদ্য উপাধ্যায় মনোহর ।
শ্রীপরমেশ্বরী দাস গুনের সাগর ॥৪০২
শ্রীনকড়িদাস শ্রীমুকুন্দাদি সকলে ।
একচক্রা দেখিয়া ভাসয়ে নেত্রজলে ॥০০৩
নরোত্তম রামচন্দ্র শ্রীগোবিন্দাদয় ।
হইলেন যৈছে তাহা কহিলে না হয় ॥৪০৪
একচক্রা পথপানে করয়ে গমন ।
পথপ্রান্তে শোভে অশ্বথাদি বৃক্ষগন ॥৪০৫
অত্যন্ত নিবিড় ছায়া স্থান সুনির্মল ।
সদা মন্দ বায়ু, বহে সুগন্ধি শীতল ॥৪০৬
সবা সহ শ্রীইশ্বরী সে স্থানে যাইতে ।
অকস্মাৎ মহানন্দোদয় হৈল চিতে ॥৪০৭
কেহ কিছু কহে কারু স্থির নহে মন ।
একচক্রাপথে দেখে বিপ্র একজন ॥৪০৮

পূর্ব্ব সোঙরিয়া তেঁহ ব্যাকুল হিয়ায়।
নিতাইর বিলাস স্থান দেখিয়া বেড়ায় ॥৪০৯
অতিবৃদ্ধ করেতে লগুড় মন্দগতি।
বৃক্ষতলে আসিয়া চাহেন সবা প্রতি ॥৪১০
দেখিয়া বৈষ্ণবগনে মনে বিচারয়।
—কোথা হৈতে অকস্মাৎ হইল বিজয় ?৪১১
জুড়াইল নেত্র এ সবারে নিরখিয়া।
ঐছে মনে করি দেখে কিছু না কহিয়া ॥৪১২
দেখি বৃদ্ধ বিপ্রে প্রণমিয়া বিজ্ঞগণ।
যত্নপূর্ব দিলা শীঘ্র বসিতে আসন ॥৪১৩
দেখিয়া বিপ্রের অতি অলৌকিক রীতি।
সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসেন বিপ্র প্রতি ॥৪১৪
—শুনিলাম একচক্রাগ্রাম সুবিস্তার।
ইথে যে দেখিয়ে ভগ্ন কি হেতু ইহার !৪১৫
শুনি বিপ্ররাজ সুমধুর বাক্যে কয়।
শুনিয়াছ যাহা তাহা কভু মিথ্যা নয় ৪১৬
একচক্রাগ্রাম—নাম বহুকাল হৈতে।
বনবাসে পাণ্ডবাদি ছিলেন এথাতে ॥৪১৭
এ প্রদেশে ছিল দুষ্ট রাক্ষস অসুর।
সে সভে পাণ্ডব পাঠাইল যমপুর ॥৪১৮
কহয়ে প্রাচীন—এ পরম পুর্ণ স্থান॥
এ গ্রামেতে অনেক দেবের অধিষ্ঠান।৪১৯
এক চক্রেশ্বর শিব পার্বতী সহিত।
নদী তীরস্থ প্রভাবাতি দেবাদিপুজিত ॥৪২০
শেষ গণেশাদি মূর্তি ছিলা নদীকুলে।
কলি প্রভাবেতে গোপ্য হৈলা সে সকলে ॥৪২১
এই নদীধারা ছিল পূর্ব্বে বিস্তারিত।
দুই পাশে নানা লতা বৃক্ষ সুশোভিত ॥৪২২
নানা পুষ্পে ভ্রমর গুঞ্জয়ে অনিবার।
ভ্রমে নানা পক্ষী তাহে—ধ্বনি চমৎকার ॥৪২৩

অহিংসক না না পশু বনেতে ভ্রময়।
দেখি বনশোভা কার উল্লাস না হয় ॥৪২৪
কেবা বসাইল গ্রাম, আশ্চর্য বসতি।
পৃথক্ পৃথক্ চতুর্বর্ণগনস্থিতি ॥৪২৫
একাচক্রা গ্রামেতে লোকের সংখ্যা নাই।
প্রতিদিন পরম উৎসব ঠাঁই ঠাঁই ॥৪২৬
সকলে ধনাঢ্য পুণ্যকর্মে মহা প্রীত।
বিপ্রের কা কথা ? অন্য বর্ণে ও পণ্ডিত ॥৪২৭
স্থানে স্থানে নানা শাস্ত্রচর্চা অনুক্ষন।
সে সব শুনিতে কার না জুড়ায় মন ?৪২৮
যে যে স্থানে যে রূপে প্রকটে ঈশ্বর।
যে সব প্রসঙ্গে উল্লসিত পরস্পর ॥৪২৯
সবামধ্যে এক জ্যোতিষজ্ঞ শিরোমনি।
কহয়ে সবার প্রতি সুমধুর বাণী ॥৪৩০
—অযোধ্যা মথুরা আদি ধামেতে ঈশ্বর।
বিলসয়ে—এবে নহে প্রপঞ্চগোচর ॥৪৩১
এই একাচক্রা হয় ইশ্বরের ধাম।
এথা শীঘ্র প্রকটিব প্রভু বলরাম ॥৪৩২
দেখিবেক সবে—হবে বিদিত জগতে।
মোর অল্প আয়ু, মুই না পাব দেখিতে।৪৩৩
একচক্রা মহিমা কহিতে সাধ্য কার ?
এত কহি কিছু না কহিল পুনর্বার ॥৪৩৪
ওহে বাপু! সব তাঁর সুসত্য বচন
করিল পরীক্ষা মহা মহা বিজ্ঞগন ॥৪৩৫
জন্মিব ঈশ্বর শীঘ্র এ বাক্যে সবার।
নিরুপম আনন্দ বাঢ়য়ে অনিবার ॥৪৩৬
কহিতে না পারি আর শুনিলাম যাহা।
যৈছে গ্রাম ভগ্ন—যে দেখিনু কহি তাহা ॥৪৩৭
এই গ্রামে ছিলা এক বিপ্র পুণ্যবান।
ওঝা খ্যাতি জানি মনে নাই তাঁর নাম ॥৪৩৮

অতি সর্ববস্ত ওঝা প্রবীণ সর্ব্বাংশে।
বর্ত্তমানে স্নেহ তাঁর অশেষ বিশেষে ॥৪৩৯
পূর্ব্বঋষি প্রায় সে সকল ক্রিয়া তাঁর।
বিপ্রের লক্ষণ যত তাহাতে প্রচার ॥৪৪০
যদ্যপি সুন্দরামল বন্দিঘটি গাঁই।
তথাপি বেষ্টিত শ্রেষ্ঠ পূজ্য সর্ব ঠাঁই ॥৪৪১
অতি অল্প বয়সে মু দেখিনু তাঁহারে।
শুনিনু চরিত্র তাঁর বিজ্ঞলোকদ্বারে ॥৪৪২
পরম সুশীলা সেই ওঝার বনিতা।
পুত্রবতী হইয়া ও হইলা দুঃখিতা ॥৪৪৩
জন্মিল যে পুত্র তাহে কেহ না রহিল।
শেষে এক পুত্র শুভক্ষণেতে জন্মিল ॥৪৪৪
দেখি পুত্রে ওঝা হর্ষ বিষাদ অন্তরে।
পুত্রে সমর্পন কৈল পার্ব্বতী শঙ্করে ॥৪৪৫
ওঝা নিজ পত্নীসহ বিচার করিয়া।
পুত্র নাম থুইল হাড়ো খেদযুক্ত হইয়া ॥৪৪৬
অন্তে অন্য নাম রাখিল হর্ষচিত্তে।
কেনা না আইসে হেন বালক দেখিতে ॥৪৪৭
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র অতি রূপবান্।
দেখি পত্নীসহ ওঝা জুড়ায় নয়ান ॥৪৪৮
অন্ন প্রাশনাদি ক্রমে কৈল যথোচিত।
পুত্রের চেষ্টায় ওঝা সদা উল্লসিত ॥৪৪৯
হইল বিবাহযোগ্য দেখিয়া পুত্রেরে।
দিলেন বিবাহ এই গ্রামে অল্পদূরে ॥৪৫০
যৈছে পুত্র তৈছে পুত্রবধূ পদ্মাবতী।
বিবাহ সময়ে হইল সর্ব্বত্র সুখ্যাতি ॥৪৫১
ওঝা ভার্যাসহ হর্ষপুণ্য উপার্জনে ॥৪৫২
হইল দোঁহার পরলোক কিছুদিনে ॥৪৫২
পিতামাতা বিনা হাড়ো ব্যাকুল হিয়ায়।
কৈল অর্থব্যায় বহু দোঁহার ক্রিয়ায় ॥৪৫৩

সর্বশাস্ত্রে হাড়ো ওঝা হইলা পণ্ডিত।
হাড়াই পণ্ডিত নাম হইল বিদিত ॥৪৫৪
অনন্য বৈষ্ণব বিষ্ণুভক্তিতত্ত্ব জ্ঞাতা।
পরম বৈষ্ণবী তাঁর পত্নী পতিব্রতা ॥৪৫৫
সে দোঁহার চরিত্র কহিতে সাধ্য নয়।
জগতের মাতা পিতা হেন জ্ঞান হয় ॥৪৫৬
প্রশংসে সকলে দেখি অতি শুদ্ধাচার।
অতি প্রীত বিষ্ণু আরাধনায় দোঁহার ॥৪৫৭
বিষ্ণু অনুগ্রহে হৈল অপূর্ব সন্তান।
সর্ব জ্যেষ্ঠ যেঁহ তম্মাদিক কহি তান ॥৩৫৮
শ্রীপদ্মাবতীর গর্ভ সঞ্চার হইতে।
হৈল মহানন্দলাভ হাড়াই পণ্ডিতে ॥৪৫৯
ধন্য ধন্য হাড়াই পণ্ডিত বিপ্রবর।
ধন্য পদ্মাবতী ধন্য তাঁর উদর ॥৪৬০
মহাশুভক্ষণে পদ্মাবতী গর্ভ হৈতে।
জন্মিল বালক—তার তুলনা কি দিতে ॥৪৬১
পুণ্যবতীগণ সে বালক নিরখিয়া।
করে আশীর্বাদ অতি বিহ্বল হইয়া ॥৪৬২
কেহ কহে—এ যেন বালক কভু নয়।
হেম নবনীতের পুতলী বুঝি হয় ॥৪৬৩
কেহ কেহ এমন বালক নাহি দেখি।
দেখিতে ঘুচিল তাপ জুড়াইল আঁখি ॥৪৬৪
এরূপ নানা কথা কহে পরস্পরে।
লোক গতায়াত বহু পণ্ডিতের ঘরে ॥৪৬৫
পুত্রের কল্যাণে বিজ্ঞ হাড়াই পণ্ডিত।
কৈল অর্থদান বহু হইয়া উল্লাসিত ॥৪৬৬
পদ্মাবতী হাড়াইর পুত্রগত প্রাণ।
দিনে দিনে বাড়ে পুত্র চন্দ্রের সমান ॥৪৬৭
মাতার অত্যন্ত স্নেহ প্রশংসে সকলে।
ক্রোড় হৈতে পুত্রে না নামায় ভূমিতলে ॥৪৬৮

নামকরণাদিকালে হৈল মহানন্দ।
কেহ কহে—রাম, কেহ কহে—নিত্যানন্দ।
কেহ কুন নাম কহে উল্লাস অন্তরে॥
অন্নপ্রাশনের সুখ কে কহিতে পারে ৪৭০
হামাগুড়ি অঙ্গনে বেড়ান যেইকালে।
আইস নিতাই!—বলি সবে করে কোলে॥৪৭১
কোলে চড়ি হাসে—মুখশোভা মনোহর।
দুগ্ধবিন্দু প্রায় দুই দশন সুন্দর॥৪৭২
কোলে হৈতে ছাড়িতে নারয়ে কুন জন।
নিত্যানন্দ হৈলা যেন সবার জীবন॥৪৭৩
জননী যতনে যবে আসনে বসায়।
না বৈসে আসনে ধুলা বিনু নাহি ভায়॥৪৭৪
একদিন গৃহে মুই মহাদুঃখ পাই।
পণ্ডিতের বাড়ী গেনু দেখিতে নিতাই॥৪৭৫
ধুলায় ধুসর অঙ্গ শোভা সুমধুর।
বারেক দেখিতে সব দুঃখ গেল দূর॥৪৭৬
আইস বাপু!—বলিতেই কোলে সামাইলা।
না জানি কি আনন্দ সমুদ্রে ডুবাইলা॥৪৭৭
হাসিয়া পিতার কোলে গেলেন নিতাই।
পিতার যে স্নেহ তা কহিতে সাধ্য নাই॥৪৭৮
যদি কোন কার্যে যান যাইতে না পারে।
উলটিয়া পুত্রমুখ দেখে বারে বারে॥৪৭৯
কভু যজমানগৃহে গিয়া আসি ঘরে॥
কোথা নিত্যানন্দ—বলি চৌদিকে নেহারে॥৪৮০
ধাইয়া পিতার কোলে চড়িয়ে নিতাই।
হারা হেন প্রাণ যেন পায়েন হাড়াই॥৪৮১
তিলার্ধ নেত্রের আড় না পারে করিতে।
তাতোধিক মাতা স্নেহ কে পারে কহিতে?৪৮২
পুত্রের সৌন্দর্য লাগি হরিদ্রা মাথায়।
হরিদ্রা মলিন হয় সে অঙ্গচ্ছটায়॥ ৪৮৩

মাথায়েন স্নিগ্ধ হেতু তৈল সুগন্ধিত।
সহজে সুগন্ধ স্নিগ্ধ দেহ সুললিত॥ ৪৮৪
করাইতে স্নান স্নেহে হয়েন বিহ্বলা।
লঘু লঘু পোঁছে অঙ্গ লৈয়া পানিতোলা॥ ৪৮৫
রক্তপ্রান্ত নীল পট্টধড়া পরাইয়া।
পুত্র প্রতি কহে—খেল গৃহেতে বসিয়া॥ ৪৮৬
হাসিয়া মায়ের প্রতি কহেন নিতাই।
—খেলাবার সঙ্গী বিনা কিরূপে খেলাই॥ ৪৮৭
সেই দিন হৈতে সমবয় শিশুগণ।
আইসে যতেক তাহা কে করু গণন॥ ৪৮৮
সে সকলে দেখিয়া পরম উল্লসিত।
হৈল হেন যেন কত কালের পীরিত॥ ৪৮৯
করিলেন খেলায় আরম্ভ নিত্যানন্দ।
পরম সুবুদ্ধি চাঞ্চল্যের নাহি গন্ধ॥ ৪৯০
কৌমার বয়সে হৈল পৌগণ্ড প্রবেশ।
দিনে দিনে বাড়ে খেলা অশেষ বিশেষ॥ ৪৯১
শতাধিক বর্ষ হৈল বয়স আমার।
না দেখি না শুনি ঐছে খেলা চমৎকার॥ ৪৯২
যে যে অবতারে শ্রীকৃষ্ণের যে যে লীলা।
তাহা বিনা নিতাইচান্দের নাই খেলা॥ ৪৯৩
যে খেলা খেলিব তার পূর্বে শিশুগণে।
তদনুকরণ শিখায়েন জনে জনে॥ ৪৯৪
এই নদীতীরে দেখে স্থান মনোহর।
এখানে খেলেন পদ্মাবতীর কুঙর॥ ৪৯৫
যৈছে দেবতার আরাধনায় সত্বরে।
জন্মিলেন বাসুদেব বসুদেব ঘরে॥ ৪৯৬
বাসুদেব লৈয়া বসুদেব কংসভয়ে।
নন্দালয়ে গেলা যৈছে এ খেলা খেলয়ে॥ ৪৯৭
কৃষ্ণজন্ম উৎসব যেরূপ নন্দঘরে।
যশোদা যেরূপ স্নেহে আপনা পাসরে॥ ৪৯৮

যৈছে কৃষ্ণ দুগ্ধপানে পূতনা বধিলা।
শয়নে থাকিয়া যৈছে শকট ভাঙ্গিলা ॥৪৯৯
তৃণাবর্ত্ত বধ যৈছে কৈল ভগবান।
খেলায় সে খেলা—দেখি জুড়ায় পরান ॥৫০০
ধান্য দিয়া ফল কৃষ্ণ কিনে কুতূহলে।
যশোদা বন্ধন যৈছে কৈর উদূখলে ॥৫০১
যৈছে ভাঙ্গে যমল অর্জুন বৃক্ষদ্বয়।
সে খেলা দেখিতে কার না জন্মে বিস্ময় ॥৫০২
নানা বেশ ধরিয়া প্রবল শিশু মেলে।
খেলয়ে কৃষ্ণের যত চাঞ্চল্য গোকুলে ॥৫০২
বক, অঘ হয় শিশু—কৃষ্ণরূপ ধরি।
সে সকলে বধেন কৌতুকে যুদ্ধ করি।৫ ৪
গড়ি ভয়ঙ্কর সর্প লৈয়া যায় জলে।
সে অদ্ভুত কালীয়দমন খেলা খেলে ॥৫০৫
বন্ধু খেলে—কৃষ্ণ যৈছে ধেনুক বধিলা।
বন্ধু গোষ্ঠে খেলয়ে প্রলম্ববধ লীলা ॥৫০৬
বৃষাসুরে বধ কৃষ্ণ করে যে প্রকারে।
যৈছে তীর্থ আকর্ষন করি স্নান করে ॥৫০৭
যৈছে কৃষ্ণ সখাসহ করে গোচারণ।
ধেনুগন লৈয়া যৈছে গৃহেতে গমন ॥৫০৮
যৈছে গোবর্ধন ধরি ব্রজ রক্ষা করে।
যৈছে গোপিকার পরিধেয় বস্ত্র হরে ॥৫০৯
যৈছে যজ্ঞপত্নীগনাদির ব্যবহার।
সে সকল খেলে পদ্মাবতীর কুমার ॥৫১০
যৈছে কংসাদেশে ব্রজে অক্রুর আসিয়া।
মথুরায় রামকৃষ্ণে যৈছে যায় লৈয়া ॥৫১১
শকট চাপিয়া যৈছে যায় গোপগণ।
সে খেলা দেখিতে ধৈর্য ধরে কে এমন ?৫১২
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে যৈছে কান্দে গোপীগণ।
কহিতে কি—তৈছে নিত্যানন্দের ক্রন্দন ॥৫১৩
মথুরা ভ্রমন খেলা খেলে শিশুসঙ্গে।
মালাকার স্থানে মালা পড়ে মহারঙ্গে ॥৫১৪
কুব্জাবেশে গন্ধ কেহ পরান পরিয়া।
ধনুকভঞ্জন খেলা খেলয়ে গর্জিয়া ॥৫১৫
কুবলয় চানুর, মুষ্টিক বধ করি।
মঞ্চ হৈতে কংসে ভূমে পাড়ে চুল ধরি ॥৫১৬
কৃষ্ণ কংস মাতুলে বধিলা যেন মতে।
খেলে সেই খেলা—লোক বিস্ময় দেখিতে ॥৫১৭
যথা যে যে লীলা সে সে স্থান বিচরয়ে।
খেলায় সে লীলা স্থান প্রত্যক্ষ করয়ে ॥৫১৮
জন্ম হৈতে শ্রীরামচন্দ্রের যে যে লীলা।
শিশুগনে সাজাইয়া খেলে সেই খেলা ॥৫১৯
বাল্মীকি রচিলা যেই গ্রন্থ রামায়ন।
সে সব প্রত্যক্ষ করে পদ্মার নন্দন ॥৫২০
ধরিয়া বামনবেশ বলিরে ছলয়।
নৃসিংহবেশেতে হিরণ্যকশিপু বধয় ॥৫২১
প্রহ্লাদের প্রায় স্তুতি করে কুন জন।
নৃসিংহের বাৎসল্যে খেলায় মনোরম ॥৫২২
ভক্তে সুখ দিতে ঈশ্বরের যে বিহার।
সে সকল খেলে পদ্মাবতীর কুমার ॥৫২৩
যখন যে দিকে নিত্যানন্দ চলি যায়।
সেই দিগে সে সঙ্গে সকল শিশু ধায় ॥৫২৪
একচক্রাবাসী লোক আনন্দ অন্তরে।
নিজ নিজ শিশুগনে বারন না করে ॥৫২৫
বিবিধ ভূষনে শিশুগণে সাজাইয়া।
সবে কহে　নিত্যানন্দসঙ্গে খেল গিয়া ॥৫২৬
শিশুসহ খেলারসে বিহ্বল নিতাই।
যে অদ্ভুত খেলা তা কহিতে অন্ত নাই ॥৫২৭
কি আনন্দ তাঁর যজ্ঞোপবীত্র সময়।
যে শোভা দেখিনু তা কহিল না হয় ॥৫২৮

পৌগণ্ড বয়সে কিবা কৈশোর প্রবেশ।
দেখি সে শোভা না কারু রহে ধৈর্য্যলেশ ॥৫২৯
অল্প দিবসেই কৈল বিদ্যা উপার্জ্জন।
ব্যাকরন আদি শাস্ত্রে হৈলা বিচক্ষন ॥৫৩০
নিতাইর বয়স হৈল দ্বাদশ বৎসর।
ষোড়শ বর্ষের প্রায় দেখিতে সুন্দর ॥৫৩১
বন্ধুগনে জানাইয়া হাড়াই পণ্ডিত।
পুত্রের বিবাহ দিতে হৈলা উৎকণ্ঠিত ॥৫৩২
একচক্রাবাসী যত ব্রাহ্মন সজ্জন।
বিবাহ প্রসঙ্গে হর্ষ হৈলা সর্ব্বজন ॥৫৩৩
কন্যা স্থির কৈল কুন কুন বিপ্রঘরে।
মনকলা খায় কেহ স্পষ্ট নাহি করে ॥৫৩৪
হৈল এই আনন্দ প্রসঙ্গ স্থানে স্থানে।
বিধি যে দিবেক দুঃখ কেবা তাহা জানে ?৫৩৫
কোথা হৈতে আইলা এক সন্ন্যাসী গোসাঞী।
সর্বাংশে সুন্দর তাঁর দয়ামাত্র নাই ॥৫৩৬
হাড়াই পণ্ডিত তাঁরে ভিক্ষা করাইলা।
কৃষ্ণকথা রসে তেঁহ রাত্রি গোঙাইলা ॥৫৩৭
গমনকালে নিত্যানন্দে নিলেন মাগিয়া।
দিলেন হাড়াই পুত্রে পূর্ব্ব বিচারিয়া ॥৫৩৮
নিত্যানন্দে লৈয়া ন্যাসী চলিলা ত্বরিতে।
হাড়াই মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়িলা ভূমিতে ॥৫৩৯
প্রানহীন প্রায় ভূমে পড়ে পদ্মাবতী।
হৈল যে দোঁহার দশা কহি কি শকতি ॥৫৪০
কি নারী, পুরুষ যত এ একচক্রায়।
এ কথা শ্রবন মাত্রে হৈল মৃতপ্রায় ॥৫৪১
সঙ্গী শিশুগন কহে—মো সবে ছাড়িয়া।
কোথা গেলা—বলি কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥৫৪২
এই একচক্রাগ্রাম হৈল শূন্যপ্রায়।
যেখানে সেখানে লোক করে হায় হায় ॥৫৪৩

হৈল লোকভিড় হাড়ো পণ্ডিতের ঘরে।
করায় চেতন দোঁহে অনেক প্রকারে ॥৫৪৪
হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতী দুইজন।
—কোথা নিত্যানন্দ?—বলি করয়ে ক্রন্দন ॥৫৪৫
দোঁহার বিলাপ যে শুনিল সেই জানে।
গলয়ে পাষাণ কান্দে পশুপক্ষীগনে ॥৫৪৬
নিতাইর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কহেন কাঁদিয়া।
—মোরে কেনে সন্ন্যাসী না গেলেন লইয়া ॥৫৪৭
এত কহি অঙ্গ আছাড়িয়া ভূমে পড়ে।
ঈশ্বর ইচ্ছায় প্রাণ রহিল সে ধড়ে ॥৫৪৮
কুন বিপ্র কান্দিয়া কহয়ে—ওহে ভাই !
কহ কুন পথে গেলা সন্ন্যাসী গোসাঞী ॥৫৪৯
নিত্যানন্দ রন্ধনাদি ক্রিয়া কিবা জানে ?
মোর পুত্র পটু সর্ব্বকার্য সমাধানে ॥৫৫০
ধরি তাঁর পায় নিত্যানন্দে মাগি নিব।
করিয়া প্রসন্ন মোর পুত্রে তাঁরে দিব ॥৫৫১
এত কহি সন্ন্যাসীরে করে অন্বেষন।
কোথা ও না পায় খোঁজ—ভাবে মনে মন ॥৫৫২
একচক্রাগ্রামবাসী শাস্ত্রজ্ঞ সকলে।
পরস্পর কহে কত বসিয়া বিরলে ॥৫৫৩
কেহ কহে —জ্যোতিষজ্ঞ পূর্বে যে কহিল।
তাহার বচন সব প্রত্যক্ষ হইল ॥৫৫৪
দুর্দৈব দোষেতে মোরা নারিনু চিনিতে।
জন্মিলেন বলরাম হাড়াইর গৃহেতে ॥৫৫৫
কেহ কহে—সত্য এই কভু মিথ্যা নয়।
জন্মকালে হৈল মহামঙ্গল উদয় ॥৫৫৬
ঘুচিল দুর্ভিক্ষ লোকপীড়া গেল দূর।
কৈল মেঘবৃষ্টি হৈল আনন্দ প্রচুর ॥৫৫৭
কেহ কহে—জন্মকালে দেখিনু নয়নে।
দেবে স্তুতি কৈল পুষ্প বর্ষিল গগনে ॥৫৫৮

দেবস্ত্রীগণের ভীড় হয় অনিবার।
এবে সে জানিনু পূর্ব্বে না করিনু বিচার ॥৫৫৯
কেহ কেহ—বলরাম বিনা কি এ হয় ?
জন্মমাত্রে সকলের চিত্ত আকর্ষয় ৫৬০
মনুষ্যে সম্ভব কি এরূপ সৌন্দর্যতা
শিশু সময়েতে কি অদ্ভুত সৌজন্যতা ॥৫৬১
কেহ কহে শিশুকালে এ আশ্চর্য খেলা।
ঈশ্বর সে জানে ঈশ্বরের যত লীলা ॥৫৬২
এক দিবসের খেলা দেখিনু নয়ানে।
ধরিল সন্ন্যাসীবেশ নিতাই আপনে ॥৫৬৩
কিবা দণ্ড কমণ্ডলু করে সুশোভয়।
পরিধেয় অরুণ বসন তেজময় ॥৫৬৪
শিশুগণ অপূর্ব্ব বৈষ্ণব বেশ ধরে।
তিলক মালায় অঙ্গ ঝলমল করে ॥৫৬৫
সন্ন্যাসীরে মধ্যে করি করয়ে কীর্তন।
নাচয়ে সন্ন্যাসী ভঙ্গি ভুবন মোহন ॥৫৬৬
বুঝি প্রভু সন্ন্যাস করিব এ কলিতে।
তাহা ব্যক্ত কৈল এই খেলা কৌতুকেতে ॥৫৬৭
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু ভগবান্।
হবেন সন্ন্যাস—আছে শাস্ত্রেতে প্রমান ॥৫৬৮
খেলা দেখি মনে কৈল প্রকৃত এ নয়।
ব্যক্ত না করিল লোক উপহাস ভয় ॥৫৬৯
কেহ কহে—কৃষ্ণ ভিন্না রোহিণী কুমার।
সেই এই নিত্যানন্দ—ইথে কি বিচার ॥৫৭০
কৃপা করি সে যদি জানায় তবে জানি।
নহিলে তাহার মায়াবশ এই প্রানী ॥৫৭১
কেহ কহে—পাইয়াও না পাইল মোরা।
হইয়া মায়ার বশ হৈনু রত্নহারা ॥৫৭২
তার রূপ গুনেতে বঞ্চিতা মো সবারে।
অকস্মাৎ সন্ন্যাসী লইয়া গেল তারে ৫৭৩

কেহ কহে—সন্ন্যাসী কেবল ছল তাঁর।
ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝে ঐছে শক্তি কার ॥৫৭৪
বলরাম কৈলা পূর্বে তীর্থ পর্যটন।
তাহাই করিব এবে—লয় মোর মন ॥৫৭৫
কেহ কহে—ঐছে পিতামাতায় ছাড়িয়া।
কৈল অনুচিত, কৈছে গেলা বাহির হৈয়া ॥৫৭৬
কেহ কহে ঈশ্বরের কে বুঝে মরম ?
পূর্বাপর বুঝি ঐছে আছয়ে নিয়ম ॥ ৫৭৭
এইরূপ কত কথা কহিয়া কহিয়া।
করয়ে ক্রন্দন নিত্যানন্দে সোঙরিয়া ॥ ৫৭৮
হাড়াই পণ্ডিতে সবে যান প্রবোধিতে।
উঠয়ে ক্রন্দনরোল গৃহে প্রবেশিতে ॥ ৫৭৯
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত দুইজনে।
না করে আহার দেহ না যায় ধারণে ॥ ৫৮০
যদি কভু কিছু ভুঞ্জাইতে চায় কেউ।
ভুঞ্জিব কি?—উঠে দুঃখ সমুদ্রের ঢেউ ॥৫৮১
ঐছে তিন মাস নাই অন্নের গ্রহণ।
বিধিরে নিন্দয়ে কেনে আছয়ে জীবন ॥ ৫৮২
কোথা নিত্যানন্দ বলি ধূলায় লোটায়।
কি কহিতে কিবা কহে পাগলের প্রায় ॥ ৫৮৩
তিলার্ধেক হাড়াই পণ্ডিত স্থির নহে।
মনে যে উপজে তাহা ব্যক্ত করি কহে ॥ ৫৮৪
ক্ষণে কহে—নিত্যানন্দ ! হৈল অনেক ক্ষণ।
আইস কোলে করি মোর জুড়াউক জীবন ॥৫৮৫
ক্ষণে কহে—ওহে বাপ চড় গিয়া কোলে।
ঘাটে গিয়া স্নান করি সরোবর জলে ॥৫৮৬
ক্ষনে কহে মোর আগে চলহ হাঁটিয়া।
পাকিয়াছে ধান্যক্ষেত্র মাঠে দেখি গিয়া ॥ ৫৮৭
ক্ষণে কহে—চল বাপ হাটে শীঘ্র যাই।
যে ইচ্ছা তোমার তাহা কিনিব তথাই ॥৫৮৮

ক্ষণে কহে —জননী ডাকয়ে যাও ঘরে।
বুঝি—বিষ্ণু প্রসাদান্ন ভুঞ্জিবার তরে ৫৮৯
ক্ষণে কহে—মোর শিশুবর্গের সহিতে।
কারো শাস্ত্রচর্চা দেখি কেবা হারে জিতে ॥৫৯০
ক্ষণে নিজ ভার্য্যা প্রতি কহে ডাক দিয়া।
—আইলেন নিত্যানন্দ এই দেখ গিয়া ॥৫৯১
সন্ন্যাসী গোসাঞি বড় দয়ার সাগর
কৃপা করি নিত্যানন্দে পাঠাইলা ঘর ॥৫৯২
ক্ষণে কহে এ কি হইল আমার।
না দেখিয়ে নিত্যানন্দ দেখি অন্ধকার ॥৫৯৩
ঐছে কত কহে নহে ধৈর্য্যাবলম্বন।
পদ্মাবতীর চেষ্টা যৈছে কহে কুন জন ॥৫৯৪
ওহে বাপ! সব কি কহিব তো সবায়।
হৈল মহা অমঙ্গল এ একচক্রায় ॥৫৯৫
কেহ স্থির হৈতে নারে নিত্যানন্দ বিনে।
পিতামাতার আদি অপ্রকট দিনে দিনে ॥৫৯৬
হইয়া ব্যাকুল নিত্যানন্দ সঙ্গিগণ।
সর্ব্বত্যাগি গেলেন করিতে তীর্থাটন ॥৫৯৭
কেহ কুনরূপে স্থির হইতে না পারে।
কেবা কোথা যায় কেহ না কহে কাহারে ॥৫৯৮
এই নদীপারে এক যবন আছিলা।
নিজ নামে তেঁহ ঐ গ্রাম বসাইলা ॥৫৯৯
এথা হৈতে তথা কথো জন বাস কৈল।
কহিতে কি—ঐছে একচক্রা ভগ্ন হৈল ॥৬০০
মুই বিপ্রাধম এই কাথা জানে লৈয়া
আছি একচক্রা গ্রামে পুর্ব্ব সোঙরিয়া ॥৬০১
মনের উদ্বেগে ঘরে নারি স্থির হৈতে।
হইলু অথর্ব্ব অতি না পারি চলিতে ॥ ৬০২
তথাপিহ ধায় মন দেখিবারে স্থান!
যথা যথা খেলা কৈলা নিত্যানন্দ রাম ॥৬০৩
এই যে অশ্বথ বট ছায়া অতিশয়।
এথা শিশুসহ নিত্যানন্দ বিলসয় ॥৬০৪
ভক্ষ্যদ্রব্য লৈয়া বসি মণ্ডলীবন্ধনে।
করিত ভক্ষণ মুই দেখিলু নয়নে ॥৬০৫
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরিয়া যায়।
দুঃখ ভুলাইতে বিধি রাখিল আমায় ॥৬০৬
মনে ছিল—যদি বিধি রাখিল আমারে।
অবশ্য দিবেন সুখ কিছুদিন পরে ॥৬০৭
জন্মভূমি সোঙরিয়া নিতাই আমার।
একচক্রা আসিবে দেখিবে পূনর্ব্বার ॥৬০৮
মোর দুর্দৈবেতে তেঁহ নির্দয় হইল।
হেন একচক্র গ্রামে পুনঃ না আইল ॥৬০৯
হইলু নিরাশ এবে—আশা নাই আর॥
বিধাতার প্রতি এ প্রার্থনা বার বার ॥৬১০
এ জন্মে বঞ্চিত যদি পুন জন্ম পাই।
তবে নিত্যানন্দে যেন দেখিয়ে এথাই ॥৬১১
মরি যেন নিতাই চাঁদের নাম লৈয়া।
এত কহি বিপ্রের বিদরী যায় হিয়া ॥৬১২
পুনঃ কহে—কোথা প্রান নিতাই আমার।
দেখি মোর দশা দেখা দেও একবার ॥৬১৩
এত কহিয়াই বিপ্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
শুনি সে কান্দনা দারু পাষাণ বিদরে ॥৬১৪
কি অদ্ভুত দশা প্রাপ্ত হইল সবার।
জাহ্নবা ঈশ্বরী নেত্রজলে ভাসি যায় ॥৬১৫
কৃষ্ণদাস পণ্ডিতাদি বিহ্বল সকলে।
হৈল মহী পঙ্ক সে সবার নেত্রজলে ॥৬১৬
কেহ কুন রূপ স্থির হইতে না পারে।
বিপ্রের চরণধূলি লয় বারে বারে ॥৬১৭
প্রভু ইচ্ছামতে সকলেই স্থির হৈলা।
বিপ্রে আগে করি একচক্রা প্রবেশিলা ॥৬১৮

বিপ্র কহে —পণ্ডিতের বাড়ী ঐ হয়।
এত কহি পুনঃ কিছু কহিতে নারয় ॥৬১৯
বাটী দেখাইয়া অতি কাতর অন্তরে।
কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র গেলা নিজ ঘরে ॥৬২০
বিপ্রদশা দেখি সবে ব্যাকুল হইলা।
হাড়াইপণ্ডিত গৃহে গমন করিলা ॥৬২১
যদ্যাপি ভবন শূন্য ভগ্ন অতিশয়।
তথাপিহ কার না চিত্ত আকর্ষয় ॥৬২২
নিত্যানন্দ লীলাস্থলী করিয়া দর্শন।
হৈল প্রেমাবিষ্ট যৈছে না হয় বর্ণন ॥৬২৩
সে দিবস ভগ্নভবনেতে বাস কৈলা।
শ্রীনামকীর্ত্তনে কথো রাত্রি গোঙাইলা ॥৬২৪
জাহ্নবা ঈশ্বরী নেত্রে নিদ্রা না স্পর্শয়।
নিরলে বসিয়া মনে মনে বিচারয় ৬২৫
—না হৈল শ্বশুর শাশুরীর সন্দর্শন।
না স্পর্শিল শ্বশুরালয়ের সুখকন ॥৬২৬
এক বিচারিয়া আর কিছু বিচারিতে।
অকস্মাৎ হইল নিদ্রা প্রভুর ইচ্ছামতে ॥৬২৭
স্বপ্নচ্ছলে দেখে একচক্রার বসতি।
দিতে নাই উপমা—সর্বাংশে শোভা অতি ॥৬২৮
কিবা স্বপ্নপুরী বিশ্বকর্মার নির্মান।
ইন্দ্রালয় নহে পণ্ডিতালয় সমান ॥৬২৯
দাস দাসী অসংখ্য ঐশ্বর্য অতিশয়।
নিরন্তর পরমমঙ্গল শোভাময় ॥৬৩০
দেবপূজ্য হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতী।
প্রাণাধিকা নিত্যানন্দ পুত্রে স্নেহ অতি ॥৬৩১
শ্রীবসু জাহ্নবা—পুত্রবধু দুইজনে।
নয়নসম্পুটেসদা রাখে—এই মনে ॥৬৩২
কত সাধে করে পুত্র বধুর পালন।
দেখি পুত্র বধু রীত জুড়ায় নয়ন ॥৬৩৩
জগতের পূজ্যা সূর্য্যদাসের দুহিতা।
শ্বশুর শাশুড়ী স্নেহে সদা উল্লাসিতা ॥৬৩৪
শ্রীজাহ্নবা এ কৌতুক মনে বিচারিতে।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ পুনঃ আকর্ষে নিদ্রাতে ॥৬৩৫
পুনঃ স্বপ্ন দেখে—একচক্রা নদীতীরে।
নানা পুষ্পকানন অপূর্ব শোভা করে ॥৬৩৬
পুঞ্জ পুঞ্জ ভ্রমরে গুঞ্জরে অনিবার।
নানা পক্ষী শব্দ করে অতি চমৎকার ॥৬৩৭
মন্দ মন্দ বহে সদা মলয়পবন।
বনশোভা মুনীন্দ্রগনের হরে মন ॥৬৩৮
তথা এক বৃক্ষ উচ্চ প্রফুল্লাতিশয়।
তার তলে দিব্য সিংহাসন রত্নময় ॥৬৩৯
সিংহাসন বেড়িয়া শোভয়ে দাসীগণ।
ঝলমল করে নানা বসন ভূষণ ॥৬৪০
ত লবুন্ত চামর চন্দন চুয়া আর।
সুবাসিত বারি নানা পুষ্প উপহার ॥৬৪১
তাম্বুল সম্পুট আদি লৈয়া সর্বজনে।
দেখে নিত্যানন্দ শোভা রত্নসিংহাসনে ॥৬৪২
নিত্যানন্দ শোভা কোটি কন্দর্প মোহন।
রূপের নিছনি—চম্পা, কেশর কাঞ্চন ॥৬৪৩
সদা চন্দ্রবদনে মধুর মৃদু হাসি।
উগারয়ে কি নব অমিয়া রাশি রাশি ॥৬৪৪
নেত্রের ভঙ্গিতে তরুনীর ধৈর্য হরে।
সর্বাঙ্গ উপমা নাই ভুবন ভিতরে ॥৬৪৫
শ্রীনিত্যানন্দের বাম দক্ষিন দিকেতে।
শ্রীবসু জাহবা শোভে কি উপমা দিতে?
রূপের ছটায় সে কানন আলো করে।
অঙ্গের সৌষ্ঠবে কোটি রতি মদ হরে ॥৬৪৭
শ্রীপদ্মবদনে কিবা হাসি মন্দ মন্দ।
নিরন্তর ঝুরে অদ্ভুত মকরন্দ ॥৬৪৮

কি মধুর ভঙ্গি দীর্ঘ চকোর নয়ান।
নিত্যানন্দ মুখচন্দ্রামৃত করে পান ॥৬৪৯
দেখি প্রেমময়ীত দাসী তাম্বুল লইয়া।
শ্রীবসু জাহ্নবা করে দেন হৃষ্ট হৈয়া ॥৬৫০
নিত্যানন্দ মুখে দোঁহে তাম্বুল যোগায়।
চর্বিত তাম্বুল প্রভু দোঁহারে ভুঞ্জায় ॥৬৫১
চুয়া চন্দনাদি দোঁহে দাসী যোগাইতে।
দোঁহার কৌতুক প্রাননাথে সমর্পিতে ॥৬৫২
কুন দাসী যোগায়েন নানা পুষ্পহার।
প্রিয়গনে দিতে বাড়ে কৌতুক দোঁহার
নিজাঙ্গ চন্দন চুয়া প্রিয়া সঙ্গে দিতে।
নিত্যানন্দ দোঁহে আলিঙ্গয়ে কৌতুকেতে ॥৬৫৪
আপন গলার মালা দুহু গলে দিয়া।
রহে সুভঙ্গিতে অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া ॥৬৫৫
দেখিতে পরম অদ্ভুত এ না রঙ্গ।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর হৈল নিদ্রাভঙ্গ ॥৫৫৬
স্বপ্নভঙ্গে দুঃখী হৈয়া ভাবে মনে মনে।
এখন কৌতুক না কভু না দেখি স্বপনে ॥৬৫৭
হইল প্রভাত নিশি উল্লাসে ঈশ্বরী।
কাহে কিছু কাহুকে না কহে স্পষ্ট করি ॥৬৫৮
একচক্রা ছাড়িয়া যাইতে প্রান কান্দে।
কয়রে যতন চিতে স্থির নাহি বাঁধে ॥৬৫৯
অকস্মাৎ কহে কেহ—সদা আছ এথা।
খড়দহে গিয়া শীঘ্র সাধ মনঃকথা ॥৬৬০
শুনি সবা সহ চলে একচক্রা হৈতে।
করিতে দর্শন লোক ধায় চারি ভিতে ॥৬৬১
সেই পথে এক মহা মদ্যপ ব্রাহ্মন।
মদিরা পানেতে মত্ত করয়ে নর্তন ॥৬৬২
ক্ষণে হাসে ক্ষনে কান্দে ভাসে নেত্রজলে।
ক্ষনে কম্প লম্ফ ক্ষনে পড়ে মহীতলে ॥৬৬৩
দেখিয়া তাহার চেষ্টা জাহ্নবা ঈশ্বরী।
নিজ সঙ্গীগণে জিজ্ঞাসয়ে ধীরি ধীরি ॥৬৬৪
—কহ কহ ইহো কেনে হইল এমন।
সবে কহে—এই মহা মদ্যপ ব্রাহ্মণ ॥৬৬৫
শুনি অনুগ্রহ করি কয়হে ঈশ্বরী।
—ঐছে প্রেমে মত্ত করু প্রভু গৌরহরি ॥৬৬৬
ইহা শুনি হরিবোল বোলে সর্বজন।
ধন্য ধন্য ধন্য এই মদ্যপ ব্রাহ্মণ ॥৬৬৭
ব্রাহ্মণের সৌভাগ্য কহিতে না পারি।
ঈশ্বরী কৃপায় হৈল ভক্তি অধিকারী ॥৬৬৮
ঐছে জীবে করিয়া অশেষ অনুগ্রহ।
মৌড়েশ্বর পথে চলিলেন সবা সহ ॥৬৬৯
মৌড়েশ্বরে কৈল গিয়া শিবের দর্শন।
যারে পুজিলেন পদ্মাবতীর নন্দন ॥৬৭০
কুণ্ডলী দমন যথা কৈল নিত্যানন্দ।
দেখিয়া সেই স্থান হৈল সবার আনন্দ ॥৬৭১
নিত্যানন্দ যে পথে গেলেন বক্রেশ্বরে।
লোকে সেই পথ দেখাইলা সকলেরে ॥৬৭২
ঈশ্বরী রাঢদেশ জানিয়া ত্বরিতে।
কণ্টকনগরে আইলা সবার সহিতে ॥৬৭৩
শ্রীযদুনন্দন মহা উল্লাসিত হৈয়া।
যাজিগ্রামে সমাচার দিল পাঠাইয়া ॥৬৭৪
শুনি গণসহ শ্রীনিবাস সেইক্ষণে।
কণ্টকনগরে আইলা মহাহর্ষ মনে ॥৬৭৫
শ্রীঈশ্বরী চরণ দর্শনে যে উল্লাস।
ভাগবতগণে দেখি যে সুখ প্রকাশ ॥৬৭৬
যে সকল প্রসঙ্গ হইল পরস্পরে।
সে সব কহিতে নারি বাহুল্যের ডরে ॥৬৭৭
শ্রীনিবাস নরোত্তম নিকটে আসিয়া।
কহিল শুনিল সব নির্জনে বসিয়া ॥৬৭৮

গোস্বামীগনের কথা গোবিন্দ কহিলা।
সে সব শুনিয়া অতি ব্যাকুল হইলা ॥৬৭৯
রামচন্দ্র গোপাল বিরুদাবলী দিল।
শ্রীনিবাসাচার্য লৈয়া মস্তকে ধরিল ॥৬৮০
হইল অনেক রাত্রি শয়ন করিলা।
স্বপ্নচ্ছলে গোস্বামী আচার্য্যে প্রবোধিলা ॥৬৮১
শ্রীঈশ্বরী আগে নিশি প্রভাত সময়ে।
নিজালয়ে লইতে প্রনামি নিবেদয়ে ॥৬৮২
শ্রীনিবাসাচার্যে অতি অনুগ্রহ করি।
সবা সহ যাজিগ্রামে গেলেন ঈশ্বরী ॥৬৮৩
শ্রীযাজিগ্রামের লোক আনন্দ হিয়ায়।
করিতে দর্শন সবে চতুর্দিকে ধায় ॥৬৮৪
শ্রীনিবাসাচার্য অতি উল্লাসিত চিতে।
শীঘ্র সমাচার পাঠাইলা শ্রীখণ্ডেতে ॥৬৮৫
নরোত্তম রামচন্দ্র আদি প্রিয়গনে।
করিলা নিযুক্ত সর্ব্বকার্য সমাধানে ॥৬৮৬
দেখি চেষ্টা সকল মহান্ত মোদভরে
না জানয়ে ভিন্ন যেন আইলা নিজ ঘরে ॥৬৮৭
সর্ব্ব মহান্ত বাসা হৈল রম্য স্থানে।
ঈশ্বরীর বাস। শ্রীনিবাস ভবনে ॥৬৮৮
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ভবনে প্রবেশিতে।
আচার্যের ভার্যা আইসে আগুসরি নিতে ॥৬৮৯
মহালজ্জাবতী গতি অতি সুললিত।
যেন নবনীত অঙ্গ বসনে আবৃত ॥৬৯০
মৃদুহাসি মিশা মুখপদ্ম সুনির্মল।
অতি সে সুচারু দীর্ঘ নয়নযুগল ॥৬৯১
ঝরয়ে আনন্দ অশ্রু ঈশ্বরী দর্শনে।
পুলক ব্যাপয়ে প্রণমিতে শ্রীচরণে ॥৬৯২
শ্রীঈশ্বরী কহি কিবা সুমধুর ভাষে।
তুলি লৈল কোলে কি অদ্ভুত স্নেহাবেশে ॥৬৯৩
আচার্য্যের ভার্যা বহু দৈন্য প্রকাশিতে।
বসাইলা দিব্যাসনে মন্দিরে লইয়া ॥৬৯৪
সুবাসিত জলে পাদ প্রক্ষালন কৈল।
বর্ণিতে না জানি যে আনন্দ উথলিল ॥৬৯৫
দেখি শ্রীনিবাসাচার্য ভার্যার সুরীত।
তিলে তিলে ঈশ্বরীর বাঢে মহাপ্রীত ॥৬৯৬
যাজি গ্রামে যে আনন্দ হইল রন্ধনে।
যে আনন্দ হৈল মহাপ্রসাদ সেবনে ॥ ৬৯৭
প্রত্যেক মহান্ত মনে হৈল যে আনন্দ।
তাহা বিস্তারিয়া কি বর্ণিব মুই মন্দ ? ॥ ৬৯৮
পরস্পর যে কৌতুক কহিতে না পারি।
যাজিগ্রামবাসী লোক দেখে নেত্র ভরি ॥ ৬৯৯
সকল মহান্ত কৃষ্ণকথা আলাপনে।
বসিয়া আছেন অতিশয় রম্য স্থানে ॥ ৭০০
হেনকালে শ্রীখণ্ড হৈতে শ্রীরঘুনন্দন।
আইলেন—সঙ্গে মহাভাগবতগণ ॥ ৭০১
কি অপূর্ব মিলন হইল পরস্পরে।
দেখিতে সে প্রেমাবেশ কেবা ধৈর্য ধরে ? ৭০২
পরস্পর গৌড় ব্রজে সংবাদ কহিতে।
হইল ব্যাকুল, কেহ নারে স্থির হৈতে ॥ ৭০৩
ধৈর্যাবলম্বন করি শ্রীরঘুনন্দন।
জিজ্ঞাসিলা ঈশ্বরীর গমনাগমন ॥ ৭০৪
শ্রীপরমেশ্বরীদাস ধৈর্যাবলম্বিল।
আদ্যোপান্ত শ্রীরঘুনন্দনে নিবেদিল ॥ ৭০৫
শ্রীরঘুনন্দন হর্ষে মহান্তগণেরে।
নিবেদিল—প্রভাতে শ্রীখণ্ড যাইবারে ॥ ৭০৬
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আগে নিবেদিয়া।
শীঘ্র শ্রীখণ্ডে গেলা শ্রীনিবাসে কত কৈয়া ॥৭০৭
এথা সন্ধ্যা সময়েতে ভাগবতগণ।
করিলেন কতক্ষণ নাম সঙ্কীর্তন ॥ ৭০৮

ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীনিবাস হৈয়া হৃষ্ট।
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠে কৈল সুধা বৃষ্ট ॥৭০৯
হইলেন প্রেমানন্দে নিমগ্ন সকলে।
সবার তিতিল তনু নয়নের জলে ॥৭১০
শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হৈল সমাপন।
কতক্ষনে স্থির হইলেন সর্ব্বজন ॥৭১১
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি মনের উল্লাসে।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥৭১২
— রজনী প্রভাতে শ্রীখণ্ডে গমন করিব।
শ্রীখণ্ড হইতে খড়দহে ত্বরায় যাইব ॥৭১৩
অতি অল্পকাল এথা হৈল মোর স্থিতি।
হিয়া কি করয়ে না বুঝিয়ে বুদ্ধিগতি ॥৭১৪
শ্রীনিবাস কহে—এবে বিলম্ব না সহে;
প্রকাশিবে মূর্তি শীঘ্র গিয়া খড়দহে ॥৭১৫
শ্রীমতী রাধিকামূর্তি নির্মাণ হইলে।
হইবে সুস্থির বৃন্দাবন পাঠাইলে ॥৭১৬
শ্রীগোপীনাথের ইথে আগ্রহাতিশয়।
হইব নির্ম্মান অতি শীঘ্র—মনে লয় ॥৭১৭
শ্রীনিবাসবাক্যে হর্ষ হইয়া ঈশ্বরী।
পুনঃ শ্রীনিবাস প্রতি কহে ধীরি ধীরি ॥৭১৮
—খড়দহে গিয়া পাঠাইব সমাচার।
এবে কোথা স্থিতি হইবে তোমার ?৭১৯
শ্রীনিবাস কহে —এথা রহি দিন চারি।
নবদ্বীপে গমন করিব শীঘ্র করি ॥৭২০
প্রায় নবদ্বীপে গুপ্ত হইল সকলে।
প্রভুর ঈশান মাত্র আছেন একলে ॥৭২১
তাঁর সমিভ্যারী যে আছেন কতজন।
হইয়াছে তাঁ সভার সংশয় জীবন ॥৭২২
করিলা ঈশান আজ্ঞা আমারে যাইতে।
তথা গিয়া আসি যাব খেতুরী গ্রামেতে ॥৭২৩
কথোদিন রহি তথা বিষ্ণুপুর গিয়া।
রহিব এথাই তথা হইতে আসিয়া ॥৭২৪
ঐছে কত কহিতে অনেক রাত্রি হৈল।
প্রসাদ ভুঞ্জিয়া সবে শয়ন করিল ॥৭২৫
রজনী প্রভাতে শ্রীখণ্ডে চলিতে ঈশ্বরী।
আচার্যের ভার্যায় প্রবোধে যত্ন করি ॥৭২৬
দেখিয়া তাঁহার দশা ব্যাকুল হইয়া।
করি বহু অনুগ্রহ শ্রীখণ্ডে চলিলা ॥৭২৭
শ্রীখণ্ডনিবাসী লোক ধায় চারিভিতে।
শ্রীরঘুনন্দন আইসে আগুসরি নিতে ॥৭২৮
গণসহ গতি অতিশয় চমৎকার।
দূরে দেখি এক বিপ্র কহে বার বার ॥৭২৯
—ভাগ্যবন্ত নারায়নদাসের নন্দন।
মুকুন্দ, মাধব, নরহরি তিন জন ॥৭৩০
মুকুন্দের পুত্র রঘুনন্দন ঠাকুর।
ইহাঁর দর্শনে সব তাপ যায় দূর ॥৭৩১
কিবা ভক্তিরসেতে নিমগ্ন নিরন্তর।
ঐছে কত কহে সঙ্গে চলে বিপ্রবর ॥৭৩২
রঘুনন্দনের পুত্র নাম শ্রীকানাই।
অল্প বয়সে সৌন্দর্যের সীমা নাই ॥৭৩৩
শ্রীগৌরচন্দ্রের গুনে সদাই বিহ্বল।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ করে টলমল ॥৭৩৪
মহান্তগনের দেখি মনের উল্লাসে।
কি নাম কাঁহার—তাহা পিতায় জিজ্ঞাসে ॥৭৩৫
শ্রীরঘুনন্দন পুত্র সব জানাইয়া।
মিলিলা সবার আগে অতি হৃষ্ট হৈয়া ॥৭৩৬
ঠাকুর কানাইর নেত্র পূর্ণ অশ্রুজলে।
প্রণমিতে সবে তুলি লইলেন কোলে ॥৭৩৭
সর্ব মহান্তের অতি আনন্দ হৃদয়।
শ্রীঈশ্বরী করিলেন বাৎসল্যাতিশয় ॥৭৩৮

সবা সহ ঈশ্বরী পরমানন্দ মনে।
হইলেন উপনীত গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে ॥৭৩৯
গৌরাঙ্গ দর্শনে যে হইল প্রেমাবেশ।
একেমুখে কবি কি বর্ণিবে তার লেশ ?৭৪০
শ্রীমদনগোপালের করিলা দর্শন।
যারে লাড়ু খাওয়াইলা শ্রীরঘুনন্দন ॥৭৪১
কতক্ষন রহি সবে প্রভুর প্রাঙ্গনে।
গেলা প্রভু মন্দির নিকট বাসা স্থানে ॥৭৪২
যৈছে স্নান ভোজনাদি হইল সবার।
বিস্তারের ভয়ে তাহা নারি বর্ণিবার ॥৭৪৩
রাত্রিযোগে শ্রীসঙ্কীর্তনাদি যেন মতে।
কিছু বিস্তারিব নরোত্তম বিলাসেতে ॥৭৪৪
শ্রীঈশ্বরী খড়দহ করিতে গমন।
হইলা ব্যাকুল অতি শ্রীরঘুনন্দন ॥৭৪৫
বিদায় সময়ে যে কহিলা পরস্পরে।
সেসব শুনিতে কাষ্ঠ পাষান বিদরে ॥৭৪৬
শ্রীপরমেশ্বরী দাসে শ্রীরঘুনন্দন।
করিলেন অনেক সামগ্রী সমর্পন ॥৭৪৭
শ্রীঈশ্বরী শ্রীরঘুনন্দনাদি সকলে।
কহিল অনেক সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে ॥৭৪৮
কৃষ্ণদাস সরখেল আদি সবাসহ।
শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা খড়দহ ॥৭৪৯
শ্রীনিবাস আচার্যাদি শ্রীখণ্ডে রহিয়া।
পুন আইলা শ্রীঈশ্বরী গুণ সোঙরিয়া ॥৭৫০
শ্রীখণ্ড হৈতে শ্রীঈশ্বরী গিয়া নদীয়ায়।
দেখে—প্রভুপরিকরগণ শূন্যপ্রায় ॥৭৫১
শ্রীঈশান আদি যে ছিলেন কথোজন।
আগুসরি আইলা শুনি ঈশ্বরী গমন ॥ ৭৫২
সবাসহ ঈশ্বরীর দর্শন করিয়া।
পাইলেন প্রাণ যেন, জুড়াইল হিয়া। ৭৫৩

কৃষ্ণদাসাদি সহ ঈশ্বরী এ সবায়।
দেখি কি অদ্ভুত প্রেম উথলে হিয়ায় ॥ ৭৫৪
শ্রীবাস পণ্ডিতের ভবন প্রবেশিতে।
হইলেন যৈছে সবে—কে পারে কহিতে ॥ ৭৫৫
সে দিবস শ্রীবাসভবনে করি স্থিতি।
মনের উদ্বেগেতে গোঙায় দিবারাতি ॥ ৭৫৬
হৈল কিছু নিদ্রা নিশি অবশেষে কালে।
গণসহ প্রভু দেখা দিলা স্বপ্নছলে ॥ ৭৫৭
শ্রীগৌরচন্দ্রের কিবা সুমধুর বেশ।
শিরে শোহে চিকণ চাঁচর চারু কেশ ॥ ৭৫৮
বামে গদাধর নিত্যানন্দ দক্ষিণেতে।
সম্মুখে অদ্বৈত শ্রীনিবাসাদি সহিতে ॥ ৭৫৯
সঙ্কীর্তনারম্ভে শ্রীগৌরসুন্দর।
নাচে নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈত গদাধর ৭৬০
শ্রীবাস মুরারি বক্রেশ্বর হরিদাস।
নৃত্যে কি অদ্ভুত ভঙ্গি করয়ে প্রকাশ। ৭৬১
গোবিন্দ মাধব বাসু মুকুন্দাদি যত।
গীত বাদ্যে সকলে হইয়া উনমত। ৭৬২
নবদ্বীপপুরী মহা আনন্দে উথলে।
নাচে ব্রহ্মা শিব শেষ মনুষ্যের মেলে। ৭৬৩
করি জয়ধ্বনি লোক চতুর্দিগে ধায়।
সঙ্কীর্তনে নানাপুষ্প বর্ষে দেবতায় ॥ ৭৬৪
দেখিতেই নবদ্বীপ এ হেন মঙ্গল।
জাহ্নবা ঈশ্বরী দুঃখ ভুলিলা সকল ॥ ৭৬৫
নিদ্রাভঙ্গ হইতেই ব্যাকুল হইলা।
প্রভু ইচ্ছামতে ধৈর্যাবলম্বন কৈলা। ৭৬৬
নবদ্বীপধামে প্রণমিল বার বার।
স্বপ্নে যে দেখিল তাহা না কৈল প্রচার। ৭৬৭
শ্রীঈশানাদি সবে যত্নে প্রবোধিলা।
শ্রীনিবাস শীঘ্র আসিবেন—জানাইলা। ৭৬৮

ঐছে দুই দিবস রহিয়া নদীয়ায় ।
সবা সহ ঈশ্বরী গেলেন অম্বিকায় ॥ ৭৬৯
নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের করিলা দর্শন ।
হইলা বিহ্বল অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ৭৭০
একদিন অম্বিকায় রহি প্রেমাবেশে ।
যাত্রা কৈলা নিত্যানন্দ চৈতন্য আদেশে ॥ ৭৭১
খড়দহ গ্রামে শীঘ্র লোক পাঠাইল ।
ঈশ্বরী গমন ধ্বনি সর্বত্র হইল ॥ ৭৭২
গঙ্গাতীরবর্তী যত বৈষ্ণবের গন ।
আগুসরি লইতে আইলা সর্বজন ॥৭৭৩
ভাগ্যবন্ত বণিকের বাল, বৃদ্ধ যত ।
তা সবার যে আর্তি তা কে কহিবে কত ?৭৭৪
ঈশ্বরীদর্শনে সবে আপনা পাসরে ।
ঈশ্বরী গেলেন শীঘ্র উদ্ধারন ঘরে ॥৭৭৫
উদ্ধারন দত্তের বাটিতে স্থিতি কৈল ।
ঈশ্বরী দর্শনে বহুলোক ভিড় হৈল ॥৭৭৬
উদ্ধারণ দত্তের চরিত্র সোঙরিয়া ।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী ধরিতে নারে হিয়া ॥৭৭৭
নিত্যানন্দ প্রিয় উদ্ধারনের কথায় ।
যৈছে প্রভুগন চেষ্টা—কহনে না যায় ॥৭৭৮
উদ্ধারন ঘরে রহি নৌকায় চড়িল ।
সবে অনুগ্রহ করি খড়দহে গেলা ॥৭৭৯
খড়দহ আদি গ্রামবাসী লোকগন ।
পাইলা পরমানন্দ করিয়া দর্শন ॥৭৮০
অতি শুভক্ষনেই ভবনে প্রবেশিয়া ।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর উল্লসিত হিয়া ॥৭৮১
গঙ্গা বীরচন্দ্র অতি উল্লসিত মনে ।
প্রণমিলা শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী চরনে ॥৭৮২
গঙ্গা বীরচন্দ্র মুখ করি নিরীক্ষণ ।
স্নেহাবেশে ঈশ্বরীর সজল নয়ন ॥৭৮৩
ঈশ্বরীর যে বাৎসল্য না জানি কহিতে ।
না দেখিয়ে কোথাও উপমা ঐছে দিতে ॥৭৮৪
শ্রীবসুদেবীরে শ্রীজাহ্নবা প্রণমিতে ।
যে প্রেম প্রকাশ হৈল—কে পারে কহিতে ?৭৮৫
স্নেহাবেশে শ্রীবসু মঙ্গল জিজ্ঞাসিলা ।
শ্রীজাহ্নবা সংক্ষেপে সকল নিবেদিলা ॥৭৮৬
ঈশ্বরীর সঙ্গে যে যে মহান্তের গতি ।
তা সবার যে আনন্দ কহি কি শকতি ॥৭৮৭
নয়ন ভাস্করে শ্রীজাহ্নবা আজ্ঞা কৈলা ।
তেঁহ শ্রীরাধিকামূর্তি নির্মাণারম্ভিলা ॥৭৮৮
এ সব প্রসঙ্গ জানাইলু সংক্ষেপেতে ।
কুন ভাগ্যবান বিস্তারিব ভাল মতে ॥৭৮৯
এ সব শুনিতে যার বাঢ়ে দৃঢ় রতি ।
অনায়াসে মিলে তারে নির্মল ভকতি ॥৭৯০
শ্রীনিবাসার্য চরন চিন্তা করি ।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥৭৯১

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীঈশ্বরী জাহ্নবায়াঃ শ্রীবৃন্দাবন গমনাগমনাদিবর্ণনং নাম একাদশতরঙ্গঃ ॥১১

—

দ্বাদশ তরঙ্গ

জয় লক্ষ্মী-বিষ্ণুপ্রিয়া পতি গৌরচন্দ্র।
জয় বসু জাহ্নবার জীবন নিত্যানন্দ ॥ ১
জয় শ্রীসীতার নাথ অদ্বৈত ঈশ্বর।
জয় জয় শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর ॥ ২
জয় জয় দাস গদাধর নরহরি।
জয় বক্রেশ্বর জয় শ্রীগুপ্ত মুরারি ॥ ৩
জয় জগদীশ শ্রীস্বরূপ দামোদর।
জয় হরিদাস ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ॥ ৪
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রেমময়।
জয় বাসুদেব ঘোষ মুকুন্দ সঞ্জয় ॥ ৫
জয় রায় রামানন্দ সর্ব্ব গুণে আর্য।
জয় বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য ॥ ৬
জয় জগন্নাথমিশ্র বিদ্যাবাচস্পতি।
জয় শ্রীবিজয় বনমালী বিজ্ঞ অতি ॥ ৭
জয় কাশি মিশ্র শ্রীআচার্য গোপীনাথ।
জয় শ্রীমুকুন্দ রঘুনন্দনের তাত ॥ ৮
জয় শ্রীপণ্ডিত গদাধর ধনঞ্জয়।
জয় জয় শ্রীবংশীবদন দয়াময় ॥ ৯
জয় সনাতন রূপ রসিক শেখর।
জয় শ্রীগোপাল ভট্ট গুণের সাগর ॥ ১০
জয় শ্রীভূগর্ভ লোকনাথ দীনবন্ধু।
জয় রঘুনাথ রঘুনাথ কৃপাসিন্ধু ॥ ১১
জয় জয় শ্রীরাঘব প্রিয় শ্রীপ্রভুর।
জয় জয় শ্রীহৃদয়চৈতন্যঠাকুর ॥ ১২
জয় জয় শ্রীজীব শ্রীদাস বৃন্দাবন।
জয় কৃষ্ণদাস শ্রীগোপাল নারায়ণ ॥ ১৩
জয় জয় প্রভুগণ প্রিয় শ্রীনিবাস।
জয় প্রভু প্রেমময় নরোত্তম দাস ॥ ১৪
জয় জয় প্রভু প্রেমদাতা রামচন্দ্র।
জয় সর্ব বৈষ্ণবের প্রাণ শ্যামানন্দ ॥ ১৫
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ১৬
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী শ্রীখড়দহ গেলে।
কহিতে কি জানি যৈছে ব্যাকুল সকলে ॥ ১৭
যাজিগ্রামে শ্রীনিবাস আচার্যঠাকুর।
এ সব সংবাদ পাঠাইলা বিষ্ণুপুর ॥ ১৮
শ্রীদাস গোকুলানন্দ আদি শিষ্যগণে।
শাস্ত্রানুশীলন হেতু থুইলা যাজিগ্রামে ॥ ১৯
সকলের প্রতি কহে সুমধুর কথা।
নবদ্বীপ হইতে আসিব শীঘ্র এথা ॥ ২০
নৃপতি হাম্বির বনবিষ্ণুপুর হৈতে।
আসিব এথায় শীঘ্র লিখিনু পত্রীতে ॥ ২১
শ্রীআচার্য্য ঐছে কত কহি শিষ্যগণে।
যাজিগ্রাম হইতে যাত্রা কৈল শুভক্ষণে ॥ ২২
শ্রীখণ্ডেতে শ্রীরঘুনন্দন আগে গেলা।
নবদ্বীপ গমনপ্রসঙ্গ জানাইলা ॥ ২৩
তেঁহো স্নেহে শ্রীনিবাসে লইলা বিরলে।
না জানি কি কহি সিক্ত হৈলা নেত্রজলে ॥ ২৪
বিদায় করিতে অতি অধৈর্য হিয়ায়।
শ্রীনিবাস প্রণমিয়া হইল বিদায় ॥ ২৫
নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
নবদ্বীপে চলে মহা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥ ২৬
নবদ্বীপ সন্নিধানে করিয়া গমন।
নবদ্বীপ পানে চাহে সজল নয়ন ॥ ২৭
বহু নেত্র বাঞ্ছে নবদ্বীপ নিরখিতে।
আউলাইয়া পড়ে অঙ্গ না পারে ধরিতে ॥ ২৮

নবদ্বীপ ভূমে প্রণময় বার বার।
নিবারিতে নারে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥২৯
নবদ্বীপে গঙ্গাশোভা করিয়া দর্শন।
করয়ে ভারতবর্ষ সৌভাগ্য বর্ণন ॥৩০
গঙ্গা আদি মহানদী ভারতবর্ষেতে।
ভারতবর্ষেও প্রশংসয়ে ভাগবতে ॥৩১
ভারতবর্ষ ভেদে নবদ্বীপ হয়।
বিস্তারিয়া শ্রীবিষ্ণুপুরাণে নিরূপয় ॥৩২

তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে (২৩৬৭)—
ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেরুশ্চ তাম্রপর্ণো গভস্তিমান্ ॥৩৩
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গন্ধর্বস্ত্বথ বারুণঃ।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসম্বৃতঃ ॥৩৪
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ ॥৩৫
সাগর সম্বৃত ইতি সমুদ্রপ্রান্তবর্ত্তীতি

শ্রীধরস্বামি -ব্যাখ্যা।

নবমস্যাস্য পৃথঙ্‌নামাকথনাৎ নাম্নাপি নবদ্বীপো-

হয়মিতি গম্যতে॥৩৬

ইথে যে বিশেষ বিষ্ণুপুরাণে প্রচার।
সর্বধামময় এ মহিমা নদীয়ায় ॥৩৭ ॥৩৭

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—
রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয়জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং চান্যে পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোঽয়ং জগতি পরমাশ্চর্যমহিমা ॥৩৮
নবদ্বীপ নাম ঐছে বিখ্যাত জগতে।
শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যাতে ॥৩৯
শ্রবন কীর্ত্তন আদি নববিধা ভক্তি।
দেখহ শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদের উক্তি ॥৪০

তথা হি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে (৫ ২৩-২৪)

প্রহ্লাদবাক্যম্

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ৪১
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥৪২

অথবা নবদ্বীপে নবদ্বীপ নাম।
পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥৪৩
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির আরম্ভেতে।
নহিল সে নামের ব্যত্যয় কুন মতে ॥৪৪

এই ভারতবর্ষের নয়টি দ্বীপের কথা শ্রবন কর—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেরু, তাম্রপর্ণ, গভস্তিমান, নাগদ্বীপ, সৌম্য, গন্ধর্ব, বারুন ও তাহাদের মধ্যে সাগর প্রান্তবর্ত্তী এই দ্বীপটি নবম বা নবদ্বীপ। ইহার পরিমান উত্তর হইতে দক্ষিন পর্যান্ত সহস্র যোজন। ৩৩-৩৫

সাগর সম্বৃত শব্দে সমুদ্র প্রান্তবর্ত্তী—ইহাই শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা। এই নবদ্বীপের নাম অনুল্লেখ কারনে এই দ্বীপের নাম নব দ্বীপ ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে ॥৩৬

রসজ্ঞ বহুবিদগন সেই স্থানকে শ্রীবৃন্দাবন বলিয়া থাকেন। অপর কতিপয় ব্যক্তিগন যাহাকে গোলোক বলেন, অন্য ব্যক্তিগন শ্বেতদ্বীপ আখ্য দিয়াছেন, এবং অন্যান্যগন পরব্যোম বলিয়া থাকেন ; তাহাই জগতে পরম আশ্চর্য্য মহিমা যুক্ত নবদ্বীপ।৩৮

শ্রীকৃষ্ণের নামগুনাদি শ্রবন, কীর্ত্তন, স্মরন, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্ম নিবেদন—এই নববিধা ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হইলে সর্বসিদ্ধি হয়। ইহাই শাস্ত্রেষ উত্তম সিদ্ধান্ত।৪১-৪২

যৈছে কলি বৃন্দ তৈছে নামের ব্যত্যয়।
তথাপি সে সব নাম অনুভব হয় ॥৪৫
যৈছে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে।
বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণ লীলানুসারেতে ॥৪৬
কথোকাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল।
কথো গ্রাম নাম লোকে অন্য ব্যস্ত কৈল ॥৪৭
তৈছে নবদ্বীপ অন্তর্ভুক্ত যত গ্রাম।
প্রভুভক্ত লীলামতে ব্যক্ত হৈল নাম ॥৪৮
কথো অন্য ব্যস্ত কথো লুপ্ত সেই মতে।
কিন্তু নবদ্বীপ নাম জানাই ক্রমেতে ॥৪৯
দ্বীপ নাম শ্রবণে সকল দুঃখক্ষয়।
গঙ্গা পূর্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয় ॥৫০
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ হয়।
গোদ্রুমদ্বীপ শ্রীমধ্যদ্বীপ চতুষ্টয় ॥৫১
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥৫২
এই নবদ্বীপে নবদ্বীপাখ্যা এথায়।
প্রভুপ্রিয় শিবশক্ত্যাদি শোভে সদায় ॥৫৩

তথাপি প্রাচীনৈরুক্তম
ধ্যেয়ং মহর্ষয়ঃ প্রাহুঃ শ্রীনবদ্বীপ ধামকম্।
বৃন্দাবনমিদং নিত্যং বিভ্রাজজ্জাহ্নবীতটে ॥৫৪
শিব পঞ্চস্থিতং শক্তিসজ্জিতং ভক্তিভূষিতম।
অন্তর্মধ্যাদি নবধা দ্বীপদিব্যমনোহরম্ ॥৫৫

তৎ পঞ্চযোজনং কেচিদ্বদন্তি ক্রোশষোড়শম।
মায়াপুরঞ্চ তন্মধ্যে যত্র শ্রীভগবদ্‌গৃহম ॥৫৬
শোভাময় সুন্দর বসতি নদীয়ায়।
নবদ্বীপে লোক যত সংখ্যা নাই তার ॥৫৭

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে
মধুপুরী প্রায় যেন নবদ্বীপপুরী।
এক জাতি লক্ষ লক্ষ কহিতে না পারি ॥৫৮
প্রভুর বিহার লাগি পূর্ব্বেই বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইয়াছে তথা ॥৫৯

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথমপ্রক্রমে
নবদ্বীপ ইতি খ্যাতে ক্ষেত্রে পরম বৈষ্ণবে।
ব্রাহ্মণাঃ সাধবঃ শান্তা বৈষ্ণবা সৎকুলোদ্ভবা ॥৬০
মহান্তঃ কর্মনিপুণাঃ সর্বশাস্ত্রার্থপরাগাঃ।
অন্যে চ সন্তি বহুশো ভিষক্‌শূদ্রবণিগ জনাঃ ॥৬১
স্বাচারনিরতাঃ শুদ্ধাঃ সর্ব্বে বিদ্যোপজীবিনঃ।
তত্র দেবরুচঃ সর্বে বৈকুণ্ঠভবনোপমে ॥৬২

তথাহি গীতে—
জয় জয় শ্রীনদীয়া সুখধাম।
অদ্ভুত বসতি বসত চতুরাশ্রম
যহি নিতি নিতি উৎসব অনুপাম ॥ধ্রু ॥৬৩
অষ্টসিদ্ধি নবনিধি আদি প্রতি
মন্দিরে নিরত ফিরত জম্বু দাস।

শ্রীধাম নবদ্বীপকে মহর্ষিগন ধ্যেয়বস্তু বলিয়াছেন। ইহা জাহ্নবী তটে নিত্য বৃন্দাবনরূপে বিরাজিত। ভক্তি ভূষিত ব্যক্তিগন সহিত পঞ্চশিব বিরাজিত এবং অন্তমধ্যাদি নয়টি দ্বীপে সমুজ্জল ও মনোহর। ইহার পরিমান কেহ পঞ্চযোজন ও কেহবা ষোল ক্রোশ বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে মায়াপুর যথায় শ্রীভগবদ্‌ গৃহ তথা শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মালয় অবস্থিত ॥৫৪-৫৬

নবদ্বীপ নামে খ্যাত পরম বৈষ্ণব ক্ষেত্রে সজ্জন, শান্ত, সৎকুলোদ্ভব, কর্ম দক্ষ, ও সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ ব্রাহ্মন ও বৈষ্ণবগন অবস্থান করেন। তথায় বহু চিকিৎসক, শূদ্র ও বনিক বাস করেন। সকলেই শুদ্ধ সধর্মাচরননিষ্ঠ এবং বিদ্যার দ্বারা জীবন যাপন করেন সেই বৈকুণ্ঠ তুল্য নবদ্বীপ সকলেই দেবকান্তি সম্পন্ন ॥৬০-৬২

ধর্ম অর্থ অরু কামমোক্ষগণে
গণতন কোউ করত উপহাস ॥৬৪
প্রবল প্রতাপ তাপত্রয় ভঞ্জন
নবধা ভক্তি দীপ্ত অনিবার।
নির্মল প্রেমপূর্ণ অহর্নিশি
যহি থিরচর সতত রহত মাতোয়ার ॥৬৫
বিবিধ ভাঁতি গৃহ লসত স্বচ্ছপুরী
বেষ্টিত সুরধনি ধবল সুপানি।
জনু নব কুন্দকুসুম মুকুতাস্রজ
জনু শশিখণ্ড উদয় অনুমানি ॥৬৬
শোভা নব নব বৃন্দাবন সম
ষড় ঋতু সেবিত সরস দিগন্ত।
মঞ্জু মহা মহিমা মহি বিস্তৃত
গায়ত ফণিপ না পায়ত অন্ত ॥৬৭
সুরসহ সুরবর হর চতুরানন
ধ্যান করত উর হরষ অপার।
ভন ঘনশ্যাম সো পঁহু পরিকর সাঞে
নিরখব কব উহ ভুমি মাঝার ॥৬৮
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নানা মতে বর্ণে কবি শোভা নদীয়ার ॥৬৯
তথাহি চৈতন্যচন্দ্রামৃতে (৭/৬২)
স্বয়ং দেবো তত্র দ্রুতকনকগৌরঃ করুণয়া
মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বলরসবপুঃ প্রাদুরভবৎ।
নবদ্বীপে তস্মিন্ প্রতিভবনভক্ত্যুৎসবময়ে
মনো মে বৈকুণ্ঠাদপি চ মধুরে ধাম্নিরমতাম্ ॥৭০
যদ্যপি এ ধাম ব্যাপ্তাচ্ছন্ন হয় কভু।
যৈছে কলিযুগেতে ছন্নাবতার প্রভু ॥৭১
তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধে (৯।৩৮)
ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ
লোকান বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতিপান।
ধর্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোহথ স ত্বম্ ॥৭২
পূর্ব পূর্বাবতারে যে ধামে যে যে লীলা।
গুপ্তে নবদ্বীপে তাহা সব প্রকাশিলা ॥৭৩
পূর্ব পূর্ব নবদ্বীপধামে যে বিহার।
সেরূপ বিহারে সদা শচীর কুমার ॥৭৪
ব্রহ্মাদির অগোচর নবদ্বীপ লীলা।
যারে জানাইলা প্রভু সেই সে জানিলা ॥৭৫
একদিন যে লীলা করেন নদীয়ায়।
সহস্রবদনে তার অন্ত নাহি পায় ॥ ৭৬
যে দ্বাপের কৃষ্ণ বিহরতে ব্রজপুরে।
সেই কলিযুগে প্রভু নদীয়া বিহরে ॥ ৭৭
নদীয়া বসতি অষ্ট ক্রোশ কেহো কয়।
অচিন্ত্যধামের শক্তি সব সত্য হয় ॥ ৭৮
নবদ্বীপধাম পদ্ম পুষ্প প্রায় রীত।
ক্ষণেকে সঙ্কোচ ক্ষণে হয় বিস্তারিত ॥ ৭৯

যেখানে প্রতপ্ত সুবর্ণের ন্যায় গৌরকান্তি, মহাপ্রেমানন্দোজ্জ্বল রসবপু দেব করুনায় স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন, যে স্থানে প্রতিগৃহ ভক্ত্যুৎসবময় সেই নবদ্বীপ ধামে আমার মন আসক্ত হউক ॥৭০

হে কৃষ্ণ। এই প্রকারে নর, তির্য্যক, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদি রূপে অবতীর্ণ হৈয়া লোকদিগকে পালন কর এবং জগতের দ্রোহকারীগনকে বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ। কলিযুগে যুগানুরূপ ধর্ম প্রচ্ছন্নভাবে পালন করিবে। তাই শাস্ত্রে ত্রিযুগাবতার বলা হইয়াছে ॥৭২

প্রভুর আলয় হৈতে যে রহয়ে দূরে।
সে আইসে শীঘ্র তারে দূর নাহি স্ফুরে ॥ ৮০
আনায় অসংখ্য লোক সঙ্কীর্ত্তন স্থানে।
অল্প স্থান বিস্তার তা কেহো নাহি জানে ॥ ৮১
সর্ব্বপ্রকারেতে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ হয়।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত যথা বিলসয় ॥৮২
নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান ॥৮৩
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর ॥৮৪
মায়াপুর শোভা সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়।
মায়াপুর মহিমা কেবা বা নাহি গায় ॥৮৫
যে দেখে বারেক তার তাপ যায় দূর।
হেন মায়াপুর চলে আচার্য ঠাকুর ॥৮৬
নরোত্তম রামচন্দ্র দোঁহে সঙ্গে লৈয়া।
প্রবেশয়ে মায়াপুর অধৈর্য হইয়া ॥৮৭
যে পথে চলয়ে সেই পথে কিছু দূরে।
আইসেন এক বৃদ্ধ বিপ্র ধীরে ধীরে ॥৮৮
তাঁরে প্রণমিয়া অতি সুমধুর ভাষে।
শ্রীঈশান ঠাকুরের সম্বাদ জিজ্ঞাসে ॥৮৯
বিপ্র কহে—এই দেখি আইনু ঈশানে।
কি কহিব কে বা না বুঝয়ে তার গুনে ॥৯০
সর্ব্বতত্ত্ব জ্ঞাতা তেঁহো সর্ব্বত্র বিদিত।
সে শচীদেবীরে যে সেবিলা যথোচিত ॥৯১
তথাহি চৈতন্যভাগবতে—
সেবিলেন সর্বকালে আইরে ঈশানে।
চতুর্দশ লোকমাধ্য মহাভাগ্যবান ॥৯২
শচীদেবী ঈশানে যতেক স্নেহ কৈল।
কহিতে কি জানি তাহা সাক্ষাতে দেখিল ॥৯৩
তথাহি বৈষ্ণব বন্দনায়াম্—

বন্দিব ঈশানদাস করযোড় করি।
শচী ঠাকুরানী যাঁরে স্নেহ কৈল বড় ॥ ৯৪
ওহে বাপু কহিতে কি জানি ক্রিয়া তান।
নিমাইচান্দের অতি প্রিয় সে ঈশান ॥ ৯৫
ঈশানের প্রাণ শচী-নন্দন নিমাই।
ঈশান বিহনে না যায়েন কুন ঠাঁই ॥ ৯৬
বাল্যকালে নিমাই চঞ্চল অতিশয়।
যে আখুটী করে তা ঈশান সমাধয় ॥ ৯৭
দেখিলাম যে তাহা না আইসে কহিতে ?
নিরন্তর দগ্ধে হিয়া সে সব ভাবিতে ॥ ৯৮
নদীয়ায় সুখের অবধি কে না জানে।
হেন নবদ্বীপ শূন্য হৈল দিনে দিনে ॥ ৯৯
যে দিকে দেখিয়ে সেই দিক্ অন্ধকার।
স্বপ্ন অগোচর সুখ কহিতে কি আর ॥ ১০০
তো সবে দেখিতে হয় উল্লাস অন্তর।
তোমারা কি নিমাইচাঁদের পরিকর ॥ ১০১
দেহ পরিচয় বাপ দেহ পরিচয়।
শুনি শ্রীনিবাস বিপ্র আগে নিবেদয় ॥ ১০২
শ্রীনিবাসদাস নাম হয় ত আমার।
নরোত্তম রামচন্দ্র নাম এ দোঁহার ॥ ১০২
শুনি বিপ্ররাজ দুই বাহু পসারিয়া।
কৈল আলিঙ্গন নেত্র জলে সিক্ত হৈয়া।
ক্রোড় হৈতে শ্রীনিবাস ছাড়িতে না পারে।
চাহি মুখপানে পুনঃ কহে বারে বারে ॥ ১০৫
ওহে বাপ তোমাদের প্রসঙ্গ শুনিল।
দেখি মনে সাধ অকস্মাৎ দেখা হৈল ॥ ১০৬
অদ্য গিয়াছিনু ঈশানেরে দেখিবারে।
তোমরা আসিবা তাহা কহিল আমারে ॥ ১০৭
ঈশান শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে।
চাহিয়া আছেন তোমাদের পথপানে ॥ ১০৮

যাহা তথা আমিহ আসিব শীঘ্র করি।
এত কহি বিপ্র গৃহে গেলা ধীরি ধীরি ॥ ১০৯
শ্রীনিবাস বৃদ্ধ বিপ্র পদে প্রণমিয়া।
প্রভুর আলয়ে গেলা ব্যাকুল হইয়া ॥ ১১০
প্রভুর অঙ্গন ধূলে হইয়া ধূসর।
নয়নের জলে সিক্ত সর্ব কলেবর ॥ ১১১
চতুর্দিকে চাহে ধৈর্য নারে ধরিবার।
দেখেন ঈশানে সূর্য্যসম তেজ তাঁর ॥ ১১২
বসিয়া আছেন একা পরম নির্জনে।
কি অদ্ভুত চেষ্টায় অশ্রু মুদ্রিত নয়নে ॥ ১১৩
নয়নের জলে মুখ বক্ষ ভাসি যায়।
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস সে অগ্নির শিখাপ্রায় ॥ ১১৪
ক্ষনে বিশ্বম্ভর বলি লোটায় ভূমিতে।
ক্ষণে কহে থুইল প্রভু কি সুখ খাইতে ॥১১৫
এত কহি কাতরে চাহয়ে চারি পাশে।
দেখয়ে সম্মুখে প্রেমময় শ্রীনিবাসে ॥১১৬
আইস বাপ বলি দুইবাহু পাসারিয়া।
হইলেন হর্ষ শ্রীনিবাসে আলিঙ্গিয়া ॥১১৭
নরোত্তম রামচন্দ্রে করি আলিঙ্গন।
যে অদ্ভুত স্নেহাবেশ না হয় বর্ণন ১১৮
শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্র তিনে।
নিবারিতে নারে অশ্রু প্রনমি ঈশানে ১১৯
শ্রীঈশান ঠাকুর যত্নেতে প্রবোধিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে কুশল নিকটে বসাইয়া ॥১২০
শ্রীনিবাস সকল সংবাদ নিবেদিয়া।
নিজ অভিলাষ কহে সঙ্কুচিত হইয়া ॥১২১
শ্রীরাঘব সঙ্গে ব্রজে ভ্রমন করিতে।
মনে হৈল নদীয়া ভ্রমিব এইমতে ॥১২২
শুনি শ্রীঈশান কহে—মনে কৈল যাহা।
শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ণ করিবেন তাহা ॥১২৩

এই নবদ্বীপ ধাম অতিশয় গূঢ়।
যারে কৃপা জানে সে না জানে তত্ত্ব মূঢ় ॥১২৪
নবদ্বীপ লীলা স্থান অতি মনোরম।
আনের কা কথা ব্রহ্মাদির অগোচর ॥১২৫
দেখিনু যে শুনিনু প্রাচীন লোক স্থানে।
এ হেন দুঃখেও তাহা আছে মোর মনে ॥১২৬
তোমারে জানাবো অকস্মাৎ হৈল চিত্তে।
তেঞি নরোত্তম দ্বারে কহিনু আসিতে ॥১২৭
ভাল হৈল শীঘ্র আইলা কি আর কহিতে।
নদীয়া ভ্রমনে কালি যাইব প্রভাতে ॥১২৮
ইহা শুনি শ্রীনিবাস পড়ে পদতলে।
ক্রোড়ে লইয়া ঈশানে ভাসয়ে নেত্রজলে ॥১২৯
ঈশান কহয়ে—বাপ তোমারে দেখিয়া
জুড়াইল আমার দারুণ দগ্ধ হিয়া ॥১৩০
হইলাম বৃদ্ধ হীন হৈনু সামর্থ্যেতে ॥
এবে অকস্মাৎ হৈল সামর্থ্য দেহেতে ॥১৩১
ঐছে কত কহি শ্রীনিবাসে সেইক্ষণে।
মিলাইলা যে আছেন প্রভুর প্রিয়গণে ॥ ১৩২
সে দিবস প্রভুর আলয়ে সর্বজন।
রহিলেন যৈছে তাহা না হয় বর্ণন ॥ ১৩৩
রজনী প্রভাতে শ্রীঈশান মহাশয়।
নদীয়া ভ্রমণে চলে উল্লাস হৃদয় ॥ ১৩৪
শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তম রামচন্দ্র।
ঈশানের সঙ্গে চলে উথলে আনন্দ ॥ ১৩৫
প্রণমিয়া বার বার প্রভুর মন্দিরে।
মায়াপুর হৈতে যাত্রা কৈলা আতোপুরে ॥ ১৩৬
প্রথমেই আতোপুর স্থান নিরখিয়া।
কহয়ে ঈশান শ্রীনিবাস পানে চায়া ॥ ১৩৭
ওহে শ্রীনিবাস এই আতোপুর স্থান।
বহু কালাবধি লুপ্ত হৈল এই গ্রাম ॥ ১৩৮

পূর্বে অন্তর্দ্বীপ নাম আছিল ইহার।
অন্তর্দ্বীপ নাম যৈছে কহি সে প্রকার॥ ১৩৯
দ্বাপর যুগেতে কৃষ্ণ ব্রজে বিহরয়।
তাঁর মায়া বশে কেবা মোহিত না হয়॥১৪০
আনের কা কথা ব্রহ্মামোহিত হইলা।
সখা সহ শ্রীকৃষ্ণের গোবৎস হরিলা॥১৪১
করিতে ব্রহ্মার দর্প চূর্ণ সেই ক্ষণে।
সকল গোবৎস সখা হইলা আপনে॥১৪২
কৃষ্ণের এ লীলা ব্রহ্ম বুঝিতে না পারে।
পড়িয়া কাঁপড়ে ব্রহ্মা স্থির হৈতে নারে॥১৪৩
সাপরাধ হৈয়া কৃষ্ণে বহু স্তুতি কৈল।
স্তুতি বশে শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হৈল॥১৪৪
তথাপি ব্রহ্মার নহে স্বচ্ছন্দ অন্তর।
কৈনু অপরাধ চিত্তে চিন্তে নিরন্তর॥১৪৫
মনে মনে বিচারয়ে বসিয়া নির্জনে।
না দেখি উপায় চৈতন্যাবতার বিনে॥১৪৬
কলির প্রথমে প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
অবতীর্ণ হইয়া করিব কলি ধন্য॥১৪৭
নবদ্বীপে করিলে প্রভুর আরাধনা।
করিবেন পূর্ণ প্রভু মনের বাসনা॥১৪৮
ঐছে বিচারিয়া ব্রহ্মা এই স্থানে আপুরে।
প্রভুরে আরাধে অতি উল্লাস অন্তরে॥১৪৯
ভক্ত বৎসল গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয়॥১৫০
অঙ্গের ছটায় দশদিক আলো করে।
কি ছার কনক—কন্দর্পের দর্প হরে॥১৫১
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষ পরিসর।
নানা মণি ভূষণে ভূষিত কলেবর॥১৫২
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র অদ্ভুত চাহনি॥
কোটী কোটী চন্দ্র জিনি মুখের লাবণী॥
সদা মন্দ মন্দ হাসি সুধাবৃষ্টি করে।
কে আছে এমন সে ভঙ্গিতে ধৈর্য ধরে॥১৫৪
দেখি প্রাণনাথে ব্রহ্মা হইলা বিহ্বল।
ধরিতে নাপারে অঙ্গ করে টলমল॥ ॥১৫৫
করি বহু স্তুতি সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়িল প্রভুর পদতলে॥১৫৬
দেখিয়া ব্রহ্মার চেষ্টা শচীর নন্দন।
কহে সুমধুর বাক্য করি আলিঙ্গন॥১৫৭
—তুমি প্রিয় সদা আমি প্রসন্ন তোমায়।
এবে যেই ইচ্ছা—বর মাগহ আমায়॥১৫৮
ব্রহ্মা কহে—এই কলিযুগে নদীয়াতে।
করিবে প্রকট লীলা স্বগণ সহিতে॥১৫৯
সে সময় প্রভু মোরে করি অঙ্গিকার।
জন্মাইবা নীচকুলে—এ ইচ্ছা আমার॥১৬০
ওহে প্রভু! মোর অভিমান অতিশয়।
লোকে ঘৃণা করে যেন—ঐছে দণ্ড হয়॥ ১৬১
ঘুচাইবা আমার দারুন দুষ্ট মতি।
করাইবা তোমার শ্রীনামে গাঢ়-রতি॥ ১৬২
পূর্বে যৈছে মায়ায় মোহিত কৈলা মোরে।
তাহা না করিবা প্রভু! এই অবতারে॥ ১৬৩
অনুক্ষণ তোমার ভক্তের সঙ্গ চাই।
জীবনে মরণে যেন তোমার রিয়াই"॥ ১৬৪
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য প্রভুর উল্লাস।
প্রভু কহে,—"পূর্ণ হইব সব অভিলাষ" ॥১৬৫
পাইয়া প্রভুর বর উল্লাস অন্তরে।
প্রণমিয়া ব্রহ্মা পুনঃ কহে ধীরে ধীরে॥ ১৬৬
—"স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি সকলের পর।
কে বুঝিতে পারে প্রভু! তোমার অন্তর॥ ১৬৭
নানা লীলা কৈলা পূর্ব পূর্ব অবতারে।
না জানি—কি লীলা এই নদীয়া-নগরে॥ ১৬৮

জীব নিস্তারিবে প্রভু। এ অল্প বিষয়।
ইথে যে বিশেষ কিছু শুনিতে সাধ হয়॥" ১৬৯
শুনিয়া ব্রহ্মার বাক্য চাহি, ব্রহ্মা-পানে।
অন্তরের কথা কিছু কহয়ে তাহানে॥ ১৭০
—"ভক্ত-ভাব লৈয়া ভক্তি-রস আস্বাদিব।
পরম দুর্লভ সঙ্কীর্তন প্রকাশিব॥ ১৭১
নানাবতারের নানা ভাবে ভক্ত যে তে।
করাইব ব্রজানুগত মধুর রসেতে॥" ১৭২
ঐছে বাক্যে রাধা-প্রেম হৃদয়ে উথলে।
বাঞ্ছাত্রয় কহিতেই ভাসে নেত্রজলে॥ ১৭৩
অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মারে জানাইলা।
প্রভুর যে বাঞ্ছাত্রয় বিজ্ঞে ব্যক্ত কৈলা॥ ১৭৪

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, আদি ১।৬—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেত্তি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ ১৭৫

পুনঃ প্রভু সংক্ষেপেই ব্রহ্মাকে কহিলা।
'দেখিবা সাক্ষাতে মোর নবদ্বীপ-লীলা॥'' ১৭৬
ক'হি অন্তরের কথা হৈল অন্তর্ধান।
এই হেতু লোকে ব্যক্ত অন্তর্দ্বীপ-নাম॥ ১৭৭
প্রভুর কৃপাতে ব্রহ্মা হৈল হর্ষ অতি।
নবদ্বীপে প্রভুর নিকট চিন্তে নিতি॥ ১৭৮
এই অন্তর্দ্বীপ ভূমে গৌরগণসনে।
করে যে বিলাস তা বর্ণিবে কুন জনে ১৭৯
ওহে শ্রীনিবাস, অন্তর্দ্বীপ শোভাময়।
এ স্থান-দর্শনে অভিলাষ-সিদ্ধি হয়॥ ১৮০
সুবর্ণ বিহার ওই দেখ শ্রীনিবাস।
কহি' পশ্চাৎ এই গ্রামে যে বিলাস॥ ১৮১
ঐছে কত কহি' সঙ্গে লৈয়া তিন জনে।
সিমলিয়া-গ্রামে প্রবেশিলা কত ক্ষণে॥ ১৮২
ঈশান ঠাকুর শ্রীনিবাস-প্রতি কয়।
দেখ এই সিমলিয়া-গ্রাম শোভাময়॥ ১৮৩
পূর্বে এ-সীমন্তদ্বীপ বিখ্যাত জগতে।
সীমন্ত-দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে॥ ১৮৪
একদিন কৈলাস-পর্বতে মহেশ্বর।
ভক্তনামামৃত পানে অধৈর্য অন্তর॥ ১৮৫
সর্বাবতারের সর্বভক্ত নদীয়ায়।
সেই সব নাম ব্যক্ত করি' উচ্চরায়॥ ১৮৬
গায় প্রভু-ভক্তের মহিমা পঞ্চমুখে
সর্বাঙ্গে পুলক হিয়া উথলিয়া সুখে॥ ১৮৭
পরম অদ্ভুত নৃত্য করে দিগম্বর।
পদভরে কম্পয়ে কৈলাস-গিরিবর॥ ১৮৮
বায় নিজ-যন্ত্র—ধ্বনি ভেদয়ে গগন।
মহামত্ত হৈয়া করে হুঙ্কার গর্জন॥ ১৮৯
প্রভু-শঙ্করের চেষ্টা দেখিয়া পার্বতী।
হইলা বিহ্বল, কিছু নাহি বুদ্ধিগতি॥ ১৯০
নৃত্যাবেশে স্থির হৈলা দেব-ত্রিলোচন।
ঝরয়ে আনন্দ-অশ্রু, নহে নিবারণ॥ ১৯১
রজত-পর্বত প্রায় বসি' চর্মাসনে।
প্রশংসয়ে কলিয় সৌভাগ্য শ্রীবদনে॥ ১৯২॥

শ্রীরাধার প্রনয় মাহাত্ম্য কিরূপ; আমার অপূর্ব্ব মাধুর্য্য যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করে; তাহা বা কিরূপ? আমাকে অনুভব করিয়া শ্রীরাধার কি জাতীয় সুখের উদয় হয় সেইভাবে লোভাকৃষ্ট হইয়া শ্রীরাধার কি জাতীয় সুখের উদয় হয় সেইভাবে লোভাকৃষ্ট হইয়া শচীগর্ভ সিন্ধুতে শ্রীহরি রূপ ইন্দু আবির্ভূত হইলেন।১৭৫

প্রভু মহেশ্বরের কি অদ্ভুত চরিত।
মন্দ মন্দ হাসিয়া চাহয়ে চারি ভিত ॥ ১৯৩
দেখি' পার্বতীর চেষ্টা প্রসন্ন অন্তরে।
স্থির করি' পার্শ্বে বসাইলা পার্বতীরে ॥ ১৯৪
পার্বতী পরমানন্দে কহে'—"ওহে প্রভু!
অদ্য যে করিলা কৃপা ঐছে নহে কভু ॥ ১৯৫
যে সকল নাম উচ্চারিলা শ্রীবদনে।
এ সকল নাম কভু না শুনি শ্রবণে ॥ ১৯৬
কলির সৌভাগ্য প্রশংসহ বার-বার।
ইথে বুঝি—কলিতে প্রকট এ সবার" ॥ ১৯৭
শুনি' পার্বতীর কথা মনের উল্লাসে।
কহেন পর্বতীর-প্রতি সুমধুর ভাষে ॥ ১৯৮
—"এই কলিযুগে কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়াতে।
হইব প্রকট শচীদেবীর গর্ভেতে ॥ ১৯৯
শ্রীরাধিকা-অঙ্গকান্তি করিবে ধারণ।
ত্রৈলোক্য-বিজয়রূপ অতি রসায়ন ॥ ২০০
সে রূপের উপমা নারিব কেহ দিতে।
মাতিব জগৎ রূপ বারেক চাহিতে ॥ ২০১
সে অঙ্গ-শোভায় কন্দর্পের দর্প-নাশ।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস ॥ ২০২
সর্ব অবতারের সকল ভক্ত-সঙ্গে।
আস্বাদিব ব্রজের দুর্লভ প্রেম রঙ্গে ॥ ২০৩
প্রকাশিব সঙ্কীর্তন-সুখের পাথার।
নিজ-গুণে করিবেন জগৎ উদ্ধার ॥ ২০৪
এই অবতারে দুঃখী কেহ না রহিব।
যা'র যেই মনোরথ সব সিদ্ধ হবে ॥ ২০৫
পূর্বে পূর্বে যে কেহ করিল কুন দোষ।
তাহা ক্ষমাইয়া তা'র করিব সন্তোষ ॥ ২০৬
জানাইব ভক্তের মহিমা অতিশয়।
কহিল তোমারে—ঐছে নাই দয়াময় ॥" ১০৭

এ সব শুনিয়া পার্বতীর মনে যাহা।
এক মুখে কেবা বা বর্ণিতে পারে তাহা ॥ ২০৮
নবদ্বীপে পার্বতী আসিয়া এইখানে।
আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানে ॥ ২০৯
দেবী আরাধয়ে জানি প্রসন্ন অন্তর।
সাক্ষাৎ হইলা নবদ্বীপ-সুধাকর ॥ ২১০
ভুবনমোহন প্রতি অঙ্গের লাবণী।
শ্রীমুখচন্দ্রেতে কোটিচন্দ্রমা নিছনি ॥ ২১১
দীর্ঘ দুই নয়নে বা কেবা ধৈর্য ধরে।
গণ্ডছটা কনক-দর্পণ-দর্প হরে ॥ ২১২
আজানুলম্বিত বাহু, বক্ষ পরিসর।
নানা রত্ন-ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ২১৩
পরিধেয় বসনে মদন-মদ নাশে।
গমন-ভঙ্গিতে কত আনন্দ প্রকাশে ॥ ২১৪
দেখিয়া পার্বতী ধৈর্য নারে ধরিবার।
নিবারিতে নারে নেত্র আনন্দাশ্রুধার ॥ ২১৫
পার্বতীর চেষ্টা দেখি' প্রভু-বিশ্বম্ভর।
আইল নিকটে অতি উল্লাস-অন্তর ॥ ২১৬
সুমধুর বাক্যে পার্বতীর প্রতি কয়।
—"কৈলা আরাধনা, স্থির নহিল হৃদয় ॥ ২১৭
মোর আগে তুমি যে কহিবে মনঃকথা।
তাহাই করিব আমি—কহিল সর্বথা ॥" ২১৮
ইহা শুনি' পার্বতীর আনন্দাতিশয়।
সর্বাঙ্গে পুলক-শোভা উপমা না হয় ॥ ২১৯
দুই কর যুড়ি' কহে প্রভু-বিশ্বম্ভরে।
—"করিবা এ কলি ধন্য প্রকট বিহারে ॥ ২২০
জগতের তাপত্রয় হেলায় হরিবা।
সকল জীবের মহানন্দ বাড়াইবা ॥ ২২১
সর্ব্ব অন্তর্যামী প্রভু জানহ সকল।
নিরন্তর মোর হিয়া হৈয়াছে বিকল ॥ ২২২

ভক্তস্থানে অপরাধ করিনু প্রচুর।
শাপ দিনু চিত্রকেতু হৈল বৃত্রাসুর ॥ ২২৩
তোমার ভক্তের গুণ কহনে না যায়।
দোষ কৈনু—তবু স্তুতি করিল আমায় ॥ ২২৪
সে-সকল সহ বিলসিবে নদীয়াতে।
এই করো—সে-সবে প্রসন্ন হ'ন যা'তে ॥ ২২৫
কহিতে না আইসে প্রভু! যে করে অন্তর।
দেখি যেন নদীয়া-বিহার নিরন্তর ॥" ২২৬
প্রভু কহে,—"হ'বে পূর্ণ যে করিলা মনে।
মোর যত কার্য তাহা নহে তোমা বিনে" ॥ ২২৭
এত কহি' প্রভু হইতেই অন্তর্ধান।
পার্বতী পড়িয়া পদে করিল প্রণাম ॥ ২২৮
প্রভুর চরণ-ধূলি সীমান্তে ধরিল।
এ হেতু সীমন্তদ্বীপ-নাম ব্যক্ত হৈল ॥ ২২৯
পার্বতী ব্যাকুল হৈলা প্রভু অদর্শনে।
ক'বে হ'বে প্রকট-বিহার চিন্তে মনে ॥ ২৩০
ওহে শ্রীনিবাস! এই সীমন্তদ্বীপ-স্থান।
যে দেখে বারেক তা'র সফল নয়ান ॥ ২৩১
অনায়াসে ঘুচয়ে দারুণ ভবভয়।
পরম দুর্লভ-প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥ ২৩২
অদ্যাপিহ এথা দেবী পূজে সর্বলোক।
দেবীর কৃপায় না জানয়ে দুঃখ-শোক ॥ ২৩৩
এই সিমলিয়া-গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর।
বিহরয়ে সঙ্গেতে অসংখ্য পরিকর ॥ ২৩৪
নগরকীর্তন-কালে যে আনন্দ এথা।
এক মুখে কহিব কি সে-সকল কথা ॥ ২৩৫
ভাগ্যবন্তগণ মহা-শোভা নিরখিল।
প্রেম-কোলাহল সর্ব জগৎ ব্যাপিল ॥ ২৩৬
এত কহি' সিমলিয়া গ্রাম হৈতে চলে।
প্রভুলীলা সঙরি' ভাসয়ে নেত্রজলে ॥ ২৩৭

কহিতে কহিতে প্রভু ভক্তের চরিত।
গাদিগাছা-গ্রামেতে হইলা উপনীত ॥ ২৩৮
ঈশান কহয়ে—এই গাদিগাছা-গ্রাম।
বিজ্ঞে কহে পূর্বে এ গোদ্রুমদ্বীপ-নাম ॥ ২৩৯
গোদ্রুম-দ্বীপাখ্যা যৈছে কহি সংক্ষেপেতে।
শুনিনু যে পূর্ববিজ্ঞগণের মুখেতে ॥ ২৪০
একদিন ইন্দ্র অতি ব্যাকুল হৃদয়।
সুরভি-গাভীর প্রতি ধীরে ধীরে কয় ॥ ২৪১
"প্রভুর মায়ায় স্থির হইতে নারিনু।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া অপরাধ কৈনু ॥ ২৪২
যদ্যপি প্রসন্ন প্রভু হইলা আমারে।
তথাপিহ চিত্ত স্থির নারি করিবারে ॥ ২৪৩
নহিল উচিত দণ্ড, দণ্ড দিয়া প্রভু।
নিজ সেবাযোগ্য কি করিব মোরে কভু?" ২৪৪
শুনিয়া ইন্দ্রের কথা সুরভি সন্তোষে।
ইন্দ্র-প্রতি কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥ ২৪৫
—"জানিনু অন্তর কিছু চিন্তা না করিবে।
এই অবতারে মনোরথ সিদ্ধ হ'বে ॥ ২৪৬
অবতীর্ণ হৈতে অল্প দিবস আছয়।
এই কলিযুগের সৌভাগ্য অতিশয় ॥ ২৪৭
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ গৌরাঙ্গসুন্দর।
বিহরিব নবদ্বীপে অতি গূঢ়তর ॥ ২৪৮
যা'রে জানাইবে প্রভু সেই সে জানিবে।
অখিল লোকের সর্বদুঃখ বিনাশিবে ॥" ২৪৯
এত কহি' ইন্দ্রসহ সুরভি এথায়।
দেখে নবদ্বীপ-শোভা উল্লাস-হিয়ায় ॥ ২৫০
আরাধিতে সুরভি শ্রীপ্রভুর চরণ।
হইলা সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥ ২৫১
ভুবনমোহন গৌরমূর্তি নিরখিয়া।
মহানন্দে সুরভি ধরিতে নারে হিয়া ॥ ২৫২

মন্দ মন্দ হাসি নবদ্বীপ-সুধাকর।
কহয়ে সুরভি-প্রতি—"বুঝিনু অন্তর ॥ ২৫৩
দেখিবে প্রকট মোর নদীয়া-বিহার।
সর্বমনোরথ পূর্ণ হইবে তোমার" ॥ ২৫৪
এত কহিতেই ইন্দ্র আসি' হেন কালে।
অতি দীনপ্রায় পড়ে প্রভু-পদতলে ॥ ২৫৫
দেখিয়া ইন্দ্রের অতি কাতর অন্তর।
অতি সুমধুর বাক্যে কহে বিশ্বম্ভর ॥ ২৫৬
—"কুনই সঙ্কোচ চিত্তে না করিহ আর।
সর্বমনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার ॥" ২৫৭
শুনিয়া প্রভুর বাক্য ইন্দ্র নিবেদয়।
—"তোমার মায়াতে কেবা মোহিত না হয় ? ২৫৮
ব্রজ-বিহারেতে চিত্ত ভ্রমাইলা যৈছে।
নবদ্বীপ-বিহারে বা করো প্রভু! তৈছে ॥" ২৫৯
শুনি মন্দ মন্দ হাসি, প্রভু গৌররায়।
ইন্দ্রে যে করিল কৃপা কহনে না যায় ॥ ২৬০
ইন্দ্রসহ সুরভি অনেক স্তব কৈল।
প্রভু-অন্তর্ধান হৈতে ব্যাকুল হইল ॥ ২৬১
শ্রীসুরভি-গাভী ইন্দ্রদেবের সহিতে।
কতক্ষণে স্থির হৈল প্রভুর ইচ্ছাতে ॥ ২৬২
ইন্দ্রসহ সুরভি পরমানন্দ-মনে।
দেখি নবদ্বীপশোভা কত উঠে মনে ॥ ২৬৩
কহিতে কি জানি চেষ্টা ওহে শ্রীনিবাস!
এইখানে হৈল মহাপ্রেমের প্রকাশ ॥ ২৬৪
এথা ছিল অশ্বত্থবৃক্ষ অতি উচ্চতর।
অতি বিস্তারিত বৃক্ষ শোভা মনোহর ॥ ২৬৫
শ্রীসুরভি গাভী দ্রুমতলে বিলসয়।
এ হেতু গোদ্রুমদ্বীপ পূর্ববিজ্ঞ কয় ॥ ২৬৬
এবে গাদিগাছা নাম. এ-গ্রাম-দর্শনে।
উপজে নির্মল ভক্তি প্রভুর চরণে ॥ ২৬৭

এ গ্রাম-বাসেতে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
এ গ্রাম মহিমা কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ ২৬৮
এ গ্রামে শ্রীগৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার।
নেত্র ভরি দেখে যত লোক নদীয়ার ॥ ২৬৯
এত কহি ঈশান ঠাকুর হর্ষ হৈয়া।
দেখে শোভা মাজিতা গ্রামের প্রান্তে গিয়া ॥ ২৭০
শ্রীনিবাস প্রতি কহে এ মাজিতা গ্রাম।
কহয়ে প্রাচীন পূর্বে মধ্যদ্বীপ নাম ॥ ২৭১
প্রভুর পরমাদ্ভুত লীলা মধ্যদ্বীপে।
মধ্যদ্বীপ নাম যৈছে কহিয়ে সংক্ষেপে ॥ ২৭২
এথা সপ্তঋষি প্রভুগুণে মগ্ন হৈয়া।
নানা কথা কহে নবদ্বীপ নিরখিয়া ॥ ২৭৩
কেহো কহে দেখ নবদ্বীপ শোভাময়।
প্রভুর বিলাসস্থান সুখের আলয় ॥ ২৭৪
আছয়ে যতেক তীর্থ জগত ভিতরে।
সে সব তীর্থের স্থিতি নদীয়ানগরে ॥ ২৭৫
কেহো কহে. নবদ্বীপ মহিমা অপার।
প্রকটাপ্রকট এথা অদ্ভুত বিহার ॥ ২৭৬
প্রকটে প্রভুরে সবে করয়ে দর্শন।
অপ্রকটে দেখে মাত্র ভাগ্যবন্ত জন ॥ ২৭৭
কেহো কহে, এই কলি ধন্য করিবারে।
হইব প্রকট জগন্নাথমিশ্রঘরে ॥ ২৭৮
এই অবতারে গৌরবর্ণ নিরুপমা।
জগৎ মাতিব দেখি সর্বাঙ্গ সুষমা ॥ ২৭৯
কেহো কহে, কৃষ্ণের এ নদীয়া বিহার।
ব্রহ্মাদির অগোচর ঐছে চমৎকার ॥ ২৮০
কেহ কহে শচীর নন্দন স্বেচ্ছাময়।
যবে করয়ে কার্য কহিল না হয় ॥২৮১
কলিযুগে জীবেরে করিয়া মহাযত্ন।
বিতরিব পরমদুর্লভ প্রেমরত্ন ॥২৮২

কেহো কহে দয়ার সমুদ্র মহাপ্রভু।
যে কৃপা করিবে জীবে ঐছে নহে কভু ॥২৮৪
সর্ব অবতারের সর্বভক্ত সঙ্গে লৈয়া।
সঙ্কীর্তনে মাতিব জগত মাতাইয়া ॥২৮৩
কেহো কহে ভক্তের জীবন গৌরহরি।
করিয়া সন্ন্যাস হইবেন দেশান্তরী ॥২৮৫
অসংখ্য তীর্থের পূর্ণ করি অভিলাষ।
জগন্নাথ প্রীতে করিবেন ক্ষেত্রে বাস।২৮৬
ঐছে মহানন্দে কত কহি পরস্পর।
প্রভু পাদপদ্মে চিন্তা করে নিরন্তর। ৩৮৭
অতি অনুরাগে ঋষিগণ আরাধয়।
ভকতবৎসল প্রভু অধৈর্যাতিশয় ।২৮৮
মধ্যাহ্নের সূর্যসম মধ্যাহ্ন কালেতে।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা কে পারে বর্ণিতে ॥ ২৮৯
ভুবনমোহন ভঙ্গি করিতে দর্শন।
হৈল অনিমেষ ঋষিগণের নয়ন ।২৯০
ব্যাপিল পুলক অঙ্গে নেত্রে অশ্রুধার।
ভূমি পড়ি প্রভুরে প্রণমে বার বার ॥২৯১
করিল অনেক স্তুতি কহিল না হয়।
করি প্রদক্ষিণ পুনঃ প্রভুরে কহয় ॥২৮২
—ওহে প্রভু বহু অভিলাষ মো সবার।
নেত্র ভরি দেখি এই নদিয়া বিহার ॥২৯৩
নবদ্বীপ ধ্যান যেন করিয়ে সদাই।
নিরন্তর তোমার ভক্তের গুণ গাই ॥২৯৪
ঐছে কত প্রভু আগে কহি ঋষিগণ ॥
প্রভুকে দেখিতে বাঞ্ছে সহস্র লোচন ২৯৫
ঋষিস্তুতি বশে প্রভু কহে ঋষিগণে ॥
হইবেক পূর্ণ সবে যে করিলা মনে ॥২৯৬
নবদ্বীপ লীলা মোর অতি গোপ্য হয়।
রাখিবে গোপনে ইথে মোর সুখোদয় ॥২৯৭

শুনি ঋষিগণ কহে — কি বলিব প্রভু।
করতলে সূর্য কি আচ্ছন্ন হয় কভু ?২৯৮
ঐছে ঋষিগণ কত কহয়ে উল্লাসে।
শুনি গৌরচন্দ্র প্রভু মনে মনে হাসে ॥২৯৯
ঋষিগণে মনের আনন্দে কৃপা করি।
হইলেন অন্তর্ধান প্রভু গৌরহরি ॥৩০০
প্রভু-অদর্শনেতে ব্যাকুল ঋষিগণ।
এথা হৈতে মধ্যাহ্নেই করিলা গমন ॥৩০১
গঙ্গাতীরে কুমার হট্টের সন্নিধানে।
দেখিয়া অপূর্ব স্থান রহে সেইখানে ॥৩০২
যথা স্থিতি কৈলা তাহা প্রসিদ্ধ আছয়।
সপ্তঋষি ঘাট অদ্যাপিহ লোকে কয় ॥৩০৩
ওহে শ্রীনিবাস মধ্যদ্বীপের প্রসঙ্গ।
অল্পে জানাইনু এথা হইল মহারঙ্গ ॥৩০৪
মধ্যাহ্নের সূর্যসম মধ্যাহ্ন সময়।
দেখা দিল প্রভু তেঞি মধ্যদ্বীপ কয় ॥৩০৫
অক্ষ ঋষি এথা কথোদিন তপ কৈল।
তেঁহো হর্ষে মধ্যদ্বীপ নাম প্রচারিল ॥৩০৬
এ স্থান দর্শনে হয় অমঙ্গল নাশ।
মিলয়ে নির্মল ভক্তি এথা কৈলে বাস ॥৩০৭
গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস এইখানে।
মাতাইলা জীবেরে দুর্লভ প্রেমদানে ॥৩০৮
ঐছে কত কহি শ্রীঈশান হর্ষ অতি।
বামনপোখেরা গ্রামে চলে মন্দ গতি ॥৩০৯
চতুর্দিকে চাহি নেত্রে ঝরে প্রেমজল।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে হইয়া বিহ্বল ॥৩১০
দেখ রমনীয় ভূমি ওহে শ্রীনিবাস।
এই সব স্থানে প্রভুর অদ্ভুত বিলাস ॥৩১১
বামনপোখেরা এই গ্রাম নাম হয়।
পূর্ব নাম ব্রাহ্মণ-পুষ্কর বিজ্ঞে কয় ॥৩১২

ব্রাহ্মণ পুষ্কর নাম যেরূপে হইল।
তাহা কহি পূর্ব বিজ্ঞমুখে যে শুনিল ॥৩১৩
এইখানে ছিল পূজ্য প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
পরম তপস্বী সর্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥৩১৪
শ্রীপুষ্করতীর্থে তাঁর অতিশয় ভক্তি।
তথা যান এ ইচ্ছা চলিতে নাহি শক্তি ॥৩১৫
হইয়া ব্যাকুল বিপ্র কহে বার বার।
—শ্রীপুষ্করতীর্থ সেবা নহিল আমার ॥৩১৬
শ্রীপুষ্কর স্থিতি দূর পশ্চিম দেশেতে।
গোঙালু কাল বৃথা নারিলু যাইতে ॥৩১৭
নহিল দর্শন খেদ রহিল হিয়ায়।
মোরে কি করিব অনুগ্রহ তীর্থরায় ॥৩১৮
ঐছে কত কহি পুষ্কর নাম লৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন বিপ্র বিরলে বসিয়া ॥৩১৯
দেখি বিপ্র দশা শ্রীপুষ্কর তীর্থবর্য।
দিলেন দর্শন ইথে হইলা অধৈর্য ॥৩২০
অকস্মাৎ কুণ্ড এক এথা প্রকটিল।
নির্মল সলিল শোভা অধিক হইল ॥৩২১
ব্রাহ্মণ অগ্রেতে শীঘ্র করি বারি ব্যাজ।
হইলা সাক্ষাৎ শ্রীপুষ্করতীর্থরাজ ॥৩২২
বিপ্রে কৃপা করি কহে মধুর বচন।
না করিও খেদ কর কুণ্ডাবগাহন ॥৩২৩
শুনি বিপ্র পরম আনন্দে কৈল স্নান।
স্নান মাত্রে বিপ্রের হইল দিব্যজ্ঞান ॥৩২৪
শ্রীপুষ্করতীর্থে বিপ্র করি বহু স্তুতি।
ভূমে পড়ি করিলেন অশেষ প্রণতি ॥৩২৫
করযুগ যুড়ি পুনঃ কহে বার বার।
মোর লাগি দূর হৈতে গমন তোমার ॥৩২৬
পুষ্কর কহেন দূর হৈতে না আসিয়ে।
নবদ্বীপে রহি সদা নদীয়া সেবিয়ে ॥৩২৭

অসংখ্য তীর্থের স্থিতি নবদ্বীপ ধামে।
নবদ্বীপ মহিমা ব্রহ্মাদি নাই জানে ॥৩২৮
প্রেমভক্তিময় নবদ্বীপ ধাম নিত্য।
নদীয়া কৃপায় জানে নবদ্বীপ তত্ত্ব ॥৩২৯
নবদ্বীপ সদা গৌরচন্দ্রের নিবাস।
যেঁহো বৃন্দাবনে কৈল রাসাদি বিলাস ॥৩৩০
বৃন্দাবনে শ্যাম গৌরবর্ণ নবদ্বীপে।
নবদ্বীপে প্রভুর বিহার গোপ্যরূপে ॥৩৩১
কভু অকপট কভু প্রকট বিহার।
এই কলিযুগে হবে সুখের পাথার ॥৩৩২
প্রকটিবে প্রভু এই কলির প্রথমে।
বিলসিব সর্বাবতারের ভক্তসনে ॥৩৩৩
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম জীবে বিতারিব।
সঙ্কীর্তনে সকল জগৎ মাতাইব ॥৩৩৪
উদ্ধারিব দীন হীন পাষণ্ডিগণেরে।
নহিব বঞ্চিত কেহ এই অবতারে ॥৩৩৫
করিবেন নবদ্বীপে অশেষ বিহার।
দেখিবেন ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ায় ॥৩৩৬
এসব শুনিয়া বিপ্র কান্দে উচ্চরায়।
কহে পুনঃ —জন্ম কি হইব নদীয়ায় ॥৩৩৭
দেখিব কি গৌরচন্দ্রের চারুলীলা ?
এত কহি বিপ্র মহাব্যাকুল হইলা ॥৩৩৮
বিপ্র প্রবোধিয়া শ্রীপুষ্কর-তীর্থরাজ।
হইলেন অন্তর্ধান করি কুন ব্যাজ ॥৩৩৯
বিপ্র মহা কাতর পুষ্কর অদর্শনে।
হইল আকাশবাণী বিপ্র সেই ক্ষণে ॥৩৪০
—নিরন্তর চিন্ত গৌরচন্দ্রের চরণ।
হবে মনোরথ পূর্ণ স্থির কর মন ॥৩৪১
শুনি হেন বাক্য বিপ্র উল্লাস অন্তরে।
নিরন্তর চিন্তে নবদ্বীপ সুধাকরে ॥৩৪২

করয়ে নর্তন প্রভু চরিত্র গাইয়া ।
অন্যান্যে বিস্ময় বিপ্রচেষ্টা নিরখিয়া ॥৩৪৩
কহিতে কি জানি যে শুনিনু তাঁর রীত ।
পুষ্করতীর্থের কথা হইল বিদিত ॥৩৪৪
ব্রাহ্মণে পুষ্কর কৃপা কৈল অতিশয় ।
এ হেতু ব্রাহ্মণপুষ্কর নাম কয় ॥৩৪৫
প্রভু আরাধিল এথা বিপ্র ভাগ্যবান ।
দেখ এই পুষ্করতীর্থের চিহ্ন স্থান ॥৩৪৬
সে করে দর্শন যে করয়ে এথা বাস ।
প্রভুপদে হয় তা'র সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥ ৩৪৭
না জানয়ে যমের যাতনা সেই জন ।
যে করয়ে এ অদ্ভুত স্থানের কীর্তন ॥ ৩৪৮
এথা গৌরসুন্দরের অদ্ভুত বিলাস ।
যে দেখিনু তাহা কি বলিব শ্রীনিবাস ॥ ৩৪৯
এত কহি' নেত্রজলে ভাসিয়া ঈশান ।
বামনপোখেরা হৈতে করিলা পয়ান ॥ ৩৫০
হাটডাঙ্গা-গ্রামের নিকট দাঁড়াইয়া ।
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে হাস্যমান দিয়া ॥ ৩৫১
দেখ শ্রীনিবাস, এই হাটডাঙ্গা-গ্রাম ।
পূর্ববিজ্ঞগণ কহে উচ্চহট্ট-নাম ॥ ৩৫২
উচ্চহট্ট-গ্রাম-নাম হৈল যে প্রকারে ।
তাহা কিছু কহিয়ে শুনিনু সাধুদ্বারে ৩৫৩
ইন্দ্রাদি যতেক দেব এথাই রহিয়া ।
পরস্পর কহে কত বিহ্বল হইয়া । ৩৫৪
কেহো কহে এই কলিযুগ ধন্য ধন্য ।
হইব প্রকট প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৩৫৫
অদ্বৈত-ঈশ্বর নিত্যানন্দ-বলরামে ।
করিব প্রকট পূর্ব নিয়মিত ধামে ॥ ৩৫৬
কেহো কহে, নবদ্বীপ সকলের স্থিতি ।
অসংখ্য প্রভুর গণ কহি কি শকতি ॥ ৩৫৭
প্রভুপরিকর যত করুণার সিন্ধু ।
দীন-হীন অধম জনের প্রাণবন্ধু ॥ ৩৫৮
কেহো কহে, প্রভুপরিকরগণ লৈয়া ।
সঙ্কীর্তনে মাতিব জগৎ মাতাইয়া ॥ ৩৫৯
বহিব আনন্দ-নদী এই নদীয়ায় ।
জীবের কল্মষ-নাশ হইব হেলায় ॥ ৩৬০
কেহো কহে, হ'বে যে মঙ্গল নাই অন্ত ।
দেখিবে অদ্ভুত লীলা লোক ভাগ্যবন্ত ॥ ৩৬১
মো-সবার জন্ম যদি হয় নদীয়ায় ।
তবে সে মনের মহা-দুঃখ দূরে যায় ॥ ৩৬২
কেহ কহে এথা জন্ম অবশ্য হইব ।
প্রভুর বিহার নেত্র ভরি' নিরখিব ॥ ৩৬৩
নবদ্বীপবাসী ভক্ত লৈয়া মো সবায় ।
করিব নিযুক্ত গৌরচন্দ্রের সেবায় ॥ ৩৬৪
ঐছে কত কহে. যেন হাট বসাইল ।
এই উচ্চ স্থানে উচ্চ কীর্তনারম্ভিল ॥ ৩৬৫
সকলে তুলিয়া বাহু কহে আর্ত-চিতে ।
বিলম্ব না কর প্রভু. অবতীর্ণ হৈতে ॥ ৩৬৬
ঐছে কহি পরম উল্লাসে দেবগণ ।
বিবিধ ভঙ্গিমা করি' করয়ে নর্তন ॥ ৩৬৭
প্রভুর শ্রীনামাবলি সবে করে গান ।
এই দুই হেতু হৈতে উচ্চহট্ট-নাম ॥ ৩৬৮
এ-স্থান-দর্শনে হয় সর্বত্র মঙ্গল ।
প্রভুর কীর্তনে প্রেম বাড়ে অনর্গল ॥ ৩৬৯
এথা ভক্তসঙ্গে প্রভু শচীর কুমার ।
বিহরয়ে দেবমুনীন্দ্রাদি-অগোচর ॥ ৩৭০
এত কহি' ঈশান হইতে নারে স্থির ।
সোঙরে শ্রীগৌরলীলা নেত্রে বহে নীর ॥ ৩৭১
কতক্ষণে স্থির হৈয়া লৈয়া শ্রীনিবাসে ।
কুলিয়া-পাহাড়পুর-গ্রামেতে প্রবেশে ॥ ৩৭২

শ্রীনিবাস-প্রতি কহে সুমধুর ভাষ।
কুলিয়া-পাহাড়পুর দেখ শ্রীনিবাস ॥ ৩৭৩
পূর্বে কোলদ্বীপ-পর্বতাখ্য এ প্রচার।
এ নাম হইল যৈছে কহি সে প্রকার ॥ ৩৭৪
শ্রীকোলদেবের ভক্ত বিপ্র একজন।
এথা আরাধয়ে কোলদেবের চরণ ॥ ৩৭৫
প্রভু-কোলদেবের চরিত্র মনোহর।
গায় বিপ্র, নেত্রে বারিধারা নিরন্তর ॥ ৩৭৬
অতিশয় ব্যাকুল হইয়া বিপ্র কয়।
একবার দেহ' দেখা প্রভু দয়াময় ॥ ৩৭৭
ঐছে আর্তনাদে কত কহে বিপ্রবর।
দেখিতে সে চেষ্টা ধৈর্য ধরে কে অন্তর ॥ ৩৭৮
ভক্তাধীন প্রভু অবতারী গৌরহরি।
হইলেন কোলরূপ অদ্ভুত মাধুরী ॥ ৩৭৯
নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর।
হস্ত, পদ, নাসা, মুখ, চক্ষু মনোহর ॥ ৩৮০
পর্বত-প্রমাণ উচ্চ শোভা সে আশ্চর্য।
দেখিতে বরাহদেবে কেবা ধরে ধৈর্য ॥ ৩৮১
এইখানে বিপ্রে কোলদেবে দেখাদিতে।
বিপ্রের আনন্দ যে তা' কে পারে বর্ণিতে ॥ ৩৮২
ভূমে পড়ি' বিপ্র প্রণমিয়া প্রভু-পায়।
কৈল যত স্তুতি তাহা কহনে না যায় ॥ ৩৮৩
ভক্তবৎসল কোলদেব বিপ্র-প্রতি।
কহয়ে মধুর বাক্য হৈয়া হর্ষ অতি ॥ ৩৮৪
—"হইবেক পূর্ণ, মনে যে আছে তোমার।
দেখিবা এ নবদ্বীপে অদ্ভুত বিহার॥" ৩৮৫
ঐছে কহি' অনুগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণে।
অন্তর্ধান হৈলা কোলদেব কতক্ষণে ॥ ৩৮৬
প্রভু-অদর্শনে বিপ্র ব্যাকুল হৃদয়।
স্থির হৈয়া প্রভু-আজ্ঞা মনে বিচারয় ॥ ৩৮৭
আজ্ঞা হৈল নবদ্বীপে দেখিবে বিহার ॥
নবদ্বীপে প্রভুর কিরূপ অবতার ॥ ৩৮৮
চিত্তে বিপ্র লইয়া বেদাদি-শাস্ত্রগণে।
বেদাদি-শাস্ত্রার্থ প্রকাশয়ে মনে মনে ॥ ৩৮৯
—এই কলি প্রথমে ধরিয়া গৌরবর্ণ।
নবদ্বীপে বিপ্রবংশে হব অবতীর্ণ ॥ ৩৯০
প্রকাশিব ব্রহ্মাদি দুর্লভ সঙ্কীর্তন।
করিব প্রদান দীন হীনে ভক্তি ধন ॥ ২৯১
আস্বাদিব ব্রজপ্রেম রসের পাথার।
ভক্তভাবে করিব সন্ন্যাস অঙ্গীকার ॥ ৩৯২
ঐছে বিচারিয়া বিপ্র চাহে চারি পানে।
দেখি অপ্রাকৃত ভূমি কহে খেদ মনে ॥ ৩৯৩
—প্রভুর পরম প্রিয় নবদ্বীপধাম।
শাস্ত্রে ব্যক্ত তথাপি নহিল মর্ম জ্ঞান ॥ ৩৯৪
নবদ্বীপ মোরে অনুগ্রহ কি করিব।
প্রভু অবতীর্ণকালে এথা কি জন্মিব ॥ ৩৯৫
এত কহি বিপ্র ভাসে নয়নের জলে।
হইল আকাশ বাণী—জন্মিবে সে কালে ॥ ৩৯৬
শুনিয়া বিপ্রের অতি আনন্দ অন্তর।
প্রভু গুণে মগ্ন হইলেন নিরন্তর ॥ ৩৯৭
ওহে শ্রীনিবাস ইহা সর্বত্র বিদিত।
শুনিলু প্রাচীন মুখে কহিলু কিঞ্চিৎ ॥ ৩৯৮
পর্বতপ্রমাণ কোলে বিপ্রে দেখা দিল।
এই হেতু কোলদ্বীপ পর্বতাখ্যা হৈল ॥ ৩৯৯
এস্থান দর্শনে নাশে সর্ব অমঙ্গল।
মিলয় দুর্লভ প্রেম ভক্তি সুনির্মল ॥ ৪০০
এথা বাস কৈলে পূর্ণ হয় অভিলাষ।
নবদ্বীপে দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ৪০১
ঐছে কত কহি চলে কোলদ্বীপ হৈতে।
প্রভুর বিলাসস্থান দেখিতে দেখিতে ॥ ৪০২

সমুদ্রগড়ি গ্রামের নিকটে গিয়া কয়।
দেখ শ্রীনিবাস! এ সমুদ্রগড়ি হয় ॥ ৪০৩
বিজ্ঞগণে শ্রীসমুদ্রগতি নাম কয়।
এথা গঙ্গা সমুদ্র প্রসঙ্গ সুখময় ॥ ৪০৪
গঙ্গাশ্রয় করিয়া সমুদ্র গতি এথা।
লোকে যে প্রসিদ্ধ শুন কহিয়ে সে কথা ॥ ৪০৫
একদিন সমুদ্র কহেন গঙ্গা প্রতি।
—জগতে তোমার সম নাই ভাগ্যবতী ॥ ৪০৬
পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীগৌর সুন্দর নদীয়ায়।
করিবেন প্রকট বিহার সবে গায় ॥ ৪০৭
তোমার তীরেতে হবে অশেষ আনন্দ।
গণসহ সদা বিলসিব গৌরচন্দ্র ॥ ৪০৮
ব্রজে জলক্রীড়া যৈছে করে যমুনায়।
তৈছে ক্রীড়া করিবেন প্রভু গৌররায় ॥ ৪০৯
শুনিয়া জাহ্নবী নিজ অন্তর প্রকাশে।
সমুদ্রের প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ৪১০
—মো'র যে দুর্ভাগ্য তা কহিব কার কাছে।
সুখ দিয়া প্রভু মহাদুঃখ দিব পাছে ॥ ৪১১
করিব সন্ন্যাস প্রভু ছাড়িব নদীয়া।
তোমার তীরেতে বাস করিবেন গিয়া ॥ ৪১২
পরম অদ্ভুত লীলা তথা প্রকাশির।
নিরন্তর তোমার আনন্দ বাড়াইব ॥ ৪১৩
তোমার সৌভাগ্য গাইবেক সর্বজন।
তাহা না কহিয়া করো মোরে বিড়ম্বন ॥ ৪১৪
সমুদ্র কহেন,—"তথা যে কহিলা বটে।
দেখিব সন্ন্যাসি-বেষ যা'তে প্রাণ ফাটে ॥ ৪১৫
সোঙরিতে সে বেধ কি করে জানি হিয়া।
তোমার আশ্রয় তেঞি লইনু আসিয়া ॥ ৪১৬
তুমি দেখাইবা এই নদীয়া-নগরে।
ভুবনমোহন গৌরচন্দ্র নটবরে ॥ ৪১৭
তিলে তিলে প্রিয়গণে রচিব সুবেশ।
কেবা না ভুলিব দেখি' সে চাঁচর কেশ ॥ ৪১৮
যৈছে প্রভু তৈছে তাঁ'র প্রিয়সঙ্গিগণ।
তোমা হৈতে হ'বে তাঁ'-সবার সন্দর্শন" ॥ ৪১৯
ঐছে দোঁহে কহি' কত চিন্তা মনে মনে।
প্রভু অবতীর্ণ বা হইব কত দিনে ॥ ৪২০
ওহে শ্রীনিবাস, গঙ্গা, সিন্ধু এই খানে।
সদাই অধৈর্য গৌরচন্দ্রের ধিয়ানে ॥ ৪২১
সুরধুনী সমুদ্রের উৎকণ্ঠাতিশয়।
জানিল প্রভুর হৈল প্রকট-সময় ॥ ৪২২
প্রকট-সময় সর্বমতে সুলক্ষণ।
চন্দ্র-গ্রহণের ছলে শ্রীনাম-কীর্তন ॥ ৪২৩
নবদ্বীপ-ভূমি হৈল মহাতেজোময়।
শোভাবধি জগন্নাথ মিশ্রের আলয় ॥ ৪২৪
অতিশয় মঙ্গলামঙ্গল গেল দূরে।
ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সায়রে ॥ ৪২৫
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে ঋষিগণ।
ব্রহ্মাদি-দেবও ক'রে পুষ্প-বরিষণ ॥ ৪২৬
হইতে প্রকট প্রভু শচীর তনয়।
প্রভুর প্রকট ধ্বনি ভুবনে ব্যাপয় ॥ ৪২৭
প্রভু-প্রকটাদি লীলা দেখিবার তরে।
চিত্তোদ্বেগে সিন্ধু কত কহিল গঙ্গারে ॥ ৪২৮
গঙ্গাশ্রয় করিয়া আইসে নিতি নিতি।
দেখে গৌরচন্দ্রের বিহার রঙ্গে মাতি' ॥ ৪২৯
একদিন সমুদ্র নির্মল গঙ্গা-কূলে।
গণসহ গৌরচন্দ্রে দেখি' বৃক্ষমূলে ॥ ৪৩০
দিব্য-সিংহাসনে বিলসয়ে গৌরহরি।
রূপে কোটি কন্দর্পের দর্প চূর্ণ করি' ॥ ৪৩১
কুঙ্কুম কনক নহে রূপের উপমা।
ভুবন ভুলয়ে দেখি' কেশের সুষমা ॥ ৪৩২

বদনচন্দ্রমা কোটিচন্দ্র-মদ নাশে।
বরয়ে অমিয় সদা মন্দ মন্দ হাসে ॥ ৪৩৩
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র, ভঙ্গি মনোহর।
আজানুলম্বিত ভুজ, বক্ষঃ পরিসর ॥ ৪৩৪
অতি সুমধুর নাভিমধ্য, জানুদ্বয়।
সুচারু চরণতলে অরুণ-উদয় ॥ ৪৩৫
পরিধেয় রক্তপ্রান্ত শ্বেত পট্টাম্বর।
শ্রীমলয়চন্দনে চর্চিত কলেবর ॥ ৪৩৬
নানাপুষ্প-ভূষণে ভূষিত শোভাময়।
অদ্ভুত ভঙ্গীতে প্রিয়বর্গে নিরীখয় ॥ ৪৩৭
যৈছে গৌরচন্দ্র তৈছে প্রভু প্রিয়গণ।
চতুর্দিকে বেষ্টিত পরম-সুশোভন ॥ ৪৩৮
দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ, বামে গদাধর।
সম্মুখে অদ্বৈত, শ্রীবাসাদি পরিকর ॥ ৪৩৯
এ সবে হইয়া মহাবিহ্বল প্রেমায়।
অনিমেষ নেত্রে গৌরচন্দ্র পানে চায় ॥ ৪৪০
নানা সেবা করে প্রভু-ভৃত্য চারি পাশে।
দেখিয়া সমুদ্র হৈলা অধৈর্য উল্লাসে ॥ ৪৪১
সমুদ্রের মনে বহু অভিলাষ হৈল।
অন্তর্যামী প্রভু অভিলাষ পূর্ণ কৈল ॥ ৪৪২
হইয়া সমুদ্র মহা বিহ্বল আনন্দে।
গণসহ প্রভু-লীলা দেখয়ে স্বচ্ছন্দে ॥ ৪৪৩
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রশংসয়ে বার বার।
নিতি গতাগতি —মাত্র আশ্রয় গঙ্গার ॥ ৪৪৪
গঙ্গাসহ গতিতে সমুদ্রগতি-নাম।
এবে লোকে কহয়ে সমুদ্রগড়ি-গ্রাম ॥ ৪৪৫
এ সমুদ্রগড়ি-গ্রাম-বাস দর্শনেতে।
উপজে নির্মল-ভক্তি শ্রীগৌরচন্দ্রেতে ॥ ৪৪৬
এথা ভক্তালয়ে গৌরাঙ্গের যে বিলাস।
তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ ৪৪৭

এত কহি' ঈশান সমুদ্রগড়ি হৈতে।
পরম আনন্দে চলে 'চম্পকহট্টেতে' ॥ ৪৪৮
শ্রীনিবাস কহে এ 'চম্পকহট্ট'-গ্রাম।
'চাঁপাহাটি'-নাম এ দিব্য রম্য স্থান ॥ ৪৪৯
এখানে আছিল চম্পক-বৃক্ষ বন।
পুষ্প আহরণ সদা করে মালিগণ ॥ ৪৫০
মালিগণ চম্পক কুসুম সজ্জ করি'।
এথাই বৈসয়ে হাট পাতি' সারি সারি ॥ ৪৫১
মহাসুখে কত শত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
কিনিয়া চম্পকপুষ্প করে দেবার্চন ॥ ৪৫২
চাঁপাপুষ্প-হাটে চাঁপাহাটি-নাম হয়।
ইথে সে বিশেষ কহি বিজ্ঞে যে কহয় ॥ ৪৫৩
এথা ছিলা বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান্।
শ্রীকৃষ্ণে অনন্তভক্তি, সর্বাংশে প্রধান ॥ ৪৫৪
একদিন অনেক চম্পকপুষ্প লৈয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম পূজে মহাহর্ষ হৈয়া ॥ ৪৫৫
শ্যামল-সুন্দর রূপ ধিয়ায় অন্তরে।
দেখে গৌররূপ সে শ্যামল কলেবরে ৪৫৬
গৌর কান্তি চাঁপাপুষ্প পুঞ্জের সমান।
দেখিতে দেখিতে রূপ হৈল অন্তর্ধান ॥ ৪৫৭
গৌররূপ অন্তর্ধানে ব্যাকুল হিয়ায়।
এক দৃষ্টে চম্পকপুষ্পের পানে চায় ॥ ৪৫৮
চম্পকপুষ্প পুঞ্জের রুচি নিরখিয়া।
বেদাদি প্রমাণ পাঠে উমরয়ে হিয়া ॥ ৪৫৯
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শাস্ত্রমতে কয়।
—যুগমধ্যে এই কলিযুগ ধন্য হয় ॥ ৪৬০
এই কলিযুগে কৃষ্ণ হবে অবতীর্ণ।
ধরিবেন ভুবনমোহন পীতবর্ণ ॥ ৪৬১
সঙ্কীর্তন যজ্ঞে যজিবেক বিজ্ঞ তাঁরে।
জগৎ ভাসিব প্রভু লীলার পাথারে ॥ ৪৬২

শাস্ত্র বিচারিয়া পুনঃ করিল নির্দ্ধার।
—নবদ্বীপে হবে এ না প্রভু অবতার ॥ ৪৬৩
অবতীর্ণ হৈতে বহু দিন আছে জানি।
না দেখিব সে গৌরসুন্দর তনুখানি ॥ ৪৬৪
এত কহি অতি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়য়।
মুখ বুক ভাসে দুই নেত্রে ধারা বয় ॥ ৪৬৫
অত্যন্ত ব্যাকুল ধৈর্য ধরিতে না পারে!
প্রভুর ইচ্ছায় নিদ্রা আকর্ষিল তারে ॥ ৪৬৬
স্বপ্নচ্ছলে দেখা দিলা প্রভু গৌরহরি।
চম্পক কুসুম সম রূপের মাধুরী ॥ ৪৬৭
কোটি কোটি চন্দ্রমা জিনিয়া মুখ চাঁদ।
শিরে চারু চাঁচর চিকুর কাম ফাঁদ ॥ ৪৬৮
নেত্র, বাহু, বক্ষের উপমা নাই দিতে।
জগৎ মোহিত করে সর্বাঙ্গ ভঙ্গিতে ॥ ৪৬৯
শোভা দেখি বিপ্র মহা উল্লাসিত মনে।
করিল অনেক স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥ ৪৭০
বিপ্রে কৃপা করি প্রভু অদর্শন হৈতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া বিপ্র পড়িলা ভূমিতে ॥ ৪৭১
কতক্ষণে চেতন পাইয়া বিপ্ররায়।
অনুরাগে হইলেন উন্মাদের প্রায় ॥ ৪৭২
চম্পক কুসুম প্রতি কহে বেরি বেরি।
—তুমি স্ফুরাইলা মোরে গৌর অবতারি ॥ ৪৭৩
চম্পক-প্রশংসাবাক্য-ঘটা হট্ট-মতে।
চম্পকহট্টাখ্যা হৈল প্রসিদ্ধ লোকেতে ৪৭৪
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র সুস্থির হইলা।
আজ্ঞা হৈল—'হবে পূর্ণ মনে যে করিলা' ॥ ৪৭৫
শুনি' মহানন্দে বিপ্র প্রভুগুণ গায়।
সদা চিন্তে—প্রভুরে দেখিব নদীয়ায় ॥ ৪৭৬

প্রভু প্রিয় বিপ্রের শুনিনু যে যে ক্রিয়া।
সেসকল কহিতে নারিনু বিস্তারিয়া ॥ ৪৭৭
এই চম্পহট্টে গৌরচন্দ্র গণসনে।
বিহরয়ে যৈছে তা' বর্ণিব কুন জনে ॥ ৪৭৮
এই দেখ বিপ্র বাণীনাথের আলয়।
যেঁহো গৌরাঙ্গের অতিপ্রিয় প্রেমময় ॥ ৪৭৯

তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—
বাণীনাথ দ্বিজশ্চম্পাহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥৪৮০

ঐছে দেখাইয়া প্রভু প্রিয়গন স্থান।
চম্পাহট্টগ্রাম হৈতে চলয়ে ঈশান ॥৪৮১
রাতুপুর গ্রামের নিকট গিয়া কয়।
দেব ঋতুদ্বীপ এ পরম শোভাময় ॥৪৮২
পূর্বে বৃহদ্‌গ্রাম এবে গ্রাম নাম মাত্র।
হেথা ছিল কৃষ্ণের অনেক ভক্তি পাত্র ॥৪৮২
রাতুপুর প্রদেশ পরম চমৎকার।
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিহার ॥৪৮৪
ওহে শ্রীনিবাস ঋতুদ্বীপাখ্যা যে মতে।
তাহা কহি যে কহয়ে প্রচীন লোকেতে ॥৪৮৫
এথা ছয় ঋতু—বর্ষা শরৎ হেমন্ত।
শিশির রসন্ত গ্রীষ্ম সবে মূর্তিমন্ত ॥৪৮৬
কেহো কারু প্রতি কহে মধুর ভাষায়।
—হইব প্রকট কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ায় ॥৪৮৭
কেহ কহে—করিবেন অদ্ভুত বিহার।
তিলে তিলে মোদ বাঢ়াবেন মো সবার ॥৪৮৮
কেহ কহে—ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরহরি।
কতদিনে মোদ জন্মাইব অবতারি ॥৪৮৯
কেহ কহে—কলির প্রথম অবতার।
শ্রীনারদ মুনি কৈল সর্বত্র প্রচার ॥৪৯০

চম্পাহট্টবাসী বানীনাথ দ্বিজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ॥৪৮০

কেহ কহে—কহ অবতারের সময়।
কেহ কহে—বসন্তের ভাগ্য অতিশয় ॥৪৯১
হৈলা বসন্ত ঋতু হর্ষ অনিবার ॥
আপনেই প্রশংসয়ে ভাগ্য আপনার ৪৯২
ঋতুরাজ বসন্ত সহিত ঋতুগণ।
প্রভু অবতীর্ণ চিন্তা করে অনুক্ষণ ॥৪৯৩
ঋতুগণ বহু অভিলাষে আরাধয়।
এ হেতু এ ঋতুদ্বীপ নাম পূর্বে কয় ॥৪৯৪
বসন্তাদি ঋতু ছয়ে প্রভুর বিলাস।
এরে কি কহিব আগে হইব প্রকাশ ॥৪৯৫
এ স্থান দর্শনে সব তাপ দূরে যায়।
দেখয়ে প্রভুর লীলা জন্মি নদীয়ায় ॥৪৯৬
এত কহি শ্রীঈশান ঋতুদ্বীপ হৈতে।
করিলা বিজয় বিদ্যানগরের পথে।৪৯৭
শ্রীনিবাস নরোত্তম রামচন্দ্ররে।
কহে সুমধুর কথা উল্লাস অন্তরে ॥৫৯৮
দেখ বিদ্যানগর পরম সুশোভিত।
বিদ্যানগরে ব্যাখ্যা যৈছে কহিয়ে কিঞ্চিৎ ॥৫৯৯
দেব সভামধ্যে বৃহস্পতি একদিন।
হইলা উদ্বিগ্ন ইহা কহয়ে প্রাচীন ॥৫০০
বৃহস্পতি উদ্বিগ্ন দেখিয়া দেবগণ।
জিজ্ঞাসয়ে—উদ্বিগ্ন হইলা কি কারণ ?৫০১
বৃহস্পতি অতিশয় মনের উল্লাসে।
দেবগণ প্রতি কহে সুমধুর ভাষে ॥৫০২
এই কলিযুগে প্রভু নদীয়া নগরে।
জন্মিবেন বিপ্র জগন্নাথ মিশ্র ঘরে ॥৫০৩
প্রভু গৌরচন্দ্র জগন্নাথের তনয়।
নানা অবতারে নানা রঙ্গ প্রকাশয় ॥৫০৪
শ্রীরামাবতারে অস্ত্রশিক্ষা সুনৈপুণ্য।
শ্রীকৃষ্ণাবতারে গোচারণে অগ্রগণ্য ॥৫০৫
শ্রীগৌরাবতারে শ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যায়নে।
ইথে যে কৌতুক তা না বুঝে অন্য জনে ॥৫০৬
সর্বমনোরথ পূর্ণ করিবেন প্রভু।
বিলসিব যৈছে না বিলসে ঐছে কভু ॥৫০৭
রহিতে নারিয়ে শীঘ্র নবদ্বীপে গিয়া।
প্রভু আরাধিব প্রভু প্রকট লাগিয়া ॥ ৫০৮
ঐছে কত কহি যাত্রা কৈলা বৃহস্পতি।
প্রভুর শ্রীবিদ্যা ক্রীড়া চিন্তে নিতি নিতি ॥ ৫০৯
করিবেন প্রভু বিদ্যা ক্রীড়া নদীয়ায়।
এই হেতু বৃহস্পতি আইলা তথায় ॥ ৫১০
তথাহি— শ্রীচৈতন্যভাগবতে—
এই ক্রীড়া লাগি সর্বারাধ্য বৃহস্পতি।
শিষ্যসঙ্গে নবদ্বীপে হইলা উৎপত্তি ॥ ৫১১
ওহে শ্রীনিবাস এই শ্রীবিদ্যানগরে।
বৃহস্পতি আরাধয়ে শ্রীগৌরসুন্দরে ॥ ৫১২
হইল প্রভুর আজ্ঞা বৃহস্পতি প্রতি।
—হইব প্রকট শীঘ্র স্বগণ সংহতি ॥ ৫১৩
অশেষ প্রকারে বিদ্যা করহ প্রচার।
শুনি বৃহস্পতি চিত্তে হর্ষ অনিবার ॥ ৫১৪
কৈলা বিদ্যারম্ভ যৈছে কহনে না যায়।
হইলা তৎপর সবে বিদ্যাব্যবসায় ॥ ৫১৫
প্রভু ক্রীড়া লাগি এথা বিদ্যা প্রচারিল।
এই হেতু শ্রীবিদ্যানগর নাম হৈল ॥ ৫১৬
সর্বসিদ্ধি এই বিদ্যানগর দর্শনে।
ঘুচয়ে অবিদ্যা বিদ্যানগর শ্রবণে ॥ ৫১৭
এই বিদ্যানগরে গৌরাঙ্গ গণসঙ্গে।
বিহরয়ে ভক্তের আলয়ে মহারঙ্গে ॥ ৫১৮
এত কহি ঈশান ঠাকুর ধীরে ধীরে।
মনের উল্লাসে প্রবেশয়ে জান্নগরে ॥ ৫১৯
শ্রীনিবাসে কহে দেখ গ্রাম জান্নগর।
পূর্বে জান্নদ্বীপ নাম কহে বিজ্ঞবর ॥ ৫২০

যৈছে জাম্বদ্বীপ নাম ব্যক্ত মহীতলে।
তাহা কহি যে কহয়ে প্রাচীন সকলে ॥ ৫২১
জহ্নুমুনি পরম আনন্দে এইখানে।
দেখি নবদ্বীপ শোভা বিচারয়ে মনে ॥ ৫২২
—'অন্য কলি হৈতে এই কলিযুগ ধন্য।
যা'তে অবতীর্ণ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ॥ ৫২৩
সর্বাবতারের সর্বপ্রিয়গণ-সনে।
নবদ্বীপে অবতীর্ণ কলির প্রথমে ॥ ৫২৪
ধরিব সে গৌরবর্ণ উপমার পার।
হইব শ্রীঅঙ্গের ভঙ্গিমা চমৎকার ৫২৫
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিলাস।
তাহা দেখি' কি পূর্ণ হইবে অভিলাষ ॥" ৫২৬
ঐছে বিচারিয়া মুনি মনের আনন্দে।
আরাধয়ে ভুবনমোহন গৌরচন্দ্রে ॥ ৫২৭
মুদ্রিত নয়নে মুনি করিতে ধিয়ান।
হৃদয়ে উদয় হৈলা প্রভু দয়াবান্ ॥ ৫২৮
শ্যামল সুন্দর মূর্তি ত্রিভুবন মোহে।
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা শিরে শিখিপিঞ্ছ শোহে ॥ ৫২৯
করাবলম্বন-বংশী রায় মন্দ মন্দ।
ঝলমল করে সুচারু মুখচন্দ্র ॥ ৫৩০
ঐছে দেখি' দেখে তা'রে সন্ন্যাসী নবীন।
দণ্ড-কমণ্ডলু করে, শিরে শিখাহীন ॥ ৫৩১
পরিধেয় অরুণ কৌপীন-বহির্বাস।
অঙ্গতেজ জিনি' কোটি সূর্যের প্রকাশ ॥ ৫৩২
ঐছে নিরখিয়া মুনি নারে স্থির হৈতে।
নেত্র মেলিতেই তেঁহো উদয় সাক্ষাতে ॥ ৫৩৩
সুচারু চাঁচর কেশে মাতায় ভুবন।
ঝলমল করে নানা অঙ্গের ভূষণ ॥ ৫৩৪
জগৎ করয়ে আলো রূপের ছটায়।
স্বর্ণাদি মলিন, সে উপমা নহে তায় ॥ ৫৩৫
অঙ্গভঙ্গি কোটি-কন্দর্পের দর্প নাশে।
দেখি' মুনি হইলেন বিহ্বল উল্লাসে ॥ ৫৩৬
দেখিয়া মুনির চেষ্টা প্রভু গৌরহরি।
করিল মুনিরে স্থির অনুগ্রহ করি' ॥ ৫৩৭
মুনি মহানন্দে পড়ি' প্রভুপদতলে।
করিলেন সিক্ত পাদপদ্ম নেত্রজলে ॥ ৫৩৮
করিয়া অনেক স্তুতি রহিয়া সম্মুখে।
সমর্পিল নেত্রদ্বয় প্রভুর শ্রীমুখে ॥ ৫৩৯
প্রভু আলিঙ্গন করি' কহে বার বার।
"সর্বমনোরথ-সিদ্ধি হইবে তোমার ॥" ৫৪০
ঐছে কত কহি' প্রভু অন্তর্ধান হৈলা।
প্রভুর ইচ্ছায় মুনি ধৈর্যাবলম্বিলা ॥ ৫৪১
আপনার সৌভাগ্য প্রশংসে মনে মনে।
—"হৈল মোর তপস্যা সফল এতদিনে ॥" ৫৪২
ঐছে বিচারিয়া মুনি চাহে চারি ভিতে।
কত সাধ নদীয়ার মহিমা কহিতে ॥ ৫৪৩
নিরন্তর নদীয়া-চান্দের গুণ গায়।
ধূলায় ধূসর, সিক্ত নেত্রের ধারায় ॥ ৫৪৪
জহ্নুমুনি মহানন্দে রহে এইখানে।
এই হেতু 'জহ্নুদ্বীপ' কহে বিজ্ঞগণে ॥ ৫৪৫
জহ্নুদ্বীপে গৌরচন্দ্রের যে বিহার।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার ॥ ৫৪৬
এথা ছিল পুষ্পময় অপূর্ব কানন।
লোকে কহে,—"শ্রীজহ্নুমুনির তপোবন ॥ ৫৪৭
এ স্থান-দর্শনে সব তাপ দূরে যায়।
বাড়য়ে নির্মল ভক্তি প্রভুর শ্রীপায়" ॥ ৫৪৮
এত কহি' জাম্নগর হইতে ঈশান।
চলিলেন 'মাউগাছি'-গ্রাম সন্নিধান ॥ ৫৪৯
মাউগাছি-প্রদেশের শোভা নিরখিয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥ ৫৫০

এই 'মাউগাছি'-গ্রাম লোকেতে প্রচার।
'মোদদ্রুমদ্বীপ'-নাম পূর্বে সে ইহার ॥ ৫৫১
'মোদদ্রুমদ্বীপ'-নাম যৈছে ব্যক্ত হৈল।
তাহা কহি' প্রাচীনের মুখে যে শুনিল ॥ ৫৫২
পালিতে পিতার সত্য কৌশল্যা-তনয়।
অযোধ্যা ছাড়িয়া বনে করিলা বিজয় ॥ ৫৫৩
ছাড়ি' রাজবেশ প্রভু মহানন্দ মনে।
জানকী-লক্ষ্মণসহ ভ্রমে বনে বনে ॥ ৫৫৪
অতি সুকোমল পদে যে পথে চলয়ে।
সে পথ কোমল হয় কিছু না বাজয়ে ॥ ৫৫৫
বাত, বর্ষা, সূর্যতপ সদা অনুকূল।
অদ্ভুত ভ্রমণলীলা ভুবনে অতুল ॥ ৫৫৬
নানাদেশবাসী স্ত্রী-পুরুষ আদি যত।
দেখি' রামচন্দ্র-শোভা সবেই উন্মত্ত ॥ ৫৫৭
যে যে বন-পর্বতাদি-স্থানে কৈল স্থিতি।
হৈল মহাতীর্থ সে সে স্থানে ব্যক্ত কীর্তি ॥ ৫৫৮
এথা হৈতে উত্তর দিশায় কথোদূরে।
ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র পর্বতগহ্বরে ॥ ৫৫৯
অদ্যাপিহ লোকযাত্রা সেইখানে হয়।
সেইস্থান দর্শনমাত্রে সর্ব দুঃখ-ক্ষয় ॥ ৫৬০
ওহে শ্রীনিবাস, ঐছে ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইসেন এথা যৈছে উপমা কি দিতে ॥ ৫৬১
আগে রাম রাজা দশরথের নন্দন।
মধ্যে জানকী, পাছে ঠাকুর লক্ষ্মণ। ৫৬২
শ্রীরাম, জানকী, লক্ষ্মণের শোভা দেখি'।
আনের কা কথা মহামুগ্ধ পশুপাখী ॥ ৫৬৩
ব্রহ্মাদির বন্দ্য রাম রাজীবলোচন।
চতুর্দিকে চাহি' চলে গজেন্দ্রগমন ॥ ৫৬৪
কথোদূরে হৈতে নবদ্বীপ-পানে চায়।
মন্দ মন্দ হাসে অতি কৌতুক হিয়ায় ॥ ৫৬৫

শ্রীরামচন্দ্রের দেখি' সহাস্যবদন।
জিজ্ঞাসে জানকী—"কহ হাস্যের কারণ" ॥ ৫৬৬
শুনি' শ্রীসীতার প্রৌঢ় বাক্য রসাবেশে।
কহয়ে জানকী প্রতি সুমধুর ভাষে ॥ ৫৬৭
"দ্বাপরের পরে কলিযুগের প্রথমে।
হ'বে মহাকৌতুক এ নবদ্বীপ-গ্রামে ॥ ৫৬৮
নবদ্বীপে করি' অতি অদ্ভুত বিহার।
তদুপরি করিব সন্ন্যাস-অঙ্গীকার ॥ ৫৬৯
এবে যৈছে ভ্রমি' ঐছে করিব ভ্রমণ।
করিতে ভ্রমণ মনে হাসিলু এখন ॥" ৫৭০
শুনিয়া জানকী নিবেদয়ে যোড়-করে।
—"কৈছে বিলসিবা প্রভু নদীয়া-নগরে?" ৫৭১
শুনি' প্রভু কহে,—"বিপ্র-বংশেতে জন্মিব।
বাল্যকালে বিবিধ চাঞ্চল্য প্রকাশিব ॥ ৫৭২
ধরিব অদ্ভুত পীতবর্ণ নিরুপম।
আমা' পানে চাহিয়া মাতিব ত্রিভুবন ॥ ৫৭৩
হব' বিদ্যাবন্ত, কীর্তি ব্যাপিব ভুবনে।
করিব বিবাহদ্বয় পিতা-অদর্শনে ॥ ৫৭৪
এবে যৈছে কৈলু পিণ্ডপ্রদান গয়াতে।
ঐছে পিণ্ডপ্রদান করিব লোক-রীতে ॥ ৫৭৫
নবদ্বীপে ভক্তের উল্লাস বাঢ়াইব।
ব্রহ্মাদি-দুর্লভ সঙ্কীর্তন প্রচারিব ॥ ৫৭৬
নিজগণে বিবিধ প্রকারে প্রবোধিয়া।
হইবাঙ দেশান্তরী সন্ন্যাসী হইয়া ॥" ৫৭৭
শুনি' শ্রীজানকী কহে সহাস্যবদনে।
—"সন্ন্যাস করিবা তবে বিবাহ বা কেনে? ৫৭৮
ইথে অনুচিত এই মোর মনে লয়।
পরমদয়ালু হৈয়া হইবা নির্দয় ॥" ৫৭৯
শুনি' লজ্জাযুক্ত রাম কহে সীতা-প্রতি।
—"না জানহ সদা মোর নবদ্বীপে স্থিতি ॥" ৫৮০

কহিতে কহিতে ঐছে মধুর গমনে।
জানকী-লক্ষ্মণসহ আইলা এইখানে ॥ ৫৮১
এক বৃহদ্বটদ্রুম আছিল এথায়।
তা'র তলে দাঁড়াইলা অপূর্ব ছায়ায় ॥ ৫৮২
পুনঃ শ্রীজানকী কহে নিজ প্রাণনাথে।
—"সঙ্কীর্তনানন্দ প্রভু কৈছে নদীয়াতে?" ৫৮৩
জানকীবল্লভ রাম রাজীবলোচন।
প্রিয়া-প্রতি কহে, —"করো মুদ্রিত নয়ন" ॥ ৫৮৪
শুনিয়া জানকী দুই নয়ন মুদয়ে।
নবদ্বীপে অদ্ভুত বিলাস নিরিখয়ে ॥ ৫৮৫
গীত, নৃত্য, বাদ্যের অবধি নদীয়ায়।
প্রভুভক্ত অসংখ্য উপমা নাই তায় ॥ ৫৮৬
পরিকর-মধ্যে গৌর-বিগ্রহ সুন্দর।
কৈশোর বয়স, মহারসের সাগর ॥ ৫৮৭
ভুবনমোহয়ে সে না অঙ্গ-ভঙ্গিমাতে।
সে শোভা দেখিয়া সীতা নারে স্থির হৈতে ॥ ৫৮৮
নয়ন মেলিয়া চাহে প্রাণনাথ-পানে।
হাসিয়া শ্রীরামচন্দ্র স্থির কৈল তানে ॥ ৫৮৯
সর্বতত্ত্ব জানেন শ্রীসুমিত্রা নন্দন।
হইলা অধৈর্য লীলা করিয়া স্মরণ ॥ ৫৯০
এথা সকলের মোদ বৃদ্ধি অতিশয়।
এই হেতু মোদদ্রুমদ্বীপ পূর্বে কয় ॥ ৫৯১
এই মোদদ্রুমদ্বীপ যে করয়ে দর্শন।
তারে সুপ্রসন্ন রাম, জানকী লক্ষ্মণ ॥ ৫৯২
ওহে শ্রীনিবাস এই রামবট স্থান।
কলি প্রবেশিতে বট হৈল অন্তর্ধান ॥ ৫৯৩
এথা হৈতে রামচন্দ্র মহাহর্ষ চিত্তে।
শ্রীসীতা লক্ষ্মণ সহ চলে উৎকলেতে ॥ ৫৯৪
প্রবেশি উৎকলে দেখি স্থান মনোরম।
রামেশ্বর নামে শিব করিলা স্থাপন ॥ ৫৯৫

সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে সেই স্থান।
মনের আনন্দে তা দেখয়ে ভাগ্যবান ॥ ৫৯৬
তথা হৈতে রামচন্দ্র ভ্রমে বনে বনে।
করয়ে পরমাদ্ভুত কীর্তি স্থানে স্থানে ॥ ৫৯৭
এই মাউগাছি গ্রামে শ্রীগৌরসুন্দর।
করিল অদ্ভুত লীলা অন্যে অগোচর ॥ ৫৯৮
রাম উপাসক এক বিপ্র ছিল এথা।
ওহে শ্রীনিবাস কিছু কহি তাঁর কথা ॥ ৫৯৯
যে দিবস বিশ্বম্ভর প্রকট হইলা।
সে দিবস সেই বিপ্র মিশ্রগৃহে ছিলা ॥ ৬০০
প্রকট সময় দেবে জয়ধ্বনি করে।
দেখি দেবগণে বিপ্র পড়িলা ফাঁপরে ॥ ৬০১
পরম আনন্দে মনে মনে বিচারয়।
হইল প্রকট মোর প্রভু সুনিশ্চয় ॥ ৬০২
দশরথ রাজা এই মিশ্র জগন্নাথ।
জগত জননী শচী—কৌশল্যা সাক্ষাৎ ॥ ৬০৩
কাহুকে না কহি কিছু দেখি বিশ্বম্ভরে।
মিশ্রগৃহ হইতে আইলেন নিজ ঘরে ॥ ৬০৪
দুর্বাদলশ্যাম রামে করিতে খিয়ান।
দেখি মিশ্রপুত্রে গৌরমূর্তি অনুপম ॥ ৬০৫
ইথে চিন্তাযুক্ত হৈতে নিদ্রা আকর্ষিল।
স্বপ্নচ্ছলে গৌরচন্দ্র সাক্ষাৎ হইল ॥ ৬০৬
কনকদর্পণ যিনি শ্রীঅঙ্গের ছটা।
নিন্দয়ে শ্রীমুখচন্দ্রে চন্দ্রমার ঘটা ॥ ৬০৭
আজানুলম্বিত বাহু বক্ষঃ পরিসর।
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র ভঙ্গ মনোহর ॥ ৬০৮
শিরে চা . চিক্কণ চাঁচর কেশভার।
তাহে সুবিচিত্র বেঢ়া নানা পুষ্পহার ॥ ৬০৯
গলে যজ্ঞসূত্র অতি অদ্ভুত সুষমা।
সর্বাঙ্গসুন্দর, নাই জগতে উপমা ॥ ৬১০

বিলসয়ে অপূর্ব রতন-সিংহাসনে।
স্তুতি করে সম্মুখে ব্রহ্মাদি দেবগণে ॥ ৬১১
দেখিতে দেখিতে বিপ্র মনের আনন্দে।
দূর্বাদল-শ্যামরূপ দেখে গৌরচান্দে ॥ ৬১২
ভুবনমোহন প্রভু কৌশল্যাতনয়।
পরম অদ্ভুত রাজবেশে বিলসয় ॥ ৬১৩
প্রসন্নবদন ধনুর্বাণ ধরে করে।
বামে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ ছত্র ধরে ॥ ৬১৪
সম্মুখে পবননন্দন হনুমান।
করযোড়ে রহে সে অদ্ভুত ভঙ্গি তান ॥ ৬১৫
ঐছে রামচন্দ্র-শোভা দেখি বিপ্রবর।
ভূমিতে পড়িয়া করে প্রণতি বিস্তর ॥ ৬১৬
ভক্তবৎসল প্রভু গুণের আলয়।
বিপ্রে অনুগ্রহ করিলেন অতিশয় ॥ ৬১৭
প্রভু-অদর্শনে হৈতে হৈল নিদ্রাভঙ্গ।
বিপ্র মহা-ব্যাকুল ধরিতে নারে অঙ্গ ॥ ৬১৮
দেখি' দশা, পুনঃ প্রভু স্বপ্নে প্রবোধিলা।
এ সকল ব্যক্ত করিতে ও নিষেধিলা ॥ ৬১৯
স্থির হইয়া বিপ্র মহা-মনের আনন্দে।
কাহারে না কহে কিছু দেখি' গৌরচন্দ্রে ॥ ৬২০
অত্যন্ত প্রাচীন বিপ্র অপ্রকটকালে
কহি' অনুগ্রহ কিছু কহিল বিরলে ॥ ৬২১
মোর অতিশয় অনুগ্রহ হয় তা'র।
কি বলিব বিপ্রের মহিমা চমৎকার ॥ ৬২২
দেখ সে বিপ্রের এই বাসস্থান হয়।
এ স্থান-দর্শনমাত্রে ঘুচে ভবভয় ॥ ৬২৩
এথা গৌরচন্দ্র নিজগণের সহিতে।
প্রকাশয়ে রামলীলা দেখিনু সাক্ষাতে ॥ ৬২৪
এত কহি শ্রীঈশান সে প্রেমাবেশেতে।
যেলেন 'বৈকুণ্ঠপুর' মাউগাছি হৈতে ॥ ৬২৫

শ্রীনিবাস নরোত্তমে কহে ধীরে ধীরে।
দেখ এ বৈকুণ্ঠপুর বিদিত সংসারে ॥ ৬২৬
বৈকুণ্ঠপুরাখ্যা যৈছে হইল প্রচার।
তাহা কিছু কহি লোকে কহে যে প্রকার ॥ ৬২৭
একদিন নারদ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে।
আইসে শিবের পাশে কৈলাস-পর্বতে ॥ ৬২৮
নিজগণ-সহ শিব বসি চর্মাসনে।
শ্রীকৃষ্ণচরিত কহে শ্রীপঞ্চবদনে ॥ ৬২৯
দূর হইতে নারদ শ্রীমহেশে দেখিয়া।
হইলা বিহ্বল, ভূমে পড়ে প্রণমিয়া ॥ ৬৩০
নারদে করিয়া কোলে দেব ত্রিলোচন।
জিজ্ঞাসেন—"কেথা হৈতে হইল আগমন"? ৬৩১
নারদ কহেন অতি উল্লসিত মনে।
—"গিয়াছিনু শ্রীনারায়ণের সন্দর্শনে ॥ ৬৩২
শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ লৈয়া নিজ প্রিয়গণ।
নবদ্বীপ প্রসঙ্গে নিমগ্ন অনুক্ষণ ॥ ৬৩৩
ভারতবর্ষেতে নবদ্বীপ রম্য স্থান।
গণসহ হর্ষ তথা করিতে পয়ান ॥ ৬৩৪
দেখি মহারঙ্গে মুই আইনু ত্বরায়।
না জানি কি আনন্দ হইবে নদীয়ায় ॥ ৬৩৫
শুনি নারদের বাক্য দেব মহেশ্বর।
মন্দ মন্দ হাসে প্রেমে পূর্ণ কলেবর ॥ ৬৩৬
নারদের পানে চাহি মস্তক ঢুলায়।
করয়ে গর্জন কি অদ্ভুত ভঙ্গি তায় ॥ ৬৩৭
হইলা বিহ্বল শ্রীকৈলাস-গিরীশ্বর।
নয়নের জলে সিক্ত শ্বেত কলেবর ॥ ৬৩৮
নবদ্বীপ লীলাগত মহেশে দেখিয়া।
চলিলা নারদমুনি বিদায় হইয়া ॥ ৬৩৯
ওহে শ্রীনিবাস শ্রীনারদ এইখানে।
নবদ্বীপ শোভা দেখি বিচারয়ে মনে ॥ ৬৪০

এই নবদ্বীপধাম সর্বধামময়।
সর্ব্বধামনাথ এথা সদা বিলসয়॥ ৬৪১
দেখি আইনু শ্রীবৈকুণ্ঠনাথে নারায়নে।
এথা কি বৈকুণ্ঠনাথে দেখিব নয়নে? ৬৪২
মুনি মনোরথমাত্রে দেখয়ে সাক্ষাতে।
গণসহ শ্রীবৈকুণ্ঠ, বৈকুণ্ঠের নাথে॥ ৬৪৩
হইলা নারদমুনি প্রেমায় বিহ্বল।
নিবারিতে নারে দুই নয়নের জল॥ ৬৪৪
নবদ্বীপধামে কত প্রার্থনা করিয়া।
কৃষ্ণ সন্দর্শন কৈল দ্বারকায় গিয়া॥ ৬৪৫
নারদের আগমনে রুক্মিণীর নাথ।
প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া কৈল দৃষ্টিপাত॥ ৬৪৬
নারদেরে সন্তোষ করিয়া নানা মতে।
জিজ্ঞাসয়ে—আগমন হৈল কোথা হৈতে? ৬৪৭
মুনি কহে—নবদ্বীপ হৈতে আগমন।
এত কহি করিলেন মৌনাবলম্বন॥ ৬৪৮
মুনি মনোবৃত্তি জানি কৃষ্ণ কৃপাময়।
হইলেন গৌরমূর্তি ভুবনমোহয়॥ ৬৪৯
দেখিয়া নারদমুনি নদীয়ার চান্দে।
নেত্রে বহে বারিধারা ধৈর্য নাহি বান্ধে॥ ৬৫০
হইলেন যৈছে কিছু না যায় কহনে।
শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ দেখে সেইক্ষণে॥ ৬৫১
গৌর কৃষ্ণরূপ অতি অমূল্য রতন।
হৃদয় সম্পুটে মুনি কৈল সঙ্গোপন॥ ৬৫২
ফিরাইতে নারে নেত্র রহয়ে চাহিয়া।
প্রভু হর্ষ নারদের চেষ্টা নিরখিয়া॥ ৬৫৩
নারদে করিয়া স্থির কহে মৃদুভাষে।
—শিবের নিকট শীঘ্র যাইবে কৈলাসে॥ ৬৫৪
নবদ্বীপ গমন জানাবে সব ঠাঁই।
হইল সময় বিলম্বের কার্য নাই॥ ৬৫৫

শুনিয়া কৃষ্ণের মহা মধুর বচন।
বিদায় হইয়া মুনি করিল গমন॥ ৬৫৬
গায় বীণাযন্ত্রে গৌর কৃষ্ণের চরিত।
কৈলাস পর্বতে শীঘ্র হৈলা উপনীত॥ ৬৫৭
শিবে প্রণমিয়া মুনি সব নিবেদিল।
শুনি মহাদেব মহা বিহ্বল হইল॥ ৬৫৮
নারদের করিয়া ক্রোড়ে করয়ে নর্তন।
যে আনন্দ কৈলাসে তা না হয় বর্ণন॥ ৬৫৯
ওহে শ্রীনিবাস—মুনি সর্বত্র জানাই।
পুনঃ শ্রীনারদমুনি আইল এই ঠাঁই॥ ৬৬০
মনে মনে মুনি বিচারয়ে মন কথা।
দ্বারকায় যে দেখিনু দেখিব কি এথা॥ ৬৬১
ঐছে বিচারিয়া মুনি চারিদিকে চায়।
দ্বারকার ঐশ্বর্য দেখয়ে নদীয়ায়॥ ৬৬২
রত্নসিংহাসনে গৌরচন্দ্র বিলসয়ে।
রূপের ছটায় কোটি কন্দর্প মোহয়ে॥ ৬৬৩
দেখিয়া প্রভুর শোভা নারদ গোসাঞি।
হইলেন যৈছে তা কহিতে সাধ্য নাই॥ ৬৬৪
নারদে কহয়ে প্রভু মধুর বচনে।
—দেখিবে প্রকট লীলা এথায় অল্পদিনে॥ ৬৬৫
তুমি যে করিলে মনে হবে সর্বথায়।
জীবের দারুণ দুঃখ খণ্ডিবে হেলায়॥ ৬৬৬
ঐছে কিছু কহি নারদেরে কৃপা করি।
হইলেন অদর্শন প্রভু গৌরহরি॥ ৬৬৭
ওহে শ্রীনিবাস শ্রীপ্রভুর অদর্শনে।
হইলা ব্যাকুল মুনি কত উঠে মনে॥ ৬৬৮
এই নারায়ণপীঠ স্থানে মুনিবর।
কিছুদিন রহি হৈলা ভ্রমণে তৎপর॥ ৬৬৯
নারায়ণে নারদ দর্শন এথা কৈল।
এই হেতু নারায়ণপীঠ নাম হইল॥ ৬৭০

বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য প্রকাশ এই খানে।
তেঞি বৈকুণ্ঠপুর বিখ্যাত ভুবনে॥ ৭৭১
এদেশের রাজা যোগ্য সে সময়ে ছিলা।
শ্রীনারায়ণের সেবা এথা প্রকাশিলা॥ ৬৭২
কথোদিন পরে গ্রাম হৈল লুপ্তপ্রায়।
পুনঃ হৈল অতিশয় বসতি এথ য়॥ ৬৭৩
এথা ছিল বৃদ্ধ এক বিপ্র বিদ্যাবান্।
লক্ষ্মী নারায়ণ মন্ত্রে উপাসনা তান॥ ৬৭৪
লক্ষ্মী নারায়ণে তাঁর অনন্য পীরিতি।
কহিতে কি জানি যে দেখিলু শুদ্ধরীতি॥ ৬৭৫
মধ্যে মধ্যে বল্লভমিশ্রের ঘরে গিয়া।
লক্ষ্মী নারায়ণে সেবে নিভৃতে পাইয়া॥ ৬৭৬
বল্লভ মিশ্রেরে তাঁর স্নেহ অতিশয়।
বিপ্রে গুরুভক্তি করে মিশ্র মহাশয়॥ ৬৭৭
যে দিবস লক্ষ্মীর বিবাহ প্রভু সনে।
সে দিবস সেই বিপ্র ছিল এইখানে॥ ৬৭৮
বিবাহ সময়ে দেখি লক্ষ্মী বিশ্বম্ভরে।
লক্ষ্মী নারায়ন বলি বিপ্র নৃত্য করে॥ ৬৭৯
বিপ্রের নয়নে আনন্দাশ্রু অনিবার।
সর্বাঙ্গে পুলক নারে ধৈর্য ধরিবার॥ ৬৮০
প্রভুর ইচ্ছায় বিপ্র কিছু স্থির হৈলা।
সে রাত্রি তথাই রহি নিজ বাসা আইলা॥ ৬৮১
অতি জীর্ণ বাসা প্রায় স্থিতি বৃক্ষতলে।
কুটীর প্রবেশি বিপ্র ভাসে নেত্র জলে॥ ৬৮২
মিশ্রগৃহে লক্ষ্মী গৌরচন্দ্রে সোঙরিয়া।
নিরন্তর প্রেমানন্দে উমড়য়ে হিয়া॥ ৬৮৩
মনে মনে করে বিপ্র সুদৃঢ় বিচার।
—গৌররূপে নারায়ণ শচীর কুমার॥ ৬৮৪
বল্লভমিশ্রের কন্যা সাক্ষাৎ লছিমী।
লক্ষ্মী নারায়ণ দোঁহে প্রকট অবনী॥ ৬৮৫

লক্ষ্মী প্রাণনাথ মোর প্রভু গৌরচন্দ্র।
করিব কি কৃপা মোরে দেখি দীন মন্দ॥ ৬৮৬
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করয়ে প্রভুরে।
হইলা সাক্ষাৎ প্রভু বিপ্রের কুটীরে॥ ৬৮৭
পরম অদ্ভুত রঙ্গ করিয়া প্রকাশ।
বিপ্রের কুটীরে হৈল বৈকুণ্ঠ বিলাস॥ ৬৮৮
ভুবন মোহন প্রভু শ্রীগৌর বিগ্রহ।
বিলসলে রত্নসিংহাসনে লক্ষ্মী সহ॥ ৬৮৯
শ্রীঅঙ্গ ভূষিত নানা রত্ন বিভূষনে।
দুঁহু রূপমাধুর্যের উপমা কি আনে॥ ৭৯০
সেইক্ষণে প্রভু গৌরচন্দ্র দয়াময়।
হৈল চতুর্ভুজ দেখি বিপ্রের বিস্ময়॥ ৬৯১
প্রভুপদে পড়ি বিপ্র কৈলা বহু স্তুতি।
ভক্তাধীন প্রভু হাসি কহে বিপ্র প্রতি॥ ৬৯২
— জন্মে জন্মে তুমি মোর হও প্রিয় দাস।
তুমি সে দেখিতে যোগ্য আমার বিলাস॥ ৬৯৩
এবে যে দেখিলে ইহা কাহু না কহিবে।
যবে যে করিবে মনোরথ সিদ্ধি হবে॥ ৬৯৪
এত কহি বিপ্র মাথে ধরিয়া চরণ।
অচিন্ত্য প্রভুর লীলা হৈল অদর্শন॥ ৬৯৫
বিপ্র যৈছে হৈলা তাহা কে বর্ণিতে পারে।
সদা নবদ্বীপলীলা সমুদ্রে সাঁতারে॥ ৬৯৬
ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব সে কথা।
এই দেখ বিপ্রের কুটীর ছিল এথা॥ ৬৯৭
ভক্তগোষ্ঠী সহ প্রভু শচীর কুমার।
শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে কৈল অশেষ বিহার॥ ৬৯৮
শ্রীবৈকুণ্ঠপুর দর্শনেতে আর্তি যার।
অনায়াসে সর্বমনোরথ সিদ্ধি তার॥ ৬৯৯
এত কহি শ্রীবৈকুণ্ঠপুরে প্রণমিয়া।
মাতাপুরে চলে চতুর্দিক নিরখিয়া॥ ৭০০

শ্রীনিবাসে কহেন শ্রীঈশান ঠাকুর।
এই আগে দেখ গ্রাম নাম মাতাপুর ॥৭০১
পূর্বে শ্রীমহৎপুর গ্রাম নাম হয়।
মহৎ প্রসঙ্গ পুর করি যে লোকে কয় ॥৭০২
শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছায় পাণ্ডবের বনবাস।
বনবাসে হৈল মহা কৌতুক প্রকাশ ॥৭০৩
নানা দেশে ভ্রময়ে পাণ্ডবপঞ্চ ভাই।
পাণ্ডবের চরিত্র কহিতে অন্ত নাই ॥৭০৪
যে যে দেশে পাণ্ডবের নহিল গমন।
সে সে দেশ পাণ্ডব বার্জিত বিজ্ঞে কন ।৭০৫
পাণ্ডবের কীর্তি যত বিদিত পুরাণে।
অসুর রাক্ষস নাশ কৈল স্থানে স্থানে ॥৭০৬
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গৌড়দেশে প্রবেশিল।
রাঢ়ে একচক্রা নাম গ্রামে স্থিতি কৈল ॥৭০৭
একচক্রা প্রদেশে যে অসুর রাক্ষস।
সে সবে বধিল ভীম ব্যাপিল সুযশ ॥৭০৮
দ্রৌপদী সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
লোকহিতে রত যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥৭০৯
একচক্রা নির্জনে রহয়ে মহানন্দে।
সদা সোঙরয়ে বলদেব কৃষ্ণচন্দ্রে ॥৭১০
দেখি একচক্রা ভূমি শোভা মনোহর।
মনে বিচারয়ে যুধিষ্ঠির বিজ্ঞবর ॥৭১১
দেখিনু অনেক দেশ ঐছে না দেখিল।
ঐছে চিত্ত আকর্ষণ কোথায় নহিল ।৭১২
ইথে বুঝি কৃষ্ণলীলাস্থলী এই স্থান।
কৃষ্ণ জানাইলে জানি মহিমা ইহান ॥৭১৩
ঐছে বিচারিতে প্রায় রাত্রি শেষ হৈল।
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥৭১৪
স্বপ্নচ্ছলে রোহিণীনন্দন বলরাম।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা অতি অনুপাম ॥৭১৫
মন্দ মন্দ হাসিয়া অদ্ভুত স্নেহাবেশে।
রাজা যুধিষ্ঠিরে কিছু কহে মৃদুভাষে ॥৭১৬
—এই কত দূরে নবদ্বীপ নামে গ্রাম।
সুরধুনী বেষ্টিত পরম রম্য স্থান ॥৭১৭
কলির প্রথমে কৃষ্ণ তথা বিপ্রকুলে।
জন্মিব আচ্ছন্নরূপে মহা কুতুহলে ॥৭১৮
নানা দেশে জন্মিবেন প্রিয়গন তাঁর।
তাঁর ইচ্ছামতে জন্ম এথাই আমার ॥৭১৯
এই একচক্রা মোর বিলাসের স্থান।
এত কহি বলদেব হৈলা অন্তর্ধান ॥৭২০
হইয়া বিস্ময় রাজা চিন্তে মনে মনে।
শ্বেতদ্বীপ হেন দেখে একচক্রা গ্রামে ॥৭২১
দেখিতেই ভূমি শোভা নিদ্রাভঙ্গ হৈল।
স্বপ্নকথা প্রাতে ভ্রাতাগণ জানাইল ॥৭২২
একচক্রা হইতে পাণ্ডব পঞ্চ ভাই।
নবদ্বীপে আসি উত্তরিলা এক ঠাঁই ॥৭২৩
দেখি নবদ্বীপ শোভা হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে।
মহারাজ যুধিষ্ঠীর বিচারয়ে মনে ॥৭২৪
একচক্রা গ্রামে যৈছে দেখিনু স্বপ্নেতে।
এথা কি দেখিব বলি নারে স্থির হৈতে ॥৭২৫
রাজার যে মনোবৃত্তি বুঝনে না যায়।
হইল কিঞ্চিৎ নিদ্রা কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥৭২৬
স্বপ্নচ্ছলে কৃষ্ণ বলদেব ভ্রাতাদ্বয়।
হইলা সাক্ষাৎ শোভা ভুবন মোহয় ॥৭২৭
রাজা যুধিষ্ঠীরে কৃষ্ণ কহেন হাসিয়া।
—মোর জন্মভূমি এই নগর নদীয়া ॥৭২৮
কলিযুগে প্রকট হইয়া গণসনে।
মাতাইব জগৎ মাতিব সংকীর্তনে ॥৭২৯
তোমা সবাসহ সিন্ধুতীরে বিলসিব।
ব্রজের দুর্লভ প্রেমসুধা পিয়াইব ॥৭৩০

এতেকহি রাজার শুনিয়া মনোবৃত্তি।
হইলেন পরমসুন্দর গৌরমূর্ত্তি ॥৭৩১
কৃষ্ণ বলদেবের দেখিয়া হেন রূপ।
আত্মবিস্মরিত যুধিষ্ঠির ভক্তভূপ ॥৭৩২
পরম আনন্দে সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়ে দুই প্রভু পদতলে ॥৭৩৩
দুই প্রভু বাঞ্ছায় করিয়া আলিঙ্গন।
কহিয়া প্রবোধ বাক্য হৈল অদর্শন ॥৭৩৪
প্রভু অদর্শনে হৈল ব্যাকুল হৃদয়।
জাগিয়া দেখয়ে রাত্রি প্রভাত সময় ॥৭৩৫
এ অদ্ভুত কথা জানাইয়া ভ্রাতৃগণে।
কথোদিন আনন্দে রহিলা এইখানে ॥৭৩৬
পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহাশয়।
তাঁর বাসস্থান হেতু মহৎপুর কয় ॥৭৩৭
এথা ছিল পঞ্চবট বৃক্ষ বিস্তারিত।
অতি সুশীতল ছায়ায় সর্ব্বমনোহিত ॥৭৩৮
দ্রৌপদী সহিত শ্রীপাণ্ডব পঞ্চভাই।
দেখি নবদ্বীপ শোভা অধৈর্য্য এথাই ॥৭৩৯
যুধিষ্ঠির বেদী নাম উচ্চ টীলা ছিল।
প্রভুর ইচ্ছাতে সে সকল লুপ্ত হইল ॥৭৪০
ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব সে কথা।
অজ্ঞাত রূপেতে পাণ্ডবের বাস এথা ॥৭৪১
পাণ্ডব নবদ্বীপচন্দ্রের আদেশে।
এথা হৈতে যাত্রা করিলেন ওড্রদেশে ॥৭৪২
উৎকলে পুরুষোত্তম পুরী সন্নিধানে।
রহিলেন কিছুদিন অপূর্ব কাননে ॥৭৪৩
তথা শ্রীবিগ্রহ শ্রীমাধব তাঁর নাম।
ছিলেন রাক্ষস স্থানে পাইল সন্ধান ॥৭৪৪
গদাঘাতে ভীম সে রাক্ষসে নষ্ট কৈলা।
শ্রীমাধব সেবা সর্ব্বলোকে প্রচারিলা ॥৭৪৫

অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্ত লোক সেবে তাঁরে।
পাণ্ডবের ক্রিয়া যত কে করিতে পারে ॥৭৪৬
এই মহৎপুরে গৌরচন্দ্র মহারঙ্গে।
প্রকাশে অদ্ভুত লীলা পরিকর সঙ্গে ॥৭৪৭
যে বারেক মহৎপুর করয়ে দর্শন।
অনায়াসে পায় সে অমূল্য ভক্তিধন ॥৭৪৮
শ্রীমহৎপুর প্রসঙ্গেতে যাঁর রতি।
তাঁর দৃষ্টিমাত্রে ঘুচে অন্তের দুর্ম্মতি ॥৭৪৯
এত কহি শ্রীমহৎপুর হৈতে চলে।
সোঙরি গৌরাঙ্গ লীলা ভাসে নেত্রজলে ॥৭৫০
গঙ্গা পূর্বধারে রাহুপুর গ্রাম হয়।
কেহো কেহো রাহুপুরে রুদ্রপুর কয় ॥৭৫১
শ্রীঈশানঠাকুর সে রাহুপুরে গিয়া।
শ্রীনিবাস প্রতি কহে ঈষৎ হাসিয়া ॥৭৫২
এই রাহুপুর পূর্ব রুদ্রদ্বীপ নাম।
গ্রাম লুপ্ত হৈল এবে আছে মাত্র স্থান ॥৭৫৩
রুদ্রদ্বীপ নাম যৈছে প্রচার হইল।
তাহা কিছু কহি বিজ্ঞমুখে যে শুনিল ॥৭৫৪
গৌরচন্দ্র প্রকট হইব নদীয়ায়।
ইথে শ্রীরুদ্রের মহা উল্লাস হিয়ায় ॥৭৫৫
নিজগণ সনে রুদ্রদেব এইখানে।
হইলা উন্মত্ত গৌরচরিত্র কীর্ত্তনে ॥৭৫৬
চতুর্দ্দিকে নানা বাদ্যধ্বনি মনোহর।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে নৃত্য করে মহেশ্বর ॥৭৫৭
মেদিনী কম্পয়ে শ্রীরুদ্রের পদভরে।
দেখিতে সে নৃত্য শোভা কেবা ধৈর্য ধরে ॥৭৫৮
রুদ্রের নর্ত্তনে কেবা না করে নর্ত্তন।
স্বর্গে নানাপুষ্প বরিষয়ে দেবগণ ॥৭৫৯
দেবের অন্তরে মোদ বাড়ে অনিবার।
সবে কহে খণ্ডিল জীবের দুঃখভার ॥৭৬০

প্রভু না জন্মিতে, রুদ্র প্রভু জন্ম গায়।
—এবে প্রভু অবশ্য জন্মিব নদীয়ায় ॥ ৭৬১
দেখি প্রভু জন্মলীলা জুড়াব নয়ন।
এত কহি স্বর্গেও নাচয়ে দেবগন ॥ ৭৬২
প্রভুগুণ গানে রুদ্র আত্ম-বিস্মরিত।
হইলা অধৈর্য প্রভু দেখি রুদ্ররীত ॥ ৭৬৩
অন্ত অলক্ষিত রুদ্রদেবে দেখা দিয়া।
রুদ্রদেবে করে স্থির ঐছে প্রবোধিয়া ॥ ৭৬৪
তোমার যে মনোবৃত্তি সফল করিব।
অতি অবিলম্বে গণসহ প্রকটিব ॥ ৭৬৫
প্রভুবাক্যে রুদ্র স্থির হৈয়া মহানন্দে
বিবিধ প্রকারে স্তুতি করে গৌরচন্দ্রে ॥ ৭৬৬
শ্রীগৌরসুন্দর রুদ্রদেবে আলিঙ্গিয়া।
হইলেন অদর্শন প্রেমাবিষ্ট হইয়া ॥ ৭৬৭
প্রভু অদর্শনে রুদ্র ব্যাকুল হিয়ায়।
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৭৬৮
নিজ গণসহ রুদ্র বসি এইখানে ॥
করে সুধাবৃষ্টি গৌরচরিত্র কথনে ॥ ৭৬৯
ওহে শ্রীনিবাস এ পরম পুণ্যস্থান।
শ্রীরুদ্রবিলাসে তেঞি রুদ্রদ্বীপ নাম ॥ ৭৭০
এ-স্থান দর্শনমাত্র ঘুচয়ে দুর্মতি।
গৌরপাদপদ্মে রুদ্র জন্মায়েন রতি ॥ ৭৭১
ঐছে শ্রীঈশান স্থান মহিমা কহিয়া।
চলে বেলপোখেরা গ্রামেতে হৃষ্ট হইয়া ॥ ৭৭২
শ্রীনিবাসে কহে বেলপোখেরা এ গ্রাম।
কহয়ে প্রাচীনে বিল্বপক্ষ পূর্ব নাম ॥ ৭৭৩
বিল্বপক্ষ নাম এ-স্থানের যৈছে হয়।
তাহা কিছু কহিয়ে প্রাচীন লোকে কয় ॥ ৭৭৪
পঞ্চবক্ত্র শিবমূর্তি ছিলেন এখানে।
তাঁন যে মহিমা তাহা সে কহিতে জানে ॥৭৭৫

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যেবা যে কার্য প্রার্থয়।
তাহা পূর্ণ করে পঞ্চবক্ত্র দয়াময় ॥ ৭৭৬
এক সময়েতে কত তপস্বী ব্রাহ্মণ।
মনোরথ-সিদ্ধি-হেতু করে শিবার্চন ॥ ৭৭৭
একপক্ষ বিল্বদলে পূজিতে শিবেরে।
হইলেন শিব মহা প্রসন্ন অন্তরে ॥ ৭৭৮
কৃপাদৃষ্ট্যা চাহি' পঞ্চবক্ত্র মহেশ্বর।
বিপ্রগণে কহে,—"লেহ নিজাভীষ্ট-বর" ॥ ৭৭৯
বিপ্রগণ কহে,—"সর্বশ্রেষ্ঠ কার্য যাহা।
অনুগ্রহ করি' মো-সবারে দেহ' তাহা" ॥ ৭৮০
বিপ্রগণে কহে শিব—"কহিলা আশ্চর্য।
কৃষ্ণপরিচর্যা বিনু নাই শ্রেষ্ঠ কার্য" ॥ ৭৮১
বিপ্রগণ কহে,—"পরিচর্যা শ্রেষ্ঠ হয়।
কিরূপে হইব লভ্য কহ কৃপাময় ॥" ৭৮২
পঞ্চবক্ত্র কহে "কিছু চিন্তা না করিবে।
অনায়াসে কৃষ্ণপরিচর্যা লভ্য হ'বে ॥ ৭৮৩
এই কথোদিনে এই নদীয়া-নগরে।
কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবেন বিপ্র-ঘরে ॥ ৭৮৪
তোমরাও সেই সঙ্গে প্রকট হইবা।
তাঁ'র বাল্যাবেশে মহাসুখ জন্মাইবা ॥ ৭৮৫
করিয়া তাঁহার স্থানে বিদ্যা অধ্যয়ন।
জানিবা তাঁহারে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ॥ ৭৮৬
তাঁ'র প্রিয় ভক্তসহ সদা কুতূহলে।
তাঁ'র পরিচর্যারত হইবা সকলে ॥ ৭৮৭
শুনি' পঞ্চবক্ত্র মহাদেবের বচন।
ভূমি পড়ি' প্রণমিলা সকল ব্রাহ্মণ ॥ ৭৮৮
করিয়া অনেক স্তুতি বিদায় হইয়া।
কৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তে নিভৃতে রহিয়া ॥ ৭৮৯
ওহে শ্রীনিবাস, গৌর-কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
কথোদিনে পঞ্চবক্ত্র হৈলা গুপ্তপ্রায় ॥ ৭৯০

শ্বেতপক্ষ বিল্বদলে পূজিল ব্রাহ্মণ।
এই হেতু বিল্বপক্ষ-নাম বিজ্ঞ ক'ন ॥ ৭৯১
এ স্থান-দর্শনে পঞ্চবক্ত্র মহানন্দে।
মিলায়েন পরম দুর্লভ গৌরচন্দ্রে ॥ ৭৯২
এথা বিশ্বম্ভর প্রিয়ভক্তের সহিতে।
যৈছে বিলসয়ে তাহা কে পারে বর্ণিতে ॥ ৭৯৩
ঐছে কত কহিয়া শ্রীঠাকুর ঈশান।
চলয়ে ভারইডাঙ্গা মহাপুণ্যস্থান ॥ ৭৯৪
মনের উল্লাসে কহে শ্রীনিবাস-প্রতি।
এ ভারইডাঙ্গা দেখ অপূর্ব বসতি ॥ ৭৯৫
পূর্বে ভারদ্বাজটীলা নাম ব্যক্ত যৈছে।
প্রাচীন লোকেতে যে কহয়ে, কহি ঐছে ॥ ৭৯৬
ভারদ্বাজমুনি সমুদ্রাদি তীর্থ হৈতে।
আইলেন চক্রদহ গঙ্গা-সমীপেতে ॥ ৭৯৭
এবে চক্রদহে লোক চাকদা কহয়।
এথা হৈতে নবদ্বীপে করিলা বিজয় ॥ ৭৯৮
ওহে শ্রীনিবাস মুনি আসি' এইখানে।
হইলা বিহ্বল নবদ্বীপ নিরিক্ষণে ॥ ৭৯৯
এই উচ্চটীলারণ্যে রহি' কথোদিন
আরাধয়ে গৌরচন্দ্রে হৈয়া দীন হীন ॥ ৮০০
ভারদ্বাজ-প্রেমে বশ হৈয়া গৌরহরি।
হইলা সাক্ষাৎ মহা অদ্ভুত মাধুরী ॥ ৮০১
ভারদ্বাজ নতি স্তুতি করিলা বিস্তর।
প্রভু-আজ্ঞা কৈল নেহ নিজাভীষ্ট বর ॥ ৮০২
মুনি কহে,—"প্রভু, এই প্রার্থনা আমার।
নবদ্বীপে দেখি' যেন তোমার বিহার ॥" ৮০৩
প্রভু কহে'—"হ'বে যে তোমার মনে হয়"।
এত কহি' অদর্শন হৈলা দয়াময় ॥ ৮০৪
প্রভু-অদর্শনে মুনি নারে স্থির হইতে।
মুনির যে চেষ্টা তাহা কে পারে বুঝিতে ॥ ৮০৫

নবদ্বীপে প্রণমিয়া ভারদ্বাজ-মুনি।
চলিলা ভ্রমিতে ধন্য করিতে ধরণী ॥ ৮০৬
এই উচ্চ স্থানে ভারদ্বাজ বিলসিল।
এই হেতু ভারদ্বাজটীলা নাম হৈল ॥ ৮০৭
এথা গৌরাঙ্গের অতি অদ্ভুত বিলাস।
এ-স্থান-দর্শনে পূর্ণ হয় অভিলাষ ॥ ৮০৮
এত কহি' ঈশান ঠাকুর প্রেমাবেশে।
চলিলেন সুবর্ণবিহার-গ্রাম পাশে ॥ ৮০৯
শ্রীনিবাস-প্রতি কহে, দেখ এই গ্রাম।
পূর্বাপর সুবর্ণবিহার হয় নাম ॥ ৮১০
সুবর্ণবিহার-নাম যেরূপে হইল।
তাহা কিছু কহি' বিজ্ঞগণে যে কহিল ॥ ৮১১
এই দেশে ছিল এক রাজা ভাগ্যবান্।
কৃষ্ণেতে অনন্যভক্তি সর্বাংশে প্রধান ॥ ৮১২
নারদের শিষ্য-প্রশিষ্যাদি মহাশয়।
তাঁ'র মধ্যে আইল কেহ রাজার আলয় ॥ ৮১৩
রাজা তাঁ'রে অতিশয় সম্মান করিয়া।
বসাইলা আসনে ভূমিতে প্রণমিয়া ॥ ৮১৪
প্রভু-অবতার কত তাঁহারে জিজ্ঞাসে।
তেঁহ সব জানাইলা সুমধুর ভাষে ॥ ৮১৫
রাজারে প্রসন্ন হইয়া সেই মহাশয়।
পুনঃ রাজা প্রতি সুমধুর বাক্য কয় ॥ ৮১৬
"কলিতে হইয়া পীত-বর্ণ অবতার।
নবদ্বীপে করিবেন অদ্ভুত বিহার ॥ ৮১৭
ব্রহ্মাদির পরম দুর্লভ সংকীর্তন।
সংকীর্তনে মত্ত হইয়া মাতা'বে ভুবন ॥ ৮১৮
যৈছে মহা-রাসে নৃত্য কৈলা বৃন্দাবনে।
তৈছে নৃত্যে দিব সুখ প্রিয় ভক্তগণে ॥ ৮১৯
নবদ্বীপ হইবেক সুখের অবধি।
এই হেতু ঐছে গ্রাম বসাইল বিধি ॥ ৮২০

নবদ্বীপ-ধামতত্ত্ব অন্ত-অগোচর।
জানিব সে জানাইলে প্রভুপরিকর॥" ৮২১
ঐছে কত কহি' সে বৈষ্ণব মহাশয়।
করিয়া রাজায় কৃপা করিলা বিজয়॥ ৮২২
এ সব শুনিয়া রাজা বিচারয়ে মনে।
—"ধিক্ এ-মনুষ্য-জন্ম ধিক্ এ-জীবনে॥ ৮২৩
রাজ-বিষয়েতে মত্ত হইলু অনিবার।
না হইল সাধুসঙ্গ দুর্দৈব আমার॥ ৮২৪
বিনা সাধুসঙ্গ কোন কার্য সিদ্ধ নয়।
এতদিনে কৃপা কৈল সাধু কৃপাময়॥ ৮২৫
এবে সে জানিনু প্রভুধাম এ-নদীয়া।"
এত বিচারিতে প্রেমে উথলয়ে হিয়া॥ ৮২৬
নবদ্বীপ-পানে চাহি' বহে অশ্রুধার।
নবদ্বীপভূমে প্রণময়ে বার বার॥ ৮২৭
নবদ্বীপ-ধামে রাজা প্রার্থনা করয়।
—"এই কর সে সময়ে যেন জন্ম হয়॥" ৮২৮
এ-বাক্যে আকাশবাণী হইল রাজায়।
—"অবতীর্ণকালে জন্ম হ'বে নদীয়ায়॥" ৮২৯
যদ্যপি রাজার হর্ষ এ-কথা-শ্রবণে।
তথাপি না ধরে ধৈর্য কত উঠে মনে॥ ৮৩০
ভকত-বৎসল প্রভু বিশ্বম্ভর রায়।
স্বপ্নছলে লীলাশ্চর্য দেখান রাজায়॥ ৮৩১
চতুর্দিকে সহস্র সহস্র ভক্তগণ।
বায় নানা বাদ্য, গানে মোহয়ে ভুবন॥ ৮৩২
সে সভার মধ্যে নাচে নদীয়ার শশী।
শ্যামল সুন্দররূপ যেন সুধারাশি॥ ৮৩৩
দেখি' কৃষ্ণচন্দ্রে রাজা জুড়ায় নয়ন।
সেইক্ষণে দেখে তাঁ'রে সুবর্ণ-বরণ॥ ৮৩৪
হইয়া অধৈর্য রাজা বিচারয়ে মনে।
সুবর্ণ-বিগ্রহ কে বিহরে সংকীর্তনে? ৮৩৫
ঐছে বিচারিতে নিদ্রা ভাঙ্গিল রাজার।
স্থির হইয়া প্রশংসে সৌভাগ্য আপনার॥ ৮৩৬
সুবর্ণ-বিগ্রহের বিহার হইল ধ্যান।
এই হেতু সুবর্ণবিহার-নাম স্থান॥ ৮৩৭
ওহে শ্রীনিবাস, আর কহিয়ে তোমারে।
প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট-বিহারে॥ ৮৩৮
এইখানে ভক্তগোষ্ঠী-সহ গৌরহরি।
করয়ে নর্তন, লোক দেখে নেত্র ভরি'॥ ৮৩৯
হইয়া বিহ্বল পরস্পর লোকে কয়।
সুবর্ণবিগ্রহ কি কীর্তনে বিহরয়॥ ৮৪০
কেহ কহে—এমন সুন্দর বর্ণ নাই।
না দেখি জগতে কভু উপমার ঠাঁই॥ ৮৪১
কি অদ্ভুত বিহার মোহয়ে ত্রিভুবন।
এত কহি স্থির হৈতে নারে কোন জন॥ ৮৪২
ঐছে এ প্রশস্ত নাম সুবর্ণবিহার।
সংক্ষেপে কহিনু নারি করিতে বিস্তার॥ ৮৪৩
সুবর্ণবিহার গ্রাম যে করে দর্শন।
শ্রীগৌরাঙ্গ বিহারে ডুবয়ে তার মন॥ ৮৪৪
এত কহি সুবর্ণবিহার গ্রাম হইতে।
মায়াপুরে চলয়ে মিশ্রের আলয়েতে॥ ৮৪৫
মায়াপুর পরম অপূর্ব রম্য স্থান।
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন॥ ৮৪৬
মায়াপুর মহিমা কেবা বা অন্ত পায়।
মায়াপুর স্থান সদা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়॥ ৮৪৭
শ্রীনিবাস, রামচন্দ্র, নরোত্তম সনে।
হেন মায়াপুরে আইলা মিশ্রের ভবনে॥ ৮৪৮
ভবন ভিতরে শ্রীঈশান প্রবেশিয়া।
হৈলা প্রেমে বিহ্বল পুরুষ সোঙরিয়া॥ ৮৪৯
কতক্ষণে স্থির হৈয়া সবে স্থির করি।
এক ভিতে রহি দেখে ভবন মাধুরী॥ ৮৫০

শ্রীনিবাস প্রতি অতি ধীরে ধীরে কয়।
মহাযোগপীঠ এই মিশ্রের আলয় ॥ ৮৫১
এ আলয় প্রভুলীলা মাধুর্য বাড়ায়।
অন্যের দুর্জ্ঞেয় শ্রীআলয় পদ্মপ্রায় ॥ ৮৫২
শচী সহ উপেন্দ্রনন্দন মিশ্রবর।
এ বিষ্ণুমণ্ডপে বিষ্ণু পূজে নিরন্তর। ৮৫৩
জগন্নাথমিশ্র যৈছে প্রবীণ সর্বাংশে।
তৈছে তাঁর ভার্যা শচী কেবা না প্রশংসে ॥ ৮৫৪
শচী জগন্নাথের বিবাহে মহাসুখ।
যে দেখিল তাহার খণ্ডিল সব দুঃখ ॥ ৮৫৫
নীলাম্বর চক্রবর্তী মহাবিদ্যাবান্।
তাঁর কন্যা শচী তেঁহ মিশ্রে কৈল দান ॥ ৮৫৬
শ্রীশচীর হইল অষ্ট কন্যা এক পুত্র।
পুত্রনাম বিশ্বরূপ বিদিত সর্বত্র ॥৮৫৭
বিশ্বরূপ চরিত্র কহিতে নাই অন্ত।
বিবিধ প্রকারে গুণ বর্ণে ভাগ্যবন্ত ৮৫৮ ॥

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম প্রক্রমে

অথ তস্য গুরুশ্চক্রে সর্বশাস্ত্রার্থবেদনঃ।
পদবীমিতি তত্ত্বজ্ঞঃ শ্রীমন্মিশ্রপুরন্দরঃ ॥৮৩৯
অনেকদা সৎকুলীনং পাণ্ডিত্যং ধর্মিণাং বরম্।
শ্রীমন্নীলাম্বরো নাম চক্রবর্তী মহামনাঃ ॥ ৮৬০
সমাহূয়াদদাৎ কন্যাং শচীং স কুলসংকৃতঃ।
তাং প্রাপ্য সোঽপি বব্রধে শচীং মিশ্রপুরন্দরঃ ॥ ৮৬১
ততো গেহে নিবসতস্তস্য ধর্মো ব্যবর্ধত।
আতিথ্যৈঃ শান্তিকৈঃ শৌচৈর্নিত্যকাম্যক্রিয়াফলৈঃ ॥
তত্র কালেন কিয়তা তস্যাষ্টৌ কন্যকাঃ শুভাঃ।
বভূবুঃ ক্রমশো দৈবাত্তাঃ পঞ্চত্বং গতাঃ শচী ॥৮৬৩
বাৎসল্য-দুঃখতপ্তেন জগাম মনসা হরিম্।
পুত্রার্থং শরণং শ্রীমান্ পিতৃযজ্ঞং চকার সঃ ॥ ৮৬৪

কালেন কিয়তা লেভে পুত্রং সুরসুতোপমম্।
মুদমাপ জগন্নাথো নিধিং প্রাপ্য যথাধনঃ ॥ ৮৬৫
নাম তস্য পিতা চক্রে শ্রীমতো বিশ্বরূপকম্।
পঠতা তেন কালেন স্বল্পেনৈব মহাত্মনা ॥ ৮৬৬
বেদশ্চ ন্যায়শাস্ত্রং চ জ্ঞাতঃ সদ্যোগ উত্তমঃ।
স সর্বজ্ঞঃ সুধীঃ শান্তঃ সর্বেষামুপকারকঃ ॥ ৮৬৭
হরের্ধ্যানপরো নিত্যং বিষয়ে নাকরোন্মনঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত-রস-স্বাদমত্তো নিরন্তরম্ ॥ ৮৬৮
ওহে শ্রীনিবাস, বিশ্বরূপের অন্তর।
কে বুঝিতে পারে কিবা চিন্তে নিরন্তর ॥ ৮৬৯
শ্রীঅদ্বৈত আচার্য সকল তত্ত্ব জানে।
প্রভু'ক আনিব ইথে হর্ষ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮৭০
গঙ্গাজল, তুলসী, চন্দন-পুষ্প দিয়া।
প্রভুকে আরাধে মহা হুঙ্কার করিয়া ॥ ৮৭১
শ্রীঅদ্বৈত-হুঙ্কারে পাইয়া মহানন্দ।
কৈলা শচীগর্ভাবলম্বন গৌরচন্দ্র ॥ ৮৭২
শচী-জগন্নাথ-শোভা-বৃদ্ধি অতিশয়।
শচীগর্ভে সুখে গৌরচন্দ্র বিলসয় ॥ ৮৭৩
এক দুই গণনে হইলে ছয় মাস।
সর্ব চিত্তাকর্ষ প্রভু করি' গর্ভে বাস ॥ ৮৭৪
অকস্মাৎ শ্রীঅদ্বৈত এথাই আসিয়া।
শচীগর্ভ বন্দিল চন্দন, গন্ধ দিয়া ॥ ৮৭৫
করি' প্রদক্ষিণ হর্ষে গেলা নিজালয়।
শচী-জগন্নাথ এথা হইলা বিস্ময় ॥ ৮৭৬
এথা শচী-আগে ব্রহ্মাদিকে স্তুতি করে।
গর্ভে রহি' প্রভু নানা কৌতুক বিস্তারে ॥ ৮৭৭
ত্রয়োদশ মাস শচীগর্ভেতে রহিল।
কে বুঝিতে পারে এই অলৌকিক লীলা ॥ ৮৭৮

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে দ্বিতীয়-সর্গে ২৪তম-শ্লোকঃ —

ক্রমেণ মাসা দশ তে ত্রয়োঽধিকাঃ
সমীয়ুরাসন্নতয়া সমাপ্ততাম্ ।
উপস্থমাসশ্চরমঃ সমঙ্গলো
বভূব তেষাং জগতঃ সুখৈকভূঃ ॥ ৮৭৯

চৌদ্দশত সাত শাকে ফাল্গুন পূর্ণিমা ।
ফাল্গুনী-নক্ষত্র সর্বমঙ্গলের সীমা ॥ ৮৮০
হৈলা চন্দ্রগ্রহণ-সময়ে বিশ্বম্ভর ।
অবতীর্ণ হৈলা এই দেখ জন্ম-ঘর ॥ ৮৮১
জগন্নাথমিশ্রে পুত্ররত্ন লভ্য হইল ।
সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে সবে মগ্ন কৈল ॥ ৮৮২

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম-প্রক্রমে —
তং বিকাশি-কমলেক্ষণং, লসৎ-পূর্ণচন্দ্রবদনং কনকাভম্ ।
তেজসা বিতিমিরং দিশঃস্বয়ং কারয়ন্তমুপলভ্য সুতং স্বম্ ॥

ওহে শ্রীনিবাস চন্দ্রগ্রহণের ছলে ।
করাইল নিজনাম গ্রহন সকালে ॥৮৮৪
স্থানে স্থানে লোকের সংঘট্ট অতিশয় ।
করয়ে কীর্তন সর্বচিত্তে হর্ষোদয় ॥৮৮৫
যার মুখে কভু না শুনিনু কৃষ্ণনাম ।
সেহো নাম লইয়া করয়ে গঙ্গাস্নান ॥৮৮৬
অন্যের কা কথা যবনেও কৃষ্ণ কয় ।
ঐছে উদ্ধারয়ে জীবে শচীর তনয় ॥৮৮৭
সংকীর্তন প্রিয় প্রভু জন্ম সংকীর্তনে ॥
সংকীর্তন মহিমা বিদিত ত্রিভুবনে ।৮৮৮
তথাহি শ্রীপদ্মাবলীধৃত প্রভাসখণ্ড বচনম্ —
চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে
শ্রীকৃষ্ণসংকীর্তনম্ ॥ ৮৮৯

অতঃপর তত্ত্বজ্ঞ শ্রীগুরুদেব সর্বশাস্ত্র বিশারদ তাঁহাকে শ্রীমন্মিশ্র পুরন্দর পদবীতে অভিহিত করেন ॥ একদা ধার্মিক প্রবর কুলীনাগ্রগন্য, পণ্ডিত শ্রীমন্মিশ্র পুরন্দরকে আহ্বান করিয়া উদার চেতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী নিজকন্যা শ্রীশচীদেবীকে তাঁহার হস্তে সমর্পন করতঃ কুলপূজিত হইলেন । সেই মিশ্র পুরন্দর ও শচীদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া সর্ববিষয়ে বর্ধিত হইলেন । তারপর তাঁর গৃহে অবস্থান করিয়া অতিথি সৎকার, শৌচাদি নিত্য কাম্যক্রিয়া ফলে ধর্ম বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । তারপর কিছুকালে তাঁহার শুভলক্ষন যুক্ত অষ্ট কন্যা জন্মিল । দৈববশে ক্রমান্বয়ে তাহার কন্যারা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । তারপর শচীদেবী বাৎসল্য জনিত দুঃখে অনুতপ্ত মনে পুত্র কামনায় শ্রীহরির শরনাপন্ন হইলেন এবং পুত্রলাভের জন্য জগন্নাথ মিশ্র পিতৃযজ্ঞ করিলেন । যেমন ধনহীন ব্যক্তি ধনলাভে আনন্দিত হয়, সেরূপ জগন্নাথ মিশ্র কতকাল পরে দেবকুমার তুল্য পুত্র লাভ করিলেন । মহাত্মা বিশ্বরূপ অল্পকাল মধ্যে বেদ ন্যায়শাস্ত্র ও উত্তম ভক্তিযোগাদিতে জ্ঞানবান হইলেন । সর্বজ্ঞ, সুধী, শান্ত সর্বোপকারী ছিলেন, তিনি কুত্রাপি বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন না । পরন্তু নিত্য শ্রীহরির ধ্যানপরায়ন ও শ্রীমদ্ভাগবতের রসাস্বাদনে মত্ত থাকিতেন ।৮৫৭-৮৬৮

ক্রমে তাহার ত্রয়োদশ গত হইলে মঙ্গলান্বিত বিশ্ববাসীর আনন্দকারক সেই ফাল্গুন মাস আগত হইল ।৮৭৯

প্রস্ফুটিত কমল নয়ন, উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র বদন, স্বর্ণগৌরকান্তি এবং স্বকীয় অঙ্গকান্তিতে দশদিক তিমির বিনাশকারী তাঁহাকে পুত্র রূপে পাইয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন ॥৮৮৩

যে শুনিল শ্রীনামকীর্ত্তন ধন্য সেহো।
শ্রবণ মহিমা কি কহিতে পারে কেহো ॥৮৯০

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে প্রথম প্রক্রমে—

কীর্ত্তনং শ্রীহরেঃ শ্রুত্বা নিমিষার্দ্ধেন যা ভবেৎ।
প্রীতিরস্মাদৃশাং সা তু কোটিযজ্ঞৈর্ভবেন্ন হি ॥৮৯১

প্রভুর জনম কথা সর্বত্র ব্যাপিল।
প্রভু আকর্ষণে সবে অধৈর্য হইল ॥৮৯২
ধাইল অসংখ্য লোক মিশ্রের গৃহেতে।
দেবতা মনুষ্য কেহ না পারে চিনিতে ॥৮৯৩
মিশ্র গৃহে আনন্দ সমুদ্র উথলয়ে।
প্রভু জন্মলীলা বিজ্ঞে বিস্তারি বর্ণয়ে ॥৮৯৪

তথাহি গীতে—বসন্ত

জয় জয় কলরব নদীয়ানগরে
জনমিলা গোরাচান্দ উদরে ॥৮৯৫
ফাল্গুন পুর্ণিমা তিথি নক্ষত্র ফাল্গুনী।
শুভক্ষণে জনমিলা গোরা দ্বিজমনি ৮৯৬
পুর্ণিমার চান্দ যিনি করিলা প্রকাশ।
দূরে গেল অন্ধকার পাইল নৈরাশ ॥৮৯৭
দ্বাপর যুগেতে ভেল কৃষ্ণ অবতার।
আপনে করিল সে অসুর সংহার ॥৮৯৮
শচীর উদরে ভেল গোরা অবতার।
কলি যুগে জীব গোরা করিল উদ্ধার ॥৮৯৯
বাসুদেব ঘোষে গায়ে মনে করি আশা
গোরা পহুঁ পদ দুই করিয়া ভরসা ॥৯০০

পুনর্বসন্ত

প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ দিকে উঠিল আনন্দ ॥ধ্রু ৯০১
রূপ কোটী মদন জিনিয়া
হাসে নিজ কীর্তন শুনিয়া ॥৯০২
অতি সুমধুর মুখ আঁখি।
মহারাজ চিহ্ন সব দেখি ॥৯০৩
শ্রীচরণে ধ্বজ বজ্র শোভে।
সব অঙ্গ জগ মন লোভে ॥৯০৪
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হৈল সকল সম্পদ ॥৯০৫
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ জান।
বৃন্দাবন দাস গুন গান ॥৯০৬

পুনর্বসন্ত—

ফাগুন পূর্ণিমা শুভক্ষণে।
পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্রপানে ॥৯০৭
তিলে তিলে কত উঠে চিতে ॥
কনক নবনীভ্রমে নারে পরশিতে ॥৯০৮
কতনা যতনে কোলে করে।
পুত্রের জনম জানাইয়া মিশ্রবরে ॥৯০৯
জগন্নাথ বিপ্র শিরোমণি
ভাসে সুখসমুদ্রে পুত্রের জন্ম শুনি ॥৯১০
কত সাধে চলয়ে ধাইয়া।
না ধরে ধৈরয চান্দমুখ নিরখিয়া ॥৯১১
লইয়া আপন প্রিয়গণে।
করয়ে মঙ্গল কর্ম্ম পুত্রের কল্যাণে ॥৯১২

চিত্তরূপ দর্পনের মার্জ্জনকারী; ভবমহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনকারী মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরনকারী, বিদ্যাবধুর জীবন স্বরূপ আনন্দসমুদ্র বর্ধনকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বাত্মা শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তন জয়যুক্ত হউন ॥৮৮৯

যতি অল্পকাল শ্রীহরিকীর্ত্তন শ্রবন করিলে আমাদের যে সুখ হইয়া থাকে, তাহা কোটি যজ্ঞানুষ্ঠানেও তাহা হয় না ॥৮৯১

চতুর্দিগে জয় জয় ধ্বনি।
সবে কহে ধন্য ধন্য জনক জননী ॥৯১৩
সবার অন্তরে বাড়ে সুখ।
সুরধুনী ধরণী বিসরে সব দুঃখ।৯১৪
দশ দিশ হইল উজ্জ্বল।
পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা প্রফুল্ল সকল।৯১৫
নরহরি কহিতে কি আর।
গৌরচন্দ্রোদয়ে গেল তাপ অন্ধকার।৯১৬

পুনর্ধানশী—

ফাগুন পূর্ণিমা মঙ্গলের সীমা
প্রকট গোকুল ইন্দু।
নদীয়া নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
উথলে আনন্দ সিন্ধু।৯১৭
কিবা কৌতুক পরস্পরে।
শচীদেবী ভালে পুত্র লৈয়া কোলে
বিলসে সূতিকা ঘরে ॥ধ্রু৯১৮
বালকে দেখিতে ধায় চারি ভিতে
কেহ না ধরয়ে ধৃতি।
গ্রহণান্ধকারে কে চিনে কাহারে
অসংখ্য লোকের গতি।৯১৯
বালক মাধুরী দেখি আঁখি ভরি
পাসরে আপন দেহা।
নরহরি কয় শচীর তনয়
প্রকাশে কি নব লেহা।৯২০

পুনঃ কামোদ—

পরম শুভ শচীগর্ভে বিলসত গৌর গোকুল নাহ।
করই স্তুতি-নতি দেবগণ ঘন ভবনে
ভরই উছাহ ॥ ৯২১
সুভগ-ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি শশি-উদয়ে রাহু গরাসি
ঐছে সময়ে প্রকাশ পহুঁ নিজ নাম
পহিলে প্রকাশি ॥ ৯২২
হোত জয় জয় কার জগ ভরি থিরজ ধরত ন কোই।
মিশ্রভবনে প্রবেশি শিশু অবলোকি
উনমত হোই ॥ ৯২৩
বিবিধ মঙ্গল রচই নব নব সব মনোরথ পুর।
ভণত-নরহরি বিপুলবলী কলি
গরবভর ভেল চুর ॥ ৯২৪

পুনর্বসন্ত

জয় জয় জয় মঙ্গলরব, ফাল্গুন-পূর্ণিমা নিশি
নব শোভিত,
শচী-গর্ভে প্রকট গৌর বরজ রঞ্জনা।
ঝলকত বর বালক-তনু, কুঙ্কুম থির দামিনী জনু,
চমকত মুখচন্দ মধুর ধৈরজ ভর ভঞ্জনা ॥ ৯২৫
পহু প্রকাশ নিরখত.ঘন গণসহ গগনে সুরগণ বরখত,
কুসুমালি বিপুল পুলক ভরল অঙ্গহী।
করত কত মনোরথ চিত, চঞ্চল ভনি চারু চরিত,
লোচন জলছল, কত ছবি পায়ত বহু রঙ্গহী ॥ ৯২৬
গায়ত কিন্নর সুধঙ্গ, বায়ত মুহুতর মৃদঙ্গ,
ধা ধিকি ধিকিতা ধিক্ ধিক্ ধিক্কট তক ধিন্নানা।
নৃত্যত সুর নর্তকীচয়, বিবিধ ভাঁতি করু অভিনয়,
উঘট তত ক থৈ থৈ থৈ, তি অই আই অ
তেন্নানা ॥ ৯২৭
নির্মল দশ দিশ উজোর, মলয়ানিল বহত থোর
পিককুল কুহু কত বসন্তঃ ঋতুপতি সময়াযত্র।
উছলত সুর সরিতবারি,
নদীয়া মহি মুদ বিথারি,
মিশ্রভবন কৌতুকে নরহরি হিয় উমতা অত্র ॥ ৯২৮

পুনর্বসন্ত—

আজু পুণিম, সাঁঝ সময়ে, রাহু শশী গরাসি।
গৌরচন্দ্র-উদয়ে তবহি, তাপ তম বিনাশি ॥ ৯২৯

প্রফুল্লিত সব, ভক্ত হৃদয়, ধিরয ন ধরু কোই।
সীতাপতি নিয়রে, চলত অতি উনমত হোই ॥ ৯৩০

ঘন ঘন হুঙ্কারত, অদ্বৈত পরম ধীর।
বিলসত প্রিয়গণ-সহ গ্রহণে সুরধুনী-তীর ॥ ৯৩১

মঙ্গল কলরব সব নদীয়া পুর ভরি ভেল।
কৌতুকে কোই, জানত নাহি, কৈছে
রজনী গেল ॥ ৯৩২

মিশ্রভবন-শোভা শুভ, সম্পদ সুখ বাঢ়ি।
আয়ত বহু লোক কৌন, যাত ভবন ছাড়ি ॥ ৯৩৩

বায়ত মুহু বাদ্য সব সবাদক মুদ মাতি।
গায়কগণ গাননিপুণ, গায়ত কত ভাঁতি ॥ ৯৩৪

নর্তক কৃত নৃত্যতাত্তা, থৈ তাথৈ উচারি।
নির্মল যশ ভনত ভাঁট, ভক্তি ভর বিথারি ॥ ৯৩৫

যাচক মন তোষি মিশ্র, দেত উচিত দান
নিরুপম নবমী তরঙ্গ, নিরখত ঘনশ্যাম ॥ ৯৩৬

পুনর্বসন্ত তোড়ী

ভুবন মনচোরা গোকুলপতি গোরা-
চাঁদের জনম কি শুভক্ষণে।
দেখিয়া পুত্রমুখ শচীর যত সুখ,
তাহা কি কহিবারে পারে আনে ॥ ৯৩৭
নদীয়া-পুরনারী আইসে সারি সারি,
লইয়া থারি ভরি দ্রব্য বহু।
সুসজ্জে সুরপ্রিয়া মানুষে মিশাইয়া,
বালকে নিরখিয়া থির নহু ॥ ৯৩৮

শ্রীসীতাদেবী আসি' সূতিকা-গৃহে পশি,
দেখিয়ে শিশু উলসিত হিয়া।
মালিনী আদি সঙ্গে ভাসয়ে নানা রঙ্গে,
করয়ে কত না মঙ্গল ক্রিয়া ॥ ৯৩৯
গোয়ালিনী বা কত গোয়ালা শত শত,
লইয়া দধি আসে চারু সাজে।
সবে বিহ্বল-চিতে পূরব স্বভাবেতে
ছড়ায় দধি আঙ্গিনার মাঝে ॥ ৯৪০
রচিয়া করতালি হাসিয়া নাচে ভালি,
তা দেখি' দেবে গোপ-বেশ ধরি'।
নাচয়ে আঙ্গিনাতে কেবা না নাচে তা'তে,
সঘনে জয় জয়-ধ্বনি করি' ॥ ৯৪১
বাজয়ে বাদ্য হেন কৌতুক নাহি যেন,
মিশ্রালয়ে সে নন্দালয়-রীতি।
নরহরি কি কব প্রভু জনমোৎসব,
উৎসাহে কারু কিছু নাহি স্মৃতি ॥ ৯৪২

ওহে শ্রীনিবাস, কি বলিব জন্মকথা।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী লগ্ন গণে এথা ॥ ৯৪৩
এথা অষ্টদিনে অষ্ট কলাই বিলায়।
ব্যাপিল অসংখ্য শিশু এই আঙ্গিনায় ॥ ৯৪৪
এথা দেবগণ দেখে প্রভুর বিলাস।
বিবিধ কৌতুকে পূর্ণ হৈল একমাস ॥ ৯৪৫
এথা বিশ্বম্ভরের শ্রীউত্থান-শয়নে।
মাতা-পিতা নানা চিহ্ন দেখে শ্রীচরণে ॥ ৯৪৬
বালক উত্থান-পর্বে নারীগণ এথা।
করে যে মঙ্গল কর্ম সে অদ্ভুত কথা ॥ ৯৪৭
এইখানে বিশ্বম্ভর ক্রন্দনের ছলে।
অকস্মাৎ হরিবোল বোলায় সকলে ॥ ৯৪৮

কি বলিব বাল্যাবেশে অদ্ভুত প্রকাশ।
বিশ্বম্ভর বয়স হইল চারিমাস ॥ ৯৪৯
এই ঘরে আই বিশ্বম্ভরে শোয়াইয়া।
গেলেন কোথাও একা বালকে রাখিয়া ॥ ৯৫০
অদ্ভুত বালক ক্রিয়া কেহো না বুঝয়।
ঘরে নানা সামগ্রীর করে অপচয় ॥ ৯৫১
আসিয়া দেখয়ে পুত্র আছয়ে শয়নে।
কে কৈল এ কর্ম বলি' চিন্তে মনে মনে ৯৫২
ছয় মাসে এথা অন্নপ্রাশন-সময়।
হৈল নামকরণ কৌতুক অতিশয় ॥ ৯৫৩
শ্রীনিমাই বিশ্বম্ভর নাম লোকরীতে।
পুন নাম হৈল বহু বিদিত জগতে ॥ ৯৫৪
অন্নপ্রাশনের যে বিধান লোকে গায়।
হইল সে সব মহানন্দ নদীয়ায় ॥ ৯৫৫

গীতে— কামোদ

নদীয়ার নারীপুরুষ সুকৃতি মানে,
মনে মহানন্দিত হৈয়া।
নিমাইর অন্নপ্রাশনে সকলে আইসেন
নানা সামগ্রী লৈয়া ॥ ৯৫৬
শচীসুত-শোভা দেখে আঁখি ভরি,
নীলাম্বর ভাগ্যবন্তের কোলে।
নব নব আভরণময় কটিতটে পট্ট ধটি,
অঞ্চল দোলে ॥ ৯৫৭
হেম সরসিজ জিনি তনুখানি মুখে,
কি উপমা চান্দের ঘটা।
মিষ্ট অন্ন কণিকা গ্রহণে কিবা অদ্ভুত
মৃদু হাসির ছটা ॥ ৯৫৮
এ হেন উৎসাহে কেবা ধরে ধ্রুতে,
কহিতে কৌতুক না আইসে মুখে।
সবে শচী-জগন্নাথে প্রশংসয়ে
নরহরি-হিয়া উথলে সুখে ॥ ৯৫৯

কি বলিব শচীদেবী রহি এইখানে।
পাইলা আনন্দ সর্বজনের সম্মানে ॥৯৬০
এথা আই পুত্রে শোয়াইয়া মহাসুখে।
পাড়িয়া কাজল স্নিগ্ধ হেতু দেন আঁখে ॥৯৬১
এথা বৈসে আই চতুর্দিকে নারীগন।
নিমাইরে করি কোলে পিয়ায়েন স্তন ॥৯৬২
এথা আই নিমাইচান্দেরে নিন্দাইতে।
গায় সুমধুর স্বরে যেবা লয় চিতে ॥৯৬৩
ওহে শ্রীনিবাস এথা শচী ঠাকুরাণী।
বালক লালয় যত কহিতে না জানি ॥৯৬৪
জানু চংক্রমণ প্রভু করে এ অঙ্গনে।
সে অদ্ভুত শোভা সুখে বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥৯৬৫

গীতে যথা

এক মুখে কি কহিব গোরাচাঁদের লীলা।
হামাগুড়ি যায় নানা রঙ্গে শচীবালা ॥৯৬৬
লালে ঝর ঝর মুখ দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল জিনি সুরঙ্গ অধর ॥৯৬৭
অঙ্গদ বলয় সাজে সুবাহু যুগলে।
চরণে মগরা খাড়ু, বাঘনখ গলে ॥৯৬৮
সোনার শিকলী শিরে পাটের থোপনা।
বাসুদেব ঘোষে কহে নিছনী আপনা ॥৯৬৯

পুনঃ রাগ—তুড়ী

জগন্নাথ মিশ্র মহাসুখে।
পুত্রে কোলে করি চুম্ব দেই চান্দ মুখে ॥৯৭০
শিরে কেশ ভূষণ সাজায়।
আগুলি চালিতে স্নেহ উথলে হিয়ায় ॥৯৭১

নিমাই বাপের কোল হৈতে।
ভঙ্গি করি নাময়ে অঙ্গনে বেড়াইতে ॥৯৭২
হামাগুড়ি বেড়ায় অঙ্গনে।
সোনার নুপুর বাজে সুচারু চরণে ॥৯৭৩
চলিতে হেরই উলটিয়া।
চলন মাধুরী মিশ্র দেখে দাঁড়াইয়া ॥৯৭৪
সম্মুখে আসিয়া কহে মায়।
কোলে চড়সিয়া রাপ, ধুলা লাগে গায় ॥৯৭৫
জননীর হাতে হাত দিয়া।
কোলে উঠ লহু লহু হাসিয়া হাসিয়া ॥৯৭৬
দুগ্ধবিন্দু সম দন্তদ্যুতি।
হাসিতে প্রকাশ তায় কেবা ধরে ধৃতি ॥৯৭৭
দুটি আঁখে যার পানে চায়॥
তাঁরে নিরন্তর সুখসমুদ্রে ভাসায় ॥৯৭৮
জননীর কোলে ভাল শোহে।
নরহরি নিছনি ভুবন মন মোহে ॥৯৭৯
এথা পুত্রে লৈয়া কোলে জিজ্ঞাসয়ে আই॥
নেত্র নাসা মুখ কেবা বলহ নিমাই ॥৯৮০
শুনিয়া মায়ের কথা বাড়ে মহা সুখ।
দেখান অঙ্গুলি দিয়া নেত্র নাসা মুখ ॥৯৮১
জানু চংক্রমণে এথা সর্পে সুখদিলা।
সর্পের কুণ্ডলী পরি শয়ন করিলা ॥৯৮২
তাহা দেখি ভয়ে সবে করে হায় হায়।
এ হেতু অনন্তদেব এই পথে যায় ॥৯৮৩
এথা বিশ্বরূপ বিশ্বম্ভরে কোলে লৈয়া।
ঝাড়য়ে অঙ্গের ধুলা না জানি কি লৈয়া ॥৯৮৪
জানু-চংক্রমণে নানা রঙ্গ প্রকাশয়।
হৃদয়ে সবার দুঃখ শোভা অতিশয় ॥৯৮৫
ওহে শ্রীনিবাস শ্রীচরণ চংক্রমণে।
পরম কৌতুক এই অপূর্ব অঙ্গনে ॥৯৮৬
সুচারু চরণ স্পর্শে মহীতাপ ক্ষয়।
অঙ্গের কিরণে সর্বচিত্ত আকর্ষয় ॥৯৮৭
তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিত প্রথম প্রক্রমে—
ততঃ কালেন শোনাভ্যাং পাদাভ্যামমিতদ্যুতিঃ।
অটন্ বিরহজং তাপং মেদিন্যাঃ সংজহার সঃ ॥৯৮৮
এ অঙ্গন প্রদেশের মর্ম কেবা জানে।
পাদ চংক্রমণের আরম্ভ এইখানে ॥৯৮৯

গীত—রাগ তোড়ী

শচী ঠাকুরাণী চারু ছান্দে॥
হাঁটন শিখায় গোরাচাঁদে ॥৯৯০
মৃদু মৃদু কহেন হাসিয়া।
ধরো মোর অঙ্গুলি আসিয়া ॥৯৯১
শুনি সুখে নদীয়ার শশী।
মায়ের অঙ্গুলি ধরে হাসি ॥৯৯২
ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়ায়।
দুই চারিপদ চলি যায় ॥৯৯৩
ছাড়িয়া অঙ্গুলি পড়ে ভূমে।
শচী কোলে লৈয়া মুখ চুমে ॥৯৯৪
কোলে চড়ি চরণ দোলায়।
বাজয়ে নূপুর রাঙ্গা পায় ॥৯৯৫
আঙ্গুলে কচালি স্তন পিয়ে।
নাহি যে উপমা তায় দিয়ে ॥৯৯৬
চারি দিগে চায় ভঙ্গি করি।
তাহাতে নিছনি নরহরি ॥৯৯৭
স্ব-ইচ্ছায় বিশ্বম্ভর বাড়ে দিনে দিনে।
পরম কৌতুকে একা ভ্রমে এ অঙ্গনে ॥৯৯৮
নবদ্বীপ নিবাসী স্ত্রীগণ মহানন্দে।
প্রভাতে আসিয়া এথা দেখে গৌরচন্দ্রে ॥৯৯৯

গীতে—বিভাস রাগ

নদীয়ার অতি পুণ্যবতী সতী-
ব্রতাগণের কি মনের গতি।
নিজ পুত্রে মন নাহি অনুখন
ভণে শচীসুত চরিত রীতি ॥১০০০
নিশি শেষ দেখি শয়ন উপেখি
তিল আঁধ নাহি ধৈরয বাঁধে।
নানা দ্রব্যে থারি ভরি সারি সারি
লৈয়া চলে দিতে নদীয়া চাঁদে ॥১০০১
শচীর গৃহেতে প্রবেশিতে চিতে
উথলয়ে কত কৌতুক সিন্ধু।
দেখয়ে সকলে জননীর কোলে
খেলে বসি গোরা গোকুল ইন্দু ॥১০০২
জুড়ায় নয়ন নারীগন প্রাণ
পায়া কোলে করি পাসরে দেহা।
কহে নরহরি আহা মরি মরি
কেবা সিরজিল এহেন লেহা ॥১০০৩
এইখানে নিমাইর অদ্ভুত নর্তন।
করতালি দিয়া নাচায়েন নারীগন ॥১০০৪

গীতে—তোড়ী রাগ

নাচো আরে বাপ বিশ্বম্ভর।
কর ভরি খাতে দিব ক্ষীর ননী সর ॥১০০৫
পতিব্রতাগণ চারিপাশে।
কহে কত নিমাই চান্দেরে মৃদুভাষে ॥১০০৬
হরি হরি বোল বোল বুলি।
সবে মিলি সঘনে রচয়ে করতালি ॥১০০৭
চাহি' গোরা জননীর পানে।
হরি বোল বুলি নাচে বিবিধ বন্ধানে ॥ ১০০৮
কিবা চাঁদমুখে মৃদু হাসি।
ভুলায়ে ভুবন ঢালে সুধা রাশি রাশি ॥ ১০০৯
নয়ন-চাহনি চারু ছান্দ।
ভুজের ভঙ্গিমা দেখি' কেবা থির বাঁধে ॥ ১০১০
কি মধুর মধুর কিরণে।
ঝলকে অঙ্গন হেম-অঙ্গের কিরণে ॥ ১০১১
কিঙ্কিণী নূপুর বাজে ভালে।
নরহরি নিছনি চরণতল-তালে ॥ ১০১২
এথাই জননী-স্নেহে বিহ্বল হইয়া।
কহে কত নিমাইচান্দের মুখ চা'য়া ১০১৩

গীতে—ধানশী

আরে মোর সোনার নিমাই।
আপনার ঘর ছাড়ি' না যাবে পরের বাড়ী'
বসিয়া খেলাবে এই ঠাঁই ধ্রু ॥ ১০১৪
শিশুগণ খেলাইতে আসিবে তোমার সাথে
এথাই রাখিবে তা.. সবারে।
যখন যে চাও তুমি তাহা আনি' দিব আমি
কিসের অভাব মোর ঘরে ॥ ১০১৫
যদি কেহ কিছু কয় তারে দেখাইব ভয়
বাপের নিষেধ জানাইয়া।
চঞ্চল বালক মেলে বাড়ীর বাহিরে গেলে
মায়ে কি ধরিতে পারে হিয়া ॥ ১০১৬
তিলেক আঁখের আড়ে পরাণ না রহে ধড়ে
নরহরি জানে মোর দুঃখ।

অনন্তর যথাকাল প্রাপ্য অতুলনীয় প্রভাবশালী সেই রক্তাভ শ্রীচরনদ্বয়ের ইতস্ততঃ বিচরনে পৃথিবীর বিরহজনিত ক্লেশ সম্যক রূপে দূরীভূত করিয়া করিরাছিলেন ।৯৮৮

মায়ের বচন ধর ঘরে বসি' খেলা কর
সদা যেন দেখি চান্দমুখ ॥ ১০১৭
এইখানে বিশ্বম্ভর ধূলা মাখে গায়
তা' দেখি' জননী হাসি' করে হায় হায় ॥ ১০১৮
এথা মায়ে কিছু কহিবেন একারণ।
সন্দেশাদি ত্যাগি' কৈল মৃত্তিকা ভক্ষণ ॥ ১০১৯
একদিন এই ঘরে শচী জগন্মাতা।
পুত্রে নিদাইতে কহে পৌরাণিক কথা ॥ ১০২০
প্রতি বাক্যে বিশ্বম্ভর রচয়ে হুঙ্কার।
পরম আনন্দে মাতা কহে অনিবার ॥ ১০২১
"ওহে বাপ বিশ্বম্ভর! কৃষ্ণ মথুরায়।
কংসে বধিবারে গেল কংসের সভায় ॥ ১০২২
তৎক্ষণে মল্লযুদ্ধ করি কংসাসুরে।
মঞ্চ হৈতে ভূমে পাড়ি বাধিলা কংসেরে ॥" ১০২৩
শুনি' প্রভু ক্রোধাবেশে কহে বার বার।
"আর যে আছয়ে তা'রে করিমু সংহার ॥" ১০২৪
আর একদিন প্রভু শুতিয়া এ ঘরে।
স্বপ্নে সম্বোধয়ে শিব-ব্রহ্মাদি দেবেরে ॥ ১০২৫
"ওহে শিব! ব্রহ্মা! চিন্তা না করিহ মনে।
জীব উদ্ধারিয়া মাতাইব সংকীর্তনে ॥" ১০২৬
ঐছে নানা স্বপ্নে কথা কহে বিশ্বম্ভর।
শুনি' থুথুৎকারে মাতা শঙ্কিত অন্তর ॥ ১০২৭
ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বম্ভর বাল্যাবেশে।
কহিতে না জানি কিছু যে রঙ্গ প্রকাশে ॥ ১০২৮
বিশ্বম্ভরে লৈয়া এই ঘরে ছিলা আই।
অকস্মাৎ মহাভিড় হৈল এই ঠাঁই ॥ ১০২৯
চতুর্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণে।
দেখি' শচীমায়ের হইল ভয় মনে ॥ ১০৩০
এই ঘরে জগন্নাথ মিশ্র ছিল শু'য়া।
পিতার নিকট পুত্রে দিল পাঠাইয়া ॥ ১০৩১
অকস্মাৎ শুনে নূপুরের শব্দ হয়।
বিস্মিত হইয়া পিতামাতা কত কয় ॥ ১০৩২
রজনী-প্রভাতে পিতামাতা শশঙ্কিত।
করিল মঙ্গল কর্ম যে হয় বিহিত ॥ ১০৩৩
এথা শিশুগণ-মধ্যে নাচে বিশ্বম্ভর।
সে শোভা দেখিয়া কত কহে পরস্পর ॥ ১০৩৪

গীতে—কামোদ রাগ

কি এ হাম পেখলু কনক-পুতলিয়া।
শচীর অঙ্গনে নাচে ধূলি ধূসরিয়া ॥ ১০৩৫
চৌদিকে দিগম্বর বালক বেড়িয়া।
তা'র মাঝে নাচে গোরা হরি হরি বলিয়া ॥ ১০৩৬
উজ্জ্বল কমল পদ ধায় দ্বিজমণিয়া।
জননী শুনয়ে ভাল নূপুরের ধনিয়া ॥ ১০৩৭
কহে বাসুদেব ঘোষ শিশুরস জানিয়া।
ধন্য নদীয়ার লোক নবদ্বীপ ধনিয়া ॥ ১০৩৮
ওহে শ্রীনিবাস, এ অঙ্গনে বিশ্বম্ভর।
নাচে নানা রঙ্গে সে কৌতুক মনোহর ॥ ১০৩৯

গীতে—বিভাষ

শচীর অঙ্গনে নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি' হাসি' ফিরি' ফিরি' মায়েরে ভুলায় ॥ ১০৪০
বয়ানে বসন দিয়া বলে—"লুকাইলু।"
শচী বলে,—"বিশ্বম্ভর! আমি না দেখিলু ॥১০৪১
মায়ের অঞ্চল ধরি' চঞ্চলচরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে ॥ ১০৪২
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি' হয় জগমন লোভা ॥ ১০৪৩

পুনঃ রাগ—ভট্যালি

নাচে গোরা শচীর দোলালিয়া।
চৌদিগে বালক মেলি দেই তা'রা করতালি,
হরিবোল হরিবোল বলিয়া ॥ধ্রু৽ ১০৪৪
সুরঙ্গ চতুনা মাথে গলায় সোণার কাঁটী।
সাধ করে পরা'যছে মায় ধড়া গাছি আঁটি ॥ ১০৪৫
সুন্দর চাঁচর কেশ সুবলিত তনু।
ভুবনমোহন বেশ, ভুরু কামধনু ॥ ১০৪৬
রজত-কাঞ্চন নানা আভরণ, অঙ্গে মনোহর সাজে।
রাতা উতপল চরণ যুগল তুলিতে নূপুর বাজে ॥ ১০৪৭
শচীর অঙ্গনে নাচয়ে সঘনে,
বোলে আধ আধ বাণী।
বাসুদেব ঘোষে বোলে ধর ধর কর কোলে
গোরা যেন পরাণের পরাণি ॥ ১০৪৮

পুনঃ—কামোদ

রঙ্গে নাচয়ে শচীর বালা।
রূপে করয়ে ভুবন আলা ॥ ১০৪৯
জিনি' হেম সরসিজ তনু।
ধূলিধূসর পরাগ জনু ॥ ১০৫০
বেশ-ভূষণ শোভয়ে ভালী।
হরি বলে দেই করতালী ॥ ১০৫১
মৃদু হাসয়ে মধুর ছাঁদে।
তাহে কেবা বা ধৈরয বাঁধে ॥ ১০৫২
চারিদিগে কি কৌতুকে চায়।
কর ভরি' সর দেই মায় ॥ ১০৫৩
ভঙ্গি করি' ঘন ঘন ঘুমে।
ধটি অঞ্চল লোটায় ভূমে ॥ ১০৫৪
কটি-কিঙ্কিণী সুচারু ছটা।
তায় ঝিনিনি শবদ-ঘটা ॥ ১০৫৫
বাজে ঝনুঝনু নূপুর পায়।
নরহরি সে নিছনি তায় ॥ ১০৫৬
কি বলিব এইখানে শচীর নন্দন।
মায়ের অঞ্চল ধ'রি করয়ে ভ্রমণ ॥ ১০৫৭
বাড়ীর বাহিরে প্রভু খেলাইতে যায়।
কি শুচি অশুচি স্থান সর্বত্র বেড়ায় ॥ ১০৫৮
এইখানে দাঁড়াইয়া কহে শচী আই ॥
না যাহ অশুচি-স্থানে অবুধ নিমাই ॥ ১০৫৯
মায়ের কথায় যে কহিল বিশ্বম্ভর।
তাহা শুনিতেই হৈল বিস্ময় অন্তর ॥ ১০৬০
খেলায় মর্কট খেলা ঐ গঙ্গা তীরে।
ডাকয়ে জননী এথা রহি উচ্চৈঃস্বরে ॥১০৬১।
অলক্ষিত আসি এই ঘরে সামাইয়া।
ক্রোধাবেশে নানা দ্রব্য ভেলে ছড়াইয়া ॥১০৬২
নিমাইরে কোলে করি শচীদেবী এথা।
কহে কত নিমাই না মানে তাঁর কথা ॥১০৬৩
কোলে হৈতে নামি প্রভু পালাইয়া যায়।
হাতে ছড়ি করি আই পাছে পাছে ধায় ॥১০৬৪
চতুর্দিকে দেখে লোক কহে বার বার।
যশোদার প্রায় শ্রীশচীর ব্যবহার ॥১০৬৫
এথা বর্জ্য মৃত্তিকা হাড়ীর আসনেতে।
বৈসে বিশ্বম্ভর মসিচিহ্ন সর্বাঙ্গেতে ॥১০৬৬
জননী কহয়ে শচী অশুচী না জান।
স্নান কর গিয়া শীঘ্র মোর কথা মান ॥১০৬৭
শুনি কত কহে উল্লাস অন্তরে।
ইষ্টকা লইয়া ত্রাস দেখান মায়েরে ॥১০৬৮
এথা নারীগণ মধ্যে মূর্ছাপন্ন আই।
তাহে নারিকেল ফল আনিল নিমাই ॥১০৬৯
কুক্কুর শাবক লৈয়া হেথায় খেলায়।
তাহারে রাখয়ে এই ঘরের পিড়ায় ॥১০৭০

সে শাবকে আই ছলে দিলেন ছাড়িয়া
এথা গালি পাড়ে মায় নিমাই কান্দিয়া ॥১০৭১
জগজ্জননী শচীদেবী এইখানে।
প্রবোধে বালক বৈছে কেবা তাহা জানে ॥১০৭২
এথা আই সাজাইয়া নানা উপহার।
বটবৃক্ষতলে চলে ষষ্ঠী পুজিবার ॥১০৭৩
এথা বিশ্বম্ভর মগ্ন ছিলেন খেলায়।
না মানি নিষেধ ষষ্ঠী পূজাদ্রব্য খায় ॥১০৭৪
এথা আই ধরি বৃদ্ধনারীর চরণে।
নিমাইর মঙ্গল প্রার্থয়ে জনে জনে ॥১০৭৫
এথা নারীগণ নিমাইয়েরে কোলে করি।
শিখায়েন যত তাহা কহিতে না পারি ॥ ১০৭৬
ওহে শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভর ইচ্ছাময়।
দুই চোরে যত কৃপা কহিল না হয় ॥ ১০৭৭
বিশ্বম্ভর-অঙ্গে দেখি' নানা আভরণ।
লইতে করয়ে যুক্তি এথা দুই জন ॥ ১০৭৮
জগৎ ভুলায় যে তাহারে ভুলাইয়া।
লইয়া গেল চোর ভ্রমে, ভ্রমিয়া নদীয়া ॥ ১০৭৯
এথা স্কন্ধ হৈতে নামাইয়া সাবহিত।
পলাইয়া চোর এ কৌতুক অলক্ষিত ॥ ১০৮০
নিমাইসুন্দর চঞ্চলের শিরোমণি।
যবে যে করয়ে তাহা কহিতে কি জানি ॥ ১০৮১
যা'র তা'র ঘরে গিয়া বালকে কান্দায়।
দধিদুগ্ধ-ভাণ্ড সব ভাঙ্গিয়া ফেলায় ॥ ১০৮২
এথা হর্ষে আসি' তারা দেন ওলাহন।
ব্রজে যৈছে যশোদায় কহে গোপীগণ ॥ ১০৮৩
ওহে শ্রীনিবাস! এই নদীয়া-নগরে।
অতিথের সেবা অতিশয় মিশ্রঘরে ॥ ১০৮৪
কিবা বিপ্র, কি সন্ন্যাসী কেহো কেনে নয়।
সবারে আদরে মহা উল্লাস হৃদয় ॥ ১০৮৫

একদিন আইলা এক তৈর্থিক ব্রাহ্মণ।
অতি দিব্য তেজ শুদ্ধাচার সর্বোত্তম ॥ ১০৮৬
সর্ব-শাস্ত্রে বিদ্যা কেহো লখিতে না পারে।
উপাসনা শ্রীগোপাল-মন্ত্র ষড়ক্ষরে ॥ ১০৮৭
কণ্ঠভূষা শ্রীবালগোপাল শালগ্রাম॥
নিরন্তর বদনে জপয়ে কৃষ্ণনাম ॥ ১০৮৮
তাঁ'রে দেখি' মিশ্র মহা আনন্দ অন্তরে॥
বিহিত বিধানে বাসা দিলা এই ঘরে॥ ১০৮৯
এথা অকস্মাৎ বিপ্র বিশ্বম্ভরে দেখি'।
কাহার বালক বলি না ফিরায় আঁখি ॥ ১০৯০
—"এহেন বালক না দেখিনু কুন থানে।"
হইয়া অধৈর্য বিপ্র কহে মনে মনে ॥ ১০৯১
বিপ্র পানে চাহি' প্রভু ঈষৎ হাসিয়া
শিশু-সহ বাড়ীর বাহিরে খেলে গিয়া ॥ ১০৯২
বিপ্র মহাধীর কিছু না কহে কা'রে।
দেখিলা মিশ্রের চেষ্টা উল্লাস অন্তরে ॥ ১০৯৩
মিশ্র মহাযত্নে বিপ্রে পাক করাইল॥
প্রায় সন্ধ্যা উত্তীর্ণই পাক সাঙ্গ হৈল ॥ ১০৯৪
কৃষ্ণে ভোগ দিতে ধ্যানে বৈসে বিপ্রবর।
আইলা শোভাময় অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর ॥ ১০৯৫
মহাহর্ষে আসি' একগ্রাস অন্ন খায়।
দেখি ভাগ্যবন্ত বিপ্র করে হায় হায় ॥ ১০৯৬
মিশ্র মহাক্রোধে পুত্রে চাহয়ে মারিতে।
কহি' কত বিপ্র ধরিলেন মিশ্রহাতে ॥ ১০৯৭
মিশ্রের কথায় পুনঃ করিলা রন্ধন।
পুনঃ ঐছে বিশ্বম্ভর করিলা ভক্ষণ ॥ ১০৯৮
পুনঃ বিশ্বরূপের বিনয়ে বিপ্রবর।
পাক কৈল পুনঃ ঐছে ভুঞ্জে বিশ্বম্ভর ॥ ১০৯৯
ভকত-বৎসল প্রভু ভুঞ্জি বারত্রয়।
শেষে অনুগ্রহ যৈছে কহি' সাধ্য নয় ॥ ১১০০

হইল অনেক রাত্রি প্রভুর ইচ্ছাতে।
সবে নিদ্রাগত যে যে ছিলেন এথাতে॥ ১১০১
ভুবনমোহন বিশ্বম্ভর দয়াময়।
সুমধুর বাক্যে বিপ্র প্রতি কয়॥ ১১০২
ভক্তাধীন প্রভু এই রন্ধনের ঘরে
দেখি বিপ্র আশ্চর্য দেখান বিশ্বম্ভরে॥ ১১০৩
অষ্টভুজ, শঙ্খচক্রাদিক চতুষ্টয়ে।
দ্বয়ে ভুঞ্জে নবনী, বায়েয় বংশীদ্বয়॥ ১১০৪
সর্বাঙ্গ-সুন্দর, রত্নভূষণে ভূষিত।
নেত্রের ভঙ্গিতে করে জগৎ মোহিত॥ ১১০৫
দেখে বিপ্র যমুনাপুলিন, বৃন্দাবন।
চতুর্দিগে শোভয়ে গো, গোপ, গোপীগণ॥ ১১০৬
দেখি' বিপ্র আনন্দে পড়িয়া মহীতল।
ধুইলেন প্রভুপাদপদ্ম নেত্রজলে॥ ১১০৭
করুণা-সমুদ্র প্রভু শচীর নন্দন।
জানাই নদীয়া ক্রীড়া কৈল আলিঙ্গন॥ ১১০৮
অন্তে এসকল প্রকাশিতে নিষেধিল।
প্রভু ব্যক্ত হৈলে এ সব ব্যক্ত হৈল॥ ১১০৯
আচ্ছন্ন রূপেতে বিপ্র রহি নদীয়ায়
দেখে প্রভুলীলা যাহা ব্রহ্মাদি ধিয়ায়॥ ১১১০
এইখানে একদিন মিশ্রের তনয়।
করয়ে ক্রন্দন তাহে বিদরে হৃদয়॥ ১১১১
জগদীশ, হিরণ্য শ্রীএকাদশী-দিনে।
বিষ্ণু লাগি, কৈলা নানা সামগ্রী যতনে॥ ১১১২
তাহাই খাইতে আগে চায় বিশ্বম্ভর।
শুনিলেন জগদীশ হিরণ্য বিপ্রবর॥ ১১১৩
বিষ্ণুর নৈবেদ্য না হইতে আনি, দিল।
তাহা এথা ভুঞ্জিয়া ক্রন্দন সম্বরিল॥ ১১১৪
জগদীশ হিরণ্যের ওই বাড়ী হয়।
জগন্নাথমিশ্র-সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয়॥ ১১১৫
কি কব নিমাইর বাল্যচেষ্টা-নিরুপম।
যখন যে চায় তাহা না দিলে বিষম॥ ১১১৬
এথা রহি নিমাই আকাশ-পানে চায়।
চাঁদ ধরি দেহ মোরে কহে শচী-মায়॥ ১১১৭
উড়ে পক্ষী দেখি এথা শচীর নন্দন।
ধরি দেহ মোরে কহি করয়ে ক্রন্দন॥ ১১১৮
বালিকা সকল মিলি আসিয়া এথায়।
নিমাইর উপদ্রব কহে শচী-মায়॥ ১১১৯
এথাই আসিয়া পুণ্যবন্ত বিপ্র সব।
মিশ্রে কহে নিমাইচান্দের উপদ্রব॥ ১১২০
এথা রহি বিশ্বম্ভর প্রতি কহি আই।
বিশ্বরূপে ডাকিয়া আনহ শীঘ্র যাই॥ ১১২১
বিশ্বরূপ আছেন শ্রীঅদ্বৈত সভায়।
তাঁরে কহে, ভোজনে চলহ ডাকে মায়॥ ১১২২
অগ্রজের বস্ত্রাঞ্চল ধরি বিশ্বম্ভর।
মোহিয়া সবার চিত্ত আইলেন ঘর॥ ১১২৩
স্থান সংস্কারি মুই দিনু সেই ক্ষণে।
এইখানে দুই ভাই বসিলা ভোজনে॥ ১১২৪
ওহে বাপ শ্রীনিবাস, কহিতে কি আর।
সে সব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার॥ ১১২৫
এইখানে শচী-মিশ্র পুত্রেরে বুঝায়।
যে কার্য করিলা বাপ ইহা না জুয়ায়॥ ১১২৬
ঋষিসম শ্রীমুরারি গুপ্ত নদীয়াতে।
সভাই সমীহা তারে করে সর্বমতে॥ ১১২৭
ভোজনের কালে তার ভোজন থালিতে।
লঘ্বী কৈলা ইথে কেবা না নিন্দে জগতে॥ ১১২৮
তোহাঁ বিজ্ঞ তেঞি দোষ না নিল তোমার।
কোথাও এমন কার্য না করিহ আর॥ ১১২৯
বিদ্যাবন্ত-সময়ে শ্রীমিশ্র এইখানে।
পুত্র হাতে খড়ি দিলা অতি শুভক্ষণে॥ ১১৩০

ক, খ, গ, ঘ লেখিয়া কহয়ে—লেখ বাপ।
হাঁটু পাড়ি লেখে তা' দেখিলে ঘুচে তাপ ॥ ১১৩১
দেখিয়া নিমাই চান্দ ক, খ, গ, ঘ বোলে।
তাহা শুনি' মিশ্র-হিয়া আনন্দে উথলে ॥ ১১৩২
বিদ্যারসে মগ্ন প্রভু পৌগণ্ড-বয়সে।
দেখিতে না পাইলেন চাঞ্চল্য প্রকাশে ॥ ১১৩৩
যবে যে লিখয়ে তাহা বাড়ে দিনে দিনে।
বিশ্বম্ভরে সবে প্রশংসয়ে এই খানে ॥ ১১৩৪
এথা জগন্নাথমিশ্র মহাহর্ষ-চিতে।
হইলা বেষ্টিত বিশ্বম্ভরে পড়াইতে ॥ ১১৩৫
খুলিয়া পুস্তক পাঠ দিলা এইখানে।
বিশ্বম্ভর মগ্ন হইলেন অধ্যয়নে ॥ ১১৩৬
এইখানে দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর-রায়।
একাদশী করিতে কহেন শচী-মায় ॥ ১১৩৭
পুত্রের বচনে হর্ষ হৈয়া যত্ন করি'।
করে একাদশীব্রত সর্বোপরি ॥ ১১৩৮
এথা জগন্নাথমিশ্র হর্ষ অতিশয়।
বিশ্বরূপে বিবাহ দিবেন বিচারয় ॥ ১১৩৯
বিশ্বরূপ সকল অনিত্য বিচারিয়া।
সন্ন্যাস গ্রহন কৈল কৃষ্ণের লাগিয়া ॥ ১১৪০
শ্রীশঙ্করারণ্য নাম হইল বিদিত।
তীর্থপর্যটনে চলে যৈছে পূর্ববীত ॥ ১১৪১
বিশ্বরূপ বলদেবের অংশ হয়।
বয়স ষোড়শ বর্ষ সৌন্দর্যাতিশয় ॥ ১১৪২

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে প্রথম প্রক্রমে—
ইত্যুক্ত্বা বক্তুমারেভে বৈদ্যো হৃদ্যাং
কথাং শুভাম্।
বলদেবাংশকস্যাপি বিশ্বরূপস্য পাবনীং ॥ ১১৪৩
শ্রীমচ্ছ্রীবিশ্বরূপঃ সকলগুণনিধিঃ ষোড়শাব্দোঽত্র
তিশুদ্ধঃ
প্রাপ্যাচার্যত্বতমাত্মশ্রবনমননতাসক্তধীঃ
প্রেমভক্তঃ।
সর্বজ্ঞঃ সর্ব্বদাসৌ নরহরিচরণাসক্তচিত্তোঽত্র
তিহৃষ্টং
শান্তঃ সন্তোষযুক্তো জগতি ন রতিমান্
বেদবেত্তা রসজ্ঞঃ ॥ ১১৪৪
এথা বিশ্বম্ভর কান্দে ধুলায় লোটায়।
অগ্রজ বিচ্ছেদে অতি ব্যাকুল হিয়ায় ॥ ১১৪৫
এথা শচী জগন্নাথমিশ্র দোঁহে কান্দে।
দোঁহার ক্রন্দনে কেহো স্থির নাহি বান্ধে ॥ ১১৪৬
কোথা বিশ্বরূপ বলি ডাকয়ে বার বার।
কেবা না ঝুরয়ে শুনে লোক নদীয়ার ॥ ১১৪৭
হইল ক্রন্দনময় মিশ্রের ভবন।
সে সব ভাবিতে দুঃখে দগ্ধয়ে জীবন ॥ ১১৪৮
শচী জগন্নাথে সবে প্রাবোধে এথায় ॥
হইলেন স্থির বিশ্বম্ভরের ইচ্ছায় ॥ ১১৪৯
একদিন এথা পিতামাতা প্রতি কয়।
বিশ্বরূপ সন্ন্যাসে মঙ্গল অতিশয় ॥ ১১৫০

বৈদ্য মুরারী এইরূপ বলিয়া বলদেবাংশ শ্রীবিশ্বরূপের পবিত্রতা সম্পাদিকা,হৃদয়গ্রাহিনী এবং মঙ্গল বিধায়িনী কথা বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥১১৪৩

শ্রীভগবন্নাম লীলাদি শ্রবন, মনন পরায়ন, অতিশুদ্ধ, শুদ্ধভক্তিমান নিখিল সদগুনসম্পন্ন শ্রীমৎ বিশ্বরূপ ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমে আচার্যত্ব প্রাপ্ত হইলেন। সর্ব্বদা শ্রীনৃসিংহদেবের পাদপদ্মে নিবিষ্ট চিত্ত সর্বজ্ঞ সদানন্দময় শান্ত, সন্তোষযুক্ত,রসজ্ঞ সেই বিশ্বরূপ জগত বিষয়ে আসক্ত ছিলেন না ॥১১৪৪

পিতৃকুল মাতৃকুল তেঁহো উদ্ধারিব।
আমি তোমা দোঁহাকার সেবন করিব ॥ ১১৫১
শুনি পুত্রবাক্য দোঁহে অতি হর্ষ হৈলা।
কোলেতে লইয়া মুখচন্দ্রমা চুম্বিলা॥ ১১৫২
ওহে শ্রীনিবাস বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে।
ঘুচয়ে চাঞ্চল্য কিছু দিবসে দিবসে ॥১১৫৩
এথা শচী প্রতি কহে মিশ্র পুরন্দর।
চূড়াকর্ম যোগ্য হইলেন বিশ্বম্ভর ॥ ১১৫৪
এত কহি দোঁহে বেদবিহিত বিধানে।
করিল পুত্রের চূড়াকর্ম এইখানে ॥ ১১৫৫

গীতে—ধানশী

আজু কি আনন্দময় লোকগতি অতিশয়
শোভাময় শচীর ভবনে।
সবার পরাণ জুড়া নিমাইচান্দের চূড়া
কর্মাদি অপূর্ব শুভক্ষণে ॥ ১১৫৬
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কারে সজাইয়া বিশ্বম্ভরে
বসাইয়া দিব্যাসনে পরি।
যে বেদবিহিত আর লোকরীতি যে প্রকার
তাহা মিশ্র করে যত্ন করি॥ ১১৫৭
আসিয়া নাপিত আর্য সাধয়ে সে নিজ কার্য
কর্ণমূলে পীত সূত্র দিতে।
নারীগণ জয়কারে কে না জয়ধ্বনি করে
ব্যাপিল মঙ্গল পৃথিবীতে ॥ ১১৫৮
বিপ্র করে বেদ পাঠ বর্ণয়ে কবিত্ব ভাট
বাদক বিবিধ বাদ্য বায়।
নাচয়ে নর্তক যত নরহরি কহে কত
গায়কে নির্মল যশ গায় ॥ ১১৫৯
চিদানন্দময় প্রভু লোকবৎ লীলা।
কর্ণবেধ না করিতে ছিদ্র সে দেখিলা ॥১১৬০
নাপিতে দেখিয়া মনে পাইল বিস্ময়।
প্রভু ইচ্ছামতে কারে কিছু নাহি কয় ॥১১৬১
শ্রীজীব সন্দর্ভে যেই সব বিচারিল।
নরহরি আজ্ঞা পায়া আনন্দ করিল ॥১১৬২

পুনশ্চ রাগ—বেলাবলী

আজু নিরুপম গৌরচন্দ্র চূড়া বেদবিহিত
মঙ্গল লোক ভীড় ভবনে।
শ্রীনবদ্বীপ বধুবৃন্দ রীতি অতুল উলু লুলু লুলুলু
দেত কি উল্লাস শ্রবণে ॥১১৬৩
ভূসুর সমাজ রাজত ভূরি ভঙ্গি বেদধ্বনি
সুমধুর হৃদি মোদ ভরঙ্গ।
সূত মাগধ বন্দী রচই নব চরিতচয়
শ্রবণপথ-গত জগৎ চিত্ত হরই ॥১১৬৪
বাদক মৃদঙ্গাদি বাদ্য প্রভেদ ভনি ধা ধা ধিলঙ
ধিক্কি তক ধিম্মিনা।
গায়ত সুছন্দ গুনিগণ নটত নট্ট উঘটত
তত্ত থৈ থৈ ত্তি অট্ট তিম্মিনা ॥১১৬৫
পুলক কুল বলিত উৎসাহময় মিশ্রধর বিতরি
বহু দ্রব্য যাচকসকলে তোষই
নরহরি কি ভনব শোভা ভুরি নিরখি
সুরগন মগন গগনে জয় জয় সঘনে ঘোষই ॥১১৬৬
দেখ শ্রীনিবাস বাড়ী বাহিরে হেথাই।
বয়স্য বেষ্টিত হৈয়া খেলয়ে নিমাই ॥১১৬৭
ওই পথে নারীগন বিহ্বল হইয়া।
নিমাইচান্দের শোভা দেখে দাঁড়াইয়া ॥১১৬৮
একদিন এইখানে মিশ্র মহাশয়।
বিশ্বম্ভরে বাৎসল্য প্রকাশে অতিশয় ॥১১৬৯
কিছুদিন জগন্নাথ মিশ্র এইখানে।
পুত্রে যজ্ঞসূত্র দিব বিচারয় মনে ॥১১৭০

রহিল দিবস স্থির আনি বন্ধুগন ।
মহানন্দে পূর্ণ হৈল মিশ্রের ভবন ॥ ১১৭১
যজ্ঞসূত্র সময়ে কৌতুক নাই অন্ত ।
বিবিধ প্রকারে তা বর্ণয়ে ভাগ্যবন্ত ॥১১৭২

গীতে যথা—কামোদ

কি আনন্দ নদীয়া নগরে ।
শ্রীশচীদেবীর পুত্র ধরিবেন যজ্ঞসূত্র
এই কথা প্রতি ঘরে ঘরে ॥১১৭৩
স্নেহেতে বিহ্বল হৈয়া কেবা না চলয়ে ধায়া
নানা দ্রব্য লৈয়া মিশ্রালয়ে ।
নিরুপম মিশ্রালয় লোকভীড় অতিশয়
সে শোভায় কেবা না ভুলয়ে ॥ ১১৭৪
মিশ্র মহা-হর্ষ হৈয়া করে বেদমত ক্রিয়া,
যজ্ঞসূত্র দেই গোরাচান্দে ।
গৌরমূর্তি মনোহর পরিধেয় রক্তাম্বর,
হাতে দিব্য দণ্ড, ঝুলি কান্ধে ১১৭৫
প্রভু ভিক্ষা করে রঙ্গে দেখি' দেবনারী-সঙ্গে,
মানুষে মিশায় ভিক্ষা দিতে ।
প্রভু প্রিয়গণ যা'রা কত না কৌতুকে তা'রা,
ভিক্ষা দেই প্রভুর ঝুলিতে ॥ ১১৭৬
মঙ্গল বিধান যত কে তাহা কহিবে কত,
কিবা স্ত্রীগণের জয়কার ।
বিপ্রে বেদধ্বনি করে শুনি কে ধৈরয ধরে ?
ভাটগণে পড়ে রায়বার ॥ ১১৭৭
জয় জয় কলরব ব্যাপিল সে দিশা সব,
নৃত্যগীত-বাদ্য নানা ভাঁতি ।
দাস নরহরি ভণে যাচক উচিত দানে,
ভণয়ে সুযশ সুখে মাতি' ১১৭৮

পুনর্ধানশী—

জগন্নাথ মিশ্রের ভবনে ।
বাজে বাদ্য মঙ্গল-বিধানে ॥ ১১৭৯
নারীগণে দেই জয়কার ।
ভাটগণে পড়ে রায়বার ॥ ১১৮০
শুভক্ষণে শচীর নন্দন ।
যজ্ঞসূত্র করয়ে ধারন ॥ ধ্রু ॥ ১১৮১
যজ্ঞসূত্র-উপমা কি আনে ।
সূক্ষ্মরূপে অনন্ত আপনে ॥ ১১৮২
কেশহীন মস্তক মাধুরী ।
কা'র বা না করে চিত্ত চুরি ॥ ১১৮৩
রক্তবাস পরিধেয় ভালো ।
রূপে দশদিশা করে আলো ॥ ১১৮৪
চতুর্দিক ব্রাহ্মণসমাজ ।
তা'র মাঝে গোরা দ্বিজরাজ ॥ ১১৮৫
হাতে দিব্য দণ্ড, ঝুলি কান্ধে ।
তা' দেখি' ধৈরয কেবা বান্ধে ॥ ১১৮৬
বামন-আবেশ বেশ শোহে ।
ভঙ্গিতে ভুবনমন মোহে ॥ ১১৮৭
হাসি মৃদু সুমধুর ভাষে ।
ভিক্ষা মাগে ভকতের পাশে ॥ ১১৮৮
সবে চাহে প্রাণ ভিক্ষা দিতে ।
যে দেই তাহা না ভায় চিতে ॥ ১১৮৯
দেবনারী মানুষে মিশাই ।
ভিক্ষা দেয় চান্দমুখ চাই ॥ ১১৯০
কেবা বা না নিছয়ে জীবন ।
জয়ধ্বনি করে সর্বজন ॥ ১১৯১
ভণে ঘনশ্যাম মিশ্রালয়ে ।
সুখের সমুদ্র উথলয়ে ॥ ১১৯২

পুনঃ সুহই

গৌরসুন্দর পরম শুভক্ষণে ধরল যজ্ঞোপবীত।
বেদবিহিত ক্রিয়ানিপুন শচী-মিশ্র
নিরুপম রীত ॥ ১১৯৩
বিবিধ মঙ্গল হোত কুলবধূ লু লু লু লু লু দেত।
ভাটগণ ভণ সুযশ শুভ শোভা
সুদিঠি ভরি লেত ॥ ১১৯৪
গান করু নবতাল গুণী মুরজাদি বায়ন বায়ত সুরঙ্গ ॥
নৃত্যকুত নর্তক উঘটি ঘন ধা ধি ধিক
ধ ধিলঙ্গ ॥ ১১৯৫
দেবগণ মন মগন অতিশয় নিরখি ললিত বিলাস।
ভুবন ভরি' জয় জয় জয় ধ্বনি,
নিছনি নরহরি দাস ॥ ১১৯৬

শ্রীনিবাস এথা বিশ্বম্ভর-রায়।
পড়িবার লাগি' অতি উদ্বিগ্ন হিয়ায় ॥ ১১৯৭
বুঝিয়া পুত্রের চেষ্টা মিশ্র পুরন্দর ॥
লৈয়া গেল গঙ্গাদাস পণ্ডিতের ঘর ১১৯৮
গঙ্গাদাসে করিলেন পুত্র সমর্পণ।
গঙ্গাদাস যত্নে পড়ায়েন ব্যাকরণ ॥ ১১৯৯
দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈলা চমৎকার।
তাহা দেখি' কেবা না প্রশংসয়ে নদীয়ায় ॥ ১২০০
একদিন এইখানে প্রভু গৌরচন্দ্র।
তাম্বুল ভক্ষণ করি' হাসে মন্দ মন্দ ॥ ১২০১
অকস্মাৎ মূর্ছাপন্ন এথাই হইল।
মাতাপিতা যত্নেতে চেতন করাইলা ॥ ১২০২
স্থির হৈয়া প্রভু মাতাপিতা সন্তোষিল।
বিশ্বরূপ-প্রসঙ্গাদি অনেক করিল ॥ ১২০৩
এই ঘরে জগন্নাথ মিশ্র পুরন্দর।
স্বপ্নে দেখে সন্ন্যাস করিলা বিশ্বম্ভর ॥ ১২০৪

নিদ্রাভঙ্গ হৈলে প্রাতে ব্যাকুল হইয়া।
করয়ে প্রার্থনা কত দেবে সম্বোধিয়া ॥ ১২০৫
রজনী-প্রভাতে কহে শ্রীশচীদেবীরে।
বুঝি বা নিমাই মোর না থাকয়ে ঘরে ॥ ১২০৬
জগন্নাথমিশ্রে এথা কহে শচী আই।
নিমাই রহিব ঘরে কুন চিন্তা নাই ॥ ১২০৭
পড়া বিনা নিমাইরে কিছু নাই ভায়।
হইবেন যোগ্য মাতাপিতার সেবায় ॥ ১২০৮
অনেক প্রকারে কহিলেন শচীমাতা।
তথাপি না ভুলয়ে দারুণ স্বপ্ন কথা ॥ ১২০৯
একদিন এথা বসি' মিশ্রপুরন্দর।
মনে মনে কহে পুত্র ছাড়িবেন ঘর ॥ ১২১০
এত কহি' অধৈর্য ছাড়য়ে দীর্ঘশ্বাস।
অকস্মাৎ দেহে জ্বর হইল প্রকাশ ॥ ১২১১
কি কহিব মিশ্র-অদর্শন যেন মতে।
বিদরয়ে হৃদয় সে সব সোঙরিতে ॥ ১২১২
এথা ভূমে পড়ি' শচী, শচীর তনয়।
করয়ে ক্রন্দন যা'তে জগৎ কাঁদয় ॥ ১২১৩
প্রভুর ইচ্ছায় নবদ্বীপবাসিগণ।
দোঁহে স্থির করি' স্থির হৈলা সর্বজন ॥ ১২১৪
ওহে বাপ শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভর এথা।
মায়ে প্রবোধিল কহি' সুমধুর কথা ॥ ১২১৫
কি বলিব জননীর স্নেহ যে প্রকার।
বিশ্বম্ভর বিনে কিছু না জানয়ে আর ॥ ১২১৬
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের অন্তর।
করয়ে যে লীলা ব্রহ্মাদির অগোচর ॥ ১২১৭
একদিন নিমাই যাইতে গঙ্গাস্নানে।
মাগিলেন পুষ্পমালাদিক মাতাস্থানে ॥ ১২১৮
কিঞ্চিৎ বিলম্ব হৈতে মহা-ক্রোধ হৈল।
যে কিছু আছিল ঘরে সব নষ্ট কৈল ॥ ১২১৯

সর্ব্বশেষে এ অঙ্গনে করিল শয়ন।
হৈলা নিদ্রাগত প্রভু শচীর নন্দন ॥ ১২২০
কতক্ষণে নিদ্রাভঙ্গ হইল জানিলা।
ঝাড়িয়া অঙ্গের ধূলা পুত্রে উঠাইলা ॥ ১২২১
পুষ্পমালাদিক পুত্রে দিলা সজ্জ করি'।
গঙ্গাস্নান করি' হর্ষে আইলা গৌরহরি ॥ ১২২২
একদিন এথা শচী কহয়ে পুত্রেরে
ভক্ষণ-সামগ্রী কিছু নাই অন্য ঘরে ॥ ১২২৩
শুনিয়া মায়ের কথা প্রভু হর্ষচিতে।
তোলা দুই স্বর্ণ আনি' দিলা এ নিভৃতে ॥ ১২২৪
স্বর্ণ দেখি' শচীমাতা চিন্তিত অন্তরে।
পুত্রের এ রঙ্গ কিছু বুঝিতে না পারে ॥ ১২২৫
একদিন শচীমাতা বসি' এইখানে।
পুত্রের বিবাহ দিতে বিচারয়ে মনে ॥ ১২২৬
পৌগণ্ডবয়স-শেষে কৈশোর-প্রবেশে।
তিলে তিলে বাড়ে শোভা অশেষ বিশেষ ॥ ১২২৭
দেখিয়া নিমাইচান্দে কেবা স্থির হয়।
যে অদ্ভুত চেষ্টা তাহা অন্য না জানয় ॥ ১২২৮
জননীর পরম আনন্দ বাড়াইতে।
হইল প্রভুর ইচ্ছা বিবাহ করিতে ॥ ১২২৯
এথা শাস্ত্রচিন্তা করি' শচীর নন্দন।
গঙ্গাতীরে ওই পথে করিলা গমন ॥ ১২৩০
প্রভুপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী আইলা গঙ্গাস্নানে।
পরস্পর দেখা যৈছে বর্ণে বিজ্ঞগণে ॥ ১২৩১

গীতে যথা—কামোদ

বল্লভ-দুহিতা লক্ষ্মী সুচরিতা
সখীতে বেষ্টিত হৈয়া।
স্নান করিবারে চলে গঙ্গাতীরে,
চকিতে চৌদিকে চা'য় ॥ ১২৩২

গৌরাঙ্গ-চান্দেরে দেখি' কিছু দূরে
উথলে নিগূঢ় লেহা।
সে রূপমাধুরী- সুধা পান করি',
ধরিতে নারয়ে থেহা ॥ ১২৩৩

গোরা গুণমণি নিজ প্রিয়া চিনি',
চাহয়ে লক্ষ্মীর পানে।
জিনি কাঁচা সোনা লক্ষ্মীতনু জেনা,
প্রবেশে মরম-খানে ॥ ১২৩৪

দোঁহে দিঠি-কোণে মিলে সুসন্ধানে,
আনে না জানিতে পারে।
নরহরি পহুঁ হাসি লহুঁ লহুঁ,
আনন্দে চলিল ঘরে ॥ ১২৩৫

এই খানে বসিয়া শ্রীশচীর কুমার।
মোরে কহে হইবেক মনে যে তোমার ॥ ১২৩৬
একদিন বনমালী আচার্য এথায়।
বিবাহ-প্রসঙ্গ কিছু কহে শচীমায় ॥ ১২৩৭
বল্লভ-আচার্যকন্যা লক্ষ্মী, তা'র সনে।
হইল বিবাহ স্থির আর একদিনে ॥ ১২৩৮
এথা মাতা-পুত্রের বিবাহকথা কয়।
শুনি' কার্যে তৎপর শ্রীশচীর তনয় ॥ ১২৩৯
বিবাহসামগ্রী শীঘ্র কৈল আয়োজন।
স্থির কৈল বিবাহ-দিবস শুভক্ষণ ॥ ১২৪০
বিবাহপ্রসঙ্গ নবদ্বীপ-ঘরে ঘরে।
প্রভু-আকর্ষণে কেহো স্থির হৈতে নারে ॥ ১২৪১
সর্ব্বাবতারের সর্ব্বভক্ত নদীয়ায়।
বিলসয়ে স্ত্রী-পু. স্বরূপে সে ইচ্ছায় ॥ ১২৪২
আপনা না জানে কেহো তাঁ'র ইচ্ছামতে।
করয়ে যে সব কার্য পূর্ব স্বভাবেতে ॥ ১২৪৩
এথা যৈছে স্ত্রীপুরুষগণের গমন।
যৈছে এ বিবাহ তা' বর্ণয়ে বিজ্ঞগণ ॥ ১২৪৪

গীতে যথা —ধানশী

কি আনন্দ নদীয়া-নগরে।
নিমাইর বিবাহ-কথা প্রতি ঘরে ঘরে ॥ ১২৪৫
কি নারী পুরুষ নদীয়ায়।
বিবাহ দেখিতে হিয়া উথলে সবার ॥ ১২৪৬
ভাটগণ চলয়ে ধাইয়া।
পাইব অনেক ধন মনে বিচারিয়া ॥ ১২৪৭
নর্তক বাদক আদি যত।
করে ধাওয়া ধাই কত করি' মনোরথ ॥ ১২৪৮
চলয়ে গণকগণ ধা'য়া।
করাইব বিবাহ অপূর্ব লগ্ন পা'য়া ॥ ১২৪৯
মালিগণ চলয়ে উলাসে।
নানা পুষ্পহার লৈয়া শ্রীশচী-আবাসে ॥ ১২৫০
এক মুখে কহিবে কে কত।
দরিদ্র যাচক তারা চলে শত শত ॥ ১২৫১
নরহরি-মনে এই আশ।
দেখিব কি আঁখি ভরি বিবাহ-বিলাস ১২৫২

পুনর্ধানশী

নদীয়ার নব নববধূ সব
বিরলেতে কহে মধুর হাসি।
ধন্য মোরা যেন দেখিব এহেন
বিবাহ সে সুখ সায়রে ভাসি ॥১২৫৩
কেহো কহে আর্য বল্লভ আচার্য
ভার্যা তার পতিব্রতা সুরীতি।
হেন লয় চিতে পূরব পুণ্যেতে
পাবে জামাতা দুর্লভ অতি ॥১২৫৪
কোহো কহে ধন্যা বল্লভের কন্যা
লক্ষ্মী রূপবতী লখিমি যেন।
হেন ভাগ্যবতী কে আছে এমতি
পাবে পতি যিনি মদন মেনো ॥১২৫৫
কেহো কহে তালি কৈলি ঘটকালি
বনমালি কত আনন্দ পায়া।
অধিবাস আজি চল চল সাজি
নরহরি আসি গেলেন কৈয়া ॥১২৫৬

পুনর্ধানশী—

শ্রীশচী আলয় অতি শোভাময়
উথলিব তায়ে আনন্দসিন্ধু।
অধিবাস আজি বিলসিব সাজি
সুখময় গোরা গোকুল ইন্দু ॥১২৫৭
এত কহি চিতে নারে থির হৈতে
চাহি চারিভিতে কুলের বালা।
উপমা কি মেন ঘর হৈতে যেন
বার হৈল চারু চান্দের মালা ॥১২৫৮
বিচিত্র বসন শোহে আভরণ
প্রতি অঙ্গে বেশ বিন্যাস ভালো।
নানা ভঙ্গি করি চলে সারি সারি
নদীয়ার পথ করিয়া আলো ॥ ১২৫৯
কত অভিলাষে গিয়া আই পাশে
প্রণমিতে কত আদরে আই।
নরহরি নাথে পায়া আঙ্গিনাতে
জুড়াইল হিয়া সে সুখ চাই ॥১২৬০

পুনঃ—কামদ

শোভাময় শচীর অঙ্গনে।
চতুর্দিকে বেদধ্বনি করে বিপ্রগণে ॥১২৬১
আজু কি আনন্দ পরকাশ।
শুভক্ষণে নিমাইচান্দের অধিবাস ॥ধ্রু১২৬২

গন্ধমালা দেই আপ্তগনে ।
দিশা আলো করে গোরা অঙ্গের কিরণে ॥১২৬৩
সভামধ্যে গোরা দ্বিজমনি ।
বিলসয়ে কত না অর্বুদ কাম জিনি ॥১২৬৪
প্রত্যেক যে চায় গোরা পানে
না ধরে ধৈরয সে আপন না জানে ॥১২৬৫
যে জন আইল অধিবাসে ।
গন্ধ চন্দনাদি দিয়া সবে পরিতোষে ॥১২৬৬
বিধিমত করিল অধিবাস ।
বল্লভ আচার্য গেলা আপন আবাস ॥১২৬৭
কহিতে সুখের অন্ত নাই ।
মাইহো শুইহো লৈয়া শুভকর্ম করে আই ॥১২৬৮
নারীগনে দেই জয়কার ।
ভাটগনে পড়য়ে মঙ্গল রায়বার ॥১২৬৯
নৃত্যগীত বাদ্য নানা ভাতি ।
উপমা দিবার নাই কাহারু শকতি ॥১২৭০
কেবা না বলয়ে ভাল ভাল ।
জগভরি জয় জয় শবদ রসাল ॥১২৭১
মানুষে মিশায়ে দেবগণে ।
দেখে অধিবাসরঙ্গ নরহরি ভনে ॥১২৭২

পুনর্ধানশী –

আজু স্নেহেতে বিহ্বল হৈয়া ।
বল্লভ আচার্য অধিবাস কার্য্য
করে আপ্ত বিপ্রবর্গেরে লৈয়া ॥ধ্রু ১২৭৩
কত সাধে মায় লখিমি কন্যায়
পরায়ে বাস ভুষণ ভালি ।
ঠাকুর অঙ্গনে দিব্য সিংহাসনে
বসায়ে সুখে ভাসয়ে আলি ॥১২৭৪

শুভক্ষণে দিতে গন্ধমালা চিতে
উলসিতে বাঢ়ে অঙ্গের ছটা ।
থির নহে চিত দেখে অলখি
চারিভিতে দেবরমণী ঘটা॥১২৭৫
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাদ্য নানা বিধি
নৃত্যগীত শুভ ভাটেতে ভণে ।
নারী জয়কারে ধৃতি ধরিবারে
নারে নরহরি নিছনি মেনে ॥১২৭৬

পুন—কামোদ

অধিবাস নিশি পোহাইলে ।
বিবাহের কার্য যত করয়ে সকলে ॥১২৭৭
বিপ্রগণে হইয়া বেষ্টিত ।
নিমাই করেন ক্রিয়া যে বেদ বিহিত ॥১২৭৮
লোকভিড় কহিল না হয়
লেহ দেহ বাক্য কোলাহল অতিশয় ॥১২৭৯
বাজে নানা বাদ্য নিরন্তর ।
গায়কগণেতে গান করে মনোহর ॥১২৮০
ভাটগণ পড়ে রায়বার ।
নারীগণে দেই সুমধুর জয়কার ॥১২৮১
সবার উল্লাস স্ত্রী আচারে ।
নরহরি ভাসে সে না সুখের পাথারে ॥১২৮২

পুনঃ –কামোদ

কুলবধূগণ উলসিত মন
পানি সাইবারে সাজিয়ে রঙ্গে ।
গোরা মুখশশী হেরি হেরি হাসি
উলু উলু দেই পুলক অঙ্গে ॥ ১২৮৩
চলে ঘর হৈতে কত উঠে চিতে
গৌরবিধু অঙ্গ সৌরভে মাতি ।

অথির অন্তর ভাবে গর গর,
আঁখি-কোণে ভঙ্গি কত না ভাঁতি ॥ ১২৮৪
পরস্পর কত কহে অবেকত'
কে না নিছে তনু রঙ্গিণী-রীতে।
বাস, ভূষা, বেশে ধৈরয বিনাশে,
কে পারে সে শোভা উপমা দিতে ॥ ১২৮৫
নূপুর-কিঙ্কিণী নানা বাদ্যধ্বনি,
কি মধুর কহি না আসে মুখে।
পানি সারি শেষে ভবনে প্রবেশে,
নরহরি-হিয়া উথলে সুখে ॥ ১২৮৬

পুনঃ—কামোদ

কিবা, শ্রীশচী-ভবন মাঝে।
বিবিধ মঙ্গল কলরবে সভে,
অময়ে বিবাহ-কাজে ॥ ১২৮৭
সোঙে গোরা গোকুলের ইন্দু।
বিবাহ-বিহিত স্নানে অতিশয়,
উথলে আনন্দ-সিন্ধু ॥ ১২৮৮
কুলবধূ সুমধুর চান্দে।
সুচারু কুন্তলে তৈল দিব ব'লে,
বারে বারে আউলাইয়া বান্ধে ॥ ১২৮৯
কেহো হলদী মাথায় গায়।
হলদী-মলিন হেরি হাসে সব,
পরাণ নিছয়ে তা'র ॥ ১২৯০
কেহ গন্ধদ্রব্য দেই অঙ্গে।
সে না অঙ্গগন্ধে এ গন্ধমদ হরে,
কে দিবে উপমা অঙ্গে। ১২৯১
অভিষেক তৈল গঙ্গাজলে।
নরহরি পানি তোলা লইয়া তনু,
পোছয়ে কৌতুক-ছলে ॥ ১২৯২

পুনঃ—কামোদ

আজু কত না আনন্দ-মনে।
বসিয়া আসনে বিশ্বম্ভর-বেশ
রচয়ে বয়স্যগণে ॥ ১২৯৩
গন্ধ চন্দন চরচে গায়।
বিরচয় চারু ললাটে তিলক
কেবা না ভুলয়ে তায় ॥ ১২৯৪
বান্ধি চাঁচর চিকুর ভালে।
মনের উল্লাসে মধুর ছান্দে,
বেড়য়ে মালতী মালে ॥ ১২৯৫
কাণে কুণ্ডল অর্পণ করে।
ঝলকয়ে গণ্ড- তটে গণ্ড যুগ
দর্পণ-দরপ হরে ॥ ১২৯৬
গলে দেই মণিময় হার।
পরিসর বুকে দোলে সুললিত,
কে দিবে উপমা তা'র ॥ ১২৯৭
বাহু অঙ্গদ, বলয়া করে।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী সোপি মুখপানে,
চাহি না ধৈরয ধরে ॥ ১২৯৮
সিংহ-জিনি মাজাখানি ক্ষীণ।
সোনার শিকলি সাজাইতে আঁখি,
হইল নিমিষ-হীন ॥ ১২৯৯
বেশ-বিন্যাস ভুবন-লোভা।
রক্ত-প্রান্ত বাস পরাইয়া নর-
হরি নিরখয়ে শোভা ॥ ১৩০০

পুনঃ—কামোদ

বেশ বনাইয়া সহচরে।
শশিসম সুবর্ণ-দর্পণ দেই করে ॥ ১৩০১

নিমাইচান্দের বেশ দেখি'।
আনের কি, দেবেও ফিরাইতে নারে
আঁখি ॥ ১৩০২

নিজ সখীসহ শচী আই।
করয়ে মঙ্গল কত পুত্রমুখ চাই ॥ ১৩০৩

নববধূগণ দূরে রৈয়া।
না ধরে ধৈরয গোরাচান্দ পানে চায়া ॥ ১৩০৪

উলু উলু দেয় নারীগণ।
বিবাহ বিনোদকথা ভরিল ভুবন ॥ ১৩০৫

প্রণমিয়া জননীর পায়।
বিবাহ করিতে যাত্রা করে গৌররায় ॥ ১৩০৬

বেদধ্বনি করে বিপ্রগণ।
বাজে নানা বাদ্য শব্দ ভেদয়ে গগন ॥ ১৩০৭

কৌতুক কহিতে কেবা পারে।
নরহরি সাঁতারয়ে সে সুখপাথারে ॥ ১৩০৮

পুনঃ—ভূপালী

আজু গোধুলিসময় শুভক্ষণ,
গৌরগুণ মণি ভুবনমোহন,
বেশ বিরচিত বিবাহ বিহিত,
সুন্দর তনুচ্ছবি ছলকয়ে।
কোটি মনমথ গরব ভঞ্জন,
খঞ্জদিঠি জনহৃদয়রঞ্জন,
চাহি চহুদিশ হাসি লহু লহু,
চন্দ্র চৌদল ঝলকয়ে ॥ ১৩০৯

চলত বল্লভ ভবন ভূসুর,
বেঢ়ি গতি অতি মন্দ সুমধুর,
বন্দিগণ ভণ ভুরি মঙ্গল,
ভুবন ভরু জয় জয় ধ্বনি।

নটত নটগণ উঘটি থৈ তত,
থোঙ্গ থোঙ্গিন গানরত কত,
বিরচি রুচির চরিত্র সুর সঙ্গে,
সরস রস বরষত গুণী ॥ ১৩১০

বাদ্য কত কত ভাঁতি বায়ত,
বাদ্য পাঠ অভঙ্গ ভায়ত,
সুঘর বাদকবৃন্দ বাদ্যসমুদ্র মথি যনু সন্তরে।
গগনে সুরগণ মগণ অতিশয়,
সঘনে অনিমিখ নয়নে নিরিখয়,
বিপুল পুলক অলক্ষ খিতি উতরত,
কি কৌতুক অন্তরে ॥ ১৩১১

নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত,
প্রসর পথ নিরুপম সুহায়ত,
দীপ শত শত উজর যামিনী নাথ কর পরকাশই।
ধরণী অধিক উছাহে প্রফুল্লিত,
জাহ্নবী জল ভেল উছলিত,
দাস নরহরি কহব কিয়ে,
পশু পাখী সব সুখে ভাসই ॥ ১৩১২

পুনঃ ভূপালী

গোরাচান্দের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে ধায় নদীয়ার নববধূগণ
ধৈরয ধরিতে কেউ নারে ॥ ১৩১৩

নিরুপম বেশ বাস ভূষণে ভূষিত তনু,
ঝলমল করে সে ভঙ্গিমা শোহে ভালো।
চলিতে বাজয়ে কটি- কিঙ্কিণী-নূপুর পদে,
সুমধুর গমন করয়ে পথ আলো ॥ ১৩১৪

সে রস-আবেশে পরস্পর কত,
কয় কিবা সুললিত বেসর দোলয়ে নাসামূলে।

ঘুঙটে আবৃত মঞ্জু- মুখে মৃদু মৃদু হাসি,
হাসি-ছটা ঘটায় কেবা বা নাই ভুলে ॥ ১৩১৫
অঞ্জনে রঞ্জিত মনো- রঞ্জন খঞ্জন পাখী
যিনি মঞ্জু নয়ন-চাহনি চারিভিতে।
নরহরি পরাণ নাথেরে নিরখিয়া হিয়া উথলয়ে,
বল্লভ ভবন প্রবেশিতে ॥ ১৩১৬

পুনঃ কামোদ

বল্লভভবনে গোরারায়।
বল্লভমিশ্রের মহা আনন্দ বাড়ায় ॥ ১৩১৭
বল্লভ হইয়া উল্লসিত।
করয়ে মঙ্গল-কার্য বিবাহ-বিহিত ॥ ১৩১৮
বিশ্বম্ভর হরষ হিয়ায়।
দাঁড়াইলা পিঁড়ির উপরে ছোড়লায় ॥ ১৩১৯
অঙ্গের ভঙ্গিতে প্রাণ হরে।
রূপের ছটায় দশদিক্ আলো করে ॥ ১৩২০
চান্দমুখে উপমা কি দিতে।
অমিয়া গরব নাশে ঈষৎ হাসিতে ॥ ১৩২১
নয়ন চাহনি চারু ছান্দে।
যার পানে চায় সে ধৈরয নাই বাঁধে ॥ ১৩২২
মকর-কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
চাঁচর কেশের বেশে কেবা নাহি ভুলে ॥ ১৩২৩
অঙ্গদ-বলয়া ভাল সাজে।
শোভা দেখি' কত না মদন মরে লাজে ॥ ১৩২৪
এহেন বরেরে উরুখিতে।
কন্যার জননী চলে আইগণ সাথে ১৩২৫
সে শোভা কহিতে কেবা পারে।
সপ্তদীপ হাতে সপ্ত প্রদক্ষিণ করে ॥ ১৩২৬
পরম অদ্ভুত স্ত্রী-আচার।
বর উরুখিয়া করে গমন সবার ॥ ১৩২৭
বল্লভ আচার্য ভাগ্যবান্।
আনাইলা কন্যায় করিতে কন্যাদান ॥ ১৩২৮
বসাইলা দিব্য সিংহাসনে।
হইল উজ্জ্বল মহা অঙ্গের কিরণে ॥ ১৩২৯
অতি সুকোমল তনুখানি।
হাসিমাখা বদন পূর্ণিমা চান্দ জিনি' ॥ ১৩৩০
পরিধেয় বিচিত্র বসন।
ঝলমল করে নানা রত্ন-আভরণ ॥ ১৩৩১
হেন কন্যা বিবিধ বিধানে।
করিল প্রদান মিশ্র শচীর নন্দনে ॥ ১৩৩২
বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি।
উলু লু লু দেই যত কুলের রমণী ॥ ১৩৩৩
বাজে বাদ্য বিবিধ প্রকার।
নাচয়ে নর্তক, ভাট পড়ে রায়বার ॥ ১৩৩৪
দেবগণ বিমানে চড়িয়া।
বরিষে কুসুম অলক্ষিতে জয় দিয়া ॥ ১৩৩৫
ভুবন ব্যাপিল মহাসুখে।
নরহরি কত না কহিব একমুখে ॥ ১৩৩৬

পুনঃ—ভুপালী

গোরা গুণমণি প্রাণপ্রিয়া সহ
বিলসয়ে সে যে বাসরঘরে।
কুলবধূগণ ঘন ঘন কত,
গতাগতি কত কৌতুকভরে ॥ ১৩৩৭
কেহ নানা ছল করি' পরিহাস,
করে হাসি' হাসি' মনের সুখে।
কাহা গোরা কর কমলে তাম্বুল
দিয়া কহে দেহ লক্ষ্মীর মুখে ॥ ১৩৩৮
কেহো গোরা বিধু বদনে তাম্বুল
দিতে চিতে বহু বাঢ়য়ে প্রীতি।

কেহো পরশের সাথে বাঁধে কেশ
আউলাইয়া নারে ধরিতে ধৃতি ॥ ১৩৩৯
কেহো বিশ্বম্ভর কোলে লখিমীরে
বসাইয়া চারু ভঙ্গিতে চাহে।
হে নরহরি বাসরে যে রস
উথলয়ে নাহি উপমা তাহে ॥ ১৩৪০

পুনঃ—তোড়ী

গোরাচাঁদের বিবাহ পর দিনে।
বড় আনন্দ উথলে তায় রজনী বিহানে ॥ ১৩৪১
কুল বধূগণ চারিদিগে ধায়।
দেখি বর কন্যা শোভা সবে নয়ান জুড়ায় ॥ ১৩৪২
শ্রী বল্লভ ঘরণী ভাগ্যবতী।
পাঞা জামাতা রতন না জানয়ে আছে কতি ॥১৩৪৩
মিশ্র বল্লভ উদার অতিশয়।
নিজ জামাতা মঙ্গল হেতু কিবা না করয় ॥ ১৩৪৪
হালে বল্লভ জামাতা গৌরহরি।
হর্ষ হইলেন বিবাহ বিহিত কর্ম করি ॥ ১৩৪৫
কৈল কার্য সমাধান সুবিধানে।
নরহরি কহে বল্লভে প্রশংসে দেবগণে ॥ ১৩৪৬

পুনঃ—তোড়ী

গৌর গোকুল চন্দ্র চলু নিজ
গেহে নিশি পরভাত।
বিহ্বল বল্লভ স্নেহে কহি কত
কমল লখিমিক বাত ॥ ১৩৪৭
হেরি পথ যত নারী ধৈরয না
ধরই ঝরই নয়ান।
লখিমি সহচরী জানে লখিমিক
নাথ কয়ল পয়ান ॥ ১৩৪৮

শঙ্খ দুন্দুভি ভেরী বাজত
বাদ্য বিবিধ প্রকার।
নটত নর্তক বৃন্দ গায়ত
গীত গুণী অনিবার ॥ ১৩৪৯
বেদ উচরত বিপ্রগণ গুণ
বন্দি করু পরকাশ।
ভুবন ভরি জয় জয় কি নরহরি
ভবন পহুঁক বিলাস ॥ ১৩৫০

পুনঃ—কামোদ

বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর।
শ্বশুরালয় হৈতে আইলা নিজ ঘর ॥ ১৩৫১
যে আনন্দ কহিতে না পারি।
করয়ে মঙ্গল যত পতিব্রতা নারী ॥ ১৩৫২
শচী পুত্রবধূ কোলে লৈয়া।
কৈল আশীর্বাদ বহু ধান্য দূর্বা দিয়া ॥১৩৫৩
শ্রীশচী-স্নেহের নাই পার।
পুত্রমুখ বধূমুখ চুম্বে কত বার ॥ ১৩৫৪
লক্ষ্মী-বিশ্বম্ভর-শোভা দেখি'।
কেহো ফিরাইতে নারে অনিমিখ আঁখি ॥ ১৩৫৫
ভুবনমোহন গোরারায়।
সুমধুর ভাবে পরিতোষয়ে সবায় ॥ ১৩৫৬
ভাট, নট, বাদকাদি যত।
করিলেন পূর্ণ সকলের মনোরথ ॥ ১৩৫৭
নরহরি কহে উভরায়।
দেখি যেন এহেন কৌতুক নদীয়ায় ॥ ১৩৫৮
ওহে শ্রীনিবাস, মু' দেখিনু নেত্র ভরি'।
বিবাহ-কৌতুক যত কহিতে না পারি ॥ ১৩৫৯
এই ঘরে লক্ষ্মীর সহিত বিশ্বম্ভর।
বিলসয়ে সদা অতি উল্লাস অন্তর ॥ ১৩৬০

শ্রীলক্ষ্মীর চরিত্র কহিতে অন্ত নাই।
যাঁ'র সেবা-সুখে মগ্ন হইলেন আই ॥ ১৩৬১
শ্রীলক্ষ্মীর নাথ গৌরচন্দ্র নারায়ণ।
বিদ্যারসে নিমগ্ন লইয়া শিষ্যগণ ॥ ১৩৬২
যত বিদ্যাবন্ত বৈসে নদীয়া-নগরে।
সকলেই সমীহা করেন বিশ্বম্ভরে ॥ ১৩৬৩
নদীয়ায় কেবা না প্রশংসে দেখি' রীত।
প্রভু সর্ব সম্মান করয়ে যথোচিত ॥ ১৩৬৪
নিজভৃত্য ঈশ্বরপুরীরে প্রণমিয়া।
এই ঘরে দিল ভিক্ষা যত্নেতে আনিয়া ॥ ১৩৬৫
একদিন প্রভু বায়ু-ছলে এইখানে।
প্রকাশয়ে প্রেমভক্তি অন্যে নাহি জানে ॥ ১৩৬৬
শিষ্টলোক আসি' নানা উপায় সৃজিলা।
নিজ ইচ্ছামাতে প্রভু ভাব সম্বরিলা ॥ ১৩৬৭
সুস্থ হৈতে সকলের আনন্দ জন্মিল।
বাক্যব্যয়ে বায়ুবৃদ্ধি সভে বিচারিল ॥ ১৩৬৮
এই বিষ্ণুমণ্ডপের দ্বারে গোরারায়।
দেখি' পূর্ণিমার চন্দ্র সে ভাবে বংশী বায় ॥ ১৩৬৯
আই মাত্র শুনে, অন্য না পায় শুনিতে।
ঐছে নানারঙ্গ প্রকাশয়ে ইচ্ছামতে ॥ ১৩৭০
কি বলিব শ্রীনিবাস গৌরাঙ্গ-চরিত।
বঙ্গ ধন্য করিতে হইলা উৎকণ্ঠিত ॥ ১৩৭১
এথা যত্নে প্রণমিয়া মায়ের চরণে।
চলিলেন বঙ্গদেশে লৈয়া শিষ্যগণে ॥ ১৩৭২
প্রভু সোঙরিয়া লক্ষ্মী ছিলেন এথায়।
প্রভুর বিচ্ছেদ-সর্প দংশে লক্ষ্মী-পায় ॥ ১৩৭৩
গঙ্গাতীরে লক্ষ্মীদেবী হৈলা অদর্শন।
এথা মহাদুঃখে আই করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৩৭৪
এথাই আসিয়া সভে প্রবোধে শচীরে।
পুত্রের গমন শচী চিন্তয়ে অন্তরে ॥ ১৩৭৫

প্রভু অন্তর্যামী জানি' লক্ষ্মী-অদর্শন।
শীঘ্র বঙ্গদেশ হৈতে করিল গমন ॥ ১৩৭৬
এথা আসি' প্রণমিলা মায়ের চরণে।
মায়ে প্রবোধিলা কত কহি' এইখানে ॥ ১৩৭৭
প্রভুর অদ্ভুত রঙ্গ বুঝে কোন জন।
বিদ্যারসে বিহ্বল লইয়া শিষ্যগণ ॥ ১৩৭৮
এথা মাতা, পুত্রের বিবাহ চিন্তে চিতে।
পুত্রের সদৃশ কন্যা না পায় চাহিতে ॥ ১৩৭৯
সনাতনমিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাঁ'রে স্থির কৈল গঙ্গাঘাটে স্নানে গিয়া ॥ ১৩৮০
কাশীনাথ পণ্ডিত শ্রীশচীর অজ্ঞাতে ॥
বিবাহ ঘটনা যত্নে কৈল তার সাথে ॥১৩৮১
বিষ্ণুপ্রিয়া সনে বিশ্বম্ভরের সম্বন্ধ।
শুনি সকলের হৈল পরম আনন্দ ॥১৩৮২
বুদ্ধিমন্তখান আর মুকুন্দ সঞ্জয়।
বিবাহের ভার লৈয়া পরস্পর কয় ॥১৩৮৩
এ বিবাহ হবে রাজ পুত্রের সমান।
দেখিব সব লোকে যেন জুড়ায় নয়ন ॥১৩৮৪
ভক্ত ইচ্ছাধীন গৌর ব্রজেন্দ্রতনয়।
শুনিয়া ভক্তের বাক্য ঈষৎ হাসয় ॥ ১৩৮৫
বুদ্ধিমন্তখান আদি মহাহর্ষ মনে।
হইলা তৎপর বিবাহের আয়োজনে ॥ ১৩৮৬
বড় বড় চন্দ্রাতপ এথা টানাইলা।
আনিয়া কদলীবৃক্ষ এখানে রোপিলা ॥ ১৩৮৭
পূর্ণঘট আদি যত মঙ্গল প্রকার।
করে যে নিযুক্ত লোক লেখা নাই তার ॥ ১৩৮৮
পুষ্পমালাচন্দনাদি সুসজ্জ কারনে।
করিল নিযুক্ত লোক এ নির্জন স্থানে। ১৩৮৯
কৈলে যে সম্ভার তাহা কহিল না হয়।
অর্থব্যয় করিতে উল্লাস অতিশয় ॥ ১৩৯০

গায়ক, বাদক, নর্তকাদি যত আর।
এ সকল স্থানে স্থিতি হৈল সে সভার ॥ ১৩৯১
অধিবাস পূর্বদিনে মহা আয়োজন।
নবদ্বীপে সর্বত্রই হৈল নিমন্ত্রন ॥ ১৩৯২
লোকের সংঘট্ট যত অধিবাস দিনে।
যৈছে কোলাহল তা বর্ণিব কোন জনে ॥ ১৩৮৩
সবাই মহা আনন্দ নিমগ্ন অনিবার।
সখীগণে দিলেন মঙ্গল কার্যভার ॥ ১৩৯৪
পতিব্রতাগণ যৈছে আইলা এ ভবনে।
যৈছে জল সাইলেন অধিবাস দিনে ॥ ১৩৯৫
অধিবাস বিবাহে যে কৌতুক হইল।
তাহা কবিগণ নানা প্রকারে বর্ণিল ॥ ১৩৯৬

গীতে যথা কামোদ

নদীয়ানগরে হৈল ধ্বনি।
হরির বিবাহ পুন গোরা গুণমণি ॥ ১৩৯৭
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান্।
করিবেন নিমাইচাঁদেরে কন্যাদান ॥ ১৩৯৮
বিষ্ণুপ্রিয়া নাম সে কন্যার।
রূপ গুণে ভুবনে তুলনা নাই তাঁর ॥ ১৩৯৯
কালি হবে শুভ অধিবাস।
দেখিব নয়ন ভরি বিবাহ বিলাস ॥ ১৪০০
কতক্ষণে নিশি পোহাইব।
শ্রীশচী ভবনে পানি সাইতে যাইব ॥ ১৪০১
নরহরি কহে হেন বাসি।
তো সভার অনুরাগে পোহাইল নিশি ॥ ১৪০২

পুনশ্চ—তোড়ী

নিশি পরভাতে নিভৃত নিকেতে
কুলবধূকুল বিলসে রঙ্গে।
কেহ কারু প্রতি কহে ইকি অতি
সৌরভ ভরল অলস অঙ্গে ॥ ১৪০৩
শুনি রসাবেশে ভণে নিশিশেষে
স্বপনে সে সব নদীয়া বিধু।
তেরছ নয়নে চাহি আমা পানে
হাসি মিষে যেন বরিষে মধু ॥ ১৪০৪
ধীরে ধীরে কহে মোর এ বিবাহ
জলসাইবারে আইবে প্রাতে।
এত কহি করে ধরি বারে বারে
আলিঙ্গয়ে কত কৌতুক তাতে ॥ ১৪০৫
সে তনু সৌরভ পরশে এ সব
তো-সভে কহি যে নিলজ্জি হৈয়া।
অধিবাস আজি বেগে চল সাজি
নরহরিনাথে মিলহ গিয়া ॥ ১৪০৬

পুনশ্চ—তোড়ী

গৌর বরজ কিশোর বর
অনুরাগে নব নব নারী।
বিপুল পুলকিত গাত্র গর গর
থিরজ ধরই না পারি ॥ ১৪০৭
বেণি বিরচি সুবেশ কাজরে
আঁজি কঞ্জ নয়ান।
মুকুর করগহি পেখি কুঙ্কুমমে,
মাজি মঞ্জু বয়ান ॥ ১৪০৮
গমন-সময় বিচারি গুরুজন-
চরণ-বন্দন কৈল।
শ্রীশচী-গৃহ গমনে সো সব
উলসে অনুমতি দেল ॥ ১৪০৯
পরশ পররস বরষে ঘন ঘন,
ভবন তেজি তুরন্ত।

ভণত নরহরি পন্থগত কত
যুথগণই ন অন্ত ॥ ১৪১০

পুনশ্চ—বেলাবলী

রজনী-প্রভাত- সময়ে সব সুন্দরী,
চলত ললিত গতি অতি রুচিকারী।
অপরূপ বেশ সরস রসনা-মণি,
নূপুররব মুনিজন-মনোহারী ॥ ১৪১১
অনুভব ন হই কৌনে সিরজল,
প্রতি অঙ্গ-কিরণে ক ভুবন উজোর।
মনমথ শত শত মুছয়ে হেরি তনু,
সৌরভে মধুপ ধায়ত চহু তোর ॥ ১৪১২
হরষ পরশ পর পরম-রজ উর,
তুরিতহি রুচির গেহ-মধি গেল।
অঙ্গন সুখবর সরসী তাঁহি নব,
কমলবৃন্দ জনু প্রফুলিত ভেল ॥ ১৪১৩
আইক নিয়রে যা বহু যতনহি,
যূথ যূথ সবই করু পরণাম।
চম্পককলিক অঞ্জলি ভরি ভরি
পুজত পদবুঝি ভণ ঘনশ্যাম ॥ ১৪১৪

পুনঃ—বেলাবলী

যুবতিযুথমতি- গতি অতি অদভুত,
করত প্রণাম ভঙ্গি রুচিকারী।
নয়ন সুতনু জনু কনকলতা নব,
কুসুমসমূহ ভার গত ভারী ॥ ১৪১৫
সুরুচির চরণ উপান্ত ধরত শির,
শিথিল সরোরুহ অমিত সুকাঁতি।
ভূমি পতিত যনু বিজুরিপুঞ্জ সহ,
সজল-জলদ থির-চর-তছু ভাঁতি ॥ ১৪১৬

লঘু লঘু কর পল্লব স্রক প্রেরণ,
দুর্লভ রেণু গ্রহণে চিত চাহ।
ঝলকত নখ মরিজাদ-হেতু জনু,
ভোটত মণিগণ অনুপ উছাহ ॥ ১৪১৭
অম্বুজ বদনে ঝাঁপি বসনাঞ্চল
হাসত মৃদু মৃদু কিরণ প্রকাশ।
নব মকরন্দ ছানি যনু যতনহি
সিঞ্চত ঘন ভণ নরহরি দাস ॥ ১৪১৮

পুনঃ—তুড়িরাগ

শচী জগত-জননী জন-নীতবিদ
বিদিত সুচারু চরিত-রীতি।
নিজ প্রাণের অধিক বধূ সম মান
সবাকারে করে পরম প্রীতি ॥ ১৪১৯
প্রতি জনে জনে পুছি মঙ্গল শিরেতে
কর ধরি' করে আশীষ বহু
সদা বাড়ুক সম্পদ্ পতি আদি সব
চিরজীবী হৈয়া কুশলে রহু ॥ ১৪২০
ইহা শুনি বধূগণ মনে মনে হাসি'
সুখে ভাসি' কহে মধুর কথা।
ওগো, এ শুভ চরণ দরশনে থোলো
কি লাগি অশুভ রহিব এথা ॥ ১৪২১
অতি সঙ্কুচিত চিতে কিঞ্চিত কহি
করযুড়ি সদা দাঁড়া'য়া রহে।
নরহরি প্রাণ পতি মাতা তা দেখিয়া
আঁখি ছল ছল বিবশ স্নেহে ॥ ১৪২২

যথা—রাগ

নব নদীয়া-নাগরী গোরি ভোরি বহু থোরি
কি চরিত বুঝিব আনে।

কেহ অলক্ষিত পিয়া পানে চাহি' হিয়া
থরহরি কাঁপে মদন-বাণে ॥ ১৪২৩

কেহো, ভাবি মনে মনে ভণে আজু বুঝি
নিলজ্ঞ হইনু সবার পাশে।

কেহ, কারু প্রতি ঠারি নারে সম্বরিতে
অমুনি ঈষৎ ঈষৎ হাসে ॥ ১৪২৪

কেহ, কারু করে ধরি ধীরে ধীরে সাধে
অধিক আনন্দে উমড়ে হিয়া।

কেহ, কারু প্রতি কহে পীরিতি-কাহিনী
অলপ ঘুঙটে ঘুঙট দিয়া ॥ ১৪২৫

কেহ, কারু প্রতি কয়ে কয়েতে-সঙ্কেতে
কত কত কথা উপজে মনে।

কেহ, কারু মতি থির করে কত ভয়
দেখাইয়া চারু নয়ন-কোণে ॥ ১৪২৬

কেহ নিজ ধৈর্য জানা- ইতে কারু মুখ
মোছে পটাঞ্চল যতনে লৈয়া।

কেহো করি কাণাকাণি জানি বিপরীত
একভিত থাকে গুপত হৈয়া ॥ ১৪২৭

এইরূপে যত কুলবতী সতী
গৌরপ্রেম-রসার্ণবে সবে মগন হৈলা।

নরহরি কি কহিব প্রাণনাথে প্রাণ-
জীবন যৌবন সোঁপিয়া দিলা ॥ ১৪২৮

যথা—রাগ

গোরারসে ভাসি', হাসি' লহু লহু,
কুলবতী উলসিত বহু,
পানি সাইবারে, সাজে শচীদেবী-
আদেশেতে কিবা কৌতুক চিতে।

নব্য মধ্যা পূর্ণ যৌবনা সুন্দরী
যুথে যুথে গতি অতি সুমাধুরী
চঞ্চল চারু দৃগঞ্চল চাহনি
ভঙ্গি নানা নাহি উপমা দিতে ॥ ১৪২৯

পরিধেয় কত ভাঁতি সুবসন
প্রতি অঙ্গে হেম-মণি আভরণ
ঝলকয়ে মুখে ঘুঙট অতুল
সুললিত বেণী পীঠেতে দোলে।

কারু কারু করে শুভময় দ্রব্য
কারু কারু করে সরসিজ নব্য
কারু শিরে ডালা আলা করে পট্ট-
বাসে সে আরও শোভয়ে ভালে ॥ ১৪৩০

চলিতেই বাজে কটিতে কিঙ্কিণী
ঝিনি ঝিনি ঝিনি ঝিনিনি নি নি নি,
চরণে নূপুর রুণু ঝুনু রুণ,
ঝুনু ঝুনু রবে রঞ্জয়ে শ্রুতি।

আগে আগে চলে বাদক আনন্দে
বাজায়য়ে বাদ্য সুমধুর ছন্দে।
ধাধা ধিং নিং নিং নিং ধো ধিকি,
ধিকি তা ধেন্না নানা বাদ্যে হয়য়ে ধ্বতি ॥ ১৪৩১

অলখিত সুরনারীগণ রঙ্গে
মিশাইয়া নদীয়ার বধূসঙ্গে
পানি সাই সবে প্রবেশে ভবনে
ধনি ধনি ধনি কেবা না কহে।

তৈল হরিদ্রাদি বিলাইয়া যত
স্ত্রী-আচার তাহা কে কহিবে কত
সে সুখপাথারে কে না সাঁতারয়ে
নরহরি বহু নিছনি তাহে ॥ ১৪৩২

পুনঃ যথা—রাগ

শচীদেবী উলসিত হৈয়া।
গঙ্গা পূজিবারে যায় গঙ্গাতীরে
আইথ-সুইহগণ সঙ্গেতে লৈয়া॥ ১৪৩৩
নানা পুষ্প গন্ধ চন্দনাদি দিয়া
পূজে জাহ্নবীর যতন করি।
উছলয়ে সুর ধুনী অনিবার
শচীসুতপদ হৃদয়ে ধরি॥ ১৪৪৩
বাজে বাদ্য ভালে ষষ্ঠী থলে চলে
পূজে ষষ্ঠী কত সামগ্রী দিয়া।
ষষ্ঠি সুখে ভাসি প্রশংসে আপনা
গোরাচান্দ গুণে উথলে হিয়া॥ ১৪৩৫

কত সাধে বন্ধুগণ গৃহে গতি,
অতি উল্লাস সে সবার চিত্তে।
আসি নিজ ঘরে করে শুভক্রিয়া,
নরহরি নারে তুলনা দিতে॥ ১৪৩৬

পুনঃ যথা—রাগ

গোরা বিধু অধি বাস সুখে কে না
বৈসে প্রবেশিয়া ভবন মাঝে।
গোরা-প্রিয়গণ নিত নব নব
নিপুণতা অধিবাসের কাজে॥ ১৪৩৭
মালা-চন্দনাদি দেই জনে জনে
সে অতি কৌতুক কে কত কবে।
সভামধ্যে বিল- সয়ে শচীসুত
যেন পুরন্দর-বেষ্টিত দেবে॥ ১৪৩৮
মিশ্র সনাতন গণসহ শুভ-
ক্ষণে আসি' নানা সামগ্রী লৈয়া।
ছোয়াইয়া গন্ধ গোরামুখ-পানে
অনিমিখ আঁখে রহয়ে চাইয়া ১৪৩৯
বিপ্র বেদধ্বনি করে, নারী জয়কার
চারু রঙ্গ ভাটেতে ভণে।
গায় নরহরি অধিবাস-রস
বায় নানা বাদ্য বাদকগণে॥ ১৪৪০

পুনঃ যথা—রাগ

হোত শুভ অধিবাস শুভক্ষণে
গগনে সুরগণ মগন গণসনে
পরস্পর পহুঁ চরিত ভণি অনি-
বার মুদমতি-গতি নয়ী।
গৌর রসময় রসিকশেখর
সরস আসনে বিলসে রুচির
কর কনকদরপণ দরপভর-হর
মৃদুল তনু মনমথজয়ী॥ ১৪৪১
বদন-বিধু বিধুগরব-ভঞ্জন
হাস মৃদু মৃদু হৃদয়রঞ্জন
মঞ্জুদিঠি-যুগ কঞ্জ ঝলকত
ভাল তিলক সুশোহয়ে।
ভুজগভুজবর বক্ষ পরিসর
ক্ষীণ কটি, প্রতি অঙ্গ সুরুচির
চিক্কণ চাঁচরচিকুর নিরুপম
ভুবন-জন-মন মোহয়ে॥ ১৪৪২
ঐছে মাধুরী হেরি' গুণিগণ
মানি সুকৃতি উছাহে ঘন ঘন
বিবিধ রাগ আলাপি গায়ত
বীণগহি শ্রুতি সরসয়ে
সুখর বাদকবৃন্দ ভায়ত
মধুর মুরজ মৃদঙ্গ বায়ত

থোঙ্গ থোঙ্গণ ঝিকি কু ঝাঙ্কিট
ঠুঠুঠি নৈ ন ন ন নায়ে ॥ ১৪৪৩
নৃত্ত নর্ত্তক হস্ত অভিনয়
ললিত ভঙ্গি বিথারি অতিশয়
তত তক তক থৈ ত থৈ তত
া খিলি লি লি লি ল ল লঙ্গ ।
নিরত জয় জয়, শবদ ভুবি ভরু
ভূরি ভূসুর বেদধ্বনি করু
দেত উলু লু লু নারীগণ
দেখাম হিয়া সুখে উথলঙ্গ ॥ ১৪৪৪

পুনঃ যথা রাগ

মিশ্র সনাতন হর্ষ মনে ।
করায় কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে ॥ ১৪৪৫
বিপ্রগণ আইগৃহ হৈতে ।
অধিবাস-সজ্জ লৈয়া আইলা ত্বরিতে ॥ ১৪৪৬
নদীয়ার ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
রাজপণ্ডিতের ঘরে সভার গমন ॥ ১৪৪৭
মিশ্র মহা আদর করিয়া ।
সমান সভারে মালাচন্দনাদি দিয়া ॥ ১৪৪৮
কি অপূর্ব্ব সুষমা অঙ্গনে ।
বৈসয়ে সকলে চারু মণ্ডল-বন্ধানে ॥ ১৪৪৯
সখীসহ মিশ্রের ঘরণী ।
করায় মঙ্গল যত কহিতে না জানি ॥ ১৪৫০
চকিত চাহিয়া চারিভিতে ।
বিষ্ণুপ্রিয়া বাহির হইলা ঘরে হৈতে ॥ ১৪৫১
সভামধ্যে বৈসে সিংহাসনে ।
অনিমিষ আঁখে শোভা দেখে সর্ব্বজনে ॥ ১৪৫২
বসন ভূষণ সাজে ভালো ।
অতি অঙ্গছটায় ভুবন করে আলো ॥ ১৪৫৩

উপমা কি কনক-বিজুরি ।
চান্দের গরব হরে মুখের মাধুরী ॥ ১৪৫৪
যত শোভা কে কহিতে পারে ॥
ছোয়াইয়া গন্ধ সভে আশীর্বাদ করে ॥ ১৪৫৫
নারীগণে দেই জয়কার ।
বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার ॥ ১৪৫৬
ভাটগণে ভণে সুচরিত ।
বাজে নানাবাদ্য গুণিগণে গায় গীত ॥ ১৪৫৭
কত না কৌতুক মিশ্র-ঘরে ॥
নরহরি ভাসে সে না সুখের সায়রে ॥ ১৪৫৮

পুনঃ যথা—রাগ

অধিবাস দিবসের পরে ।
বাঢ়য়ে আনন্দ নব নদীয়ানগরে ॥১৪৫৯
চারিদিকে ফিরে লোক ধায়া ।
নিমাইর বিবাহ আজি এই কথা কৈয়া ॥১৪৬০
ভুবন ভরিয়া জয় জয় ।
বিবাহ দেখিতে সাধ কার না হয় ॥১৪৬১
শিব সুখে পার্বতী সহিতে ।
ছাড়িয়া কৈলাস আসে বিবাহ দেখিতে ॥১৪৬২
অনন্ত আপনগণ লৈয়া ।
বিবাহ দেখতে রহে অলক্ষিত হৈয়া ॥১৪৬৩
বৈকুণ্ঠের যত পরিকর ।
বিবাহ দেখিতে বলি অধৈর্য্য অন্তর ॥১৪৬৪
চতুর্মুখ নিজ প্রিয়া সনে ।
দেখিতে বিবাহ কত সাধ করে মনে ॥১৪৬৫
সুরপতি সতী সঙ্গে লৈয়া ।
বিবাহ দেখিতে সাজে মহাহর্ষ হৈয়া ॥১৪৬৬
উৎসাহে ভনয়ে দেবগণে ।
দেখিব বিবাহ রহি প্রভুর ভবনে ॥১৪৬৭

দেবনারি বিচরিল চিত্তে।
মাতিব বিবাহে নদীয়ার বধূসাথে ॥১৪৬৮
গন্ধর্ব কিন্নর করে মনে।
গীত বাদ্যে মিশাব বিবাহে শুনি গানে ॥১৪৬৯
ইন্দ্রের নর্ত্তকীগণ কহে।
নদীয়া নর্ত্তকীসহ নাচিব বিবাহে ॥১৪৭০
দেবঋষি উল্লসিত চিত্তে।
কত অভিলাষ করে বিবাহ দেখিতে ॥১৪৭১
উথলয়ে যমুনা জাহ্নবী।
বিবাহ কৌতুকরসে প্রফুল্ল পৃথিবী ॥১৪৭২
ব্রাহ্মণী সজ্জন নদীয়ার।
বিবাহে নিমাইর গৃহে গমন সভার ।১৪৭৩
শচীর নন্দন গৌরহরি।
বৈসে সুখে বিবাহ বিহিত কর্ম করি ॥১৪৭৪
প্রভুমুখচন্দ্র নিরখিয়া।
কহে কত কেউ না ধরিতে পারে হিয়া ॥১৪৭৫
উপজে মঙ্গল যত যত।
এক মুখে নরহরি কহিব বা কত ॥১৪৭৬

গোরা রসময় সুখের আলয়
বিলাসয়ে বিবাহ বিহিত স্নানে।
কুলবধূ কুল উলু লু লু দিয়া
চাহে চারু চান্দমুখের পানে ॥১৪৭৭
কেহ কেহ সে না অঙ্গের বাতাসে
কাঁপে ঘন ঘন বিজুরি জিতি।
কেহ পরশের সাধে গন্ধ হরি
দ্রাদি মাখাইতে না ধরে ধৃতি ॥১৪৭৮
কেহ সুললিত কুন্তলেতে তৈল
দিতে কত রঙ্গ উপজে চিতে।
কেহ অভিষেক করে গঙ্গাজলে
ভঙ্গি নানা নাহি উপমা দিতে ॥১৪৭৯
কেহ আধ হাসি ভাসে রসে তনু
পোছে পানিতোলা লইয়া হাতে।
রক্তপ্রান্ত শুক্ল বাস পিধা অঙ্গে
নরহরি অতি কৌতুক তাতে ॥১৪৮০

পুনঃ যথা—রাগ

কি আনন্দ শচীর ভবনে।
করয়ে মঙ্গলকর্ম আইহ সুইহগণে ॥১৪৮১
বিবাহ বিহিত স্নান করি।
বৈসেন অপূর্ব্ব সিংহাসনে গৌরহরি ॥১৪৮২
রূপের ছটায় মন মোহে।
চাঁচর চিকন কেশ পিঠে ভাল শোহে ॥১৪৮৩
গোরা পাশে আসে প্রিয়গন।
বারেক চাহিয়া নারে ফিরাতে নয়ন ১৪৮৪
কত না আনন্দে সভে মাতি।
বিবাহ বিহিত বেশ রচে নানা ভাঁতি ।১৪৮৫
কহিতে কি জানে নরহরি।
নিরুপম বেশে বালাই লইয়া মরি ॥১৪৮৬

পুনঃ যথা রাগ

নদীয়ার শশী রসিক শেখর
শোভে ভালো শুভবিবাহ বেশে।
চর্চিতাঙ্গ চারু চন্দন তিলক
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ললাট দেশে ॥১৪৮৭
নানা পুষ্পময় বিচিত্র মুকুট
শিরে সে না ছান্দে কে নাহি ভুলে॥
আঁখে কাজরের রেখা নব কুল
বতী সতীগনে না রাখে কুলে ॥১৪৮৮
শ্রুতিমূলে মণি মকর কুণ্ডল
ঝলকায়ে কিবা গণ্ডের ছটা।

সুমধুর হাসি মাখা মুখখানি
নিছনি পূর্ণিমা চান্দের ঘটা ॥১৪৮৯
সূত্রে বাঁধা ধান্য দূর্বাদি সুন্দর
হেম দরপন দক্ষিণ করে।
নরহরি ভণে ভূষণে ভূষিত
প্রতি অঙ্গ ধরি কে ধৃতি ধরে ॥১৪৯০

পুনঃ যথা—রাগ

গৌর বিধুবর, বরজ নাগর
জননী পদধূলি ধরত শিরপর
করত বিজয়, বিবাহে ভূসুর বৃন্দ বলিত সুশোহয়ে।
চড়ত চৌদল, মাহি ঝলকত
অঙ্গ কিরণ সমুদ্র উছলত
মদনমদভর হরণ সরস
সিংগার জনমন মোহয়ে ॥ ১৪৯১
বিপুল কলরব, কহি না আয়ত
নারী পুরুষ অসংখ্য ধায়ত
পন্থ বিপথ, ন মানি কাহুক
গেহ গমন ন রহু স্মৃতি।
তেজি অলখিত দেবগণ দিবি
ব্যাপি সব নদীয়ানগর ভুরি
অমই পহুঁক বিবাহে গতি
অবলোকি কো উন ধর ধৃতি ॥
বাদ্য দুন্দুভি ভেরি ডিণ্ডিম
ঘূড়িকাক বিলাস কংসারি
ঢোল ডোলক ডমরু ডিণ্ডিক
মঞ্জু কুন্দলী বারুণা।
বীণ পণব পিনাক কাহল
মুরজ চঙ্গ উপঙ্গ মাদল
বাজত্তহি তক থোঙ্গ থোঙ্গনি
তক থবিকু তক তক থুনা ॥
মধুরসুর গুণী গানে নিমগন
নটত্ত নর্তক নর্তকীগণ
উঘটি ধি ধি কট ধা ধিনি
নি নি নি দৃক্কুতা দৃমিত কথঙ্গ।
ভাট ভণ নব চরিত রসময়
বিবিধ মঙ্গল নিত অতিশয়
হোত জয় জয় কার
ঘন ঘনশ্যাম হিয় উমতা অঙ্গ ॥ ১৪৯৪

পুনঃ যথা — রাগ

গৌর রসিক শেখর বর
বেষ্টিত প্রিয় বিপ্র নিকর
হরষিতে সুবিবাহ করব
ইথে চলু চড়ি চৌদলে।
ততু ঘন আনদ্ধ শুষির
বাদ্য চতুর্বিধ সুরুচির
বাজত বহু ভাঁতি শবদ
ভরল গগন মণ্ডলে ॥ ১৪৯৫
সর্ব্ববাদ্য শোভন নব
মর্দন মৃদবর্ধন রব
ধো ধো ধিগি তগ ধিলঙ্গ
ধা ধা নিনি নিধিয়া।
অলখিল সুরনর্তকীগণ
নর্তকী সহ লাস্য সঘন
ভণ তক তক থৈ থৈ থৈ
আই অতি নি নি নি তিয়া ॥ ১৪৯৬
গায়কগণে মিলি উলসিত
গায়ত গন্ধর্ব ললিত

শ্রুতি সুমধুর গ্রামাদি বিবিধে
কৌতুক পরকাশয়ে।
দশশত মুখ বিধি মহেশ
গণ সহ সুরপতি গণেশ
গিরিজাদিক স্তুতি কি ধরক
সুখ সায়রে ভাসয়ে ॥ ১৪৯৭
হয় গজ বহু অস্ত্রধারী
প্রকটত গুণ হাস্যকারী
লসত শত পতাকাদিক
ভীড়ে পথ রোকই॥
নদীয়াপুর ভরমি ভরমি
সুরধুনী তীরে বিরমি বিরমি
মিশ্র গৃহ সমীপ নরহরি
শোভা অবলোকই ॥ ১৪৯৮

পুনঃ যথা—রাগ

গোরাচান্দের বিবাহ দেখিবারে।
কত না মনের সাধে সাজয়ে কুলের বধূ
ধৈরয ধরিতে কেউ নারে ॥ ধ্রু ১৪৯৯
রসের আবেশে আঁখে অঞ্জন রঞ্জয়ে কিবা
বঙ্কিম চাহনি বঙ্ক ভুরু।
চিকণ চিকুর বেণী পীঠেতে লোটায় কিবা
কনক নির্মিত ঝাঁপা চারু ॥ ১৫০০
কপালে সিন্দুর বিন্দু চন্দন শোভয়ে কিবা
গন্ধরাজ চাঁপা দেই কাণে।
মনি মুকুতার মালা গলায় দোলয়ে কিবা
ঝলমল করে আভরণে ॥ ১৫০১
পরিয়া পাটের শাড়ী ছাড়িয়া ভবন কিবা
চলি যায় গজেন্দ্র গমনে।
নরহরি নাথে নিরখিয়া হিয়া উথলয়ে
কেউ কিছু কহে কারু কাণে ॥ ১৫০২

পুনঃ যথা—রাগ

সই! ওই দেখ নদীয়ার চান্দে।
ভুবন মোহন ও না রূপের নিছনি লৈয়া
কত শত মদন চরণে পড়ি কান্দে ॥ ধ্রু ॥ ১৫০৩
রসে ডুবু ডুবু দুটি নয়ান চাহনি বিধি
সিরজিল যুবতী বধিতে হেন বাসি।
বদন চাঁদের শোভা চান্দের গরব হরে
হাসি মিশে অমিয়া বরিষয়ে রাশি রাশি ॥ ১৫০৪
আহা মরি মরি যেন কত না মনের সাধে
কেবা বনাইল এ না বিবাহের বেশ।
পরম উজ্জ্বল অতি বিচিত্র মুকুট মাথে
ঝাঁপিয়াছে চিকণ চাঁচর চারু কেশ ॥ ১৫০৫
মঙ্গল বিহিত পীত সুতা দুর্বাদল করে
নিরুপম কনক দর্পণ ভাল শোহে।
পরিধেয় বসন ভু বণ সুমধুর প্রতি
অঙ্গের ভঙ্গিতে নরহরি মন মোহে। ১৫০৬

পুনঃ যথা—রাগ

আহা মরি কি মধুর রীতি!
নদীয়া নাগরী গোরাচান্দে হেরি
ধরিতে নারয়ে ধৃতি ॥ ধ্রু ॥ ১৫০৭
কেহো ধীরি ধীরি কহে ভঙ্গি করি
কি কাজ কুলের লাজে।
নিশি দিশি গোরা সহ বিলসিব
রাখি বুকের মাঝে ॥ ১৫০৮
কেহো কহে এবে সে রসে মাতিয়া
দেখিব বিবাহ রঙ্গ।

সাময়া বাসর ঘরে ছল করি
ছুইব সোনার অঙ্গ ॥ ১৫০৯
এই মত কত মনোরথ তাহা
ক হতে না আসে মুখে।
নরহরি সহ সনাতন মিশ্র
ভবনে প্রবেশে সুখে ॥ ১৫১০

পুনঃ যথা—রাগ

সনাতন মিশ্রের ভবনে
যে মঙ্গল ক্রিয়া তা কহিতে কেবা জানে ॥ ১৫১১
বাজে নানা বাদ্য শোভাময়।
উথলে আনন্দ কোলাহল অতিশয় ॥ ১৫১২
বন্ধুগণ সনে সনাতন।
আগুসরি আসে নিতে জামাতা রতন ॥ ১৫১৩
জামাতা কি মনোহর সাজে
ঝলমল করে দিব্য চতুর্দল মাঝে ॥ ১৫১৪
চতুর্দিগে ব্রাহ্মণ সজ্জন।
অসংখ্য লোকের ভিড় না যায় গণন ॥ ১৫১৫
কারু হাতে হাত দিয়া অন্ধ।
দাঁড়াইয়া রহয়ে যে দিকে গৌরচন্দ্র ১৫১৬
পঙ্গুগণ রাজপথে আসি।
দেখয়ে মনের সাধে গোরা রূপরাশি ॥ ১৫১৭
যেবা কেউ চলিতে না পারে।
ধরিয়া লগুড় পথে আইসে ধীরে ধীরে ॥ ১৫১৮
কেবা নাহি গোরা গুণ গায়।
না জানয়ে কত সুখ বাড়য়ে হিয়ায় ॥ ১৫১৯
নানা বাদ্য বাজে নানা ছান্দে।
নাচে বালবৃদ্ধ কেউ থির নাহি বাঁধে ॥ ১৫২০
কত শত মহা দীপ জ্বলে।
ধরণী ছাইল আলো গগন মণ্ডলে ॥ ১৫২১
কেহো কুন রঙ্গ প্রকাশয়।
ব্যাপয়ে সকল মহীতলে যাহা হয় ॥ ১৫২২
মিশ্র মহা উল্লসিত মনে।
জামাতা লইয়া কোলে প্রবেশে ভবনে ॥ ১৫২৩
অপূর্ব আসনে বসাইয়া।
করে পুষ্পবৃষ্টি চান্দমুখ পানে চায়া ॥ ১৫২৪
জয় জয় ধ্বনি অনিবার।
বাদাবাদি বায় বাদ্যবাদক দোঁহার ॥ ১৫২৫
মিশ্র করে জামাতা বরণ।
নরহরি তাহা দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ১৫২৬

পুনঃ—যথা রাগ

নদীয়ার শশী বিলসয়ে চারু
ছোড়লাতে কিবা মধুর ছান্দে।
কনক নবীন জিতি তনু নব
ভঙ্গিমাতে কে বা ধৈরয বান্ধে ॥ ১৫২৭
বারে বারে বিষ্ণু প্রিয়ার জননী
অনিমিখ আঁখে নিরখে ছলে।
কত না আনন্দে উথলয়ে হিয়া
না পরশে পদ ধরণীতলে ॥ ১৫২৮
আইহ সুইহ সহ সুবেশে আইসে
মঙ্গল বিধানে নিপুণা অতি।
ধান্য দূর্বাদল সুললিত মাথে
দেই আশীর্বাদ অতুল রীতি ॥ ১৫২৯
হাতে দীপ সপ্ত প্রদক্ষিণ করে
বরে উরুখিয়া যাইতে ঘরে।
নরহরি নাথে চাহে পালটিয়া
চলে পদ আধ স্নেহের ভরে ॥ ১৫৩০

পুনঃ যথা—রাগ

সনাতনমিশ্রের ঘরণী।
করে লোকাচার যত কহিতে না জানি॥ ১৫৩১
সাঁতারয়ে সুখের পাথারে।
কন্যায় ভূষিত করে নানা অলঙ্কারে॥ ১৫৩২
দেখি বিষ্ণুপ্রিয়ার সুবেশ।
বাড়য়ে সবার মনে উল্লাস অশেষ॥ ১৫৩৩
মিশ্র মহাশয় শুভক্ষণে।
কন্যায় আনিতে নিদেশিলা প্রিয়গণে॥ ১৫৩৪
মিশ্রের ভবন মনোহর।
ঝলমল করয়ে অঙ্গন পরিসর॥ ১৫৩৫
ছোড়লা শোভয়ে সেইখানে।
আনিলেন কন্যা বসাইয়া সিংহাসনে॥ ১৫৩৬
যে কিছু আছয়ে লোকাচার।
তাহাও করেন তাহে কৌতুক অপার॥ ১৫৩৭
প্রথমেই দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
আত্ম সমর্পিলা প্রভুপাদে মালা দিয়া॥ ১৫৩৮
ঈষৎ হাসিয়া গোরারায়।
দিল পুষ্পমালা বিষ্ণুপ্রিয়া গলায়॥ ১৫৩৯
পুষ্প ফেলাফেলি দুইজনে।
দোঁহার মনের কথা দোঁহে ভাল জানে॥ ১৫৪০
তিলে তিলে বাড়য়ে আনন্দ।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ বিলসয়ে গৌরচন্দ্র॥ ১৫৪১
কি নব শোভার নাই পার।
চারিদিগে নারীগণ দেই জয়কার॥ ১৫৪২
করে কোলাহল সর্বজন।
বাজে নানা বাদ্য, ধ্বনি ভেদয়ে গগন॥ ১৫৪৩
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান্।
বসিলেন উল্লাসে করিতে কন্যাদান॥ ১৫৪৪
বেদাদি বিহিত ক্রিয়া করি।
সমর্পিল কন্যা বিশ্বম্ভর করে ধরি॥ ১৫৪৫
দিলেন যৌতুক সুখে ভাসি।
দিব্যধেনু, ধন, ভূমি' শয্যা, দাস, দাসী॥ ১৫৪৬
সর্ব্বশেষে হোম কর্ম করে।
বিশ্বম্ভর বামে বসাইয়া দুহিতারে॥ ১৫৪৭
কি অদভুত দোঁহার মাধুরী।
কহিতে কি দোঁহার নিছনি নরহরি॥ ১৫৪৮

পুনঃ যথা—রাগ

দেখি পহুঁক বিবাহ মাধুরী
কোউ ধরই ন থেহ।
শেষ শিব বিহি ইন্দ্র গণপতি
আদি পুলকিত দেহ॥ ১৫৪৯
ভীড় অতিশয় গগনপথ বহু
রোকি দেব বিমান।
হোত জয় জয় শবদ সুমধুর
ভজি ভণই ন জান॥ ১৫৫০
ভুরি কৌতুক পরস্পর বর
সরস চরিত উচারি।
করত কুসুম সুবৃষ্টি অলক্ষিত
ললিত রঙ্গ বিথারি॥ ১৫৫১
দ্বিজ সনাতন ভাগ ভর পর
শংসি পরম বিথোর
দাস নরহরি আশ ইহ সুখে
মাতব কি মতি মোর॥ ১৫৫২

পুনঃ যথা—রাগ

দেবরমণী বৃন্দ বিরচি
বেশ বিবিধ ভাঁতি।

রাজত ধর মাহি অতুল
ঝলকে কনুক কাঁতি ॥ ১৫৫৩
উমত গগন পথ অগণিত
বৃথ হিয় উৎসাহ।
যানত দিঠি সফল নিরখি
গৌরববর বিবাহ ॥ ১৫৫৪
মিশ্রভবন রীত রুচির
উচরি পুলক গাত।
নব নব অভি লাষ করহ
ধৃতি ধরই ন জাত ॥ ১৫৫৫
নিরুপম পহু প্রেয়সী ছবি
লোচন ভরি নেত।
নরহরি কত ভাখব সভে
প্রাণ নিছনি দেত ॥ ১৫৫৬

পুনঃ থযা—রাগ

আহা মরি মরি সুর নারীগণ
নদীয়া চান্দের বিবাহ দেখি।
সে শোভা সায়রে সঁাতারিয়া সভে
তিরপিত করে তৃষিত আঁখি ॥ ১৫৫৭
কেহো কারু প্রতি কহে দেখ মিশ্র
সনাতন সুখে না ধরে হিয়া।
হুকে কন্যা দান করি কত সাধে
কহে কত নানা যৌতুক দিয়া ॥ ১৫৫৮
কেহো কহে জামা— তার বামে কন্যা
বসাইয়া ধন্য আপনা মানে।
করে হোম ক্রিয়া তাহে নাহি মন
চাহি রহে চান্দমুখের পানে ॥ ১৫৫৯
কেহো কহে দেখ মিশ্রের ঘরণী
উনমত পারা বিবাহ ধুমে।
নরহরি নাথে দেখে কত ছলে
উলসিত পদ না পড়ে ভুমে ॥ ১৫৬০

পুনঃ যথা—রাগ

দেখ দেখ রমণী উল্লাসে।
বিবাহ প্রসঙ্গ সভে কহে মৃদু ভাষে ॥ ১৫৬১
ভাগ্যবন্ত লোক নদীয়ার।
হইল বিবাহ দেখি উল্লাস সভার ॥ ১৫৬২
রূপবতী কন্যা যার ঘরে।
সে সকল বিপ্র মনে মহা খেদ করে ॥ ১৫৬৩
এ হেন বরেরে কন্যা দিতে।
না পারিলু হেন সুখ নাহিক ভাগ্যেতে ॥১৫৬৪
এই মত কেহ কত কয়।
সকলেই সনাতন মিশ্রে প্রশংসয় ॥১৫৬৫
সনাতন মিশ্র ভাগ্যবান।
হোমকর্ম আদি সব কৈল সমাধান ॥১১৬৬
কন্যা জামাতা নিরখিয়া।
তিলে তিলে বাঢ়ে সুখ উথলিনা হিয়া ॥১৫৬৭
কহিতে কে জানে লোকাচার।
ঘন ঘন নারীগণে দেই জয়কার ॥১৫৬৮
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী গোঁরাচাঁদে।
লইতে বাসর ঘরে কেবা স্থির বান্ধে ॥১৫৬৯
নরহরি পহুঁ গোরারায়।
চলে বাস ঘরে কত কৌতুক হিয়ায় ॥১৫৭০

পুনঃ যথা রাগ

নদীয়া বিনোদ গোরা।
প্রবেশে বাসর ঘরে নব নব
তরুণীগণের পরান চোরা ॥ধ্রু ১৫৮১

কুল বধুগণ মনের উল্লাসে
বিশ্বম্ভর বিষ্ণুপ্রিয়ায় লইয়া।
সুমধুর ছান্দে বসায় বাসরে
অনিমিষ আখে ও মুখ চায়া ॥১৫৭২
কেহ পরশের সাধে হাসি হাসি
সুগন্ধি চন্দন মাখায় অঙ্গে।
কেহ সাজাইয়া তাম্বূল বিটীকা
সম্পুট সম্মুখে রাখয়ে রঙ্গে ॥
কেহ করে কত কৌতুক ছলেতে
ঢলি পড়ি গায় পুলক হিয়া।
নরহরি নাথ আগে রহে কেহ
ভঙ্গিতে কুসুম অঞ্জলি দিয়া ॥১৫৭৪

পুনঃ যথা—রাগ

বাসর ঘরেতে গোরারায়।
রূপে কোটি মদন মাতায় ॥১৫৭৫
কুলবধুগণ মন সুখে।
সোপয়ে নয়ন চান্দমুখে ॥১৫৭৬
ঘুঙচে ঘুঙট কেউ দিয়া।
কহে কিবা ঈষৎ হাসিয়া ॥১৫৭৭
পুলকে ভরয়ে সব গা।
ঝাঁপয়ে বসন দিয়া তা ॥১৫৭৮
কেউ দাঁড়াইয়া কারু পাশে।
কাঁপে সে না রসের আবেশে ॥১৫৭৯
কাহো অতি অথির হিয়ায়।
নিছয়ে জীবন রাঙ্গা পায় ॥১৫৮০
বাসর ঘরেতে রঙ্গ যত।
তাহা কেবা কহিবে কত ॥১৫৮১
নরহরি মনে এই আশ।
দেখিব কি এ সব বিলাস ॥১৫৮২

পুনঃ যথা—রাগ

বাসর ঘরেতে গোরারায়।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ সুখে রজনী গোঙায় ॥১৫৮৩
কহিতে কৌতুক নাই ওর।
গোষ্ঠীসহ সনাতন আনন্দে বিভোর ॥১৫৮৪
রজনী প্রভাতে গৌরহরি।
হৈলা হর্ষ কুশণ্ডিকা আদি কর্ম করি ॥১৫৮৫
গমন করিব নিজালয়ে।
সনাতনমিশ্র মহেশেয়ে নিবেদয়ে ॥১৫৮৬
সনাতন জামাতা রতনে।
করিতে বিদায় ধৈর্য ধরয়ে যতনে ॥১৫৮৭
কন্যায় কত না প্রবোধিয়া।
দিল বিশ্বম্ভর কর ধরি সমর্পিয়া ॥১৫৮৮
গৌরহরি গমন সময়ে।
মান্যগণে পরম উল্লাসে প্রণময়ে ॥১৫৮৯
কহিতে কি সে সভার সাধ।
ধান্য দূর্বা শিরে করে আশীর্ব্বাদ ॥১৫৯০
মিশ্র মিশ্রপ্রিয়া কন্যা জামাতারে।
বিদায় করিতে ধৈর্য ধরিতে না পারে ॥১৫৯১
গোরা গৃহে গমন করিতে।
বিপ্রগণ বেদধ্বনি করে চারিভিতে ॥১৫৯২
নারীগণ দেই জয়কার।
নানা বাদ্য বাজে ভাটে পড়ে রায়বার ॥১৫৯৩
নরহরি নাথে নিরখিয়া।
গমন উচিত সভে করে শুভক্রিয়া ১৫৯৪

পুনঃ যথা—রাগ

বরজ ভুগণ গৌর - বিধুবর, করি বিবাহ বিনোদ পণ্ডিপর
প্রেয়সী - সহ চলই নিজ ঘর, পরম অদ্ভুত শোহরে।

চতুল চৌদল মাহি ঝলকত, রূপ অমিয় প্রবাহ
উছলত,
ললিত নয়ন সিংগার নিরুপম, নিখিল - জন - মন
মোহময় ॥
হোত জয় - জয় - শব্দ অবিরত নারী পুরুখ
অসংখ্য নিরখত,
পরস্পর ভণ, লখিমি লখিমিকনাথ
দুহু বিলসত যনু ।
বন্দিগণ মন. মোদ অতিশয় উচরি
নব নব চরিত রসময়,
ভূরি ভূসুর করত ঘন, ঘন বেদধ্বনি পুলকিত
তনু ॥ ১৫৯৬
বাদ্য বহুবিধ. মুরজ মরদল, ত্রিসরি কুণ্ডলী
পটহ পুষ্কল,
রুনু ঝুনু. ঝুনু ঝুধা বিবিধ বায়ত
মধুর বাদক-ঘটা ।
নটত নর্তকী, নর্তকাবলী. উঘটি তা থিক
থিকিতা থিনি,
থিনি থেন্না থিকি. তক তাল ধরু. পগ ভঙ্গি
চমকত তনু ছটা ॥ ১৫৯৭
জাতি শ্রুতি স্বরগ্রাম মুরুছন, তান নব নব নব
আলাপন,
তনত কানন তেজি মৃগ গুণিবৃন্দ নিকট হি ধায়-এ ।
ভবন চহুদিশ বিপুল কল কল, দাস নরহরি
হৃদয় উথলল,
সময় গোধূলি, ললিত সুরধুনী, তীরে
বিরমি ঘরে আয়-এ ॥ ১৫৯৮

পুনঃ যথা—রাগ

গোরাচান্দ বিবাহ করিয়া ।
আইসেন ঘরে অতি উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৫৯৯
অলক্ষিত হৈয়া দেবগণ ।
করয়ে সকল পথ পুষ্প বরিষণ ॥ ১৬০০
সুখের পাথার নদীয়ায় ॥
বিবাহ-প্রসঙ্গ কেউ কহে শচীমায় ॥ ১৬০১
শুনি' মহা-বাদ্য-কোলাহল ।
শচীদেবী হইলেন আনন্দে বিহ্বল ॥ ১৬০২
বাড়ীর বাহিরে শচী আই ।
পতিব্রতাগণ-সহ রহে পথ চাই ॥ ১৬০৩
সভাসহ গোরা ধীরে ধীরে ।
আসিয়া চৌদল হৈতে নামিলা দুয়ারে ॥ ১৬০৪
পুত্র-পুত্রবধূ দেখি' আই ।
নিছিয়া ফেলয়ে যত দ্রব্য লেখা নাই ॥ ১৬০৫
স্নেহে চান্দবদন চুম্বিয়া ।
প্রবেশে ভবনে পুত্রবধূ পুত্রে লৈয়া ॥ ১৬০৬
বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ বিশ্বম্ভর ।
বৈসে সিংহাসনে দেখে যত পরিকর ॥ ১৬০৭
উলু লু লু দেই নারীগণ ।
হইল মঙ্গলময় সকল ভুবন ॥ ১৬০৮
ভাটগণে পড়ে রায়বার ।
বিপ্রগণে বেদধ্বনি করে অনিবার ॥ ১৬০৯
নানা বাদ্য বায় সবে সুখে ।
নরহরি কত বা কহিব এক মুখে ॥ ১৬১০

পুনঃ যথা—রাগ

গোরা গুণমণি সুঘর-শেখর,
পরম মুদিত হিয়ায় ।

লোক বহুত বিবাহে আকুল,
তাহে দেয়ই বিদায় ১৬১১
ভাট, নট, গীতজ্ঞ, বাদক,
ভিক্ষু ভুসুর ভুরি।
দেত সবে বহু বস্ত্র, ভুষণ, ধন
মনোরথ পূরি' ॥ ১৬১২
অতি হি সুমধুর বচনে সুনিপুণ,
পরিতোষ করই সভায়।
চলল নিজ-নিজ গেহে সবে মিলি,
গৌরহরি-যশ গায় ॥ ১৬১৩
শ্রীশচী সব নারী জনে জনে,
করল কত সম্মান।
ভণত নরহরি সে সকল সুখে,
গেহে করল পয়াম ॥ ১৬১৪

ওহে শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভরের বিহার।
হৈল যে আনন্দ তাহা ব্যাপয়ে হিয়ায় ॥ ১৬১৫
এইখানে বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ গৌরহরি।
বৈসয়ে জননী তাহা দেখে নেত্র ভরি ॥ ১৬১৬
বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রতি যত স্নেহ করে আই।
এক মুখে সে সব কহিতে সাধ্য নাই ॥ ১৬১৭
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী-চেষ্টা কহিব বা কত।
বিষ্ণুসেবা শ্রীশচী-সেবায় হৈল রত ॥ ১৬১৮
কি বলিব বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সেবায়।
দিবানিশি আই মহা আনন্দে গোঙায় ॥ ১৬১৯
বিলসয়ে পরম আনন্দে বিশ্বম্ভর।
যৌবন-প্রবেশে অঙ্গ-শোভা মনোহর ॥ ১৬২০
দিব্য মালা-চন্দনে সুবেশ নিরন্তর।
সূক্ষ্মবাস-ভূষণে ভূষিত কলেবর ॥ ১৬২১
ভুবনমোহন গোরা শচীর নন্দন।
বিদ্যারসে মগ্ন শিষ্যসঙ্গে অনুক্ষণ ॥ ১৬২২
দেখিয়া পাষণ্ড-বৃদ্ধি সহিতে না পারে।
হইল প্রভুর ইচ্ছা গয়া যাইবারে ॥ ১৬২৩
এইখানে মায়ের চরণে প্রণমিয়া
গয়া চলিলেন প্রভু মায়ে প্রবোধিয়া ॥ ১৬২৪
লোক-রীতে গয়াকার্য সারি' গৌরহরি।
গৃহে আসে ঈশ্বরপুরীরে কৃপা করি' ॥ ১৬২৫
নবদ্বীপে প্রভু আইলেন কিছুদিনে।
আনন্দে বিহ্বল হইলেন সর্বজনে ॥ ১৬২৬
বিবিধ মঙ্গল-কর্ম করে শচীমায়।
বাড়ীর বাহিরে গিয়া পথপানে চায় ॥ ১৬২৭
লোকে জিজ্ঞাসয়ে বিশ্বম্ভর কতদূরে।
হেন কালে প্রভু আইলেন নিজ-ঘরে ॥ ১৬২৮
ওহে শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভর এইখানে।
মহাহর্ষে প্রণমিলা মায়ের চরণে ॥ ১৬২৯
জননীর যে আনন্দ কহিতে কে পারে।
সজল নয়নে মুখ চাহে বারে বারে ॥ ১৬৩০
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী প্রাণনাথে নিরখিয়া।
আনন্দে বিহ্বল, না ধরিতে পারে হিয়া ১৬৩১
বিষ্ণুপ্রিয়া-পিতা-কুলে হৈল মহানন্দ।
কি বলিব সবার জীবন গৌরচন্দ্র ॥ ১৬৩২
প্রভুরে দেখিতে আইলেন যত জন।
তা' সবারে কৈল যথাযোগ্য আচরণ ॥ ১৬৩৩
সঙ্গিগণ বিদায় করিলা বিশ্বম্ভর।
সে-সবে আনন্দে গেলা নিজ-নিজ-ঘর ॥ ১৬৩৪
শ্রীমান্-পণ্ডিত আদি চারি পাঁচ জনে।
শ্রীগয়া-প্রসঙ্গ কহে বসি' এ নির্জনে ॥ ১৬৩৫

বিষ্ণুপাদপদ্ম-তীর্থ-নাম উচ্চারিতে।
ভাসয়ে নেত্রের জলে নারে স্থির হৈতে॥ ১৬৩৬
ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস কৃষ্ণ বলি' বারে বারে।
ভরয়ে পুলক কম্প প্রভুর শরীরে॥ ১৬৩৭
কতক্ষণে স্থির হৈয়া শচীর নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিতে কহে মধুর বচন॥ ১৬৩৮
ওহে বন্ধুসব, সবে আজি গৃহে যাহ।
কালি শুক্লাম্বর-ঘরে আসিবারে চাহ॥ ১৬৩৯
শুনি' সুমধুর বাক্য উল্লাস সভার।
হইলা বিদায় দেখি' প্রেম চমৎকার॥ ১৬৪০
সন্ধ্যাস্তে শুনিয়া সব বৈষ্ণব-আনন্দে।
আইসেন এথাই মিলয়ে গৌরচন্দ্রে॥ ১৬৪১
লোক-গতায়াত যত কহনে না যায়।
সকলে বিহ্বল গৌরচন্দ্রের চেষ্টায়॥ ১৬৪২
নদীয়ায় পরস্পর কহে লোক সব।
নিমাঞি পণ্ডিত হৈলা পরম বৈষ্ণব॥ ১৬৪৩
বাড়য়ে প্রভুর প্রেমাবেশ ক্ষণে ক্ষণে।
না ভায় ভোজনে মন না হয় শয়নে॥ ১৬৪৪
শয়ন করিব কিয়ে ঘরে গোঙারায়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি' নিশি জাগিয়া পোহায়॥ ১৬৪৫
নয়নে বহয়ে বারিধারা নিরন্তর।
সঘনে সোনার অঙ্গ ধূলার ধূসর॥ ১৬৪৬
এথা কপিলের ভাবে বিশ্বম্ভররায়।
মনের আনন্দে কত মায়েরে শিখায়॥ ১৬৪৭
প্রেমভক্তি-স্বরূপিণী আই জগন্মাতা।
তাঁ'রে প্রভু প্রেম বিতরণ কৈল এথা॥ ১৬৪৮
একদিন এইখানে বৈসে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দিগে শিষ্যবর্গ শোভা মনোহর॥ ১৬৪৯
শিষ্যগণ পূর্বমত চাহে পড়িবার।
শিষ্যগণ কহে এক প্রভু কহে আর॥ ১৬৫০

শিষ্যগণ কহে মনে মনে বিচারিয়া।
এই মত হৈল গয়া হইতে আসিয়া॥ ১৬৫১
ঐছে বিচারিতে গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়।
প্রেমভক্তি উপজিল সভার হিয়ায়॥ ১৬৫২
পড়িব কি শব্দ শাস্ত্র ফিরিলেন মন।
প্রভুর কান্দনেতে কান্দয়ে সর্বজন॥ ১৬৫৩
সকল পড়ুয়া শ্রীপ্রভুর নিত্যদাস।
সর্বচিত্তে হৈল প্রেম ভক্তির প্রকাশ॥ ১৬৫৪
ওহে শ্রীনিবাস, কি বলিব এইখানে।
করয়ে নর্তন প্রভু আপন কীর্তনে॥ ১৬৫৫
চতুর্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া শিষ্যগণ।
গোপাল. গোবিন্দ বলি' করয়ে কীর্তন॥ ১৬৫৬
প্রভু প্রেমাবেশে সভে বোল বোল বোলে।
ভাসয়ে সকলে প্রেম-আনন্দ-হিল্লোলে॥ ১৬৫৭
অকস্মাৎ শুনি' প্রেমময় সংকীর্তন।
ধাইয়া আইলা নিকটে ভক্তগণ॥ ১৬৫৮
আর যত লোক আইসে কহে পরস্পরে।
ইকি গণ্ডগোল শুনি' নদীয়া-নগরে॥ ১৬৫৯
ঐছে কহি' প্রভুর এ ভবনে আসিয়া।
হয়েন মোহিত প্রভুপানে নিরখিয়া॥ ১৬৬০
অদ্ভুত প্রভুর নৃত্য কীর্তন, প্রচার।
ইথে কোন জন ধৈর্য নারে ধরিবার॥ ১৬৬১
প্রভু-প্রেমাবেশ দেখি' চিন্তে সর্বজন।
প্রভুকে করিলা স্থির প্রভু-ভক্তগণ॥ ১৬৬২
ওহে বাপ শ্রীনিবাস, বিশ্বম্ভর এথা।
আপনারে প্রকাশয়ে এ অদ্ভুত কথা॥ ১৬৬৩
ভক্তাধীন প্রভু. ভক্ত-দুঃখ-নাশ হয়।
পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ হৈল অতিশয়॥ ১৬৬৪
মুই সেই. মুই সেই বলিয়া বলিয়া।
হাসে, কান্দে, মহা-ঘোর হুঙ্কার করিয়া॥ ১৬৬৫

দেখিয়া পাষণ্ডিগণ খেদাড়িয়া যায়।
দর্প করি' কহে সংহারিমু তো সভায় ॥ ১৬৬৬
ক্ষণে ভূমে লোটাইয়া থির হৈয়া রহে।
ঐছে দেখি' কেহ কেহ আই-প্রতি কহে ॥ ১৬৬৭
পূর্ববায়ুবল এবে করিল ইঁহারে।
করহ শৈত্যক সেবা অশেষ প্রকারে ॥ ১৬৬৮
লোকদ্বারে আই জানাইল শ্রীনিবাসে।
তেঁহ প্রবোধিল অতি মনের উল্লাসে ॥ ১৬৬৯
সকলেই কহে এ মনুষ্য কভু নয়।
হইলেন ব্যক্ত এথা শচীর তনয় ॥ ১৬৭০
শুন শ্রীনিবাস, এক দিবসের কথা।
প্রেমাবেশে অত্যন্ত বিহ্বল প্রভু এথা ॥ ১৬৭১
যা'রে দেখে তা'রে পুছে কৃষ্ণ কোন্ থানে।
নিবারিতে নারে বারিধারা দুনয়নে ॥ ১৬৭২
গদাধর তাম্বুল লইয়া আইলা এথা।
তাঁ'রে পুছে শ্যামল সুন্দর কৃষ্ণ কোথা ॥ ১৬৭৩
তেঁহো কহে সদা কৃষ্ণ হৃদয় তোমার।
শুনি নখে হৃদয় চিরয়ে আপনার ॥ ১৬৭৪
প্রভু দুইকরে শীঘ্র ধরে গদাধর।
কত প্রবোধিল স্থির হৈল বিশ্বম্ভর ॥ ১৬৭৫
গদাধরে মহাতুষ্ট হৈয়া কহে আই।
নিমাইএর সঙ্গে বাপ রহিবে সদাই ॥ ১৬৭৬
এথা সন্ধ্যাকালে আসি মিলে ভক্তগন।
মুকুন্দ পড়য়ে শ্লোক অতি রসায়ন ॥ ১৬৭৭
ভক্তিরসময় শ্লোক শুনি গৌররায়।
যে প্রেম আবেশ তাহা কহা নাহি যায় ॥ ১৬৭৮
বৈষ্ণব বেষ্টিত প্রভু মত্ত সংকীর্তনে।
হৈল ক্ষণপ্রায় নিশি প্রভাত না জানে ॥ ১৬৭৯
প্রেমানন্দে হুঙ্কার গর্জন অতিশয়।
শুনি পাষণ্ডীর রাত্রে নিদ্রা নাহি হয় ॥ ১৬৮০
করয়ে বিদ্রূপ ক্রোধে পাষণ্ডীগণ।
কেহ কহে আছি এ সভার বিড়ম্বন ॥ ১৬৮১
নদীয়ায় কীর্তন এ অমঙ্গল ইথে।
আইসে রাজার লোক বৈষ্ণব ধরিতে ॥ ১৬৮২
এ সভে পালাবে জানি হও সাবধান।
শ্রীবাসে বাঁধিয়া দিলে সভার কল্যাণ ॥ ১৬৮৩
শ্রীবাস উদার শুনি করিল প্রত্যয়।
দুষ্ট রাজা যবন অসাধ্য কিছু নয় ॥ ১৬৮৪
এত বিচারিয়া শ্রীবাসের ভয় হৈল।
অন্তর্যামী বিশ্বম্ভর সকল জানিল ॥ ১৬৮৫
হুঙ্কার করিয়া প্রভু কহে বার বার।
ভক্তভয় বিনাশিতে মোর অবতার ॥ ১৬৮৬
প্রভু অবতীর্ণ ইহা ভক্তে নাই জানে।
আপনারে প্রকাশিতে ইচ্ছা হৈল মনে ॥ ১৬৮৭
করিয়া সুবেশ প্রভু উলসিত চিতে।
নদীয়া-ভ্রমণে রঙ্গ চলে এথা হৈতে ॥ ১৬৮৮
সে রূপ-লাবণী দেখি' কেবা থির হয়।
মনের উল্লাসে কেউ কা'রে কত কয় ॥ ১৬৮৯

তথাহি—গীতে

দেখ ভুবনমোহন গোরা নদীয়ানগরে।
রূপের ছটায় দশদিশা আলো করে ॥ ধ্রু ॥ ১৬৯০
কনকভূধর গরবভঞ্জন, মঞ্জু মূরতি রসাল রে।
কুটিল কুন্তল বিমল মলয়জ,
তিলক ঝলকত ভালি রে ॥ ১৬৯১
অতনু-ধনু দূরে, দরপ ভুরুদিঠি,
ভঙ্গি কি মধুর ভাঁতিয়া।
হাসমিলিত মন্দ মুখলস,
দশন মোতিম পাঁতিয়া ॥ ১৬৯২
চারু শ্রুতি অবতংস সুন্দর, গণ্ডমণ্ডল শোহয়ে।

নাসিকা শুক-চঞ্চু জিতি,
সতী যুবতীগণ মন মোহয়ে ॥ ১৬৯৩
জানু লম্বিত, ললিত ভুজযুগ,
গঞ্জি' ভুজগ মৃণাল রে।
বক্ষ পরিসর পরম সুগঠন,
কণ্ঠে মালতী-মালা রে ॥ ১৬৯৪
ত্রিবলি-বলিত, সুনাভি সরসিজ,
ভ্রমর তনুরুহ রাজয়ে।
সিংহ জিনি কটি-দেশ কৃশ ঘন,
অংশে অংশুক ভ্রাজয়ে ॥ ১৬৯৫
মদন-মদ দলি', কদলি উরু উরু,
পর্ব অতি অনুপাম রে।
চরণতল থল-কমল-নখমণি-
নিছনি ঘন ঘনশ্যাম রে ॥ ১৬৯৬

কেবা না ভুলয়ে গোরাচান্দে নিরখিয়া।
এই পথে চলিলেন ভ্রমিতে নদীয়া ॥ ১৬৯৭
নদীয়া-ভ্রমণে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
হৈলা চতুর্ভুজ কৃপা করি' শ্রীবাসেরে ॥ ১৬৯৮
আসি' বিপ্রসঙ্গে বসিলা এথাই।
সে অদ্ভুত শোভার উপমা দিতে নাই ॥ ১৬৯৯
এইখানে প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশ।
কৃষ্ণ বলি' কান্দয়ে ধৈর্যের নাহি লেশ ॥ ১৭০০
একদিন বরাহভাবেতে মত্ত হৈলা।
এথা হৈতে মুরারিগুপ্তের ঘর গেলা ॥ ১৭০১
হইয়া বরাহমূর্তি তাঁ'রে কৃপা করি'।
এথাই আসিয়া বসিলেন গৌরহরি ॥ ১৭০২
লইয়া সকল ভক্তে প্রভু বিলসয়।
এক নিত্যানন্দ বিনু ব্যাকুল হৃদয় ॥ ১৭০৩
ওহে শ্রীনিবাস, নিত্যানন্দ হলধর।
হাড়াই পণ্ডিত পদ্মাবতীর কুমার ॥ ১৭০৪
সর্বপূজ্য হাড়াই পণ্ডিত, পদ্মাবতী।
রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামেতে বসতি ॥ ১৭০৫
পরম উদার দুই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী।
অপার মহিমা গুণ কহিতে না জানি ॥ ১৭০৬
প্রভু নিত্যানন্দ সুখ দিতে সর্বজনে।
তাঁ'র ঘরে অবতীর্ণ হৈলা শুভক্ষণে ॥ ১৭০৭
নিত্যানন্দপ্রভু-জন্মতিথি বিলক্ষণ।
কে বা না আরাধে কে না করয়ে বন্দন ॥ ১৭০৮

তথাহি—

সর্বমঙ্গলরূপাং তাং মাঘশুক্লত্রয়োদশীম্।
নিত্যানন্দপ্রভোর্জন্মতিথিং বন্দে মুদানিশম্ ॥ ১৭০৯

প্রভু-জন্মকালে যে আনন্দ উপজিল।
তাহা বিজ্ঞগণ নানাপ্রকারে বর্ণিল ॥ ১৭১০

গীতে যথা—কামোদ

আহা মরি আজু কি আনন্দ।
কিবা একচক্রাপুরে হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে,
অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ ॥ ধ্রু ॥ ১৭১১
অতি সুকোমল তনু হেম নবনীত জনু
শোভায় ভুবন বিমোহিত।
পুত্রমুখ নিরখিয়া উলাসে না ধরে হিয়া
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত ॥ ১৭১২

সর্বমঙ্গলরূপা মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী প্রভু নিত্যানন্দের জন্মতিথি আমি সানন্দে সর্বদা বন্দনা করি ॥১৭০৯

শ্রীঅদ্বৈত শান্তিপুরে গর্জয়ে আনন্দ ভরে
তিলেক হইতে নারে থির।
নাচে প্রভু ঊর্ধ্ববাহে কাঁখতালী দিয়া কহে
আনিলু আনিলু বলবীর॥ ১৭১৩
ব্রহ্মা আদি দেবগণ করে পুষ্প বরিষণ
জয় জয় ধ্বনি অনিবার।
গন্ধর্ব কিন্নর যত বায় বাদ্য কত শত
গায় গুণ সুখের পাথার॥১৭১৪
ওঝা মহাভাগ্যবান্ পুত্রের কল্যাণে দান
করে যত লেখা নাই দিতে।
কত না যৌতুক লৈয়া লোক সব আসেধায়া
মহাভিড় গৃহে প্রবেশিতে॥ ১৭১৫
ধন্য রাঢ় মহী আর ধন্য সে নক্ষত্র বার
ধন্য মাঘ শুক্লা ত্রয়োদশী।
নরহরি কহে ভাল ধন্য ধন্য কলিকাল
প্রকটে খণ্ডিল দুঃখরাশি॥ ১৭১৬

পুনঃ—সুহই

প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দের কন্দ
পূর্বে রোহিণীতনয় যেঁহো।
ধন্য কলি কৈলা শুভক্ষণে হৈলা
পদ্মাবতীগর্ভে প্রকট তেঁহো॥ ১৭১৭
জয় জয় জয় ধ্বনি অতিশয়
মঙ্গল হাড়াই পণ্ডিত ঘরে।
একচক্রাবাসী লোক সুখে ভাসি
ধায়া আয়ে ধৃতি ধরিতে নারে॥ ১৭১৮
সুতিকা মন্দিরে ঝলমল করে
নিতাইর মুখচন্দ্রমা চারু।
সে শোভা দেখিতে কত সাধ চিতে
দেখে আঁখি নাই নিমিখ কারু॥ ১৭১৯
হর্ষে দেবগণ বর্ষে পুষ্প ঘন
অলখিতে নৃত্য ভঙ্গিমা ভালে।
ঘনশ্যাম গায় নানা বাদ্য বায়
ধা ধা থিকি, থেয়া তালে॥ ১৭২০

নিত্যানন্দ জন্ম বাল্য লীলা মনোহর।
গৃহে বাস কৈলা প্রভু দ্বাদশ বৎসর॥ ১৭২১
সন্ন্যাসীর ছলে গৃহ হইতে চলিলা।
তীর্থপর্যটন করে এ অদ্ভুত লীলা॥ ১৭২২
সর্বমনোরথ সিদ্ধি করি পর্যটনে।
প্রভুর প্রকাশ লাগি রহে বৃন্দাবনে॥ ১৭২৩
গুপ্তরূপে নদীয়া বিহারে গৌরচন্দ্র।
হইলা প্রকাশ তা জানিলা নিত্যানন্দ॥ ১৭২৪
মহা প্রেমানন্দে মত্ত হৈয়া নিরন্তর।
আইলেন নবদ্বীপে দেব হলধর॥ ১৭২৫
নন্দন আচার্য গৃহে গমন করিলা।
তেঁহো মহাতেজ দেখি অধৈর্য হইলা॥ ১৭২৬
মহাযত্নে নিত্যানন্দচন্দ্র রাখি ঘরে।
করাইল ভিক্ষা অতি উল্লাস অন্তরে॥
নিত্যানন্দ গমন জানিয়া গৌররায়।
মন্দ মন্দ হাসে মহা উল্লাস হিয়ায়॥ ১৭২৮
এ বিষ্ণু-মন্দিরে বিষ্ণু পূজে বিশ্বম্ভর।
এথাই বৈষ্ণব সব মিলিলা সত্বর॥ ১৭২৯
সে শোভা দেখিয়া প্রভু উল্লসিত মনে।
রজনী স্বপন-কথা কহে এইখানে॥ ১৭৩০

গীতে যথা কামোদ

প্রভু বিশ্বম্ভর প্রিয় পরিকর
প্রতি কহে শুন স্বপন-কথা।
কিবা সে নির্মিত অতি সুশোভিত,
তালধ্বজ রথ আইল এথা॥ ১৭৩১

দেখিয়ু সুন্দর দীর্ঘ কলেবর,
পুরুষ এক কি উপমা তাহে।
এক কর্ণে কিবা কুণ্ডল সে গ্রীবা,
কিবা মুখশশী ভুবন মোহে॥ ১৭৩২
হাতে কুম্ভ হাতে নীল বস্ত্র মাথে
নীল বাস পরিধান-সুছান্দে।
চৌদিগে নেহালে হেলি দুলি চলে,
সে ভঙ্গিতে কেবা ধৈরয বান্ধে॥ ১৭৩৩
মোর নাম ধরি' পুছে বেরি বেরি,
বুঝি হলধর গমন কৈলা।
এত কহি নর- হরি প্রভুবর,
বলরাম-ভাবে বিহ্বল হৈলা॥ ১৭৩৪

শ্রীবাসাদি প্রভু স্বপ্নাবেশে নিরখিয়া।
করিলেন স্তুতি সবে সুস্থির হইয়া॥ ১৭৩৫
বিশ্বম্ভর-চেষ্টা কিছু কহিল না হয়।
দেখিতে নিতাইচান্দে উৎকণ্ঠাতিশয়॥ ১৭৩৬
হরিদাস শ্রীবাসপণ্ডিতে কিছু কৈয়া।
নিত্যানন্দ অন্বেষণে দিল পাঠাইয়া॥ ১৭৩৭
হরিদাস, শ্রীবাস সর্বাংশে বিচক্ষণ।
নবদ্বীপে প্রতি ঘরে কৈলা অন্বেষণ॥ ১৭৩৮
কোথাও না পাইয়া কহয়ে প্রভুপাশে।
শুনি' প্রভু কহি কত মন্দ মন্দ হাসে॥ ১৭৩৯
প্রভুর এ ভঙ্গি কিছু অন্যে না জানিল।
নিত্যানন্দ পরম দুর্জ্ঞেয় জানাইল॥ ১৭৪০
শোভাময় অপূর্ব সুবেশে গৌরচন্দ্র।
প্রিয়গণ-সঙ্গে চলে যথা নিত্যানন্দ॥ ১৭৪১
মিলি' নিত্যানন্দে রাখি' শ্রীবাসের ঘরে।
এথা আসি' বৈসে প্রভু উল্লাস অন্তরে॥ ১৭৪২

শ্রীবাসের গৃহ হৈতে রামাই আসিয়া।
নিত্যানন্দ-চেষ্টা কহে এথায় বসিয়া॥ ১৭৪৩
পুনঃপুন পুছে প্রভু কহ তাঁ'র রীত।
প্রভু-আগে কহে কিছু রামাই পণ্ডিত॥ ১৭৪৪
কথো রাত্রে নিত্যানন্দ করিয়া হুঙ্কার।
ভাঙ্গি ফেলে দণ্ড কমণ্ডলু আপনার॥ ১৭৪৫
শুনি' প্রভু বিশ্বম্ভর ঈষৎ হাসিয়া।
শ্রীবাসের গৃহে গেলা এই পথ দিয়া॥ ১৭৪৬
ওহে শ্রীনিবাস নিজ-গৃহে যে কৌতুক।
তাহা কি বলিব সবে মোর এক মুখ॥ ১৭৪৭
একদিন এইখানে প্রভু গৌররায়।
ভক্তগণ-মধ্যে বৈসে বিহ্বল প্রেমায়॥ ১৭৪৮
কহি কত শ্রীঅদ্বৈত আচার্য আনিতে।
পাঠাইলা শান্তিপুরে শ্রীরামপণ্ডিতে॥ ১৭৪৯
শান্তিপুরে অদ্বৈতের বাস যে প্রকারে।
শুন শ্রীনিবাস তাহা কহিয়ে তোমারে॥ ১৭৫০
অদ্বৈতের পিতা পিতামহাদি বিখ্যাত।
বঙ্গে বাস পূর্বে শান্তিপুরে গতায়াত॥ ১৭৫১
বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট-নিকট নবগ্রাম।
সর্বারাধ্য অদ্বৈতচন্দ্রের প্রিয়ধাম॥ ১৭৫২
তথা রহে বিপ্র শ্রীকুবের মহাশয়।
মিশ্র পণ্ডিতাচার্য এ খ্যাতি তাঁ'র হয়॥ ১৭৫৩
তেঁহো অদ্বৈতের পিতা তাঁ'র শুদ্ধ রীত।
সর্বপ্রকারেতে যোগ্য সর্বত্র বিদিত॥ ১৭৫৪
তথাহি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—
মহাদেবস্য মিত্রং যঃ কুবেরো গুহ্যকেশ্বরঃ॥
কুবেরপণ্ডিতঃ সোঽস্য জনকোঽস্য বিদাম্বরঃ॥ ১৭৫৫
নাভানামে শ্রীকুবের মিশ্রের ঘরণী।

তাঁহার গৃহিনী ভগবতী যোগমায়া অধুনা সীতারূপে এবং তাঁহার প্রকাশ "শ্রীরূপে অধুনা অবতীর্ণা হইলেন॥১৭৮৬

অতি পতিব্রতা যেঁহো অদ্বৈত জননী ॥ ১৭৫৬
পুত্রের কামনা পূর্বে দোঁহার আছিল।
তাহা বৃদ্ধকালে নবগ্রামে পূর্ণ হৈল ॥ ১৭৫৭
নবগ্রামে জন্মিলেন শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জন্মকালে ভুবনে ব্যাপিত মহানন্দ ॥ ১৭৫৮

গীতে মাউর

মাঘে শুক্লাতিথি সপ্তমীতে অতি,
উথলয়ে মহা আনন্দ-সিন্ধু।
নাভাগর্ভ ধন্য করি' অবতীর্ণ,
হৈলা শুভক্ষণে, অদ্বৈত-ইন্দু ॥ ১৭৫৯
কুবের পণ্ডিত হৈয়া হরষিত,
নানা দান দ্বিজ-দরিদ্রে দিয়া।
সুতিকা-মন্দিরে গিয়া ধীরে ধীরে,
দেখি' পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া ॥ ১৭৬০
নবগ্রামবাসী লোক ধা'য়া আসি',
পরস্পর কহে না দেখি হেন।
কিবা পুণ্যফল মিশ্র বৃদ্ধকালে,
পাইলেন পুত্ররতন যেন ॥ ১৭৬১
পুষ্প বরিষণ করে সুরগণ,
অলক্ষিত রীতি উপমা নহ।
জয় জয়-ধ্বনি ভরল অবনী,
ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহু ॥ ১৭৬২

পুনঃ ভূপালী

মাঘ-সপ্তমী শুক্লপক্ষ,
শুভক্ষণ ক্ষণ ভূরি।
প্রকটি' প্রভু অদ্বৈত সুন্দর,
করল কলিমদ দূরি ॥ ১৭৬৩
ধাই চলু সব লোক বৈঠি,
কুবের-ভবন-মাঝার।
বিপুল পুলক বিলোকি বালক,
দেত জয় জয়কার ॥ ১৭৬৪
ভাটগন ঘন ভণত যশ,
গায়ত গুণী মুদ মাতি'।
সুঘর বাদক- বৃন্দ বায়ত,
বাদ্য কত কত ভাতি ॥ ১৭৬৫
করত নর্তক নৃত্য উঘটত,
থৈয়া তক তক থোন।
দাস নরহরি পহুঁক জনম,
বিলস বরণব কোন ॥ ১৭৬৬
ওহে শ্রীনিবাস অদ্বৈতের জন্মকালে।
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দনাম উচ্চৈঃস্বরে বলে ॥ ১৭৬৭
অদ্বৈতের বাল্যলীলা অতি রসায়ন।
জন্মায়েন সভা'র সন্তোষ অনুক্ষণ ॥ ১৭৬৮
শ্রীকুবের নাভা গঙ্গাবাসের নিমিত্তে।
আইলেন শান্তিপুরে নবগ্রাম হৈতে ॥ ১৭৬৯
কুবের পণ্ডিত নাভাদেবী পুত্র লৈয়া।
শান্তিপুরে রহে মহা উল্লসিত হৈয়া ॥ ১৭৭০
পুত্রে নানা শাস্ত্র করায় অধ্যয়ন।
কথোদিন দোঁহে হইলেন অদর্শন ॥ ১৭৭১
অদ্বৈত-ঈশ্বর মাতা-পিতা অদর্শনে।
গয়াছলে গেলা সর্বতীর্থ-পর্যটনে ॥ ১৭৭২
বৃন্দাবনে কথোদিন কৃষ্ণে আরাধয়।
জানিলেন নবদ্বীপে প্রকট সময় ॥ ১৭৭৩
বৃন্দাবন হৈতে প্রভু করিয়া গমন।
গৌড়ে আসি কৈল গৌড় বঙ্গেতে ভ্রমণ ॥ ১৭৭৪

নবদ্বীপ হইয়া আইলা শান্তিপুরে।
দেখি শান্তিপুর বাসী উল্লাস অন্তরে ॥১৭৭৫
পূর্ব হৈতে অপূর্ব আলয় করি দিল।
অদ্বৈত সেবায় সভে নিযুক্ত হইল ॥১৭৭৬
সর্বশাস্ত্রে অধ্যাপক অদ্বৈত আচার্য।
কি বুঝিতে পারে তাঁর অলৌকিক কার্য ॥১৭৭৭
অদ্বৈত আচার্য বিবাহকরাইতে।
বিশিষ্ট লোকের চিন্তা হৈল ভাল মতে ॥১৭৭৮
সকলে কৈলা বিবাহ আয়োজন।
তাহা জানিলেন প্রভু কুবের নন্দন ॥১৭৭৯
করিতে বিবাহ অদ্বৈতের ইচ্ছা হৈল।
মন্দ মন্দ হাসি সভে অনুমতি দিল ॥১৭৮০
সভে মহাহর্ষ হৈয়া গিয়া নিজ ঘরে।
জানাইল নৃসিংহ ভাদুড়ি বিপ্রঘরে ॥১৭৮১
ভাগ্যবন্ত নৃসিংহ বিপ্রের দুই কন্যা।
বিবাহের যোগ্য রূপে গুণে মহা ধন্যা ॥১৭৮২
নৃসিংহ ভাদুড়ি অতি উল্লাস অন্তরে।
দুই কন্যা সম্প্রদান কৈলা অদ্বৈতেরে ॥১৭৮৩
অদ্বৈতের বিবাহ সুখের নাই অন্ত।
বহু অর্থ ব্যয় কৈল যত ভাগ্যবন্ত ॥১৭৮৪
আচার্যের ভার্যা দুই জগৎ পূজিতা।
সর্বত্র বিদিত নাম শ্রী আর সীতা ॥১৭৮৫

তথাহি গৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্
যোগমায়া ভগবতী গৃহিনী তস্য সাম্প্রতম্
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্নী তৎপ্রকাশকঃ ॥১৭৮৬
সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা দুই অদ্বৈতঘরনী।
দোঁহার যে চেষ্টা তাহা কহিতে কি জানি ॥১৭৮৭
ঐছে রহে শান্তিপুরে অদ্বৈত রায়।
করিলেন এক বাসস্থান নদীয়ায় ॥১৭৮৮
প্রায় শ্রীবাসের গৃহে অদ্বৈতের স্থিতি।
কৃষ্ণরসাস্বাদে না জানয়ে দিবারাতি ॥১৭৮৯
কভু শান্তিপুরে কভু রহে নদীয়ায়।
কৃষ্ণ বিনা কতদিন উদ্বেগে গোঙায় ॥১৭৯০
কৃষ্ণে আরাধয়ে সদা অশেষ প্রকারে।
হইলা প্রকট কৃষ্ণ অদ্বৈত হুঙ্কারে ॥১৭৯১
প্রভুর অদ্ভুত লীলা দেখে নদীয়ায়।
না করয়ে ব্যক্ত সভে প্রকারে জানায় ॥১৭৯২
প্রভু প্রকাশিয়া পুজি উল্লাস অন্তরে।
কত মনোরথ করি গেলা শান্তিপুরে ॥১৭৯৩
শ্রীরামপণ্ডিত গিয়া প্রভুর আজ্ঞায়।
প্রভু যে কহিল তাহা কহিল তাঁহায় ॥১৭৯৪
হইলা বিহ্বল শ্রীঅদ্বৈত প্রেমাবেশে।
যে যে কথা কহয়ে তা কহিতে না আসে ॥১৭৯৫
অদ্বৈতভবনে মহানন্দ উথলিল।
প্রভু পূজা দ্রব্য সীতাদেবী সজ্জ কৈল ॥১৭৯৬
অদ্বৈতের যে কৌতুক কহনে না যায়।
গোষ্ঠিসহ অদ্বৈত আইসে নদীয়ায় ॥১৭৯৭
অদ্বৈত আইসে জানি প্রভু গৌরহরি।
এ পথে শ্রীবাস গৃহে গেলা শীঘ্র করি ॥১৭৯৮
ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গসুন্দর।
নিজগৃহে সঙ্কীর্তনে মগ্ন নিরন্তর ॥১৭৯৯
এথা সঙ্কীর্তনানন্দে স্থির নাহি বান্ধে।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বলি প্রভু কান্দে ॥১৮০০
ক্ষণে বাপ ক্ষণে বন্ধু বলিয়া কান্দয়।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রিয় অতিশয় ॥১৮০১
সর্বমতে শ্রেষ্ঠ তার বাস বঙ্গদেশে।
চক্রশালা নামে গ্রাম চাটিগ্রাম পাশে ॥১৮০২
মধ্যে মধ্যে শ্রীনবদ্বীপেও স্থিত হয়।
নবদ্বীপে আছে তাঁর অপূর্ব আলয় ॥১৮০৩

তেঁহ মহাবৈষ্ণব চিনিতে সাধ্য কার।
দেখিলে বিষয়ী জ্ঞান হয়ত সভার ॥১৮০৪
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র নিজমুখে।
ক হিতে চরিত্র তাঁর ভাসে মহাসুখে ॥১৮০৫
প্রভু আকর্ষণে তেহো আইলা নদীয়ার।
রাত্রিযোগে আসি মিলে প্রভুরে এথায় ॥১৮০৬
আনন্দে মুর্ছিত হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
ভাসয়ে নেত্রের জলে চেতন পাইয়া ॥১৮০৭
করয়ে যতেক খেদ যে দৈন্য প্রকাশে।
দেখিতে সে দশা সভে নেত্রজলে ভাসে ॥১৮০৮
বিদ্যানিধি গোসাঞিরে প্রভু বক্ষে ধরি'।
হইলেন যৈছে তাহা কহিতে না পারি ॥ ১৮০৯
সভারে কহয়ে প্রভু উল্লাস হইয়া।
দেখিলাম প্রেমনিধি নয়ন ভরিয়া ॥ ১৮১০
ঐছে কত কহি' প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
নেত্রজলে সিঞ্চে বিদ্যানিধি-কলেবর ॥ ১৮১১
বিদ্যানিধি প্রেমায় বিহ্বল অনিবার।
প্রভুর ইচ্ছায় বাহ্যজ্ঞান হৈল তাঁর ॥ ১৮১২
তখন প্রণমে প্রভু চিনি আপনার।
শ্রীঅদ্বৈত আচার্যে করিল নমস্কার ॥ ১৮১৩
যথাযোগ্য মিলন হইল ভক্তসনে।
পাইলেন পরম আনন্দ ভক্তগণে ॥ ১৮১৪
ক্ষণেকেই প্রেমভক্তি আবির্ভাব হইতে।
হৈল যে প্রকার তাহা না আইসে কহিতে ॥ ১৮১৫
বিদ্যানিধি মহানন্দে হইয়া বিদায়।
এই পথে গেলা তেঁহ আপন-বাসায় ॥ ১৮১৬
ওহে শ্রীনিবাস, একদিন শচীমাতা।
দেখিল যে স্বপ্ন তাহা কহয়ে পুত্রে এথা ॥ ১৮১৭
পুত্রপানে চাহি' আই স্নেহাবেশে।
শুন বাপ, স্বপ্নে যা দেখিলু নিশিশেষে ॥ ১৮১৮
তুমি আর নিত্যানন্দ কলহ করিয়া।
বিষ্ণু ঘরে গেলা পঞ্চবর্ষের হইয়া ॥ ১৮১৯
ঘরের ভিতরে দেখিলাম চারিজন।
তুমি, নিত্যানন্দ, কৃষ্ণ, রোহিণীনন্দন ॥ ১৮২০
তথা নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-হস্তে হস্ত দিলা।
বলরাম-হস্তে তুমি হস্ত আরোপিলা ১৮২১
ঐছে ঘর হৈতে বাহির হৈয়া চারিজনে।
কৈলা কত কলহ আমার বিদ্যমানে ॥ ১৮২২
নানা দ্রব্য কাড়াকাড়ি করিয়া খাইলা।
নিত্যানন্দ মা বলিয়া মোর আগে আইলা ॥ ১৮২৩
মোরে কহে ক্ষুধা হৈল অন্ন দেহ' মাতা।
নিদ্রাভঙ্গ হৈল মোর শুনি' এই কথা ॥ ১৮২৪
জাগিয়া দেখিনু নিশি প্রভাত-সময়।
কিছু না বুঝিয়ে মোর মনে কত হয় ॥ ১৮২৫
শুনি' মহানন্দে প্রভু মন্দ মন্দ হাসে।
কহি' কত মায়ে পুন কহে মৃদুভাষে ॥ ১৮২৬
—"অদ্য নিত্যানন্দে এথা করাহ ভোজন।"
শুনি' জননীর অতি উল্লসিত মন ॥ ১৮২৭
ভিক্ষার সামগ্রী শচী শীঘ্র সজ্জ কৈলা।
নিত্যানন্দে প্রভু মহানন্দে লৈয়া আইলা ॥ ১৮২৮
এইখানে আসিয়া বসিলা দুইজন।
এথা বৈসে গদাধর আদি আপ্তগণ ॥ ১৮২৯
ওহে শ্রীনিবাস, সে অপূর্ব শোভা হেরি'।
চরণ ধুইতে জল দিলু শীঘ্র করি' ॥ ১৮৩০
করয়ে ভোজন দোঁহে বসিয়া এথাই।
শ্যাম শুক্লরূপ নিরিখয়ে শচী আই ॥ ১৮৩১
দোঁহার অদ্ভুত শোভা বারেক চাহিতে।
প্রেমায় বিহ্বল আই নারে স্থির হৈতে ॥ ১৮৩২
শ্রীশচীদেবীর যৈছে প্রেমের বিকার।
কহিতে না জানি যৈছে ভোজন দোঁহার ॥ ১৮৩৩

ভোজন করিয়া দোঁহে বসিলা এথায় ।
স্থান পরিষ্কার মুই করিল ত্বরায় ॥ ১৮৩৪
পাত্র অবশেষ হর্ষে লইলু সকল ।
সে সব ভাবিতে হিয়া হইছে বিকল ॥ ১৮৩৫
নিত্যানন্দে লৈয়া গৌরচন্দ্র গণসনে ।
এথা হৈলা পরম বিহ্বল সঙ্কীর্তনে ॥ ১৮৩৬
এথা বিশ্বম্ভর আপনারে প্রকাশয় ।
মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, বামন আদি হয় ॥ ১৮৩৭
যখন যে ভাবে প্রভু আপনা প্রকাশে ।
তখন তা' দেখে মাত্র প্রভুপ্রিয় দাসে ॥ ১৮৩৮
শিবের গায়ক এক আসিয়া এথায় ।
গায় শিব-গীত, নাচে ডমরু বাজায় ॥ ১৮৩৯
মহেশের ভাবে প্রভু ধৈর্য নাই বান্ধে ।
মুই সে মহেশ বলি' চড়ে তা'র কান্ধে । ১৮৪০

গীতে যথা—মালবশ্রী

আজু শঙ্করচরিত শুনি
শচীতনয় শঙ্কর ভেল ।
রজত গিরি জিতি জ্যোতি ডগমগ
জগত ধ্রুতি হরি নেল ॥ ১৮৪১
ভস্ম ভূষিত অঙ্গ ভঙ্গিম
অনঙ্গ মদভরহারি ।
রুচির কর গহি শৃঙ্গ বায়ত
ডমরু রব রুচিকারী ॥ ১৮৪২
লোল ললিত ত্রিলোচনাঞ্চল
লসত বয়ন ময়ঙ্ক ।
গণ্ড মণ্ডল বিমল মৃদুতর
ভাল ভুরুযুগ বঙ্ক ॥ ১৮৪৩
বিপুল পন্নগ ভূষণাম্বর
চরম পরম উজোর ।
শিরসি মঞ্জু জটাল পটভর
পেখি নরহরি ভোর ॥ ১৮৪৪

মহেশ আবেশ প্রভু সম্বরণ কৈলা ।
সে ভাগ্যবন্তের স্কন্ধ হইতে নামিলা ॥ ১৮৪৫
ঐছে ভিক্ষা দিলা তারে প্রভু দয়াময় ।
পুন আর ভিক্ষা যেন করিতে না হয় ॥ ১৮৪৬
এথা প্রভু আনন্দে লইয়া প্রিয়গণ ।
করিল নির্বন্ধ রাত্রিযোগে সঙ্কীর্তন ॥ ১৮৪৭
কভু কুন স্থানে করে কীর্তন বিহার ।
সঙ্গে পারিষদ যত লেখা নাই তার ॥ ১৮৪৮

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

শ্রীবাস মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন ।
কুন দিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন ॥ ১৮৪৯
নিত্যানন্দ, গদাধর অদ্বৈত, শ্রীবাস ।
বিদ্যানিধি, মুরারি, হিরণ্য, হরিদাস ॥ ১৮৫০
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন ।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান্ নারায়ণ ॥ ১৮৫১
কাশীশ্বর, বাসুদেব, রাম গরুড়াই ।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ সকল তথাই ॥ ১৮৫২
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর ।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, ভুগর্ভ, শুক্লাম্বর ॥ ১৮৫৩
ব্রহ্মানন্দ পুরুষোত্তম সঞ্জয়াদি যত ।
অনন্ত চৈতন্যভৃত্য নাম নিব কত ॥ ১৮৫৪
সে সব সহিত একদিন এ অঙ্গনে ।
দিবানিশি বিহ্বল হইলা সঙ্কীর্তনে ॥ ১৮৫৫
দেবের দুর্লভ নৃত্য করে গৌরহরি ।
সে সুবেশ শোভা সবে দেখে নেত্র ভরি ॥ ১৮৫৬

গীতে যথা—শ্রীরাগ

চম্পক কুসুম কনক নব কুঙ্কুম
তড়িতপুঞ্জ জিনি বরণ উজোর।
ঝলমল মনমথ ফান্দ চান্দমুখ
মধুরিম অধরে হাস অতি থোর॥ ১৮৭৭
জয় জয় গৌর মটন জনরঞ্জন
বলি কলিকাল গরব ভর ভঞ্জন॥ ধ্রু॥ ১৮৫৭
মঞ্জু পুলককুল বলিত কলেবর
গরগর নিরত তরল, নহু থির।
গদ গদ ভাষ অবশ নিশি বাসর
ঝর ঝর কঞ্জ নয়নে ঝর নীর॥ ১৮৫৯
নিরুপম চারু চরিত্র করুণাময়
পতিতবন্ধু যশ বিশদ বিথার।
ভণ ঘনশ্যাম ভাগ ভূয়শঃ রস
বিতরণ লাগি ললিত অবতার॥ ১৮৬০

পুনঃ—কর্ণাট

নাচত ভুবন মনমোহন
চম্পক কনক কঞ্জ জিনি বরণা।
সুবলনি তনু মৃদু মলয়জ রঞ্জিত
পহিরণ চীন বসন ঘন কিরণা॥ ১৮৬১
হিমকর নিকর নিন্দি মধুরানন
হাসত মধুর সুধা যনু ঝরঈ।
ভুরুযুগ ভঙ্গ পাঁতি লস লোচন
ডগমগ অরুণ কিরণ ভয় হরঈ।
দোলত মনিময় হাব হরত ধৃতি
টলমল কুণ্ডল ঝলকত শ্রবণে।
চাঁচর চিকুর ভঙ্গিভার ভরে
বিলুলিত হালত, তিমির ভার যনু পবনে॥ ১৮৬৩
অভিনয় ললিত কলিত কর কিশলয়ে
কত শত তাল ধরত পগ ধরণে।
নরহরি পরম উলস যশ গায়ত
শোভা বিপুল কৌনক বিবরণে॥ ১৮৬৪

পুনঃ—সোমরাগ

নাচত গৌর পুরুব রসে ভোর।
কনক ধরাধর গরব বিভঞ্জন
ঝলকত অঙ্গ অতনু চিত চোর॥ ধ্রু॥১৮৯৫
হাসত মৃদু মৃদু বদনচান্দ ছবি
নাশত ঘোর কলুষ আঁধয়ার।
ধরইতে তাল তরল পদপঙ্কজ
কম্পই ধরণী সহই নাহি ভার॥ ১৮৬৬
তরুণ অরুণ যুগ লোচন ডগমগ
অবিরল বিপুল, পুলককুল সাজি।
গরজত সঘন সিংহ জিনি বিক্রম
বলি কলিকাল বিপুল ভয়ে ভাজি॥ ১৮৬৭
ভেদত গগন গানে প্রিয় পরিকর
বায়ত খোল ললিত করতাল।
মাতল অখিল লোক ভণ নরহরি
ভুবন ভরল যশ বিশদ বিশাল॥ ১৮৬৮

পুনঃ—আভ্রপঞ্চক

নিরুপম হেমজ্যোতি জিতি বরণা।
সঙ্গীত রঙ্গিত রঞ্জিত চরণা॥ ১৮৬৯
নাচত গৌরচন্দ্র গুণমণিয়া।
চৌদিগে হরি হরি ধমি ধনি ধনিয়া॥ ধ্রু॥ ১৮৭০
শরদচন্দ্র জিনি সুন্দর বয়ানা।
অহর্নিশি প্রেমনিঝারে ঝরু নয়না॥ ১৮৭১

বিপুল পুলক-পরিপূরত দেহা।
প্রেম-রসে ভাসি না পায়ত থেহা ॥ ১৮৭২
জগ ভরি' পূরল এ হেন আনন্দা।
তহিমাহা বঞ্চিত দাস গোবিন্দা ॥ ১৮৭৩
ওহে শ্রীনিবাস, প্রভু আপন-ভবনে।
যে ভাব প্রকাশে তা' বর্ণিব কুন জনে ॥ ১৮৭৪
নাই মহাবিহ্বল হইয়া এইখানে।
নেত্রজলে সিক্ত হইলেন সঙ্কীর্তনে ॥ ১৮৭৫
প্রিয়গণ-সহ প্রভু বাহ্য প্রকাশিয়া।
শ্রীবাস-আলয়ে গেলা এই পথ দিয়া ॥ ১৮৭৬
সঙ্কীর্তনাবেশে রহি' শ্রীবাস-ভবনে।
এথা আসি' বৈসে প্রভু রজনী-বিহানে ॥ ১৮৭৭
পরম অদ্ভুত শোভা দেখি' নেত্র ভরি'।
যে আজ্ঞা করিল তা' করিলু শীঘ্র করি' ॥ ১৮৭৮
কে বুঝিতে পারে গৌর-চরিত্র গভীর।
সঙ্কীর্তন বিনা তিলার্ধেক নহে স্থির ॥ ১৮৭৯
অপরাহ্ণ-কালে প্রভু সঙ্কীর্তন-রঙ্গে।
এই পথে গঙ্গাতীরে গেল গণ-সঙ্গে ॥ ১৮৮০
গঙ্গাতীরে সঙ্কীর্তনানন্দে মগ্ন হৈয়া।
গণ-সহ আইলা গৃহে এই পথ দিয়া ১৮৮১
যে ভাব আবেশে সঙ্কীর্তন এইখানে।
তাহা দেখিলেন এথা রহি' ভাগ্যবানে ॥ ১৮৮২
শ্রীগৌরচন্দ্রের শোভা ভুবনমোহন।
পরম অদ্ভুত রঙ্গে করয়ে নর্তন ॥ ১৮৮৩

গীতে যথা   ধানশী

তাল রঙ্গে নাচে মোর শচীর দুলাল।
সব অঙ্গে চন্দন, দোলয়ে বনমালা ॥ ১৮৮৪
বিশাল হৃদয়ে গজমুকুতার হার।
পদতলে তাল উঠে নূপুর ঝঙ্কার ॥ ১৮৮৫
ছন্দ-বিছন্দে কত জানে অঙ্গভঙ্গি।
নদীয়ানগরে নাই এত বড় রঙ্গী ॥ ১৮৮৬
কিন্নর করয়ে শিক্ষা শুনি' মৃদু গান।
গন্ধর্ব তাণ্ডব হেরি' ধরয়ে ধিয়ান ॥ ১৮৮৭
পঙ্কজ সংকোচ পায় দেখিয়া নয়নে।
হ'সিতে বিজুরি-ছটা পড়য়ে দশনে ॥ ১৮৮৮
বাঁধুলি জিনিয়া রাঙা ওটখানি হাস।
ও-রূপ হেরিয়া কান্দে বলরামদাস ॥ ১৮৮৯
ওহে শ্রীনিবাস, প্রভু কীর্তন-আবেশে।
কহিতে না জানি কিছু যে-ভাবে প্রকাশে ॥ ১৮৯০
একদিন কি আনন্দ উপজিলা মনে।
এই পথে গেল একা শ্রীবাস-ভবনে ॥ ১৮৯১
সাত প্রহরিয়া-ভাবে বিলসি' তথায়।
এই পথে আইলা নিজালয়ে গৌররায় ॥ ১৮৯২
এই পুষ্পবাটী-মধ্যে প্রিয়গণ-সনে।
হইলা বিহ্বল কৃষ্ণকথা-আলাপনে ॥ ১৮৯৩
কি বলিব শ্রীনিবাস দেখিলু যে সুখ।
সে সব ভাবিতে এবে বিদরিছে বুক ॥ ১৮৯৪
একদিন এই ঘরে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অপূর্ব আসনে বৈসে উল্লাস অন্তর ॥ ১৮৯৫
নিজ প্রাণনাথ পাশে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।
তাম্বুল যোগান, প্রভু খায়েন হাসিয়া ॥ ১৮৯৬
হেনই সময় নিত্যানন্দ ভাবাবেশে।
চলিতে চলিতে আইলা প্রভুর আবাসে ॥ ১৮৯৭
দেখি' প্রেমে বিহ্বল নিতাই দিগম্বর।
তাঁ'রে বস্ত্র আপনে পরান বিশ্বম্ভর ॥ ১৮৯৮
দেখি' এ চরিত্র আই হাসে মনে মনে।
নিত্যানন্দে বিশ্বরূপ-পুত্রসম জানে ॥ ১৮৯৯
নিত্যানন্দে দিল চারি সন্দেশ খাইতে।
খাইল সন্দেশ মহা-কৌতুক তাহাতে ॥ ১৯০০

নিত্যানন্দ-ভাবাবেশ বুঝনে না যায়।
প্রভু-সহ কত কথা রহিয়া এথায় ॥ ১৯০১
শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীকৌপীন একখানি।
চাহিয়া নিলেন গৌরচন্দ্র গুণমণি ॥ ১৯০২
সে কৌপীন খণ্ড খণ্ড করি' গৌররায়।
দিলেন সভারে, সভে ধরিল মাথায় ॥ ১৯০৩
শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমে বিহ্বল হইয়া।
নিত্যানন্দ-পাদোদক সভে খাওয়াইলা ॥ ১৯০৪
কৌপীন-ধারণ আর পাদোদক-পানে।
যে প্রেমবিহ্বল তা' কহিতে কেবা জানে ॥ ১৯০৫
সঙ্কীর্তন-সুখের সমুদ্র উথলিল।
গণসহ প্রভু নৃত্যে বিহ্বল হইল ॥ ১৯০৬

গীতে যথা — দেশপাল

নৃত্যত গৌরচন্দ্র জনরঞ্জন,
নিত্যানন্দ বিপদভয়-ভঞ্জন।
কঞ্জনয়ন জিতি নব নব খঞ্জন,
চাহনি মনমথ-গরব হরে।
ঝলকত দুঁহু তনু, কনক ধরাধর,
নটন ঘটন পগু, ধরত ধরণীপর,
হাস মিলিত মুখ লসত সুধাকর,
উচরি' বচন জনু অমিয় ঝরে ॥ ১৯০৭
শোভা নিরুপম, ভনতর আয়ত,
বেষ্টিত পরিকরগণ গুণগণ গায়ত,
মধুর মধুর মৃদু মর্দ্দল বায়ত,
ধাধা ধিগি ধিগি ধিকট ধিলঙ্গ।
গণসহ সুরগণ গগন-পন্থগত,
ঘন ঘন সঘন কুসুমবর বরষত
জয় জয় জয় ধ্বনি ভুবন বিয়াপত,
নরহরি কহব কি প্রেমতরঙ্গ ॥ ১৯০৮

পুনঃ কামোদ

অজু কি আনন্দ সঙ্কীর্তনে।
নাচে গৌর নিত্যানন্দ পরম আনন্দ-কন্দ,
প্রিয় পারিষদবৃন্দ সনে ॥ ১৯০৯
নাচে বোলে ভাল ভাল, বাজে খোল করতাল
সভে মহা বিহ্বল প্রেমায়।
নদীর প্রবাহ পারা সভার নয়নে ধারা,
কেহ কেহ পড়ে কারু গায় ॥ ১৯১০
কেহ বা পুলকভরে হুঙ্কার গর্জন করে,
কাঁপে কেহ থির হৈতে নারে।
কেহো কারু পানে চায় দুই বাহু পসারিয়া,
কোলে করি' ছাড়িতে না পারে ॥ ১৯১১
কেহো কারু পায় ধরে পদধূলি লয় শিরে,
কেহ ভূমে গড়াগড়ি যায়।
প্রভু ভৃত্য এক রীতি দেখি নরহরি অতি,
আনন্দে প্রভুর গুণ গায় ॥ ১৯১২
যখন যে প্রভুর আবেশ ভক্ত-মেলে।
তখন সেরূপ ক্রীড়া করে কুতূহলে ॥ ১৯১৩
একদিন প্রভু একা বসি' দিব্যাসনে।
সকরুণ-নেত্রে নিরখিয়ে চারিপানে। ১৯১৪
প্রিয় নিত্যানন্দ হরিদাসে কহে যাহ।
—"শ্রীকৃষ্ণ ভক্তিতে আজ্ঞা সর্ব্বত্র জানাহ" ॥ ১৯১৫
প্রভু-আজ্ঞা লৈয়া দোঁহে গেলা এই পথে।
দোঁহার আনন্দ যত কে পারে কহিতে ॥ ১৯১৬
সর্বত্রই কহিয়া তা' প্রভুরে জানাইলা।
সভাসহ প্রভু দাস্যে উদ্ধারিয়া নিলা ॥ ১৯১৭
স্বগণে বেষ্টিত প্রভু বসিলা এথাই।
স্তুতি কৈল দস্যু দুই—জগাই মাধাই ॥ ১৯১৮
জগাই-মাধাই দুই জনে দেখিবারে।
বিষ্ণুপ্রিয়া সহ আই বৈসে এই ঘরে ॥ ১৯১৯

কহে শ্রীনিবাস, গৌরচন্দ্র এই খানে।
সভাসহ বিহ্বল নাচয়ে সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৯২০

গীত যথা ধানশী

নাচে শচীর দুলাল রঙ্গে।
অদ্বৈত নিতাই, গদাধর শ্রীবাসাদি পরিকর
সঙ্গে ॥১৯২১
অঙ্গ ভঙ্গি কি মধুর ছাঁদে।
পদভরে মহি করে টলমল
কে তাহে ধৈরয বান্ধে ॥১৯২২
নানা তালে দিয়া করতালি।
গোবিন্দ মাধব বাসু যশ গায়
চৌদিগে শোভয়ে ভালি ॥১৯২৩
গোরাচাঁদ মুখে হরিবোলে।
জগাই মাধাই দোঁহে হেরি বাহু
পসারি করয়ে কোলে ॥১৮২৪
গোরাচান্দের পরশ পায়া।
জগাই মাধাই নাচে ভুজ তুলি
ভাবেতে বিহ্বল হৈয়া ॥১৯২৫
দোঁহে লোটায় ধরণীতলে।
কাঁপে তনু অনু পম পুলকিত
তিতয়ে আঁখের জলে ॥১৯২৬
গোরা করুণা প্রকাশ দেখি।
নাচে সুরগন গগনেতে রহি
সঘনে জুড়ায় আঁখি ॥১৯২৭
কে না ধায় সে করুণা আশে।
জয় জয় ধ্বনি অবনি ভরাল
ভণে ঘনশ্যাম দাসে ॥১৯২৮
প্রভু নৃত্য দেখি সবে হৈলা বিমোহিত।
বধূ সহ আই দেখি হৈলা উল্লাসিত ॥১৯২৯

সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু লৈয়া পরিকরে।
গঙ্গায় করিয়া জল ক্রীড়া আইলা ঘরে ॥১৯৩০
চরণ পাখলী তুলসীরে প্রণমিয়া।
ভুঞ্জে বিষ্ণু প্রসাদান্ন এ ঘরে বসিয়া ॥১৯৩১
ভক্ষণাদি সারি এথা করিলা শয়ন।
অলক্ষিত আসিয়া সেবিল দেবগন ॥১৯৩২
প্রভুর এ লীলা বা বুঝিব কোন জনে।
দেখিলু যে সব তা সদাই জাগে মনে ॥১৯৩৩
একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের বাড়ী গেলা।
তার শাশুরীরে কৃপা করি ঘরে আইলা ॥১৯৩৪
একদিন প্রভু এই পথে গনসনে।
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে চলে নগর ভ্রমনে ॥১৯৩৫
নগর ভ্রমিয়া প্রভু উল্লাস হিয়ায়।
গণসহ গৃহে আসি বৈসয়ে এথায় ॥১৯৩৬
কে বুঝে চরিত্র প্রভু কহে সর্বজনে।
প্রেমশূন্য দেহত্যাগ করিব এখানে ॥১৯৩৭
ইহা বলি গঙ্গায় পড়য়ে ঝাঁপ দিয়া।
নিত্যানন্দ হরিদাস আনয়ে তুলিয়া ॥১৯৩৮
ইথে যে কৌতুক তাহা কে কহিতে পারে।
সঙ্কীর্ত্তন সুখে প্রভু সদাই বিহরে ॥১৯৩৯
এই দেখ বাড়ীর নিকট রম্য স্থানে।
হইলেন পরম বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে ॥১৯৪০

গীতে যথা—বঙ্গাল

নাচত গৌরচন্দ্র গুণধাম
ঝলকত অঙ্গ কিরণে মন রঞ্জন
কনক মেরু দূরে দামিনী দাম ॥ ধ্রু
বন্ধুর বদন মদন মদ মঞ্জন
মধুরিম হাসে সুধাকি ঝরিঝরি।

শ্রুতিজিতি তরুণ অরুন মণিকুণ্ডল
টলমল নয়নযুগল ছবি ভারি ॥১৯৪২

চাঁচর চিকন কেশ কুসুমাঙ্কিত
চপল চারু উরে মণ্ডিত মাল ।
অভিনব বাহু ভঙ্গিভর নিরুপম
ধরত চরণতলে সুললিত তাল ॥১৯৪৩

পঁহু চলু পাশ লসত প্রিয়পরিকর
গায়ত মধুর রাগ রস মাতি ।
উলসিত সকল ভুবন ভন নরহরি
বায়ত খোল খমক বহু ভাতি ॥১৯৪৪

পুনর্বেলাবলী

নাচত গৌরচন্দ্র নটভুপ ।
মনমথ লাখ গরব ভয় ভঞ্জন
অখিল ভুবন জনরঞ্জন রূপ ॥ধ্রু

অবিরত অতুল ভাবভরে গরগর
গরজত অতি অদ্ভুত রুচিকারী ।
মঙ্গলময়পদ ধরত ধরণীপর
করত ভঙ্গি ভুজযুগল পসারি ॥১৯৪৬

হাসত মধুর অধর মৃদু লাবনী
শরদ চান্দ জিনি বদন বিলাস ।
টলমল অরুন কমলদল লোচন
কোনে করয় কত রস পরকাশ ১৯৪৭

গায়ত মধুর ভকতগন নব নব
কিনর নিকর দরপ করু চুর ।
উথলল প্রেম সিন্ধু মহী ভাসল
নরহরি কুমতি পরশ রহু দূর ॥১৯৪৮

সঙ্কীর্ত্তনাবেশে এথা শচীর তনয় ।
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানে ডাকি কয় ॥১৯৪৯

আজি চন্দ্রশেখরাচার্য্যের গৃহে গিয়া ।
লক্ষ্মী আদি বেশেতে নাচিব সবে লৈয়া ॥১৯৫০

শঙ্খ শাড়ী কাঁচুলী স্বর্ণাদি অলঙ্কার ।
যোগ্য যোগ্য বেশ সজ্জ করহ সভার ॥১৯৭১

এত কহি গৌরচন্দ্র প্রিয়গণ সনে ।
এই পথে গেলা চন্দ্রশেখর ভবনে ॥১৮৫২

তথা নানা বেশে নৃত্য করি বিশ্বম্ভর ।
এথা আসি বসিলা বেষ্টিত পরিকর ॥ ১৯৫৩

শ্রীগৌরচন্দ্রের রঙ্গ কে বুঝিতে পারে ।
ভক্তসঙ্গে বিহরয়ে বিবিধ প্রকারে ॥ ১৯৫৪

অদ্বৈতেরে গুরুভক্তি করে গৌররায় ।
তাহাতে অদ্বৈতাচার্য্য মহাদুঃখ পায় ॥ ১৯৫৫

অদ্বৈতের মনে হৈল ঐছে কার্য্য করি ।
যাতে মোর শাস্তি প্রভু করে চুলে ধরি ॥১৯৫৬

এত বিচারিয়া হরিদাসে লৈয়া সঙ্গে ।
কোন ছলে বিদায় হইয়া চলে রঙ্গে ॥ ১৯৫৭

প্রভু ক্রোধ জন্মাইতে উপায় সৃজিল ।
ভক্তি ছাড়ি জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা আরম্ভিল ॥ ১৯৫৮

নিজ গৃহে বসি দিব্য পীড়ার উপরে ।
মহাদর্পে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বুঝায় সবারে ॥ ১৯৫৮

অদ্বৈতাচার্য্যের ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলে ।
পরস্পর কহে কত রহিয়া বিরলে ॥ ১৯৬০

সীতাদেবী শ্রীঠাকুরাণীর প্রতি কয় ।
না বুঝিয়ে এথা কোন রঙ্গ প্রকাশয় ॥ ১৯৬১

অবশ্য হইব এথা প্রভুর গমন ।
এত কহি করয়ে সামগ্রী আয়োজন ॥ ১৯৬২

সকল জানয়ে অন্তর্যামী গৌরচন্দ্র ।
এইখানে বসিয়া হাসয়ে মন্দ মন্দ ॥ ১৯৬৩

অদ্বৈতসঙ্কল্পসিদ্ধি করিবার তরে ।
নগরভ্রমন ছলে চলে শান্তিপুরে ॥ ১৯৬৪

সঙ্গে নিত্যানন্দ গতি অদ্ভুত দোঁহার।
দেখি সে মাধুর্য্য ধৈর্য্য ধরে শঙ্কর ॥ ১৯৬৫
ললিতপুরেতে কৃপা করি সন্ন্যাসীরে।
গঙ্গাপথে দোঁহে শীঘ্র গেলা শান্তিপুরে ॥ ১৯৬৬
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু গমন জানিয়া।
জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বাখানে অধিক মত্ত হৈয়া ॥ ১৯৬৭
অদ্বৈত আলয়ে প্রভু করিলা গমন।
অচ্যুতানন্দাদি বন্দে প্রভুর চরণ ॥ ১৯৬৮
সবা প্রতি শুভদৃষ্টি করি গৌরচন্দ্র।
অদ্বৈত সম্মুখে গেলা সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥১৯৬৯
প্রভু ক্রোধে অদ্বৈত আচার্য্যে জিজ্ঞাসয়।
—জ্ঞান ভক্তি হৈতে শ্রেষ্ঠ কহ কেবা হয় ?১৯৭০
—সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান হয় অদ্বৈত কহিলা।
শুনি মহাক্রোধে প্রভু বাহ্য পাসরিলা ॥১৯৭১
মহাবলবান প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
লম্ফ দিয়া উঠে শীঘ্র পীড়ার উপর ॥১৯৭২
অদ্বৈতের চুলে ধরি পাড়ে উঠানেতে।
অদ্বৈতে কিলায় সুকোমল দুই হাতে ॥ ১৯৭৩
সর্ব্বগুণ-জ্ঞাতা সীতা জগত-জননী।
ব্যগ্রতা করয়ে কত কহে মৃদু বাণী ॥ ১৯৭৪
হরিদাস ত্রাসেতে রহয়ে একপাশে।
নিত্যানন্দ রঙ্গে অতি মন্দ মন্দ হাসে ॥ ১৯৭৫
প্রভু ক্রোধে গর্জ্জিয়া ঐশ্বর্য প্রকাশিল।
শাস্তি পাই অদ্বৈতের আনন্দ বাড়িল ॥ ১৯৭৬
হাতে তালি দিয়া নাচে শ্রীঅদ্বৈত রায়।
প্রভুর চরণ-ধূলি করয়ে মাথায় ॥ ১৯৭৭
অদ্বৈত কহিল কত—শুনি' গৌরহরি।
করয়ে ক্রন্দন অদ্বৈতেরে কোলে করি' ॥ ১৯৭৮
নিত্যানন্দ হরিদাস করয়ে ক্রন্দন।
কান্দয়ে অদ্বৈত সীতা আদি প্রিয়গণ ॥ ১৯৭৯

অদ্বৈত-তনয় শ্রীঅচ্যুতানন্দ কান্দে।
অদ্বৈত ভবনে কেহো থির নাহি বান্ধে ॥ ১৯৮০
অদ্বৈত করিলা স্তুতি, প্রভু বর দিল।
মহা জয় জয় ধ্বনি ভুবন ভরিল ॥ ১৯৮১
অদ্বৈতের গৃহে হৈল প্রভুর ভোজন।
চড়াইলা অন্ন পদ্মাবতীর নন্দন ॥ ১৯৮২
কিছুদিন রহি' প্রভু অদ্বৈত ভবনে।
নবদ্বীপে আসে মহা উল্লসিত মনে ॥ ১৯৮৩
জ্ঞানযোগ প্রসঙ্গে কহিয়ে কিছু আর।
অদ্বৈত অন্তর বুঝে ঐছে শক্তি কা'র ॥ ১৯৮৪
অদ্বৈতাচার্য্যের শাখা—শঙ্কর নামেতে।
জ্ঞান-পক্ষে তাঁ'র নিষ্ঠা হৈল ভালমতে ॥ ১৯৮৫
অদ্বৈত শঙ্কর প্রতি কহে বারে বারে।
—"মনোরথসিদ্ধি মুই কৈলু এ প্রকারে ॥ ১৯৮৬
ছাড় ছাড় ওরে রে পাগল! নষ্ট হৈলা।"
তেঁহো না ছাড়ে তারে অদ্বৈত ত্যাগ কৈলা ॥১৯৮৭
মহাবহির্ম্মুখ বীজ করিল রোপণ।
ক্রমে বৃদ্ধ হইব জানিল বিজ্ঞগণ ॥ ১৯৮৮
নিত্যানন্দাদ্বৈত, হরিদাস প্রভুসঙ্গে।
শান্তিপুর হৈতে নদীয়ায় আইলা রঙ্গে ॥ ১৯৮৯
নিজ গৃহে আসি, প্রভু বসিলা এথায়।
প্রভুকে দেখিতে লোক চতুর্দ্দিকে ধায় ॥ ১৯৯০
শ্রীবাস, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর আদি যত।
হইলেন সবে সঙ্কীর্ত্তনে উনমত ॥ ১৯৯১
সংকীর্ত্তন-সুখের সমুদ্রে প্রভু ভাসে।
এই পথ দিয়া গেল শ্রীবাস-আবাসে ॥ ১৯৯২
শ্রীবাসের ঘরে সুখ প্রকাশি' আসিয়া।
মুরারির ঘরে গেলা এই পথ দিয়া ॥ ১৯৯৩
তথা হৈতে আসি' এথা বৈসে বিশ্বম্ভর।
চতুর্দ্দিকে শোভয়ে সকল পরিকর ॥ ১৯৯৪

অদ্ভুত ভঙ্গিতে প্রভু কহে প্রিয়গণে।
অপরাধ কৈলা মাতা অদ্বৈতের স্থানে ॥ ১৯৯৫
—"যদি তাঁর পদধূলি ধরেন মাথায়।
তবে তাঁর স্থানে তাঁর অপরাধ যায়" ॥ ১৯৯৬
এত কহি ভক্তিযোগ করয়ে প্রকাশ।
আইর যে অপরাধ শুন শ্রীনিবাস ॥ ১৯৯৭
—"বিশ্বরূপ বৈসে সদা অদ্বৈত-সভায়।
করিলা সন্ন্যাস তেঁহো আপন ইচ্ছায় ॥ ১৯৯৮
পুত্রের বিচ্ছেদে আই ব্যাকুল হইয়া।
মনে বিচারয়ে এথা কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ১৯৯৯
অদ্বৈত গোসাঞির দয়া মাত্র নাই চিতে।
বিশ্বরূপে বাহির করিল ঘর হৈতে ॥ ২০০০
এ পুত্রেও স্থির হৈতে না দেন আচার্য্য।
মহাবিজ্ঞ হইয়া করেন হেন কার্য্য ॥ ২০০১
আচার্য গোসাঞি মোর দুই পুত্র নিল।"
এত মনে করিতেই ভয় উপজিল ॥ ২০০২
এই অপরাধ মাত্র করিলেন আই।
ইহা শুনি' অদ্বৈত আইলা এই ঠাঁই ॥ ২০০৩
শ্রীশচীমায়ের কহি' মহিমা অপার।
হইলা মূর্চ্ছিত প্রেমে কুবের-কুমার ॥ ২০০৪
সময় বুঝিয়া আই এথায় আইলা।
অদ্বৈত-চরণ-ধূলি মস্তকে ধরিলা ॥ ২০০৫
হইলেন হর্ষ গৌরচন্দ্র ভগবান্।
জননীর লক্ষ্যে অঙ্গে কৈল সাবধান ॥ ২০০৬
প্রেমভক্তিরত্ন-দাতা শচীর তনয়।
নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিলসয় ॥ ২০০৭
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু আপনা না জানে।
এই পথে চলিলেন নগর-ভ্রমণে ২০০৮
নগর-ভ্রমণে মহারঙ্গ প্রকাশিয়া।
গণসহ এথা প্রভু বৈসে হর্ষ হৈয়া ॥ ২০০৯
ব্রজের বিলাস সদা উথলে হিয়ায়।
সুমধুরস্বরে মুকুন্দাদি তাহা গায় ॥ ২০১০
নিজগুণ শুনিতে প্রভুর বড় সাধ।
কে বুঝিতে পারে চারু চরিত্র অগাধ ॥ ২০১১
প্রভুর ইঙ্গিতে গদাধর এইখানে।
রচয়ে প্রভুর বেশ পুষ্পের ভূষণে ২০১২
দাস গদাধর প্রভুপ্রিয় নরহরি।
বেশের সামগ্রী সব দেন সজ্জ করি ॥ ২০১৩
ভুবনমোহন বেশ রচিল প্রভুর।
যে বারেক দেখে তাঁর ধৈর্য যায় দূর ॥ ২০১৪
বেশের সুষমা যে উপমা নাই তার।
মূরুছয়ে কামকোটি অঙ্গের ছটায় ॥ ২০১৫
প্রভুপ্রিয়গণ চাহি চান্দমুখ-পানে।
যেরূপ হইলা তা কহিতে কেবা জানে ॥ ২০১৬
আপনি নিছয়ে ভাব আবেশ সবার।
করে আরাত্রিক, সুখ শোভা নাই পার ॥ ২০১৭

গীতে যথা—গৌরী

জয় জয় আরতি গৌরকিশোরন।
লসত সিংহাসনে জনু কনকাচল
ডগমগ জগত যুবতী চিত চোর ॥ ধ্রু ॥ ২০১৮
শ্রীঅদ্বৈত প্রেমভরে গরগর আরতি
করু নিজ নাথে নেহারি।
মণিগণ জটিত সু— কনক থারি পর
দমকত দীপ দুরিত তমহারি ॥ ২০১৯
দক্ষিণ ভাগে ভাঁতি রীতি অদ্ভুত
নিত্যানন্দচন্দ্র রসভোর।
বামে গদাধর সরস ভঙ্গি তহি
কোউ ধরত নব ছত্র উজোর ॥ ২০২০

শ্রীনিবাস বর যত কুসুমাবলী
চামর করু নরহরি অনিবার।
শুক্লাম্বর বর চরচত চন্দন
গুপ্তমুরারি করত জয়কার ॥ ২০২১
মাধব বাসু ঘোষ পুরুষোত্তম
বিজয় মুকুন্দ আদি গুণি ভূপ।
গায়ত মধুর রাগ শ্রুতি মুরছন
গ্রাম সপ্ত স্বর ভেদ অনুপ ২০২২
বাজত মুরজ মৃদঙ্গ চঙ্গড়ক
বীণ বিষাণ, বেণু চলু ওর।
ঘন ঘন ঘণ্ট ঝমকত ঝাঁঝরী
ঝন ন ন ঝাঁজ গরজে ঘন ঘোর ॥ ২০২৩
নাচত পরম হরষ বক্রেশ্বর
সরস ভাঁতি গতি নটক সুঠার।
উঘটত ধিকট ধিকট ধিধি কট
তত থৈ থৈ থৈ তি বিবিধ পরকার ॥ ২০২৪
বিবশ পুরুব রসে রসিক গদাধর
শ্রীধর, গৌরীদাস হরিদাস।
কো বিরচব সব ভকত মত্ত অতি
নিরখি গৌরমুখ মধুরিম হাস ॥ ২০২৫
সুরগন গগনে মগন গণসহ
সুরপতি কত যতনে করত পরিহার।
পার্বতীপতি চতুরানন পুলকিত
ঝর ঝর নয়নে ঝরত জলধার ॥ ২০২৬
ত্রিভুবন উলস শেষ যশ বরণত
স্তুতি করু মুনি নব নাম উচারি।
নরহরি পহু ব্রজ ভূষণ রসময়
নদীয়াপুর পরমানন্দকারী ॥ ২০২৭
পরম মঙ্গল আরাত্রিক সন্দর্শনে।
হৈল সবে বিহ্বল আপনা নাহি জানে ॥ ২০২৮

নানা ভক্ষ দ্রব্য লৈয়া প্রভুরে ভুঞ্জায়।
ভুঞ্জয়ে কৌতুকে সবে প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ২০২৯
হইল অনেক রাত্রি দেখি সর্বজন।
নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা শয়ন ॥ ১০৩০
শুইবেন গৌরচন্দ্র জানি গদাধর।
রচিলেন শয্যা সুকোমল মনোহর ॥ ২০৩১
শুইতে চলেন প্রভু হৈয়া উল্লসিত।
গদাই রচিত মালা চন্দনে ভূষিত ॥ ২০৩২
এই ঘরে শয়ন করিলা বিশ্বম্ভর।
শুইলেন নিকটে পণ্ডিত গদাধর ॥ ২০২৩
দুঁহু বাক্যামৃত পানে দোঁহে মগ্ন হৈলা।
কে বুঝিতে পারে গৌর গদাধর লীলা ॥ ২০৩৪
প্রভাতে জাগিয়া গদাধর হর্ষমনে।
করয়ে যে কার্য্য তা বর্ণয়ে বিজ্ঞগণে ॥ ২০৩৫

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয় প্রক্রমে—
গদাধরো মহাপ্রাজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ সৎকুলোদ্ভবঃ।
প্রেমভক্তশ্চ তৎপাদসন্নিকর্ষেঽভিতিষ্ঠতি ॥ ১০৩৬
তেন সার্দ্ধং রজন্যাং স তিষ্ঠন্নুচে শুভাক্ষরম্।
দাতব্যং ভবতা প্রাতর্বৈষ্ণবেভ্যঃ প্রসাদকম্ ॥২০৩৭
ইত্যুক্ত্বা গাত্রমাল্যানি দদৌ তস্মৈ স্বয়ং হরিঃ।
ততঃ প্রভাতে বিমলে তে সর্বে সমুপাগতাঃ ॥২০৩৮
যস্মৈ যস্মৈ চ যদ্দত্তং তত্তস্মৈ সম্প্রদত্তবান্।
ততস্তে হৃষ্টমনসঃ স্নাত্বা সুরনদীজলে ॥ ২০৩৯
পূজয়িত্বা জগন্নাথং নৈবেদ্যং বিনিযুজ্য চ।
পুনস্তং দেবদেবেশমাজগ্মুর্ম্মুদিতাশয়াঃ ॥ ২০৪০
গদাধরঃ প্রত্যহং তং চন্দনেনানুলেপনম্।
কৃত্বা মাল্যাদি গাত্রেষু দদাতি সততং মুদা ॥ ২০৪১
শয়নীয়ে গৃহে শয্যাং কৃত্বা তৎসন্নিধৌ সুখম।
স্বপিতি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ শৃণ্বংস্তস্যামৃতং বচঃ ॥ ২০৪২

তথা চ শ্রীচৈতন্যচরিতমহাকাব্যে –

স তু গদাধর পণ্ডিতঃ সত্তমঃ
সততমস্য সমীপসুসঙ্গতঃ।
অনুদিনং ভজতে নিজজীবিত-
প্রিয়তমং তমতিস্পৃহয়া যুতঃ॥ ২০৪৩

নিশি তদীয়সমীপগতঃ স্থিরঃ
শয়নমুৎসুক এব করোতি সঃ।
বিহরণামৃতমস্য নিরন্তরং
তদুপভুক্তমনেন নিরন্তরম্॥ ২০৪৪

ওহে শ্রীনিবাস, প্রভু রজনী-বিহানে।
বিলসে পরমানন্দে ভক্তগোষ্ঠী-সনে॥ ২০৪৫
এথা দিব্যাসনে বৈসে প্রভু গৌররায়।
করিতে দর্শন নগরিয়া লোক ধায়॥ ২০৪৬
প্রভু-পাশে আসি' প্রণময়ে বারবার।
প্রভু কহে—"কৃষ্ণে ভক্তি হউক সভার"॥ ২০৪৭
সভা প্রতি করি' প্রভু করুণা অশেষ।
হরিনাম মহামন্ত্র করে উপদেশ॥ ২০৪৮
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"॥ ২০৪৯
পুনঃ প্রভু কহে ভাই নির্ব্বন্ধ করিয়া।
"হরিনাম জপ সভে কর ঘরে গিয়া॥ ২০৫০
হইব সকল সিদ্ধি মন্ত্রের প্রতাপে।
পাইবা পরমানন্দ এই মন্ত্রজপে"॥ ২০৫১
পুনঃ দন্তে তৃণ ধরি' কহে সবা প্রতি।
—"করিবে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন দিবারাতি"॥ ২০৫২
ঐছে শ্রীমুখের উপদেশ সভে পাই।
প্রণমিয়া মন্ত্র জপ করে ঘরে যাই'॥ ২০৫৩
প্রভুর আজ্ঞায় সবে উল্লাস অন্তরে।
সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলা ঘরে ঘরে॥ ২০৫৪
কাজি দুষ্ট কীর্ত্তন সহিতে নারে কভু।
করিল কীর্ত্তন বাদ শুনিলেন প্রভু॥ ২০৫৫
শুনি' মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া গৌরহরি।
আপনার তত্ত্ব প্রকাশয়ে দর্প করি'॥ ২০৫৬
ঘন ঘন হুঙ্কার করয়ে মহারঙ্গে।
নগরকীর্ত্তনে প্রভু সাজে গণসঙ্গে॥ ২০৫৭
হইল সর্ব্বত্র ধ্বনি—"শচীর নন্দন।
নগরে নগরে আজি করিব কীর্ত্তন"॥ ২০৫৮

সৎকুলোদ্ভব, ব্রাহ্মণ, মহাপ্রাজ্ঞ প্রেমভক্ত গদাধর তাঁহার পাদসমীপে সর্ব্বদা অবস্থান করিতেন॥২০৩৬

একদা গদাধর সহ রাত্রি যাপন কালে শ্রীমন্মহাপ্রভু এই মাল্যগুলি বৈষ্ণবদিগকে প্রভাতে বিতরন করিবে। এই মঙ্গল প্রদায়ক বাক্য বলিয়া স্বহস্তে স্বীয় গাত্র মাল্য অর্পন করিলেন। অনন্তর নির্মল প্রভাতে তথায় বৈষ্ণবগন সমাগত হইলে গদাধর প্রভু যার যার জন্য নির্দিষ্ট মালা তাঁহাদের প্রদান করিলেন। তারপর বৈষ্ণবগন হৃষ্টমনে গঙ্গায় স্নান করতঃ ইষ্টদেবের পূজা করিয়া নৈবেদ্যাদি অর্পনান্তে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে পুনরাগমন করিলেন। গদাধর প্রতিদিন প্রভুর অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া সতত গাত্রে মাল্য প্রদান করেন। শয়ন মন্দিরে তাঁহার নিকট আনন্দ শয্যা রচনা করিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তাঁহার অমৃতময় বাক্য শ্রবন করিতে করিতে নিদ্রিত হইতেন॥২০৩৭-২০৪২

ভাগবত শ্রেষ্ঠ গদাধর পণ্ডিত সর্ব্বদা তাঁহার সমীপে অবস্থান করিয়া অতি আগ্রহের সহিত প্রানাধিক প্রিয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন। তিনি রাত্রিতে অত্যাগ্রহে প্রভুর সমীপে শয়ন করিতেন এবং তাঁহার সহিত ক্রীড়াকৌতুক ও ভোজনাদি করিতেন॥২০৪৩-২০৪৪

নগরিয়া লোকে আজ্ঞা কৈল গৌররায়।
"গোধূলি-সময়ে সবে আসিবে এথা'য়" ॥ ২০৫৯
নগরিয়া লোক মহাপ্রফুল্ল হৃদয়।
সাজিয়া আইলা এথা শোভা অতিশয় ॥ ২০৬০
লোকের নাহিক অন্ত ওহে শ্রীনিবাস।
জয় জয় শব্দ ব্যাপি' এ ভূমি আকাশ ॥ ২০৬১
শ্রীগৌরসুন্দর মহা উল্লসিত-মনে।
আগে সঙ্কীর্ত্তনারম্ভ কৈল এইখানে ॥ ২০৬২
ভুবনমোহন-বেশে নাচে গৌরচন্দ্র।
বামে গদাধর সে দক্ষিণে নিত্যানন্দ ॥ ২০৬৩
অদ্বৈত, শ্রীবাস, হরিদাস, বক্রেশ্বর।
নরহরি দাস, গদাধর' দামোদর ॥ ২০৬৪
মুরারি, মুকুন্দ, বাসু, গোবিন্দাদি যত।
সবে নাচে গায় শোভা কে কহিবে কত ॥ ২০৬৫
এথা মহাবিহ্বল হইয়া সংকীর্ত্তনে।
করিলা সম্প্রদাবদ্ধ গৌরাঙ্গ আপনে ॥ ২০৬৬
প্রভুর আদেশে হর্ষ শ্রীঅদ্বৈতরায়।
এথা হৈতে চলে আগে এক সম্প্রদায় ॥ ১০৬৭
তাঁর নৃত্য গীতে কেউ স্থির নাহি বান্ধে।
কিবা স্ত্রী-বালক সবে ফুকারিয়া কান্দে ॥ ২০৬৮
এথা হৈতে পৃথক্ পৃথক্ সম্প্রদায়।
শ্রীবাসাদি চলে মহারঙ্গে নাচে গায় ॥ ২০৬৯
এক সম্প্রদায় প্রভু শচীর নন্দন।
এই পথে চলে শোভা ভুবন মোহন ॥ ২০৭০
এইখানে আই পুত্রবধূর সহিতে।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা সে শোভা দেখিতে ॥ ২০৭১
প্রকাশে অদ্ভুত লীলা প্রভু গৌররায়।
সবে সংকীর্ত্তনানন্দ-সমুদ্রে ডুবায় ॥ ২০৭২
এক মুখে কি বলিব সে অদ্ভুত কথা।
নগর-কীর্ত্তন করি' প্রভু আইলা এথা ॥ ২০৭৩

এইখানে বৈসয়ে বেষ্টিত সর্ব্বজনে।
হৈল নিশি ভোর কৃষ্ণ চরিত্র কথনে ॥ ২০৭৪
একদিন গৌরচন্দ্র নদীয়া নগরে।
চলয়ে ভ্রমণে বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ॥ ২০৭৫
প্রথমেই এই পথে করিলা গমন।
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত পরম প্রিয়গণ ॥ ২০৭৬
সর্ব্বত্র ভ্রমণ প্রভু করি' মহারঙ্গে।
গৃহে আসি' এথাই বৈসয়ে গণ সঙ্গে ॥ ২০৭৭
ওহে শ্রীনিবাস একদিন এইখানে।
ভুবনমোহন-বেশে নাচে সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ২০৭৮
প্রভুর চরিত্র কেবা বুঝিবারে পারে।
সঙ্কীর্ত্তনে অনুগ্রহ করে যারে তা'রে ॥ ২০৭৯
পুত্র সহ বঙ্গদেশী বিপ্র শুদ্ধাচার।
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, বনমালী নাম তার ॥ ২০৮০
তেঁহো গৌরচন্দ্রে দেখে শ্যামল সুন্দর।
শিরে শিখিপুচ্ছ, পরিধেয় পীতাম্বর ॥ ২০৮১
অধরে স্পর্শয়ে বংশী দেখিয়া বিহ্বল।
—"এই কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলি করে কোলাহল ॥ ২০৮২
কি বলিব বনমালী-বিপ্র ভাগ্যবানে।
দিলেন অমূল্য প্রেমরত্ন এইখানে ॥ ২০৮৩
এথা প্রভু, ভক্তে নাম-মহিমা কহিল।
পড়ুয়া অধম অর্থবাদে দুঃখ দিল ॥ ২০৮৪
গণসহ সচেল করিলা গঙ্গাস্নান।
ভুলিয়াও কভু, না দেখিল মুখ তান ॥ ২০৮৫
একদিন সঙ্কীর্ত্তনানন্দে গৌররায়।
এক আম্রবীজ বঙ্গে রোপিল এথায় ॥ ২০৮৬
সেই ক্ষণে জন্মি' বৃক্ষ ফলিতে লাগিল।
পাড়ি' পক্ব আম্র বহু কৃষ্ণে সমর্পিল ॥ ২০৮৭
নাহিক বল্কল অস্থি অমৃত সোসর।
একফলে পূর্ণ হয় একের উদর ॥ ২০৮৮

ভুঞ্জিল সে ফল প্রভু তাক্তে ভুঞ্জাইলা ।
নিতি বার মাস ফলে, এ অদ্ভুত লীলা ২০৮৯
একদিন এইখানে কীর্ত্তনসময় ।
হৈল মহা মেঘঘটা দেখি লাগি ভয় ॥২০৯০
মন্দিরা লইয়া প্রভু হেথা দাঁড়াইতে ।
মেঘ উড়ি গেল সবে হইলা হর্ষ চিতে ॥ ২০৯১
লোকশিক্ষা লাগি প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
গণসহ মার্জ্জনা করয়ে বিষ্ণুঘর ॥২০৯২

তথাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয় প্রক্রমে—
অথাপরদিনে দেবো ভক্তিং সংশিক্ষয়ন স্বকান ।
দেবলয়ান্ ষযৌ বিপ্রৈঃ সার্দ্ধং সাম্মার্জ্জনী-
করঃ ॥২০৯৩
কুদ্দালং চাংশভাগেষু খটীং কটিবরে বহন ।
নেত্রবস্ত্রকৃতোষ্ণীষো বালসূর্য্যসমপ্রভঃ ॥২০৯৪
আচার্য্যাস্থা মহাত্মানঃ কুদ্দালমার্জ্জনীকরাঃ
কৃষ্ণস্য হিডিপা ভূত্বা দ্বারং দেবালয়স্য তে ॥২০৯৫
ভিত্তিং চ মার্জয়ামাসুঃ সহ কৃষ্ণেন-সদ্গুণাঃ ।
এবম্প্রকারং নৃহরেঃ শিক্ষাং শতসহস্রশঃ ।
ভগবান্ স্বাত্মতন্ত্রোঽপি কারুণ্যেনাভ্যশি-
ক্ষয়ৎ ॥২০৯৬

একদিন গোপী গোপী বোলয়ে এথাই ।
কেহ কাহে কৃষ্ণ কেন না বোলে নিমাই ॥২০৯৭
না বুঝি আশয় পড়ুয়া অধম ।
ঐছে কত কহে শুনি হৈলা রুদ্রসম ॥২০৯৮
ঠেঙ্গা হাতে ধায় প্রভু তাহারে মারিতে ।
পলায় ব্রাহ্মণ মহা ভয় পায় চিতে ॥২০৯৯
এ পড়ুয়া মিলি আর পড়ুয়ার সনে ।
নিন্দয়ে প্রভুরে যার যেবা লয় মনে ॥২১০০
প্রভুর নিন্দায় পড়ুয়ার বুদ্ধিনাশ ।
সুপঠিত বিদ্যা কারু না হয় প্রকাশ ॥২১০১
প্রভুর যে মনে তাহা প্রকাশ না করে ।
গণসহ কীর্ত্তনে বিলাসে নিজ ঘরে ॥২১০২
একদিন কেশবভারতী এথা আইলা ।
তাঁরে নমস্করি নিমন্ত্রিয়া ভিক্ষা দিলা ॥ ২১০৩
না জানিয়ে কি কথা হইল পরস্পরে ।
ভারতী গেলেন শীঘ্র কণ্টকনগরে ॥ ২১০৪
শ্রীবাসের গৃহে গিয়া আসি বিশ্বম্ভর ।
এথাই বৈসয়ে সঙ্গে প্রিয় গদাধর ॥ ২১০৪
স্নান করি বিষ্ণুপূজা করিবারে চলে ।
মুখ বক্ষ বস্ত্র ভিজে নয়নের জলে ॥ ২১০৬
নেত্রধারা নিবারিতে নারে গৌররায় ।
গদাধর বিষ্ণু পূজে প্রভুর আজ্ঞায় ॥ ২১০৭
ব্রজের বিলাসে প্রভু মগ্ন অতিশয় ।
নিরন্তর সেই কথা গদাধর কয় ॥ ২১০৮
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের বিলাস ।
করয়ে সম্পূর্ণ সকলের অভিলাষ ॥ ২১০৯
বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জন্মায় পরিতোষ ।
ঐছে কার্য করে যাতে মায়ের সন্তোষ ॥ ২১১০

অনন্তর একদা নিজভক্তবৃন্দকে ভক্তি শিক্ষা প্রদানের জন্য বিপ্রসহ স্কন্ধভাগে কুদাল, কোটিতে কোমরবন্ধ বস্ত্রখণ্ড মস্তকে বা দ্বারা উষ্ণীষ রচনা করিয়া বালসূর্য্য সমপ্রভাযুক্ত মহাপ্রভু সম্মার্জ্জনী হস্তে দেবালয়ে গমন করিলেন। উত্তম গুনযুক্ত শ্রীঅদ্বৈত প্রমুখ মহাত্মাগন কুদাল ও সম্মার্জনী হস্তে লইয়া হাড়িরূপে মহাপ্রভুর সহিত দেবালয়ের দ্বার ও ভিত্তি মর্জ্জনা করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাময় গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান হইয়াও করুনাবশতঃ এইভাবে অসংখ্যবার বহুপ্রকারে শিক্ষা প্রদান করিয়া ছিলেন। ২০৯৩-২০৯৬

ওহে শ্রীনিবাস, এই প্রভুর ভবনে।
দেখাইল যে যে লীলা কৈল যে যে স্থানে ॥ ২১১১
এ সকল স্থান সন্দর্শনে দুঃখ ক্ষয়।
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি লভ্য হয় ॥ ২১১২
এবে বাটী বহির্ভূত স্থান দেখাইব।
যথা যে বিলাস তাহা কিছু জানাইব ॥ ২১১৩
বাল্যকালাবধি বাটী বহির্ভূত স্থানে।
কৈলা প্রভু অদ্ভুত বিলাস গণসনে ॥ ২১১৪
সে সকল স্থান সন্দর্শন করাইয়া।
পুনঃ এ বাটীতে স্থান দেখাব আসিয়া ॥ ২১১৫
স্থানে যে প্রকার তাহাও জানাইব।
এখনে সে সব কথা কহিতে নারিব ॥ ২১১৬
ঐছে কত কহি প্রভু ভবন হইতে।
চলয়ে ঈশান শ্রীনিবাসাদি সহিতে ॥ ২১১৭
শ্রীনিবাস প্রতি কহে মধুর বচনে।
এথা বাল্যকালে প্রভু খেলে শিশু সনে ॥ ২১১৮
ওহে শ্রীনিবাস এই কদম্বের তলে।
খেলে দিগম্বর প্রভু বালকের মেলে ॥ ২১১৯
প্রভুর অপূর্ব শোভা দেখি শিশুগণ।
প্রভু ঊর্ধ্বমুখে করে বৃক্ষ নিরীক্ষণ ॥ ২১২০
কদম্বের ফুল মাগে যার তার ঠাঁই।
সভে কহে—এবে ফুল না হয় নিমাই ॥ ২১২১
শুনি অর্ধ কান্দনে অদ্ভুত শোভা যেন।
দুই নেত্রে অশ্রুবিন্দু যুক্ত মুক্তা যেন ॥ ২১২২
সভা প্রতি কহে প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে।
পাইবে অবশ্য পুষ্প দেখহ এস্থানে ॥ ২১২৩
কোন ভাগ্যবন্ত বৃক্ষপানে নিরখিতে।
দেখে এক পুষ্প তেঁহ পাড়িল ত্বরিতে ॥ ২১২৪
নিমাইর হাতে পুষ্প দিয়া কোলে কৈল।
সকলের মনে মহা বিস্ময় জন্মিল ॥ ২১২৫
এই বটবৃক্ষতলে পুত্রে কোলে লৈয়া।
ষষ্ঠী পূজে যাই নানা উপহার দিয়া ॥ ২১২৬
এথা ছিল এক নিম্ব বৃক্ষ পুরাতন।
ফলহীন পুষ্পের সৌগন্ধ বিলক্ষণ ॥ ২১২৭
অত্যন্ত নিবিড় ছায়া শোভা অতিশয়।
বৃক্ষতলে কৈল ক্রীড়া অতি মনোহর ॥ ২১২৮
যতদিন গৃহে রহিলেন বিশ্বম্ভর।
বৃক্ষতলে কৈল ক্রীড়া অতি মনোহর ॥ ২১২৯
গৌরীদাস পণ্ডিতেরে প্রভু আজ্ঞা কৈলা।
তেঁহো সেই বৃক্ষে দুই মূর্তি প্রকাশিলা ২১৩০
হইলেন যৈছে দুই প্রভুর প্রকাশ।
সে অতি অদ্ভুত কথা অদ্ভুত বিলাস ॥ ২১৩১
গৌরীদাস পণ্ডিত পরম প্রেমময়।
নিত্যানন্দ চৈতন্যের প্রিয় অতিশয় ॥ ২১৩২
কি বলিব নিমাইচাঁদের ক্রীড়া কথা।
আপনার ইচ্ছায় ফিরয়ে যথা তথা ॥ ২১৩৩
যত উপদ্রব করে বন্ধুবর্গ ঘরে।
সে সব কহিতে সে অনন্ত শক্তি ধরে ॥ ২১৩৪
এই বিপ্রগৃহে একদিন বিশ্বম্ভর।
দুগ্ধ চুরি করি পিয়ে নির্ভয় অন্তর ॥ ২১৩৫
শিকায় দধির ভাণ্ড দেখি বড় সুখ।
ভাণ্ড ছিদ্র করি তার তলে পাতে মুখ ॥ ২১৩৬
করি দধি ভক্ষণ চলয়ে ধীরে ধীরে।
বিপ্র আসি ধরিল নিমাইর বাম করে ॥ ২১৩৭
বিপ্রপদে ধরি প্রভু কহে বারবার।
আর না করিব ইহা দোহাই তোমার ॥ ২১৩৮
শুনি বিপ্র দধি বিন্দুযুক্ত মুখ দেখি।
হইলা বিহ্বল পালটিতে নারে আঁখি ॥ ২১৩৯
নিমাইচান্দেরে বিপ্র কহে বারবার।
প্রতিদিন দধি দুগ্ধ খাইবে আমার ॥ ২১৪০

ঐছে নানা উপদ্রব করে ঘরে ঘরে।
বাঢ়ে সে সভার ক্রোধ উল্লাস অন্তরে॥ ২১৪১
এই পথে ভাগ্যবন্ত চোর দুইজন।
বিশ্বম্ভরে ঘরে রাখি কৈল পলায়ন॥ ২১৪২
এইখানে ধূলা লৈয়া খেলে গৌরহরি।
তাহে যে অদ্ভুত শোভা কহিতে না পরি॥ ২১৪৩
ওহে শ্রীনিবাস দেখ স্থান এ নির্জ্জন।
এথা ছিলা গুপ্তে সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণ॥ ২১৪৪
জগদীশ হিরণ্য বিপ্রের এ আলয়।
যাহার নৈবেদ্য একাদশীতে ভুঞ্জয়॥ ২১৪৫
এথা বসি বিপ্রগণ সুমধুর ভাষে।
নিমাইর চাঞ্চল্যকথা কহয়ে উল্লাসে॥ ২১৪৬
এই দেখ জাহ্নবীর পুলিন সুন্দর।
শিশু সঙ্গে খেলে এথা শচীর কুমার॥ ২১৪৭
যে সকল খেলা কেহ না দেখে না শুনে।
সে সকল খেলা খেলে মহাহর্ষ মনে॥ ২১৪৮
এই পথে মুরারিগুপ্তের আগমন।
জ্ঞান ব্যাখ্যাকালে করে হস্তের চালন॥ ২১৪৯
প্রভু সেইরূপে তারে বিদ্রূপ করয়।
তাঁর গৃহে গেলা তাঁর ভোজন সময়॥ ২১৫০
মুতিলেন তার থালে কহি তত্ত্বজ্ঞান।
এই দেখ মুরারিগুপ্তের বাসস্থান॥ ২১৫১
গঙ্গাতীরে দেখ এ অপূর্ব্ব দেবতায়।
সর্ব্বমনোরথ সিদ্ধি ইহার কৃপায়॥ ২১৫২
গঙ্গাস্নান করি দেবে পূজে কন্যাগণ।
অকস্মাৎ আইলেন শচীর নন্দন॥ ২১৫৩
কন্যাগণ মধ্যে বসি করে নানা রঙ্গ।
সে সব দেখিতে বাঢ়ে সুখের তরঙ্গ॥ ২১৫৪
বল্লভ দুহিতা এথা আইলা আর দিনে।
কি বলিব যে কৌতুক হইল তাঁর সনে॥ ২১৫৫

এই পথে শিশুগণ সঙ্গে বিশ্বম্ভর।
প্রতিদিন খেলিয়া যায়েন নিজ ঘর॥ ২১৫৬
এথাই কলহ করে অন্য শিশুসনে।
সে সভারে জিনিয়ে নিমাইর সঙ্গিগণে॥ ২১৫৭
চঞ্চলের শিরোমণি নিমাইসুন্দর।
চঞ্চল বালকগণ সঙ্গে নিরন্তর ২১৫৮
জাহ্নবীর এই ঘাটে শচীর কুমার।
করে উদ্রব যত লেখা নাই তার॥ ২১৫৯
ব্রাহ্মণ সজ্জন বাহ্যে ক্রোধ যুক্ত হইয়া।
স্নানকালে সে চাঞ্চল্য মিশ্রে কহে গিয়া॥ ২১৬০
বালিকাসকল নিমাইর চঞ্চলতা।
কহে শচীমায়ে গিয়া সে অদ্ভুত কথা॥ ২১৬১
এই বৃক্ষতলে বিশ্বরূপ মহাশয়।
নিমাই মনুষ্য নহে মনে বিচারয়॥ ২১৬২
এথা শ্রীঅদ্বৈত আদি প্রভু প্রিয়গণ।
জীবের কুমতি দেখি করয়ে ক্রন্দন॥ ২১৬৩
বিশ্বরূপ ব্যাখ্যা করে কৃষ্ণভক্তি সার।
শুনিয়া অদ্বৈতদেব করয়ে হুঙ্কার॥ ২১৬৪
বিশ্বরূপে কোলে লইয়া অদ্বৈত নাচয়।
এথা সর্ব্বভক্তের আনন্দ অতিশয়॥ ২১৬৫
এথা বসি কৃষ্ণের চরিত্র সভে কয়।
শুনি নিজ কথা আইলা শচীর তনয়॥ ২১৬৬
দিগম্বর ধুলায় ধুসর সভে দেখি।
হইলা মুগ্ধ কেহ ফিরাইতে নারে আঁখি॥ ২১৬৭
এথা দাঁড়াইয়া বিশ্বম্ভর হর্ষচিতে।
বিশ্বরূপে কহে চল ভোজন করিতে॥ ২১৬৮
এই পথে ধরি বিশ্বরূপের বসন।
ঘরে চলে সে অদ্ভুত ভঙ্গিতে গমন॥ ২১৬৯
বিশ্বম্ভর সঙ্গে বিশ্বরূপ চলি যায়।
বারবার নিমাইচান্দের মুখ চায়॥ ২১৭০

বিশ্বরূপ কথা কি বলিব শ্রীনিবাস।
কিছুদিনে বিশ্বরূপ করিলা সন্ন্যাস ॥ ২১৭০
বিশ্বরূপ লাগি ভক্তগণ এইখানে।
কহিবত ব্যাকুল চলিতে চাহে বনে ॥২১৭২
পাষণ্ডের বাক্য বজ্রাঘাতে ভক্তগণ।
এইখানে বসি মহাদুঃখে নিমগণ ॥২১৭৩
এথা শ্রীঅদ্বৈতদেব গুণের আলয়।
মহাদর্প করি ভক্তগণে প্রবোধয় ॥২১৭৩
এই গৃহে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি।
ধাইয়া আইসে বিশ্বম্ভর তাহা শুনি ॥২১৭৫
সবে কহে কেনে বাপ আইলা হেথায়।
শুনি কহে কিবা কার্যে ডাকিল আমায় ॥২১৭৬
এত কহি শিশু সঙ্গে যায় খেলাইতে।
চিনিতে নারিয়ে তার ইচ্ছামতে ॥২১৭৭
ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এইখানে।
নিমাই পড়েন তা প্রশংসে সর্বজনে ॥২১৭৮
বিশ্বরূপ সন্ন্যাস আশঙ্কা চিত্তে।
বিশ্বম্ভরে পিতা নিষেধিলেন পড়িতে ॥
পড়িতে না পাইয়া নিমাইর দুঃখ মনে।
পুনঃ আরম্ভিলেন ঔদ্ধত্য শিশুসনে ॥২১৮০
এ সকল গৃহে নানা উপদ্রব করে।
ক্রোধ করে কেহ কিছু কহিতে না পারে ॥২১৮১
জগন্নাথ মিশ্র শিষ্টগণের কথায়।
পড়িতে কহেন পুত্রে উল্লাস হিয়ায় ॥২১৮২
পড়য়ে নিমাই প্রিয় শিশুগণ সনে।
করে নানা বিদ্যাচর্চা বসি এইখানে ॥২১৮৩
জগন্নাথ মিশ্র প্রিয়তমের এ ঘর।
নিমাইর যজ্ঞসূত্র কার্যে সে তৎপর ॥২১৮৪
এ গঙ্গাদাস পণ্ডিতের বাড়ী হয়।
ব্যাকরণ পড়ে এথা শচীর তনয় ॥২১৮৫

দিনে দিনে ব্যাকরণে হৈয়া চমৎকার।
ব্যাকরণে করয়ে টিপনী আপনার ॥২১৮৬
কৃষ্ণানন্দ শ্রীকমলাকান্ত মুরারিগুপ্তে।
এথা রহি ফাকি জিজ্ঞাসয়ে হর্ষচিত্তে ॥২১৮৭
বিদ্যারসে মগ্ন হৈয়া শ্রীগৌরসুন্দর।
করয়ে যে ক্রিয়া ব্রহ্মাদির অগোচরে ॥২১৮৮
জাহ্নবী এই ঘাটে শিষ্যগণসঙ্গে।
জলক্রিয়া করি গৃহে চলে মহারঙ্গে ॥২১৮৯
বিষ্ণুপূজা করি তুলসীরে জল দিয়া।
ভুঞ্জিয়া প্রসাদ রহে এথায় আসিয়া ॥২১৯০
শাস্ত্রের প্রসঙ্গ বিনা কিছুই না ভায়।
পরম পণ্ডিত হৈয়া ফিরে নদীয়ায় ॥২১৯১
একদিন মুরারিগুপ্তের এইখানে।
কহে কত তাহে তার ক্রোধ নাহি মনে ॥২১৯২
করে শাস্ত্রচর্চা প্রভু ভৃত্য দুইজন।
অন্যের কা কথা শুনি হর্ষ দেবগণ ॥২১৯৩
রুদ্র অংশ মুরারি আপন নাই জনে।
প্রভুর ব্যাখ্যায় মহানন্দ বাঢে মনে ॥২১৯৪
এই দেখ শ্রীবল্লভ আচার্য্যের ঘর।
যার কন্যা লক্ষ্মী যেহো সর্বাংশে সুন্দর ॥২১৯৫
কহিতে বল্লভ আচার্য ভাগ্যবান।
এইখানে কৈল বিশ্বম্ভরে কন্যাদান ॥২১৯৬
বিবাহের পূর্বে গঙ্গাতীরে এই পথে।
হৈল শ্রীলক্ষ্মীর দেখা বিশ্বম্ভর সাথে ॥২১৯৭
বনমালী আচার্যের এই বাড়ী হয়।
লক্ষ্মীর বিবাহে যার উদযোগাতিশয় ॥২১৯৮
শ্রীলক্ষ্মীরে বিবাহ করিয়া বিশ্বম্ভর।
এই পথে মহারঙ্গে যান নিজ ঘর ॥২১৯৯
এথা বহু লোক বিশ্বম্ভরে প্রশংসয়।
প্রশংসে শচীরে যার এহেন তনয় ॥২২০০

এইখানে রহিয়া প্রভুর ভক্ত যত।
না চিনিয়া নিজ প্রভু শিক্ষা দেন কত ॥২২০১
শ্রীমুকুন্দ পণ্ডিত রহিয়া এইখানে।
পক্ষ প্রতিপক্ষ বহু করে প্রভু সনে ॥২২০২
এথা পাষণ্ডীর বাক্যে ক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥
কহেন অদ্বৈত সবে হুঙ্কার করিয়া ॥২২০৩
কিছুদিন পরে এই নদীর ভিতর ॥
দেখিয়া কৃষ্ণেরে শুনি উল্লাস অন্তর ২২০৪
এই দেখ গোপীনাথ আচার্য্যের ঘর।
মধ্যে মধ্যে এথা আইসেন বিশ্বম্ভর ॥২২০৫
শ্রীঈশ্বরপুরী কিছুদিন এথা ছিলা।
কৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থ এথাই রচিলা ॥২২৬
গদাধর পণ্ডিতে পরম স্নেহ করে।
তাঁর প্রেম চেষ্টা দেখি পড়াইলা তাঁরে ॥২২০৭
বিশ্বম্ভর প্রতি শ্রীপুরীর প্রীতি অতি।
গ্রন্থ পরিশোধন করিতে কহে নিতি ৩২০৯
এইখানে গদাধর পণ্ডিত সহিতে।
হৈল শাস্ত্রচর্চা অতি কৌতুক তাহাতে ॥২২১০
এথা সবে শাস্ত্রচর্চা শুনি বিশ্বম্ভরে।
কৃষ্ণে ভক্তি হৌক বলি আশীর্বাদ করে ॥২২১১
এইখানে শ্রীবাসাদি বৈষ্ণব সবারে।
প্রণমিতে কত শিক্ষা দেন বিশ্বম্ভরে ॥২২১২
এই দেখ মুকুন্দ সঞ্জয় ভবন।
এই শাস্ত্রচর্চা প্রভু করে অনুক্ষণ ॥২২১৩
এথাই বসিয়া বিপ্রগণে সবে কহে।
বায়ু অধিকার হৈল বিশ্বম্ভর দেহে ॥২২১৪
প্রেমভক্তি বিকার তাহা কেহো নাহি জানে।
বায়ু শান্তি হৈল শুনি সবে হর্ষ মনে ॥২২১৫
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিলাস।
সবা সহ করে সদা হাসিয়া সম্ভাষ ॥২২১৬
কেবা না মোহিতে দেখি শচীর নন্দনে ॥
এই পথে চলে প্রভু নগর ভ্রমণে ॥২২১৭
এই তন্তুবায় গৃহে প্রভু বিশ্বম্ভর।
বস্ত্র লইয়া পড়িলেন শোভা মনোহর ॥২২১৮
এই গোপগণ গৃহে পরম কৌতুকে।
দধি দুগ্ধ নবনীত ভুঞ্জে মহাসুখে ॥২২১৯
এই গন্ধ বণিকের ঘরে গৌরহরি।
পরিলেন দিব্য গন্ধ অনুগ্রহ করি ॥২২২০
এই মালাকার ঘরে পাত্রার সঙ্গে।
পরে দিব্যমালা ঝলমল করে অঙ্গে ॥২২২১
এই তাম্বুলীর ঘরে আসি গৌররায়।
তাম্বুল ভক্ষণ করে উল্লাস হিয়ায় ॥২২২২
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র গণসঙ্গে।
নবদ্বীপে ভ্রমন করয়ে মহারঙ্গে ॥২২২৩
পূর্ব্বে মধুপুরে প্রভু করিয়া ভ্রমন।
করিলেন তৃপ্ত ঐছে সকলের মন ॥২২২৪
শঙ্খ বণিকের এই ভবনে আসিয়া।
লইলেন শঙ্খ অতি কৌতুক করিয়া ॥২২২৫
নবদ্বীপ মধ্যে এই সর্ব্বজ্ঞের ঘর।
এথা আইলেন প্রভু শচীর কুমার ॥২২২৬
সুমধুর বাক্যে প্রভু কহে সর্ব্বজ্ঞেরে।
অন্য জন্মে কে ছিলাম কহ দেখি মোরে ॥২২২৭
শুনি জপে সর্ব্বজ্ঞ গোপাল মন্ত্রবরে।
মন্ত্রবলে দেখে বাসুদেবের কুমারে ॥২২২৮
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজ দেখি।
চাহি বিশ্বম্ভর পানে পুনঃ মুদে আঁখি ॥২২২৯
পুনঃ দেখে নন্দের নন্দন বংশীধর।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা দিব্য শ্যামল সুন্দর ॥২২৩০
শ্রীরাম বরাহ নৃসিংহাদি অবতার।
দেখিয়া সর্ব্বজ্ঞ চিত্তে চিন্তে অনিবার ॥২২৩১

প্রভু কহে কহ শুনি সর্ব্বজ্ঞ কহয় ।
কহিব পশ্চাৎ এবে করহ বিজয় ॥২২৩২
শুনি মন্দ মন্দ হাসি শ্রীগৌরসুন্দর ।
আইল এথায় এই শ্রীধরের ঘরের ঘর ॥২২৩৩
শ্রীধরের সঙ্গে প্রভু যত রঙ্গ করে ।
এক মুখে কেহো কহিতে না পারে ॥২২৩৪
নবদ্বীপ ভ্রমন করিয়া বিশ্বম্ভর ।
সদা সহ এই পথে গেলা নিজ ঘর ॥২২৩৫
যুদ্ধকাম লীলা আদি বচনের দূর ।
সে সব কারেন সবে যে ইচ্ছা প্রভুর ॥২২৩৬
এই রাজপথে প্রভু শচীর নন্দন ।
ভুবনমোহন বেশে করয়ে ভ্রমণ ॥ ২২৩৭
অকস্মাৎ শ্রীবাস পণ্ডিত সনে দেখা ।
তাঁর সনে যত কথা নাহি তায় লেখা ॥ ২২৩৮
ওহে শ্রীনিবাস, এথা গৌরচন্দ্র ।
দেখয়ে গঙ্গার শোভা হইয়া আনন্দ ॥ ২২৩৯
চতুর্দিকে শিষ্যবর্গ, শোভা অতিশয় ।
করে শাস্ত্রচর্চা প্রভু সভারে মোহয় ॥ ২২৪০
শিষ্যগণ মধ্যে কেহো প্রভু বিশ্বম্ভরে ।
দিগ্বিজয়ী প্রসঙ্গ কহয় ধীরে ধীরে ॥ ২২৪১
সরস্বতীদেবী বক্তা তাহার জিহ্বায় ।
সর্ব্বত্র করিয়া জয় আইলা নদীয়ায় ॥ ২২৪২
বিদ্যাবলে দিগ্বিজয়ী কাহুকে না গণে ।
হস্তী অশ্ব দোলা বহু লোক তাঁর সনে ॥ ২২৪৩
নবদ্বীপে বড় বড় অধ্যাপকগণ ।
হইল সভার অতি চিন্তাযুক্ত মন ॥ ২২৪৪
শুনি মন্দ মন্দ হাসি কহে বিশ্বম্ভর ।
অহঙ্কার কারু নাহি রাখেন ঈশ্বর ॥ ২২৪৫
দূরে রহি দিগ্বিজয়ী শোভা নিরখিয়া ।
আইলা নিকটে অতি বিস্মিত হইয়া ॥ ২২৪৬
বিশ্বম্ভর অত্যন্ত গৌরব করি পরে ।
কহিলেন গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণিবারে ॥২২৪৭
দিগ্বিজয়ী মহাদর্পে বহু শ্লোক কৈল ।
বিশ্বম্ভর তারে ব্যাখ্যা করিতে কহিল ॥২২৪৮
অতি সে কঠিন শ্লোক কারু গম্য নহে ।
হাসি দিগ্বিজয়ী নিজ শ্লোক অর্থ কহে ॥২২৪৯
শ্লোক অর্থ করি বিপ্র হৈলা অবসর ।
শ্লোক আদি মধ্যে অন্তে দোষে বিশ্বম্ভর ॥২২৫০
দিগ্বিজয়ী পরাভব হইয়া চিন্তয় ।
তথাপি গৌরব রাখে শচীর তনয় ॥২২৫১
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু গৌররায় ।
হেন জ্ঞান হৈল সরস্বতীর কৃপায় ॥২২৫২
দিগ্বিজয়ী প্রভুপদে লইল শরণ ।
যে কৃপা করিল প্রভু না হয় বর্ণন ॥ ২২৫৩
দিগ্বিজয়ী বৈষ্ণব সম্প্রদা-মধ্যে হয় ।
কেশব কাশ্মীর নাম দিয়ে পরিচয় ॥ ২২৫৪
শ্রীনারায়ণের শিষ্য হংস এ প্রচার ।
সনকাদি চতুঃসন হন শিষ্য তাঁর ॥ ২২৫৫
সনকের শিষ্য শ্রীনারদ মহাশয় ।
তাঁর শিষ্য নিম্বাদিত্য গুণের আলয় ॥ ২২৫৬
শ্রীনিম্বাদিত্যের শিষ্যাচার্য শ্রীনিবাস ।
হইল সর্ব্বত্র যাঁর মহিমা প্রকাশ ॥ ২২৫৭
তাঁর শিষ্য বিশ্বাচার্য সর্বাংশে প্রধান ।
তাঁর শ্রীপুরুষোত্তমাচার্য বিদ্বান্ ॥ ২২৫৮
শ্রীবিলাসাচার্য তাঁর শিষ্য মহাধীর ।
তাঁর শিষ্য শ্রীস্বরূপ আচার্য্য গভীর ॥ ২২৫৯
তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমাধবাচার্য বর্য ।
তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীমঙ্গলভদ্রাচার্য ॥ ২২৬০
তাঁর শিষ্য পদ্মাচার্য সর্বত্র বিদিত ।
তাঁর শিষ্য শ্রীশ্যাম আচার্য চারুরীত ॥ ২২৬১

তাঁর প্রিয়শিষ্য হন আচার্য গোপাল।
তাঁর শিষ্য কৃপাচার্য পরম দয়াল ॥ ২২৬২
তাঁর শিষ্য দেবাচার্য গুণের আলয়।
তাঁর শিষ্য শ্রীসুন্দর ভট্ট দয়াময় ॥ ২২৬৩
শ্রীমৎ পদ্মনাভ ভট্ট শিষ্য হন তাঁর।
তাঁর শিষ্য উপেন্দ্র ভট্ট খ্যাতি যাঁর ॥২২৬৪
তাঁর প্রিয় শিষ্য রামচন্দ্র ভট্ট হন।
তাঁর শিষ্য সর্বপ্রিয় শ্রীভট্ট বামন।২২৬৫
তাঁর শিষ্য কৃষ্ণভট্ট পরম সুশান্ত।
তাঁর শিষ্য পদ্মাকর ভট্ট বিদ্যাবন্ত ॥২২৬৬
শ্রীপদ্মাকরের শিষ্য ভট্ট শ্রীশ্রবণ।
তাঁর শিষ্য ভূরিভট্ট চেষ্টা বিলক্ষণ ॥ ২২৬৭
তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য ভট্ট শ্রীমাধব।
তাঁর শিষ্য শ্যামভট্ট মহা অনুভব ॥ ২২৬৮
তাঁর শিষ্য শ্রীগোপাল ভট্ট সুচরিত।
তাঁর শিষ্য বলভদ্র ভট্ট শুদ্ধরীত ॥ ২২৬৯
তাঁর শিষ্য গোপীনাথ ভট্ট সর্বপূজ্য।
তাঁর শিষ্য শ্রীকেশব ভট্ট চেষ্টাশ্চর্য ॥ ২২৭০
তাঁর শিষ্য শ্রীগোকুল ভট্ট মহাধীর।
তাঁর অতি প্রিয় শিষ্য কেশব কাশ্মীর ॥ ২২৭১
সরস্বতীদেবীর করিয়া মন্ত্র জপ।
হৈল সর্ববিদ্যা স্ফূর্তি বাড়িল প্রতাপ ॥ ২২৭২
সর্ব দিগ্বিজয় করি দিগ্বিজয়ী খ্যাতি।
কাশ্মীরদেশস্থ অতি শিষ্ট বিপ্রজাতি ॥ ২২৭৩
অতি শুভক্ষণে নবদ্বীপেতে আইলা।
সর্ব ত্যাগ করি প্রভু আজ্ঞায় চলিলা ॥ ২২৭৪
কেশব কাশ্মীর দিগ্বিজয়ী লজ্জা ইথে।
বর্ণি লীলাভোগ লঘুকেশব নামেতে ॥ ২২৭৫
দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মীর ভাগ্যবন্ত।
ডুবিলেন যে সুখে কহিতে নাই অন্তর ॥ ২২৭৬

নিমাইর স্থানে দিগ্বিজয়ী পরাজয়।
সর্বত্র বিদিত লোকে এযশ ঘোষয় ॥২২৭৭
যেখানে সেখানে মাত্র এই কথা শুনি।
নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি ॥২২৭৮
এই মত নানা রঙ্গ করে গঙ্গাতীরে।
স্বেচ্ছাময় প্রভু এই পথে যান ঘরে ॥২২৭৯
একদিন এই পথে করিতে গমন।
দেখিয়ে সন্ন্যাসী আইসেন বিশজন ॥২২৮০
পরম আদরে সে সকল সন্ন্যাসীরে।
বিবিধ সামগ্রী ভুঞ্জায়েন লৈয়া ঘরে ॥২২৮১
ঐছে সদা সন্ন্যাসীরে করান ভোজন।
সবে মহা বিস্মিত না দেখে উপার্জন ॥২২৮২
বঙ্গদেশে যাইতে প্রভুর ইচ্ছা হৈল।
যাত্রা করি এই বিপ্রগৃহে স্থিতি কৈল ॥২২৮৩
শিষ্যগণ সঙ্গে প্রভু বঙ্গদেশে গিয়া।
শ্রীতপন মিশ্রে দিল কাশী পাঠাইয়া ॥২২৮৪
ধন্য ধন্য করি আইলেন কথো দিনে।
আগুসরি বিপ্রগণ এই পথে আনে ॥২২৮৫
শিষ্য বর্গে বেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর।
সর্বচিত্ত মোহিয়া চলেন নিজ ঘর ॥২২৮৬
এথা বসি বিপ্রগণ অধৈর্য অন্তরে।
লক্ষ্মীর বিয়োগ কহে ধীরে ধীরে ॥২২৮৭
বিশ্বম্ভর আইলেন বঙ্গদেশ হইতে।
গৃহ শূন্য দেখি মহা দুঃখ পাবে চিতে ॥২২৭৮
নিমাই পণ্ডিত মহাপুরুষ যতন।
এত কহি প্রবোধিতে গেলা সর্বজন ॥২২৮৯
একদিন হেথা কেহ স্নান করি আইলা।
না দেখি তিলক করিবারে শিক্ষা দিলা ॥২২৯০
ওহে নিবাস এথা নিমাই রঙ্গেতে।
বঙ্গদেশী লোকে কদর্থেন নানা মতে ॥২২৯১

এথা বিশ্বম্ভর যে যে রঙ্গ পরকাশে।
কহিতে সেসব কথা মুখে না আইসে ॥২২৯২
এই দেখ সনাতন মিশ্রের ভবন।
যেঁহ রাজপণ্ডিত সর্বাংশে বিলক্ষন ॥২২৯৩
সনাতনমিশ্রের দুহিতা বিষ্ণুপ্রিয়া॥
একমুখে কহিতে না প্যারি তাঁর ক্রিয়া ২২৯৪
সনাতন মিশ্র মহা আনন্দিত মনে।
বিশ্বম্ভরে কন্যাদান কৈল এইখানে ॥২২৯৫
দেখ কাশীনাথ পণ্ডিতের বাসস্থান।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিবাহে উদ্যোগ অতি তান ॥২২৯৬
এথা ভক্তগণ মহা দুঃখিত হইয়া।
করেন আক্ষেপ ভক্তসঙ্গ না পাইয়া ॥২২৯৮
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলি ছাড়ে দীর্ঘ্যশ্বাস
হেনকালে আইলেন ঠাকুর হরিদাস ॥১২৯৮
হরিদাস ঠাকুরের অদ্ভুত চরিত্র।
কহিব কতেক তাহা সর্বত্র বিদিত ॥২২৯৯
এথা গৌরচন্দ্র বসি বিচারয়ে চিতে।
মোর অবতার প্রেমভক্তি প্রকাশিতে ॥২৩০০
গয়া হৈতে আসি ভক্ত দুঃখ বিনাশিব।
পরম দুর্লভ প্রেমভক্তি প্রকাশিব ॥২৩০১
এত বিচারিয়া প্রভু উল্লাস অন্তরে।
মায়ে প্রবোধিয়া চলে গয়া করিবারে ॥২৩০২
এই বিপ্র ঘরে যাত্রা করিয়া রহিলা।
প্রাতঃকালে শিষ্যসঙ্গে এ পথে চলিলা ॥২৩০৩
গয়া করি বিশ্বম্ভর ঈশ্বরপুরীরে।
যত অনুগ্রহ তাহা কে কহিতে পারে ॥২৩০৪
তথা প্রেমভক্তি প্রকাশারম্ভ হইল।
শিষ্যগণ সঙ্গে নবদ্বীপে যাত্রা কৈল ॥২৩০৫
নবদ্বীপে আইলেন শ্রীশচীকুমার।
নবদ্বীপে হৈল মহা আনন্দ সভার ॥২৩০৬

আগুসরি আনিতে গেলেন সর্বজন।
এই পথে প্রভু গৃহে করিলা গমন ॥২৩০৭
প্রেমভক্তিরসে সাঁতারয়ে গৌররায়।
দেখি সর্ব বৈষ্ণবের উল্লাস হিয়ায় ॥২৩০৮
শ্রীবাস রামাই গোপীনাথ গদাধরে।
এথা হর্ষে শ্রীমান কহয়ে সে সভারে ॥২৩০৯
গয়া হৈতে আইলেন পণ্ডিত নিমাই।
সে সকল ঔদ্ধত্যের লেশমাত্র নাই ॥২৩১০
গয়াতীর্থ প্রসঙ্গ কহিয়া মো সভারে।
বিষ্ণুপাদপদ্ম কথা কহিতে না পারে ॥
নদীর প্রবাহ প্রায় ঝরে দুনয়ন ॥
কৃষ্ণ বলি ভূমে পড়ি হৈয়া অচেতন ॥২৩১২
দেখিনু অদ্ভুত তাঁর প্রেমের বিকার।
শুনি কত কহে মহা উল্লাস সভার ॥২৩১৩
এথা শ্রীবাসাদি প্রশংসিয়া বিশ্বম্ভরে।
গঙ্গাতীরে বৈসে গিয়া শুক্লাম্বর ঘরে ॥২৩১৪
এই শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারীর ভবন।
গয়া হৈতে আসি এথা প্রভুর গমন ॥২৩১৫
শ্রীমান পণ্ডিত আদি এথায় দেখিয়া।
কহিতে কৃষ্ণের কথা উথলয়ে হিয়া ॥২৩১৬
আপনা মানিয়া দীন শচীর নন্দন।
ধরিয়া সভার গলা করয়ে ক্রন্দন ॥২৩১৭
গোপ্যরূপে যে যে ভক্ত ছিলেন যথায়।
কাঁদয়ে সকলে গৌরচন্দ্রের প্রেমায় ॥২৩১৮
প্রভু কহে—কে কাঁদয়ে ঘরের ভিতর।
শুক্লাম্বর কহয়ে তোমার গদাধর ॥২৩১৯
হৈল প্রেমারম্ভ যৈছে কহিতে না পারি।
ডুবিলেন আনন্দ সমুদ্রে ব্রহ্মচারী ॥২৩২০
রত্নগর্ভ আচার্য এ বৃক্ষ সন্নিধানে।
পড়ে ভাগবত পদ্য মহানন্দ মনে ২৩২১

শুনি গৌরচন্দ্র নিজ ভক্তির বড়াই।
মূর্চ্ছিত হইয়া প্রেমে পড়য়ে এথাই ॥২৩২২
শ্রীরত্নগর্ভের ভাগ্য কহিতে নারিল।
চেতন পাইয়া প্রভু তারে আলিঙ্গিল ॥২৩২৩
ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব এইখানে।
আপনা প্রকাশে প্রভু আপন কীর্ত্তনে ॥২৩২৪
দেখি বিশ্বম্ভর প্রেমাবেশ ভক্তগণ।
এথা অদ্বৈতে সব কৈল নিবেদন ॥২৩২৫
সর্বতত্ত্বজ্ঞাতা প্রভু অদ্বৈত ঈশ্বর।
শুনি অতি উল্লাসে পুলক কলেবর ॥২৩২৬
ভক্তগণে অনেক প্রকারে জানাইলা।
দেখিলেন স্বপ্নে যাহা তাহাও কহিলা ॥২৩২৭
অদ্বৈতচন্দ্রের চেষ্টা বুঝে কোন্ জন।
ক্ষণে প্রকাশয়ে ক্ষণে করয়ে গোপন ॥২৩২৮
শুনিয়া অপূর্ব কথা অদ্বৈতের স্থানে।
চলিলেন ভক্তগন প্রণমি তাহানে ॥২৩২৯
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের চরিত।
দিনে দিনে নদীয়ায় হইল বিদিত ২৩৩০
গঙ্গার এ ঘাটে প্রভু মাতি ভক্তিরসে।
করয়ে ভক্তের সেবা অশেষ বিশেষে ॥২৩৩১
প্রকাশে যে দৈন্য তাহা কহিতে না পারি।
ভক্তসেবা মুখ্য জানায়েন গৌরহরি ॥২৩৩২
কি বলিব প্রভুর এমনে বড় সাধ।
নিরন্তর লইতে ভক্তের আশীর্ব্বাদ ॥২৩৩৩
গূঢ়রূপে প্রভু বিলসয়ে নদীয়ায়।
কে জানিতে পারে প্রভু না জানায় ॥২৩৩৪
সর্বপূজ্য হইয়াও পণ্ডিত নিমাই।
বৈষ্ণবের সাজি ধুতি বহে লজ্জা নাই ॥২৩৩৫
এথা ভক্তগণ গৌরচন্দ্র মুখ হেরি।
করে আশীর্ব্বাদ কত উপদেশ করি ॥২৩৩৬

ভক্তপদধূলি বিশ্বম্ভর লৈয়া শিরে।
করেন যতেক তাহা কে কহিতে পারে ॥২৩৩৭
একদিন এই পথে প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-বাসায় গেলা সঙ্গে গদাধর ॥২৩৩৮
দেখিয়া অদ্বৈত এথা প্রেমায় বিহ্বল।
সঘনে সোণার অঙ্গ করে টলমল ॥২৩৩৯
অদ্বৈতা আচার্য মহা উল্লাস অন্তরে।
কহি কত প্রভুর পূজার সজ্জ করে ॥২৩৪০
গন্ধপুষ্প দিয়া পূজে প্রভুর চরন॥
বারবার প্রণমিয়া করয়ে স্তবন ॥২৩৪১
অদ্বৈতের ক্রিয়া দেখি গদাধর হাসে।
দন্তে জিহ্বা দংশিয়া কহে মৃদু ভাষে ॥২৩৪২
অনুগ্রহ করিবে মঙ্গল যাতে হয়।
বালকে করহ ঐছে এ উচিত নয় ॥২৩৪৩
হাসিয়া অদ্বৈত কহে না জানি এখনে।
এ বালক যে হেন জানিবে কিছুদিনে ॥২৩৪৪
শুনি গদাধর চিত্তে হইল বিস্ময়।
মনে মনে গুনে এ ঈশ্বর সুনিশ্চয় ॥২৩৪৫
কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া গৌররায়।
অদ্বৈতেরে কহি কত আপনা লুকায় ॥২৩৪৬
অদ্বৈতের প্রেমাধীন প্রভু গৌরহরি
হৈল যে কৌতুক হেথা কহিতে না পারি ॥২৩৪৭
কত অভিলাষ করি উল্লাস অন্তরে।
এথা হৈতে অদ্বৈত গেলেন শান্তিপুরে ॥২৩৪৮
এথা সংকীর্তনাবেশে প্রভুর যে সুখ।
সে আবেশ বর্ণিতে না জানে চতুর্মুখ ॥২৩৪৯
বৈষ্ণবসকল প্রেমে স্থির হৈতে নারে।
ঘুচিল মনুষ্যজ্ঞান প্রভু বিশ্বম্ভরে ॥২৩৫০
এথা প্রেমাবেশে প্রভু বৈষ্ণবে কহিল।
কানাইর নাট্যশালা গ্রামে যে দেখিল ॥২৩৫১

এথা সংকীর্ত্তনে করে হুঙ্কার গর্জন।
বলিয়া মরয়ে শুনি পাষণ্ডীর গণ ॥২৩৫২
পাষণ্ডের বাক্যে বৈষ্ণবের দুঃখ হয়।
প্রভু অবতীর্ণ তাহা কেহো না জানয় ॥২৩৫৩
দুঃখ বিনাশিতে জানাইতে আপনায়।
পরম সুন্দরবেশে ভ্রমে নদীয়ায় ॥২৩৫৪
ঘর হৈতে এই পথে আইসে সাজিয়া।
দেখিয়া পাষণ্ডিগণ মরমে বলিয়া ॥২৩৫৫
দেখি গৌরচন্দ্র শোভা ভুবনমোহন।
সুকৃতিগণের মহা উল্লসিত মন ॥২৩৫৬
কি নারী পুরুষ সভে অধৈর্য অন্তর।
দেখি গৌরচন্দ্রে কত কহে পরস্পর ॥২৩৫৭

গীতে যথা কামোদ

গৌর বিধুবর বরজমোহন
ভ্রমণ করু নদীয়ায়।
বৃদ্ধ পুরুষ অসংখ্য পথ গত
নিরিখে হরষ হিয়ায় ॥২৩৫৮
কেউ কহে কিয়ে আনন্দ সুগঠন
কোনে সিরজল কেল।
ঐছে অপরূপ রূপক বহুল
নয়নগোচর ভেল ॥২৩৫৯
কোউ কহ কিয়ে নেহ ঘটই কি
কহব কহই না যায়।
হৃদয় সম্পুটে ধরব অনুক্ষন
কহ কি করব উপায় ?২৩৬০
কোউ কত কত ভাতি ভাল আনি
বার আশীষ দেত।
দাস নরহরি পাহুঁক মাধুরী
নিরত দিঠি ভরি লেত ॥২৩৬১

কামোদ —

আজু কি আনন্দ নদীয়ায়।
পথে যত বৃদ্ধ নারী দাঁড়াইয়া সারি সারি
শচীর দুলাল পানে চায় ॥ধ্রু
কেহো কারু প্রতি কয় এ কভু মানুষ নয়
বুঝিলাম চিতে বিচারিয়া।
এমন বালক যেন না দেখি না শুনি হেন
ভারতভুমেতে জনমিয়া ॥২৩৬৩
কেহ পুন পুন ভনে কি বলিব এতদিনে
হইল সকল দুঃখ নাশ।
কেহো কহে মনে যাহা কহিতে নারিয়ে তাহা
ধন্য এই নদীয়ার বাস ॥২৩৬৪
কেহ কহে শচী ধন্য করিল কতেক পুণ্য
কহিতে না জানি স্নেহ তাঁর
এ চাঁদ বদনে যাকে সদা মা বলিয়া ডাকে
হেন ভাগ্য আছে আর কার ॥২৩৬৫
কেহো কহে এই মতে বেড়াউক নদীয়াতে
সকল সুকৃতি সঙ্গে লৈয়া।
কেহো কহে মনে হেন সোনার নিমাই যেন
কখন না ছাড়য়ে নদীয়া ॥২৩৬৬
কেহো কহে নদীয়াতে সদা রহু কুশলেতে
বিধিরে প্রার্থনা এই করি।
নরহরি প্রান গোরা কেবল আঁখের তারা
ইহার বালাই লৈয়া মরি ॥২৫৭৭

ভূপাল—

গৌরাঙ্গ গমন শুনি অরুণগণ
বাহিরে বাড়ায় পা।
চাহে ঘন ঘন পাইয়া নয়ন
উলসে ভরয়ে গা ॥২৩৬৮

কেহো কারু করে ধরি কহে ধীরে
আজু সে সফল হৈল।
দিতে মহানন্দ বিধি কৈলে অন্ধ
আনে না দেখিতে দিল ॥২৩৬৯
এ রূপ অমিয়া পিয়া এনা হিয়া
কি করে না যায় জানা।
হেন রূপ যেহ না দেখিল সেহ
নয়ন থাকিতে কানা ॥২৩৭০
সদা দেখিবারে ধায় বারে বারে
আঁখি না ধৈরয বাঁধে।
নরহরি সাখি সোঁপিলূ এ আঁখি
সোনার নিমাইচাঁদে ॥২৩৭১

তোড়ী—

নদীয়া ভ্রময়ে গোরা গুণমণি
শুনি পঙ্গু পথে গিয়া।
অনিমিষ আঁখি সে মুখ নিরখি
আনন্দে উথলে হিয়া ॥২৩৭২
কেহো কহে শুন বিধি সকরুণ
এবে সে বুঝিলূ মনে।
যে লাগিয়া পঙ্গু করিলে সে ফল
ফলালে এতেক দিনে ॥২৩৭৩
পঙ্গু না হইলে গৃহ কাজ ছলে
যাইতাম দূর দেশ।
না জানিয়ে তথা মরন হইল
দুঃখের নহিত শেষ ॥২৩৭৪
পঙ্গু হৈয়া যেন থাকি যেন হেন
বিধিরে প্রার্থনা করি।
নরহরি নাথে সদা নদীয়াতে
দেখি এ নয়ন ভরি ॥২৩৭৫

কামোদ—

ভুবনমোহন গোরাগুণমনি
রাজপথে কত ভঙ্গিতে চলে।
কত কত শত মদন মুরছি
লোটায় চরণ কমল তলে ॥২৩৭৬
চারিদিকে লোক ধরে ধায়া ধাই
অতুল শোভায় মোহিত হৈয়া।
তনু মন প্রান কেবা নাহি নিছয়ে
পরস্পর চারু চরিত কৈয়া ॥২৩৭৭
নদীয়া নগরে নাগরালি বেশে
ফিরয়ে নবীন নাগর যত।
গোরাচান্দ-পানে চাহি তা সভার
নাগর গরব হৈল হত ॥২৩৭৮
জগতের মাঝে প্রবীণতা অতি
রসিকতা মদে বিভোর যারা।
নরহরি ভনে খদ্যোত যেমন
বিধু আগে হৈল তেমনি তারা ॥২৩৭৯

ধানসী—

নদীয়ায় শশী রঙ্গে রাজপথে
হিলি ঢুলি চলে পুলক হিয়া।
অলখিত যত যুবতী অথির
সাধে আধ দিঠি সে অঙ্গে দিয়া ॥২৩৮০
কেহো কহে দেখ দেখ সখী এই
গোরারূপ কিয়ে অমিয়ারাশি।
তাম্বুলের রাগে অধর উজ্জ্বল
তাহে কিবা মন্দ মধুর হাসি ॥২৩৮১
রঙ্গন ফুলের মালা দোলে কিবা
আঁখের ভঙ্গিতে ভুবন মোহে।
চাঁচর চিকুর চয় চারু কিবা
কপালে চন্দন তিলক শোহে ॥২৩৮২

যুগের বললি
কিবা জানু ভুজ-
পরিসর বুকে কেবা না ভুলে।
রসে সুমজিলু
নরহরি পহুঁ
দিলু তিলাঞ্জলি এ লাজ কুলে ॥ ২৩৮৩
ওহে শ্রীনিবাস, প্রভু নদীয়া-ভ্রমণে।
আপনা প্রকাশে সুখ দিতে ভক্তগণে ॥ ২৩৮৪
গমন ভঙ্গিতে চতুর্দিক নিরিখয়।
দেখয়ে গোগন গঙ্গা পুলিনে শোভয় ॥২৩৮৫
হাম্বা রব করি যুথে যুথে ধেনু যায়।
পিঠে বারি ঊর্দ্ধ পুচ্ছে চতুর্দিকে চায় ॥২৩৮৬
পরস্পর করে যুদ্ধ প্রভু তা দেখিয়া।
মুই সেই মুই সেই বলয়ে গর্জিয়া ॥২৩৮৭
অদ্ভুত আবেশে এই পথে বিশ্বম্ভর।
ধাইয়া গেলেন হর্ষে শ্রীবাসের ঘর ॥২৩৮৮
শ্রীবাস ভবনে এই ঘরে দ্বার দিয়া।
পুজয়ে নৃসিংহদেবে নিমগ্ন হইয়া ॥২৩৮৯
করে পদাঘাত গৌরচন্দ্র এই দ্বারে।
শ্রীবাসের ধ্যানভঙ্গ হৈল সে হুঙ্কারে ॥২৩৯০
ধ্যান ভঙ্গ ক্রোধে বিপ্র চাহে চারি পানে।
দেখে তেজোময় বিশ্বম্ভরে বীরাসনে ॥২৩৯১
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাতে লৈয়া।
করয়ে গর্জন কত শ্রীবাসেরে কৈয়া ॥২৩৯২
শ্রীবাস ত্রাসেতে স্তব্ধ কিছুই না স্ফুরে।
প্রভুর আজ্ঞায় হর্ষ হৈয়া স্তুতি করে ॥২৩৯৩
প্রভুর অদ্ভুত ক্রিয়া যে যে অবতারে।
তাহা প্রকাশয়ে সে আবেশে স্তুতি দ্বারে ॥২৩৯৪
সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত শ্রীবাস মহাশয়।
প্রভু আগে করে স্তুতি উথলে হৃদয় ॥২৩৯৫
শুনিয়া অদ্ভুত স্তুতি ভঙ্গি গৌরহরি।
দিলেন স্বাভীষ্ট বর অনুগ্রহ করি ॥২৩৯৬
গোষ্ঠীসহ শ্রীবাস ভাগ্যের সীমা নাই।
প্রভুর চরণ পুজে শ্রীবাস এথাই ॥২৩৯৭
সে অদ্ভুত পূজার তুলনা নাই দিতে।
প্রসন্ন যত পূজায় কে পারে কহিতে ॥২৩৯৮
সভার মস্তকে চারু চরণ অর্পয়ে।
পরম আনন্দে ভক্তভয় বিনাশয়ে ॥২৩৯৯
নারায়ণী নামে এক বালিকা এথায়।
কৃষ্ণ বলি কান্দে তেঁহো প্রভুর আজ্ঞায় ॥২৪০০
সে বালিকা শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা হয়।
চারি বৎসরের কন্যা সৌভাগ্যাতিশয় ॥২৪০১
প্রভু ভাবাবেশ যত অন্য অগোচর।
বাহ্য পাই লজ্জাযুক্ত হন বিশ্বম্ভর ॥২৪০২
কাহু না কহিব ইহা কহি শ্রীবাসেরে।
এথা হৈতে এ পথে গেলেন নিজ ঘরে ॥২৪০৩
একদিন প্রভু শ্রীবরাহ ভাবাবেশে।
গর্জিয়া এ পথে চলে মুরারি আবাসে ॥২৪০৪
এই বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশি বিশ্বম্ভর।
বরাহ আকার হৈলা পরম সুন্দর ॥২৪০৫
জলপাত্র গাড়ু এথা সম্মুখে দেখিয়া।
ধরিলেন দন্তে স্বানুভাবে মগ্ন হৈয়া ॥২৪০৬
মুরারির প্রতি প্রভু কহে বারবার।
এতদিন না জানহ মোর অবতার ॥২৪০৭
হইলা মুরারি স্তব্ধ প্রভুর দর্শনে।
কি বলিব কিছুই না স্ফুরয়ে বয়নে ॥২৪০৮
বোল বোল বলে প্রভু কিছু নাই ভয়।
মুরারি করয়ে স্তুতি নেত্রে ধারা বয় ॥২৪০৯
মুরারির স্তুতি শুনি প্রভু গৌরহরি।
ভাবাবেশে কহে যত কহিতে না পারি ॥২৪১০
যত অনুগ্রহ প্রভু কৈলা মুরারিরে।
মুরারির যে আনন্দ কহিতে কে পারে ॥ ২৪১১

এই মত প্রভু সর্ব ভক্তের বাসায়।
মহা অনুগ্রহ করি আপনা জানায় ॥ ২৪১২
আপনার প্রভু ভক্ত চিনি হর্ষমনে।
করে সংকীর্তন পাষণ্ডীরে নাই গণে ॥ ২৪১৩
একদিন শ্রীবাস মুরারি আসি হেথা।
পরস্পর কহে গৌরচন্দ্রের গুণগাথা ॥ ২৪১৪
শ্রীবাস পণ্ডিত খেদে কহে বারবার।
এতদিন না চিনিলু প্রভু আপনার ॥ ২৪১৫
সদাই বিদরে হিয়া কহিতে কি আর।
হেন প্রভু সাজি ধুতি বহিল আমার ॥ ২৪১৬
কৃষ্ণে ভক্তি হোক বলি আশীর্বাদ কৈনু।
কৃষ্ণে কৃষ্ণ ভজিবারে কত শিক্ষা দিনু ॥ ২৪১৭
ঐছে শ্রীমুরারি আদি প্রভু প্রিয়গণ।
করি কত খেদ সভে করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৪১৮
এথা প্রভু শ্রীবাসাদি সকল ভক্তেরে।
নিত্যানন্দ গমন জানান ঠারে ঠারে ॥ ২৪১৯
অকস্মাৎ নিত্যানন্দ আসি নদীয়ায়।
রহিলেন গুপ্ত তা জানিলা গৌররায় ॥ ২৪২০
নিত্যানন্দ অন্য অগোচর জানাইয়া।
তাঁরে মিলিবারে চলে এই পথ দিয়া ॥ ২৪২১
শ্রীনন্দন আচার্য পরম ভাগ্যবান্।
দেখ শ্রীনিবাস এই ভবন তাহান ॥ ২৪২২
ভক্তগোষ্ঠি সহ প্রভু গিয়া এ-ভবনে।
দেখে নিত্যানন্দ বসি আছয়ে ধেয়ানে ॥ ২৪২৩
নিরুপম নিত্যানন্দ অঙ্গের মাধুরী।
দাঁড়াইয়া ভক্তগণ দেখে নেত্র ভরি ॥ ২৪২৪
নিত্যানন্দ সম্মুখে বিলসে বিশ্বম্ভর।
নিত্যানন্দ দেখে প্রভু শোভা মনোহর ॥ ২৪২৫

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

বিশ্বম্ভর মূর্তি যেন মদন সমান।
দিব্য গন্ধমাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥ ২৪২৬
কি হয় কনক-দ্যুতি সে দেহের আগে।
সে বদন চাহিতে চান্দের সাধ লাগে ॥ ২৪২৭
সে দন্ত দেখিতে হবে মুকুতার মান।
সে কেশ বন্ধন দেখি না রহে গেয়ান ॥ ২৪২৮
দেখিতে আরক্ত সেই অরুণ নয়ন।
আর কি কমল আছে হেন লয় জ্ঞান ॥ ২৪২৯
সে আজানু ভুজ দুই হৃদয় সুপীন।
তথি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥ ২৪৩০
ললাটে বিচিত্র ঊর্ধ্ব তিলক সুন্দর।
আভরণ বিনে সর্ব অঙ্গ মনোহর ॥ ২৪৩১
কিবা হয় কোটি সে নখ চাহিতে।
সে হাস দেখিতে কিবা করিবে অমৃতে ॥ ২৪৩২
বিশ্বম্ভর শোভা দেখি নিত্যানন্দ রায়।
কহিতে কি জানি যৈছে উল্লাস হিয়ায় ॥ ২৪৩৩
নিত্যানন্দচন্দ্রের অন্তর প্রকাশিতে।
শ্রীবাস পড়িল শ্লোক প্রভুর ইঙ্গিতে ॥ ২৪৩৪

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে দশম স্কন্ধে (২১/৫)—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্তিঃ ॥২৪৩৫

সেইসময় শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখিপুচ্ছ ভূষণ, কর্ণদ্বয়ের কর্নিকার পুষ্প, পরিধানে স্বর্ণবর্ণ পীতবাস এবং গলে বৈজয়ন্তীমালা ধারন পূর্বক অধরামৃত দ্বারা বেণুরন্ধ্রে পুর করিতে করিতে নটবর বেশে শঙ্খচক্রাদি চিহ্নযুক্ত নিজ পদচিহ্নিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করিলেন। তখন গোপবৃন্দ তদীয় মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছিল ॥২৪৩৫

কৃষ্ণধ্যান শ্লোক শুনি নিত্যানন্দ রায়।
যে ভাব আবেশ তাহা কেবা নাই গায় ২৪৩৬

গীতে যথা   মায়ুর

ভাবে গর গর   নিতাই সুন্দর
হেরি গোরা মুখচান্দের ছটা।
কত উঠে চিতে   নারে থির হৈতে
প্রতি অঙ্গ নব পুলক ঘটা ॥২৬৩৭
কিবা উনমাদ   খেনে সিংহনাদ
খেনে লোটায়য়ে ধরণীতলে।
খেনে দীর্ঘশ্বাস   খেনে মহাহাস
খসে বাস ভাসে আঁখের জলে ॥২৯৩৮
খেনে ঘোড় লম্ফ   খেনে দেহে কম্প
খেনে ধায় কেউ ধরিতে নারে।
খেনে কিবা কৈয়া   রহে থির হৈয়া
সামাইয়া বিশ্বম্ভরের কোরে ॥২৪৩৯
নিত্যানন্দে কোলে   লৈয়া নেত্র জলে
ভাসে কিবা পহুঁ প্রেমের রীতি ॥
কহে নরহরি   শ্রীবাসাদি চারি
পাশে কান্দে কেউ নাধরে ধৃতি ॥২৪৪০

ওহে শ্রীনিবাস এথা আনন্দ অশেষ।
ভুবনে বিদিত নিত্যানন্দ ভাবাবেশ ॥২৪৪১
এথা বিশ্বম্ভর কোলে রহে নিত্যানন্দ।
তাহা দেখি গদাধর হাসে মন্দ মন্দ ॥২৪৪২
প্রভু বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দ রহি এথা।
কহিতে না জানি দোঁহে কহিল যে কথা ॥২৪৪৩
শ্রীবাসাদি ভক্ত এথা ভাসিল যে সুখে।
সে সব কহিতে না আইসে এক মুখে ॥২৪৪৪
এথা নিত্যানন্দে কহে শচীর কুমার।
কালি পৌর্ণমাসী ব্যাসপূজন তোমার ॥২৪৪৫
কোথা পূজা হবে শুনি উল্লাস অন্তরে।
হাসি কহে — এ শ্রীবাস বামনার ঘরে ॥২৪৪৬
নিত্যানন্দ বাক্যে এথা হর্ষ বিশ্বম্ভর।
শ্রীবাস সহিতে কথা হইল বিস্তর ॥২৪৪৭
সকলেই নন্দনাচার্যের গৃহ হৈতে।
শ্রীবাসপণ্ডিত ঘরে গেলা এই পথে ॥২৪৪৮
ওহে শ্রীনিবাস, এই শ্রীবাস অঙ্গনে।
নাচে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ সংকীর্তনে ॥ ২৪৪৯
দুই প্রভু নাচে চতুর্দিকে ভক্তগণ।
যে প্রেম আবেশ তাহা না হয় বর্ণন ॥ ২৪৫০
বলরাম আবেশে এথাই গৌরহরি।
নিত্যানন্দচন্দ্রে প্রকাশয়ে ভক্তি করি ॥ ২৪৫১
লাফ দিয়া উঠে প্রভু খট্টার উপর।
বারুণী বারুণী বলি ডাকে নিরন্তর ॥ ২৪৫২
কেহো পাত্র ভরি গঙ্গাজল দিল আনি।
সভে দেখে প্রভু যেন পিয়ে কাদম্বিনী ॥ ২৪৫৩
শ্রীহল মুষল মাগে নিত্যানন্দ স্থানে।
দিল নিত্যানন্দ তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥ ৩৪৫৪
এথা হর্ষে প্রভু পদ্মাবতীর নন্দন।
শ্রীগৌরচন্দ্রের কৈল ষড়্‌ভুজ দর্শন ॥ ২৪৫৫
এথা প্রভু নাঢ়া নাঢ়া বলি ডাক দিল।
নাঢ়া শব্দে অদ্বৈত আচার্যে জানাইল ॥ ২৪৫৬
প্রেমানন্দে মগ্ন হৈয়া কত কথা কয়।
শুনি ভক্তগণের উল্লাস অতিশয় ॥ ২৪৫৭
এথা নিত্যানন্দ প্রেমে হইলা বিহ্বল।
কোথা বা রহিল তাঁর দণ্ড কমণ্ডলু ॥ ২৪৫৮
বাল্যাবেশে সদাই চঞ্চল নিত্যানন্দ।
করয়ে সুস্থির তাঁরে ধরি গৌরচন্দ্র ॥ ২৪৫৯
এথা রাত্রে নিত্যানন্দ কহি কিবা কথা।
দণ্ড কমণ্ডলু ভাঙ্গি ফেলাইলা এথা ॥ ২৪৬০

প্রভু বিশ্বম্ভর দণ্ড কমণ্ডলু লৈয়া।
সমর্পিল গঙ্গায় না জানি কিবা কৈয়া ॥ ২৪৬১
নিত্যানন্দে লৈয়া স্নান করিলা গঙ্গায়।
তথা যে কৌতুক তাহা কহা নাহি যায় ॥ ২৪৬২
গন্ধ চন্দনাদি লৈয়া বিবিধ বিধানে।
ব্যাস পূজারম্ভ প্রভু কৈলা এইখানে ॥ ২৪৬৩
যৈছে ব্যাসপূজা তাহা কহিতে না পারি।
ব্যাসপূজা কৌতুক দেখিনু নেত্র ভরি ॥ ২৪৬৪
এইখানে জগৎ জননী শচী আই।
সম স্নেহাবিষ্ট দেখি নিমাই নিতাই ॥২৪৬৫
ব্যাসপূজা সংকীর্ত্তনে যে ভাব বিকার।
সেসব ভাবিতে হিয়া বিদরে আমার ॥ ২৪৬৬
ব্যাসপূজা নৈবেদ্য ভক্ষণ এইখানে।
তাহে যে কৌতুক তা কহিতে কেবা জানে ॥ ২৪৬৭
এথা ছিল কুন্দ পুষ্পবৃক্ষ শোভাময়।
পুষ্প চয়নেতে বৈষ্ণবানন্দাতিশয় ॥ ২৪৬৮
ওহে শ্রীনিবাস, একদিন গোরারায়।
নিজগৃহ হৈতে শীঘ্র আইলা হেথায় ॥ ২৪৬৯
শ্রীবাসের প্রতি প্রভু কহেন হাসিয়া।
অদ্বৈত আইসে মোর পূজাসজ্জ লৈয়া ॥ ২৪৭০
মোর ঠাকুরালি দেখিবারে ইচ্ছা তার।
এত কহি প্রেমাবেশে করয়ে হুঙ্কার ॥ ২৪৭১
ওহে শ্রীনিবাস এথা হৈতে গৌররায়।
এ বিষ্ণু-মণ্ডপে বৈসে বিষ্ণুর খট্টায় ॥ ২৪৭২
চতুর্দিকে বেষ্টিত হইয়া ভক্তগণ।
প্রভুর শ্রীমুখচন্দ্র করে নিরীক্ষণ ॥ ২৪৭৩
নিত্যানন্দ ছত্র ধরে মস্তক উপর।
শ্রীবদনে তাম্বুল যোগায় গদাধর ॥ ২৪৭৪
বিবিধ প্রকারে সেবারত সর্বজন।
হেনকালে হৈল অদ্বৈতের আগমন ॥ ২৪৭৫
ভূমে প্রণমিয়া আইসে অদ্বৈত গোসাঞি।
উপজিল যে সুখ কহিতে অন্ত নাই ॥ ২৪৭৬
প্রভুর অদ্ভুত শোভা করে নিরীক্ষণ।
কোটি সূর্যসম তেজ ভুবনমোহন ॥ ২৪৭৭
নানা রত্নভূষণে ভূষিত গৌর-অঙ্গ।
হাসি হাসি বংশী বায় হইয়া ত্রিভঙ্গ ॥ ২৪৭৮
ব্রহ্মা শিব শেষ আদি দেবঋষিগণ।
প্রভুর সম্মুখে সবে করয়ে স্তবন ॥ ২৪৭৯
প্রভুর অদ্ভুত ঠাকুরালি নিরখিয়া।
অদ্বৈতাচার্যের মহা উল্লসিত হিয়া ॥ ২৪৮০
অদ্বৈতের প্রতি প্রভু কহে বারবার।
তোমার সঙ্কল্প লাগে মোর অবতার ॥ ২৪৮১
ঐছে কত প্রেমাবেশে কহে অদ্বৈতেরে।
শুনি সর্ব ভক্ত মহা উল্লাস অন্তরে ॥ ২৪৮২
করযোড়ে অদ্বৈত রহয়ে দাঁড়াইয়া।
প্রভু কহে—পূজ মোরে সস্ত্রীক হইয়া ॥ ২৪৮৩
শুনি অদ্বৈতের হিয়া আনন্দে উথলে।
প্রভুপদ ধৌত কৈল সুবাসিত জলে ॥ ২৪৮৪
চন্দনে করিয়া সিক্ত তুলসী মঞ্জরী।
কত সাধে দেই প্রভু চরণ উপরি ॥ ২৪৮৫
মহাযত্নে করি পূজা ষোড়শোপচারে।
প্রভুরে করয়ে স্তুতি অশেষ প্রকারে ॥ ২৪৮৬
হইয়া বিহ্বল ভাসে নয়নের জলে।
লোটাইয়া পড়য়ে প্রভুর পদতলে ॥ ২৪৮৭
অদ্বৈতের মনোরথ জানি গৌররায়।
দিলেন চরণ তুলি অদ্বৈত মাথায় ॥ ২৪৮৮
অদ্বৈত মস্তকে পদ ধরিলা যখন।
মহা-জয়-জয় ধ্বনি হইল তখন ॥ ২৪৮৯
ওহে শ্রীনিবাস, শ্রীঅদ্বৈত এইখানে।
নাচে প্রভু আজ্ঞায় প্রভুর সংকীর্ত্তনে ॥ ২৪৯০

সে প্রেম আবেশ দেখি কেবা ধৈর্য ধরে ।
সে অঙ্গ-শোভায় সকলের চিত্ত হরে ॥২৪৯১
শ্রীগৌরচন্দ্রের মুখপদ্মে নেত্র দিয়া ।
না জানি কি আনন্দে ধরিতে নারি হিয়া ॥২৪৯২
না ধরয়ে ধৈরয় লোটায় মহীতলে ।
নিত্যানন্দ পানে চাহি ভাসে নেত্রজলে ॥২৪৯৩
অদ্বৈত আচার্য চেষ্টা পারে কে বুঝিতে ॥
কতক্ষণে স্থির হৈলা প্রভুর ইচ্ছাতে ২৪৯৪
গৌরাঙ্গ গলার মালা দিয়া অদ্বৈতেরে ।
বর মাগ বর মাগ বোলে ধীরে ধীরে ॥২৪৯৫
অদ্বৈত কহয়ে মোর সর্বসিদ্ধি হৈল ।
জীবে কৃপা কর বলি এই বর নিল ॥২৪৯৬
যত কথা হৈল শ্রীঅদ্বৈত বিশ্বম্ভরে ।
সে সব কথার মর্ম কে বুঝিতে পারে ॥২৪৯৭
সবে মহানন্দে মগ্ন হইলেন এথা ॥
শুনি নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমকথা ।২৪৯৮
এ পথে গেলেন গৃহে প্রভু গৌরচন্দ্র ।
শ্রীবাস ভবনে রহিলেন প্রভু নিত্যানন্দ ২৪৯৯
গোষ্ঠিসহ অদ্বৈত গেলেন নিজালয় ।
এই দেখ অদ্বৈত আলয় শোভাময় ॥২৫০০
নিজ নিজ গৃহে ভক্তগণ গেলা সুখে ।
যে দেখিনু তাহা কি কহিব এক মুখে ॥২৫০১
ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায় ।
দূর হৈতে ভক্ত আসি মিলে নদীয়ায় ॥২৫০২
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রভু আকর্ষণে ।
প্রভুকে দেখিতে অতি উৎকণ্ঠিত মনে ॥২৫০৩

বহু লোক সঙ্গে বিদ্যানিধি বঙ্গ হৈতে ।
নদীয়ায় আসি গৃহে গেলা এই পথে ॥২৫০৪
এক গ্রামবাসী মুকুন্দ হর্ষ হৈয়া ॥
বিদ্যানিধিরে এথা মিলিলা আসিয়া ।২৫০৫
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আলয় ।
যার লাগি কাঁদিলা শ্রীশচীর তনয় ॥২৫৭৬
পরম বৈষ্ণব তেঁহো কি বুঝিব আনে ॥
শ্রীমুকুন্দ বাসুদেব দত্ত মাত্র জানে ।২৫০৭
বাহ্য বৃত্তি তাঁর যৈছে কি কব সে কথা ॥
রাজপুত্র প্রায় সজ্জা করি বৈসে এথা ॥২৫০৮
পরম বৈষ্ণব শুনি পণ্ডিত গোসাঞি ।
মুকুন্দের সঙ্গে আইলা দেখিতে হেথায় ॥২৫০৯
শ্রীবিদ্যানিধির অন্তর্বৃত্তি না জানিল ।
দৃষ্টিমাত্রে বিষয়ী বৈষ্ণব জ্ঞান হৈল ॥২৫১০
গদাধর চিত্ত বুঝি মুকুন্দ প্রকারে ।
বিদ্যানিধি অন্তর প্রকাশে পদ্য দ্বারে ॥২৫১১

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৃতীয়ে (২।২৩)

অহো বকী যা স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়যদপ্যসাধ্বী ।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥২৫১২

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা ।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্গতিম্ ।২৫১৩

শ্লোক শুনি বিদ্যানিধি অধৈর্য অন্তরে ॥
বল বল মুকুন্দ বলয়ে বারে বারে ২৫১৪

অহো। বকাসুর ভগ্নি যাঁহাকে বধ করিবার জন্য স্তনে কালকূট প্রদানে তাহাকে পান করিয়াছিলেন; সেই অসাধ্বীকে ধাত্রী যোগ্যাগতি প্রদান করিয়াছিলেন ; তদ্ব্যতীত আর কোন দয়ালুর শরাপন্ন হইতে পারি ॥ ২৫১২

রক্তপায়িনী,জনগনের শিশুনাশিনী রাক্ষসীকে হনন করিবার ইচ্ছায় শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া এইরূপ সদগতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ২৫১৩

কম্প স্বেদ পুলক হুকার অতিশয়।
করয়ে ক্রন্দন দুই নেত্রে ধারা বয় ॥২৫১৪
অঙ্গ আছাড়িয়া পড়ে পৃথিবী উপরে।
পদাঘাতে শয্যাদি সকল গেল দূরে ॥২৫১৬
যতেক সুবেশ তার লেশ না রহিল।
সুন্দর শরীর ধূলি ধূসর হইল ॥২৫১৭
গড়াগড়ি যায় ভূমে কত খেদ করে।
দেখিতে সে ভাবাবেশ কেবা ধৈর্য ধরে ॥২৫১৮
মূর্ছাপন্ন হইয়াছিলেন এইখানে।
পাইয়া চেতন স্থির হৈলা কতক্ষণে ॥২৫১৯
দেখি মহাবিস্মিত পণ্ডিত গদাধর॥
নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈল কলেবর ॥২৫২০
মুকুন্দেরে কহে মুই অপরাধ কৈল।
তুমি রক্ষা কৈলা বলি কত প্রশংসিল ॥২৫২১
অপরাধ যাবে শিষ্য হইলে ইহার।
জানাইয়া প্রভুকে হইলা শিষ্য তাঁর ॥২৫২২

তথাহি শ্রীচৈতন্য ভাগবতে মধ্যখণ্ডে—

গদাধর বাক্যে প্রভু সন্তোষ পাইলা।
শীঘ্র কর শীঘ্র কর বলিতে লাগিলা ॥২৫২৩

তবে ত শ্রীগদাধর প্রেমনিধি স্থানে।
মন্ত্রদীক্ষা করিলেন সন্তোষ আপনে ॥২৫২৫
কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা।
গদাধর শিষ্য যার ভক্তির এ সীমা ॥২৫২৫
যোগ্য গুরু পুণ্ডরীক শিষ্য গদাধর।
দুইজন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কলেবর ॥২৫২৬
ওহে বাপ শ্রীনিবাস কি কব সে কথা।
গদাধর পণ্ডিত হইলা শিষ্য এথা ॥২৫২৭
শিষ্যকালে মুকুন্দাদি বৈষ্ণব সকল।
হইলেন সভে মহাপ্রেমায় বিহ্বল ॥২৫২৮

এ-প্রসঙ্গ শুনি নিত্যানন্দ হলধর।
মন্দ মন্দ হাসে মহা উল্লাস অন্তর ॥২৫২৯
নিত্যানন্দ চরিত্র বুঝিতে কেবা পারে।
সদা বাল্যাবেশে রহে শ্রীবাসের ঘরে ॥২৫৩০
শ্রীবাসের পত্নী শ্রীমালিনী পতিব্রতা।
নিত্যানন্দ সেবে সদা যৈছে পুত্রে মাতা ॥ ২৫৩১
তেঁহো নিজ হাতে অন্ন না খায় তুলিয়া।
পুত্রস্নেহে মালিনী ভুঞ্জায় হর্ষ হৈয়া ॥২৫৩২
শ্রীবাসের স্নেহ যৈছে নিত্যানন্দ প্রতি।
তাহা কহিবারে নাই অন্যের শকতি ॥২৫৩৩
শ্রীবাস অন্তর প্রভু পরীক্ষা করিলা।
গাঢ় রতি জানি বর দিয়া সমর্পিলা ॥২৫৩৪
নিত্যানন্দ বাল্যাবেশে ভ্রমে নদীয়ায়।
গঙ্গাদাস মুরারী গুপ্তের ঘরে যায় ॥২৫৩৫
গঙ্গায় সাঁতারে মহারঙ্গে তথা হৈতে।
ধাইয়া আইসে হর্ষে আইরে দেখিতে ॥২৫৩৬
নিত্যানন্দ যৈছে আই পুত্রস্নেহ করে।
সে সব ভাবিতে এই হৃদয় বিদরে ॥২৫৩৭
ওহে শ্রীনিবাস কত কহিব তোমায়।
প্রভুর অদ্ভুত গতি দেখিনু এথায় ॥২৫৩৮
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর আদি সঙ্গে।
নিজগৃহ হৈতে চলি আইসে মহারঙ্গে ॥২৫২৯
গণসহ প্রভুর শোভার সীমা নাই।
প্রবেশি শ্রীবাস গৃহে বৈসে এক ঠাঁই ॥২৫৪০
দেখ শ্রীবাসের এ অঙ্গন মনোহর।
এথা সংকীর্তনারম্ভ কৈলা বিশ্বম্ভর ২৫৪১
শ্রীবাস মুকুন্দ আর গোবিন্দ দত্ত।
এ সব সম্প্রদা সংকীর্তনে হৈলা মত্ত ॥২৫৪২
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর প্রেমময়।
এ সবে বিহ্বল প্রভু নৃত্য নিরিখয় ॥২৫৪৩

সঙ্কীর্তনে নৃত্য করে শচীর কুমার।
পদাঘাতে ধরণি কম্পায়ে অনিবার ॥২৫৪৪
প্রভুর সুবেশ শোভা যৈছে ভাবাবেশ।
বর্ণে বিজ্ঞগণ চিত্তে উল্লাস অশেষ ॥২৫৪৫

গীত যথা—গৌরী

চম্পক শোন কুসুম কনকাচল
জিতল গৌরতনু লাবনী রে।
উন্নত গীম সীম নহু অনুভব
জগ মন মোহন ভাঙ্গনি রে ॥২৫৪৬
জয় শচীনন্দন ত্রিভুবন বন্দন।
কলিযুগ কালভুজগ ভয় খণ্ডন ॥ধ্রু ২৫৪৭
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাসনি
কত মন্দাকিনী নয়ন ঝরে ॥২৫৪৮
নিজ গুণে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত শত ভকতি হি মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দ দাস তহি পরশ না ভেলি ॥২৫৪৯

পুন—তোড়ী

নাচত গৌর ভাবভরে গর গর।
বিপুল পুলককুল বলিত কলেবর ॥২৫৫০
হাস মিলিত লস বদন সুধাকর।
বরখত নিয়ত অমিয় রস ঝর ঝর ॥২৫৫১
তরুন অরুন জিনি লোচন ঢর ঢর।
করত ভঙ্গি কত নিন্দি কুসুম শর ॥২৫৫২
কর কিশলয় অভিনয় অতি সুন্দর।
কত হি রাজে পগ ধরয়ে ধরণি পর ॥২৫৫৩

উনমত অনুখন যনু মবকুঞ্জর।
ঝলমল করু কিয়ে কনক ধরাধর ॥২৫৫৪
নিরুপম বেশ কেশ দৃশি ধৃতি হর।
চৌদিকে বিলসে উলস পরিকর ॥২৫৫৫
গায়ত নব নব গীত মধুরতর।
শুনইতে ধায়ত অখিল নারী নর ॥২৫৫৬
বায়ত খমক মৃদঙ্গ রঙ্গকর।
উঘটত ধাধা ধিগি তি নিরন্তর ॥২৫৫৭
জয় জয় ভন সুর সহিত পুরন্দর।
ধনি কলিকাল ভাগ লহু পটন্তর ॥২৫৫৮
ভাসল সুখের সায়রে যত পামর।
ইথে বঞ্চিত একু মতি ঘন শ্যামর ॥২৫৫৯

পুন—নাট

নাচত দ্বিজ কুল চন্দ্র গৌরহরি।
মঙ্গলময় জয় হরণ চরণযুগ
ধরত ধরণি পর পরম ভঙ্গি করি ২৫৬০
অবিরত পূরুব ভাবভরে গর গর
অবিরল পুলক কদম্ব বলিত তনু।
চাঁচর চিকুর ভাব রুচি সুচিকণ
কনক ধরাধর শিখরে মেঘ যনু ॥২৫৬১
মালতী কুসুম মাল অলিমণ্ডিত
চপল চারু উরে লম্বিত ঝলমল॥
মনমথ ফাঁদ বদন মন রঞ্জন
অরুণ কঞ্জযুগ লোচন টলমল ॥২৫৬২
নিরুপম নটন নিরখি প্রিয় পরিকর
গায়ত মধুর মধুর রস বরষত।
অখিল লোকসুখ সায়রে নিমগন
নরহরি কুমতি দূরে নাহি পরশত ॥২৫৬৩

অতুল প্রতাপ কাঁপি সুরজনগণ
লেয়ই শরণ. চরণতলে পড়ঈ।
নরহরি পহুঁক কিরিতি রহু জগভরি
পরম দুলহ ধন নিরত বিতরঈ ॥ ২৫৬৭

পুনঃ—ঘণ্টারব

নাচত গৌর নিখিল নট-পণ্ডিত
নিরুপম ভঙ্গি মদনমদ হরঈ।
প্রচুর চণ্ডকর দর পরিভঞ্জন
অঙ্গকিরণে দিগ্‌বিদিক উজরঈ ॥২৫৬৪
উনমত অতুল সিংহ জিনি গরজন
শুনইতে বলি কলি বারন ডরঈ।
ঘন ঘন লম্ফ ললিত গতি চঞ্চল
চরণঘাতে ক্ষিতি টলমল করঈ ॥২৫৬৫
কিন্নর গরব খরব করু পরিকর
গায়ত উলাসে অমিয় রস ঝরঈ।
বায়ত বহুবিধ খোল খমক ধুনি
পরশত গগন কৌন ধৃতি ধরঈ ॥ ২৫৬৬

পুনঃ—মায়ূর

আজু শুভ আরম্ভ কীর্তনে
গৌরসুন্দর মুদিত নর্তনে
সুঘর পরিকর
মধ্যমধুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শোহয়ে।
কনক কেশর-গরব-গঞ্জন
মঞ্জু তনু রুচি অতনু রঞ্জন
কঞ্জ লোচন চপল চহু দিশ
চাহি জন মন মোহয়ে ॥ ২৫৬৮
নটন গতি অতি তরুণ পদতল
তাল ধরইতে ধরণী টলমল
করই হস্তক, ত্রস্ত কলিত
সুললিত কর কিশলয় ছটা।
দশন মোতিম পাঁতি নিরমত
হাস লহু লহু, অমিয় বরষত
সরস লসত সুবদন-মাধুরী
জিতই শারদ-শশিঘটা ॥ ২৫৬৯
চিক্কণ চাঁচর. চিকুর বন্ধন
চারু রচিত সু-তিলক চন্দন
ভুঁর ভূষণ ঝলক অঙ্গ
বিভঙ্গী ভণত না আয় এ।
বামে পঁহু পণ্ডিত গদাধর দক্ষিণেতে
নিতাই সুন্দর সম্মুখে শ্রীঅদ্বৈত
উনমত পেখি সুরগণ ধায় এ ॥ ২৫৭০
বাসুদেব শ্রীবাস নন্দন বিজয়
বক্রেশ্বর নারায়ণ গোপীনাথ,
মুকুন্দ মাধব গায়ত এ অদ্ভুত গুণী।
রাম বামে গরুড় গোবিন্দ আদি বায়ে
মর্দল ধিকি তা তা ধিক্
ধিনি নি নি নি নি নি ভণত নরহরি
ভুবন ভরু জয় জয় ধুনী ॥ ২৫৭১

পুনর্ধানশী

শ্রীবাস অঙ্গনে বিনোদ বন্ধানে
নাচত চৈতন্য রায়।
মনুজ দৈবত পুরুষ যোষিত
সভাই দেখিতে ধায় ॥ ২৫২৭
ভকত মণ্ডলে গায়ত মঙ্গল
বাজত খোল করতাল।
মাঝে উনম নিতাই নাচত
ভায়ার ভাবে মাতোয়াল ॥ ২৫৭৩

হেমস্তম্ভ জিনি বাহু সুবলনি
সিংহ জিনি কটিদেশ।
চন্দ্র বদনে মদন আলয়
ভুবনমোহন বেশ ॥ ২৫৭৪
না জানি নর নারী ভুবন দশ চার
রূপ হেরি হেরি কাঁদই।
গরজে ঘন ঘন লম্ফ পুনঃ পুনঃ
মল্লবেশ ধরি নাচাই ॥ ২৫৭৫
অরুণ লোচনে প্রেম বরিষণে
অবনী মণ্ডল সিঞ্চয়ে।
ধরণী মণ্ডলে প্রেম-বাদর
করল অবধুত চন্দ্রয়ে ॥ ২৫৭৬
শান্তিপুর নাথ গরজে অবিরত
দেখিয়া প্রেমের বিকার।
ধরিয়া শ্রীচরণ করয়ে রোদন
পণ্ডিত শ্রীবাস উদার ॥ ২৫৭৭
মুকুন্দ কুতুহলী কান্দয়ে ফুলি ফুলি
ধরিয়া গদাধর কোল।
নয়নে বহে প্রেম ঠাকুর অভিরাম
সঘনে হরি হরি বোল ॥ ২৫৭৮
না জানে দিবানিশি প্রেমরসে ভাসি
সকল সহচরবৃন্দ।
বৃন্দাবন দাস প্রেম পরকাশ
নিতাই চরণারবিন্দ ॥ ২৫৭৯

ওহে শ্রীনিবাস। এই শ্রীবাস অঙ্গনে।
যে নৃত্য কীর্তন তা বর্ণিব কুন জনে ॥ ২৫৮০
নামাইল যত লোক লেখা নাই তার।
কহিতে কি অঙ্গন প্রভাব চমৎকার ॥২৫৮১
দ্বার বন্ধ কীর্তনে নানা যাইতে পারিয়া।
কত শত লোক এথা মরয়ে বলিয়া ॥২৫৮২

সঙ্কীর্তনে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
না হইল কারু শ্রমযুক্ত কলেবর ॥২৫৮৩
তৃতীয় প্রহর রাত্রি সভে অনুমানে।
ইথে কত যুগ গেলো তাহা নাই জানে ॥২৫৮৪

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—
বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল।
চৈতন্য আবেশানন্দে কিছু না জানিল ॥২৫৮৫

তথাহি—
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চরিতে দ্বিতীয় প্রক্রমে ৫ম সর্গে—
ইতি সকল নিশাং নিনায় দেবো
নিজজনমনসাং মুদে মুরারিঃ।
ক্ষণমিব মহদ্বৎসরেণ মেনে
হ্যনবরতং সুখমাপুরার্যবর্যাঃ ॥২৫৮৬

প্রভুর অদ্ভুত ভাবাবেশে সঙ্কীর্তনে।
পূর্বনাম লইয়া ডাকিলা ভক্তগণে ॥২৫৮৭

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—
সকল বৈষ্ণব প্রভু দেখি একে একে
ভাবাবেশে পূর্ব নাম ধরি ধরি ডাকে ॥২৫৮৮
যে ভাব আবেশে প্রভু যাহা প্রকাশিলা।
আনের কা কথা তাহে দ্রবে দারু শিলা ২৫৮৯
নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর আদি যত।
কি বলিব সে সকলে হইলা যে মত ॥২৫৯০

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে।
হইল কীর্তন স্থির রজনী শেষেতে ॥২৫৯১
প্রভু ভাবাবেশে পুনঃ চতুর্দিকে চায়।
শালগ্রামশিলা কোলে বসিলা খট্টায় ॥২৫৯২
ভক্তগণে কহি কত গৌর গুণনিধি।
ভুঞ্জিলেন দধি দুগ্ধ নবনীত আদি ॥২৫৯৩

দাস্যভাব ভক্তস্বরূপে যৈছে আচরণ ।
যৈছে সে আবেশ তাহা না হয় বর্ণন ॥২৫৯৪
মুরারিগুপ্ত মহা উল্লাস হিয়ায় ।
দেখয়ে প্রভুর শোভা রহিয়া তথায় ॥২৫৯৫
মুরারীরে কহে গোরা জানকী জীবন ।
নিজকৃত পদ্য মোরে করাহ শ্রবণ ॥২৫৯৬
শ্রীমুরারিগুপ্ত রামাষ্টক পাঠ করে ।
শুনি রাম আবেশে প্রসন্ন মুরারিরে ॥২৫৯৭
মন্দ মন্দ হাসি মহানন্দে প্রশংসয় ।
রামদাস নাম তার ললাটে লিখয় ॥২৫৯৮
রঘুনাথাষ্টক সে প্রসঙ্গ সুমধুর ।
তাহার শ্রবণে সব তাপ যায় দূর ॥২৫৯৯

তথাহি—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয় প্রক্রমে ৭ম সর্গে—
ততঃ প্রোবাচ করুণো মুরারিং ত্বং পঠ স্বয়ম্ ।
কবিত্বং ভবতঃ শ্রুত্বা স পপাঠ শুভাক্ষরম্ ॥ ২৬০০

রাজৎকিরীটমণিদীধিতিদীপিতাশ-
মুদ্যদ্বৃহস্পতি-কবিপ্রতীমে বহন্তম্ ॥
দ্বে কুণ্ডলেহঙ্করহিতেন্দুসমানবক্ত্রং
রাম জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥২৬০১

উদ্যদ্বিভাকরমরীচিবিবোধিতাব্জ
নেত্রং সুবিম্বদশনচ্ছদচারুনাসম্ ।
শুভ্রাংশুরশ্মি পরিনির্জিত চারুহাসং
রামঃ জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥২৬০২

তং কম্বুকণ্ঠমজমম্বুজতুল্যরূপং
মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভান্তম্ ।
বিদ্যুদ্বলাকগণসংযুতমম্বুদং বা
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥২৬০৩

উত্তানহস্ততলসংস্থসহস্রপত্রং
পঞ্চচ্ছদাধিকশতং প্রবরাঙ্গুলীভিঃ ।
কুর্বন্ত্যসিতকনকদ্যুতির্যস্য সীতা
পার্শ্বেহস্তি তং রঘুবরং সততং ভজামি ॥ ২৬০৪

অগ্রে ধনুর্ধরবরঃ কনকোজ্জ্বলাঙ্গো
জ্যেষ্ঠানুসেবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ ।
শেষাখ্যধামবরলক্ষ্মণনামা যস্য
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২৬০৫

এইভাবে লীলাময় গৌরহরি স্বীয় ভক্তগনের চিত্তবিনোদনের জন্য সর্বরাত্রি যাপন করেন । তিনি সমগ্র একটি বর্ষাকালকে ক্ষনকাল মনে করিয়াছিলেন । বৈষ্ণবোত্তমগন নিরন্তর আনন্দ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।২৫৮৬

তারপর করুনাময় গৌরহরি মুরারিকে বলিলেন, তুমি নিজে স্বরচিত কবিতাটি পাঠ কর । তাহা শুনিয়া তিনি মঙ্গল স্তোত্রটি পাঠ করিলেন ॥২৬০০

উজ্জ্বল কিরীটমনি সকলের কিরনে চতুর্দিক উজ্জ্বলকারী, আকাশে উদীয়মান বৃহস্পতি ও শুক্রবৎ উজ্জল ও সৌন্দর্যপূর্ণ কুণ্ডল দয় পরিধানকারী, নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রসদৃশ বদনমণ্ডল বিশিষ্ট; ত্রিভুবনের পূজনীয় শ্রীরামচন্দ্রকে আমি সতত ভজনা করি ॥২৬০১

উদীয়মান সূর্য্যের কিরনে প্রস্ফুটিত পদ্মতুল্য যাঁহার নেত্রদ্বয়, যিনি বিম্বতুল্য অতীব সুন্দর অধর ও চারুনাসিকা বিশিষ্ট চন্দ্রের কিরণে যাঁহার মধুর হাস্য পরাজিত করিয়াছে, ত্রিভুবনের গুরু সেই রামচন্দ্রকে সর্বক্ষন ভজনা করি ॥২৬০২

সো রাঘবেন্দ্রকুলসিন্ধুসুধাংশুরূপো
মারীচ-রাক্ষস-সুবাহু-মুখান্নিহত্য।
যজ্ঞং ররক্ষ কুশিকান্বয়পুণ্যরাশিং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২৬০৬

হত্বা খরত্রিশিরসৌ সগণৌ কবন্ধম্
শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃত্বা।
সুগ্রীবমৈত্রমকরোদ্বিনিহত্য শক্রম্
তং রাঘবং দশমুখান্তকরং ভজামি ॥ ২৬০৭

ভংক্ত্বা পিনাকমকরোজ্জনকাত্মজায়া
বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি ভার্গবেন্দ্রম্।
জিত্বা পিতুর্মুদমুবাহ ককুৎস্থবর্য্যং
রামং জগত্রয়গুরুং সততং ভজামি ॥ ২৬৮

ইত্থং নিশম্য রঘুনন্দনরাজসিংহ-
শ্লোকাষ্টকং স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ
বৈদ্যস্য মূর্দ্ধ্নি বিনিধায় লিলেখ ভালে
ত্বং রামদাস ইতি ভো ভব মৎপ্রসাদাৎ ॥ ২৬০৯

কি বলিব ?—গুপ্তে দেখি কৃপা অতিশয়।
হইল ভক্তের মহা উল্লাস হৃদয় ॥ ২৬১০
প্রাতঃকালে নিজ গৃহে প্রভুর গমন।
নিজ নিজ গৃহেতে গেলেন ভক্তগণ ॥ ২৬১১
কি বলিব ?—ভক্ত সঙ্গে সদাই বিহরে।
নিরন্তর ভাবাবেশে স্থির হৈতে নারে ॥ ২৬১২
প্রভুর শ্রীভাবাবেশ অন্য অগোচর।
দিবানিশি সিক্ত নেত্রজলে কলেবর ॥ ২৬১৩
এক দিন এই পথে ভক্তগোষ্ঠি সঙ্গে।
গৃহ হৈতে চলে গঙ্গাতীরে মহারঙ্গে ॥ ২৬১৪
প্রভুর আদেশে এথা প্রিয় ভক্তগণ।
আরম্ভিলা দেবের দুর্লভ সঙ্কীর্ত্তন ॥ ২৬১৫

কম্বুকণ্ঠ, ইন্দীবর কান্তি,মুক্তা ও স্বর্ণের হার পরিধান পূর্ব্বক বিদ্যুদ্বলাকগন সমন্বিত মেঘ সদৃশ সেই ত্রিভুবন গুরু শ্রীরাম চন্দ্রকে সর্বদা ভজনা করি ॥২৬০৩

উত্তীর্ণ হস্ততলে স্থিত পদ্মকে স্বীয় পঞ্চ বরাঙ্গুলী দ্বারা পঞ্চাধিক শতপত্র বিশিষ্ট করিয়া তপ্ত কাঞ্চন দ্যুতি সমন্বিতা সীতা যাঁহার পার্শ্বে অবস্থিতা সেই রঘুবীরকে সর্ব্বদা ভজনা করি ॥২৬০৪

যাঁহার অগ্রে ধানুষ্কশ্রেষ্ঠ, কনকোজ্জ্বল দেহ জ্যেষ্ঠের সেবায় অনুরক্ত, উত্তমভূষনে ভূষিত, শেষ নামক মহান তেজোরাশি অধুনা লক্ষন নামে প্রসিদ্ধ সেই ত্রিভুবন গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে সর্বক্ষন ভজনা করি ॥২৬০৫

যিনি রঘুকুল সিন্ধুতে উত্থিত চন্দ্রস্বরূপ, মারীচ রাক্ষস সুবাহু প্রভৃতিকে নিহত করিয়া বিশ্বামিত্রের পুণ্য সমূহে যজ্ঞ রক্ষা করিয়া ছিলেন, সেই ত্রিজগত গুরু শ্রীরামচন্দ্রকে সর্ব্বদা ভজনা করি ॥২৬০৬

যিনি সগন খর, ত্রিশিরা ও কবন্ধকে বধ করিয়া দণ্ডকারন্যকে দূষনাধিকার মুক্ত করিয়া শক্রবধ করতঃ সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছিলেন; সেই দশমুখান্তক রাঘবকে ভজনা করি ॥ ২৬০৭

যিনি হরধনুভঙ্গ করিয়া সীতা বিবাহ উৎসব করিয়াছিলেন, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে পরশুরামকে জয় করতঃ পিতার হর্ষ বিধান করিয়াছিলেন, সেই ত্রিভুবনগুরু ককুৎস্থ শ্রেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্রকে সর্ব্বক্ষন ভজনা করি ॥২৬০৮

সেই ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর উক্তপ্রকারে রঘুনন্দনরাজ সিংহের শ্লোকাষ্টক শ্রবণ করিয়া বৈদ্য মুরারী গুপ্তের মস্তকোপরি চরণ স্থাপন করতঃ তাহার কপালে "ওহে তুমি আমার প্রসাদে রামদাস হও"—এই বাক্য লিখিয়া দিলেন ॥২৬০৯

ভাবাবেশে ভক্তগণ মধ্যে নাচি যায়।
প্রভুর অদ্ভুত চেষ্টা কেবা নাহি গায় ? ২৬১৬

গীতে যথা—শ্রীরাগ

চিত্তচোর গৌর অঙ্গ রঙ্গে ফিরত ভকত সঙ্গ
মদনমোহন ছান্দুয়া।
হেমবরণ হরণ দেহ পূরল তরুণ করুণ মেহ
তপত জগত বন্ধুয়া ॥ ২৬১৭
সঘনে রোদন সঘনে হাস
আন হি বরণ, বিরষ ভাষ
নয়নে সলিল সিন্ধুয়া।
ভাবে বিবশ দিবস রাতি
নীপ কুসুম পুলক পাঁতি
বদন শরদ ইন্দুয়া ॥ ২৬১৮
অমিয়া জিতল মধুর বোল
অরুন চরণে মঞ্জীর রোল
চলত মন্দ মন্থয়া।
অখিল ভুবন আনন্দে ভাস
আশ করত গোবিন্দ দাস
প্রেমসিন্ধু বিন্দুয়া ॥ ২৬১৯

পুনঃ—তোড়ী

দেখত বেকত গৌরচন্দ্র
বেঢ়ল ভকত নখতবৃন্দ
অখিল ভুবন উজোরকারী
কুন্দ কনক কাঁতিয়া।
অগতি পতিত কুমুদবন্ধু
হেরি উছলে রসের সিন্ধু
হৃদয় কুহর তিমিরহারী
উদিত দিনহু রাতিয়া ॥ ২৬২০
সহজে সুন্দর মধুর দেহ
আনন্দে আনন্দে না বাঁধে থেহ
ঢুলি ঢুলি ঢুলি চলত খেলত
মত্ত করিবে ভাতিয়া।
নটন ঘটন ভৈগেল ভোর
মুকুন্দ মাধব গোবিন্দ বোল
রোয়ত হসত ধরণী খসত
শোহত পুলক পাঁতিয়া ॥ ২৬২১
মহিম মহিমা কো কহতুর
নিজ পর ধরি করত কোর
প্রেম অমিয় হরখি বরখি
তরখি ত মহী মাতিয়া ॥ ২৬২২
ও রাস উত্তম অধম ভাস
একলে বঞ্চিত গোবিন্দ দাস
কি জানি কি খেনে কোন গঢ়ল
কাঠ কঠিন ছাতিয়া ॥ ২৬২৩

পুনঃ—আশাবরী

নাচত শচীতনয় গৌরসুন্দর মনমোহনা।
বাজত কত কত মৃদঙ্গ উঘটত
ধি ধি কট ধিলঙ্গ গায়ত সুর মধুর অঙ্গ
ভঙ্গি পরম শোহনা ॥ ধ্রু ॥ ২৬২৪
নিরুপম রস উলস আজ
বিলসত প্রিয় ভকত মাঝ
ঝলকত অতি ললিত সাজ
যুবতি ধিরয মোচনা।
কুসুমাঞ্চিত চারু চিকুর
কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ড মুকুর
ভাল তিলক, মঞ্জুল ভুরু
ভৃঙ্গ কমলোচনা ॥ ২৬২৫
নাসাপুট মোদসদন
ইন্দুনিকরনিন্দি বদন

মন্দ মন্দ হসনি কুন্দ
দশন মধুর বোলনা।
কণ্ঠ মদন মদভর হর
ভুজযুগ জিনি কুঞ্জরকর
কক্ষ মুহু বিশাল বক্ষ
মাল অতুল দোলনা ॥ ২৬২৬
নাভি ত্রিবলি বলিত ভাতি
লোমাবলি ভুজঙ্গপাতি
রসনাযুত কৃশ কটি নব
কেশরি মদ ভঞ্জনা।
পাইরে বর বসনবেশ
উরু বরণি না শকত শেষ
নরহরি পহুঁ পদতলে করু
তরুণারুণ গঞ্জনা ॥ ২৬২৭

ওহে শ্রীনিবাস! প্রভু সুরধুনী তীরে।
সঙ্কীর্তনানন্দে মগ্ন চলে ধীরে ধীরে ॥ ২৬২৮
গঙ্গার সৌভাগ্য প্রকাশয়ে অতিশয়।
পরিকর সঙ্গে গঙ্গাতীরে বিহরয় ॥ ২৬২৯

গীতে যথা—নট্ট

বিহরত সুরসরিত তীর
গৌর তরুণ বয়স থির
তড়িত কনক কুঙ্কুম মদ মর্দন তনু কাঁতি।
মদন কদন বদনচন্দ্র
নিখিল তরুণী নয়ন ফন্দ
হসত লসত দশনবৃন্দ কুন্দ কুসুমপাঁতি ॥ ২৬৩০
অঞ্জন ঘন পুঞ্জ বরণ
কুঞ্চিত কচ ধৈর্যহরণ
বেশ বিমল অলকাকুল রাজত অনুপাম।
ভাল তিলক ঝলকত অতি
ভাওু ভুজগ মঞ্জল গতি
চঞ্চল দিঠে অঞ্চল রস রঞ্জিত ছবি ধাম ॥ ২৬৩১
কুণ্ডল শ্রুতি গণ্ড কলিত
কণ্ঠ হি বনমালবলিত
বাহু বিপুল বলয়া কর কোমল বলিহারী।
পরিসর বর বক্ষ অতুল
নাশত কত কুলবতী কুল
ললিত কটি সুকৃশ কেশরী গরব খবরকারী ॥ ২৬৩২
ডগমগ ভুজ জানু তরুণ
অরুণাবলি কিরণ চরণ
কমল মধুর সৌরভ ভরে ভকত ভ্রমর ভোর।
করুণাঘন ভুবন বিদিত
প্রেম অমিয়া বরষত নিত
নরহরি মতি মন্দক বহু
পরশত নাহি থোর ॥ ২৬৩৩

পুনঃ—বেরগুপ্ত

সুরধুনী তীর পরম নিরমল থল
তহি উলসিত সব ভকত উদার।
গায়ত কত কত গীত অমিয়ময়
বায়ত বাদ্য বিবিধ পরকার ॥ ২৬৩৪
নাচত গুণমণি গৌরকিশোর।
চন্দন চরচিত রুচির অঙ্গ অতি
অপরূপ রূপ রমণী মন চোর ॥ ধ্রু ॥ ২৬৩৫
অমল কমলদল লোচন ডগমগ
ভাঙ ভঙ্গি নব অলক বিলাস।
শারদ নিশাকর নিকর নিন্দি মুখ
কোটি মদন মদ মরদন হাস ॥ ২৬৩৬

চঞ্চল ললিত বিশাল বক্ষঃ পরি
ঝলকত জিনি দামিনী মণিহার।
নরহরি পঁহু পদ ধরত তাল যব
তব কি মধুর রব নূপুর ঝনকার ॥ ২৬৩৭

পুনঃ—বসন্ত

সুরধুনী তীরে তরুণ তরু বল্লরী
পল্লব নব নব কুসুম বিমুকাশ।
পরিমলে সুগধ মধুপকুল কুজত
কোকিল কীর ফিরত চহু পাশ ॥ ২৬২৮
নাচত তঁহি নট গৌরকিশোর।
কেশর মৃগমদ চন্দন চরচিত
ফাগু অরুণ অনু অধিক উজোর ॥ ধ্রু ॥ ২৬৩৯
নিরুপম বেশ বসন মণিভূষণ
ঝলকত চারু চপল বনমাল।
অভিনব ভঙ্গি ভুবন মনমোহন
ঘন ঘন ধরত চরণতলে তাল ॥ ২৬৪০
গায়ত পরম মধুর পরিকরগণ
নিরখি বদন পশি উলস অভঙ্গ।
সুরগণ গগনে মগন ভণ জয় জয়
বায়ত নরহরি মধুর মৃদঙ্গ ॥ ২৬৪১

পুনঃ বসন্ত

আজু সুরধুনী তীরে সুন্দর
গৌর নৃত্য বিভোর।
ফাগুবিন্দু সুগন্ধি
চন্দনচচিত অঙ্গ উজোর ॥ ২৬৪২
ভালে ঝলকত তিলক
অতুলিত ললিত কুন্তলভার।
শ্রবণ কুণ্ডল গণ্ড মণ্ডিত
ভাও ভঙ্গি অপার ॥ ২৬৪৩
লোল লোচন কঞ্জ মঞ্জু
ময়ঙ্ক জিতি মুখজ্যোতি।
অরুণ অধর সুহাস মৃদু মৃদু
দন্ত নিন্দই মোতি ॥ ২৬৬৪
রাহু কনক মৃণাল মনমথদমন বক্ষ বিশাল।
চারু রচিত বিচিত্র চঞ্চল
কণ্ঠে মালতীমাল ॥ ২৬৪৫
ক্ষীণ কটিতট জটিত কিঙ্কিণী
পহিরে বসন সুচারু।
চরণ নূপুর রণিত নিরুপম
সব মদ সকল শিঙ্গারু ॥ ২৬৪৬
হেরি অপরূপ রূপপরিকর
মগন গুণ নহু অন্ত।
ঝাঁজ মুরজ মৃদঙ্গ বায়ই
গায়ে রাগ বসন্ত ॥ ২৬৪৭
শুনত সুরগণ গগন মণ্ডলে
থিরয ধরই না পারি।
ধাই ধাই চলু চহু ওর নব
নদীয়া নগর নরনারী ॥ ২৬৪৮
হোত জয় জয়কার
জগভরি উমড়ি প্রেম প্রবাহ।
ভনত নরহরি ধন্য
কলিযুগে বিলসে গোকুল নাহ ॥ ২৬৪৯

সুরধুনী তীরে প্রভু বিলসিয়া রঙ্গে।
এই পথে নিজ গৃহে গেলা ভক্তসঙ্গে ॥ ২৬৫০
একদিন প্রভু মহা উল্লসিত হৈয়া।
আইলা শ্রীবাসগৃহে এই পথ দিয়া ॥ ২৬৫১
দেখ শ্রীনিবাস এই শ্রীবাসভবনে।
এথা বৈসে প্রভু প্রিয় পরিকর সনে ॥ ২৬৫২

শ্রীকীর্তন বিনা কিছু প্রভুরে না ভয়ে।
শ্রীকীর্তনে সবে প্রভু উল্লাস জন্মায় ২৬৫৩
প্রভুর অন্তর অন্যে না পারে জানিতে।
প্রসন্ন নয়নে প্রভু চাহে চারি ভিতে ॥২৬৫৪
প্রভুর ইঙ্গিতে বুঝি প্রভু প্রিয়জন।
শ্রীঅভিষেকের শীঘ্র করে আয়োজন ॥২৬৫৫
গঙ্গাজল আনে সব উল্লাস হিয়ায়।
প্রভুর অভিষেক গীত মুকুন্দাদি গায় ॥২৬৫৬
এথা গৌরচন্দ্রে বসাইয়া সিংহাসনে।
করে অভিষেক অতি অপূর্ব বিধানে ২৬৬৭

গীতে যথা সুহই

শঙ্খ দুন্দুভি নাদ বাজয়ে সুস্বরে।
গোরাচাঁদের অভিষেক করে সহচরে ॥২২৫৮
গন্ধ চন্দন শিলা ধূপ দীপ জ্বালে।
নগরের নারী সব করে অর্ঘ থালি ॥২৬৫৯
নদীয়ার লোক সব দেখি আনন্দিত।
জয় জয় জয় দিয়া কেহ গায় গীত ।২৬৬০
গৌরচাঁদের মুখ করে নিরীক্ষণে।
গোরা অভিষেক রস বাসুঘোষ গানে ॥২৬৬১

পুনঃ—মায়ুর

আকু অভিষেক সুখের অবধি
বৈসে সিংহাসনে গোরা গুননিধি,
নিরুপম শোভা ভঙ্গিমাতে কেউ
ধৈরয না ধরে ধরণীতলে ॥
চিকন চাঁচরকেশ শিরে শোহে
লোটায়ে পিঠে ছটা মন মোহে।
হেম ধরাধর শিখরেতে যেন
যমুনা প্রবাহ বহয়ে ভালে ॥২৬৬২

নিরমল অঙ্গ ঝলমল করে
কত শত মনমথ মদ হরে
কেহ না বিভল হয় হাসিমাখা
মুখ শশীপানে বারেক চায়।
অভিষেক মন্ত্র পড়ি বারে বারে
নিত্যানন্দাদ্বৈত উল্লাস অন্তরে
শ্রীবাসাদি পঁহু শিরে সুবাসিত
জল ঢালে করে কলস লৈয়া ॥
জগদীশ বাসুদেব নারায়ণ
মুকুন্দ মাধব গানে বিচক্ষণ
শ্রুতি জাতি স্বর ভেদ নানা তালে
গায় অভিষেক অমিয়পারা
গোবিন্দ গোবিন্দানন্দ খোল বায়
ধাধা ধিক্ ধিক্ থেয়া না না তায়
নাচে বক্রেশ্বর সুমধুর ছন্দে
কারু নেত্রে বহে আনন্দধারা ॥
সুরগণ গণসহ অলখিত
অভিষেক সুখে হৈয়া বিমোহিত
বরিখে কুসুম থরে থরে
কহে জয় জয় ধ্বনি পুলক অঙ্গে।
পতিব্রতা নারীগণ ঘন ঘন
দেই জয়কার অতি রসায়ন
মঙ্গলরীতি কি নব নব নরহরি
হেরি হিয়া উথলে রঙ্গে ॥২৬৬৫

পুনঃ—ধানশী

কি আনন্দ শ্রীবাস ভবনে।
করয়ে প্রভুর অভিষেক প্রিয়গণে ॥২৬৬৬
স্বর্ণ-সিংহাসনে বসাইয়া।
আনে সুবাসিত জল উলসিত হৈয়া ॥২৬৬৭

অভিষেক মন্ত্র পাঠ করি।
প্রভুর মস্তকে জল ঢালে ঘট ভরি ॥২৬৬৮
উলু লু লু দেই নারীগণ।
বাজে নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন॥২৬৬৯
অভিষেক গীত সবে গায়।
ভাসয়ে নিয়ত নেত্রে আনন্দধারায় ॥২৬৭০
দেবগণ জয় জয় দিয়া।
নাচে কত সাধে অভিষেক নিরখিয়া ॥২৬৭১
অভিষেক শোভা মনোহর।
ঝলমল করয়ে কোমল কলেবর ॥২৬৭২
নরহরি আপনা নিছয়ে।
সুধাময় বদনে মদন মুরুছয়ে ॥২৬৭৩
ওহে শ্রীনিবাস কি রলিব এক মুখে?
কেবা না মাতিল প্রভু অভিষেক সুখে?২৬৭৪
কেহ কত ঘট জল আনে লেখা নাই।
মন্দ মন্দ হাসে প্রভু সবা পানে চাই ॥২৫৭৫
জল আনে শ্রীবাসের দাসী—নাম দুঃখী।
দেখি তার ভক্তি প্রভু নাম থুইল—সুখী ॥২৬৭৬
অভিষেক শোভার উপমা নাই দিতে।
দেখে ভক্তগণ দাঁড়াইয়া চারিভিতে ॥২৬৭৭
মনের উল্লাসে কেহ পানি তোলা লৈয়া।
মোছয়ে প্রভুর অঙ্গ স্নান সমাধিয়া ॥২৬৪৮
কেহ লৈয়া সুসূক্ষ্ম নূতন শুক্ল বাস।
পরায় প্রভুরে কত বাড়য়ে উল্লাস ॥২৬৭৯
কে অতি সুগন্ধি চন্দন দিয়া গায়।
ভূষণে ভূষিত করি চান্দ মুখ চায় ॥২৬৮০
এথাই পাতয়ে বিষ্ণুখট্টা-সজ্জ করি।
তাহার উপরে বৈসে প্রভু গৌরহরি ॥২৬৮১
প্রভুর শিরে ছত্র ধরে নিত্যানন্দ রায়।
পরম আনন্দে কেহ চামর ঢুলায় ॥২৬৮২
কেহ কেহ পুষ্প বর্ষে মনের উল্লাসে।
দেখে শোভা সবাই রহিয়া চারিপাশে ॥২৬৮৩
বিবিধ প্রকারে সভে প্রভুরে পূজিয়া।
সভেই করয়ে স্তুতি ভূমে প্রণমিয়া ॥২৬৮৪
বিবিধ সামগ্রী সভে প্রভুরে ভুঞ্জায়।
ভক্তদ্রব্য মাগিয়া ভুঞ্জয়ে গৌররায় ॥২৬৮৫
কে বুঝিবে গৌরচান্দ্রের ভাবমর্ম?
ভাবাবেশে কহে সভার জন্মকর্ম ॥২৬৮৬
শ্রীবাস অদ্বৈত গঙ্গাদাস হরিদাসে।
পূর্ব কথা কহ প্রভু সুমধুর ভাসে ॥২৬৮৭
শুনিয়া সে সব সভে ভাসে নেত্রজলে।
করে কত স্তুতি পড়ি প্রভু পদতলে ॥২৬৮৮
ঐছে যে যে ভক্তের জন্মাদি কথা কয়
শুনি সে সবার মহা উল্লাস হৃদয় ॥২৬৮৯
খোলাবেচা শ্রীধরেরে প্রভু দিলা বর।
পরম কৌতুকে স্তুতি করিলা শ্রীধর ॥২৬৯০
প্রভুর আজ্ঞায় বর মাগে যতজন।
দিলেন সবারে বর শচীর নন্দন ॥২৬৯১
যে যে অবতারে যে যে ভক্তে কৃপা কৈল।
তৈছে সে সে ভক্তে প্রভু প্রত্যক্ষ হইল ॥২৬৯২
শ্রীমুরারিগুপ্তে প্রভু দিলেন দর্শন।
দূর্বাদলশ্যাম রাম জানকী জীবন ॥২৬৯৩
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ, সীতা মুরারি দেখিয়া।
আপনারে দেখে হনুমান্ হর্ষ হৈয়া ॥ ২৬৯৪
মুরারির স্তুতি শুনি প্রভুর উল্লাস।
মুরারিবল্লভ নাম হইল প্রকাশ ॥ ২৬৯৫
মুকুন্দেরে প্রভু দণ্ড অনুগ্রহ কৈল।
মুকুন্দ প্রভুর প্রিয় বিদিত হইল ॥ ২৬৯৬
সাত প্রহরিয়া ভাবে অদ্ভুত বিলাস।
নেত্র ভরি দেখে যত প্রভু প্রিয়দাস ॥ ২৬৯৭

চতুর্মুখ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।
সশঙ্কিত হৈয়া সভে করয়ে দর্শন ॥ ২৬৯৮
কি কহিব এক মুখে ওহে শ্রীনিবাস।
এথা রহি দেখি মুই প্রভুর বিলাস ॥ ২৬৯৯
শ্রীবাসভবনেতে সুখের সীমা নাই
ভাব শান্তি হৈলে প্রভু বৈসে এই ঠাঁই ॥ ২৭০০
গৌরাঙ্গের বাক্যে নিত্যানন্দের যে রীত।
গদাধর আদি তাহে হৈল উল্লসিত ॥ ২৭০১
নিত্যানন্দে রাখি প্রভু শ্রীবাস ভবনে।
এই পথে নিজ গৃহে গেলা গণসনে ॥ ২৭০২
নিত্যানন্দ চরিত্র বুঝিতে কেবা পারে ?
শ্রীমালিনী দুঃখী দেখি জিজ্ঞাসিল তাঁরে ॥ ২৭০৩
—পিত্তলের ঘৃতপাত্র কাক লৈয়া গেল।
শ্রীমালিনীদেবী নিত্যানন্দে নিবেদিল ॥ ২৭০৪
হাসি নিত্যানন্দ আজ্ঞা কৈল কাক পক্ষে।
বাটী আনি দিল কাক মালিনী সন্মুখে ॥ ২৭০৫
নিত্যানন্দ প্রভাব দেখিয়া পুণ্যবতী।
চাহি নিত্যানন্দ পানে কৈল বহু স্তুতি ॥ ২৭০৬
একদিন এই পথে নিত্যানন্দ রায়।
আইকে দেখিতে চলে উল্লাস হিয়ায় ॥ ২৭০৭
একদিন নিত্যানন্দ হরিদাস সাথে।
শ্রীশচী আলয় হৈতে আইসে এই পথে ॥ ২৭০৮
প্রভুর আজ্ঞায় নদীয়ায় ঘরে ঘরে।
কৃষ্ণ ভজ এই ভিক্ষা মাগয়ে সবারে ॥ ২৭০৯
শিষ্ট লোক এই বাক্যে আনন্দ পায় চিতে।
পাষণ্ড অসুর হাসি কহে নানা মতে ॥ ২৭১০
এই পথে চলে যথা জগাই মাধাই।
তারে উপদেশে কৃষ্ণ ভজ দুই ভাই ॥ ২৭১১
শুনিয়া মদ্যপ দুই মহা দুরাচার।
পড়িয়াছিলেন উঠি কহে মার মার ॥ ২৭১২
ব্রহ্মাদি দেবতা যাঁরে ধ্যানে নাহি পায়।
হেন নিত্যানন্দে দোঁহে ধরিবারে ধায় ॥ ২৭১৩
জগাই মাধাইর ক্রিয়া কহিব বা কত ?
চিত্রগুপ্ত লিখিতে না পারে পাপ যত ॥ ২৭১৪
ব্রাহ্মণ হৈয়া সঙ্গদোষ হৈলা নষ্ট।
নবদ্বীপ আদি ভয়ে কাঁপে—ঐছে দুষ্ট ॥ ২৭১৫
মহাক্রোধে করি কটুবাক্য বজ্রাঘাত।
নিত্যানন্দ মাথে এথা কৈল রক্তপাত ॥ ২৭১৬
অচ্ছেদ্য অভেদ্য নিত্যানন্দের শরীর।
ইথে রক্তপাত—ইহা বুঝে কুন ধীর ॥ ২৭১৭
গণসহ প্রভু এথা আসি গৃহ হৈতে।
চক্র আবর্হিল মহাদস্যু সংহারিতে ॥ ২৭১৮
নিত্যানন্দ পরম দয়ালু ব্যক্ত হৈল।
সুদর্শন চক্র হৈতে তারে রক্ষা কৈল ॥ ২৭১৯
পাতকী তারণ নিত্যানন্দ কৃপা কৈলা।
জগাই- মাধাই দুই ভাই উদ্ধারিলা ॥ ২৭২০
দেবের দুর্লভ ভক্তি দিয়া দুই জনে।
দোঁহার যে পাপ প্রভু লইল আপনে ॥ ২৭২১
নিজগণ মধ্যে দোঁহে গণনা করিল।
সংকীর্তন সুখের সমুদ্রে ডুবাইল ॥ ২৬২২
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে হইল এই ধ্বনি।
—দুই দৈত্যে উদ্ধারিলা গৌরগুণমণি ॥ ২৭২৩
ঘুচিল সভার ভয় উল্লাস হিয়ায়।
জগাই মাধাইরে দেখিতে কে না ধায় ? ২৭২৪

গীতে যথা—গুর্জরী

আজু কি আনন্দ নদীয়া নগরে
জগাই মাধাই দোঁহে দেখিবারে
ধায়া চারিদিকে কি নারী পুরুষ
পরস্পর কহে কত না কথা।

কেহ কহে অতি বিরলেতে রৈয়া
—ওই দেখ দেখ দুঁহু পানে চায়া
সুরুজের সম তেজ এবে ভেল
সে পাপ শরীর গেল বা কোথা ? ২৭২৫
কেহ কহে—আহা মরি ! মরি !
ভাবে গর গর রৈসে বেরি বেরি
কান্দি উঠে ছুটে আঁখে বারিধারা
নিবারিতে নারে না ধরে ধৃতি।
কেহ কহে—হের দেখ নিরুপম
পুলকিত তনু কাঁপে ঘন ঘন
ধূলায় ধূসর ধরণীতে পড়ি
গড়ি যায় কিছু নাহিক স্মৃতি ॥ ২৭২৬
কেহ কহে—কিবা গোরা মুখশশী
পানে চাহি জানি কত সুখে ভাসি
হাসি সুধা পানে উনমত হৈয়া
লোটাইয়া পড়ে চরণতলে।
কেহ কহে—দেখ নিতাইচান্দেরে
চাহি হিয়া মাঝে কত খেদ করে
দুখানি চরণ পরশিয়া করে
করে অভিষেক আঁখের জলে ॥ ২৭২৭
কেহ কহে—দেখ অদ্বৈত তপসী
গদাধর শ্রীবাসাদি পাশে পশি
অতুল উলাসে ফুলি ফুলি ফিরে
লইয়া সভার চরণ ধূলি।
কেহ কহে—কত কাতর অন্তরে
এক ভিতে রহি দন্তে তৃণ ধরে
নরহরি—পহুঁ ! পরিকর সহ
কর কৃপা—কহ দুবাহু তুলি ॥ ২৭২৮
যে কৌতুক জগাই মাধাই উদ্ধারিতে।
হইলে সহস্র মুখ না পারি কহিতে ॥ ২৭২৯

জয় জয় জয় ধ্বনি ভরিল ভুবন।
স্বর্গে মহা আনন্দে নাচয়ে দেবগণ ॥ ২৭৩০
অলক্ষিতে পুষ্পবৃষ্টি করে অনিবার।
নারদাদি গায় প্রভু করুণা অপার ॥ ২৭৩১
করুণাময় অবতার শ্রীগৌররায়।
পরম দুঃখীরে সুখসমুদ্রে ডুবায় ॥ ২৭৩২
সভা সহ সঙ্কীর্তনাবেশে গৌরহরি
নিজ গেহে গেলা—লোক দেখে নেত্র ভরি ॥ ২৭৩৩
কি বলিব ? জগাই মাধাই দুইজন।
ভক্তিরত্ন উপার্জনে মহা বিচক্ষণ ॥ ২৭৩৪
রজনী প্রভাতে দোঁহে করি গঙ্গাস্নান।
নির্জনে লয়েন দুই লক্ষ হরিনাম ॥ ২৭৩৫
পরম ধার্মিক দুই বিপ্র মহাশয়।
নবদ্বীপে দোঁহারে কেবা না প্রশংসয় ? ২৭৩৬
এই দেখ জগাই মাধাইর বাসস্থান।
এ স্থান দর্শনে পাপী পায় পরিত্রাণ ॥ ২৭৩৭
শ্রীমাধাই প্রভু নিত্যানন্দের আজ্ঞায়।
গঙ্গাঘাট সজ্জ করে হৈয়া দীনপ্রায় ॥ ২৭৩৮
গঙ্গাস্নানে যায় যে যে তারে প্রণমিয়া।
করয়ে প্রার্থনা দৈন্য কান্দিয়া কান্দিয়া ॥ ২৭৩৯
শুনি মাধাইর দৈন্য কেবা না কান্দয় ?
মাধাইর হিত চিন্তা সকলে করয় ॥ ২৭৪০
এই মাধাইর ঘাট যে করে দর্শন।
ভক্তি লভ্য হয় ঘুচে সংসার বন্ধন ॥ ২৭৪১
যে তপস্যা মাধবের—কহনে না যায়।
শ্রীমাধব ব্রহ্মচারী খ্যাতি নদীয়ায় ॥ ২৬৪২
একদিন নিজ গৃহ হৈতে প্রভু রঙ্গে।
এ পথে শ্রীবাস গৃহে গেলা ফক্তসঙ্গে ॥ ২৭৪২
শ্রীবাস উল্লাসে ধৈর্য ধরিতে নারিল।
প্রভুর অদ্ভুত কৃপাসমুদ্রে ডুবিল ॥ ২৭৪৪

এথা গৌরচন্দ্র নৃত্য করে সংকীর্ত্তনে।
সভা প্রতি কহে সুখ না জন্ময়ে কেনে ? ২৭৪৫
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাসপণ্ডিত।
চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহয়ে চারিভিত ॥ ২৭৪৬
শ্রীবাসের শাশুড়ী মাথায় ডোল দিয়া।
এ ঘরের কোণেতে আছিলা লুকাইয়া ॥২৭৪৭
বাহ্যহীন শ্রীবাস উন্মত্ত কৃষ্ণাবেশে।
ঘর হৈতে বাহির কৈল ধরি তার কেশে ॥২৭৪৮
প্রভু কহে—এবে সুখ উপজয়ে মনে।
হইলেন সভে মহামত্ত সঙ্কীর্ত্তনে ॥২৭৪৯
একদিন প্রভু প্রেমে মূর্চ্ছিত এথায়।
পদধূলি লইয়া অদ্বৈত মাখে গায় ॥২৭৫০
বাহ্য পাই প্রভু নৃত্য করে সংকীর্তনে।
সভা প্রতি কহে সুখ না জন্ময়ে কেনে ॥২৭৫১
না জানিয়ে অপরাধ কোথা বা হইল।
অদ্বৈতের পানে চাহি সকল জানিল ॥২৭৫২
মহা বলবান্ প্রভু ধরি অদ্বৈতেরে।
অদ্বৈত চরণ লৈয়া ঘষে নিজ শিরে ॥২৭৫৩
সংকীর্তনাবেশে প্রভু বৈসে এ বট্টায়।
ভিক্ষা করি শুক্লাম্বর আইলা এথায় ॥২৭৫৪
মহাপ্রীতে প্রভু যে ঝুলিতে হাত দিয়া।
খায়েন তণ্ডুল তারে সুদামা বলিয়া ॥২৭৫৫
কহে দৈন্য করি ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর।
ঝুলি কাঁদে কীর্ত্তনে নাচয়ে মনোহর ॥২৭৫৬
শ্রীশুক্লাম্বরের প্রেমচেষ্টা নিরখিতে॥
গণসহ প্রভুর আনন্দ বাঢ়ে চিত্তে ॥২৭৫৭
শ্রীবাস আলয়ে প্রভু ঐছে বিলাসিয়া।
নগর ভ্রমণে চলে নিজ গৃহে গিয়া ॥২৭৫৮
এইখানে বিশ্বম্ভর প্রিয়গণ সঙ্গে।
ভাসে সংকীর্তন সুখ-সমুদ্র তরঙ্গে ॥২৭৫৯

পরম অদ্ভুত নৃত্য করে গৌররায়।
চতুর্দ্দিক পারিষদবৃন্দ সভে গায় ॥২৭৬০

গীতে যথা দেবাকিরী

বলি কলি মত্ত মত্তজ মরদন
গৌরসিংহ নাচত নদীয়ায়।
জয় জয় রব সব ভুবন বিয়াপিত
নিখিল লোক মিলি চৌদিকে ধায় ॥২৭৬১
গায়ত পরম প্রবল প্রিয় পরিকর
কিন্নর ফুরগম তাল তুলা।
বাজত মুরজ মৃদঙ্গ দৃমিকি দৃমি
দাঁ দাঁ দৃমি কট ধিকট খিলঙ্গ ॥২৭৬২
কম্পই ধরণী ধরত পদ পঙ্কজ
ডগমগি অঙ্গভঙ্গি অনুপাম।
লোচন তরুণ অরুন রুচি গঞ্জই
চাহনি চারু চমকে কত কাম ॥২৭৬৩
শশধর নিকর নিন্দি মুখ মধুরিম
হাসত লহু লহু অমিয় গোরি।
প্রেম বিতরি নরহরি প্রভু পামরে
করই কোরে ভুজযুগ পসারি ॥২৭৬৪

পুনঃ—মেঘরাগ

নাচত গৌর নটন পণ্ডিতবর।
কুমকুম দামিনী দাম দমন তনু
মন্দিত নিরুপম বিপুল পুলকভর ॥ধ্রু ২৭৬৫
অরুণ অধর মৃদু চান্দ বদন লস
দশন কুন্দ লহু হাস অমিয় ঝর।
নয়ন কঞ্জ জন রঞ্জন রসময়
চাহনি কত শত মদন গরব হর ॥২৭৬৬
কনক মৃণাল নিন্দি ভুজযুগ তুলি
বোলত হরি হরি অন্তর গর গর।

মঙ্গলময় কোমল সুললিত পদ
বিবিধ ভঙ্গি সাঞে ধরই ধরণী পর ॥২৭৬৭
বাজত ঝাঝ সু- থমক খোল কত
গায়ত মধুর মধুর সুর পরিকর।
বিতরত প্রেম রতন ধন জগ ভরি
বঞ্চিত কুমতি এ নরহরি পামর ॥২৭৬৮

পুনঃ ভুপতি

নাচত গৌর নটন জনরঞ্জন
নিখিল মদন মদ ভঞ্জন অঙ্গ।
পুলকিত ললিত কম্প ঘন উনমত
শুনইতে পূরুব পীরিতি পরসঙ্গ ॥২৭৬৯
লোচন অরুন কমলদল ছল ছল
জপ ঝলকত যনু মোতিমদাম।
হসইতে দশন বিজুরী সম চমকত
ঢর ঢর মধুর অধর অনুপম ॥২৭৭০
কুঞ্জর করবর গরব বিমোচন
মঞ্জু বিপুল ভুজযুগল পসারি।
নিরখি গদাধরে করই কোরে পুনঃ
ভণই মরমধৃতি ধরই না পারি ॥২৭৭১
উথলই প্রেম পয়োনিধি নিরুপম
প্রবল তরঙ্গ রঙ্গ উপজায়।
পামর পতিত দুঃখিত সুখে ভাসয়ে
নরহরি পাপী পরশ নহু তায় ॥২৭৭২

পুনঃ—নট্ট নারায়ণ

নাচত গৌর পরম সুখসদনা।
অবিরল বিপুল পুলককুলঝলমল
সুললিত অঙ্গ মদনমদ কদনা ॥২৭৭৩
টলমল অমল কমলদল লোচন
চাহনি করুণ অরুণরুচি রুচিরে।
নিরখি শারদশশী হসিত লপনদন
দশন সুকিরণ হরত চিত্ত অচিরে ॥২৭৭৪
গজবর গরব হরণ গতি নব নব
ধরতেই চরণ ধরণী অতি মুদিতা।
গদ গদ হৃদয় বদত ঘন হরি হরি
নিরুপম ভাব-বিভব-ভর উদিতা ॥২৭৭৫
উনমত অতুল রতন ধন বিতরণে
হরল বিপদ যশ ভরল এ ভুবনে।
পূরল সকল মনোরথ ইথে বঞ্চিত
নরহরি বিফল জনম ধিক্ জীবনে ॥২৭৭৬
ওহে শ্রীনিবাস! সঙ্কীর্তনে মগ্ন হৈয়া।
মন্দ মন্দ চলে প্রভু এই পথ দিয়া ॥২৭৭৭
দেখ প্রভুপ্রিয় সঞ্জয়ের এই ঘর।
অদ্ভুত ভঙ্গিতে এথা নাচে বিশ্বম্ভর ॥২৭৭৮

গীতে যথা—নাট

নাচত শচীতনয় গৌর মাধুরী মন মোহে।
কনকা চলদলন দেহে পুলকাবলি শোহে ॥২৭৭৯
ঝলমল বিধুবদন অমিয় বরযত মৃদু হাসে।
চঞ্চল নয়নাঞ্চলে কত কত রস পরকাশে ॥২৭৮০
পদতলে ধরু তহল ঝনন নুপুর ঘন বাজে।
অভিনব বহু ভঙ্গি নিরখি মনমথ মরু লাজে ॥২৭৮১
গায়ত গুণ জগজন নিমগন সুখ পরবাহে।
বঞ্চিত নরহরি দীনহীন দহে ভবদবদাহে ॥২৭৮২

পুনঃ ননটি

কিবা খোল করতাল বাজে।
চারিপাশে পরিকর সাজে ॥২৭৮৩
আজু গায়ত মধুর লীলা।
শুনি দরবয়ে দারুশিলা ॥২৭৮৪

রঙ্গে নাচয়ে সুন্দর গোরা।
কেবা জানে কি ভাবে ভোরা ॥২৭৮৫
নব পুলক বলিত তনু।
শোহে কনকপনস জনু ॥২৭৮৬
সুর সরিত প্রবাহ পারা।
দুটি নয়নে বয়েহ ধারা ॥২৭৮৭
ঘন ঘন ভুজযুগ তুলি।
গরজয়ে হরি হরি বুলি ॥১৭৮৮
অতি পতিত পামরে হেরি।
ধরি কোরে করে বেরি বেরি ॥২৭৮৯
প্রেমধন দেই জনে জনে।
ছাড়ি একা নরহরি দীনে ॥২৭৯০

পুনঃ—মালবশ্রী

নাচয়ে শচীসুত বিপুল পুলকিত
সরস বেশ সুসহয়ে ॥
কনক জিনি যনু মদনময় তনু
জগত-জন-মন মোহয়ে ॥২৭৯১
ললিত ভুজ তুলি গরজে হরি বুলি
পুরুব প্রেমরসে ভাসয়ে।
কত না বারে বারে নিরখি গদাধরে
মধুর মৃদু মৃদু হাসয়ে ২৭৯২
শ্রীবাস আদি যত অধিক উনমত
অতুল গুণগণ গায়য়ে।
মৃদঙ্গ করতাল ধমক সুরসাল
তা দৃমি দৃমি দৃমি বায়য়ে ॥২৭৯৩
গগনে সুরগণ মগন ঘন ঘন
বরিষে কুসুম সুভাঁতিয়া।
সঘনে জয় জয় ভণত অতিশয়
শ্যাম ঘন মুদ মাতিয়া ॥২৭৯৪

পুনঃ—বরাটি

ভুবনমোহন গোরাচাঁদ।
অখিল লোকের মন ফাঁদ ॥২৭৯৫
নাচে পহুঁ প্রেমের আবেশে।
অরুন নয়ন জলে ভাসে ॥২৭৯৬
ভুজ তুলি হরি হরি বোলে।
পতিতে ধরিয়া করে কোলে ॥২৭৯৭
নিজ রসে সবারে ভাসায়।
চারিপাশে পারিষদ গায় ॥২৭৯৮
সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া।
গড়ি যায় ধুলায় পড়িয়া ॥২৭৯৯
দেখিয়া সকল জীব কাঁদে।
নরহরি হিয়া নাই বান্ধে ২৮০০
এই বৃক্ষতলে প্রভু দণ্ডেক রহিয়া।
গঙ্গাতীর পথে চলে উল্লসিত হৈয়া ॥২৮০১
এথা অনুরাগবতী অঙ্গনা উল্লাসে।
পরস্পর কত কথা কহে মৃদুভাষে ॥২৮০২
তত্রাদৌ শ্রীদাস গদাধর ঠকুরস্য শিষ্যঃ শ্রীযদুনন্দন-চক্রবর্ত্তি-কৃতগীতে যথা—

ধানশী

গৌরাঙ্গচরিত আজু কি পেখলু মাই।
রাধা রাধা বলি কান্দে ধরিয়া গদাই ॥২৮০৩
ধরিতে না পারে হিয়া ধরণী লোটায়।
ধুলা লাগিয়াছে কত না হেম গায় ॥২৮০৪
সে মুখ চাহিতে হিয়া কি না জানি করে।
কতসুরধুনী ধারা আঁখি বহি পড়ে ॥২৮০৫
মৈলু মৈলু কেন সে পথ বাহিয়া।
ধৈরয না ধরে চিতে ফাটি যায় হিয়া ॥২৮০৬

দেখি দাস গদাধর লহু লহু হাসে।
এ যদুনন্দন কহে—ওই রসে ভাসে ॥২৮০৭

পুনঃ—কামোদ

দাস গদাধর বদন হেরি।
আঁখি কোণে কহে ইঙ্গিত করি ॥২৮০৮
কে জানে কি লাগি পুলকে তনু।
হাসিতে অমিয়া বরিষে যনু ॥২৮০৯
সুরনদী তীরে দেখিলু গোরা।
অখিল তরুণী নয়নচোরা ॥২৮১০
সহজ ভাঙর ভঙ্গিমা কাজে।
পরাণে আকুলি—কি আর লাজে ॥২৮১১
গ্রীবার ভঙ্গিমা কহিল নয়।
আঁখি-পাখী পাখা পসারি রয় ॥২৮১২
আজানুলম্বিত বাহুর শোভা!
যুবতি মরম য়া হেরি লোভা ॥২৮১৩
অরুণ কমল চরণতলে।
যত্থ মন রহু মধূপছলে ॥২৮১৪

পুনঃ থায়শী

তরুণী পরাণচোরা গোরারূপ মাধুরী
অমিয়াধারা।
ধনি ধনি ধনি বারেক নয়নকোণেতে পিয়য়ে
যারা ॥২৮১৫
সই! এ কথা কহিব কাথে।
পণ্ডিত গদাই পানে ঘন চাই রাধিকা বলিয়া
ডাকে ॥ধ্রু
দাস গদাধর করে দিয়া কর উলসে পুলক গা।
মৃহ মৃহ হাসে কিবা রসে ভাসে
কিছু না পাইনু থা ॥২৮১৭

নাগরালি ঠাটে নদীয়ার বাটে হিলিতে
দুলিতে যায়।
নরহরি মনমোহন ভঙ্গিমা
মদন মুরছে তায় ॥ ২৮১৮

পুনঃ কর্ণাটিকা

সজনী সই! শুন গোরারূপ গাথা।
বরজ বধূর সঙ্গে বিলাস গোপন রঙ্গে
ভুবন ভাসিল সেই কথা ॥২৮১৯
অঙ্গের সৌরভে কত মনমথ উনমত
মধুকর ছলে উড়ি ধায়।
রঙ্গম ফুলের মালা হিয়ার উপরে খেলা
কুলবতী মতি মুরছায় ॥ ২৯২০
গৌরবরণ দেখি আর সব সেই সখি।
বলন গমন অঙ্গছটা।
গোকুলচাঁদের ছাঁদ পরতেক ভুরুফাঁদ
কুলবতী দুই কুল কাটা ॥ ২৯২১
কে আছে এমন নারী নয়নসন্ধান হেরি
মুখচান্দে হাসির মাধুরী।
দেখিয়া ধৈরয ধরে তবে সে যাইবে ঘরে
মনমথে না করি বাউরী ॥ ২৮২২
খেনে রাধা বলি ডাকে নয়ন মুদিয়া থাকে
খেনে হাসে ভাবের আবেশে।
খেনে কাঁদে উভরায় পুলকিত সর্ব গায়
এ যদুনন্দন ভালোবাসে ॥ ২৮২৩

পুনঃ—কশ্চিৎ কামোদ

নদীয়ার মাঝে ও না রূপ।
সোনার গৌরাঙ্গ নাচে অতি অপরূপ ॥ ২৮২৪

অলকাতিলক চান্দ মুখের পরিপাটী।
হাস ভুরু ভুরু করে রাঙ্গা আঁখি দুটী ॥২৮২৫
অধরে ঈষৎ হাসি মধুর কথা কয়
গ্রীবার ভঙ্গিমা দেখি প্রাণ কোথা রয় ॥ ২৮২৬
হিয়ার দোলনে দোলে রঙ্গণ ফুলের মালা।
কত রস লীলা জানে কত রস কলা ॥ ২৮২৭
চন্দনে চর্চিত অঙ্গ বিনোদিয়া কোঁচা।
চাঁচর চিকুরে শোভে গন্ধরাজ চাঁপা ॥ ২৮২৮
দেবকী নন্দনে বোলে— শুন লো আজুলি।
তুমি কি না জানো—গোরানাগর বনমালী ॥২৮২৯

কশ্চিৎ কামোদ

নদীয়ার মাঝারে নাচয়ে গোরাচাঁদ।
অখিল জনার মন বাঁধিবারে ফাঁদ ॥ ২৮৩০
কনক কেশর তনু অনুপম ছটা।
দেখিতে মোহিত নব যুবতীর ঘটা ॥ ২৮৩১
শরতের চাঁদ কি মধুর মুখখানি।
অমিয়ার ধারা বাণী তাপিয়া জুড়ানি ॥ ২৮৩২
ঈষৎ মিশাল হাসি অধর উজ্জ্বল।
দশন মুকুতাপাঁতি করে ঝলমল ॥ ২৮৩৩
নয়নযুগল অনুরাগের আলয়।
চাহনিতে ভুবন পরাণ হরি লয় ॥ ২৮৩৪
কামের ধনুক মদ ভাঙ্গিবার তরে।
কেবা গড়াইল ভুরু কত রঙ্গ ধরে ॥ ২৮৩৫
চাঁচর কেশর ঝুটা চমকিয়া বাঁকে।
মালতি বলিত অলি ফিরে ঝাঁকে ঝাঁকে ॥ ২৮৩৬
কে ধরে ধৈরয হেরি সুচারু কপাল।
চন্দনের বিন্দু ইন্দুগরবের কাল ॥ ২৮৩৭
ভুবন বিজয়ী মালা দোলয়ে হিয়ায়।
বারেক নিরখি আঁখি সদাই ধিয়ায় ॥ ২৮৩৮

কিবা সে দীঘল ভুজযুগের বলনী।
কত ভাতি ভঙ্গি সতীকুলের দলনী ॥ ২৮৩৯
সরুয়া কাকালি কিবা মুঠেতে লুকায়।
বিনি মূলে কিনে মন নয়ন জুড়ায় ॥ ২৮৪০
চরণ কমলতল অতি অনুপাম।
নখরনিকরে কত মুরুছয়ে কাম ॥ ২৮৪১
কহে নরহরি কি না জানো রঙ্গ তার।
গোকুলনাগর ও না রসের পাথার ॥ ২৮৪২

কাচিৎ— মল্লারিকা

সই গো! নদীয়া জাহ্নবীকূলে।
কো বিহি কেমনে গড়ল ও তনু
কনয়া সিরিষ ফুলে ॥ ২৮৪৩

কে না পরতীত যায়?
বদন কমল বাঁধুলী অধর
দশনকুন্দ কি তায় ॥ ২৮৪৪

কাহারে কহিব কথা।
কিংশুক কোরক নাসিকা সুভগা
আঁখি উতপল রাতা ॥ ২৮৪৫

কহিতে না জানি মুখে।
বাহু হেমলতা উপরে পদম
মল্লিকা ফুটল নখে ॥২৮৪৬

নয়ান আনন্দ সিন্ধু।
পদতল থল রাতা উতপল
নখে মোতিফল বিন্দু ॥২৮৪৭

পিরীতি সৌরভ ধরে।
ত্রিভুবন জন মাতল তা হেরি
পালটি না যায় ঘরে ॥২৮৪৮

হরি হরি হরি বোলে।

না জানি কি লাগি কান্দয়ে গৌরাঙ্গ
দাস গদাধর কোলে ॥২৮৪৯
অত যে লাগয়ে ধন্দ ॥
এ যত্নন্দন কহে কি না জানো
ওই না গোকুলচন্দ ২৮৫০

কশ্চিৎ—কামোদ

দেখ গোরারঙ্গ সই ! দেখ গোরারঙ্গ ।
নদীয়া নগরে যায় কনয়া অনঙ্গ ॥ ধ্রু ॥২৮৫১
হেমমণি দরপণ জিনিয়া লাবণী ।
অরুণ চরণে আলো করিলে অবনী ॥ ২৮৫২
পূর্ণিমা চান্দের ঘটা ধরিয়াছে মুখ ।
ছটায় গগন আলো দিশা নারী সুখ ॥ ২৮৫৩
ভুরুধনু আঁখি বাণ বঙ্কিম সন্ধান ।
বরজমদন হেন সকল বন্ধান ॥২৮৫৪
জানুবিলম্বিত বাহু পরিসর বুক ।
দরশনে কে না পায় পরশন সুখ ॥২৮৫৫
গতি মত্ত গজপতি জিতি কমনিয়া ।
মজিল তরুণ—ও না না চায় ফিরিয়া ॥২৮৫৬
যদু কহে ও না সেই গোকুলসুন্দর ।
জানিয়া না জান তুমি—তেঞি লাগে ডর ॥২৮৫৭

কাচিৎ—বল্লরী

সই ! কিবা অপরূপ রূপ ।
পুলক-বলিত তনু অনুপম
কি নব মদন-ভুপ ॥২৮৫৮
কি জানি কি ভাবে ভাবিত অন্তর
অরুণ যুগল আঁখি ।
গদাধর করে ধরি কি কহয়ে
না জানি কি মধু মাখি ॥২৮৫৯
অধর বাঁধুলি ফুল সুললিত
দামিনী দশনছটা ।
হাসির মিশালে ঢালে সুধারাশি
বদন চান্দের ঘটা ॥২৮৬০
নাগরালি কাচে নাচয়ে নদীয়া
নাগরী পরাণচোরা ।
নরহরি কহে তুমি কি না জান
গোকুলমোহন গোরা ॥২৮৬২

কাচিৎ—ভুপালী

দেখ দেখ গোরাচান্দে ।
কাঞ্চন রঞ্জন বরণ মদন
মোহন নটনছান্দে ॥২৮৬১
পুরুষ পিরীতি কহে ।
কিশোর বয়সে ভাবের আবেশে
পুলক পুরল দেহে ॥২৮৬৩
কে জানে মরম বেথা ?
যমুনা পুলিন বন বিহরণ
করয়ে সে সব কথা ॥২৮৬৪
নীরজ নয়নে নীর ।
রাধার কাহিনী করয়ে আপনি
তিলক না রহে থির ॥২৮৬৫
গদাধর করে ধরি ।
কাঁদন মাথন কহিতে বচন
বোলে হরি হরি হরি ॥২৮৬৬
ভাবে জর জর তনু ।
ছুটল মাতল কুঞ্জর গমনে
বনের দলনু যমু ॥২৮৬৭

খেনে হাসে কান্দে নাচে ॥
অধর কম্পিত রহয়ে চকিত
খেনে প্রেমধন যাচে ॥২৮৬৮
এ যদুনন্দন কহে
তুমি কি না জান গোকুলমোহন
গৌরাঙ্গ ভুবন মোহে ॥২৮৬৯

কাচিৎ—আশাবরী

গৌর বরণ সোণা ছটক চাঁদের জোনা।
তরুণ অরুণ চরণে রথি
ভাবে বিয়াকুল মনা ॥২৮৭০
অরুণ নয়নে ধারা যনু সুরধুনী ধারা।
পুলক গহন সিচয়ে সঘন
মহী জিনি ভার ভরা ॥২৮৭১
বদনে ঈষৎ হাসি তরুণী ধৈরয নাশী।
খেনে খেনে গদ গদ হরিবোলে
কান্দনে ভুবন ভাসি ॥২৮৭২
গদাই ধরিয়া কোলে মধুর মধুর বোলে।
আর কি আর কি করিয়া কান্দয়ে
না জানি কি রসে ভোলে ॥২৮৭৩
সে জানে সে জানে হিয়া সে রসে মজিল ধিয়া।
এ যদুনন্দন ভণয়ে আজুলি
ওই না গোকুলপিয়া ॥২৮৭৪

কশ্চিৎ—দেশপাল

রূপ হেরি কি না হইল মোরে।
সোনার বরণ তনু ওই ছিল কালা কানু
নহিলে কি মন চুরি করে ?২৮৭৫

রসের পরাণ যার কুল কি করিবে তার ?
নদীয়া নগরে হেন জনা।
কি ছার দারুণ মতি মজিল যুবতী সতী
প্রতি ঘরে প্রেমের কাঁদনা ॥২৮৭৬
নয়ন কমল নব অকন পরাভব
ধারা বহে মুখ বুক বায়।
আহা মরি মার সই ! মরম তোমারে কই
জীব নাশে গোরা না দেখিয়া ॥২৮৭৭
হিয়ায় প্রেমের রস তনু কৈলে জর জর
প্রবোধ না মানে মোর প্রাণী।
সুরধনী তীরে যায়া ভাসাইব কুলক্রিয়া
ভজিব সে গোরা গুণমনি ॥২৮৭৮
পুরুবে শুনিল যত সেই সব অভিমত
এবে ভেল কাল তনু গোরা।
বাসুদেব ঘোষের বাণী রসিক নাগর জানি
নহিলে গোপীর মনচোরা ॥২৮৭৯
ওহে শ্রীনিবাস। গঙ্গাকুলে এইখানে
বিহরয়ে রঙ্গে ধৈর্য্য হরয়ে নর্ত্তনে ॥২৮৮০

গীতে যথা—সোমরাগ

সুরধুনী তীরে গৌর নট নাগর
পরিকর সঙ্গে রঙ্গে বিহারে।
নিরুপম বিবিধ নৃত্য নব মাধুরী
নিখিল ভুবন জন নয়ন হরে ॥ ২৮৮১
কনক ধরাধর গরবহারী তনু
ঝলমল নিপুল পুলক নিকরে।
কুঞ্জরকর মদ হর ভুজ ভঙ্গিম
নিন্দই কত শত কুসুমশরে ॥ ২৮৮২

কুন্দ দশন দ্যুতি দমকত মঞ্জুল
মিলিত সুহাস মধুর অধরে।
ডগমগ বদন বদত ঘন হরি হরি
শুনইতে কো আছু ধৈরয ধরে ॥ ২৮৮৩
উমড়ই হৃদয় গদাধরে হেরইতে
শাওন ঘন সম নয়ন ঝরে।
নরহরি ভণত ধরণী করু টলমল
সুললিত চঞ্চল চরণ ভরে ॥ ২৮৮৪

পুনঃ—মেঘরাগ

আজু সুরধুনী তীরে
নাচত গৌর ঘন অবতার।
ঝুমি রহু চহু ওর শীতল
হরত উতপত ভার ॥ ২৮৮৫
ললিত তনুদ্যুতি দমকে
দামিনী চমকে কলি আন্ধিয়ার।
সঘনে হরি হরি বোল
গরজন হোরত জগত বিথার ॥ ২৮৮৬
ভকত শিখি অতি মত্ত
গায়ত ষড়্জ সুর পরচার।
তৃষিত চাতক অখিল জন
পিয়ে প্রেমজল অনিবার ॥ ২৮৮৭
ধন্য ধরণী সুভাগ্যভর
বিহি হুলহ মোদ অপার।
ভণত ঘন ঘনশ্যাম ঐছন
দীন কি হোয়ব আর ॥ ২৮৮৮

পুনঃ ধানশী

নাচত গৌরকিশোর।
সুরধুনী তীরে উজোর ॥ ২৮৮৯
কত শত পরিকর সঙ্গ।
কীর্তনে অতুলিত রঙ্গ ॥ ২৮৯০
নিজ পর কাহু না জান।
প্রেমরতন করু দান ॥ ২৮৯১
নিরুপম ভাবে বিভোর।
অরুণ নয়নে ঝরু লোর ॥ ২৮৯১
কহি কত গদ গদ বাণী।
ধরই গদাধর পাণি ॥ ২৮৯৩
ঘন ঘন কাঁপয়ে অঙ্গ।
নরহরি কি বুঝব রঙ্গ ॥ ২৮৯৪

পুনশ্চ গৌরড়ী

গৌর সুরধুনী তীরে
নাচত সুঘর পরিকর সঙ্গ।
হেম ভুধর গরব ভর হর
পরম মধুরিম রঙ্গ ॥ ২৮৯৫
অতুল কুন্তল বলিত
কেতকী কুন্দ কুসুম সুরঙ্গ।
বাহু বলনি বিশাল বক্ষ
বিলোকি বিলোল অনঙ্গ ॥ ২৮৯৬
ভাবে গরগর গমন গজপতি
গঞ্জি গরজে অভঙ্গ।
কঞ্জ লোচনে লোর ঢর
কত প্রাকট যমু সুগঙ্গ ॥ ২৮৯৭
তরল পদতলেতাল
ধরইতে ধরনী অধিক উমঙ্গ।
দাস নরহরি করত জয় জয়
কার কি কহব রঙ্গ ॥ ২৮৯৮
গঙ্গার সৌভাগ্য বিস্তারিয়া প্রভু রঙ্গে।
এই পথে নিজ গৃহে গেলা গণসঙ্গে ॥ ২৮৯৯

নিরন্তর সঙ্কীর্ত্তনানন্দ বিস্তারয় ।
নৃত্যাবেশে সদাই চঞ্চল পদদ্বয় ॥ ২৯০০
নাচিবেন চন্দ্রশেখরাচার্য ভবনে ।
এ হেতু এ পথে তথা চলে গণসনে ॥ ২৯০১
এই দেখ চন্দ্রশেখরাচার্য ভবন ।
এথা উপনীত প্রভু সঙ্গে প্রিয়গণ ॥ ২৯০২
সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খান্ দুইজনে ।
নানা বেশ দ্রব্য সজ্জ কৈল এখানে ॥ ২৯০৩
লক্ষ্মী আদি কাচে নাচিবেন গৌররায় ।
হইবে কীর্ত্তন—যাতে জগত মাতায় ॥ ২৯০৪
নিত্যানন্দাদ্বৈতাদি সুনট শিরোমণি ।
নানা কাচে নাচিবেন—হৈল এই ধ্বনি ॥ ২৯০৫
সঙ্কীর্ত্তনে সে নৃত্য দেখিতে সাধ মনে ।
বধূ সহ আই আসি বৈসে এইখানে ॥ ২৯০৬
শ্রীবাসাদি প্রভু প্রিয়গণ পরিবার ।
এথা আসি বৈসে সভে নৃত্য দেখিবার ॥ ২০৯৭
এইখানে নানা কাচ কাচে সর্বজন ।
যে কাচয়ে যে কাচ সে সেই মত হন ॥ ২৯০৮
মুকুন্দাদি কৈল কীর্ত্তনারম্ভ এথায় ।
মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায় ॥ ২৯০৯
অদ্বৈতাদি এ নৃত্য দেখিতে বাসে ডর ।
প্রভুর ইচ্ছায় সভে হৈলা যোগেশ্বর ॥ ২৯১০
জয় জয় ধ্বনিতেই ভরিল ভুবন ।
রুক্মিণীর কাচে নাচে শচীর নন্দন ॥ ২৯১১
প্রভু হৈলা রুক্মিণী—চিনিতে কেহ নারে ।
অদ্ভুত শোভায় দশ দিক্ আলো করে ॥ ২৯১২

গীতে যথা—রাগ শঙ্করাভরণ

ভুবনমোহন গৌর নটবর
বরজ ভূষণ রসিক শেখর ।
আজু রুক্মিণী বেশে করু
নব নৃত্য নিরুপম ভ্রাজয়ে ॥ ২৯১৩
অঙ্গরুচি জিনি কনক দরপণ
করত ঝলমল ললিত সুচিকণ
রুচি পরম বিচিত্র পহিরণ
বিবিধ অংশুক সাজয়ে ।
চিকুরচয় কমনীয় বন্দন
ঘোরি মৃগমদ চিত্র চন্দন
সরস লসত ললাট তটমণি
বন্ধনী মন মোহয়ে ।
কর্ণ ভূষণ তরল মুহুত্তর
গণ্ডযুগ যনু ভ্রমর ভুরুবর
কঞ্জলোচন মঞ্জু অঞ্জন
রঞ্জিতাধিক শোহয়ে ॥ ২৯১৪
বিম্ব ফলমিব বন্ধুরাধর
নাসিকা শুকচঞ্চু বেসর
বলিত বয়ন ময়ঙ্ক
দর্শন সুকুন্দ মদভর ভঞ্জনা ।
কঞ্চু অঙ্কিত বক্ষ মুহুত্তর
হার রতন অনঙ্গ ধৃতিহর
শঙ্খসরু কর কনকাঙ্গুলি
অঙ্গুরী জন রঞ্জনা ॥ ২৯১৫
অতুল উদর সুঠাম রস
ঝরুনবীন কেশরি গরব দূর করু
ক্ষীণ মধ্য সুমধুর মাধুরী
কনক কিঙ্কিণী বাজয়ে ।
ভঙ্গি সঙ্গে পদধরণী ধরু যব
অতি হি কোমল হোত খিতি তব
নিছই নরহরি জীবন ঘন
মঞ্জীর ঝনন বাজয়ে ॥ ২৬১৬

ওহে শ্রীনিবাস। সর্বশক্তিরূপ প্রভু।
করয়ে নর্তন ঐছে যে না দেখে কভু ॥২৯১৬
খেনে পর্বতীর কাচে নাচে বিশ্বম্ভর।
খেনে লক্ষ্মীবেশে নাচে শচীর কুমার ॥২৯১৮
সর্বশক্তি আবেশ প্রকাশে ক্রিয়াদ্বারে।
মহালক্ষ্মীভাবে বৈসে খট্টার উপরে ॥২৯১৯
প্রভুর আজ্ঞায় স্তুতি করে পরিকর।
শ্রীলক্ষ্মী পার্বতী আদি স্তুতি মনোহর ॥২৯২০
জননী আবেশে বিশ্বম্ভর গৌরহরি।
পিয়াইল স্তন সভে পুত্রস্নেহ করি ॥২৯২১
করিল সবাই পরিতোষ গৌররায়।
কেবা না ডুবিল এই অদ্ভুত লীলায় ॥২৯২২
গদাধর পণ্ডিতাদি যৈছে নৃত্য কৈল।
যৈছে নিত্যানন্দে প্রেমে বিহ্বল হইল ॥২৯২৩
যৈছে শ্রীঅদ্বৈত শ্রীবাসাদি উল্লাস।
তাহা এক মুখে কি কহিব শ্রীনিবাস ॥ ২৯২৪
অদ্ভুত বিলাস চন্দ্রশেখরের ঘরে।
ব্রহ্মাদি দেবেও অন্ত করিবারে নারে ॥ ২৯২৫
রজনী প্রভাতে স্থির হইয়া প্রভুগণ।
নিজ নিজ গৃহে সভে করিলা গমন ॥ ২৯২৬
নৃত্য দেখি আই মহাবিহ্বল হইয়া।
বধূসহ গেলা গৃহে এই পথ দিয়া ॥ ২৯২৭
বৈষ্ণব গৃহিণীগণ উল্লসিত মনে।
গৃহে গেলা বিদায় হইয়া আই স্থানে ॥ ২৯২৮
আচার্যের গৃহে সপ্ত দিবস পর্যন্ত।
রহিল সে মহাতেজ হৈয়া মূর্তিমন্ত ॥ ২৯২৯
ওহে শ্রীনিবাস। যে দেখিলু রঙ্গ এথা।
সোঙরিতে সে নব হিয়ায় বাড়ে ব্যথা ॥ ২৯৩০
এ পথে প্রভুর গৃহে হইল গমন।
যে দেখে বারেক তার জুড়ায় নয়ন ॥ ২৯৩১

শান্তিপুরে প্রভু মহা রঙ্গ প্রকাশিয়া।
কিছুদিন রহি আইলা এই পথ দিয়া ॥ ২৯৩২
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত শোভা মনোহর।
যে দেখে বারেক তার উল্লাস অন্তর ॥ ২৯৩৩
তিনি প্রভু গৃহে গিরা হরিদাস সাথে।
শ্রীবাস আলয়ে আইলেন এই পথে ॥ ২৯৩৪
শ্রীবাস ভবনে আসি এথাই বসিলা।
মুরারি প্রথমে গৌরপদে প্রণমিলা ॥ ২৯৩৫
শেষে নিত্যানন্দে প্রণমিয়া দাঁড়াইল।
মুরারিরে কহ প্রভু ব্যতিক্রম কৈলা ॥ ২৯৩৬
আগে নিত্যানন্দে না করিলা নমস্কার।
ব্যবহার বেত্তা তুমি কি কহিব আর ॥ ২৯৩৭
মুরারি কহয়ে—প্রভু জানিবে কেমতে।
প্রভু কহে—কালি সব পারিবা জানিতে ॥ ২৯৩৮
অন্য গৃহে যাহ — কহি উল্লাস অন্তরে।
সংকীর্তনাবেশে রহে শ্রীবাসের ঘরে ॥ ২৯৩৯
নিজ গৃহে গিয়া গুপ্ত করিলা শয়ন।
নিশাবসানেতে দেখে অপূর্ব স্বপন ॥ ২৯৪০
মহাতেজোময় নিত্যানন্দ বলরাম।
হস্তে শোভে শ্রীহল মূষল অনুপাম ॥ ২৯৪১
জিনি চন্দ্র চন্দন রজত রূপরাশি।
বারণী পানেতে মত্ত চলে হাসি হাসি ॥ ২৯৪২
তার পাছে পাছে যায় প্রভু বিশ্বম্ভর।
শিরে শিখীপিঞ্ছ শ্যাম অঙ্গ মনোহর ॥ ২৯৪৩
ঐছে স্বপ্ন দেখি গুপ্ত হর্ষ অতিশয়।
স্বপ্নে হাসি আপনে কনিষ্ঠ প্রভু কয় ॥ ২৯৪৪
ঐছে দোঁহে দেখা দিয়া হৈল অদর্শন।
হইলা বিহ্বল গুপ্ত পাইয়া চেতন ॥ ২৯৪৫
বড় ভাই নিত্যানন্দ মুরারি জানিলা।
উল্লাসে শ্রীবাসগৃহে আসিয়া মিলিলা ॥ ২৯৪৬

প্রভু গৌরচন্দ্র বসি আছে দিব্যাসনে।
নিত্যানন্দ প্রভু শোভে প্রভুর দক্ষিণে ॥ ২৯৪৭
আগে নিত্যানন্দ পাদপদ্ম প্রণমিলা।
পাছে গৌরচন্দ্রের শ্রীচরণ বন্দিলা ॥ ২৯৪৯
হাসি প্রভু কহে গুপ্ত কর এ কেমন ?
মুরারি কহয়—জানাইলেন যেমন ॥ ২৯৪৯
প্রভু মহাহর্ষে কত কহে মুরারিরে
হৈল যে কৌতুক তাহা কে কহিতে পারে ? ২৯৫০
চর্বিত তাম্বুল প্রভু মুরারিরে দিলা।
খাইয়া মুরারি হস্ত মস্তকে পুছিলা ॥ ২৯৫১
গুপ্ত কত কহিতে ঈশ্বরাবেশ বাড়ে।
কাশীবাসী প্রকাশানন্দেরে গালি পাড়ে ॥ ২৯৫২
শ্রীগৌরচন্দ্রের চেষ্টা কে বুঝিতে পারে ?
শ্রীবাস ভবনে সুখ সমুদ্রে সাঁতারে ॥ ২৯৫৩
সংকীর্তনানন্দে প্রভু বিহ্বল হইয়া।
নিজ গৃহে চলিলেন এই পথ দিয়া ॥ ২৯৫৪
শ্রীমুরারি গুপ্ত গৃহে করিয়া গমন।
পত্নী প্রতি কহে হর্ষে করিব ভোজন ॥ ২৯৫৫
পতিব্রতা আনি অন্ন গুপ্ত আগে দিল।
ঘৃতসিক্ত অন্ন গুপ্ত কৃষ্ণে সমর্পিল ॥ ২৯৫৬
তার পরদিন প্রভু রজনী বিহানে।
আইলেন শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনে ॥ ২৯৫৭
প্রভুপদে প্রণমিয়া গুপ্ত নিবেদয়।
—কি লাগি হইল প্রভু প্রভাতে বিজয় ? ২৯৫৮
প্রভু কহে অজীর্ণের চিকিৎসা কারণ।
গুপ্ত কহে—কালি কিবা হইল ভোজন ? ২৯৫৯
প্রভু কহে—না জানহ সব পাসরিলা।
খাও খাও বলি বহু অন্ন খাওয়াইলা ॥ ২৯৬০
তুমি দিলা অন্ন তাহা না খাবো কেমনে ?
হইল অজীর্ণ কালি গরিষ্ঠ ভোজনে ॥ ২৯৬১

জলপানে অজীর্ণ দমন—এত কৈয়া।
পিয়ে জল মুরারির জলপাত্র লৈয়া ॥ ২৯৬২
প্রভু অনুগ্রহে গুপ্ত ধৈর্য নাহি বান্ধে।
মুরারিগুপ্তের গোষ্ঠি মহাপ্রেমে কান্দে ॥ ২৯৬৩
মুরারিরে করি প্রভু দৃঢ় আলিঙ্গন।
এই পথে নিজ গৃহে করিলা গমন ॥ ২৯৬৬
মুরারি গুপ্তের কথা কহিতে কি জানি।
মুরারির প্রাণধন গোরা গুণমণি ॥ ২৯৬৫
একদিন গৌরচন্দ্র শ্রীবাস গৃহেতে।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম ধরে চারি হাতে ॥ ২৯৬৬
তথা মুরারি গুপ্ত হৈলা খগেশ্বর।
পসারিলা পাখা সর্বজন মনোহর ॥২৯৬৭
তার পৃষ্ঠে প্রভু করিলেন আরোহণ।
তেঁহ কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ কতক্ষণ ॥২৮৬৮
দোঁহে পুনঃ পূর্বমত হৈলা সেইক্ষণে।
দেখিলেন নেত্র ভরি প্রভু প্রিয়গণে ॥২৯৬৯
এক দিন গুপ্ত মনে মনে বিচারয়!
—প্রভুর অচিন্ত্যলীলা করে কি করয় ॥২৯৭০
প্রভু আগে শরীর ছাড়িব—মনে করি।
অতি খরশান অস্ত্র আনিল মুরারী ॥২৯৭১
নিশায় করিব দেহ ত্যাগ কৈল মনে।
তাহা জানি প্রভু আইলা মুরারি ভবনে ॥২৯৭২
মুরারির মনোবৃত্তি সবে প্রকাশিল।
এ ঘরে সামাই অস্ত্র বাহির করিল ২৯৭৩
মুরারির প্রেমাধিন প্রভু গৌররায়।
মুরারিরে কহে যত কহা নাহি যায় ॥২৯৭৪
ওহে শ্রীনিবাস! গৌরচন্দ্র দয়াময়।
একদিন এই পথে করিলা বিজয় ॥২৯৭৫
এই বিশারদের জাঙ্গাল—এইখানে।
দেখা হৈল দেবানন্দ পণ্ডিতের সনে ॥২৯৭৬

যেঁহ শ্রীবাসের স্থানে অপরাধ কৈলা।
প্রভু বাক্যদণ্ডে তেঁহ দুঃখিত হইলা ॥২৯৭৭
এই দেখ গ্রাম অন্তে মদ্যপের বাস।
এ পথে যাইতে নিষেধিলেন শ্রীবাস ॥২৯৭৮
প্রভুরে দেখিয়া দূরে মদ্যপসকল।
নাচিয়া করয়ে হরিধ্বনি কোলাহল ॥২৯৭৯
প্রভু সে সকলে করি শুভদৃষ্টিপাত।
এই পথে চলিলেন নদীয়ার নাথ ॥২৯৮০
এই মহেশ্বর বিশারদের আলয়।
বাসুদেব সার্বভৌম তাঁহার তনয় ॥২৯৮১
প্রভুর ইচ্ছায় তাঁর নীলাচলে স্থিতি।
গোপীনাথাচার্য যাঁর হন ভগ্নীপতি ॥২৯৮২
গোপীনাথ প্রভুলীলা দেখে নদীয়ায়।
নীলাচলে গেলা অগ্রে প্রভুর ইচ্ছায় ॥২৯৮৩
তেঁহ গেলে যে যে ভক্ত প্রভুরে মিলিল।
সে সবে না দেখে তাঁর মনে খেদ হৈল ॥২৯৮৪
ওহে বাপ! এ সব কহিতে নাহি পার।
নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের অদ্ভুত বিহার ॥২৯৮৫
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের হৃদয়!
এথা দাঁড়াইয়া চতুর্দিক নিরীখয় ॥২৯৮৬
ভাবাবেশে গৌরচন্দ্র চলে এই পথে।
গদাধর নরহরি আদি সব সাথে ॥২৯৮৭
এথা সংকীর্তনে মহানন্দ উথলয়।
ক্ষণে ক্ষণে প্রভু কত ভাব প্রকাশয় ॥২৯৮৮

[illegible] যথা

পুলকে পুরিল তনু নিজ গুণ শুনি।
প্রেমে অঙ্গ গরগর লোটায় ধরণী ॥২৯৮৯
খেনে মালসাট মারে খেনে বোলে হরি।
রাধা রাধা বলি কাঁদে ফুকরি ফুকরি ॥২৯৯০
খেনে নরহরি অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
গদাধর মুখ হেরি পড়ে মুরছিয়া ২৯৯১
ললিতা বিশাখা বলি ছাড়য়ে নিশ্বাস।
ধৈরয ধরিতে নারে এ গোবিন্দদাস ॥২৯৯২

পুনঃ কামোদ

গদাধর নরহরি করে ধরি গৌরহরি
প্রেমাবেশে ধরণী লোটায়।
কহিলে না হয় যত ফুকরি ফুকরি কত
বৃন্দাবিপিন গুন গায় ॥২৯৯৪
নিজ লীলা নিধুবন সোঙরিয়া উচাটন
কাঁদয়ে পঁহু যমুনা বলিয়া।
নয়নে বহিছে কত সুরধুনীধারা মত
দরদর শ্রীবুক বাহিয়া ॥২৯৯৪
সুবলের শুদ্ধ সখা বৃন্দাদেবীর প্রিয় বাক্য
ললিতার ললিত সুলেহ।
বিশাখার প্রেমকথা সোঙরি মরম বেথা
কহি কহি না ধরয়ে দেহ ॥২৯৯৫
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বরী কাঁহা গোবর্ধন গিরি
কাঁহা মোর বংশী পীতবাস।
প্রেমসিন্ধু উথলিল জগৎ ভরিয়া গেল
না বুঝিল যদুনাথ দাস ॥৩৯৯৬

পুনঃ ধানশী

শ্রীদাস সুবল সঙ্গে যে রস করিলু রঙ্গে
বলি পঁহু করে উতরোল।
মুরলী মুরলী করি মুরুছিতে গৌরহরি
পড়ে পহু গদাধর কোল ॥২৯৯৭
রাস রস বৃন্দাবন প্রিয় সখা সখীগণ
উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ।

বাসুঘোষ রামানন্দ শ্রীবাস জগদানন্দ
নাচে পহু নরহরি সঙ্গ ॥২৯৯৮
রাধার ভাবেতে ভোরা বরণ হইল গোরা
রাধানাম জপে অনুক্ষণ।
ললিতা বিশাখা বলি পহু জান গড়াগড়ি
কাঁহা মোর গিরি গোবর্ধন ॥২৯৯৯
কাঁহা যমুনার তট কাঁহা মোর বংশীবট
বলি পুনঃ হয়য়ে চেতন।
দীন গোবিন্দঘোষে না পায়ল লবলেশে
ধিক্ রহু এ ছার জীবন ॥৩০০০

পুনঃ সুহই

পঁহু মোর শ্রীগৌরাঙ্গরায়।
শিব শুক বিরিঞ্চি মহিমা যার গায় ॥৩০০১
কমলা যাঁহার ভাবে সদাই আকুলী।
সে পঁহু কাঁদয়ে হরি বলি বাহু তুলি ॥৩০০২
যে অঙ্গ হেরি হেরি অনঙ্গ ভেল কাম।
কীর্তনধূলায় সে ধূসর অবিরাম ॥৩০০৩
ক্ষণে রাধা রাধা বলি উঠে চমকিয়া।
রহে নরহরি গদাধর মুখ চায়া ॥৩০০৪
পুরুষ নিবিড় প্রেমে পুলকিত অঙ্গ।
রামচন্দ্র কহে—কে না বুঝে ও না রঙ্গ ॥৩০০৫
ও শ্রীনিবাস ॥ কে না দেখিবারে যায়।
এই পথে নাচিতে নাচিতে গোরা যায় ॥৩০০৬

গীতে যথা—ধানশী

নাচত রসময় গৌরকিশোর।
পুলকক প্রেম রভস রসে ভোর ॥৩০০৭
নরহরি গদাধর শোহে দুই পাশ।
হরি বলি চৌদিকে ফিরে হরিদাস ॥৩০০৮
গায়ত মুকুন্দ মাধব বাসুঘোষ।
কোরে করই পঁহু হই পরিতোষ ॥৩০০৯
কিবা সে বরণখানি কাঞ্চন জিনিয়া।
চাঁচর চিকুর চূড়া ভালে সে বলিয়া ॥৩০১০
জানু লম্বিত ভুজ খেনে খেনে তুলিয়া।
নাচত পঁহু মোর হরি হরি বুলিয়া ॥৩০১১
অরুণ নুপুর চরণ রণঝনিনা।
শেখর রায় কহত ধ্বনি ধ্বনিয়া ॥৩০১২

পুনঃ ধানশী

গোরাচাঁদ নাচে মোর গোরাচাঁদ নাচে
ভাগবতগণ সব ধায় পাছে পাছে ॥৩০১৩
কনক মুকুর জিনি গোরা অঙ্গছটা।
ঝলমল করে মুখ চন্দনের ফোটা ॥৩০১৪
বাসু রামানন্দ শ্রীনিবাস আদি সাজে।
গদাধর নরহরি গোরাচাঁদ মাঝে ॥৩০১৫
ভকতমণ্ডল মাঝে নাচে গোরারায়।
অনন্ত নদীয়ালোক দেখিবারে ধায় ॥৩০১৬
এইখানে গৌরচন্দ্র মনের উল্লাসে।
সঙ্কীর্তনে নাচে কি অদ্ভুত ভাবাবেশে ॥৩০১৭

গীতে যথা বেলাবলী

বলী কলি দমন শমন ভঞ্জন
নিখিল ভুবন জন রঞ্জনকারী।
তুলহ প্রেমধন বিতরণ পণ্ডিত
সুরতরুনিকর গরবভরহারী ॥৩০১৮
নাচত শচীসুত কীর্ত্তন-মাঝ।

কনক ধরাধর নিন্দি রুচির তনু বিলসত্ত
জনু নব মনমথরাজ ॥ ধ্রু
পদতল তালে তরুণী কর টলমল
ললিত ভঙ্গি ভুজ রহই পসারি।
হাসত মৃদু মৃদু অধর কম্প অতি
অথির গদাধর বদন নেহারি ॥ ৩০২০
ডগমগ নয়ন ক- মল ঘন মুবত্ত
নিরুপম পুরুব রঙ্গ পরকাশ।
উলসিত পরম চতুর পরিকরগণ
ইহ রসে বঞ্চিত নরহরি দাস ॥ ৩০২১

পুনঃ—সুহই

ভাবে গরগর চিত।
খেনে উঠে খেনে বসে না পায় সম্বিত ॥ ৩০২২
অতি রসে নাহি বাঁধে থেহ
সোঙরি কাঁদে পুরুব সেনেহ ॥ ৩০২৩
নাচে পঁহু গোরা নটরাজ।
কি লাগি গোলোকপতি সঙ্কীর্তন-মাঝ ॥ ৩০২৪
নিজ পর কিছু নাহি জানে।
দীনহীন অধম উত্তম নাহি মানে ॥ ৩০২৫
প্রিয় গদাধর কর ধরি।
মরম কথাটি কহে ফুকরি ফুকরি ॥ ৩০২৬
ডগমগ আনন্দ হিল্লোলে।
লুলিয়া লুলিয়া পড়ে ভকতের কোলে ॥ ৩০২৭
গোরারসে সব রসময় ॥
না দরবে বল পাষাণ হৃদয় ॥ ৩০২৮

পুন ধানশী

গোবিন্দ মাধব শ্রীনিবাস রামানন্দে।
মুরারি মুকুন্দ মিলি গায় নিজ বৃন্দে ॥ ৩০৯

শুনিয়া পুরুব গুন উনমত্ত হৈয়া।
কীর্তন আনন্দে পঁহু পড়ে মুরুছিয়া ॥ ৩০৩০
কি এ অপরূপ কথা কহনে না যায়।
গোলোকের নাথ হৈয়া ধুলায় লোটায় ॥ ধ্রু ৩০৩১
ভাবে গরগর চিত্তে গদাধরে দেখি।
কান্দিয়া আকুল পঁহু ছল ছল আঁখি ॥ ৩০৩২
শ্রীপাদ বলিয়া প্রভু ভূমে পড়ি কান্দে।
বুঝিয়া মরমকথা কান্দে নিত্যানন্দে ॥ ৩০৩৩
দেখিয়া ত্রিবিধি লোক কান্দে গোরা রসে।
এ সুখে বঞ্চিত ভেল বলরাম দাসে ॥ ৩০৩৪

পুনঃ—কামোদ

গদাধর অঙ্গে পহুঁ অঙ্গ হেলাইয়া।
বৃন্দাবন গুণ গান বিভোর হইয়া ॥ ৩০৩৫
ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে বাহ্য নাহি জানে।
রাধা ভাবে আকুল সদা গোকুল পড়ে মনে ॥ ৩০৩৬
অনন্ত অনঙ্গ জিনি দেহের বলনি।
কত কোটি চাঁদ কান্দে হেরি মুখখানি ॥ ৩০৩৭
ত্রিভুবন দরপিত এ দোঁহার রসে।
না জানি মুরারি গুপ্ত বঞ্চিত কি দোষে ॥ ৩০৩৮

পুনঃ— কামোদ

ছল ছল চারু নয়ন যুগল
কতনদী বহে ধারে।
পুলকে পুরল গোরা কলেবর
ধরণী ধরিতে নারে ॥ ৩০৩৯
পঁহু করুণাসাগর গোরা।
ভাবের ভরেতে অঙ্গ টলমল
গমনে ভুবন ভোরা ॥ ৩০৪০

খেনে খেনে কত করুণা করয়ে
গরজে গভীর নাদে।
অধম দেখিয়া আকুল হৃদয়
ধরিয়া ধরিয়া কাঁদে ॥৩০৪১
চরণ কমল অতি সুচঞ্চল
অথির তাহার রীত।
বদন কমলে গদগদ সুর
গায় রাসকেলি গীত ॥৩০৪২
আহা আহা করি ভুজযুগ তুলি
বোল হরি হরি বোল।
রাধা রাধা বলি ডাকে উচ্চ করি
দেই গদাধর কোল ॥৩০৪৩
মুরলী মুরলী খেনে খেনে বুলি
স্বরূপ মুখ নেহারে।
শিখিপুচ্ছ বুলি উঠেফুলি ফুলি
বহু কি বুঝিতে পারে ॥৩০৪৪
এই পথে গোরাচাঁদ চলে ধীরে ধীরে।
অঙ্গের ছটায় দশদিক আলো করে ॥৩০০৫
কি বলিব কীর্তণে নাচয়ে নানা ছান্দে !
সেই ভাব-আবেশে কেহ থির নাহি বান্ধে ॥৩০৪৬

গীতে যথা আভীরী

কীর্তন লম্পট ঘন ঘন নাট।
চলইতে অাঁখিজলে না হেরই বাট ॥৩০৪৭
সুন্দর গৌরকিশোর।
পুরুব পীরিতি রসে ভৈগেল ভোর ॥ধ্রু ৩-৪৮
বলিতে না পারে মুখে আধেক বাণী ॥
চলিতে ধরয়ে দাস গদাধর পাণি ।৩০৪৯
অরুন চরণতল না বাঁধয়ে থেহ
কিবা জল কিবা থল কিবা বন গেহ ॥৩০৫০
জপে হরি হরি নাম আলাপে আভীরী।
সুমাধুরী করযুগে কিবা ভঙ্গি করি ॥ ৩০৫১
কিবা লাগি কিবা করে কেবা জানে ওর।
পতিত দুর্গত দেখি ধরি করে কোর ॥ ॥ ৩০৫২
অজ ভব আদি দেব পদে করে নতি।
যদু কহে কৃপা বিনে কে জানিবে মতি ॥ ৩০৫৩

পুনঃ – ধানশী

দাস গদাধর প্রাণ গোরা।
পুরুব চরিতে ভেল ভোরা ॥ ৩০৫৪
বিজুরী বরণ তনু চোরা।
কমল নয়নে বহে লোরা ॥ ৩০৫৫
কনক কমল মুখ কাঁতি।
হাসিতে খসয়ে মণি মোতি ॥ ৩০৫৬
বিপুল পুলকভরে কম্প।
হরি হরি বুলি দেই ঝম্প ॥ ৩০৫৭
না জানে অহর্নিশি মিজ রসে।
সঘনে চিকুর চির খসে ॥ ৩০৫৮
ঘন ঘন মহী গড়ি যায়।
হেমগিরি ধরণী লোটায় ॥৩০৫৯
ভাসল ভুবন প্রেমরসে।
যদু এড়াইল দীন দোষে ॥ ৩০৬০
এই পথে গোরা সুরধুনী তীরে যায়।
দেখি লোক আনন্দ উথলে নদীয়ায় ॥ ৩০৬১
যে ভাব আবেশ তাহা কহিতে না জানি।
রাধা রাধা বলি ডাকে গোরা গুণমণি ॥ ৩০৬২

গীতে যথা আশাবরী

গৌরাঙ্গ ঠেকিলা পাকে।
ভাবের আবেশে রাধা রাধা বলি ডাকে ॥ ৩০৬৩

সুরধুনী দেখি পঁহু যমুনার ভানে।
ফুলবন দেখি বৃন্দাবন পড়ে মনে ॥ ৩০৬৪
পুরুব আবেশে ত্রিভঙ্গ হৈয়া রহে।
পীত বসন আর মুরলী সে চাহে ॥ ৩০৬৫
প্রিয় গদাধরেরে ধরিয়া নিজ কোলে।
কোথা ছিলা কোথা ছিলা গদগদ বোলে ॥ ৩০৬৬
ভাব বুঝি পণ্ডিত রহয়ে বামপাশে।
না বুঝয়ে এই রঙ্গ নরহরি দাসে ॥ ৩০৬৭
(শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরস্য গীতমিদম্)

পুনঃ —কামোদ

দুঁহু দুঁহু পীরিতি আরতি নাহি টুটে।
পরশে পরম সুখ জানি কত উঠে ॥ ৩০৬৮
নাচয়ে গৌরাঙ্গ মোর গদাধর রসে।
গদাধর নাচে পুনঃ গৌরাঙ্গ বিলাসে ॥ ৩০৬৯
পুরুষ প্রকৃতি কিবা জানকী শ্রীরাম।
রাধা কানু কেলি কিবা রতি দেবকাম ॥ ৩০৭০
অনন্ত অনঙ্গ জিনি অঙ্গের বলনি ॥
উপমা মহিমা সীমা কি বলিতে জানি ॥ ৩০৭১
মুখে কি তুলনা চাঁদ? নিতি জীয়ে মরে।
কর পদ পদ্ম কি সে? হিমে সব ঝরে ॥ ৩০৭২
প্রেম সঙ্কীর্তনসুখ নদীয়ানগরে।
প্রেমের গৃহিণী—সে পণ্ডিত গদাধরে ॥ ৩০৭৩
প্রেম পরশমণি শচীর নন্দন।
উদ্ধারিলা জগজনে দিয়া প্রেমধন ॥ ৩০৭৪
কহয়ে নয়নানন্দ আনন্দ বিহার।
শুনিতে হরয়ে মন—ইথে কি বিচার ॥ ৩০৭৫
ওহে শ্রীনিবাস! কিছু কহিল ন হয়।
সুরধুনী তীরে গোরা রঙ্গে বিলসয় ॥ ৩০৭৬

গীতে যথা — কামোদ

গোরা মোর বড়ই রঙ্গিয়া।
সুরধুনী তীরে নাচে রঙ্গিয়া রঙ্গিয়া ॥ ৩০৭৭
গায় সহচরগণ মনমোহনিয়া।
তার মাঝে নাচত গোরা দ্বিজমণিয়া ॥ ৩০৭৮
গদাধর নরহরি ডাহিন বাম।
শ্রীনিবাস হরিদাস গায় হরিনাম ॥ ৩০৭৯
মুকুন্দ মুরারি বাসু রামাই সংহতি।
গায় দামোদর জগদীশ মহামতি ॥ ৩০৮০
চৌদিকে শুনিয়া যে হরি হরি বোল।
উথলিল প্রেমসিন্ধু অমিয়া হিল্লোল ॥ ৩০৮১
দেখিয়া বদন চাঁদ সব তাপ হরে।
যদু কহে—কেবা হেন এ রূপ পাসরে ॥ ৩০৮২

কামোদ—

কাঁচা কাঞ্চনমণি গোরারূপ তাহে জিনি
ডগমগি প্রেমতরঙ্গ।
ও নব কুসুমদাম গলে দোলে অনুপাম
হেলন নরহরি অঙ্গ ॥ ৩০৮৩
গোরা বিহরই পরম আনন্দে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে গঙ্গা পুলিনে রঙ্গে
হরি হরি বোলে প্রিয়বৃন্দে ॥ ধ্রু ॥ ৩০৮৪
ভাবে অবশ তনু পুলক কদম্ব যনু
গরজই যৈছন সিংহে।
প্রিয় গদাধর ধরি বাম কর
নিজ গুণ গায়ই গোবিন্দে ॥ ৩০৮৫
অরুণ নয়ন কোনে খেনে খেনে হাসত
বোলত কিবা অভিলাষে!

গোওবি সে সব খেলা বৃন্দাবন রসলীলা
কি বলিব বাসুদেব ঘোষে ॥ ৩০৮৬
সুরধুনী তীরে বিলসিয়া গণসনে।
এই পথে গেলা প্রভু আপন ভবনে ॥ ৩০৮৭
নগরিয়া লোকে বহু অনুগ্রহ কৈল।
সঙ্কীর্ত্তন করিতে সকলে নিদেশিল ॥ ৩০৮৮
নগরিয়া লোক সুখে করয়ে কীর্ত্তন।
কাজীরে কহিল গিয়া পাষণ্ডীর গণ ॥ ৩০৮৯
কাজী সংকীর্ত্তনে দ্বেষ কৈল অতিশয়।
শুনি ক্রোধযুক্ত হৈল শচীর তনয় ॥ ৩৯০
মহাদর্পে গণসহ শচীর নন্দন।
সাজিলেন কাজী দুষ্টে করিতে দমন ॥ ৩০৯১
সংকীর্ত্তনানন্দে এই পথে চলি যায়।
অদ্বৈত আচার্য নাচে এক সম্প্রদায় ॥ ৩০৯২
আর এক সম্প্রদায় নাচে হরিদাস।
এক সম্প্রদায় নাচে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥ ৩০৯৩
আর সম্প্রদায় নাচে প্রভু বিশ্বম্ভর।
সঙ্গে নিত্যানন্দ শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥ ৩০৯৪
বক্রেশ্বর আদি আর সম্প্রদায় নাচে।
কেহ দূরে যায় কেহ রহে প্রভু কাছে ॥ ৩০৯৫
নাচয়ে অসংখ্য লোক লেখা নাহি তার।
নবদ্বীপে হৈল মহা আনন্দ পাথার ॥ ২০৯৬
নারদাদি ঋষি আর দেবতা সকল।
মানুষে মিশাই নাচে হইয়া বিহ্বল ॥ ৩০৯৭
নগরিয়া লোক মহামত্ত সংকীর্ত্তনে।
করে ধাওয়া ধাই পথ বিপথ না মানে ॥ ৩০৯৮
লক্ষ কোটী দীপ জ্বলে—উজ্জ্বল আকাশ।
রাত্রিকালে হৈল যেন সূর্যের প্রকাশ ॥ ৩০৯৯
কি অপূর্ব রজনী! চন্দ্রমা শোভা করে।
বিহরে কীর্ত্তনে প্রভু নগরে নগরে ॥ ৩১০০

অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচে শচীর নন্দন।
ঘরে বসি দেখে স্ত্রী বালক বৃদ্ধগণ ॥ ৩১০১
হৈল শোভা অবধি নদীয়া ঘরে ঘরে।
মঙ্গল বিধান যত কে কহিতে পারে? ৩১০২
চতুর্দিকে জয় জয় ধ্বনি কোলাহল।
গণিল প্রমাদ মূঢ় পাষণ্ড সকল ॥ ৩১০৩

গীতে যথা—কামোদ

আজু গোরা নগর কীর্ত্তনে।
সাজিয়া চলয়ে প্রিয় পরিকর সনে ॥ ৩১০৪
অঙ্গের সুবেশ ভাল শোহে।
নাচে নানা ভঙ্গিতে ভুবন মন মোহে ॥ ৩১০৫
প্রেম বরিষয়ে অনিবার।
বহয়ে আনন্দ নদী নদীয়া মাঝার ॥ ৩১০৬
দেবগণ মিশাই মানুষে।
বরিষে কুসুম কত মনের হরিষে ॥ ৩১০৭
নগরিয়া লোক সব ধায়।
মনের মানসে গোরাচাঁদ গুণ গায় ॥ ৩১০৮
মূঢ়গণ শুনি সিংহনাদ।
হইয়া বিরস মনে গণয়ে প্রমাদ ॥ ৩১০৯
লাখে লাখে দীপ জ্বলে ভালো।
উপমা কি? —অবনী গগন করে আলো ॥ ৩১১০
নরহরি কহিতে কি জানে?
মাতিল জগৎ—কেউ ধৈরয না মানে ॥ ৩১১১

পুনঃ—কামোদ

ঠাকুর গৌরাঙ্গ নাচে নদীয়া নগরে।
শুনিয়া বিবিধ লোক না রহিল ঘরে ॥ ধ্রু ৩১১২
হেমমণি আভরণ শ্রীঅঙ্গেতে সাজে।
চন্দনে লেপিত অঙ্গ কাণ্ড বিন্দু মাঝে ॥ ৩১১৩

চাঁদ চন্দনে কিবা সুমেরু ভূষিত।
মালতীর মালা কিবা সুমেরু বেষ্টিত ॥ ১১৪
কুঞ্চিত কুন্তল চারু বেড়িল নানা ফুলে।
সফুল করবীডাল মল্লিকার দলে ॥ ৩১১৫
নাটুয়া ঠমকে কিবা পহুঁ মোর নাচে।
রামাই সুন্দরানন্দ মুকুন্দ গায় পাছে ॥ ৩১১৬
আগে নাচে অদ্বৈত যা লাগি অবতার।
বাহিরে গৌরাঙ্গ নাচে—আনন্দ সবার ৩১১৭
নাচিতে নাচিতে গোরা যে না দিকে যায়।
লাখে লাখে দীপ জ্বলে লোকে হরি গায় ॥ ৩১১৮
কুলবতী সকল ছাড়িয়া হরি বোলে।
প্রেমনদী বহে সবার নয়নের জলে। ৩১১৯
কি করিব জপ তপ কিবা বেদ বিধি।
হরিনামে উদ্ধারিল আচণ্ডালাবধি ॥ ৩১২০
কুলবধূ আদি করি ছাড়ে গৃহবাস।
তপস্বী ছাড়য়ে তপ সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ॥ ৩১২১
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম।
এ রসে বঞ্চিত হৈল দাস বলরাম ॥ ৩১২২
ওহে শ্রীনিবাস! প্রভু নাচিয়া নাচিয়া।
গঙ্গাতীরে যায় তাঁর সৌভাগ্য লাগিয়া ॥ ৩১২৩
এই নিজ ঘাটে কতক্ষন নৃত্য করি।
মাধাইর ঘাট দিয়া চলে ধীরি ধীরি ॥ ৩১২৪
এই বারকোণা ঘাট দেখে শ্রীনিবাস।
এথা নৃত্য গীতে কৈলা অদ্ভুত বিলাস ॥ ৩১২৫
এই নগরিয়া ঘাটে রহি কতক্ষণ।
গঙ্গাতীর হৈতে কৈল এ পথে গমন ॥ ৩১২৬
এই নবদ্বীপে ক্ষেত্রপাল শিব হয়।
অপার মহিমা—লিঙ্গরূপে বিলসয় ॥ ৩১২৭
নাচিলেন প্রভুর কীর্ত্তনে মূর্ত্তি ধরি।
তাঁর অভিলাষ পূর্ণ কৈল গৌরহরি ॥ ৩১২৮

এথা গণেশের মনোরথ পূর্ণ কৈলা।
প্রভুর সন্ন্যাসে তেঁহো অদর্শন হৈলা ॥৩১২৯
কি বলিব গণেশের মূর্ত্তি মনোহর।
সবে দুঃখী হৈলা হৈতে নেত্র অগোচর ॥৩১৩০
এই শিমূলিয়া গ্রামে অদ্ভুত বিলাস।
করিলেন পূর্ণ পার্ব্বতীর অভিলাষ ॥৩১৩১
সিমুলিয়া দেবীর আনন্দ অতিশয়।
সঙ্কীর্ত্তন সুখের সমুদ্রে সাঁতারয় ৩১৩২
এই পথে গেলা কাজী যবনের ঘর।
দেখি মহা ঐশ্বর্য—কাজীর হৈল ডর ॥৩১৩৩
কাজী দুষ্ট দমন করিয়া অনুগ্রহ।
এই পথে মহারঙ্গে চলে গণসহ ॥৩১৩৪
কাজীর দমনে পাষণ্ডীর গর্ব্ব ক্ষয়।
তেঁহ মাথে রহে—কারে কিছুই না কয় ॥৩১৩৫
ওই শ্রীধরের ভাঙ্গা ঘর দেখি দূরে।
মন্দ মন্দ হাসে এথা উল্লাস অন্তরে ॥৩১৩৬
এ পথে শ্রীধর ঘরে গিয়া গণসনে।
দেখ ফুটা লৌহ পাত্র আছয়ে অঙ্গনে ॥৩১৩৭
বাহিরের জল তাথে আছয়ে কিঞ্চিৎ।
তাহা পিয়ে গৌরচন্দ্র হৈয়া উল্লাসিত ॥৩১৩৮
ভকতবৎসল প্রভু প্রেমায় বিহ্বল।
সুরধনীধারা প্রায় নেত্রে বহে জল ॥৩১৩৯
শ্রীধর অঙ্গনে হৈলা অদ্ভুত কীর্ত্তন।
কাঁদে নিত্যানন্দাদ্বৈত আদি যতজন ॥৩১৪০
যে সুখ হইল এই শ্রীধরের ঘরে।
তাহা মনে করিতেই অন্তর বিদরে ॥৩১৪১
গাদিগাছা পারডাঙ্গা আদি গ্রাম দিয়া।
চলে প্রভু সংকীর্ত্তনে মহা মত্ত হৈয়া ॥৩১৪২
কি বলিব—নগরকীর্ত্তনে হৈল যাহা।
অদ্যাপিহ ভাগ্যবন্তগণ দেখে তাহা ॥৩১৪৩

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে (২৩৫১৩)—

অদ্যাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে।
যার ভাগ্যে থাকে সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥৩১৪৪
নগরকীর্তনে যে কৌতুক ঠাঁই ঠাঁই।
গায় শেষ সহস্র বদনে—অন্ত নাই ॥৩১৪৫
ব্রহ্মাদি দুর্লভ প্রেমভক্তি দান করি।
এই পথে নিজ গৃহে গেলা গৌরহরি ॥৩২৪৬
কি বলিব শ্রীনিবাস! প্রিয়গণ সঙ্গে।
নিরন্তর ভাসে প্রেম সমুদ্র তরঙ্গে ॥৩১৪৭
একদিন শ্রীবাস ভবনে এথা বসি।
কালি কৃষ্ণজন্মতিথি—কহে প্রভু হাসি ॥৩১৪৮
শ্রীবাসাদি বুঝিলেন প্রভুর অন্তর।
কালি নাচিবেন গোপবেশে বিশ্বম্ভর ॥৩১৪৯
পরম উল্লাসে শ্রীবাসাদি প্রিয়গণ।
করিলেন সকল সামগ্রী আয়োজন ॥৩১৫০
সে দিবস মহানন্দ শ্রীবাসের ঘরে।
কৃষ্ণের জনম অভিষেক কর্ম করে ॥৩১৫১
করি অভিষেক কিবা আবেশ হিয়ায়।
সংকীর্তন সুখে সব রজনী গোঙায় ॥৩১৫২
নিশি পোহাইলে গৌরচন্দ্র গণসনে।
করে গোপবেশ সবে রহিয়ে নির্জনে ॥৩১৫৩
গোপবেশ নির্মাণে নিতাই পরবীণ।
হইলা আপনি যেন গোয়ালা নবীন ॥৩২৫৪
ধরিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর গোপবেশ।
সে শোভা দেখিতে না রহয়ে ধৈর্য্যলেশ ॥৩১৫৫
রামাই সুন্দরানন্দ গৌরীদাস আদি।
গোপবেশ ধরে সবে—শোভার অবধি ॥৩৯৫৬
দধি নবনীত ভাণ্ড তার লৈয়া কাঁধে।
আবেশয়ে শ্রীবাস অঙ্গনে চারু ছান্দে ॥৩১৫৭
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে মত্ত হৈয়া।
দেন দধি হলদী অঙ্গনে ছড়াইয়া ॥৩১৫৮
নৃত্যগীতবাদ্যে মহা কৌতুক বাড়য় ॥
শ্রীবাস ভবন যেন নন্দের আলয় ॥৩১৫৯

গীতে যথা—কামোদ

গোরা মোর গোকুল শশী ॥
কৃষ্ণের জনম আজি কহে হাসি হাসি ॥৩১৬০
সে আবেশে থির হৈতে নারে
ধরি গোপবেশ নাচে উল্লাস অন্তরে ॥৩১৬১
নিতাই গোপের বেশ ধরি।
হাতে লৈয়া সগুড় নাচয়ে ভঙ্গি করি ॥৩১৬২
গৌরীদাস রামাই সুন্দর।
নাচে গোপবেশে—কাঁধে ভার মনোহর ॥৩১৬৩
শ্রীবাস অদ্বৈত গোপবেশে।
ছড়ায় হলদী দধি মনের উল্লাসে ॥৩১৬৪
কেহ কেহ নানা বাদ্য বায়।
মুকুন্দ মাধব সে জনম লীলা গায় ॥৩১৬৫
করে সুমঙ্গল নারীগণ।
শ্রীবাস আলয় যেন নন্দের ভবন ॥৩১৬৬
জয়ধ্বনি করি বারে বারে!
ধায় লোক—ধৈরয ধরিতে কেউ নারে ॥৩১৬৭
কত সাধে দেখে আঁখি ভরি।
শোভায় ভুবন ভুলে ভনে নরহরি ॥৩১৬৮

পুনঃ—ধানশী

গোকুলের শশী গোরা গুণরাশি
পুরুব জনম দিনে ॥
কত না উল্লাসে নাচে গোপবেশে
সে ভাব-আবেশ মনে ॥৩১৬৯

নিতাই আনন্দে নাচে গোপছন্দে
রামাই সুন্দর সাথে।
অদ্বৈত ধাইয়া দধিভাণ্ড লৈয়া
ঢালয়ে নিতাই মাথে ৩১৭০
শ্রীবাসাদি রঙ্গে অদ্বৈতের অঙ্গে
হরিদ্রা সিঞ্চিয়া হাসে।
শঙ্কর মুরারি কাঁদে ভার করি
নাচয়ে গোপের বেশে ৩১৭১
মুকুন্দাদি গায় নানা বাদ্য বায়
হেরি গোরামুখ ইন্দু।
নরহরি ভালে ভাগে তিলে তিলে
উথলে আনন্দ সিন্ধু॥ ৩১৭২

পুনঃ—মায়ূর

গৌর গুণমণি ববজ শশধর
পুরুব প্রকট সুঅট ক্ষিভাদর
আদরই প্রিয়বৃন্দ সহ
শিরিবাস (শ্রীবাস) ভবনে বিরাজয়ে
বান্ধি নটপটী পাগ মুহুভর
কুসুম পল্লব ধরত শিরোপর
বলয়কর কটী বসন নব
ব্রজগোপ সম সব সাজয়ে॥ ৩১৭৩
ভাণ্ড দধিযুত চিত্র বঁহুক
কাঁধে করু কোরে লগুড় কাহুকো
ভঙ্গি সঙ্গে চলি হলদী দধি ঘৃত
পঙ্ক অঙ্গনে শোহয়ে।
হি হি শবদ উচারি ঘন ঘন
বিপুল পুলকিত তরল তনু মন
করত সুললিত নৃত্য নিরুপম
নিখিল ভবন বিমোহয়ে॥ ৩১৭৪

হাসি হরষে নিতাই কহি কত
হলদী দধি পহু অঙ্গে ছিরকত
তুরিতে তহি অদ্বৈত নবনী
নিতাই বদনে বিলেপয়ে।
ধরল প্রবল নিতাই কৌতুকে
ভারি কর্দমে যতি গড়ি সুখে
লপটী ঝাট অদ্বৈত নট তহি
গগনে ভুজ বিক্ষেপয়ে। ৩১৭৫
বাসুদেব মুকুন্দ মাধব আধি গায়ত
জনম উৎসব ধা ধি ধি কি তক
ধি নি নি ণি বহু বাদ্য বাদক বায়ই।
দেবগণ ঘন কুসুম বরষত
দাস নরহরি নাথে নিরখত
কোউ ধরই ন থিরজ ভর
নরনারী চহুদিশ ধায়ই॥ ৩১৭৬
কহিতে কি জানি ঐছে শচীর তনয়।
পরিকর সঙ্গে মহারঙ্গে বিলসয়॥ ৩১৭৭
একদিন এথা প্রভু শচীর তনয়।
পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি প্রতি হাসি কয়॥ ৩১৭৮
—কালি শ্রীরাধিকা জন্মোৎব সেইখানে।
শুনি বিদ্যানিধি মহা উল্লসিত মনে॥ ৩১৭৯
গৃহে গিয়া সকল সামগ্রী সজ্জ করে।
প্রভু পরদিন চলে বিদ্যানিধি ঘরে॥ ৩১৮০
গণসহ তাঁর ঘরে এই পথে গিয়া।
এথা বৈসে প্রিয়গণে বেষ্টিত হইয়া॥ ৩১৮১
শ্রীরাধিকা জন্ম অভিষেক এথা হৈল।
কি বলিব প্রভু ভাবাবেশে যাহা কৈল॥ ৩১৮২

গীতে যথা—কামোদ

আজু গোরাচাঁদ গণসহ গোপবেশে।
তিলে তিলে অধিক বিভোল সে না রসে॥ ৩১৮৩

হাসে লহু লহু চাহে গদাধর পানে।
বহয়ে আনন্দবারি ধারা দুনয়নে ॥ ৩১৮৪
মুকুন্দ মাধব বাসু উল্লাস হিয়ায়
রাধিকা জনম চরিত সভে গায় ॥ ৩১৮৫
বাজে খোল করতাল ভুবনমঙ্গল
নাচে পঁহু ধরণী করয়ে টলমল ॥ ৩১৮৬
গৌরীদাস আদি নাচে ভার করি কাঁধে।
দেখিতে সে গোপবেশ কেবা থির বাঁধে ॥ ৩১৮৭
কত সাধে নাচে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।
ছড়াইয়া নবনী হলদী দুধ দধি ॥ ৩১৮৮
নিতাই অদ্বৈত শ্রীবাসাদি রঙ্গ দেখি।
ভাসে সুখ সমুদ্রে ফিরাইতে নারে আঁখি ॥ ৩১৮৯
কি নারী পুরুষ ধায় এ রঙ্গ দেখিতে।
দাঁড়াইয়া অঙ্গনে চাহয়ে চারিভিতে ॥ ৩১৯০
দেখি গোরারূপের মাধুরী অনুপাম।
কেহ কহে—নাচে ইকি কনকের কাম ॥ ৩১৯২
দেবগণ নাচয়ে কুসুম বৃষ্টি করি।
জয় জয় দিয়া রঙ্গে নাচে নরহরি ॥ ৩১৯২

পুনঃ—ধানশী

আজুকি আনন্দ বিদ্যানিধি ঘরে
রাধিকা জনম চরিত গানে।
নাচে সে আবেশে শচীসুত গোরা—
সে নব ভঙ্গি কি উপমা আনে ॥ ৩১৯৩
চারিপাশে গোপবেশে পরিকর
কাঁধে ভার ফিরে অঙ্গনে রঙ্গে।
নবনীত হাসি সভে সভার অঙ্গে ॥ ৩১৯৪
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতাল
নানা বাদ্য বায় বাদক ভালে।
সুমধুর ধ্বনি ভেদয়ে গগন
কে নাচে ধিগ্‌ ধিগ্‌ ধেয়া না তালে ॥ ৩১৯৪
বিবিধ মঙ্গল করে নারীকুল
পুলকিত চিত উ লু-লু দিয়া।
বৃষভানুপুর সম শোভা ভনে
ঘনশ্যাম সুখে উথলে হিয়া ॥ ৩১৯৬
বিদ্যানিধি গৃহে প্রভু বিলসয়ে যে সুখে।
তাহা বিবরিয়া কি কহিব এক মুখে ॥ ৩১৯৭
একদিন এই পথে প্রভু বিশ্বম্ভর।
চলে—কি মধুর গোরারূপ মনোহর ॥ ৩১৯৮

গীতে যথা—সুহই

গোরারূপে কি দিব তুলনা।
তুলনা না নহিল রে কষিত বানসোনা ॥ ৩১৯৯
মেঘের বিজুরী নহে রূপের সমান।
তুলনা নহিলে রূপে চম্পকের দাম ॥ ৩২০০
তুলনা নহিল রূপে কেতকীর দল।
তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল ॥ ৩২০১
কুমকুম জিনিয়া রূপ অতি মনোহরা।
কহে বাসু—কি দিয়া গড়িলা বিধি গোরা ॥ ৩২০২
নটবর বেশে এই কদম্বতলায়।
ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা মুরলী বাজায় ॥ ৩২০৩

গীতে যথা—কামোদ

চাঁচর চিকুর চুড়া চারু ভালে।
বেড়িয়াছে মালতীর মালে ॥ ৩২০৪
তাহে দিয়া ময়ূরের পাখা।
সপত্র সহিত ফুলশাখা ॥ ৩২০৫
কষিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ।
কটিমাঝে বসন সুরঙ্গ ॥ ৩২০৬

আজানুলম্বিত বনমালে ॥৩২০৭
নটবরবেশ গোরাচাঁদ
রমণীগণের কিবা ফাঁদ ॥৩২০৮
তা দেখিয়া বাসুদেব কাঁদে।
প্রাণ মোর থির নাহি বাঁটে ॥৩২০৯

পুনঃ— ধানশী

সোঙরি পুরুষ লীলা ত্রিভঙ্গ হইলা।
মোহন মুরলী গোরা অধরে ধরিলা ॥৩২১০
মুরলীর রন্ধ্রে ফুক দিয়া গোরাচাঁদ।
অঙ্গুলি চালায়া করে সুললিত গান ॥৩২১১
নগরের লোক যত শুনিয়া মোহিত।
সুরধনীতীরে তরুলতা পুলকিত ॥৩২১২
বাসুদেব ঘোষ তাহা কি বলিতে জানে।
ভুবন মোহিল গোরা মুরলীর গানে।
ওহে শ্রীনিবাস! কি অদ্ভুত ভাবাবেশে।
পূর্ব গোচারণ লীলা এথাই প্রকাশে ॥৩২১৪

গীতে যথা—তোড়ী

পূর্ব লীলা গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
শাঙলি ধবলি বলি সঘনে ডাকিল ॥৩২১৫
শিঙা বেণু মুরলী করিয়া জয়ধ্বনি।
হৈ হৈ করিয়া ঘন ফিরায় পাঁচনী ॥৩২১৬
রামাই সুন্দর আর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
গৌরীদাস আদি সঙ্গে হইল আনন্দ ॥৩২১৭
বাসুদেব ঘোষ কহে মনের হরিষে।
গোষ্ঠলীলা গোরাচাঁদ করিলা প্রকাশে ॥৩২১৮
একদিন ভাবাবেশে প্রভু গৌররায়।
পূর্ব দান লীলারঙ্গ প্রকাশে এথায় ॥৩২১৯

গীতে যথা—কামোদ

আজু গৌরাঙ্গের মনে কি ভাব উঠিল॥
নদীয়ার পথে গোরা দান সিরজিল ॥৩২২০
কি রসের দান চাহে গোরা দ্বিজমণি।
বেত্র দিয়া আগুলিয়া রাখয়ে তরুণী ॥৩২২১
দান দেহ দান দেহ বলি ঘন ডাকে।
নাগর নাগরী যত পড়িল বিপাকে ॥৩২২২
কৃষ্ণ অবতারে আমি সাধিয়াছি দান।
সে ভাব পড়িল মনে বাসুদেব গান ॥৩২২৩
একদিন এই পুষ্পবাটী নরখিয়া।
পুষ্পের সমর ভাল—বোলয়ে হাসিয়া ॥৩২২৪
পুষ্পগুচ্ছ লইয়া পরম প্রিয়গণ।
করে পুষ্প সমর—দেখয়ে সর্বজন ॥৩২২৫

গীতে যথা কামোদ

ফুল বল গোরাচাঁদ দেখিয়া নয়নে।
ফুলের সমর গোরা বলিল বচনে ॥৩২২৬
ঘন ঘন জয় দিয়া পারিষদগণে।
গোরা-গায়ে ফুল ফেলি মারে জনে জনে ॥৩২২৭
গদাধর আদি আর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
ফুলের সমরে গোরা হইল আনন্দ ॥৩২২৮
গদাধর সঙ্গে গোরা করয়ে বিলাস।
বাসুদেব ঘোষ কহে রস পরকাশ ॥৩২২৯
একদিন গদাধর সঙ্গে গৌরহরি।
এ পুষ্পবাটীতে বসি খেলে পাশা সারি ॥৩২৩০

গীতে যথা—কামোদ

গৌরাঙ্গচাঁদের মনে কি ভাব পড়িল।
পাশাসারি লইয়া গোরা খেলা সিরজিল ॥৩২৩১

গদাধর সঙ্গে গোরা খেলে পাশাসারি।
খেলিতে লাগিলা পাশা হারি জিনি বলি ॥৩২৩২
দুয়া চারি বলি দান ফেলে গদাধর।
পঞ্চতিন করি ডাকে গৌরাঙ্গসুন্দর ॥৩২৩৩
দুইজন মগ্ন হৈলা পাশা খেলা রসে।
জয় জয় দিয়া গায় বাসুদেব ঘোষে ॥৩২৩৪
একদিন এই ঘাটে নিজগণ সঙ্গে।
করে জলক্রীড়া প্রভু পুরব প্রসঙ্গে ॥৩২৩৫

গীতে যথা—মায়ুর

জলক্রীড়া গোরাচাঁদের মনেতে পড়িল।
পারিষদ সঙ্গে জলখেলা আরম্ভিল ॥৩২৩৬
কারু অঙ্গে কেহ জল ফেলি ফেলি মরে।
গোরা অঙ্গে জল ফেলি মারে গদাধর ॥৩২৩৭
জলক্রীড়া করে গোরা হরষিত মনে।
জল ফেলাফেলি সব করে জনে জনে ॥৩২৩৮
গৌরাঙ্গচাঁদের লীলা কহনে না যায়।
বাসুদেব ঘোষ এই গোরাগুন গায় ॥৩২৩৯
ওহে শ্রীনিবাস ! এই গঙ্গার পুলিনে।
প্রভু বনভোজন করয়ে গণসনে ॥৩২৪০

গীতে যথা—সারঙ্গ

সুরধুনীতীরে কত রঙ্গে।
বিহরয়ে গৌরপ্রিয় পারিষদ সঙ্গে ॥৩২৪১
হইল প্রহর দুই দিবা।
সে সময় না জানি প্রভুর মনে কিবা ॥৩২৪২
শ্রীবাস মুরারি সেই বেলে।
আনাইল বিবিধ সামগ্রী ভরি থালে ॥৩২৪৩
উলসিত নদীয়ার শশী।
চাহে সীতানাথ পানে লহু লহু হাসি ॥৩২৪৪
অদ্বৈত পরমানন্দ মনে।
বসাইলা সবে কিবা মণ্ডলীবন্ধানে ॥৩২৪৫
পাতিয়া পলাশ পাত তায়।
বিবিধ সামগ্রী পরিবেশয় সভায় ॥৩২৪৭
অনুমতি পাইয়া ভোজনে।
সভে এক দিঠে চায় গোরামুখ পানে ॥৩২৪৭
নিতাই ধরিতে নারে থেহা।
উমড়য়ে হিয়ায় কে জানে কিবা নেহা ॥৩২৪৮
ক্ষীর সর নবনীত ছেনা।
গোরার বদনে দিয়া পাসরে আপনা ॥৩২৪৯
অদ্বৈত লৈয়া মিজ করে।
পিয়াইল ছেনা পানা নিতাইচান্দেরে ॥৩২৫০
নিতাইসুন্দর মহাবলী।
মোদকাদি অদ্বৈতবদনে দিল তুলি ॥৩২৫১
ও না তনু পুলকে ভরিল।
পরিকর মাঝে কি কৌতুক উপজিল ॥৩২৫২
কেহ খায় কারু মুখে দিয়া।
কেহ লেন কারু পত্র হইতে কাড়িয়া ॥ ৩২৫৩
মিঠাই অনেক পরকার।
খাইতে সবার সুখ বাঢ়িল অপার ॥ ৩২৫৪
অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি ভরি।
পিয়ে সবে সুশীতল সুরধুনী বারি ॥ ৩২৫৫
পত্রশেষ যে কিছু রহিল।
দাস নরহরি তা যতন করি নিল ॥ ৩২৫৬

পুনঃ সারঙ্গ

আজু গোরা পরিকর সঙ্গে।
ভোজন কৌতুক সারি
সুরধনী-তীরেতে জময়ে রঙ্গে ॥ ৩২৫৭

রহি অতি উচ্চ তরুছায়।
কহি কি মধুর বাণী ঘন ঘন
সুরধুনী পানে চায়॥ ৩২৫৮
ধীরে ধরিয়া গদাধর করে।
লহু লহু হাসে কি সুধা বরিষে
তাহে কে ধৈরয ধরে॥ ৩২৫৯
আহা মরি কি মধুর রীত।
নরহরি ভণে—মনে অভিলাষ
এ রসে মজুক চিত্ত॥ ৩২৬০
ওহে শ্রীনিবাস! গৌরচন্দ্রের ইচ্ছায়।
ছয় ঋতু সদা মূর্তিমন্ত নদীয়ায়॥ ৩২৬১
বর্ষ ঋতু মনোহিত করিবার তরে।
এথাই ঝুলয়ে প্রভু হিন্দোলা উপরে॥ ৩২৬২

গীতে যথা—মল্লার

ঝুলত রসময় গৌরকিশোর।
সুরধুনী তীর তুঙ্গ তরুবর
তহি বিরচিত নিরুপম ললিত হিঁ ডোর॥ ধ্রু॥৩২৬৩
পরিকর সুঘন ঝুলায়ত লহু লহু
গায়ত সরস তান রসে মাতি।
উচরত রুচির বচন ধিক্ ধিক্ ধিনি
বায়ত মধুর যন্ত্র কত ভাঁতি॥ ৩২৬৪
নদীয়াপুর নরনারী নিকর
ঘর তেজি চলত ধৃতি ধরই না পারি।
লোচন চপল নিমিখ নাহি সঞ্চরু
হাসমিলিত বিধুবদন নেহারি॥ ৩২৬৫
সুরগণ গগনে মগন গণসহ
বর বরষত কুসুম করত জয়কারি।
নরহরি প্রাণনাথ গুণে উনমত
ভণই নিরত গুণ গণই না পারি॥ ৩২৬৬

পুনঃ মল্লার

আজু সুরধুনী তীরে গোরারায়।
ঝুলে কত না ভঙ্গিতে ঝুলনায়॥ ৩২৬৭
প্রিয় গদাধর মুখ পানে চায়।
রঙ্গে রহিতে নারয়ে থির হৈয়া॥ ৩২৬৮
সবে পুরুব ঝুলনলীলা গায়।
শোভা দেখিতে কেহ বা নাই ধায়॥ ৩২৬৯
নরহরি প্রাণনাথে আঁখি দিয়া।
কেহ কহে কত সখী ঘরে গিয়া॥ ৩২৭০

পুনঃ মল্লার

ঝুলত সুন্দর রসময় গোরা
অপরূপ রঙ্গে মাতিয়া গো।
হেরি হেরি গদা ধর মুখ আঁখি
ভঙ্গি করে কত ভাতিয়া গো॥ ৩২৭১
নিরুপম সব সঙ্গিগণ তারা
মৃদু মৃদু হাসি হাসিয়া গো।
সুরচিত চারু হিন্দোলা ঝুলার
না জানি কি সুখে ভাসিয়া গো॥ ৩২৭২
মধুর সুস্বরে গায় কেহ কেহ
কে ধরে ধৈরয শুনিয়া গো।
সে শোভা নিরখি আঁখি কে ফিরাবে
মনু মনু মনে গুনিয়া গো॥ ৩২৭৩
এত দিনে কুল লাজ যাবে সব
বলিয়া শপথ খাইয়া গো।
নরহরি সাথে নেহারি বারেক
সুরধুনী তীরে যাইয়া গো॥ ৩২৭৪

পুনঃ মল্লার

আজু গোরা সুরধুনী তীরে।

ঝুলে কিবা ললিত হিড়োরে ৩২৭৫
কিবা সে বরষা ঋতু তায়।
অন্ধকার মেঘের ঘটায় ॥ ৩২৭৬
গোরারূপ মেঘেরবিজুরী।
জগতের প্রাণ করে চুরি ॥ ৩২৭৭
পারিষদ সুমধুর গায়।
যেন কত সুধা বরষায় ॥ ৩২৭৮
বাজয়ে মৃদঙ্গ গরজনি।
নাচে শিখিকুলের রমণী ॥ ৩২৭৯
নদীয়ানগরে উলসিত।
লতা তরুকুল পুলকিত ॥ ৩২৮০
সব লোক ধায় দেখিবারে।
কেহ কত মনোরথ করে ॥ ৩২৮১
নরহরি পঁহু মুখ হেরি।
ঝুলায় ঝুলনা ধীরি ধীরি ॥ ৩২৮২

পুনঃ—কামোদ

গোরা পঁহু ঝুলে হিড়োলাতে।
কত সুখ সে ভাব ভাবিতে ॥ ৩২৮৩
গদাধর মুখ পানে চায়।
পুলক ভরয়ে হেম গায় ॥ ৩২৮৪
পারিষদ উলসিত চিতে।
নামাইয়া হিড়োলা হইতে ॥ ৩২৮৫
বসাইতে নীপ তরুমূলে।
নিতাই ভাসয়ে প্রেমজলে ॥ ৩২৮৬
অদ্বৈত করয়ে হুহুঙ্কার।
বাঢ়ে মহাসুখের পাথার ॥ ৩২৮৭
শ্রীবাসাদি যতন করিয়া।
দিল নানা দ্রব্য সাজাইয়া ॥ ৩২৮৮

সভার পরাণ গোরারায়।
ভুঞ্জিব কি?—সভারে ভুঞ্জায় ॥ ৩২৮৯
যে কৌতুক কহিতে কি পারি?
অবশেষ ভুঞ্জে নরহরি ॥ ৩২৯০
এথা গৌরচন্দ্র মহানন্দে প্রকাশিলা।
পূর্ব রাসরসে অতি বিহ্বল হইলা ॥ ৩২৯১

গীতে যথা—কামোদ

বৃন্দাবন লীলা গোরা মনেতে পড়িল।
যমুনার ভাণ সুরধুনীরে করিল ॥ ৩২৯২
ফুলবন দেখে বৃন্দাবনের সমান।
সখাগণে করে গোপীগণ অনুমান ॥ ৩২৯৩
খোল করতাল গোরা সুমেলি করিয়া।
তার মাঝে নাচে গোরা জয় জয় দিয়া ৩২৯৪
ঢল ঢল গোরাতনু কাঞ্চন জিনিয়া।
আজানুলম্বিত ভুজ নব করনিয়া ॥ ৩২৯৫
বাসুদেব ঘোষ তাহে করয়ে বিলাস।
রাসরস গোরা পহু করয়ে প্রকাশ ॥ ৩২৯৬

পুনঃ—শ্রীরাগ

সরস সুরধুনী পুলিনবন
অবলোকি গৌরকিশোর।
পুরব রাস বিলাস সোঙরি
উলসে হৈ গেল ভোর ॥ ৩২৯৭
মদন মদভর হরণ তনু
যনু দমকে দামিনী দাম।
বদন বিধু বিধু কদন
মাধুরী-অমিয়া ঝরে অবিরাম ॥ ৩২৯৮
আজু নিরুপম নটন
ঘটইতে হোত ললিত ত্রিভঙ্গ।

দৃমিকি দৃমি দৃমি দৃঙ্কু
বাজত মধুর মধুর মৃদঙ্গ ॥ ৩২৯৯
সুঘর পরিকর বৃন্দ
গায়ত রাসরস মুদ মাতি।
দেব দুলহ সে বিপুল
কৌতুকে উথলে নরহরি ছাতি ॥ ৩৩০০
ওহে শ্রীনিবাস! গৌরচন্দ্র গণসঙ্গে।
বিহরয়ে বসন্ত ঋতুতে মহারঙ্গে ॥ ৩৩০১
নদীয়ায় যে শোভা কি কহিব সে কথা।
পরম অদ্ভুত ফাগুখেলারম্ভ এথা ॥ ৩৩০২

গীতে যথা বসন্ত

বসন্ত সময় সুশোভিত।
নদীয়ার কিবা তরুলতা প্রফুল্লিত ॥ ৩৩০৩
কুহরে কোকিল অনিবার।
ভ্রময়ে ভ্রমরপুঞ্জ করয়ে গুঞ্জার ॥ ৩৩০৪
বহে মন্দ মলয় সমীর॥
উথলয়ে হিয়া কেহ হইতে নারে থির ॥ ৩৩০৫
গোকুল নাগর গোরা রঙ্গে।
সুরধুনীতীরে বিহরয়ে গণসঙ্গে ॥৩৩০৬
মুকুন্দ মাধব আদি গায়।
মৃদঙ্গ মন্দিরা নানা যন্ত্র সভে বায় ॥৩৩০৭
পুষ্পের পরাগ ফাগু লৈয়া।
হাসে মন্দ মন্দ গোরাগায়ে দিয়া ॥৩৩০৮
কেহ কেহ নাচে নানা ছাঁদে।
সভার উপরে ফাগু ফেলে গোরাচাঁদে ৩৩০৯
নিতাই অদ্বৈত গদাধর।
শ্রীবাসাদি ফাগুখেলা খেলে পরস্পর ॥৩৩১০
দেখি এ না অদ্ভুত বিহার।
দেবগণ নারয়ে ধৈরয ধরিবার ॥৩৩১১
কেবা না করয়ে জয়ধ্বনি।
নরহরি ভণে—সুখে ভরল অবনী ॥৩৩১২

পুনঃ—বসন্ত

ফাগু খেলত গৌরকিশোর।
বনি বেশ বিশেষ উজোর ॥৩৩১৩
তনুরুচি জিনি দামিনীদাম।
তহি মুরছত কত শত কাম ॥৩৩১৪
গহি করে কাঞ্চন পিচকারী।
বর বরষত কেশর বারি ॥৩৩১৫
ঘন উড়ায়ত আবির গুলাল।
সুরপুর পরশত মহী লাল ॥৩৩১৬
লখি পহু কর বয়ন ময়ঙ্ক।
পরিকরগণ নটত নিঃশঙ্ক ॥৩৩১৭
মিলি গায়ত বরজবিহার।
ধরু ধৈরয ধরই না পার ॥৩৩১৮
বহু বারত যন্ত্র রসাল॥
উঘটত ধি কি ধি কি তক তাল ॥৩৩১৯
কহি হো হো হরি বিভোর।
নরহরি কি ভনব মতি থোর ॥৩৩২০

পুনঃ— বসন্ত

ফাগু খেলে গোরাচাঁদ নদীয়ানগরে।
হরয়ে যুবতিচিত নয়নের শরে ॥৩৩২১
সহচর মেলি ফাগু মারে গোরারায়।
চন্দন পিচকা লৈয়া কেহ কেহ ধায় ॥৩৩২২
নানা যন্ত্র সুমেলি করিয়া শ্রীনিবাস।
গদাধর আদি সঙ্গে করয়ে বিলাস ॥৩৩২৩
হরি বলি বাহু তুলি নাচে হরিদাস।
বাসুদেব ঘোষ রস করিল প্রকাশ ॥৩৩২৪

পুনঃ—বসন্ত

ফাগুয়া খেলত গৌরকিশোর
বিলসত পরিকর পহু চহু ওর ॥৩৩২৫
নিত্যানন্দ প্রেমে মাতোয়ার।
নিরখই পহুক সরস শিঙার ॥৩৩২৬
শ্রীঅদ্বৈত মধুর মৃদু হাসি।
পহু মুখ অমিয়া পিয়ই রসে ভাসি ॥৩৩২৭
চতুর গদাধর স্বরূপ সুলেহ।
ডারত ফাগু নিরখি পঁহু দেহ ॥৩৩২৮
নরহরি হরি শিরিবাস মুরারি।
বরিষে রঙ্গ কর গহি পিচকারী ॥৩৩২৯
কেশর মৃগমদ মলয়জ পঙ্ক।
দাস গদাধর লপটে নিশঙ্ক ॥৩৩৩০
হো হো হরি কহে—কি উলাস।
নাচত বক্রেশ্বর চহু পাশ ॥৩৩৩১
গৌরীদাস অতি পুলক শরীর।
উচরত জয় জয় শবদ গভীর ॥৩৩৩২
মাধব বাসু মুকুন্দ উদার।
গায়ত সুমধুর বরজ বিহার ॥৩৩৩৩
শঙ্কর বিজয় বাজায়ত খোল।
দ্বিজ হরিদাস করত উতরোল ॥৩৩৩৪
নন্দন ঘন ঝনকারত ঝাঁজ।
শ্রীহরিদাস হরষ হিয়ামাঝ ॥৩৩৩৫
শঙ্কর বহু আদিক সুখী ভেলি।
করল হি বিবিধ যন্ত্র এক মেলি ॥৩৩৩৬
ধাই চলল নদীয়া নরনারী।
সুরধুনীতীরে রঙ্গ ভেল ভারী ॥৩৩৩৭
ধৈরয ধরত ন দেবসমাজ।
ভণ ঘনশ্যাম—সফল ঋতুরাজ ॥৩৩৩৮

পুনঃ—বসন্ত

গৌর গোকুল নাহ নটবর
বেশ বিরচি অশেষ পরিকর
সঙ্গে সুরধুনীতীরে বিহরে
বসন্ত ঋতু মুদ বর্দ্ধনা।
কনক পর্বত খর্বকৃত তনু-
কিরণ মঞ্জু মনোজময় বনু
ঝরত অমিয় সুবাস ঝলকত
বদন বিধু মদ-মর্দনা ॥৩৩৩৯
কঞ্জলোচন যুগল সুললিত
বঙ্ক চাহনি চপল অতুলিত
ভঙ্গিসঙ্গে পিচকারী গহি ফগু
ফেট ভরত উড়ায়ই।
লসত চহু দিশ সুঘড় প্রিয়গণ
সাজি অতিশয় গমন ঘন ঘন
হোরি কহি কহি পেখি পঁহু মুখ
কো না নয়ন জুড়ায়ই ॥৩৩৪০
পরশ পরবশ মাতি খেলত
গগন পন্থ হি গুলাল মেলত
ঝাপি দিনকর কিরণ অম্বর
অরুণ অতিশয় শোহয়ে
দলিত মৃগমদ পঙ্ক কেশর
ডারি হরষে নিতাই শিরপর
ভ্রূকুটি করি কর তালিকা রচি
অদ্বৈত জনমন মোহয়ে ॥৩৩৪১
নটন পটুনট উঘটিথু কুট থৈ তা তক তক
থো দি দৃমি কট
দাঁ দৃমি কি দৃমি দৃনি কি মুরজ মৃদঙ্গ বাদক বায়ই।
ভণত নরহরি—বলিত শ্রুতি সুরগান কর
গতিরঙ্গ সুমধুর

ধিরব পরিহরি নিখিল সুর নরনারী
কৌতুকে ধায়ই ॥

পুনঃ কামোদ

হোলি খেলত গৌরকিশোর।
রসবতী নারী—গদাধর কোর॥৩৩৪৩
স্বেদবিন্দু মুখপুলক শরীর।
ভাবভরে গলতহি লোচনে নীর॥৩৩৪৪
ব্রজরস গায়ত নরহরি সঙ্গে।
মুকুন্দ মুরারি বাসু নাচত রঙ্গে॥৩৩৪৫
খেনে খেনে মুরুছই পণ্ডিত কোর॥
হেরইতে সহচর সুখে ভেল ভোর॥৩৩৪৬
নিকুঞ্জ মন্দির পঁহু করল বিথার।
ভূমে পড়ি কহে—কাঁহা মুরলী হামার॥৩৩৪৭
কাঁহা গোবর্ধন যমুনাকো কূল।
কাঁহা মালতী যুথী চম্পক ফুল॥৩৩৪৮
শিবানন্দ কহে শুনি পঁহু রসবাণী।
যাহা পঁহু গদাধর তাহা রসখানি॥৩৩৪৯
একদিন এথা নিত্যানন্দ হলধর।
পূর্ব রাসলীলারসে উল্লাস অন্তর॥৩৩৫০

গীতে যথা কেদার

কি মধুনিশা চাঁদে আলো কৈল দিশা
বহে মন্দ মলয় সমীর।
জাহ্নবী যমুনাপ্রায় নির্মল পুলিন তায়
কুহরে কোকিল শিখী কীর॥৩৩৫২
আজু কৌতুক নদীয়াতে।
সোঙরি পূরব রঙ্গ নিতাই পুলক অঙ্গ
তিলেক নারয়ে থির হৈতে॥ ধ্রু॥৩৩৫২

দেখিয়া নিতাইর রীতি শ্রীগৌরসুন্দর অতি
প্রেমাবেশে অবশ হইলা।
কেহ না ধৈরয় বাঁধে গায় সভে নানা ছাঁদে
বলাইচাঁদের রাসলীলা॥৩৩৫৩
দেবতা মানুষে মিলি নাচে বাহু তুলি তুলি
নানা বাদ্য বা'য় অনিবার।
দাস নরহরি কয়— জগ ভরি জয় জয়
নিত্যানন্দ রোহণীকুমার॥৩৩৫৫
এথা গৌরচন্দ্র পূর্ব্বলীলা প্রকাশিলা।
শ্রীভক্তগণের চীর হরণ করিলা॥৩৩৫৫
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয় প্রক্রমে পঞ্চম সর্গে—

ততঃ কদাচিদ্রজনীমুখে সোঽ—
বস্ত্রান্ সমাকৃষ্য বিলগ্নভাবান।
চক্রে করাম্ভোরুহকেণ চক্রী
ভৃত্যাম্ রসজ্ঞো রসদো নারাণাম্॥৩৩৫৬
এবং প্রভুঃ ক্রীড়নক স কৃত্বা
ক্ষণাদ্দদৌ বস্ত্রগণান্ সমস্তান্।
তেভ্যঃ পুনস্তে পরিধায় হৃষ্টা
বাসাংসি সাকং জহৃষুর্মুরস্থা॥৩৩৫৭

গীতে যথা—শ্রীরাগ

গোরাচাঁদের কিবা এ লীলা। চীর হরে
পুরুষে গোপীকা
এবে সে ভাবে বিহ্বল হৈলা॥৩৩৫৮
চাহি প্রিয়পরিকর পানে। হরে সে সবার
ভঙ্গি করি চীর
কেবা এ মরম জানে॥৩৩৫৯
যেন হইল সকলি সেই।

সুখের অবধি সাধি নিজ কাজ
সবারে বসন দেই ॥ ৩৩৬০
দেখি দাস নরহরি ভণে ।
ভুবনের মাঝে কে না উনমত
এ চারু চরিত গানে ॥ ৩৩৬১
গণসহ এথা প্রভু শচীর তনয় ।
গোবর্দ্ধন ধারণাদি লীলা প্রকাশয় ॥ ৩৩৬২
ওহে শ্রীনিবাস ! গৌরলীলা মনোহর ।
মনের আনন্দে কে না চিন্তে নিরন্তর ॥ ৩৩৬৩

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে শ্রীমদ্রূপস্য শিক্ষা পরিচ্ছেদে (চৈ চ ম ১৯/১৩১)

কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন ।
চৈতন্য কথা শুনে করে চৈতন্য চিন্তন ॥ ৩৩৬৪
চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যলীলা রসায়ন ।
নিশান্ত নিশা পর্যন্ত চিন্তে বিজ্ঞগণ ॥ ৩৩৬৫

তথাহি প্রাচীনৈরুক্তম্—

নিশান্তে গৌরচন্দ্রস্য শয়নঞ্চ নিজালয়ে ।
প্রাতঃকালে কৃতোত্থানং পর্য্যঙ্কাৎ স্বগণান্বিতম্ ॥ ৩৩৬৬
মুখপ্রক্ষালনঞ্চৈব বাসিতৈর্বারিমুর্দা ।
তৈলাভিমর্দনং তত্র স্নানং তদ্ভোজনাদিকম্ ॥ ৩৩৬৭
পূর্বাহ্নসময়ে ভক্তমন্দিরে পরমোৎসুকম্ ।
মধ্যাহ্নে পরমাশ্চর্য্যং কেলিং সুরসরিত্তটে ॥ ৩৩৬৮
অপরাহ্নে নবদ্বীপভ্রমণং ভূরিকৌতুকম্ ।
সায়াহ্নে গমনং চারু শোভনং নিজ মন্দিরে ॥ ৩৩৬৯
প্রদোষে প্রিয়বর্গাঢ্যং শ্রীবাসভবনে তথা ।
নিশায়াং স্বরসানন্দং শ্রীমৎসংকীর্ত্তনোৎসবম্ ॥ ৩৩৭০

গীতে যথা শ্রীরাগ

নিশি অবশেষে সমস্ত নদীয়া শশী
শয়ন সেজে নিজ মন্দির মাহি ।
ঝলমল অঙ্গ কিরণ মনোরঞ্জন
মনমথ মথন ভঙ্গি সম নাহি ॥ ৩৩৭১
প্রাতঃ সময়ে সুক্রিয়ারত
সুরধুনী অবগাহন করু পরম উল্লাস ।
গণসহ বিবিধ ভাঁতি করি ভোজন
পল ছন শয়ন সেবই সব দাস ॥ ৩৩৭২
পূর্বাহ্নে পরিতোষ করই সবে
ধরি নববেশ নিকসে চিতচোর ।
পরিকরসহ পরিকর গৃহে বিলসত
বুঝব কি—প্রেমক গতি নহ ওর ॥ ৩৩৭৩

তারপর চক্রধারী স্বরং রসাভিজ্ঞ অপরের রসাস্বাদন প্রদানকারী সেই গৌরহরি একদা রজনীর প্রারম্ভে ভাবাবিষ্ট ভৃত্যগনকে নিজপদ্ম হস্তে আকর্ষন করিয়া বস্ত্রহীন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে সেই প্রভু ক্ষনকাল ক্রীড়া করিয়া সমস্ত বস্ত্র তাহাদের পুনরায় প্রদান করিলেন। তাহারা বসন পরিধান করতঃ হৃষ্ট হইয়া মুরারির সহিত হর্ষ প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৩৫৫-৩৩৬৭

রাত্রি শেষে গৌরচন্দ্রের নিজালয়ে শয়ন, প্রাতঃকালে পর্যঙ্ক হইতে উত্থিত হইয়া নিজগন সহ সুবাসিত জলে মুখ প্রক্ষালন, তৈল-মর্দন স্নান ভোজনাদি, পূর্ব্বাহ্ন সময়ে ভক্ত গৃহে গমনের জন্য পরম উৎসুক, মধ্যাহ্নে গঙ্গাতীরে পরম আশ্চর্য্য কেলি, অপরাহ্নে প্রচুরানন্দ পূর্ণ নবদ্বীপ ভ্রমন, সায়াহ্নে নিজ গৃহে সুমধুর প্রত্যাবর্ত্তন, প্রদোষে শ্রীবাস ভবনে প্রিয়গন পরিবৃত, নিশায় নিজ রসানন্দময় শ্রীগৌর সুন্দরের সংকীর্ত্তন উৎসব স্মরন করিবে ॥ ৩৩৬৬-৩৩৭০

ধন্ত সময় মধ্যাহ্নে সরসি বনরাজি
সুশীতল সুরধুনী তীর।
বিবিধ কেলি তহি কো কবি বরণব—
নিরখত সুরগণ হোত অথির ॥ ৩৩৭৪
অতি অপরূপ অপরাহ্ন সময়ে
নদীয়া মধি ভ্রমণ করয়ে গণসঙ্গ।
শোভা ভুবন বিজয়ী রস বাদর
নিরখি নগর নরনারী উমঙ্গ ॥৩৩৭৫
সাঁঝ সময়ে নিজ ভবনে গমন করু
শ্রীশচীদেবী মুদিত মুখ হেরি।
অদ্ভুত রঙ্গ প্রকট পঁহু দরশনে।
কত শত লোক আরত কত বেরি ॥ ৩৩৭৬
প্রদোষ সময় হি তোষি জননী মন
প্রিয় শ্রীবাস মন্দিরে উপনীত।
অধিক উথাহ ভকতগণ তহি
পঁহু রাই সুবেশ মধুরতর রীত ॥৩৩৭৭
বিমল নিশায় সময়ে সংকীর্তনে
মাতি মুদিত হিয়া কৌতুক জোর।
গণসহ পুনঃ নিজ ভবনে সুতই
নরহরি পঁহু রসময় গৌরকিশোর ॥৩৩৭৮
নবদ্বীপে যৈছে বিহরয়ে গোরারায় ॥
ব্রহ্মাদি দেবেও তার অন্ত নাহি পায় ॥৩৩৭৯
যে নৃত্য কীর্তন ভাবাবেশে এইখানে।
যে কৃপা প্রকাশ তা দেখয়ে ভাগ্যবানে ॥৩৩৮০

গীতে যথা—কামোদ

শচীর দুলাল গোরা নাচে।
দেবের দুর্লভ ধন যারে তারে যাচে॥ ৩৩৮১
পণ্ডিতেরে হেরিয়া ধরিতে নারে অঙ্গ।
ক্ষণে ক্ষণে উঠে কত ভাবের তরঙ্গ ॥৩৩৮২
ঝলমল করে কনক জিনি আভা ॥
বিপুল পুলকাবলি বলিত কি শোভা ॥৩৩৮৩
ভাসয়ে শ্রীমুখ বুক নয়নের জলে।
দুটি বাহু তুলিয়া সঘনে হরিবোলে ॥৩৩৮৪
উনমত ভকত ফিরয়ে চারিপাশে।
জয় জয় কলরব এ ভুমি আকাশে ॥৩৩৮৫
পঁহু পানে হেরি কেহ ধৈরয না বাঁধে।
নরহরি ও রাঙ্গা চরণে পড়ি কাঁদে ॥৩৩৮৬

পুনঃ কামোদ

নাচে গোরা গুণমনি কেবল প্রেমের খনি
প্রিয় পরিকর চারিপাশ।
শোভা অপরূপ যেন উড়ুগণ মাঝে যেন
কনকা চন্দ্রমা পরকাশ ।৩৩৮৭
শিরীষ কুসুম জিনি সুকোমল তনুখানি
পুলক বলিত মনোহর।
প্রফুল্ল কমল দূরে বদনে মদন ঝুরে
হাসিমাখা অরুণ অধর ॥৩৩৮৮
কত না ভঙ্গিমা করি ভুজ তুলি বলে হরি
বরিষে অমিয়া অনিবার॥
অতি সকরুণ হিয়া পতিতেরে নিরখিয়া
আঁখি রহে সুরধুনী ধার ॥৩৩৮৯
বাজে খোল করতাল চরণ চালনি ভাল
দেখি কেবা না হয় মোহিত।
না রহিল দুঃখ শোক মাতিল সকল লোক
নরহরি এ সুখে বঞ্চিত ॥৩৩৯০

পুনঃ—মেঘরাগ

গোরা বড় দয়ার ঠাকুর।

সংকীর্তন মেঘে প্রেম বহিছে প্রচুর ॥৩৩৯১
পরিকর মাঝে সাজে ভাল।
অপরূপ রূপেতে ভুবন করে আলো ॥৩৩৯২
নাচয়ে কত না ভঙ্গি করি।
কেবা বা ধরিবে হিয়া সে মাধুরী হেরি ॥৩৩৯৩
করতাল বাজয়ে মৃদঙ্গ।
গায়য়ে মধুর গীতি অমিয়া তরঙ্গ ॥৩৩৯৪
কেহ হাসে কেহ কেহ কাঁদে।
ভূমে গড়ি যায় কেহ থির নাহি বাঁধে ॥৩৩৯৫
জয়ধ্বনি এ ভূমি অকাশ
মাতিল পামর হীন নরহরি দাস ॥ ৩৩৯৬

পুনঃ ধানশী

ভুবনপাবন গোরাচাঁদ।
অখিল জীবের মন ফাঁদ ॥৩৩৯৭
নাচে প্রভু প্রেমের আবেশে।
অরুন নয়ন জলে ভাসে ॥৩৩৯৮
ভুজ তুলি হরি হরি বোলে॥
পণ্ডিতে ধরিয়া করে কোলে ॥৩৩৯৯
নিজ রসে সবারে ভাসায়।
চারিপাশে পারিষদ গায় ॥৩৪০০
সুকোমল অঙ্গ আছাড়িয়া।
গড়ি যায় ধুলায় পড়িয়া ॥৩৪০১
দেখিয়া সকল জীব কাঁদে।
নরহরি থির নাহি বান্ধে ॥৩৪০২
কি বলিব—সংকীর্তন সুখে মগ্ন হৈয়া।
শ্রীবাস ভবনে চলে নিজালয় গিয়া ॥৩৪০৩
একদিন রাত্রে প্রভু শ্রীবাস অঙ্গনে।
দ্বারে দিয়া কপাট বিহ্বল সংকীর্তনে ॥৩৪০৪
গোপালচাপাল নামে পাষণ্ড প্রধান।
শ্রীবাসের দুঃখ যাতে এই কর্ম তান্ ॥৩৪০৫
মদ্যভাণ্ড সিন্দুরাদি রাখি এই দ্বারে।
মনের আনন্দে তেঁহ গেলা নিজ ঘরে ॥৩৪০৬
প্রভাতে শ্রীবাস তা দেখায় শিষ্টগণে।
সে স্থান সংস্কার করাইল সেইক্ষণে ॥৩৪০৭
শ্রীবাসের স্থানে তেঁহ অপরাধ কৈল।
দিন দুই তিন মধ্যে কুষ্ঠব্যাধি হৈল ॥৩৪০৮
গোপাল চাপাল কুষ্ঠে মহাদুঃখ পায়।
কথোদিনে ভাল হৈল শ্রীবাস কৃপায় ॥৩৪০৯
একদিন প্রভু হেথা নৃত্যে মগ্ন ছিলা।
দ্বারে এক বিপ্র তারে আসিতে না দিলা ॥৩৪১০
তাঁর ইচ্ছা ছিল সংকীর্তন দেখিবারে।
দেখিতে না পাই দুঃখে গেলা নিজ ঘরে ॥৩৪১১
একদিন গৌরচন্দ্রে গঙ্গাতীরে পায়।
শাপয়ে প্রভুরে মহাক্রোধযুক্ত হৈয়া ॥৩৪১২
যজ্ঞসূত্র ছিঁড়িয়া কহয়ে বারবার।
সংসারের সুখনাশ হউক তোমার ॥৩৪১৩
বিপ্রশাপ শুনি মহাহর্ষে গৌরহরি।
আইলেন গঙ্গাতীর হৈতে স্নান করি ॥৩৪১৪
শ্রদ্ধা করি প্রভু ব্রহ্মশাপ যেই শুনে।
ব্রহ্মশাপ হৈতে মুক্ত হয় সেই জনে ॥৩৪১৫
তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতে দ্বিতীয় প্রক্রমে
ইতি শ্রুত্বা হরেঃ শাপং শ্রদ্ধয়া পরয়া সকৃৎ
ব্রহ্মশাপাৎ বিমুচ্যেত নরঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৪১৬
ওহে শ্রীনিবাস গণসহ এইখানে
প্রভু মহামত্ত হৈয়া সংকীর্তনে ॥৩৪১৭

গীতে—সুহই

মহাভুজ নাচে চৈতন্যরায়।

কে জানে কত কত ভাব শত শত
সোনার বরণ গায় ॥ধ্রু৩৪১৮
শুনিয়া নিজ গুণ নাম সংকীর্তন
বিহরে নটবর রঙ্গে।
নদীয়াপুর লোক খণ্ডিল দুঃখ শোক
ডুবিল প্রেমতরঙ্গে ॥৩৪১৯
প্রেমে ঢল ঢল অঙ্গ নিরমল
পুলক অঙ্কুর শোভা।
আর কি কহিব অশেষ অনুভব
হেরি জগমন লোভা ॥৩৪২০
করুণা নিরিখনে অমিয়া বরষণে
অখিল ভুবন সিঞ্চিত।
চৈতন্যদাস গানে অতুল প্রেমদানে
মুই সে হইনু বঞ্চিত ॥৩৪২১

পুন—সুহই

গোরা নাচে প্রেমবিনোদিয়া।
অখিল ভুবনপতি বিহরে নদীয়া ॥৩৪২২
দিক্ বিদিক্ না জানে গোরা নাচিতে নাচিতে।
চাঁদ মুখে হরি বোলে কাঁদিতে কাঁদিতে ॥৩৪২৩
গোলোকের প্রেমধন জীবে বিলাইয়া।
সংকীর্তনে নাচে গোরা হরিবোল বলিয়া ॥৩৪২৪
এ ভুমি আকাশ ভরি জয় জয় ধ্বনি।
গায়য়ে অনন্ত গুণ দিবস রজনী ॥৩৪২৫

পুনঃ ধানশী

চৌদিগে গোবিন্দ ধ্বনি শুনি পঁহু হাসে।
কম্পিত অধরে গোরা গদগদ ভাষে ॥৩৪২৬
নাচয়ে গৌরাঙ্গ যাঁর সঙ্গে নিত্যানন্দ।
অবনী ভাসল প্রেমে বড়ল আনন্দ ॥৩৪২৭
গোবিন্দ মাধব বাসু গায়েন মুকুন্দ।
ভুলিল কীর্তনরসে পায়া নিজবৃন্দ ॥২৩২৮
রঙ্গিয়া সঙ্গিয়া সে অমিয় রসে ভোর।
বাসু রামানন্দ তাহে লুবধ চকোর ॥২৫২৯

পুনঃ—সুহই

নাচত নটবর গৌরকিশোর।
অভিনব ভঙ্গি ভুবন করু ভোর ॥৩৫৩০
ঝলমল অঙ্গকিরণ অনুপাম।
হেরাইতে মরুছত কত কত কাম ॥৩৪৩১
টলমল লোচনযুগল বিশাল।
দোলত কণ্ঠে বলিত বনমাল ॥৩৪৩২
ঝরত অমিয় বিধুবদন উজোর।
পিবই নয়ন ভরি ভকত চকোর ॥৩৪৩৩
ঘন ঘন ভণয়ে মধুর হরিনাম।
শুনইতে কোন রোয়ই অবিরাম ॥ ৩৪৩৪
পামর পতিত প্রেমরসে মাতি।
ন দরবে কঠিন এ নরহরি ছাতি ॥৩৪৩৫
একদিন হরিধ্বনি শুনি গৌররায়।
মুর্চ্ছিত হইয়া ভুমে পড়িল এথায় ॥৩৪৩৬
ভক্তগণ চেতন করায় সংকীর্তনে।
ভাবাবেশে প্রভু কত কহে যেনে যেনে ॥৩৪৩৭
কে বুঝিতে পারে সেই ভাবের বিকার।
শুন শুন শ্রীনিবাস! কহি কিছু আর ॥৩৪৩৮

শ্রীহরির এই শাপ বৃত্তান্ত পরম শ্রদ্ধা সহকারে একবার শ্রবন করিলে, মানব ব্রহ্মশাপ হইতে মুক্ত হইয়া সুখ লাভ করে। ৩৪১৬।

একদিন শ্রীবাসের গৃহে এইখানে।
গোপীভাবে অদ্বৈত নাচয়ে সংকীর্ত্তনে ॥৩৪৩৯

তথাহি (চৈঃ ভাঃ মঃ ২৪/৩২)
একদিন অদ্বৈত নাচেন গোপীভাবে।
কীর্ত্তন করেন সবে মহা অনুরাগে ॥৩৪৪০

গীতে যথা —আশাবরী

আজু সীতাপতি অদ্বৈত নাচয়ে
গোপীভাবে অতি মধুর ছাঁদে।
বিপুল পুলক ময় হেমতনু
শোভা হেরি কেবা ধৈরয বাঁধে ॥৩৪৪১
বারিজ নয়নে বহে বারিধারা
নারে নিবারিতে না রহে ধৃতি।
লহ লহ হাসি মাখা মুখখানি
ঝলমল করে চন্দ্রমা জিতি ॥৩৪৪২
ভুজ ভঙ্গি করু ধরু পদতল
তালে টলমল করয়ে মহী !
মন্দ মন্দ কিবা মৃদঙ্গ মন্দিরা
বায় কেহ কেহ চৌদিকে রহি ॥৩৪৪৩
মনের উল্লাসে প্রিয়গণ গায়
সে চারু চরিত অমিয়া ঝরু।
ভণে ঘনশ্যাম শুণে কে না ঝুরে
জয় জয় রবে ভুবন ভরু ॥৩৪৪৪
গোপীভাবে অদ্বৈতের মহানন্দ মনে।
নীলাচলে এ বর মাগিলা প্রভু স্থানে ॥৩৪৪৫

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে—
দাস্যে কেচন কেচন প্রণয়িনঃ সখ্যে ত এবোভয়ে
রাধামাধবনিষ্ঠয়া কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিতুঃ ॥
সখ্যাদাবুভয়ত্র যে চ কেচন যে বাবতারান্তরে
ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্ বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ
৩৪৪৬

পরম দুর্ল্লভ গোপীভাবে মত্ত হৈয়া।
নাচয়ে অদ্বৈত নানা ভঙ্গি প্রকাশিয়া ॥ ৩৪৪৭
নৃত্যের বিরাম তিলার্দ্ধেক নাহি হয়।
দন্তে তৃণ ধরি ভূমে পড়ি যত কয় ॥ ৩৪৪৮
তিলে তিলে বাড়ে প্রেম অধৈর্য অন্তর।
অদ্বৈতের আর্ত্তি জানি আইলা বিশ্বম্ভর ॥ ৩৪৪৯
অদ্বৈতে করিয়া স্থির প্রভু গৌররায়।
দ্বার দিয়া এই ঘরে বসিলা এথায় ॥ ৩৪৫০
কি বলিব ? এই ঘরে হৈল মহারঙ্গ।
অদ্বৈ তারে প্রভু দেখাইল বিশ্ব-অঙ্গ ॥৩৪৫১
অকস্মাৎ নিত্যানন্দ আসিয়া দেখিল।
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে বিহ্বল হইল ॥৩৪৫২
এ দোঁহার চরিত্র বুঝিতে শক্তি কার।
নিত্যানন্দাদ্বৈতে ভেদবুদ্ধি নাই যার ॥৩৪৫৩
প্রেমাবেশে প্রিয়গণ-সঙ্গে গোরারায়।
নিজ গৃহে গিয়া পুনঃ আইলা এথায় ॥ ৩৪৫৪
গণসহ প্রভু এই শ্রীবাস অঙ্গনে।
হইলেন পরম বিহ্বল সংকীর্ত্তনে ॥ ৩৪৫৫
ব্যাধিযুক্ত ছিলেন শ্রীবাসের নন্দন।
হেনকালে হৈল তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥ ৩৪৫৬

কেহ কেহ দাস্যভাবে, কেহ কেহ সখ্যভাবে, প্রীতি যুক্ত হয়। তাহারা উভয়ে আমাতেই আবদ্ধ চিত্ত। কেহ কেহ শ্রীরাধামাধবে নিষ্ঠা হেতু আমাতে আকৃষ্ট। কেহ কেহ দ্বারকাপতি শ্রীকৃষ্ণে সখ্যাদিতে প্রীতিবদ্ধ। যে কেহ উভয় লীলায় বা অন্যাবতারে আমাতে আকৃষ্ট চিত্ত ; আমি তাহাদের সকলকেই বৃন্দাবন রসে আসক্ত করিব। ৩৪৪৬

প্রভু সুখে ভঙ্গ হবে —এই হেতু শ্রীবাস।
সবে মানা কৈলা—কেহ না কৈল প্রকাশ ॥ ৩৪৫৭
অন্তর্যামী প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্।
মৃতপুত্র মুখে কহাইলা দিব্যজ্ঞান ॥ ৩৪৫৮
শ্রীবাস গোষ্ঠির পুত্রশোক গেল দূরে
প্রভু পায়ে ধরি কত কহিল প্রভুরে ॥ ৩৪৫৯
প্রভু আর্দ্র হৈয়া কহে মধুর বচন।
—নিত্যানন্দ আমি দুই তোমার নন্দন ॥ ৩৪৬০
প্রভুর কারুণ্য বাক্য শুনি প্রেমানন্দে।
চতুর্দিকে জয়ধ্বনি করে ভক্তবৃন্দে ॥ ৩৪৬১
প্রভু কতক্ষণ রহি কার্য সমাধিয়া।
নিজ গৃহে গেলা গদাধর সঙ্গে লৈয়া। ৩৪৬২
একদিন আসি এই শ্রীবাস অঙ্গনে।
গণসহ হৈলা হলা মহা বিহ্বল কীর্ত্তনে ॥ ৩৪৬৩
শ্রীবাস ভবন পাশে দরজী একজন।
শ্রীবাসের বস্ত্র সিঞে—জাতি সে যবন ॥ ৩৪৬৪
এথা চতুর্ভুজ প্রভু দেখাইল তারে।
দেখিলু দেখিলু বলিয়া সে নৃত্য করে ॥ ৩৪৬৫
প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইলা সে যবন।
ঐছে লীলা প্রকাশয়ে শচীর নন্দন ॥ ৩৩৬৬
একদিন প্রভু অন্ন মাগি শুক্লাম্বরে।
এই পথে গণসহ গেলা তার ঘরে ॥ ৩৪৬৭
কি বলিব—এথা মহা কৌতুক বাঢ়িল।
ভুঞ্জিলেন প্রভু শুক্লাম্বর পাক কৈল ॥ ৩৪৬৮
খাইলা তাম্বুল বসি করিয়া ভোজন।
গণসহ প্রভু এথা করিলা শয়ন ॥ ৩৪৬৯
প্রভুর লেখক শ্রীবিজয় সেইখানে।
প্রভু-হস্ত-স্পর্শে কি দেখিল—কেবা জানে ॥ ৩৪৭০
কারে কিছু না কহিলা প্রভুর আজ্ঞায়।
বাহ্যহীন ভ্রমে সপ্ত দিন নদীয়ায় ॥ ৩৪৭১

কি বলিব—শুক্লাম্বর ঘরে নানা রঙ্গ।
ঐছে সর্বত্রেই বিলসয়ে গণসঙ্গ ॥ ৩৪৭২
একদিন এইখানে প্রভু গৌরহরি।
মধু আন মধু আন—ডাকে উচ্চকরি ॥ ৩৪৭৩
হলধরভাবে প্রভু হইলা বিহ্বল।
নিত্যানন্দ ঘট ভরি দিল গঙ্গাজল ॥ ৩৪৭৪
নানাভাবে নৃত্য প্রভু করে এইখানে।
না ধরে ধৈরয বৃন্দাবনলীলাগানে ॥ ৩৪৭৫
এথা প্রেমাবেশে বংশী—শ্রীবাসে মাগয়।
গোপী হরি নিল বংশী—শ্রীবাস কহয় ॥ ৩৪৭৬
শুনি প্রভু বোল বোল বোলে হর্ষ—হৈয়া।
শ্রীবাস কহিল ব্রজলীলা বিস্তারিয়া ॥ ৩৪৭৭
শ্রীবাসের মুখে শুনি বৃন্দাবনলীলা।
প্রেমাবেশে তারে দৃঢ় আলিঙ্গন কৈলা ॥ ৩৪৭৮
একদিন নৃসিংহ আবেশে গৌররায়।
পাষণ্ডী মারিতে হাতে গদা লৈয়া ধায় ॥ ৩৪৭৯
নৃসিংহ আকার দেখি লোক ভয়ে ভাগে।
বাহ্য পাই গদা ফেলে শ্রীবাসেরে আগে ॥৩৪৮০
এথা বসি প্রভু কিছু কহি শ্রীবাসেরে।
শ্রীবাসের বাক্যে হর্ষে গেলা নিজ ঘরে ॥৩৪৮১
ওহে বাপ শ্রীনিবাস কহি যে তোমারে।
জগৎ মোহিত এই নদীয়া বিহারে ॥ ৩৪৮২
একদিন এথা বৈসে বিশিষ্ট সকল।
পরস্পর কহে হৈয়া প্রেমায় বিহ্বল ॥ ৩৪৮৩
—গোরা বড় দয়ালু—উপমা নাই দিতে।
গোরা রূপগুণে কেবা না ঝুরে জগতে ॥ ৩৪৮৪

গীতে যথা—সুহই

নাহি নাহিরে গৌরাঙ্গ বিনু
দয়ার ঠাকুর নাহি আর।

কৃপাময় গুণনিধি সব মনোরথ সিধি
পূর্ণ পূর্ণ পূর্ণ অবতার ॥ ৩৪৮৫
কলি কবলিত যত জীব সব মুরুছিত
নাহি আর মহৌষধি তন্ত্র ।
গতিহীন ক্ষীণ প্রাণী দেখি মৃত সঞ্জীবনী
প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র ॥ ৩৪৮৬
রাম আদি অবতারে ক্রোধে যুদ্ধে অস্ত্র ধরে
অসুরের করিল সংহার ।
এবে অস্ত্র না ধরিল কারু প্রাণে না মারিল
মন শুদ্ধ করিল সবার ॥ ৩৩৮৭
এ হেন মহিমা তাঁর পাষাণ হৃদয় যার
সে হইল মুনির সোসর ।
দেবকীনন্দনে ভণে হেন প্রভু যে না মানে
সে ভাড়িয়া গঁড়িয়া শূকর ॥ ৩৪৮৮

পুনঃ— ধানশী
বড় অবতার ভাই বড় অবতার ।
পতিতেরে বিলায়ল প্রেমের ভাণ্ডার ॥ ৩৪৮৯
বড় অপরূপ যেন গোরাচাঁদের লীলা ।
রাজা হৈয়া কাঁধে করে বৈষ্ণবের ঝোলা ॥ ৩৪৯০
হেন অবতারের উপমা দিতে নারি ।
সংকীর্তনের মাঝে নাচে কুলের বৌহারি ॥৩৪৯১
সব লোক ছাড়ে যারে অপরস বলি ।
দেবগণ মাগে এবে তার পদধূলি ॥৩৪৯২
যবনেহ নাচে গায় লয় হরিনাম ।
হেন অবতারে সে বঞ্চিত বলরাম ॥৩৪৯৩

পুনঃ—কামোদ
জলের জীব কাঁদে দেখিয়া প্রতিবিম্ব
কাননে কাঁদে পশু পাখী ।
তরুয়া পুলকিত পাষাণ দরবিত
শুনিয়া অন্ধ কাঁদে ডাকি ॥৩৪৯৪
অপরূপ গোরাচাঁদের দেহ ।
অসীম অনুভব এক মুখে কি কব
মনে যে মুখে না আসে সেই ॥৩৪৯৫
কুলের কুলবধু ফুকারি সেই কাঁদে
বধির জড় কাঁদে ধাঁদে ।
মায়ের স্তন ছাড়ি দুধের বালক
না জানি কিবা লাগি কাঁদে ॥৩৪৯৬
এমন অবতার হবেক নাহি আর
কেবল করুণার সিন্ধু ।
পতিত মূঢ় জড় অজড় উদ্ধারল
কেল বঞ্চিত যদু ॥৩৪৯৭

ওহে শ্রীনিবাস ! প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ।
ভক্তে সে জানিতে পারে প্রভুর অন্তর ॥৩৪৯৮
কুন কুন ভক্ত এই নির্জনে বসিয়া ।
কেহ কারু পানে চায় ব্যাকুল হইয়া ॥৩৪৯৯
কেহ কহে—এই কথো দিবস হইতে ।
না জানি কি করে হিয়া প্রভুরে দেখিতে ॥৩৫০০
কেহ কহে যে দিবস ঠেঙা লৈয়া হাতে ।
ক্রোধ করি গেলা প্রভু পড়ুয়া মারিতে ॥৩৫০১
সেইদিন হৈতে প্রভু হইলা কেমন ।
বুঝিবা করেন শীঘ্র সন্ন্যাস গ্রহন ॥৩৫০২
কেহ কহে—এ কথা হইল স্পষ্ট প্রায় ।
বিশেষ জানিনু নিত্যানন্দের চেষ্টায় ৩৫০৩
ঐছে কত কহি গেলা মুকুন্দ আলয়ে ।
তেঁহ বসি আছে মহা ব্যাকুল হৃদয়ে ॥৩৫০৩
গদাধর পণ্ডিতের ঘরে সব গিয়া ।
হইলা অধৈর্য অতি তারে নিরখিয়া ॥৩৫০৫

চলিলেন সকলে শ্রীবাসের আলয়।
নিবারিতে নারে বারিধারা নেত্রে বয় ॥৩৫০৬
হেনকালে আইলা প্রভু শ্রীবাসের ঘরে।
দেখিয়া ভক্তের চেষ্টা স্থির হৈতে নারে ॥৩৫০৭
ভক্তসহ প্রভুর হইল বহু কথা।
ঘুচাইতে নারে ভক্তহৃদয়ের ব্যথা ॥৩৫০৮
প্রভু ভক্তে কহে পুনঃ মধুর বচন।
—লোকরক্ষা লাগি মোর সন্ন্যাস গ্রহণ ॥৩৫০৯
না কর আশঙ্কা তোমা সবা না ছাড়িব।
জন্মজন্ম তোমা সবা সহ বিলসিব ॥৩৫১০
তথাহি—(চৈ ভা ম ২৭।১৩-১৪)
এই মত আরো আছে দুই অবতার।
কীর্তন আনন্দ রূপ হইবে আমার ॥৩৫১১
তাহাতেও তুমি সব এইমত রঙ্গে।
কীর্তন করিবা মহাসুখে আমা সঙ্গে ।৩৫১২
প্রভুর এ বাক্যে সবে কিছু স্থির হৈলা।
সবে আলিঙ্গিয়া প্রভু নিজ গৃহে গেলা ॥৩৫১৩
পরম্পর শুনি আই সন্ন্যাসের কথা।
মহাদুঃখে মূর্ছিত হইয়া পড়ে এথা ॥৩৫১৪
এথা পুত্র প্রতি কত কহিলা জননী।
বিদরে পাষাণ সে সকল কথা শুনি ॥৩৫১৫
দেখি প্রভু জননীর জীবন সংশয়।
এই গোপ্যস্থানে মাতা প্রতি কত কয় ॥৩৫১৬
যে যে অবতারে মাতা হৈলা শচী আই।
তাহা কহি পুনঃ কিছু কহেন নিমাই ॥৩৫১৪
এবে মাতা কীর্তনাস্বাদিলা যত্ন পায়া।
ঐছে কীর্তনারম্ভিব পুনর্জন্ম লৈয়া ॥ ৩৫১৮
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে—
আর দুইবার এই সঙ্কীর্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র অতি অবিলম্বে ॥ ৩৫১৯
এই মত তুমি মোর মাতা জন্মে জন্মে।
তোমায় আমায় কভু ত্যাগ নাহি মর্মে ॥ ৩৫২০
ইহা শুনি আই কিছু হইলেন স্থির।
তথাপিহ নিবারিতে নারে নেত্রনীর ॥ ৩৫২১
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ায় প্রভু যত্নে প্রবোধয়।
তাঁর প্রেম চেষ্টায় কেবা বা স্থির হয় ॥ ৩৫২২
সভে প্রবোধিয়া প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
সঙ্কীর্তন আনন্দে বিহরে নিরন্তর ॥ ৩৫২৩
ঐছে সভে নিমগ্ন হইলা সঙ্কীর্তনে।
প্রভু যে যাবেন কারু স্মৃতি নাই মনে ॥ ৩৫২৪
করিব সন্ন্যাস প্রভু ইথে নদীয়ায়।
যার যাতে শোভা তাহা হৈল হীনপ্রায় ॥ ৩৫২৫

গীতে যথা দেশপাল

গোরাচাঁদ ছাড়ি মাবে নৈদা এথে
তরঙ্গরহিত জাহ্নবী ধারা।
শম্ভু ভগবতী গণপতি মূর্তি
যত ছিল হৈল মলিনপারা ॥ ৩৫২৬
তরুলতা কুল পল্লবিত নহে
নাবিক সে পুষ্প সুগন্ধহীনা।
তাহে না বৈসে না পিয়ে পুষ্পরস
না গুঞ্জে ভ্রমর ভ্রমরী দীনা ॥ ৩৫২৭
পিককুল কল- রব বিরহিত—
না নাচে ময়ূর-ময়ূরী সনে।
শারী শুক নানা পাখী আঁখি ঝুরে
নারে উড়িবারে ব্যাকুল বনে ॥ ৩৫২৮
ধেনুগণ হাম্বা রবে না ধায়য়ে
মৃগাদি পশু না ধরয়ে ধৃতি।
ভনে নরহরি শোভা দূরে হৃথ
সম্বরিতে নারে নদীয়া খিতি ॥৩৫২৯

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্র ইচ্ছাময়।
কখন ছাড়িব ঘর কেহো না জানয় ॥ ৩৫৩০
গৃহ ছাড়িবেন প্রভু তার পূর্বদিনে।
হইলেন এথা মহামত্ত সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ৩৫৩১
এথা সিংহাসনে বৈসে প্রভু বিশ্বম্ভর
দিব্য মাল্য চন্দনে ভূষিত কলেবর ॥ ৩৫৩২
পরমসুন্দর শোভা উপমা কি দিতে।
দেবতা মানুষে মিলি আইসে দেখিতে ॥ ৩৫৩৩
সবে প্রণমিয়া করে প্রভুর দর্শন।
শ্রীচাচর কেশ দেখি জুড়ায় নয়ন ॥ ৩৫৩৪
মন্দ মন্দ হাসি প্রভু উল্লাস অন্তরে।
আপন গলার মালা দেন সবাকারে ॥ ৩৫৩৫
পাইয়া প্রসাদ প্রভুগণ হর্ষ হৈয়া।
করি হরিধ্বনি রহে মুখপানে চায়া ॥ ৩৫৩৬
প্রভু সবা প্রতি কহে যদি মোরে চাও।
তবে সবে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গাও ॥ ৩৫৩৭
ঐছে সবে উপদেশে প্রভু বিশ্বম্ভর।
হেন কালে লাউ লৈয়া আইলা শ্রীধর ॥ ৩৫৩৮
হৈল রাত্রি কালি যাবো প্রভু ভাবে মনে।
ভক্তের সামগ্রী উপেক্ষিব বা কেমনে ॥ ৩৫৩৯
হেনকালে দুগ্ধ লৈয়া আইলা একজন।
মায়ে কহে দুগ্ধ লাউ করিতে রন্ধন ॥ ৩৫৪০
আই যত্নে দুগ্ধ লাউ রন্ধন করিলা।
কৃষ্ণে সমর্পিয়া এথা পুত্রে ভুঞ্জাইলা ॥ ৩৫৪১
হৈল বহু রাত্রি প্রভু এ ঘরে শুইল।
প্রভুর ইচ্ছায় সভে নিদ্রা আকর্ষিল ॥ ৩৫৪২
প্রভুর নাহিক নিদ্রা চারিদিকে চায়।
হৈল রাত্রিশেষ শীঘ্র প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৩৫৪৩
উষঃকালে আই পদ ধূলি লৈয়া মাথে।
করিতে সন্ন্যাস প্রভু গেল এই পথে ॥ ৩৫৪৪
গন্তকালে কেবল ক্রন্দন নাই কথা।
হইলা পৃথিবী সম আই জগন্মাতা ॥ ৩৫৪৫
জড়প্রায় বসিয়াছে বাহির দুয়ারে।
যে পথে গেলেন প্রভু সে পথ নেহারে ॥ ৩৫৪৬
ভক্তগণ না জানেন এ সকল কথা।
প্রভুকে দেখিতে প্রাতে উপনীত এথা ॥ ৩৫৪৭
দেখিতে শচীমায়ের রোদন অতিশয়।
সভে জানিলেন আজি হইল বিজয় ॥ ৩৫৪৮
অকস্মাৎ গেলা প্রভু মো সভে ছাড়িয়া।
এত বলি কাঁদে সভে এথাই পড়িয়া ॥ ৩৫৪৯
অদ্বৈত আচার্য এথা করয়ে ক্রন্দন।
শুনি যে বিলাপ ধৈর্য ধরে কুন জন ॥ ৩৫৫০

তথাহি শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে

হে বিশ্বম্ভরদেব হে গুণনিধে হে প্রেমবারাংনিধে
হে দীনোদ্ধারনাবতার ভগবন্ হে ভক্তচিন্তামণে।
অন্ধীকৃত্য দিশো দশান্ধতমসীকৃত্যাখিল প্রাণিনাং
শূন্যীকৃত্য মনাংসি মুক্তি ভবান্ কেনাপরাধেন
নঃ ॥ ৩৫৫১

শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত আদি ভক্তগণ।
ভূমে লোটায় এথা করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৫৫২
কাঁদয়ে অসংখ্য লোক ব্যাকুল হৃদয়।
অশ্রুজলে হৈল মহী পঙ্ক অতিশয় ॥ ৩৫৫৩

হে বিশ্বম্ভর দেব, হে গুননিধে, হে প্রেম বারিধি, হে দীনোদ্ধার অবতার, হে ভগবন, হে ভক্ত চিন্তামনি, আমাদের কোন অপরাধে রুষ্ট হইয়া দশদিককে ঘোর অন্ধকার সমাচ্ছন্ন করিয়া আপনি সমস্ত প্রানীগনের হৃদয় শূন্য করতঃ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন ? ॥ ৩৫৫১

পরম নিন্দুক পাষণ্ডীর গণ কাঁদে।
না চিনিনু প্রভু বলি থির নাহি বাঁধে ॥ ৩৫৫৪
কি নারী পুরুষ বাল বৃদ্ধ নদীয়ার।
কাঁদিয়া বিকল নারে ধৈর্য ধরিবার ॥ ৩৫৫৫
কহিতে না পারে কেহো প্রবোধ বচন।
দুঃখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা সর্বজন ॥ ৩৫৫৬
দেখিনু যে সব তাহা কহা নাহি যায়।
অদ্যাপিহ সে অনল জ্বলিছে হিয়ায় ॥ ৩৫৫৭
ওহে শ্রীনিবাস কি বলিব বিশ্বম্ভর।
গৃহ হৈতে চলে একা কণ্টকনগর ॥ ৩৫৫৮
নিত্যানন্দদেব শ্রীপণ্ডিত গদাধর।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত আর শ্রীচন্দ্রশেখর ॥ ৩৫৫৯
এ সভে পশ্চাৎ গিয়া প্রভুরে মিলিল।
প্রভুর সন্ন্যাস কথা সর্বত্র ব্যাপিল ॥ ৩৫৬০
কৃপা করি কেশব ভারতী ভাগ্যবানে।
সন্ন্যাস গ্রহণ প্রভু করে তাঁর স্থানে ॥ ৩৫৬১
সন্ন্যাস সময়ে কেহো স্থির হৈতে পারে।
ডুবয়ে অসংখ্য লোক দুঃখের সায়রে ॥ ৩৫৬২
মাঘ মাস শুক্লপক্ষ সময় সুন্দর।
করিলেন সন্ন্যাস গ্রহণ বিশ্বম্ভর ॥ ৩৫৬৩

তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে —

চব্বিশ বৎসর শেষে যেই মাঘ মাস।
তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিলা সন্ন্যাস ॥ ৩৫৬৪
সন্ন্যাস করিয়া প্রভু প্রেমায় অথির।
কণ্টকনগর হৈতে হইলা বাহির ॥ ৩৫৬৫
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য আসি নদীয়ায়।
দেখে প্রভুবিচ্ছেদাগ্নি দহয়ে সভায় ॥ ৩৫৬৬
শ্রীচন্দ্রশেখর জিজ্ঞাসিতে সবে ধায়।
প্রভুর সংবাদ এথা কহে শচী মায় ॥ ৩৫৬৭

অদ্বৈতাদি শুনি সভে প্রভুর সন্ন্যাস।
হইলেন যৈছে তা কি কব শ্রীনিবাস ॥ ৩৫৬৮
প্রভু রাঢ়ে ভ্রমি রাঢ়ভাগ্য জন্মাইলা।
গঙ্গাতীরে আসি গঙ্গা-স্নানে হর্ষ হৈলা ॥ ৩৫৬৯
কুলিয়াগ্রামে সন্নিধানে প্রভু গিয়া।
নিত্যানন্দে দিল নদীয়ায় পাঠাইয়া ॥ ৩৫৭০
নদীয়ায় আসি পদ্মাবতীর তনয়।
প্রথমেই প্রভুর ভবনে প্রবেশয় ॥ ৩৫৭১
এথাই বসিয়াছিলা শচী ঠাকুরাণী।
দ্বাদশ উপাসে অতি ক্ষীণ তনুখানি ॥ ৩৫৭২
আইর চরণে প্রণমিলেন নিতাই।
আইসহ বাপ বলি মূর্ছাপন্ন আই ॥ ৩৫৭৩
নিত্যানন্দে দেখি মহাভাগবতগণ!
কহিতে কি জানি যৈছে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৫৭৪
সভাপতি নিতাই কহয়ে মৃদুভাষে।
লইতে আইনু সবে চল প্রভু পাশে ॥ ৩৫৭৫
কুলিয়া গেলেন প্রভু মোরে পাঠাইয়া।
শান্তিপুর যাইবেন কুলিয়া হইয়া ॥ ৩৫৭৬
নিত্যানন্দ বাক্যে সবে আনন্দে বিহ্বলী।
হইয়াছিলেন ক্ষীণ হৈল মহাবলী ॥ ৩৫৭৭
নিত্যানন্দ শ্রীশচী আইয়ে কত কৈয়া।
করাইলা রন্ধন করিল যত্ন পাইয়া ॥ ৩৫৭৮
অন্ন ব্যঞ্জনাদি আই কৃষ্ণে সমর্পিল।
আগে আই নিত্যানন্দ প্রসাদান্ন দিল ॥ ৩৫৭৯
তবে সর্ব বৈষ্ণবে করিয়া পরিবেশন।
সভা সন্তোষিয়া আই করিলা ভোজন ॥ ৩৫৮০
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী এথা প্রসাদ ভুঞ্জিল।
সর্ব বৈষ্ণবের মহা আনন্দ জন্মিল ॥ ৩৫৮১
তবে নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভুপ্রিয়গণ।
সাজিলেন গৌরচন্দ্রে করিতে দর্শন ॥ ৩৫৮২

নদীয়ার স্ত্রী পুরুষ বাল বৃদ্ধ যত্ত।
চলয়ে দর্শনে শোভা কে কহিবে কত ॥৩৫৮৩
পূর্বে নিন্দা কৈল যত পাষণ্ডীর গণ।
তারা চলে প্রভুপদে লইতে শরণ ॥ ৩৫৮৪
নবদ্বীপ ফুলিয়া নগর শান্তিপুরে।
লোক গতায়াত সংখ্যা কে করিতে পারে ॥ ৩৫৮৫
নবদ্বীপবাসী যত প্রভুপ্রিয়গণ।
শ্রীশচীমাতায় লৈয়া করিল গমন ॥ ৩৫৮৬
হেনকালে কেহো আসি কহে লহু লহু।
অদ্য অদ্বৈতের গৃহে আইলেন প্রভু ॥ ৩৫৮৭
শুনি চতুর্দিকে লোক করে ধাওয়া ধাই।
এই পথে শান্তিপুরে চলিলেন আই ॥ ৩৫৮৮
অদ্বৈতের গৃহে গিয়া দেখি বিশ্বম্ভরে।
কহিতে কি জানি যাহা হইল অন্তরে ॥ ৩৫৮৯
পুত্র কোলে করি আই দুঃখ পাসরিল।
করিয়া রন্ধন পুত্রে ভিক্ষা করাইল ॥ ৩৫৯০
শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত আদি ভক্তগণ।
প্রভু বেড়ি করিলা অদ্ভুত সঙ্কীর্তন ॥ ৩৫৯১
নৃত্য করি তিন প্রভু বৈসয়ে উল্লাসে।
শোভা দেখি লোক কত কহে মৃদুভাষে ॥ ৩৫৯২

গীতে যথা—কামোদ

আহা মরি মরি দেখ আঁখি ভরি
ভুবনমোহন রূপ।
অদ্বৈত আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ
চৈতন্যরসের ভূপ ॥ ৩৫৯৩
জিনি বিধুঘটা বদনের ছটা
মদনগরব হরে।
লহু লহু হাসি সুধা রাশি রাশি
বরিষে রসের ভরে ॥ ৩৫৯৪
করয়ে ঝলমল তিলক উজ্জ্বল
ললিত লোচন ভুরু।
কিবা বক্ষ শোভা মুনি মনো লোভা
বক্ষ পরিসর চারু ॥ ৩৫৯৫
গলে শোভে ভাল নানা ফুল মাল
সুবেশ বসন সাজে।
অরুণ চরণ বিলসয়ে ঘন
শ্যামের হৃদয় মাঝে ॥ ৩৫৯৬

ওহে শ্রীনিবাস গৌরচন্দ্রের কৃপায়।
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ যুবা সবে নাচে গায় ॥ ৩৫৯৭
প্রেমভক্তিরত্ন প্রভু সবে করে দান।
অদ্বৈত ভবন হৈল বৈকুণ্ঠ সমান ॥ ৩৫৯৮
শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত আদি ভক্তগণে।
দিলেন পরমানন্দ প্রবোধ বচনে ॥ ৩৫৯৯
প্রভু জননীর পরিতোষ জন্মাইলা।
এই পথে আই নিজ ভবনে আইলা ॥ ৩৬০০
যে আনন্দ হইল শ্রীঅদ্বৈত ভবনে।
তাহা বর্ণিবারে নারে সহস্র বদনে ॥ ৩৬০১
সবে প্রবোধিয়া প্রভু করয়ে গমন।
নিত্যানন্দ আদি সঙ্গে চলে কথোজন ॥ ৩৬০২

তথাহি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে—
নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ গোবিন্দ।
সংহতি জগদানন্দ আর ব্রহ্মানন্দ ॥ ৩৬০৩
পরম কৌতুকে প্রভু নীলাচলে গেলা।
সর্বত্র ভ্রমিয়া নীলাচলে বাস কৈলা ॥ ৩৬০৪

গীতে—কামোদ

শচীসুত গৌরহরি নবদ্বীপে অবতরি
করিলেন বিবিধ বিলাস।

সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ প্রকাশিয়া সঙ্কীর্তন
বাঢ়াইলা সবার উল্লাস ॥ ৩৬০৫
কিবা সে সন্ন্যাস বেশে
ভ্রমি পহু দেশে দেশে
নীলাচলে আসিয়া রহিলা।
রাধিকার প্রেমে মাতি না মানি দিবারাতি
সে প্রেমে জগৎ মাতাইলা ॥ ৩৬০৬
নিত্যানন্দ বলরাম অদ্বৈত গুণের ধাম
গদাধর শ্রীবাসাদি যত।
দেখি সে অদ্ভুত রীতি কেহ না ধরয়ে ধৃতি
প্রেমায় বিহ্বল অবিরত ॥ ৩৬০৭
দেবের দুর্লভ রত্ন বিলাইলা করি যত্ন
কৃপার বালাই লৈয়া মরি।
কৈলা কলিযুগ ধন্য প্রভু কৃষ্ণচৈতন্য
যশ গায় দাস নরহরি ॥ ৩৬০৮

ওহে শ্রীনিবাস! প্রভু রহি নীলাচলে।
নিত্যানন্দে পাঠায়েন শ্রীগৌড়মণ্ডলে ॥ ৩৬০৯
নিভৃতে নিতাইচাঁদে কহিল যে কথা।
প্রভুর ইচ্ছায় ব্যক্ত না হইল তথা ॥ ৩৬১০
গৌড়ে আইসে নিত্যানন্দ করুণার নিধি।
সঙ্গে অভিরাম দাস গদাধর আদি ॥ ৩৬১১
তথাহি চৈঃ ভাঃ অঃ ৫/২৩১-২৩৩
রামদাস গদাধর দাস মহাশয়।
রঘুনাথ বৈদ্য ওঝা ভক্তিরসময় ॥ ৩৬১২
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত পরমেশ্বরী দাস।
পুরন্দর পণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥ ৩৬১৩
নিত্যানন্দ স্বরূপের যত আপ্তগণ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে সবে করিলা গমন ॥ ৩৬১৪
গমনের কালে যে কহিলা গৌরচন্দ্র।
তাহাই করেন স্থির হৈয়া নিত্যানন্দ ॥ ৩৬১৫
ভ্রমিয়া উৎকল দেশ গৌড়দেশে গতি।
প্রেমাবেশে পতিত দুঃখীতে দয়া অতি ॥ ৩৬১৬

গীতে—যথা আভীরী

জয় জয় নিত্যানন্দ রোহিণী কুমার।
পতিত উদ্ধার লাগি বাহু পসার ॥ ৩৬১৭
গদ গদ মধুর মধুর আধ বোল।
যারে দেখে তারে প্রেমে ধরি দেয় কোল ॥ ৩৬১৮
ডগমগ নয়ন ঘুরয়ে নিরন্তর।
সোনার কমলে যেন ফিরয়ে ভ্রমর ॥ ৩৬১৯
দয়ার ঠাকুর নিতাই পরদুঃখ জানে।
হরিনামের মালা গাঁথি দিল জগজনে ॥ ৩৬২০
পাপ পাষণ্ডী যত করিলা দমন।
দীনহীন জনে কৈল প্রেম বিতরণ ॥ ৩৬২১
আহা শ্রীগৌরাঙ্গ—বলি পড়ে ভূমিতলে।
শরীর ভিজিল নিতাইর নয়নের জলে ॥ ৩৬২২
বৃন্দাবন দাস এই মনে বিচারিল।
—ধরণী উপরে কিবা বিজুরী পড়িল ॥ ৩৬২৩

পুনঃ—মঙ্গল

গজেন্দ্র গমনে যায় সকরুণ দিঠে চায়
পদভরে মহী টলমল।
মহামত্ত সিংহ জিনি কম্পবতী মেদিনী
পাষণ্ডিগণ শুনিয়া বিকল ॥ ৩৬২৪
আয়ত অবধূত করুণার সিন্ধু।
প্রেমে গর গর মন করে হরি সঙ্কীর্তন
পতিত পাবন দীনবন্ধু ॥ ধ্রু ॥ ৩৬২৫
হুঙ্কার করিয়া চলে অচল সচল নড়ে
প্রেমে ভাসে অমর সমাজ।
সহচরগণ সঙ্গে বিবিধ খেলন রঙ্গে
অলখিত করে সব কাজ ॥ ৩৬২৬

শেষশায়ী সঙ্কর্ষণ অবতারী নারায়ণ
যাঁর অংশ কলায় গনন।
কৃপাসিন্ধু ভক্তিদাতা জগতের হিতকর্ত্তা
সেই রাম রোহিণীনন্দন ॥ ৩৬২৭
যাঁর লীলা লাবণ্যধাম আগম নিগমে গান
যাঁর রূপ মদনমোহন।
এবে অকিঞ্চনবেশে ফিরে পহু দেশে দেশে
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥ ৩৬২৮
ব্রজের বৈদগ্ধীসার যত যত লীলা আর
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয় মনোরথ সিদ্ধি হয়
ভজ ভাই শ্রীপাদ চরণ ॥ ৩৬২৯

সর্বত্র হইল ধ্বনি—নিত্যানন্দ রায়।
আইলেন গৌড়দেশে বিহ্বল প্রেমায় ॥ ৩৬৩০
চতুর্দিকে ধায় লোক প্রভুরে দেখিতে।
প্রভুর অদ্ভুত দয়া দুঃখিত পতিতে ॥ ৩৬৩১

গীতে—যথা ধানশী

গোরাপ্রেমে গরগর নিতাই আমার।
অরুণ নয়নে বহে সুরধনী ধার ॥ ৩৬৩২
বিপুল পুলকাবলী শোভে হেমগায়।
গজেন্দ্রগমনে হিলি ঢুলি চলি যায় ॥ ৩৬৩৩
পতিতেরে নিরখিয়া দুবাহু পসারি।
কোড়ে করি সঘনে বোলায় হরি হরি ॥ ৩৬৩৪
এমন দয়ার নিধি কে হইবে আর।
নরহরি অধম তারিতে অবতার ॥ ৩৬৩৫

পুন—পঠমঞ্জরী

নিতাইচাঁদ দয়াময় নিতাইচাঁদ দয়াময়।
কলিজীবে এত দয়া কভু নাহি হয় ॥ ৩৬৩৬
খেনে কালা খেনে গোরা অঙ্গ হয় স্ফীত।
খেনে কাঁদে খেনে হাসে
না পায় সম্বিত ॥ ৩৬৩৭
খেনে গোঁ গোঁ করে
গোরা বলিতে না পারে।
গোরা রাগে রাঙ্গা আঁখি
জলেই সাঁতারে ॥ ৩৬৩৮
আপনি ভাসিয়া রসে ভাসাইল ক্ষিতি।
এ ভব অচলে যত্ন রহল অবধি ॥ ৩৬৩৯

পুনঃ শ্রীরাগ

নিতাই গুণমণি আমার নিতাই গুণমণি।
আনিয়া প্রেমের বন্যা ভাসাল অবনী ॥ ৩৬৪০
প্রেমের বন্যা লৈয়া
নিতাই আইল গৌড়দেশে।
ডুবিল ভকতগণ দীনহীন ভাসে ॥ ৩৬৪১
দীনহীন পতিত পামর নাহি বাছে।
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেম সবাকারে যাচে ॥ ৩৬৪২
আবদ্ধ করুণাসিন্ধু কাটিয়া মোহান।
ঘরে ঘরে বুলে প্রেম—করুণায় বান ॥ ৩৬৪৩
লোচন বলে—মোর নিতাই
যেবা না ভজিল।
জানিয়া শুনিয়া সেই
আত্মঘাতী হৈল ॥ ৩৬৪৪
প্রথমেই নিত্যানন্দ প্রিয়গণ সঙ্গে।
পানিহাটী গ্রামেতে আইলা মহারঙ্গে ॥ ৩৬৪৫
রাঘব পণ্ডিত শ্রীমকরধ্বজ কর।
সবার হইল মহা উল্লাস অন্তর ॥ ৩৬৪৬

রাঘবপণ্ডিত গৃহে যে নৃত্য কীর্ত্তন।
তাহা বর্ণিবার শক্তি ধরে কোন্‌ জন ॥ ৩৬৪৭
সঙ্কীর্ত্তনে নিতাইচাঁদের চারু শোভা।
সে নৃত্য ভঙ্গিমা মুনিজন মনোলোভা ॥ ৩৬৪৮

গীতে যথা গন্ধার

আহা মরি কি নিতাইর শোভা।
কত না ভঙ্গিতে নাচে ভুজ তুলি
অখিল ভুবন লোভা ॥ ৩৬৪৯
ঘন ঘন গোরা বলে।
হেম ধরাধর তনু অনুক্ষণ
ভাসয়ে আনন্দ জলে ॥ ৩৬৫০
করুণায় উমড়য়ে হিয়া।
দীনহীন জনে করে মহাধনী
প্রেমচিন্তামণি দিয়া ॥ ৩৬৫১
কিবা ভাবে মন্দ মন্দ হাসে।
নরহরি কহে কুলবতী সতী
ধৈরয ধরম নাশে ॥ ৩৬৫২

পুনঃ—ধানশী

কিবা নাচয়ে নিতাইচাঁদ।
ঝলমল তনু অনুপম শোভা
অখিল লোচন ফাঁদ ॥ ধ্রু ৩৬৫৩
কি নব ভঙ্গিতে চাহে চারি ভিতে
না জানি কি রঙ্গে ভোরা।
আজানুলম্বিত ভুজযুগ তুলি
সঘনে বোলয়ে গোরা ॥ ৩৬৫৪
কীর্ত্তন বিলাস রসে ভাসে সদা
প্রিয় পারিষদ লৈয়া।
দীনহীন জন ধায় চারি পাশে
করুণা বাতাস পায়া ॥ ৩৬৫৫
মাতিল সকলে ভাসে প্রেমজলে
করিল দরপ দূরে।
নরহরি পহু গুণ গুণি গুণি
কেবা না জগতে ঝুরে ॥ ৩৬৫৬

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের অভিষেক হৈল তথা।
অভিষেকে যে রঙ্গ—কি কহিব সে কথা ॥ ৩৬৫৭

গীতে যথা আশাবরী

আজু আনন্দে নিতাইচাঁদে।
শোভাময় সিংহাসনে বসাইয়া
কেহো না ধৈরয বাঁধে ॥ ৩৬৫৮
সুবাসিত গঙ্গাজল লৈয়া।
পড়ি মন্ত্র মাথে ঢালে জল
দামোদর হরষিত হৈয়া ॥ ৩৬৫৯
জয় জয় ধ্বনি করি।
মানুষে মিশায়া সুরগণ শোভা
নিরখে নয়ন ভরি ॥ ৩৬৬০
কেহো গায় অভিষেক রঙ্গে।
পরাইয়া শুক্ল বাস নরহরি
চন্দন দেই সে অঙ্গে ॥ ৩৬৬১

বসিতে খট্টায় বনমালা পরাইয়া।
শ্রীরাঘবানন্দ ছত্র ধরে হর্ষ হৈয়া ॥ ৩৬৬২
পরিব কদম্বমালা—রাঘবেরে কয়।
রাঘব কহয়ে—এবে ফুল নাই হয় ॥ ৩৬৬৩
প্রভু কহে—দেখহ অবশ্য ফুল আছে।
দেখয়ে কদম্বফুল জম্বীরের গাছে ॥ ৩৬৬৪

ফুল আনি রাঘব গাঁথিয়া দিব্য মালা।
পরাইলা প্রভুগলে এ অদ্ভুত খেলা ॥৩৬৬৫
নিত্যানন্দ প্রভাব কহিতে শক্তি কার।
সবে উপদেশ কৃষ্ণচন্দ্র ভজিবার ॥৩৬৬৬
করুণাসমুদ্র প্রভু নিত্যানন্দ রায়!
পরম দুর্লভ-ভক্তি দিলেন সদায় ॥৩৬৬৭
তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে—৫৩০৩
নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে ॥৩৬৬৮
কিছুদিনে ভূষণ পরিতে ইচ্ছা করে।
হইলা ভূষিত বহুমূল্য অলঙ্কারে ॥৩৬৬৯
হইল ভূষণশোভা অতি চমৎকার।
প্রভু যে ভূষণ পরে—আছে হেতু তার ॥৩৬৭০
অবধূত বেশে প্রভু ব্রজের ভ্রমণে
করিলেন কৃপা এক ভক্তে গোবর্ধনে ॥৩৬৭১
অলঙ্কার পরাইতে তেঁহো ইচ্ছা করে।
প্রভু তাহা জানি কহে—কিছুদিন পরে ॥৩৬৭২
ভক্ত প্রীতি লাগি গোবর্ধনশিলা দিলা।
স্বর্ণে বদ্ধ করাইয়া কণ্ঠেতে রাখিলা ॥৩৬৭৩
ভক্ত-ইচ্ছা-মতে এবে পরয়ে ভূষণ।
প্রভুর এ লীলা না বুঝয়ে অন্য জন ॥৩৬৭৪
গৌরপ্রেমানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ রায়।
সে দুর্লভ ভাবে ভূত্যেরে মাতায় ।৩৬৭৫
তথাহি চৈ ভা অ ৫/৪১৮-১৯
ব্রহ্মাদির অভীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব।
গোপীগণে ব্যক্ত যে সকল অনুরাগ ॥৩৬৭৬
ইঙ্গিতে যে সব ভাব নিত্যানন্দ রায়।
দিলেন সকল বিপ্রগণের কৃপায় ॥৩৬৭৭
পানিহাটীগ্রামে রহি মহানন্দমনে।
নবদ্বীপে যাত্রা কৈল আইর দর্শনে ॥৩৬৭৮

ভুবনপাবন প্রভু লৈয়া পরিকরে।
ভাবাবেশে চলে দাস গদাধর ঘরে ॥৩৬৭৯

গীতে— যথা ধানশী

ভুবনপাবন নিতাই মোর।
না জানি কিভাবে সদাই ভোর ॥৩৬৮০
গোরা গোরা বুলি দু'বাহু তুলি।
মত্তগজ যেন চলয়ে ঢুলি ॥৩৬৮১
কণ্ঠে ঝলমল মালতীমালা।
পরিসর বুকে করয়ে খেলা ॥৩৬৮২
সুললিত মুখে মধুর হাসি।
চাঁদ ঢালে যেন অমিয় রাশি ॥৩৬৮৩
টলমল জলজারুন আঁখি।
সে চাহনি চারু করুণা মাখি ॥৩৬৮৪
বারেক সে আঁখে দেখয়ে যারে।
প্রেমের পাথারে ভাসায় তারে ॥৩৬৮৫
দীনহীন দুঃখী কিছু না বাছে।
হেন প্রেমদাতা কে আর আছে ॥৩৬৮৬
নরহরি হেন পহু না ভজি।
বিষয় বিষেতে রহিল মজি ॥৩৬৮৭

দাসগদাধর গৃহে প্রভুর গমন।
তথা যে আনন্দ তাহা না হয় বর্ণন ॥৩৬৮৮
দাস গদাধর কৃপার নাই পার।
সে গ্রামের কাজী দুষ্টে যে কৈল উদ্ধার ॥৩৬৮৯
দাস গধাধর আদি প্রিয়গণ সনে।
নিত্যানন্দ প্রেম প্রকাশয়ে স্থানে স্থানে ॥৩৬৯০
খড়দহে আইসেন প্রভু নিত্যানন্দ।
চারিধারে শোভা করে পারিষদবৃন্দ ৩৬৯১

মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে কন্দর্পমোহন।
সে প্রেম আবেশ বেশ বন্দে সর্বজন ॥৩৬৯২

গীতে—যথা কামোদ

বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দ কন্দ
ঝলমল আভরণ সাজে।
দুই দিকে শ্রুতিমূলে মকর কুণ্ডল দোলে
গলে এক কৌস্তুভ বিরাজে ॥৩৬৯৩
সুবলিত ভুজদণ্ড জিনি করিবর শুণ্ড
তাহাতে শোভয়ে হেমদণ্ড ॥
অরুণ অম্বর গায় সিংহের গমনে ধায়
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড ॥৩৬৯৪
অঙ্গদেখি শুদ্ধ স্বর্ণ দুই আঁখি রক্তবর্ণ
তাহাতে ঝরয়ে মকরন্দ।
সুমেরু বহিয়া যেন গঙ্গাধারা বহে হেন
দেখি সুরলোকের আনন্দ ॥৩৬৯৫
সর্বাঙ্গে পুলকছটা যেন কদম্বের ঘটা
লম্ফেতে কম্পিয়ে বসুমতি।
বীরদর্প মালসাটে সঘনে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
দেখি ব্রহ্মলোক করে স্তুতি ॥৩৬৯৬
চৈতন্যের প্রেমরত্ন জীবেরে করিয়া যত্ন
দিল পহু পরম আনন্দে।
কহে বৃন্দাবনদাসে আপনার কর্মদোষে
না ভজিনু নিতাই পদদ্বন্দ্ব ॥৩৬৯৭

পুনঃ—ধানশী

নিতাই গুণনিধি শোভার অবধি
কি সুধায়ে বিধি গঢ়িল সাধে।
প্রভাতের ভানু জিনি তনুছটা
হেরিয়া কেমন ধৈরয বাঁধে ॥৩৬৯৮
আজানুলম্বিত ভুজ ভুজঙ্গম
ভঙ্গি নিরুপম রঙ্গেতে ভাসি
বদন শরদ বিধুঘটা ঘন
বরিষয়ে সুধা ঈষৎ হাসি ॥৩৬৯৯
গোরা গোরা বলি গরগর হিয়া
হিলি ঢুলি চলে কুঞ্জরপারা।
টলমল জলজারুন লোচনে
ঝর ঝর ঝরে আনন্দধারা ॥৩৭০০
সুর নরগণ ধায় চারিপাশে
সে দুলহ পদ পরশ আসে।
দাস নরহরি পহু পরতাপে
বলি কলিকাল কাঁপয়ে ত্রাসে ॥৩৭০১
খড়দহে আসি প্রভু নিজগণ সঙ্গে।
পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়ে রহে ॥৩৭০২
প্রভু নিত্যানন্দ পুরন্দর পণ্ডিতেরে।
ডুবাইলা সঙ্কীর্তনসুখের সায়রে ॥৩৭০৩
শ্রীচৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত যত
সবেই হইল সঙ্কীর্তনে উনমত্ত ৩৭০৪
খড়দহে নিত্যানন্দ নাচিয়া নাচিয়া।
বিলায় দুর্লভ ধন যাচিয়া যাচিয়া ॥৩৭০৫

গীতে—যথা কামোদ

নিতাই করুণা নিধি।
আনি বিলায়ল বিধি ॥ ৩৭০৬
দীনহীন দুঃখী জনে।
ধনী কৈল প্রেমধনে ॥৩৭০৭
প্রিয় পরিকর সঙ্গে
নাচিয়ে বুলয়ে রঙ্গে ।৩৭০৮

না জানি কি প্রেমে মাতি ।
না জানে দিবসরাতি ॥৩৭০৯
ধুলি ধুসরিত দেহা ।
তা হেরি কে ধরে থেহা ॥৩৭১০
শুনে কেবা নাহি ঝুরে ।
একা নরহরি দূরে ॥৩৭১১

পুনঃ—ধানশী

গোরা প্রেমে মাতিয়া নিতাই ।
জগৎ মাতায় সকরুণ দিঠে চাই ॥ ৩৭১২
নাচয়ে আজানু বাহু তুলি ।
পণ্ডিতের কোলেতে পড়য়ে ঢুলি ঢুলি ॥ ৩৭১৩
কত সুখে হিয়া না উথলে ।
মুখ বুক ভাসি যায় নয়নের জলে ॥ ৩৭১৪
প্রতি অঙ্গে পুলকের ঘটা ।
মদন মুরুছি পড়ে দেখি রূপছটা ॥ ৩৭১৫
সুচাঁদ বদনে মৃদু হাসি ।
কহিতে মধুর কথা ঢালে সুধারাশি ॥ ৩৭১৬
কি নব ভঙ্গিমা রাঙ্গা পায় ।
নরহরিপরাণ মঞ্জিল যেন তায় ॥ ৩৭১৭

পুনঃ গুর্জ্জরী

ভুবনে জয় জয় নিতাই দয়াময়
হরয়ে ভবভয় নিজগুণে ।
অধম দুরগত তাহারে উনমত
করই অবিরত প্রেমদানে ॥ ৩৭১৮
গৌরহরি বুলি নাচয়ে বাহু তুলি
পড়য়ে ঢুলি ঢুলি ক্ষিতিতলে ।
কোমল কলেবর কি হেম ধরাধর
সে ধুলিধুসর শোভে ভালে ॥ ৩৭১৯
জিনি কমলদল নয়ন টলমল
সঘনে ছল ছল জলধারা ।
বদনে মৃদু হাসি ঢালয়ে সুধারাশি
কলুষ তম নাশি শশী পারা ॥ ৩৭২০
কিভাবে গরগর কাঁপয়ে থর থর
রঙ্গ কি কহ নরহরি দাসে ।
অখিল চরাচর নিরখি পহুবর
ভুলল দুঃখভর সুখে ভাসে ॥ ৩৭২১

কিছুদিন খড়দহ গ্রামেতে রহিলা ।
খড়দহস্থান দেখি বাস ইচ্ছা কৈলা ॥ ৩৭২২
খড়দহ হৈতে প্রভু করিলা গমন ।
সপ্তগ্রামে চলে যথা দত্ত উদ্ধারণ ॥ ৩৭২৩
প্রিয়গণ সঙ্গে কি অদ্ভুত ভাবাবেশ ।
কেবা না ভুলয়ে দেখি সে সুন্দর বেশ ॥ ৩৭২৪

গীতে—যথা সুহই

নিতাই রঙ্গিয়া মোর নিতাই রঙ্গিয়া ।
পূরব বিলাসী সুখী সঙ্গের সঙ্গিয়া ॥ ৩৭২৫
কঞ্জনয়নে বহে সুরধুনীধারা ।
নাহি জানে দিবানিশি প্রেমে মতোয়ারা ॥ ৩৭২৬
চন্দনে চর্চিত সব অঙ্গ উজোর ।
রূপ নিরখিতে জগজন মন ভোর ॥ ৩৭২৭
আজানুলম্বিতভুজ করিবর শুণ্ড ।
কনকখচিত দণ্ড দলন পাষণ্ড ॥ ৩৭২৮
শিরপর পাগড়ী বাঁধে লটপটিয়া ।
কটি আঁটি পরিপাটি পরে নীল ধটিয়া ॥ ৩৭২৯

দয়ার ঠাকুর নিতাই জগতে প্রকাশ।
শুনিয়া আনন্দে নাচে পরসাদ দাস ॥ ৩৭৩০

পুনঃ—গান্ধার

জয় জয় পদ্মাবতী সুত সুন্দর
নিত্যানন্দচন্দ্র গুণভূপ।
জগজন নয়ন তাপভর ভঞ্জন
জিনি কনককারুণ অপরূপ রূপ ॥ ৩৭৩১
শশধর নিকর দরপহর আনন
ঝলকত অমিয় ঝরত মৃদুহাস।
গৌরপ্রেমভরে গরগর অন্তর
নিরুপম নব নব বচন বিলাস ॥ ৩৭৩২
টলমল অমল কমললোচন জল
গিরত নিরত যনু সুরধুনীধার।
পুলক কদম্বলিত সুললিত
অতি পরসর বক্ষে সুললিত হার ॥ ৩৭৩৩
কুঞ্জরদমন গমন মনোরঞ্জন
বাহুপসারি অথির অবিরাম।
পতিত কোরে করি বিতর সোধন
বঞ্চিত জগতে দুঃখিত ঘনশ্যাম ॥৩৭৩৪
উদ্ধারণ দত্তে কৃপা করি গণসনে।
আইলেন দত্ত উদ্ধারণের ভবনে ॥৩৭৩৫
সপ্তগ্রামবাসী শুনি প্রভুর গমন।
চতুর্দিকে ধায় লোক করিতে দর্শন ॥৩৭৩৬
উদ্ধারণ-আদি গৃহে বাড়ে মহানন্দ।
সবা নৃত্যকীর্তনে বিহ্বল নিত্যানন্দ ॥৩৭৩৭

গীতে—যথা ধানশী

অনুক্ষণ অরুণ নয়ন ঘন ঘুরত।
ঢরকত লোর বিথার।
কিয়ে ঘন অরুণ বরুণালয় সঞ্চর।
অমিয়া বরিষে অনিবার ॥৩৭৩৮
নাচেরে নিতাই ররচাঁদ।
সিঞ্চই প্রেমসুধারস জগজনে
অদ্ভুত নটন সুছাঁদ ॥ ধ্রু ৩৭৩৯
পদতলে বলিত মনিমঞ্জরী
চলত হি টলমল অঙ্গ।
মেরু শিখর কিয়ে তনু অনুপাম রে
ঝলমল ভাবতরঙ্গ ॥৩৭৪০
রোয়ত হসত চলত গতি মন্থর
হরি বুলি মুরুছি বিভোর।
খেনে খেনে গৌর গৌর বলি ধায়ই
আনন্দে গরজত ঘোর ॥৩৭৪১
পামর পঙ্গু অধম জড় আতুর
দীন অবধি নাহি মান।
অবিরত দুর্লভ প্রেমরতন ধন
যাচি জগতে করু দান ॥৩৭৪২
অবিচল দুলভ প্রেমধন বিতরণে
নিখিল তাপ দূর গেল।
দীন হীন সবহি মনোরথ পুরল
অবলাউ উনমত ভেল ॥৩৭৪৩
ঐছন করুণ নয়ন অবলোকনে
কাহু না রহু দুঃদিন।
বলরামদাস তাহে ভেল বঞ্চিত
দারুণ হৃদয় কঠিন ॥৩৭৪৩

পুনঃ—ধানশী

আরে মোর আরে মোর নিত্যানন্দ রায়।
আপে নাচে আপে গায় গৌরাঙ্গ বোলায় ॥৩৭৪৫

লম্ফে লম্ফে যায় নিতাই গৌরাঙ্গ আবেশে।
পাপিয়া পাষণ্ডী আর না রাখিল দেশে ॥৩৭৪৬
পট্টবাস পরিধান মুকুতা শ্রবণে।
ঝলমল ঝলমল করে নানা আভরণে ॥৩৭৪৭
সঙ্গে সঙ্গে যায় নিতাই রামাই সুন্দর।
গৌরীদাস আদি করি যত সহচর ॥৩৭৪৮
চৌদিকে নিতাই মোর হরিবোল বোলায়।
জ্ঞানদাস দিশি দিশি নিতাইর গুণ গায় ॥৩৭৪৯
সপ্তগ্রামে লোকের কি অদ্ভুত উল্লাস।
নিত্যানন্দপদে অতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ॥৩৭৫০
উদ্ধারণ সম্বন্ধে নিতাই দয়াময়।
বণিকে যে কৃপা কৈল কহিল না হয় ॥৩৭৫১
শান্তিপুরে আসিবেন অদ্বৈত ভবনে।
তাহা জানাইলা প্রভু দত্ত উদ্ধারণে ॥৩৭৫২
অদ্বৈত আচার্য শান্তিপুরে বিলসয়।
শ্রীচৈতন্যাভিন্ন দেহ রসের আলয় ॥৩৭৫৩
যে আনিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবনীতে।
যাঁহার নির্মল যশ ব্যাপিল জগতে ॥৩৭৫৪

গীতে—যথা ধানশী

শ্রীগৌর অভিন্ন তনু অদ্বৈত আমার।
জগতজননী সীতা ঘরণী যাঁহার ॥৩৭৫৫
যে আনিল গোরাচাঁদে হুঙ্কার করিয়া।
গাওয়ায় গৌরাঙ্গগুন ভুবন ভরিয়া ॥৩৭৫৬
হইয়া ঈশ্বর আপনাকে মানে দাস।
তিলে তিলে হৃদয় কত না অভিলাষ ॥৩৭৫৭
দেবের দুর্লভ প্রেমভক্তি বিলাসে।
বলী কলি দমন করয়ে অনায়াসে ॥৩৭৫৮
সঙ্কীর্তনানন্দদাতা দয়ার অবধি।
না জানি কতেক গুণে গড়াইল বিধি ॥৩৭৫৯
অধম দুঃখিতে সে না সুখে মাতাইল।
নরহরি পহু যশে জগৎ ভরিল ॥৩৭৬০

পুনঃ—ভুপালী

জয় জয় অদ্বৈত আচার্য দয়াময়।
যাঁর হুহুঙ্কারে গৌর অবতার হয় ॥৩৭৬১
প্রেমদাতা সীতানাথ করুণাসাগর।
যাঁর প্রেমবসে আইলা গৌরাঙ্গ নাগর ॥৩৭৬২
যাহারে করুণা করি কৃপা দিঠে চায়।
প্রেমাবেশে সে জন চৈতন্যগুণ গায় ॥৩৭৬৩
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ।
যে জন পাইল গৌরপ্রেম মহাধন ॥৩৭৬৪
এমন দয়ার নিধি কেনে না ভজিনু।
লোচন বলে নিজ মাথে বজর পড়িনু ॥৩৭৬৫
শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র নিজগণ লৈয়া সঙ্গে।
ভাসে সদা গৌরাপ্রেমসমুদ্র তরঙ্গে ॥৩৭৬৬

গীতে যথা বেলাবলী

শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পহু মোর।
গৌর প্রেমভরে গরগর অন্তর
অবিরত অরুণ-নয়নে ঝরু লোর ॥ধ্রু ৩৭৬৭
পুলকিত ললিত- অঙ্গ ঝলমল কত
দিনকর নিকর নিন্দি বর জ্যোতি।
কুঞ্জরদমন গমন মনোরঞ্জন
হসত সুলসত দশন যনু মোতি ॥৩৭৬৮
সিংহ গরব হর গরজত ঘন ঘন
কম্পিত কলি দূরে দুরজন গেল।

প্রবল প্রতাপে তাপত্রয় কুণ্ঠীত
জগজন পরম হরষ হিয়া ভেল ॥৩৭৬৯
করুণাজলধি উমড়ি চলু চহু দিশ
পামর পতিত ভকতি রসে ভাসি।
নরহরি কুমতি কি বুঝব রঙ্গ
নবগৌরচরিত্র গুণ ভুবন প্রকাশি ॥৩৭৭০

পুনঃ কামোদ

শান্তিপুর পতি পরম সুন্দর
চরিত বরলীলা যতি।
ভাবভরে অতি মত্ত অনুখন
বিপুল পুলকিত গতি ॥৩৭৭১
প্রবল কলিমদ দমন ঘন ঘন
ঘোর গরজি বিভোর।
গৌরহরি হরি ভণত ঝম্পই
গিরত সহচর কোর ॥ ৩৭৭২
অবনী ঘন গড়ি যাত নিরুপম
ধুলিধূসর দেহ।
কঞ্জলোচন ঝরই ঝর ঝর
যনু সুশাওন মেহ ॥৩৭৭৩
দীন দুঃখিত নেহারি করু
করুণা ভুবনে পরচার।
দাস নরহরি পহুক বলিহারি
পরম উদার ॥ ৩৭৭৪

পুনঃ—কর্ণাট

শ্রীমদ্ অদ্বৈত মুদ মদন গুণভূপ।
কনক ভূধর গরবহারি বর রূপ ॥৩৭৭৫
ঝলকত সুন্দর অবিরল পুলকপাতি।
সঘন গরজত গৌরপ্রেমরসে মাতি ॥৩৭৭৬
বিদিত ব্রহ্মাণ্ডাবধি বিক্রম অপার।
প্রবল পাষণ্ডকুল দলই অনিবার ॥৩৭৭৭
ভবভয়বিভঞ্জন মহাকরুণাধাম।
পতিতপাবন পহুঁকো নিছনি ঘনশ্যাম ॥৩৭৭৮

পুনঃ—ভূপালী

জয় জয় সীতাপতি পহু মোর।
কনকাচল জিনি মুরতি উজোর ॥ধ্রু ৩৭৭৯
অবিরত গৌরপ্রেমরসে মাতি।
ঝলমল অবিরল পুলকপাঁতি ॥৩৭৮০
গরগর অন্তর আথর অনিবার।
ঝরই নয়ন যনু সুরধুনীধার ॥৩৭৮১

পুনঃ—গুর্জরী

কি ভাবে বিভোর মোর অদ্বৈত গোঁসাইরে
ও দুটি নয়নে বহে লোরা।
মধুর মধুর হাসি ও চাঁদবদনে রে
সঘনে বোলয়ে গোরা গোরা ॥ ৩৭৮২
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অনুপাম রে
বিপুল পুলক তাহে শোহে।
কি ছার কুঞ্জরগতি অতিশয় শোভা রে
ভাঙ্গিতে ভুবনমন মোহে ॥ ৩৭৮৩
শিরেতে সুন্দর শিখা পবনে উড়ায় রে
মালতীর মালা গলে দোলে।
আজানুলম্বিত দুটি বাহু পসারিয়া রে
পতিত ধরিয়া করে কোলে ॥ ৩৭৮৪
ব্রহ্মার দুর্লভ প্রেমভকতি রতন রে
জনে জনে যাচে কতরূপে।

নরহরি হেন কৃপাময় পহু পায়া রে
না ভজি মজিনু ভবকূপে ॥ ৩৭৮৫

শ্রীসীতার প্রাণপতি অদ্বৈত গোঁসাই।
যে নৃত্যকীর্ত্তনে মত্ত কহি সাধ্য নাই ॥ ৩৭৮৬
নিজ গৃহে কভু নিজ পরিকর ঘরে।
কভু সুরধুনীতীরে কভু স্থানান্তরে ॥ ৩৭৮৭
সঙ্কীর্ত্তন বিনু অন্য কিছুই না ভায়।
নিরন্তর মগ্ন গোরাচাঁদের লীলায় ॥ ৩৭৮৮
সে ভায়ে আবেশনৃত্যে কেবা স্থির হয়।
করি কত করুণা অধমে উদ্ধারয় ॥ ৩৭৮৯

গীতে—যথা ধানশী

নাচয়ে অদ্বৈত প্রেমরাশি।
গোরাগুণ গরবে না জানে দিবানিশি ॥ ৩৭৯০
গোরা গোরা—বলিতে কি সুখ।
বিহিরে মাগয়ে কত লাখ লাখ মুখ ॥ ৩৭৯১
গোরা গোরা—বলি মারে মালসাট।
ভয়ে কাঁপে কলি—পলাইতে নাহি বাট ॥ ৩৭৯২
গোরা নামে কি ভাব হিয়ায়।
পুলকবলিত তনু সঘনে দোলায় ॥ ৩৭৯৩
পরিকর সেনা রসে মাতি।
গায় গোরাচাঁদের চরিত কত ভাঁতি ॥ ৩৭৯৪
কিবা খোল করতালধ্বনি।
কুলের বোহারি কাঁদে সে শব্দ শুনি ॥ ৩৭৯৫
ভুবন ভরিল ও না যশে।
দীন হীন পতিত পামর প্রেমে ভাসে ॥ ৩৭৯৬
নরহরি জীবনে কি সুখ।
হেন দয়াময় পহুচরণে বিমুখ ॥ ৩৭৯৭

পুনঃ—কামোদ

দেখ মোর অদ্বৈত গুণনিধি।
না জানি এ কত সাধে সুধা দিয়ে
এ দেহ গঠল বিধি ॥ ধ্রু ॥ ৩৭৯৮
কনক কেতকী কুম্‌কুম্ জিনি
সুচারু রূপের ছটা।
গরগর গোরাপ্রেমে অতিশয়
শোভয়ে পুলকঘটা ॥ ৩৭৯৯
নিরুপম বিধুবদন ঝলকে
ঘন গোরা গোরা বুলি।
দুনয়নে ধারা বহে অবিরত
নাচয়ে দু বাহু তুলি ॥ ৩৮০০
পতিতপামরে ধরি করে কোরে।
অমূল্য রতন যাচে।
নরহরি পহু বিনে কি এমন
দয়ালু ভুবনে আছে ॥ ৩৮০১

পুনঃ—আশাবরী

দেখ অদ্বৈত গুণের মণি।
ভকতি রতন করি বিতরণ
জগৎ করয়ে ধনী ॥ ধ্রু ॥ ৩৮০২
কিবা ভাবে পুলকিত হিয়া।
গোরা গোরা—বুলি নাচয়ে ভুজ তুলি
ঘন কাঁখতালি দিয়া ॥ ৩৮০৩
দুটি নয়নে আনন্দধারা।
পুলক ব লত তনু সুবলিত
ঝলকে কনকপারা ॥ ৩৮০৪
মুখে ঝরয়ে অমিয়ারাশি।
কি নব ভঙ্গিতে চাহে চারিভিতে
মধুর মধুর হাসি ॥ ৩৮০৫

পহু বেঢ়ি পরিকর সাজে।
মধুর সুস্বরে গায় ধীরে ধীরে
খোল করতাল বাজে ॥ ৩৮০৬
তাহা শুনি কি ধৈরয বাঁধে।
দীন হীন যত তারা উনমত
নরহরি পড় ফাঁদে ॥ ৩৮০৭

পুনঃ—সুহই

কি ভাবে অদ্বৈতচাঁদ অদ্ভুত
লম্ফ দেই বীরদাপে।
হুঙ্কার গর্জন করে ঘন ঘন
ভয়েতে পাষণ্ড কাঁপে ॥ ৩৮০৮
অট্ট অট্ট হাসে কি রস প্রকাশে
কেহো না পায়য়ে অা।
অরুণ নয়নে চায় চারি পানে
পুলকে ভরয়ে গা ৩৮০৯
ভুবনমোহন গোরা গুণগণ
শুনয়ে যাহার মুখে।
দুবাহু পসারি তারে কোলে করি
নাচয়ে পরম সুখে ॥ ৮১০
পদতল তালে মহীতল হালে
ভঙ্গী কে উপমা তায়।
নিজ বাহুবলে বলী কলি দলে
ঘনশ্যাম যশ গায় ॥

পুনঃ—তোড়ী

অদ্বৈত গুণমনি অবনী করু ধনী
ভকতিধন ঘন বিতরণে।
সঙ্গেতে প্রিয়গণ আনন্দে নিমগন
নাচয়ে গোরাগুণ কিরিতনে ॥ ৩৮১২
কি নব ভঙ্গীরভাবে মদনমদ হরে
ঝলকে নিরুপম রুচিছটা।
শিরীষফুল জিনি সুমুল তনুখানি
তাহে বিপুল পুলকের ঘটা ॥ ৩১৩
তিলক শোভে ভালে মালতীমালা গলে
দোলয়ে যজ্ঞসূত্র নেত্রলোভা।
অতুল ভুজ তুলি ফিরয়ে হিলি ঢুলি
চরণ চারুচালনী কি শোভা ॥ ৩৯১৪
সঘনে গৌরহরি বোলয়ে উচ্চ করি
ঝরয়ে সুধা যনু মুখচাঁদে।
করুণ চাহনিতে কে পারে থির হৈতে
পতিত নরহরি হেরি কাঁদে ॥ ৩৮১৫
ভাবাবেশে অদ্বৈত আচার্য দয়াময়।
প্রিয়গণ সঙ্গে নিজ গৃহে বিলসয় ॥ ৩৮১৬
পুলক বলিত সুকোমল কলেবর।
লোটায় ধরণীতলে ধুলায় ধুসর ৩৮১৭
অতিশয় প্রেমায় বিহ্বল ঢুলি ঢুলি।
নিতাই নিতাই বলি নাচে বাহু তুলি ॥ ৩৮১৮
হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।
সপ্তগ্রাম হৈতে আইলা অদ্বৈতের ঘর ॥ ৩৮১৯
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে দেখিয়া দোঁহারে।
প্রেমায় বিহ্বল দোঁহে স্থির হৈতে নারে ॥ ৩৮২০
পরস্পর প্রসঙ্গে হইল সুখ যত।
তাহা এক মুখে কেবা কহিবেক কত ॥ ৩৮২১
দিন তিন চারি অদ্বৈতের ঘরে রৈয়া।
নবদ্বীপে চলে অদ্বৈতানুমতি লৈয়া ॥ ৩৮২২
না জানি কি অদ্বৈত কহিলা গমকালে।
নিত্যানন্দ মন্দ মন্দ হাসি হর্ষে চলে ॥ ৩৮২৩

নবদ্বীপ শোভা দেখি উল্লাস অন্তর।
নদীয়া প্রবেশে নিত্যানন্দ হলধর॥ ৩৮২৪
কি অদ্ভুত গতি! সঙ্গে লৈয়া প্রিয়গণ।
প্রথমে আইসে প্রভু আইর ভবন॥ ৩৮২৫
আই নিজ গৃহে এই নির্জনে বসিয়া।
নিশি দিশি গোঙায় নিমাঞির কথা কৈয়া॥ ৩৮২৬
পূর্ব রাত্রে নিমাঞিরে স্বপনে দেখিয়া।
মালিনীরে কহে এথা নির্জনে পাইয়া॥ ৩৮২৭

গীতে—যথা কামোদ

আজুকার স্বপন কথা শুন লো মালিনী সই!
নিমাই আসিয়াছিল ঘরে।
আঙ্গিনাতে দাঁড়াইয়া গৃহ পানে চায়া চায়া
মা বৈলা ডাকিয়াছিলা মোরে॥ ৩৮২৮
গৃহেতে শয়নে ছিনু অচেতনে বাহির হনু
নিমাইর গলার সাড়া পায়া।
মায়ের চরণধূলি নিল নিমাই শিরে তুলি
মা বোলে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥ ৩৮২৯
তোর প্রেমে বন্দী হৈয়া বেড়াইনু ভরমিয়া
রহিতে নারিনু নীলাচলে।
তোরে দেখিবার তরে আইনু নদীয়াপুরে
কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বোলে॥ ৩৮৩০
আইস মোর বাছা বুলি হিয়ার উপরে তুলি
হেন বোলে নিদ দূরে গেল।
পুনঃ না দেখিয়া তারে পরাণ কেমন করে
কাঁদিয়া রজনী পোহাইল॥ ৩৮৩১
কাঁদিতে কাঁদিতে শচী মুরছি পড়ল ক্ষিতি
মালিনী কাঁদয়ে উভরায়।
কি বলিব হায় হায়! এ দুঃখ না সহে গায়
সেহ কেনে মরিয়া না যায়॥ ৩৮৩২
মালিনীর প্রেমচেষ্টা বুঝিতে কে পারে।
হইয়া বিদায় তেঁহো গেলা নিজ ঘরে॥ ৩৮৩৩
না ধরয়ে ধৈরয কাতর শচী আই।
বিষ্ণুপ্রিয়া কোলে লৈয়া কাঁদয়ে এথাই॥ ৩৮৩৪
কতক্ষণে স্থির হৈয়া ভাবে মনে মনে।
—আসিব নিতাই এথায় বিলম্ব বা কেনে॥ ৩৮৩৫
নিতাই আইলে এথায় যাইতে না দিব।
দেখিয়া নিতাইচাঁদে প্রাণ জুড়াইব॥ ৩৮৩৬
হেনকালে নিত্যানন্দ হৈল উপনীত।
নিত্যানন্দে দেখি আই মহা উল্লসিত॥ ৩৮৩৭
আইস বাপ! বলি আই এথাই আইলা।
নিত্যানন্দ জননীর পদে প্রণমিলা॥ ৩৮৩৮
আই সহ নিতাইর হৈল যে যে কথা।
সে সব শুনিতে ঘুচে অন্তরের ব্যথা॥ ৩৮৩৯
নিতাই আইর মহানন্দ জন্মাইলা।
আইর আজ্ঞায় নবদ্বীপে স্থিতি কৈলা॥ ৩৮৪০
আইর চরধূলি মস্তকে লইয়া।
শ্রীবাস ভবনে গেলা প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ৩৮৪১
মালিনী শ্রীবাসে সন্তোষিয়া প্রতি ঘরে।
গণসহ নিত্যানন্দ কীর্তনে বিহরে॥ ৩৮৪২
নিত্যানন্দ অঙ্গে নানা রত্ন অলঙ্কার।
হ রেকে—দস্যুগণ করিল বিচার॥ ৩৮৪৩
পাইয়া অনেক দুঃখ মহাদস্যুগণ।
নিত্যানন্দ পাদপদ্মে লইল শরণ॥ ৩৮৪৪
করুণাসমুদ্র পদ্মাবতীর কুমার।
ভক্তিরত্ন দিয়া দস্যু করিল উদ্ধার॥ ৩৮৪৫
ঐছে নিত্যানন্দ প্রিয় পরিকর সঙ্গে।
নবদ্বীপ প্রদেশে বিহরে মহারঙ্গে॥ ৩৮৪৬

তথাহি—শ্রীচৈঃ ভাঃ অন্ত্যখণ্ড

"তবে নিত্যানন্দ সর্ব পারিষদ সঙ্গে।
প্রতি গ্রামে গ্রামে ভ্রমে সঙ্কীর্তন রঙ্গে ॥ ৩৮৪৭
খানচৌড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া।
গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥ ৩৮৪৮
বিশেষে সুকৃতি অতি বড়গাছি গ্রাম।
নিত্যানন্দ স্বরূপের বিহারের স্থান ॥ ৩৮৪৯
বড়গাছি গ্রামের যতেক ভাগ্যোদয়।
তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয়" ॥ ৩৮৫০
নদীয়ায় নিত্যানন্দ পারিষদ সঙ্গে।
বিলসয়ে নিরন্তর সঙ্কীর্তন রঙ্গে ॥ ৩৮৫১
শান্তিপুর হৈতে আসি অদ্বৈত গোঁসাই।
নিত্যানন্দ সহ সুখে বিহ্বল সদাই ॥ ৩৮৫২

গীতে—যথা ধানশী

সীতানাথ মোর অদ্বৈতচাঁদ।
প্রেমময় মহামোহন ফাঁদ ॥ ৩৮৫৩
যাঁহার হুঙ্কারে প্রকট গোরা।
নিত্যানন্দ সহ আনন্দে ভোরা ॥ ৩৮৫৪
অনুপম গুণ করুণাসিন্ধু।
পতিত অধম জনের বন্ধু ॥ ৩৮৫৫
এ জগত মাঝে দ্বিতীয় ধাতা।
সঙ্কীর্তন ধন দুলহ দাতা ॥ ৩৮৫৬
ব্রজলীলা রসে ভাসিবে যে।
অচ্যুতজনকে ভজুক সে ॥ ৩৮৫৭
নরহরি পহু যে নাহি ভজে।
সেই অভাগিয়া ভুবন মাঝে ॥ ৩৮৫৮
নিত্যানন্দাদ্বৈত দোঁহে সঙ্কীর্তন-রঙ্গে।
বিলসয়ে শ্রীবাস মুরারী আদি সঙ্গে ॥ ৩৮৫৯

একদিন শ্রীবাস অঙ্গনে সর্বজন।
আরম্ভিলা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্তন ॥ ৩৮৬০
গায় বাসু গোবিন্দাদি মনের হরষে।
মৃদঙ্গ মন্দিরা ধ্বনি গগন পরশে ॥ ৩৮৬১
নাচে নিত্যানন্দ মহা মধুর ভঙ্গিতে।
না ধরে ধৈরয কেহো সে শোভা দেখিতে ॥ ৩৮৬২
নাচয়ে অদ্বৈত মহামত্ত অনিবার।
সর্বাঙ্গে পুলক বহে নেত্রে অশ্রুধার ॥ ৩৮৬৩
শ্রীবাস মুরারি গঙ্গাদাস গদাধর।
অভিরাম সারঙ্গ সুন্দর মনোহর ॥ ৩৮৬৪
শ্রীবিশারদের পুত্র বিদ্যাবাচস্পতি।
যাঁর জ্যেষ্ঠ সার্ব্বভৌম নীলাচলে স্থিতি ॥ ৩৮৬৫
বিদ্যাবাচস্পতি আদি নাচে প্রেমাবেশে।
কেবা নাচয়ে লোক ধায় চারি পাশে ॥ ৩৮৬৬
নিত্যানন্দাদ্বৈত দুই দিকে দুই জন।
মধ্যে নৃত্য করে প্রভু শচীর নন্দন ॥ ৩৮৬৭
কোন কোন ভাগ্যবন্ত দেখে নেত্র ভরি।
নাচে দেবগণ জয় জয় ধ্বনি করি ॥ ৩৮৬৮
উথলয়ে প্রেমের সমুদ্র সংকীর্তনে।
মধ্যে মধ্যে ঐছে রঙ্গ শ্রীবাস অঙ্গনে ॥ ৩৮৬৯
অদ্বৈত শ্রীবাস আদি গুণের আলয়।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে মহানন্দে বিলসয় ॥ ৩৮৭০
নিত্যানন্দ-চন্দ্রের বিবাহ করাইতে।
হইল সভার ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছামতে ॥ ৩৮৭১
বড়গাছি-গ্রামে হরিহোড়ের সন্তান।
কৃষ্ণদাস — নাম তাঁর তেঁহো ভাগ্যবান ॥ ৩৮৭২
নিত্যানন্দপদে তাঁর সুদৃঢ় ভকতি।
করাইতে বিবাহ তাঁহার আর্তি অতি ॥ ৩৮৭৩
নিত্যানন্দচন্দ্রের বিবাহ যেন মতে।
শুন শ্রীনিবাস! তাহা কহি সঙ্ক্ষেপেতে ॥ ৩৮৭৪

নবদ্বীপ হৈতে অল্পদূর—সালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত সুর্যদাস নাম ॥৩৮৭৫
গৌড়ে রাজা যবনের কার্যে সুসমর্থ।
সরখেল খ্যাতি উপার্জি বহু অর্থ ॥৩৮৭৬
সুর্যদাস চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার।
সর্বত্র বিদিত তাহা কহিব কি আর ॥৩৮৭৭
শ্রীসুর্যদাসের গুণ কহিল না হয়।
বসুধা জাহ্নবা নামে তাঁর কন্যাদ্বয় ॥৩৮৭৮
রূপে গুণে দোঁহার উপমা নাই দিতে।
দোঁহার বিবাহ লাগি সদা চিন্তে চিতে ॥ ৩৮৭৯
বিপ্রগণে দেন ভার বিবাহ বিষয়।
আইসে সম্বন্ধ কথ—স্থির নাহি হয় ॥ ৩৮৮০
সর্বাংশে প্রবীণ এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ।
তেঁহ সুর্যদাসে কহে মধুর বচন ॥ ৩৮৮১
চিন্তাযুক্ত হইয়া চাহিলু সব ঠাঁই।
তোমার কন্যার যোগ্য পাত্র কথ নাই ॥ ৩৮৮২
অকস্মাৎ মনে এক হইল আমার।
তাহা কহি—যদি মনে আইসে তোমার ॥ ৩৮৮৩
রাঢ়দেশে মধ্যে গ্রাম একচক্রা নামে।
ব্রাহ্মণ সজ্জন বহু বৈসে সেই গ্রামে ॥৩৮৮৪
তথা বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত বিদ্যাবান্।
দ্বিতীয় মুকুন্দ নাম—সবাংশে প্রধান ॥ ৩৮৮৫

তথা হি শ্রীদেবকীনন্দনকৃত শ্রীমদ্বৈষ্ণবাভিধানে—

তথা পদ্মাবতী শ্রীমন্মুকুন্দৌ দ্বিজসত্তমৌ।
নিত্যানন্দস্বরূপস্য পিতরাবতুলশ্রিয়ৌ ॥ ৩৮৮৬

তথাচ শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—
রোহিণীবসুদেবৌ দ্বৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
পদ্মাবতীমুকুন্দৌ তৌ সন্তৌ জাতৌ দ্বিজোত্তমৌ ॥ ৩৮৮৭

বিদিত সুন্দরামল বন্দিঘাটী গাঁই।
যৈছে তার করণ—নিন্দিত কিছু নাই ॥ ৩৮৮৮
শ্রীহাড়াই পণ্ডিতের বিবাহ যেখানে।
তাহারাও কুলীনে বেষ্টিত সবে জানে ॥ ৩৮৮৯
তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ মহাতেজোময়।
অল্পকালে তীর্থাটনে করিলা বিজয় ॥ ৩৮৯০
তীর্থাটন তপস্যা বিপ্রের এই কর্ম।
তেঁহো মহাবিদ্বান্—জানয়ে সব মর্ম ॥ ৩৮৯১
অবধূত হইলা লইয়া দণ্ড হাতে।
সর্বতীর্থ ভ্রমিয়া আইলা নদীয়াতে ॥ ৩৮৯২
বুঝি—তাঁর সর্ব মনোরথ পূর্ণ হৈল।
তেঞি নদীয়াতে দণ্ড পরিত্যাগ কৈল ॥ ৩৮৯৩
কৃষ্ণচৈতন্যের তেঁহো অতি প্রিয়তম।
কি দিব উপমা—কেহো নাহি তাঁর সম ॥ ৩৮৯৪
কৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্গে নীলাচলে গিয়া।
এই কথোদিন হৈল আইল নদীয়া ॥ ৩৮৯৫
তোমার কন্যা যোগ্য পাত্র তেঁহ হয়।
তাঁর যোগ্য তোমার দুহিতা সুনিশ্চয় ॥ ৩৮৯৬
তেঁহো যদি অনুগ্রহ করয়ে তোমারে।
তবেত এ মঙ্গল কার্য হইবারে পারে ॥ ৩৮৯৭
এ হেন জামাতা মিলে বহু পুণ্যফলে।
এ কার্যে পরমানন্দ পাইবা সকলে ॥ ৩৮৯৮
শুনি মৌন ধরিয়া রহিলা সুর্যদাস।
হৈল বহু রাত্রি বিপ্র গেলা নিজ বাস ॥ ৩৮৯৯
সুর্যদাস পণ্ডিত চিন্তিয়া মনে মনে।
করিতে শয়ন নিদ্রা হইল সেইক্ষণে ॥ ৩৯০০
স্বপ্নছলে দেখে মহামনের আনন্দে।
দুই কন্যা সম্প্রদান করে নিত্যানন্দে ॥ ৩৯০১
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ সভার সম্মত।
কৈল শাস্ত্র বিহিত বিবাহ কার্য যত ॥ ৩৯০২

নিত্যানন্দে কন্যা দান করিল যখন।
সে সময়ে পুষ্পবৃষ্টি করে দেবগন ॥ ৩৯০৩
নিজ কন্যা সহিত দেখয়ে জামাতায়।
না জানয়ে কত সুখ উথলে হিয়ায় ॥ ৩৯০৪
আঁখি পালটিতে নারে—বাঢ়ে মহা আর্তি।
দেখিতে নিতাই দেখে বলরাম মূর্তি ॥ ৩৯০৫
রজত পর্বত গর্ব হরে অঙ্গছটা।
বদনচন্দ্রমা জিনি চন্দ্রমার ঘটা ॥ ৩৯০৬
নানা রত্নভূষণে ভূষিত কলেবর।
ভুবন মোহয়ে ঐছে সর্বাঙ্গসুন্দর ॥ ৩৯০৭
বসু জাহ্নবারে দেখে বারুণী রেবতী।
অঙ্গছটা কনক কুঙ্কুমপুঞ্জ জিতি ॥ ৩৯০৮
বলদেব বামে দক্ষিণেতে বিলসয়।
বিচিত্র বসন ভূষণাদি শোভাময় ॥ ৩৯০৯
ভক্তে সুখ দিতে মহ ঐশ্বর্য প্রকাশ।
দেখি আত্মবিস্মরিত হৈলা সূর্যদাস ॥ ৩৯১০
নেত্রে অশ্রুধারা না ধরিতে পারে অঙ্গ।
করিতেই নতি স্তুতি হৈল নিদ্রাভঙ্গ ॥ ৩৯১১
কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রভাত সময়ে।
আপনি গেলেন সেই বিপ্রের আলয়ে ॥ ৩৯১২
বিপ্র প্রতি কহে যত্নে করি নমস্কার।
যে কহিলে কর্তব্য বিলম্ব নাহি আর ॥ ৩৯১৩
শুনি বিপ্র হর্ষে সঙ্গে লৈয়া জনা চারি।
করিলেন যাত্রা দুর্গা গণেশ সোঙরি ॥ ৩৯১৪
সর্বত্র বিদিত তেঁহো আসি নদীয়ায়।
মনের উল্লাসে শ্রীবাসের গৃহে যায় ॥ ৩৯১৫
শ্রীবাস পণ্ডিত গৃহে প্রিয়গণ সনে।
দেখে নিত্যানন্দ বসি আছে দিব্যাসনে ॥ ৩৯১৬
কন্দর্প শোভা করি নিরীক্ষণ।
আপনা মানয়ে ধন্য সজল নয়ন॥৩৯১৭
বিপ্রে করি সম্মান শ্রীবাস মহাশয়।
বসাইয়া আসনে কুশল জিজ্ঞাসয় ॥৩৯১৮
বিপ্র কহে—কুশল আইনু বাটী হৈতে।
মনে যে আছয় তাহা কহিব নিভৃতে ॥৩৯১৯
শ্রীবাস গেলেন বিপ্রে নির্জনে লইয়া।
শ্রীবাসের প্রতি বিপ্র কহে হর্ষ হৈয়া ॥৩৯২০
বিবাহ মঙ্গল কথা শুনি পরস্পর।
কন্যা স্থির করিয়া আইনু এথা ত্বর ॥৩৯২১
সূর্যদাস পণ্ডিতের কন্যা লক্ষ্মী সমা।
দেখিনু সর্বত্র—দিতে নাহিক উপমা ॥৩৯২২
যৈছে নিত্যানন্দদেব তৈছে পত্নী তাঁর।
সাক্ষাতে দেখিবে আমি কি কহিব আর ॥৩৯২৩
সূর্যদাস সরখেল সর্বাংশে প্রধান।
নিত্যানন্দ চন্দ্রের বিবাহযোগ্য স্থান ॥৩৯২৪
বিলম্বের কার্য নাই—কহিল তোমার।
পরামর্শ কর মোরে করহ বিদায় ॥৩৯২৫
শ্রীবাস পণ্ডিত কহে—সুমধুর কথা।
আপনি যে কহিয়াছ হইব সর্বথা ॥৩৯২৬
অদ্য কৃষ্ণদাসে বড়গাছি পাঠাইব।
এথা হৈতে কালি সভে তথাই যাইব ॥৩৯২৭
পণ্ডিতে লইয়া তথা যাবে নাই ব্যাজ।
কহিতে কি—আপনি সাধবে সবকাজ ৩৯২৮
শ্রীবাসের বাক্যে বিপ্র হইয়া বিদায়।
সালিগ্রামে জানাইল পণ্ডিতে ত্বরায় ॥৩৯২৯
শ্রীবাস পণ্ডিত মহা উল্লাসিত হৈয়া।
জানাইল সভারে অদ্বৈতাচার্য কৈয়া ॥৩৯৩০

পরম রূপবন্ত দ্বিজোসত্তম শ্রীমুকুন্দ ও পদ্মাবতী নিত্যানন্দ স্বরূপের পিতা মাতা ॥ ৩৮৮৬

কৃষ্ণ ও বলরামের মাতা পিতা যে রোহিনী ও বসুদেব, তাঁহারা দ্বিজোত্তম পদ্মাবতী ও মুকুন্দরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন ॥৩৮৮৭

মন্দ মন্দ হাসে নিত্যানন্দ হলধর।
অন্তর দুর্গম নিত্যানন্দের অন্তর ॥৩৯৩১
বিবাহ বিষয়ে হৈল পরম উল্লাস।
বড়গাছি গ্রামে শীঘ্র গেলা কৃষ্ণদাস ॥৩৯৩২
কৃষ্ণদাস রাজা হরিহোড়ের নন্দন।
মহাবুদ্ধিমন্ত শীঘ্র কৈলা আয়োজন ॥৩৯৩৩
সর্বত্র ব্যাপিল শুভ বিবাহের কথা।
অপূর্ব সম্বন্ধ সভে কহে যথাতথা ॥৩৯৩৪
নবদ্বীপ হৈতে নিত্যানন্দ সভে লৈয়া।
চলিলেন বড়গাছি গ্রামে হর্ষ হৈয়া ॥৩৯৩৫
বড়গাছি গ্রামের নিকট প্রবেশিতে।
গ্রামবাসী লোক আসে আগুসরি নিতে ॥৩৯৩৬
ব্রাহ্মণ সজ্জন যত লেখা নাই তার।
দেখি নিত্যানন্দ চন্দ্রের উল্লাস সবার ॥৩৯৩৭
কৃষ্ণদাস লৈয়া গেলা আপনার ঘর।
হইল সবার বাসা স্থান মনোহর ॥৩৯৩৮
বড়গাছি হৈতে শালিগ্রাম অল্প দূরে।
পাইয়ে সংবাদ সবে উল্লাস অন্তরে ॥৩৯৩৯
সূর্যদাস পণ্ডিত অনুজ কৃষ্ণদাসে।
কহয়ে নিভৃতে অতি সুমধুর ভাষে ॥৩৯৪০
লৈয়া এ সামগ্রী বিপ্রগণের সহিতে।
পশ্চাৎ আইস আমি যাইব অগ্রেতে ॥৩৯৪১
এত কহি বড়গাছি আসিয়া ত্বরিত।
নিত্যানন্দ প্রভু আগে হৈল উপনীত ॥৩৯৪২
লোটাইয়া পড়ে নিত্যানন্দ পদতলে।
সূর্যদাস ভাসে দুই নয়নের জলে ॥৩৯৪৩
দুই হাতে ধরি চরণ দুখানি।
কহিতে চাহয়ে কিছু না স্ফুরয়ে বাণী ॥৩৯৪৪
মন্দ মন্দ হাসি নিত্যানন্দ প্রেমাবেশে।
কৃপা করি কৈলা আলিঙ্গন সূর্যদাসে ॥৩৯৪৫
সূর্যদাস আনন্দে বিহ্বল নিরন্তর।
কে বুঝিতে পারে সূর্যদাসের অন্তর ॥৩৯৪৬
দেখিয়া ভ্রাতার প্রেমচেষ্টা গৌরীদাস।
না ধরে ধৈরয অতি অন্তরে উল্লাস ॥৩৯৪৭
হৈল সূর্যদাসের মিলন সবার সনে।
প্রভু অধিবাস স্থির হৈল শুভক্ষণে ॥৩৯৪৮
নানা দ্রব্য লৈয়া বিপ্রগণের সহিতে।
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত আইলা বাটী হৈতে ॥৩৯৪৯
বড়গাছি গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ সজ্জন।
গোধূলি সময়ে হৈল সবার গমন ॥৩৯৫০
ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বৈসে চারিপাশে।
মধ্যে নিত্যানন্দ শোভে শুভ অধিবাসে ॥৩৯৫১
নেত্র ভরি দেখে নারি পুরুষ সকল।
হইল মঙ্গলময় বাদ্য কোলাহল ॥৩৯৫২

গীতে—যথা মঙ্গল

আজু শুভক্ষণে নিতাইচাঁদের
অধিবাস কিবা শোভার ঘটা।
নিরুপম বেশে বিলাসয়ে ভালে
ঝলমল করে অঙ্গের ছটা ॥৩৯৫৩
কত শত মনমথ-মদ হরে
হাসি নিশা মুখচন্দ্রমা চারু।
কঞ্জদল দলি ললিত লোচন
চাহনি না রাখে ধৈরয কারু ॥৩৯৫৪
চারিপাশে বিপ্র বেদ উচ্চারয়ে
চরুভঙ্গি হেরি সরস হিয়া।
নারীগণ মন উথলে উলাসে
ঘন ঘন উলু লু লু লু দিয়া ॥৩৯৫৫
নানা বাদ্যধ্বনি ভেদয়ে গগন
নাচে নর্তক কি মধুর গতি।

জয় জয় রবে ভরয়ে ভুবন
ভনে ঘনশ্যাম—কৌতুক অতি ॥৩৯৫৬
অধিবাসে আইলা যত ব্রাহ্মণ সজ্জন।
নিজগৃহে কৈলা সবে সন্তোষে গমন ॥৩৯৫৭
বড়গাছি সালিগ্রাম আদি গ্রাম যত।
দিবারাত্রি লোক গতাগত কত শত ॥৩৯৫৮
নিত্যানন্দচন্দ্রের হইলে অধিবাস।
যানে চড়ি শীঘ্র গৃহে গেল সুর্যদাস ॥৩৯৫৯
মনে মহা আনন্দ লইয়া বিপ্রগণে।
করয়ে কন্যার অধিবাস শুভক্ষণে ॥৩৯৬০
যদ্যপি স্বপ্নেতে কন্যাপ্রভাব দেখিলা।
তথাপি বাৎসল্যে মহা বিহ্বল হৈলা ॥৩৯৬১
হইল মঙ্গলময় পণ্ডিত ভবন।
চতুর্দিকে গতায়াত করে লোকগণ ॥৩৯৬২
বড়গাছি হৈতে অধিবাস দ্রব্য লৈয়া।
সুর্যদাসালয়ে বিপ্র গেলা হর্ষ হৈয়া ॥৩৯৬৩
কহিতে কে জানে—যে কৌতুক অধিবাসে।
দেব-স্ত্রীগণাদি দেখে সে শোভা উল্লাসে ॥৩৯৬৩

গীতে—যথা ভূপালী

বসুধা জাহ্নবাদেবী শোভাবধি
অধিবাসভূষা ভূষিত তনু।
ঝলমল করে চারু রুচিছটা
তড়িত কুঙ্কুম কেতকী যনু ॥৩৯৬৫
চারিপাশে বিপ্রগণ ধন্য মানে
চাহি কন্যাপানে হরষ হিয়া।
বেদধ্বনি করি করে আশীর্বাদ
ধান্য দুর্বা হুঁহু মস্তকে দিয়া ৩৯৬৬

পণ্ডিত ঘরণী ধরণীতে পদ
না ধরয়ে হিয়া ধৈরয বাঁধে।
বিবিধ মঙ্গল করু সখীকুল
উলু লু লু দেই কত না সাধে ॥৩৯৬৭
শঙ্খ ঘণ্টা আদি বাদ্য বাজে বহু
কোলাহল নাহি তুলনা দিতে।
ভণে নরহরি—সুরনারি অলক্ষিতে ॥দেখে
কত কৌতুক চিতে ॥৩৯৬৮
অধিবাসক্রিয়া সাঙ্গ হৈলে বিপ্রগণ।
নিজ নিজ গৃহে হর্ষে করিলা গমন ॥৩৯৬৯
পাত্র কন্যা অধিবাসে সুখ সর্বোপরি।
দেখিলেন ভাগ্যবন্ত লোক নেত্র ভরি ॥৩৯৭০
গোধুলি সময়ে প্রভু বড়গাছি হৈতে।
চলিলেন সালিগ্রামে বিবাহ করিতে ॥৩৯৭১
বাজে নানা বাদ্য—সে সুখের নাই পার।
দেখি সে সমৃদ্ধি লোকে হৈল চমৎকার ॥৩৯৭২

গীতে—যথা দেশপাল

কোটি মনমথ গরবহর পরম সুন্দর নিতাই হলধর
করত গমন চড়ি নব চৌদলে ছবি ছলকয়ে।
বেশ বিরচি বিবাহ মত কত ভাঁতি
ভুষণ অঙ্গে বিলসত
ললিত লোচন কঞ্জ মুখ মৃদুহাস
মঞ্জুল ঝলকয়ে ॥৩৯৭৩
রূপ পিবইতে মত্ত অতিশয় করত
ভূসুরবৃন্দ জয় জয়
বন্দিগণ - মন মুদিত ঘন ঘন
বিমল যশ পরকাশয়ে।

তেজি নিজ নিজ গেহ-ধারত
নারী পুরুষ ন থেয় পায়ত
নিরখি বহু চহুওর নিমিখন
দরশরসসুখে ভাসয়ে ॥৩৯৭
গান করু গুণী তান শ্রুতি সুর
রাগ মুরুছন গ্রাম সুমধুর
নটত নর্তক উঘটি তকতক থৈ
তা থৈ থৈ থি নি নি না।
বাদ্যবাদক বাওয়ে বহুতর তাল
প্রকট না হোত পটুতর
থোক্ না না থোজ থুক্কট ধো
ধিলঙ ধি কি ধি নি নি না॥
দীপদমকে অসংখ্য ক্ষিতিপর দিবস সম
ভেল রজনী উজোর
বিপুল কলকল ধ্বনি নিরত
সপ্তলোক গতি পথ শোহয়ে।
গগনগত লখি দেব অলখিত সরস
বরখত কুসুম পুলকিত
দাস নরহরি পহুক অতুল বিলাস
জনমন মোহয়ে ॥৩৯৭৬

সালিগ্রামে প্রবেশিয়া নিত্যানন্দ রায়।
সূর্যদাসালয়ে চলে উল্লাস হিয়ায় ॥৩৯৭৭
নিত্যানন্দপ্রভু পাদপদ্ম স্পর্শমাত্র।
সালীগ্রামবাসী লোক হৈলা ভক্তিপাত্র ॥৩৯৭৮
শ্রীবসু জাহ্নবা দোঁহে হইয়া অলক্ষিত।
প্রাণনাথে দেখি হৈলা মহা উল্লাসিত ॥৩৯৭৯
পণ্ডিতের পত্নী নিজ সখীর সহিতে।
হইয়া মহাবিহ্বল দেখিলা অলক্ষিতে ॥৩৯৮০
সখাগণে লৈয়া কৈলা কন্যার সুবেশ।
দিতে কি উপমা শোভা হইল অশেষ ॥৩৯৮১
সূর্যদাসালয়ে লোক ভিড় অতিশয়।
ব্রাহ্মণ সমাজে যৈছে কৈল না হয় ॥৩৯৮২
লোক শাস্ত্রমত সূর্যদাস ভাগ্যবান।
নিত্যানন্দচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান ॥৩৯৮৩
দেখি পাত্র কন্যা বিপ্রগণে প্রশংসয়।
স্বর্গ মর্ত্য-পাতালে হইল জয় জয় ॥৩৯৮৪
সালিগ্রাম নিকটস্থ গ্রামবাসী যত।
দেখিয়া বিবাহে প্রশংসয়ে কেবা কত ॥৩৯৮৫
বিবাহের পরদিন হৈল মহানন্দ।
সর্ব মনোরথসিদ্ধি কৈলা নিত্যানন্দ ॥ ৩৯৮৬
বিদায় সময়ে সূর্যদাস দৈন্য করি।
কহিল যতেক তাহা কহিতে না পারি ॥ ৩৯৮৭
শ্রীবসু জাহ্নবা সহ প্রভু নিত্যানন্দ।
আইলেন বড়গাছি—হৈল মহানন্দ ॥ ৩৯৮৮
শ্রীবাসের ভার্যা-আদি প্রবীণা সকল।
কৈল যে বিহিত হৈয়া আনন্দে বিহ্বল ॥ ৩৯৮৯
শ্রীবসু জাহ্নবা শোভা দেখি চমৎকার।
হৈল সাধ পূর্ণ মনে যে ছিল সবার ॥ ৩৯৯০
শ্রীবসু জাহ্নবা নিত্যানন্দের প্রেয়সী।
শ্রীবারুণী রেবতী সকল গুণরাশি ॥ ৩৯৯১

তথা হি শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—
শ্রীবারুণীরেবত্যোরংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে শ্রীবসুধা চ জাহ্নবা।
শ্রীসূর্যদাসাখ্যমহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্যতেজসঃ ॥ ৩৯৯২

কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলাবাণীং বিব্রুবতি।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবাং চ প্রচক্ষতে।
উভয়ঞ্চ সমীচীনং পূর্বস্থায়াৎ সতাং মতম্ ॥ ৩৯৯৩

বড়গাছি গ্রামে নিত্যানন্দ দয়াময়।
রহি কিছু দিন নানা রঙ্গে বিলসয় ॥ ৩৯৯৪
ভক্তিদাতা শ্রীবসু জাহ্নবা প্রাণপতি।
অগণিত গুণ গোরাপ্রেমে মত্ত অতি ॥ ৩৯৯৫
পতিতপাবন নিত্যানন্দের চরিত।
বর্ণয়ে কবীন্দ্রগণ—জগতে বিদিত ॥ ৩৯৯৬

গীতে কামোদ

কৃষ্ণের অগ্রজ রাম রোহিণীনন্দন।
বারুণী রেবতী দুই প্রিয়া প্রাণধন ॥ ৩৯৯৭
ধন্য কলিযুগে সেই নিতাইসুন্দর।
চৈতন্য অগ্রজ পদ্মাবতীর কুমার ॥ ৩৯৯৮
বসুধা জাহ্নবা প্রাণপতি প্রেমময়।
নিজ গুণে প্রভু জীবে হইলা সদয় ॥ ৩৯৯৯
গোরাপ্রেমে মত্ত দিবানিশি নাই জানে।
পবিত্র করিল মহী প্রেমামৃত দানে ॥ ৪০০০
গোরা অনুরাগে সে অরুণ তনুখানি।
ঝলমল করয়ে তপত হেম জিনি ॥ ৪০০১
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে মুনিমনোলোভা।
আজানুলম্বিত ভুজ নিরুপম শোভা ॥ ৪০০২
পরিসর বুক দেখি কেবা নাই ভুলে।
সতী কুলবতী তিলাঞ্জলি দেই কুলে ॥ ৪০০৩
ও চাঁদবদনে সদা বোলে গোরা গোরা।
মুখ বুক বহিয়া নয়নে বহে লোরা ॥ ৪০০৪
প্রিয় পরিকরগণ সহ সে আবেশে।
সঙ্কীর্ত্তন সুখের সায়রে সদা ভাসে ॥ ৪০০৫
ভুবনমোহন ছাঁদে নাচে গুণনিধি।
দেবের দুর্লভ সব শোভার অবধি ॥ ৪০০৬
চাহিতে নিতাইচাঁদে কেবা স্থির পায়।
পাষাণ সমান হিয়া—সেহো গলি যায় ॥ ৪০০৭
পাতকী পতিতে করুণার নাই পার।
হেন পঁহু না ভজিল নরহরি ছার ॥ ৪০০৮
কিছুদিনে সভা সহ নিত্যানন্দ রায়।
বড়গাছি হইতে আইলা নদীয়ায় ॥ ৪০০৯
শ্রীবসু জাহ্নবা দোঁহে দেখি এথা আই।
করিল যতেক স্নেহ কহি সাধ্য নাই ॥ ৪০১০
প্রভুপ্রিয় ভক্তগণ গৃহিণী সকল।
বসু জাহ্নবারে দেখি আনন্দে বিহ্বল ॥ ৪০১১
আই অনুমতি লৈয়া নিত্যানন্দ রাম।
শান্তিপুর হইয়া গেলেন সপ্তগ্রাম ॥ ৪০১২
ভক্তের ইচ্ছায় প্রভু খড়দহে গিয়া।
রাখিলেন অপূর্ব্ব আলয়ে নিজপ্রিয়া ॥ ৪০১৩
কিছুদিন তথা বিলসয়ে নিত্যানন্দ।
প্রিয় পরিকরের হইল মহানন্দ ॥ ৪০১৪
খড়দহ প্রদেশে বিলসি সঙ্কীর্ত্তনে।
আইলেন নদীয়ায় আইর দর্শনে ॥ ৪০১৫
কহিল প্রসঙ্গ সব সংক্ষেপ করিয়া।
ভাগ্যবন্তগণ বর্ণিবেন বিস্তারিয়া ॥ ৪০১৬
পরম দয়ালু পদ্মাবতীর নন্দন।
বিবিধ প্রকারে গুণ বর্ণে কবিগণ ॥ ৪০১৭

গীতে—যথা কামোদ

প্রভু নিত্যানন্দরাম রূপে গুণে অনুপাম
পদ্মাবতী গর্ভে জনমিলা।

তাঁহার পত্নীদ্বয় বারুনী ও রেবতীর অংশ সম্ভূত সূর্য্য তেজ সম্পন্ন ককুদ্মির অবতার মহাত্মা সূর্য্যদাসের কন্যাদ্বয়। কেহ কেহ বসুধাকে কলাবানী এবং জাহ্নবাকে অনঙ্গ মঞ্জরী বলিয়া থাকেন। সাধুগন বিচারে উভয়ই সমচীন মনে করেন। ৩৯৯২-৩৯৯৩

নিজগণ লৈয়া সঙ্গে দ্বাদশ বৎসর রঙ্গে
শ্রীএকচক্রায় বিলসিলা ॥ ৪০১৮
গোরা অবতীর্ণ হৈলে সন্ন্যাসীর সঙ্গছলে
বাহির হইলা ঘর হৈতে।
তীর্থ পর্যটন করে বিংশতি বৎসর পরে
আনন্দে আইলা নদীয়াতে ॥ ৪০১৯
পায়া প্রাণ গোরাচাঁদে
পড়ি সে প্রেমের ফাঁদে
দণ্ড কমণ্ডলু ফেলে দূরে।
সদা মাতি সঙ্কীর্তনে ক্ষেত্রে চলে প্রভুসনে
প্রভু দণ্ড তিন খণ্ড করে ॥ ৪০২০
প্রভুর আদেশ মতে
গৌড় আসি ক্ষেত্র হৈতে
প্রভু মনোহিত কর্ম কৈলা।
দাস নরহরি গতি বসু জাহ্নবার পতি
যারে তারে প্রেম বিলাইলা ॥ ৪০২১

ওহে নিবাস ! শ্রীঅদ্বৈত গণসনে।
নিরন্তর মত্ত গৌর চরিত্র কীর্ত্তনে ॥৪০২২
কভু শান্তিপুরে কভু রহে নদীয়ায়।
শ্রীনাভানন্দন গুন কেবা নাই গায় ॥ ৪০২৩

গীতে—যথা কামোদ

শ্রীঅদ্বৈত গুনমনি সকল রসের খনি
নাভা গর্ভে জনম লভিলা।
জন্ম নবগ্রাম বঙ্গে তথা বিলসিয়া রঙ্গে
কিছুদিনে শান্তিপুরে আইলা ॥ ২০২৪
পিতা মাতা অদর্শনে গিয়া তীর্থ পর্যটনে
আসিয়া রহিলা শান্তিপুরে।
হৈয়া শ্রীসীতার পতি কত তপ করি নিতি
আনিলেন কৃষ্ণ হলধরে ॥ ৪০২৫
নদীয়া বিহার দেখি সদা জুড়াইল আঁখি
নাচিল কীর্ত্তনে নানা ছাঁদে।
আপনার ঘরে পায়া সেবিলা আনন্দ হৈয়া
ন্যাসি শিরোমনি গোরাচাঁদে ॥ ৪০২৬
নীলাচলে প্রভুস্থিতি তথা কৈল গতাগতি
সবে মাতাইলা গোরাগুণে।
দাস নরহরি কয় শ্রীঅদ্বৈত দয়াময়
এ যশ ঘোষয়ে ত্রিভুবনে ॥ ৪০২৭

শ্রীবাস মুরারিগুপ্ত আদি ভক্তগণ।
নিরন্তর করে গৌর চরিত্র কীর্ত্তন ॥ ৪০২৮
কহিতে কি জানি—সবে মহাদয়াবান্।
বিবিধ প্রকারে করে জীবের কল্যাণ ॥ ৪০২৯
দেখিলু যে সব তাহা কহিতে না পারি।
সে সব ভাবিতে বুক বিদরিয়া মরি ॥ ৪০৩০
ঐছে কত কহিতে ঈশান মহাশয়।
হইলেন প্রেমাবেশে অধৈর্য্যাতিশয় ॥ ৪০৩১
কতক্ষনে স্থির হৈয়া লৈয়া তিন জনে।
করিলা শয়ন রাত্রে প্রভুর প্রাঙ্গনে ॥ ৪০৪২
হৈল বহু রাত্রি—নিদ্রা নাই শ্রীনিবাসে।
নিরখয়ে প্রভুর ভবন চারি পাশে ॥ ৪০৩৩
না জানি—কৌতুকে কহয়ে মনে মনে।
—তৃণাদি নির্মিত এ প্রভুর ঘর কেনে ॥৪০৩৪
করিয়া বঞ্চিত এ নদীয়া বিহারে।
দূরদেশী কেনে প্রভু কৈলা পরিকরে ॥৪০৩৫
পরম অদ্ভুত এই নদীয়া বিহার।
দেখিতে না পাইল সে সব পরিবার ॥৪০৩৬

ঐছে কত কহিতেই নিদ্রা আকর্ষয় ।
স্বপ্নে প্রভু গৃহে শোভাবিলাস দেখয় ॥৪০৩৭
আগে দেখে স্বর্ণময় নদীয়ানগর ।
সুরধুনী ঘাট রত্নে বাঁধা মনোহর ॥৪০৩৮
তারপর দেখে গৌরচন্দ্রের আলয় ।
ইন্দ্রাদির স্থান সে শোভার যোগ্য নয় ॥৪০৩৯
ঐছে কুন বিশ্বকর্মা নির্মিল ভবন ।
চতুর্দিকে স্বর্ণের প্রাচীর আবরণ ॥৪০৪০
পৃথক পৃথক খণ্ড—সংখ্যা নাই তার ।
যবে যথা ইচ্ছা তথা প্রভুর বিহার ॥৪০৪১
অন্তঃপুর মধ্যে পুষ্প উদ্যান শোভয় ।
তথা এক বিচিত্র মন্দির রত্নময় ॥৪০৪২
মন্দিরের মধ্যে চন্দ্রাতপ বিলক্ষণ ।
তার তলে শোভাময় রত্নসিংহাসন ॥৪০৪৩
সিংহাসনোপরি গৌরচন্দ্র বিলসয় ।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া বাম দক্ষিণে শোভয় ॥৪০৪৪
নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত কলেবর ।
পরিধেয় বিচিত্র বসন মনোহর ॥৪০৪৫
ভুবনমোহন শোভা করি নিরীক্ষণ ।
লক্ষ লক্ষ দাসী করে চামর ব্যজন ॥৪০৪৬
যোগায় তাম্বুল মালা চন্দন সকলে ।
প্রিয়াসহ প্রভু বিলসয়ে সখীমেলে ॥৪০৪৭
ঐছে রঙ্গ নিরখিতে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল ।
সেইক্ষণে পুনঃ নিদ্রা আকর্ষণ কৈল ॥৪০৪৮
স্বপ্নে দেখে আর এক খণ্ড রত্নময় ।
বিচিত্র মন্দির শোভা সুখের আলয় ॥৪০৪৯
তথা রত্ননির্মিত বিচিত্র সিংহাসন ।
তাহার উপরে সাজে শচীর নন্দন ॥৪০৫০
কোটি কোটি কন্দর্পে মোহয়ে অঙ্গ ছটা ।
বদনচন্দ্রমা চারু যিনি চন্দ্রঘটা ॥৪০৫১
নিত্যানন্দচন্দ্র শোভে পরম সুন্দর ।
শ্রীঅদ্বৈতদেব শ্রীপণ্ডিত গদাধর ॥৪০৫২
বিদ্যানিধি গঙ্গাদাস পণ্ডিত শ্রীবাস ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য মুরারি হরিদাস ॥৪০৫৩
দামোদর পণ্ডিত মুকুন্দ বক্রেশ্বর ।
গৌরীদাস সূর্যদাস দাস গদাধর ॥৪০৫৪
শ্রীমুকুন্দ নরহরি শ্রীরঘুনন্দন ।
চিরঞ্জীব সেন আর সেন সুলোচন ॥৪০৫৫
দ্বিজ হরিদাস ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর ।
শ্রীবাস পণ্ডিত নন্দনাচার্য শ্রীধর ॥৪০৫৬
বিজয় শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য রতন ।
শ্রীস্বরূপ কাশীশ্বর যদুনারায়ণ ॥৪০৫৭
শ্রীলক্ষ্মীপতি মাধবেন্দ্রপুরীশ্বর
বাসুদেব সার্বভৌম কেশব শঙ্কর ॥৪০৫৮
শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজা রায় রামানন্দ ।
ত্রিমল্ল বেঙ্কটভট্ট শ্রীপ্রবোধানন্দ ॥৪০৫৯
শ্রীগোপাল ভট্ট শ্রীরঘুনাথভট্ট আর
সনাতন রূপ জীব বল্লভকুমার ॥৪০৬০
ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ রঘুনাথ দাস ।
রাঘব পণ্ডিত শ্রীগোবর্ধনে যাঁর বাস ॥৪০৬১
উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম দেশেতে ।
অসংখ্য প্রভুর ভক্ত—কে পারে জানিতে ॥৪০৬২
সর্বভক্তে বেষ্টিত বিলসে গৌররায় ।
দেখিয়া সে শোভা অতি উল্লাস হিয়ায় ॥৪০৬৩
ভক্তগোষ্ঠী সহ প্রভু পদে প্রণমিতে ।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ—জাগি চাহে চারিভিতে ॥৪০৬৪

হইতে ব্যাকুল পুনঃ নিদ্রা আকর্ষয় ।
স্বপ্নে দেখে আর এক খণ্ড শোভাময় ॥৪০৬৫
তথা শোহে রত্ন সিংহাসনে বিশ্বম্ভর ।
চতুর্দিকে দাসগণ সেবায় তৎপর ॥৪০৬৬
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্রাদি অনন্ত দেবগণে ।
করয়ে প্রভুরে স্তুতি পড়িয়া চরণে ॥৪০৬৭
দেখিয়া প্রভুর মহা ঐশ্বর্যপ্রকাশ ।
পুলকিত অঙ্গ অতি অন্তরে উল্লাস ॥৪০৬৮
বৈকুণ্ঠ বিলাস আর খণ্ডে নিরখিয়া ।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ উল্লসিত হিয়া ॥৪০৬৯
অযোধ্যাবিলাস আর খণ্ডে নিরীখয় ।
উপজে আনন্দ কত মনে মনে কয় ॥৪০৭০
দ্বারকা বিলাস আর খণ্ডে নিরখিয়া ।
আনন্দে অধৈর্য না ধরিতে পারে হিয়া ॥৪০৭১
আর এক খণ্ডে দেখে মথুরাবিলাস ।
উপজে কৌতুক মুখে মন্দ মন্দ হাস ॥ ৪০৭২
আর এক খণ্ডে ব্রজবিহার নেহারে ।
গোপিকাগণের মুখে দেখে আপনারে ॥ ৪০৭৩
শ্রীরাসমণ্ডলে নৃত্যশোভা নিরখিতে ।
মহানন্দে বিহ্বল কত না উঠে চিতে ॥ ৪০৭৪
দেখিতেই নিকুঞ্জবিলাস শোভাময় ।
হৈল নিদ্রাভঙ্গ দেখে—প্রভাত সময় ॥ ৪০৭৫
কতক্ষণে স্থির হৈয়া আচার্য্য ঠাকুর ।
মনে মনে বিচারয়ে করুণা প্রচুর ॥ ৪০৭৬
এসব প্রসঙ্গ যে শুনয়ে শ্রদ্ধা করি ।
তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করে গৌরহরি ॥ ৪০৭৭
নবদ্বীপ ভ্রমণ পরমানন্দময় ।
প্রভু কৃপা যারে তার ইথে রতি হয় ॥ ৪০৭৮
শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তা করি ।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ৪০৭৯

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীনবদ্বীপ ভ্রমণাদি বর্ণনং
নাম দ্বাদশস্তরঙ্গঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ তরঙ্গ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বাশ্রয়।
জয় জয় নিত্যানন্দ প্রভু দয়াময় ॥ ১
জয় শ্রীঅদ্বৈতদেব গুণের সাগর।
জয় জয় শ্রীবাস পণ্ডিত গদাধর ॥ ২
জয় গদাধরদাস শ্রীগুপ্ত মুরারি।
জয় বক্রেশ্বর শ্রীমুকুন্দ নরহরি ॥ ৩
জয় শ্রীপণ্ডিত গৌরীদাস দামোদর।
জয় শ্রীস্বরূপ হরিদাস শুক্লাম্বর ॥ ৪
জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তগণ।
অনুগ্রহ করো সভে—লইনু শরণ ॥ ৫
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ৬
শ্রীনিবাসাচার্য নরোত্তম রামচন্দ্র।
নবদ্বীপ ভ্রমণে পাইলা মহানন্দ ॥ ৭
শ্রীঈশান ঠাকুরের চরণ বন্দিয়া।
হইতে বিদায় বিদরিয়া যায় হিয়া ॥ ৮
শ্রীঈশান ঠাকুর করিয়া আলিঙ্গন।
হইলা অধৈর্য অশ্রু নহে নিবারণ ॥ ৯
স্নেহাবেশে অত্যন্ত অবশ কলেবর।
কে বুঝিতে পারে তাঁর গভীর অন্তর ॥ ১০
কহিতে চহিয়ে কিছু—না পারে কহিতে।
হাতসানে জানাইল—দেখা এই হৈতে ॥ ১১
তথায় ছিলেন যে প্রভুর পরিকর।
হৈল তাঁ সভার মহা ব্যাকুল অন্তর ॥ ১২
অতি অনুগ্রহ করি দিলেন বিদায়।
শ্রীআচার্য প্রণমিল তাঁ সভার পায় ॥ ১৩
নবদ্বীপধামে বার বার প্রণমিয়া।
কাঁদিতে কাঁদিতে চলে বিদায় হইয়া ॥ ১৪
পথে চলিতেই যথা যথা ভক্তালয়।
তথা তথা গমনে হইল হর্ষোদয় ॥ ১৫
শ্রীখণ্ডে আসিয়া কৈল গৌরাঙ্গ দর্শন।
শ্রীরঘুনন্দনসহ হইল মিলন ॥ ১৬
শ্রীরঘুনন্দন অতিশয় স্নেহাবেশে।
নবদ্বীপ প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসে মৃদুভাষে ॥ ১৭
শ্রীনিবাস নদীয়া ভ্রমণ নিবেদিয়া।
কহয়ে ভক্তের কথা কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ ১৮
—পূর্বে বহু ভক্ত সঙ্গোপন নদীয়ায়।
এবে যে আছেন সেহো মৌনমুদ্রা প্রায় ॥ ১৯
প্রভুর ভবনে এক ঈশানের স্থিতি।
তাঁহার অনন্ত গুণ কহি কি শকতি ॥ ২০
পথে আসি লোকমুখে করিনু শ্রবণ।
শ্রীঈশান ঠাকুর হইলা সঙ্গোপন ॥ ২১
দিনে দিনে নদীয়া হইছে অন্ধকার।
কি বলিব—না জানি কি হইবেক আর ॥ ২২
শুনি প্রেম উথলে ধৈরয নাই বাঁধে।
শ্রীনিবাস গলা ধরি ফুকারিয়া কাঁদে ॥ ২৩
প্রভুর ইচ্ছায় স্থির হৈল কতক্ষণে।
শ্রীরঘুনন্দন চেষ্টা কহিতে কে জানে ॥ ২৪
শ্রীনিবাসে প্রবোধিয়া বিবিধ প্রকার।
দিলেন বিদায় যাজিগ্রামে যাইবার ॥ ২৫
শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিয়া তিনজন।
যাজিগ্রামে গেলা করি ধৈর্যাবলম্বন ॥ ২৬
শ্রীগোকুলানন্দ আদি মহাহর্ষ মনে।
আগুসরি আসি লৈয়া গেলেন ভবনে ॥ ২৭
যাজিগ্রামবাসী লোক উল্লাস হৃদয়ে।
করিল দর্শন আসি আচার্য্য আলয়ে ॥২৮

শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর সে সভায়।
মিলিলেন যথাযোগ্য উল্লাস হিয়ায় ॥ ২৯
শ্রীনিবাস আচার্যের অদ্ভুত চরিত।
কৈল সর্বপ্রকারে সবার মনোহিত ॥ ৩০
বাড়ীর বাহিরে এক স্থান সুনির্জ্জন।
তথাই বসিলা সঙ্গে লৈয়া সর্ব্বজন ॥ ৩১
নবদ্বীপ প্রসঙ্গেতে হইয়া বিহ্বল।
জিজ্ঞাসিল ক্রমে শিষ্যবর্গের মঙ্গল ॥ ৩২
প্রিয় নরোত্তমে অতি ধীরে ধীরে কয়।
—অদ্য বীরহাম্বীর আসিব—মনে লয় ॥ ৩৩
হেনকালে রাজার প্রেরিত একজন।
অদ্য আসিবেন রাজা— কৈল নিবেদন ॥ ৩৪
এথা রাজা শ্রীবীরহাম্বীর হর্ষমনে।
বনবিষ্ণুপুর হৈতে আইসে শুভক্ষণে ॥ ৩৫
যাজিগ্রাম দর্শনে উল্লাস অতিশয়।
দূরে রহি রাজা যাজিগ্রামে প্রণময় ॥ ৩৬
যাজিগ্রাম নিকটে দেখিয়া দিব্য স্থান।
তথাই হইল স্থির করিতে বিশ্রাম ॥ ৩৭
অশ্ব গজ পদাতিক আদি তথা থুইয়া।
গ্রামে প্রবেশয়ে সঙ্গে কথোজন লৈয়া ॥ ৩৮
সে সব সামগ্রী আনিলেন গৃহ হইতে।
প্রথমেই পাঠাইলা প্রভুর বাড়ীতে ॥৩৯
শ্রীআচার্যপ্রভু-পদ করিয়া স্মরণ।
ধীরে ধীরে চলে যথা আচর্যভবন ॥৪০
আচার্যপ্রভুর পাদপদ্ম নিরখিয়া।
বার বার প্রণময়ে ভূমিতে পড়িয়া ॥৪১
নরোত্তম তেজ দেখি মনে বিচারয়।
—এই প্রভু অবশ্য ঠাকুর মহাশয় ॥৪২
হইল কৃতার্থ—বলি হর্ষ অনিবার।
নরোত্তমপদে প্রণময়ে বার বার ॥৪৩
আচার্যঠাকুর ঠাকুর নরোত্তম।
অতি অনুগ্রহ করি কৈলা আলিঙ্গন ॥৪৪
রামচন্দ্র কবিরাজ পদে প্রণমিয়া।
নিবেদয়ে প্রভুগণে—দেহ চিনাইয়া ॥৪৫
হৈয়া হর্ষ রামচন্দ্র গুণের আলয়।
জানাইলা প্রভু পরিকর পরিচয় ॥৪৬
রাজা মহাহর্ষে ভূমে পড়ে প্রণমিতে।
আলিঙ্গন কৈলা সবে বিহ্বল প্রেমেতে ॥৪৭
রাজা বীরহাম্বীরের মনে যে উল্লাস।
কহিতে কি জানি যৈছে ভক্তির প্রকাশ ॥৪৯
যাজিগ্রামবাসী লোক উল্লাস হিয়ায়।
দেখিয়া রাজার ভক্তি প্রশংসে রাজায় ॥৪৯
যত পরিকর বীরহাম্বীর রাজার।
সবার নির্মল ভক্তিপথে অধিকার ॥৫০
গণসহ রাজার সৌভাগ্য সীমা নাই।
পরস্পর সবে প্রশংসয়ে ঠাঁই ঠাঁই ॥৫১
শ্রী আচার্য ঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
দেখিয়া রাজার চেষ্টা হর্ষ অতিশয় ॥৫২
আচার্য ঠাকুর রামচন্দ্রে নিরখিয়া।
শ্রীবীরহাম্বীরে তাঁরে দিল সমর্পিয়া ॥৫৩
বীরহাম্বীরের মনে উপজয়ে যাহা।
রামচন্দ্র কবিরাজে জিজ্ঞাসেন তাহা ॥৫৪
যৈছে ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহে—সর্বত্র প্রচার।
অন্য গ্রন্থে বিস্তারি বর্ণিল গ্রন্থাকার ॥৫৫
রাজা নিজ প্রভু প্রিয়গণের দর্শনে।
কে কহিতে পারে যে আনন্দ যাজিগ্রামে ॥৫৬
যাজিগ্রামে রহে এ রাজার মনোবৃত্তি।
তিলে তিলে যাজিগ্রামে বাঢ়ে মহা আর্ত্তি ॥৫৭
বিষ্ণুপুর যাইতে রাজার মন নাই।
জানাইলা রামচন্দ্র আচার্যের ঠাঁই ॥৫৮

আচার্য ঠাকুর শ্রীঠাকুর মহাশয়।
স্নেহাবেশে শ্রীবীরহাম্বীরে প্রবোধয় ॥ ৫৯
প্রবোধিয়া লোক সঙ্গে দিয়া সেইক্ষণে।
পাঠাইলা সর্বারাধ্য স্থান সন্দর্শনে ॥ ৬০
রাজা অতি দীনপ্রায় সর্বত্র ভ্রমিলা।
সর্ব মহান্তের অনুগ্রহ হর্ষ হৈলা ॥ ৬১
যাজিগ্রামে আসিয়া বিচারে মনে মনে।
—প্রভু বিনা বিষ্ণুপুর যাইব কেমনে ॥ ৬২
রাজার অন্তর জানি আচার্য ঠাকুর।
কহয়ে রাজার প্রতি বচন মধুর ॥ ৬৩
—খেতরি গ্রামেতে গিয়া কিছুদিন পরে।
তথা হৈতে এথা আসি যাব বিষ্ণুপুরে ॥ ৬৪
খড়দহ হৈতে শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী ॥
পাঠাবেন সংবাদ—আছিয়ে পথ হেরি ॥ ৬৫
এত কহিতেই কোহোঁ মনের উল্লাসে।
খড়দহ হৈতে আইলা আচার্যের পাশে ॥ ৬৬
তাঁরে দেখি আচার্য্যের উল্লাস হৃদয়।
সুমধুর বাক্যেতে মঙ্গল জিজ্ঞাসয় ॥ ৬৭
তেঁহো অতি বিনয়পূর্বক মৃদুভাষে।
নিবেদয়ে সংক্ষেপে শ্রীআচার্যের পাশে ॥ ৬৮
সকল মঙ্গল খড়দহে শ্রীঈশ্বরী।
বিতরয়ে প্রেমভক্তি জীবে কৃপা করি ॥ ৬৯
রাধিকার শ্রীমূর্তি নির্ম্মাণ করাইয়া।
হৈলা মহাবিহ্বলে সে শোভা নিরখিয়া ॥ ৭০
শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি বিজ্ঞগণে।
আজ্ঞা কৈলা লয়া যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ৭১
সপ্ত শত মুদ্রা বস্ত্রালঙ্কারাদি দিলা।
যত্ন পূর্বক অপূর্ব নৌকায় চড়াইলা ॥ ৭২
কহয়ে শ্রীগোপীনাথে করিয়া স্মরণ।
—শীঘ্র নিজ প্রিয়ার করহ আকর্ষণ ৭৩
শ্রীঈশ্বরী চেষ্টা কে বুঝিব অন্য জনে।
করিলেন বিদায় পরম শুভক্ষণে ॥ ৭৪
বিদায় হইতে নৌকা আইল ত্বরায়।
একদিন স্থিতি মাত্র হৈল নদীয়ায় ॥ ৭৫
অন্য নৌকা আসিবেক কণ্টকনগরে।
পত্রী লৈয়া মুই এথা আইল সত্বরে ॥ ৭৬
এত কহি পত্রী দিলা আচার্য্যের হাতে।
আচার্য লইয়া পত্রী ধরিলেন মাথে ॥ ৭৭
পত্রীপাঠমাত্রে মহা উল্লাস অন্তরে।
সবা সহ চলেন শ্রীকণ্টকনগরে ॥ ৭৮
বস্ত্র অলঙ্কার আদি যে প্রস্তুত ছিল।
দিবেন—এহেতু তাহা সঙ্গে করি নিল ॥ ৭৯
সহস্রেক মুদ্রা বীরহাম্বীর গোপনে।
দিলেন শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ স্থানে ॥ ৮০
রামচন্দ্র আচার্য্য প্রভুরে জানাইল।
হাসিয়া আচার্য তাহা সঙ্গে করি নিল ॥ ৮১
কণ্টকনগরে শীঘ্র উপনীত হইলা
শ্রীকেশবভারতী গোঁসাইর ঘাটে আইলা ॥ ৮২
দেখেন সে ঘাটে নৌকা আইল সেইক্ষণে।
হৈল মহানন্দ পরস্পর সম্মিলনে ॥ ৮৩
শ্রীপরমেশ্বরীদাস নৃসিংহচৈতন্য।
ঠাকুর কানাই আদি সর্বাংশে নৈপুণ্য ॥ ৮৪
কে বুঝিতে পারে এই সবার অন্তর।
শ্রীআচার্যে মিলি সুখ বাড়িল বিস্তর ॥ ৮৫
শ্রীনবদ্বীপের কথা আচার্য কহিতে।
হইলা ব্যাকুল—কেহো নারে স্থির হৈতে ॥ ৮৬
শ্রীনিবাস আচার্যাদি অধৈর্য হৃদয়।
কতক্ষণে স্থির হৈল সবে প্রেমময় ॥ ৮৭
শ্রীপরমেশ্বরী দাস আদি সর্বজনে।
প্রণমিলা রাজা পড়ি সবার চরণে ॥ ৮৮

সকলেই পাইয়া রাজার পরিচয়।
কৈলা গঢ়ালিঙ্গানুগ্রহ অতিশয়॥ ৮৯
দেখি সে সবার তেজ শ্রীবীরহাম্বীর।
প্রেমানন্দে অধৈর্য—হইতে নারে স্থির॥ ৯০
কণ্টকনগরবাসী দেখি প্রেমোদয়।
রাজার সৌভাগ্য সকলেই প্রশংসয়॥ ৯১
শুনিতে রাজার দৈন্য কেবা নাহি ঝুরে।
নৃসিংহ চৈতন্য ধন্য কহয়ে রাজারে॥ ৯২
কেহো কহে—আচার্যের কৃপা বলবান্।
সে সম্বন্ধে রাজা যেন প্রাণের সমান॥ ৯৩
রাজায় অদ্ভুত স্নেহ বাড়িল সবার।
কহিতে কি জানি—জন্মে যে চেষ্টা রাজার॥ ৯৪
শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুর উল্লাসে।
লৈয়া গেলা নৌকায় ঠাকুর শ্রীনিবাসে॥ ৯৫
আচার্যের প্রতি কহে মধুর বচন।
—শ্রীঈশ্বরী পুনঃ যাইবেন বৃন্দাবন॥ ৯৬
শ্রীরাধিকা শ্রীগোপীনাথেরে সমর্পিয়া।
আমরা আসিব শীঘ্র নৌকায় চাপিয়া॥ ৯৭
এত কহি ঘুচাইয়া বস্ত্র আবরণ।
করাইলা রাধিকার শ্রীমূর্তি দর্শন॥ ৯৮
সর্বাঙ্গ সুন্দর—দিতে উপমা না হয়।
দেখিয়া আচার্য প্রেমে বিহ্বলাতিশয়॥ ৯৯
পুনঃ শ্রীপরমেশ্বরীদাস আচার্যেরে।
দেখান সামগ্রী সব আনন্দ অন্তরে॥ ১০০
—গোপীনাথ শ্রীগোপীনাথের প্রিয়াদ্বয়।
এ তিনের বস্ত্র অলঙ্কারাদি এ হয়॥ ১০১
শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন প্রভুগণে।
সমর্পিব এ বস্ত্রালঙ্কার স্থানে স্থানে॥ ১০২
পৃথক্ পৃথক্ ঐছে সব দেখাইল।
দেখি আচার্যের মহা আনন্দ বাড়িল॥ ১০৩

বস্ত্র অলঙ্কার কিছু মুদ্রা সহস্রেক।
দিলেন আচার্য করি বিনয় অনেক॥ ১০৪
শ্রীপরমেশ্বরী দাস পরম স্নেহেতে।
করান দর্শন সবে আনিয়া নৌকাতে॥ ১০৫
নরোত্তম রামচন্দ্র গোবিন্দ শ্রীদাস।
গোকুলানন্দাদি সবে দর্শনে উল্লাস॥ ১০৬
গঙ্গাতীরে লোকের সংঘট্ট অতিশয়॥
দেখিয়া বৈষ্ণবশোভা হর্ষে কত কয়॥ ১০৭
কতক্ষণ গঙ্গাতীরে রহে সর্বজন।
চলিলেন গৌরাঙ্গের করিতে দর্শন॥ ১০৮
শ্রীযদুনন্দন আদি মহাহর্ষ মনে।
সব লৈয়া গেলেন শ্রীগৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে॥ ১০৯
গৌরাঙ্গ দর্শন করিয়া সর্বজন।
হইলা অধৈর্য—অশ্রু এহে নিবারণ॥ ১১০
উথলিল প্রেমসিন্ধু গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
সকলে হইলা মত্ত শ্রীনামসংকীর্তনে॥ ১১১
শ্রীনামকীর্তন ধ্বনি ভেদয়ে গগন।
নৃসিংহচৈতন্য করে অদ্ভুত নর্তন॥ ১১২
প্রেমাবেশে কহয়ে পরমেশ্বরী দাস।
—গাও গাও ওহে নরোত্তম শ্রীনিবাস॥ ১১৩
ঠাকুর কানাই স্থির হইতে না পারে
রামচন্দ্রে আলিঙ্গন করে বারে বারে॥ ১১৪
শ্রীদাস গোকুলানন্দ গোবিন্দাদি যত।
শ্রীনামকীর্তনে সবে হৈলা উন্মত্ত॥ ১১৫
প্রভু প্রিয়গনের সর্বস্ব সংকীর্তন।
সংকীর্তনে কারে বা না করে আকর্ষণ॥ ১১৬
নাম সঙ্কীর্তন সুধা পিয়া কতক্ষণে।
হইলেন স্থির সবে গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে॥ ১১৭
যথা প্রভু করিলেন সন্ন্যাস গ্রহন।
তথা ধুলি ধুসর হইলা সর্বজন॥ ১১৮

কহিতে কি জানি প্রভুগণের যে রীতি।
যে দিবস কণ্টকনগরে কৈলা স্থিতি ॥১১৯
রজনী প্রভাত হইতেই পরস্পর।
হইলা বিদায় মহা ব্যাকুল অন্তর ॥১২০
শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি কত কৈয়া।
কণ্টকনগর হৈতে গেলা নৌকা লৈয়া ॥১২১
শ্রীনিবাস আচার্য লইয়া প্রিয়গণে।
কণ্টকনগর হৈতে আইলা যাজিগ্রামে ॥১২২
নিরূপম স্নেহ আচার্যের শিষ্য প্রতি।
রাজারে বিদায় দিব—ইথে খেদ অতি ॥১২৩
বিষ্ণুপুর যাইবেন শ্রীবীরহাম্বীর।
বিদায় হইতে চিত্তে না বাঁধয়ে থির ॥১২৪
আচার্য প্রভুর পদপদ্ম ধরি শিরে।
অশ্রুযুক্ত হৈয়া কহয়ে ধীরে ধীরে ॥১২৫
বন বিষ্ণুপুর শীঘ্র গমন করিয়া।
করিবে সনাথ কৃপাদৃষ্ট্যে নিরখিয়া ॥১২৬
আলিঙ্গন করি কহে আচার্যঠাকুর।
না হইবে বিলম্ব যাইতে বিষ্ণুপুর ॥১২৭
ইহা শুনি পড়ে নরোত্তম পদতলে।
সিঞ্চয়ে দুখানি পাদপদ্ম নেত্রজলে ॥১২৮
করো অনুগ্রহ—কহে গদ্‌গদ বচনে।
মোর সম অপরাধী নাই ত্রিভুবনে ॥১২৯
মোর কুক্রিয়া দুঃখ পাইলা অন্তরে।
সে সব ভাবিতে হিয়া কি জানি কি করে ॥১৩০
ইহা শুনি কহেন ঠাকুর মহাশয়।
—সে কুক্রিয়া হৈতে হৈল সর্বত্র বিজয় ॥১৩১
এবে আর সে সকল না করিহ মনে।
সাবধান হও ভক্তিরত্ন উপার্জনে ॥১৩২
ঐছে কত কহি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন।
হইল রাজার মহা উল্লসিত মন ॥১৩৩

রামচন্দ্র গোবিন্দচরণে প্রণমিয়া।
করয়ে যে দৈন্য তা শুনিতে দ্রবে হিয়া ॥১৩৪
শ্রীদাস গোকুলানন্দ দোঁহার চরণে।
প্রণময়ে রাজা অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥১৩৫
আচার্য প্রভুর যতেক শিষ্যগণ।
ক্রমে ক্রমে বন্দিলেন সবার চরণ ॥১৩৬
যাজিগ্রামবাসী লোকগণে প্রণমিয়া
বিদায় হইলা রাজা ব্যাকুল হইয়া ॥১৩৭
রাজার মহিষী মহা উল্লাস অন্তরে।
ছিলেন শ্রীআচার্যের ভবন ভিতরে ॥ ১৩৮
আচার্যের ভার্যা—নাম দ্রৌপদী ঈশ্বরী।
সর্ব্বগুণে পরিপূর্ণা অদ্ভুত মাধুরী ॥ ১৩৯
আনিয়াছিলেন রাণী বস্ত্র অলঙ্কার।
তাহা পরাইয়া দেখে শোভা চমৎকার ॥ ১৪০
সে দুই চরণ রাণী মস্তকে ধরিলা।
বিদায় হইতে মহাব্যাকুল হইলা ॥ ১৪১
যাজিগ্রাম ভূমে বার বার প্রণমিয়া।
চলিলেন রাণী চতুর্দোলেতে চাপিয়া ॥ ১৪২
যাজিগ্রাম হইতে রাজা গিয়া কথোদূরে।
দিব্য যানে চড়ি গেলা বনবিষ্ণুপুরে ॥ ১৪৩
শ্রীআচার্যঠাকুর তাহার পরদিনে।
খণ্ডে গেলা নরোত্তম রামচন্দ্র সনে ॥ ১৪৪
শ্রীরঘুনন্দনে প্রণমিয়া নিবেদয়।
—কালি প্রাতে খেতরি যাইব—আজ্ঞা হয় ॥১৪৫
শ্রীরঘুনন্দন কহে—যাইবা খেতরি।
কিছুদিন রহিয়া আসিবা শীঘ্র করি ॥ ১৪৬
এত কহি বিদায় দিলেন আচার্য্যেরে।
যাজিগ্রামে আসি সবে চিন্তয়ে অন্তরে ॥ ১৪৭
আচার্য ঠাকুর নরোত্তম প্রতি কয়।
—ঠাকুরের ঐছে আজ্ঞা কভু নাহি হয় ॥১৪৮

চৈতন্যগণের চেষ্টা বুঝে সাধ্য কার।
না জানি কখন বা করেন অন্ধকার ॥ ১৪৯
এত কহিতেই অশ্রু ঝরয়ে নয়নে।
হইয়া অধৈর্য স্থির হৈলা কতক্ষনে ॥ ১৫০
আচার্য ঠাকুর শীঘ্র সবারে লইয়া।
যাজিগ্রাম হইতে আইলা কাঞ্চনগড়িয়া ॥ ১৫১
তথা দুই দিবস করিলা অবস্থিতি।
সঙ্কীর্ত্তন আনন্দে নিমগ্ন দিবারাতি ॥ ১৫২
চলিলেন কাঞ্চনগড়িয়া গ্রাম হৈতে।
আইলেন বুধরি গ্রামের প্রদেশেতে ॥ ১৫৩
বুধরিনিবাসী লোক মহাহর্ষ মনে।
আগুসরি আনিলেন অপূর্ব ভবনে ॥ ১৫৪
শ্রীআচার্যঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র আদি হৈলা উল্লাসাতিশয় ॥ ১৫৫
শ্রীআচার্যঠাকুর পরমানন্দ মনে।
দিবানিশি উন্মত্ত হইলা সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৫৬
বুধরি গ্রামেতে দুই দিন স্থিতি করি।
পদ্মাবতী পার হৈয়া গেলেন খেতরি ॥ ১৫৭
শ্রীখেতরিবাসী লোক মহাহর্ষ চিতে।
লইয়া গেলেন পদ্মাবতীতীর হৈতে ॥ ১৫৮
খেতরিগ্রামেতে প্রবেশিয়া সর্বজন।
মনের আনন্দে কৈল প্রভুর দর্শন ॥ ১৫৯
কতক্ষণ রহি সবে প্রভুর প্রাঙ্গণে।
নিজ নিজ বাসায় গেলেন সর্ব্বজনে ॥ ১৬০
ভাগ্যবন্ত লোক যত খেতরিনিবাসী।
দর্শন আনন্দে না জানয়ে দিবানিশি ॥ ১৬১
শ্রীআচার্যঠাকুর ঠাকুর মহাশয়!
দিবারাত্রি সঙ্কীর্ত্তনানন্দে বিলসয় ॥ ১৬২
ভক্তিরসসায়রে বা কারে না ডুবায়।
দোঁহার অদ্ভুত দয়া কেবা নাহি গায় ॥ ১৬৩

শ্রীনিবাস নরোত্তম দোঁহার চরিত।
দিনে দিনে সর্বত্রই হয়েন বিদিত ॥ ১৬৪
একদিন এক মহা পাষণ্ড দুর্জ্জয়।
সংকীর্ত্তনে দোঁহে দেখি হইলা বিস্ময় ॥ ১৬৫
বঙ্গদেশী সেই বিপ্র ভাসি নেত্রজলে।
লোটাইয়া পড়িল দোঁহার পদতলে ॥ ১৬৬
তার্কিক বিষয়ী বিপ্র হৈল ভক্তিময়।
করিলা শ্রীআচার্যের পাদপদ্মাশ্রয় ॥ ১৬৭
আচার্য সোঁপিলা প্রাণ নরোত্তমে তারে।
সবে হর্ষ হৈলা তার ভক্তি অধিকারে ॥ ১৬৮
ঐছে রঙ্গ প্রকাশে আচার্য নরোত্তম।
কে বুঝিতে পারে দোঁহার চরিত্র দুর্গম ॥ ১৬৯
একদিন আচার্য শ্রীনরোত্তমে লইয়া।
হইলেন ব্যাকুল নির্জনে কিবা কৈয়া ॥ ১৭০
অতি অল্প দিন রহি হইয়া বিদায়।
গণসহ যাজিগ্রামে আইলেন ত্বরায় ॥ ১৭১
চলিলা ঠাকুর রঘুনন্দনের পাশে।
তেঁহ স্নেহাবেশে কোলে কৈলা শ্রীনিবাসে ॥ ১৭২
জিজ্ঞাসি কুশল শ্রীনিবাস করে ধরি।
নির্জনে বসিয়া কিছু কহে ধীরি ধীরি ॥ ১৭৩
আইসে সময় ইথে বিষম হইব।
সবাকার মনে নানা সন্দেহ জন্মিব ॥ ১৭৪
তথাহি শ্রীভজনামৃতে—

কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রেণ নিত্যানন্দেন সংযুতে।
অবতারে কলাবস্মিন্ বৈষ্ণবাঃ সর্ব এব হি ॥ ১৭৫

ভবিষ্যন্তি সদোদ্বিগ্নাঃ কালে কালে দিনে দিনে।
প্রায়ঃ সন্দিগ্ধহৃদয়া উত্তমেনরমধ্যমাঃ ॥ ১৭৬
নাহিবে চিন্তিত ইথে—প্রভু গৌররায় ॥
সাধিব অনেক কার্য তোমার দ্বারায় ॥ ১৭৭

চিরজীবী হইয়া রহিবে পৃথিবীতে।
রাখিবে প্রভুর ধর্ম্ম স্বগণ সহিতে ॥১৭৮
তোমার প্রভাবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখগণ।
হইব উন্মুখ লৈয়া তোমার শরণ ॥১৭৯
ঐছে কত কহি শ্রীনিবাসে প্রবোধিলা।
মদনগোপাল গৌরাঙ্গের আগে গেলা ॥১৮০
পুত্রে সমর্পিয়া গৌর গোপালচরণে।
তিনদিন মহামত্ত হৈলা সঙ্কীর্তনে ॥১৮১
নরহরি পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
গোপাল গৌরাঙ্গ রূপে অর্পিল নয়ন ॥১৮২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম লৈয়া বার বার
হৈলা সঙ্গোপন—দেখি লোকে চমৎকার।
ধন্য সে শ্রাবন শুক্লা চতুর্থী দিবস।
কেবা নাহি গায় রঘুনন্দনের যশ ॥১৮৪
শ্রীরঘুনন্দন পুত্র ঠাকুর কানাই।
কৈলা মহোৎসব—আয়োজন অন্ত নাই ১৮৫
শ্রীনিবাসাচার্য খণ্ডে রহিলা তাবৎ।
মহামহোৎসব সাঙ্গ নহিল যাবৎ ॥১৮৬
হৈল মহোৎসব যৈছে না হয় বর্ণন।
সকল মহান্ত খণ্ডে করিলা গমন ॥১৮৭
আচার্য ঠাকুর প্রাজ্ঞ সর্ব সমাধানে।
কহিতে কি জানি—যে আনন্দ সঙ্কীর্তনে ॥১৮৮
শ্রীঠাকুর কানাইর পুত্র শ্রীমদন।
তঁহো সঙ্কীর্তনে কৈল অদ্ভুত নর্তন ॥১৮৯॥
মদনের গুণগণ কে কহিতে পারে।
প্রসঙ্গ পাইয়া কিছু কহি স্বল্পাক্ষরে ॥ ১৯০
কৈশোরে কানাইর ক্রমে হৈল পুত্রদ্বয়।
শ্রীমদন আর বংশী ভক্তিরসময় ॥ ১৯১
মদন পৌগণ্ডে ভক্তিরত্ন প্রকাশিলা।
প্রভু নরহরিপদে আত্ম সমর্পিলা ॥ ১৯২
যারে দেখি মহানন্দ পায় সর্বজনে।
যে নৃত্য কীর্তনে তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥ ১৯৩
কি বলিব—শ্রীখণ্ডে যে প্রেমের প্রকাশ।
হইল সম্পূর্ণ যাঁর যেহ অভিলাষ ॥ ১৯৪
সকল মহান্ত নিজ নিজালয়ে গেলা।
শ্রীনিবাসাচার্য যত্নে বিদায় হইলা ॥ ১৯৫
ঠাকুর কানাই যে কহিল গন্তকালে।
শুনি শ্রীনিবাস ভাসে নয়নের জলে ॥ ১৯৬
শ্রীরঘুনন্দন গুণগণ সোঙরিয়া।
আইলেন যাজিগ্রামে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ॥ ১৯৭
যাজিগ্রামে আচার্য রহিয়া দিন চারি।
বনবিষ্ণুপুরে গেলা অতি শীঘ্র করি ॥ ১৯৮
গোষ্ঠীসহ রাজা মহা উল্লাস অন্তরে।
আগুসরি লৈয়া গেলা আচার্যঠাকুরে ॥ ১৯৯
বিষ্ণুপুরে আচার্যের অপূর্ব্ব আলয়।
গণসহ কৈল তথা আচার্য বিজয় ॥ ২০০
মহাভাগ্যবন্ত যত বিষ্ণুপুরবাসী।
আচার্যের দর্শনে বিহ্বল দিবানিশি ॥ ২০১
একদিন শ্রীআচার্যঠাকুর স্বপ্নেতে।
করয়ে বিবাহ গৌরচন্দ্রের আজ্ঞাতে ॥ ২০২
এ অতি কৌতুক—জানাইয়ে সংক্ষেপে।
আচার্যের দ্বিতীয় বিবাহ যেন মতে ॥ ২০৩
গোপালপুর নামেতে গ্রাম রাঢ়দেশে।
ব্রাহ্মণসমাজ তথা অশেষ বিশেষে ॥ ২০৪

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারের আত্ম সংগোপন ঘটিলে এই কলিতে সমস্ত বৈষ্ণবগন সর্বদা উদ্বিগ্ন হইবেন উত্তম, মধ্যম, কনিষ্ঠ-সকলে কালক্রমে দিন দিন প্রায়ই সন্দেহ গ্রস্থ হইয়া পড়িবেন ॥ ১৭৫-১৭৬

সেই গ্রামে রঘুনাথ বিপ্রের আলয়।
শ্রীরাঘব চক্রবর্ত্তী নাম—কেহো কয়॥ ২০৫
শ্রীমাধবী নামে হয় বিপ্রের বনিতা।
তাঁর কন্যা শ্রীগৌরাঙ্গপ্রিয়া সুচরিতা॥ ২০৬
কন্যার সম্বন্ধ কথ, স্থির নাহি হয়।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী চিত্তে চিন্তা অতিশয়॥ ২০৭
একদিন রজনী প্রভাতে ঠাকুরাণী।
কহয়ে ভর্তার প্রতি সুমধুর বাণী॥ ২০৮
স্বপ্নে মোরে কহে এক বিপ্র মহা আর্য।
তোমার কন্যার ভর্তা শ্রীনিবাসাচার্য॥ ২০৯
যত্ন মুই তাঁহার আগমন জিজ্ঞাসিতে।
তেঁহো কহে—আইলাম শান্তিপুর হৈতে॥ ২১০
পুনঃ কিছু জিজ্ঞাসিতে নিদ্রা ভঙ্গ হৈল।
যে তেজ দেখিনু তাহা হৃদয়ে ব্যাপিল॥ ২১১
বিপ্র কহে প্রভাতে মুই দেখিনু স্বপন।
শ্রীনিবাসাচার্যে কৈনু কন্যা সমর্পন॥ ২১২
শুনিয়া ব্রাহ্মন কহে—বিলম্বে কি আর।
যাই তথা অবশ্য করিব অঙ্গীকার॥ ২১৩
ব্রাহ্মণীর বাক্যে প্রিয় উল্লাস অন্তরে।
শীঘ্র গিয়া নিবেদন কৈল আচার্যেরে॥ ২১৪
শুনিয়া আচার্য স্তব্ধ হইয়া রহিলা।
সর্ব মনোহিত লাগি বিবাহ করিলা॥ ২১৫
সর্বলোক ধন্য ধন্য কহে বার বার।
যৈছে কন্যা তৈছে পাত্র—শোভাচমৎকার॥ ২১৬
গোষ্ঠিসহ রাজার উল্লাস অতিশয়।
আচার্য বিবাহে বহু অর্থ কৈল ব্যয়॥ ২১৭
কিছুদিন আচার্য রহিয়া বিষ্ণুপুরে।
আইলেন যাজিগ্রামে প্রবোধি সবারে॥ ২১৮
সবা সহ আচার্য গমন নিজ ঘরে।
গ্রামবাসী লোক দেখে উল্লাস অন্তরে॥ ২১৯

আচার্যের ভার্যা দুহুঁ দোঁহে নিরখিয়া।
স্বাভাবিক প্রেমানন্দে উথলয়ে হিয়া॥ ২২৯
দোঁহার যে প্রেমচেষ্টা কহি সাধ্য নাই।
আচার্যের সেবাসুখে বিহ্বল সদাই॥ ২২১
আচার্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিলসয়।
শিষ্যগণে ভক্তিগ্রন্থরত্ন বিতরয়॥ ২২২
এক দিন আচার্য কহয়ে শিষ্যগণে।
—অকস্মাৎ আনন্দ জন্মাছে মোর মনে॥ ২২৩
শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি প্রভুগণ।
অদ্য বা কল্যার এথা হয় আগমন॥ ২২৪
এত কহিতেই শ্রীপরমেশ্বরী দাস।
আইসেন দূরে দেখিলেন শ্রীনিবাস॥ ২২৫
সবাসহ আগুসরি আচার্য ঠাকুর।
কৈল যে সম্মান তাহা বচনের দূর॥ ২২৬
শ্রীপরমেশ্বরীদাস আদি সর্বজনে।
জিজ্ঞাসে কুশল বসাইয়া দিব্যাসনে॥ ২২৭
শ্রীপরমেশ্বরীদাস কহে ধীরি ধীরি।
—নিবস্থ গেলাম বৃন্দাবনে শীঘ্র করি॥ ২২৮
সেবাধিকারীরে গোপীনাথ আজ্ঞা কৈলা।
লৈয়া গেনু যারে তাঁরে বামে বসাইলা॥ ২২৯
পূর্ব্ব ঠাকুরাণী হর্ষের সলাজ ক্ষণে।
হইল অদ্ভুত শোভা—দেখিনু নয়নে॥ ২৩০
ওহে শ্রীনিবাস! কেহো নারে স্থির হৈতে।
প্রিয়াসহ সিংহাসনে দেখ গোপীনাথে॥ ২৩১
পরস্পর কহে—দেখ কি অপূর্ব বেশে।
শ্রীজাহ্নবা প্রেষিত রাধিকা বাম পাশে॥ ২৩২
—ঐছে কহি জাহ্নবা ঈশ্বরী গুণ গায়।
প্রকাশে মহিমা শুনি কেবা না জুড়ায়॥ ২৩৩
পুনঃ সবে ঈশ্বরীর দর্শন লাগিয়া।
করয়ে প্রার্থনা গোপীনাথ মুখ চায়া॥ ২৩৪

লোকের যে আর্তি তাহা কহিল না হয়।
একদৃষ্টো শ্রীরাধিকা পানে নিরীখয় ॥২৩৫
শ্রীজাহ্নবা স্থাপিত রাধিকা—এই কৈয়া।
ইতস্ততঃ ফিরে লোক উল্লাসিত হৈয়া ॥২৩৬
তথা মহামহোৎসব করিয়া দর্শন।
এথা অতি নিবিঘ্নে আইনু সর্বজন ॥২৩৭
কণ্টকনগরে অদ্য নৌকায় চড়িব।
খড়দহে শীঘ্র এ সংবাদ জানাইব ॥২৩৮
শ্রীঈশ্বরী পুনঃ শীঘ্র যাইবেন তথা।
তোমারেও কহিয়াছি—আছে পূর্বকথা ॥২৩৯
শুনিয়া আচার্য মহা উল্লাস হইলা।
সবাসহ শ্রীকণ্টকনগরে আইলা ॥২৪০
শ্রীপরমেশ্বরী আদি চড়িলা নৌকায়।
শ্রীনিবাস কহি কত হইল বিদায় ॥২৪১
শ্রীপরমেশ্বরী আদি খড়দহে গেলা।
শ্রীবসু জাহ্নবা শ্রীচরণে প্রণমিলা ॥২৪২
কহিলা সকল—শুনি জাহ্নবা ঈশ্বরী।
হৈলা প্রেমাবিষ্ট যৈছে কহিতে না পারি ॥২৪৩
ঈশ্বরীর মনবৃত্তি কে বুঝিতে পারে।
পরমেশ্বরীদাসে কহে ধীরে ধীরে ॥২৪৪
তড়া আঠপুর গ্রামে শীঘ্র করি যাহ।
তথ রাধাগোপীনাথ সেবা প্রকাশহ ॥২৪৫
ঈশ্বরী আজ্ঞায় শ্রীপরমেশ্বরীদাস
রাধা-গোপীনাথ সেবা করিল প্রকাশ ২৪৬
শ্রীঈশ্বরী গমন করিলা সেইখানে।
হৈল যে উৎসব তা দেখিল ভাগ্যবানে ॥২৪৭
যে যে গ্রামে ঈশ্বরীর হইল গমন।
সে সব গ্রামের ভাগ্য না হয় বর্ণন ॥২৪৮
রাজবল হাটের নিকট ঝামটপুরে।
গেলেন ঈশ্বরী এক ভৃত্যের মন্দিরে ॥২৪৯

তথা বিপ্র যদুনন্দনাচার্য বৈসয়।
ঈশ্বরী-কৃপায় তেঁহো হৈলা ভক্তিময় ॥২৫০
যদুনন্দনের ভার্যা লক্ষ্মী নাম তার।
কহিতে কি—অতি পতিব্রতাধর্ম যাঁর ॥২৫১
তাঁর দুই দুহিতা—শ্রীমতি নারায়ণী।
সৌন্দর্যের সীমাদ্ভুত অঙ্গের বলনী ॥২৫২
শ্রীঈশ্বরী ইচ্ছায় সে বিপ্র ভাগ্যবান।
প্রভু বীরচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান ॥২৫৩
বীবাহ সময়ে মহা কৌতুক হইল।
যদুনন্দনেরে বীরচন্দ্র শিষ্য কৈল ॥২৫৪
জাহ্নবা ঈশ্বরী অতি উল্লাসিত হৈয়া।
শ্রীমতী নারায়ণী—দোঁহে শিষ্য কৈলা ॥২৫৫
বিরচন্দ্র বিবাহ দেখিল ভাগ্যবানে।
বিবাহে যে শোভা তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥২৫৬
মহাতেজোময় নিত্যানন্দের নন্দন।
চৈতন্য অভিন্নদেহ ভুবন মোহন ॥২৫৭

তথাহি—

শ্রীগৌর গণোদ্দেশদীপিকায়াং
সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ।২৫৮

বিবাহ করিয়া গৃহে আইলা বীরচন্দ্র।
পুত্রবধু দেখি বসু হৈলা মহানন্দ ॥২৫৯
খড়দহ গ্রামে হৈল উল্লাস সবার।
দিলেন যৌতুক যত লেখা নাই তার ॥২৬০
ভ্রাতার বিবাহে গঙ্গাদেবী হর্ষ অতি।
শ্রীগঙ্গাদেবীর গুণ কহি কি শকতি ॥২৬১
তাঁর শুভ বিবাহে কৌতুক হৈল যত।
সর্বত্র বিদিত তাহা কে কহিবে কত ॥২৬২
গঙ্গাদেবী বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা হয়।
তাঁর ভর্তা আচার্য মাধব ভক্তিময় ॥২৬৩

তথাহি—শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায়াং—

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসাং সা নিজনামতঃ।
নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ ॥২৬৪

শ্রীবৈষ্ণববন্দনায়াম্—

প্রেমানন্দময় বন্দ আচার্য মাধব।
ভক্তিবলে হৈলা গঙ্গাদেবীর বল্লভ ॥২৬৫
খড়দহে যে আনন্দ কহনে না যায়।
বীরচন্দ্রচরিত্র কেবা নাহি গায় ॥২৬৬
পুত্রের বিবাহ দিলা জাহ্নবী ঈশ্বরী।
দীনহীন জনে কৈলা ভক্তি অধিকারী ॥২৬৭
পুনঃ গনসহ শীঘ্র গেলা বৃন্দাবন।
রাধাসহ গোপীনাথে করিলা দর্শন ॥২৬৮
মধ্যে গোপীনাথ রাধা দক্ষিণ বামেতে।
মহাদ্ভুত শোভা বর্ণে নানা মতে ॥২৬৯

তথাহি—
শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্তিকৃতস্তবামৃতলহর্যাম্—

তাপিঞ্ছঃ কিং প্রেমবল্লীমুপান্তঃ
পার্শ্বদ্বন্দ্বদ্যোতিবিদ্যুদ্ ঘনঃ কিম্।
কিংবা মধ্যে রাধয়োঃ শ্যামলেন্দু
গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥২৭০

শ্রীগোপীনাথের ভঙ্গি কহি কি শকতি।
শ্রীজাহ্নবা প্রেমাধীন সে প্রেমমুরতি ॥২৭১

তথাহি তত্রৈব—

শ্রীজাহ্নবা মূর্তিমান্ প্রেমপুঞ্জো।
দীনানাথান্ দর্শয়ন্ স্বং প্রসীদন্।
পুষ্ণন্ দেবালভ্যফেলঃ সুধাভি-
র্গোপীনাথঃ পীনবক্ষা গতির্নঃ ॥২৭২

শ্রীঈশ্বরী গৌড় হইতে যে দ্রব্য আনিল।
তাহা রাধা গোপীনাথে সমর্পন কৈল ॥২৭৩
অন্ন ব্যঞ্জনাদি নানা সামগ্রী করিলা।
শ্রীরাধিকা সহ গোপীনাথে ভুঞ্জাইলা ॥ ২৭৪
রাধা গোপীনাথে কৈল অশেষ প্রার্থনা।
ঈশ্বরীর চেষ্টা বা বুঝিব কুন জনা ॥ ২৭৫
শ্রীগোবিন্দ মদনমোহন স্থানে গেলা।
শ্রীরাধিকা সহ দেখি নেত্র জুড়াইলা ॥ ৩৭৬
শ্রীরাধিকা সহ তিন প্রভু দয়াময়।
গৌড়ীয়গণের প্রাণ জীবন নিশ্চয় ॥ ৩৭৭

তথাহি চৈঃ চঃ অ ২০/১৪২ ৪৩

শ্রীরাধিকা সহ শ্রীশ্রীমদনমোহন।
শ্রীরাধিকা সহ শ্রীশ্রীগোবিন্দচরণ ॥ ২৭৮
শ্রীরাধিকা সহিত শ্রীল গোপীনাথ।
এই তিন গৌড়ীয়া জীবন প্রাণনাথ ॥ ২৭৯

যিনি সঙ্কর্ষনের বৃহ পয়োব্ধিশায়ী বিষ্ণু তিনি শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন কলেবর বীর চন্দ্ররূপে আবির্ভূত। ২৫৮

যিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা তিনি নিজ নামে নিত্যানন্দের কন্যারূপে আবির্ভূত। রাজা শান্তনুই মাধব আচার্য্য তাঁহারই পতি। ২৬৪

একি প্রেম লতিকার মধ্যবর্ত্তী তমাল বৃক্ষ। একি উভয় পার্শ্বে বিদ্যুৎ শোভিত মেঘ কিংবা রাধিকা মধ্যবর্ত্তী আমাদের পরমাভীষ্ট পীনবক্ষঃ শ্যামলচন্দ্র গোপীনাথ বিরাজিত? ২৭০

শ্রীনিত্যানন্দ শক্তি জাহ্নবাদেবী মূর্ত্তিমান প্রেমরাশি, কৃপাপূর্বক দীন—অনাথগনকে নিজরূপ প্রদর্শনকারী। যাঁহার অধরামৃত দেবগনের ও দুঃপ্রাপ্য, প্রেমামৃত প্রদানে ভক্তগনের তোষন কারী পীনবক্ষা গোপীনাথ আমাদের গতি। ২৭২

শ্রীঈশ্বরী যৈছে বৃন্দাবনে বিলসয়।
তাহা একমুখে কহিবার সাধ্য নয় ॥ ২৮০
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরীর গমনাগমন।
বিস্তারিয়া এ সব বর্ণিব বিজ্ঞগণ ॥ ২৮১
ঈশ্বরীর ব্রজে পুনঃ গমন প্রকার।
অনুরাগবল্লী আদি গ্রন্থেতে প্রচার ॥ ২৮২
কিছুদিনে প্রভু বীরচন্দ্র মাতা স্থানে।
অনুমতি লইল যাইতে বৃন্দাবনে ॥ ২৮৩
শুভক্ষণে খড়দহ হৈতে যাত্রা কৈলা।
স্বগণ সহিত সপ্তগ্রামেতে আইলা ॥ ২৮৪
পরম সুকৃতিমন্ত বণিক্ ভবনে।
দিন দুই রহে হৈয়া বিহ্বল কীর্ত্তনে ॥ ২৮৫
পতিত দুঃখিতে ভক্তিরত্ন দান দিয়া।
আইলেন শান্তিপুরে উল্লসিত হৈয়া ॥ ২৮৬
প্রভু অদ্বৈতের পুত্র কৃষ্ণমিশ্র সনে।
হইলেন পরম বিহ্বল সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ২৮৭
কৃষ্ণমিশ্রে বা জানি কি নির্জনে কহিয়া।
আইলা অম্বিকা প্রিয়গন সঙ্গে লৈয়া ॥ ২৮৮
তথা যে আনন্দ তাহা কহি কি শকতি।
নবদ্বীপে আসি দিন দুই কৈল স্থিতি ॥ ২৮৯
নদীয়ায় যে প্রেম প্রকাশ কৈলা প্রভু।
তাহা এক মুখে না বর্ণিতে পারি কভু ॥ ২৯০
নবদ্বীপ হৈতে শীঘ্র শ্রীখণ্ড চলিলা।
ঠাকুর কানাই আগুসরি লৈয়া গেলা ॥ ২৯১
শ্রীরঘুনন্দনপুত্র ঠাকুর কানাই।
তাঁর প্রেমচেষ্টা যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ ২৯২
সঙ্কীর্ত্তনাবেশে প্রভু তাঁরে সন্তোষিয়া।
যাজি গ্রামে চলিলেন নিভৃতে কি কৈয়া ॥ ২৯৩
গনসহ আচার্যঠাকুর আগুসরি।
লইয়া গেলেন ঘরে মহাযত্ন করি ॥ ২৯৪
তথা কৃষ্ণকথা রসে বিহ্বল হইলা।
না জানি নিভৃতে কিবা আচার্য কহিলা ২৯৫
কণ্টকনগর চলে যাজিগ্রাম হৈতে।
আচার্য চলয়ে সঙ্গে স্বগণ সহিতে ॥ ২৯৬
কণ্টকনগরে একদিন কৈল স্থিতি।
তথা হৈলা প্রেমায় বিহ্বল দিবারাতি ॥ ২৯৭
শ্রীনিবাসাচার্যে প্রভু বিদায় করিয়া।
শ্রীখেতরি গ্রামে গেলা বুধরি হইয়া ॥ ২৯৮
শ্রীঠাকুর মহাশয় কত না আনন্দে।
আগুসরি লৈয়া গেলা প্রভু বীরচন্দ্রে ॥ ২৯৯
সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য কৈলা গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গণে।
আইল অসংখ্য লোক প্রভুর দর্শনে ॥ ৩০০
শ্রীঠাকুর মহাশয়ে নির্জনে কি কৈয়া।
চলিলেন ব্রজে গণসহ হর্ষ হৈয়া ॥ ৩০১
পথে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণে কৃপা কৈলা।
সে ব্রাহ্মণ ভক্তিরত্নধনে ধনী হৈলা ॥ ৩০২
এক বিপ্র বিদ্যাগর্ব্বে কাহু না গণয়।
তার গর্ব চূর্ণ করি কৈল ভক্তিময় ॥ ৩০৩
পথে নানা কৌতুক প্রকাশি গণসনে।
মথুরায় প্রবেশ করিলা কতদিনে ॥ ৩০৪
প্রভু বীরচন্দ্রের সৌন্দর্য অতিশয়।
দেখিতে ধাইল লোক স্থির নাহি হয় ॥ ৩০৫
পরস্পর কহে লোক চাহি প্রভু পানে।
—দেখ নিত্যানন্দ বলদেবের সন্তানে ॥ ৩০৬
কেহো কহে—মনুষ্য কি এত শোভা হয়।
কেহো কহে—এ যেন মানুষ কভু নয় ॥ ৩০৭
কেহো কহে— দেখ কি অপূর্ব সঙ্গিগণ।
দেখিতে সবার তেজ জুড়ায় নয়ন ॥ ৩০৮
ঐছে কত কহি চাহি রহে সর্বজন।
সর্বত্র ব্যাপিল বীরচন্দ্রের গমন ॥ ৩০৯

শুনি বীরচন্দ্রের গমন বৃন্দাবনে।
অগুসরি আইসে লইতে সর্ব্বজনে ॥ ৩১০
শ্রীজীবগোসাঞি শ্রীচৈতন্যপ্রেমময়।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গুণের আলয় ॥ ৩১১
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি শিষ্যবর্য।
গোবিন্দের অধিকারী শ্রীঅনন্তাচার্য ॥ ৩১২
তাঁর শিষ্য হরিদাস পণ্ডিত গোসাঞি।
গোবিন্দাধিকারি গুণ কহি অন্ত নাই ॥ ৩১৩
শ্রীগোবিন্দ যাঁর প্রেমাধীন জানাইলা।
যাঁর ঠাঁই দুগ্ধ অন্ন মাগিয়া খাইলা ॥ ৩১৪

তথাপি সাধনদীপিকায়াম্

প্রভুরাজ্ঞাবলেনাপি শ্রীরূপেন কৃপাব্ধিনা।
গুরৌ মে হরিদাসাখ্যে শ্রীশ্রীসেবা সমর্পিতা ॥৩১৫

যৎসেবায়া বশঃ শ্রীমদ্‌গোবিন্দো নন্দনন্দনঃ।
পয়সা সংযুতং ভক্তং যাচতে করুণাম্বুধিঃ ॥৩১৬

শ্রীমদনগোপালের সেবা অধিকারী।
গদাধর শিষ্যকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ॥৩১৭
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য আর।
গোসাঞি গোপালদাসাধিক অধিকার ॥৩১৮
শ্রীগোপীনাথাধিকারী শ্রীমধুপণ্ডিত।
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য এ বিদিত ॥৩১৯
শ্রীমধুপণ্ডিতের সতীর্থ ভবানন্দ।
গোপীনাথ সেবার যার মহানন্দ ॥৩২০
হরিদাস গোপাল শ্রীভবানন্দাদয়।
গোবিন্দাধিকারী সবে আনন্দে চলয় ॥৩২১

কাশীশ্বর গোসাঞি যে সর্ব্বত্র বিদিত।
শ্রীকৃষ্ণপণ্ডিতসহ যাঁর অতি প্রীত ॥৩২২
কাশীশ্বর গোসাঞি শিষ্য মহা আর্য।
গোবিন্দ গোসাঞি আর শ্রীযাদবাচার্য ॥৩২৩
গোবিন্দ যাদবাচার্য আদি যত জন।
পরম আনন্দে হৈল সবার গমন ॥৩২৪
প্রভু বীরচন্দ্রে লৈয়া সর্ব্বজনে।
ব্রজবাসীগণ হর্ষ প্রভুর দর্শনে ॥৩২৫
প্রভু প্রেমভক্তিরীতে কেবা না বিহ্বল।
গায় গুণ ব্রজবাসী বৈষ্ণব সকল ॥৩২৬
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ মদনমোহন।
সবা সহ বীরচন্দ্র করিলা দর্শন ॥৩২৭
রাধাবিনোদ রাধারমণে দেখিলা।
রাধাদামোদরে দেখি নেত্র জুড়াইলা ॥৩২৮
শ্রীভূগর্ভ শ্রীজীবগোস্বামী আদি স্থানে।
অনুমতি লৈয়া চলে শ্রীবনভ্রমণে ॥৩২৯
যাদব আচার্য আদি সঙ্গেতে চলিলা।
মধু তাল কুমুদ বহুলা বনে গেলা ॥৩৩০
সবা-সহ রাধাকুণ্ডে গমন করিতে।
শ্রীজীবগোস্বামী আদি মিলে সেই পথে ॥৩৩১
অনেক বৈষ্ণবে প্রভু বেষ্টিত হইয়া।
দেখয়ে অদ্ভুত শোভা কুণ্ডতীরে গিয়া ॥৩২
প্রভু গৌরচন্দ্র বনভ্রমন কালে।
বসিয়াছিলেন কুণ্ডে তমালের তলে ॥৩৩৩
তথায় যাইয়া বীরচন্দ্র প্রেমময়।
হইলেন যৈছে দেখি সবার বিস্ময় ॥৩৩৪

শ্রীগোবিন্দ দেবের আজ্ঞাবলে কৃপাসমুদ্র শ্রীরূপ গোস্বামী আমার গুরু হরিদাসকে শ্রীগোবিন্দের সেবা অর্পন করেন। দয়ার সাগর নন্দ নন্দন শ্রীমদ গোবিন্দ যাহার সেবায় বশীভূত হইয়া দুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন চাহিয়া ছিলেন ॥ ৩১৫-৩১৬

কতক্ষণে স্থির হৈয়া প্রভু বীরচন্দ্র।
কুণ্ডদ্বয় দর্শনে পাইলা মহানন্দ ॥৩৩৫
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধনে।
হৈলা মহাবিহ্বল নাচিলা সঙ্কীর্ত্তনে ॥৩৩৬
ব্রজবাসিগণে নানা দ্রব্য ভুঞ্জাইল।
সবা-সহ দিন পাঁচ ছয় স্থিতি কৈল ॥৩৩৭
শ্রীজীব শ্রীভূগর্ভাদি ভাগবতগণে।
করিলেন বিদায় যাইতে বৃন্দাবনে ॥৩৩৮
যদ্যপি যাইতে কেহো না পারে ছাড়িয়া।
তথাপি যায়েন তাঁর সন্তোষ লাগিয়া ॥৩৩৯
গোবর্দ্ধন হইতে গেলেন ধীরে ধীরে।
শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজের কুটীরে ॥৩৪০
তথা হইতে বৃন্দাবন দুই দিনে গেলা।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ সঙ্গেই চলিলা ॥৩৪১
বাসুদেব উদ্ধব যাদব কথো জন।
প্রভু বীরচন্দ্রসঙ্গে করিলা গমন ॥৩৪২
গোবর্দ্ধন হইতে দেখি কৃষ্ণলীলা স্থান।
সবাসহ কাম্যবনে করিলা পয়ান ॥৩৪৩
বিমলাদি কুণ্ডে স্নান করি কাম্যবনে।
বৃষভানুপুরে গেলা মহা হর্ষ মনে ॥৩৪৪
বাসুদেব প্রভু বীরচন্দ্র প্রতি কয়।
—এখানে বৃষভানু রাজার আলয় ॥৩৪৫
নানাছলে কৃষ্ণ এথা আগমন করি।
অলক্ষিতে দেখে রাধা অঙ্গের মাধুরী ॥৩৪৬
একদিন কৃষ্ণ বসি ভাবে মনে মনে।
কিরূপে যোইব বৃষভানুর ভবনে ॥৩৪৭
বৃষভানুকন্যা জন্মতিথি উৎসবেতে।
শ্রীদামে পাঠান নন্দালয়ে নিমন্ত্রিতে ॥ ৩৪৮
শ্রীদাম যাইয়া সবে কৈল নিমন্ত্রণ।
বৃষভানুভবনে আইলা সর্ব্বজন ॥৩৪৯
কৃষ্ণ মহানন্দে এথা আসি দাঁড়াইলা।
সখীর ইঙ্গিতে রাই নির্জ্জনে রহিলা ॥৩৫০
রাধাকৃষ্ণ দোঁহে দোঁহা দেখি অলখিত।
ফিরাইতে নারে নেত্র হৈয়া বিমোহিত ॥৩৫১

গীতে—যথা তোড়ী

রাধিকার জন্মতিথি দিন জানি
ব্রজে কেহো ধৃতি ধরিতে নারে।
নন্দ যশোদাদি অধিক উল্লাসে
আইসেন বৃষভানুর ঘরে ॥৩৫২
বৃষভানু নন্দে আগুসরি ঘরে।
আনে যশোদায় কৃত্তিকা লৈয়া।
দধি হরিদ্রাদি ছড়ায়া অঙ্গনে
নাচে গোপগণ হরষ হৈয়া ॥৩৫৩
বাজে কত ভাতি—বাদ্য কোলাহলে
কেহো কারু কথা না শুনে কাণে।
পাইয়া সময় কাল অলখিত
চাহি রহে রাই মুখের পানে ॥৩৫৪
রাধা বিধুমুখী শ্যামমুখ শোভা
হেরি রহে নারে ফিরাতে আঁখি।
নরহরি ভনে না জানি কি রস
প্রকাশয়ে দুঁহু দোঁহারে দেখি ॥৩৫৫
প্রভু বীরচন্দ্র বৃষভানুপুর হৈতে।
প্রবেশিলা নন্দগ্রামে সবার সহিতে ॥৩৫৬
বাসুদেব কহে চাহি প্রভুমুখপানে।
—এথা মহারাজ কৃষ্ণজন্মতিথিদিনে ॥৩৫৭

গীতে—যথা কামোদ

রাণী যশোমতী কহে নন্দ প্রতি
কৃষ্ণজন্মতিথি ইথে।

করি নিমন্ত্রণ আন বন্ধুগণ
এ সাধ উপজে চিত্তে ॥৩৫৮

শুনি নন্দঘোষ হইয়া সন্তোষ
উপনন্দ সুতে আনি।

বৃষভানুঘরে পাঠায়েন তারে
কহিয়া বিনয়বাণী ৩৫৯

শুনি সেইক্ষণে ভানুর ভবণে
কৈলা নিমন্ত্রণ গিয়া।

বৃষভানুগণ সহিত গমন
করে নানাদ্রব্য লৈয়া ॥৩৬০

আনন্দে কৃত্তিকা রাণী প্রেমাধিকা
রাধিকা লইয়া সাথে।

যশোমতী পাশে যাইতে উল্লাসে
যশোদা মিলিলা পথে ॥৩৬১

কত না আদরে লৈয়া গেলা ঘরে
আসনে বসালা রাণী।

বৃষভানু নন্দে মিলিলা আনন্দে
হইল মঙ্গলধ্বনি ॥৩৬২

বরজ নগরে প্রতি ঘরে ঘরে
রটয়ে উৎসব কথা।

গোপীগণ নেহে চলে নন্দগেহে
গাইয়া মঙ্গলগাথা ॥৩৬৩

নানা আভরণ পরি গোপগণ
হরষে সরস হিয়া।

হরিদ্রাসহিত দধি দুগ্ধ ঘৃত
ঢালে নন্দালয়ে গিয়া ॥৩৬৪

নন্দাদিক সঙ্গে সবে নাচে রঙ্গে
বিবিধ তরঙ্গ তায়।

বাজে যন্ত্রগণ ঘন শ্যাম ঘন
নন্দমহোৎসব গায় ॥৩৬৫

পুনঃ ধানশী

কৃষ্ণের জনম তিথি দিনে।
আহা মরি! কি আনন্দ নন্দের ভবনে ॥৩৬৬
রাধিকা বদন দূরে দেখি।
অনিমিখ কৃষ্ণের ঝরয়ে দু'টি আঁখি ॥৩৬৭
রাধিকা ধৈরয নাই বাঁধে।
অলখিত চাহিয়া শ্যামের মুখচাঁদে ॥৩৬৮
আঁখিকোণে সখীরে জানায়।
গুরুজন মাঝে এবে কি হবে উপায় ॥৩৬৯
ভাবিতে ভাবিতে বিনোদিনী।
হইলা বিরস ঘামে ভিতে তনুখানি ॥৩৭০
ললিতা রাইরে সেইক্ষণে।
যিরচিয়া ছলে লৈয়া গেলা নিরজনে ॥৩৭১
নয়ন ইঙ্গিতে কুন্দলতা।
পাঠাইলা কানুরে আছয়ে রাই যথা ॥৩৭২
দোহার মিলনে মহারঙ্গ।
নরহরি দেখে দূরে রহি সখী সঙ্গ ॥৩৭৩
কৃষ্ণজন্মতিথি রঙ্গ শুনি হর্ষমনে।
দেখে কৃষ্ণ বিলাসের স্থান গণসনে ॥৩৭৪
শ্রীপাবন সরোবরে প্রভু স্নান কৈলা।
দেখিয়া খদির বন যাবটে আইলা ॥৩৭৫
কৃষ্ণলীলাস্থান বহু দর্শনে উল্লাস।
রামঘাটে গেলা যথা কৈলা রাম রাস ॥৩৭৬
বলদেব চরিত্র গাইয়া নৃত্য কৈলা।
দেখিয়া ভাণ্ডীর বট স্থান হর্ষ হৈলা ॥৩৭৭
বাসুদেব কহে—এ ভাণ্ডীর বট স্থান।
শ্রীভাণ্ডীর বট হইলেন অন্তর্ধান ॥৩৭৮

শুনি প্রভু বীরচন্দ্র বসিয়া নির্জ্জনে।
ভাণ্ডীরে যে ক্রীড়া তাহা চিন্তে মনে মনে ॥৩৭৯
অকস্মাৎ দেখে—রাম কৃষ্ণ দুই ভাই।
গোপাল সহিত বিলসয়ে সেই ঠাঁই ॥৩৮০
শ্রীভাণ্ডীরবট শোভা অতি মনোহর।
দেখি বীরচন্দ্র প্রভু অধৈর্য্য অন্তর ॥৩৮১
নন্দঘাট চীরঘাট গেলা ভদ্রবন।
ভাণ্ডীর শ্রীলোহবনে করিলা ভ্রমণ ॥৩৮২
গণসহ শ্রীগোকুল মহাবনে গিয়া।
দেখিলেন কৃষ্ণজন্মস্থান হর্ষ হৈয়া ॥৩৮৩
রাওলে দেখিয়া শ্রীরাধিকাজন্ম স্থান।
মথুরায় শ্রীবিশ্রান্তি ঘাটে কৈলা স্নান ॥৩৮৪
দেখি গোর্ণাখ্য শিব গেলেন অক্রুরে।
বৃন্দাবনে প্রবেশিলা গোবিন্দ মন্দিরে ॥৩৮৫
সেইদিন ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমী তিথি হয়।
শ্রীগোবিন্দ জন্ম অভিষেক শোভাময় ॥৩৮৬
দেখি এ সব লোক মনের উল্লাসে।
কেহো কত কহয় মধুর মৃদুভাষে ॥৩৮৭

গীতে—যথা মঙ্গল

আজু শুভক্ষণে জন্ম অভিষেক
সিংহাসনে শোভে গোবিন্দ ইন্দু।
অঙ্গভঙ্গি ভুরু ভুবন মোহয়ে
নিরুপম রূপ অমিয়া সিন্ধু ॥৩৮৮
মনমথ-মদ ভরহর মুখ
হেরি কেহো নাহি ধৈরয় বাঁধে।
দধি হরিদ্রাদি ছড়ায়া অঙ্গনে
নাচে সবে মহামধুর ছাঁদে ॥৩৮৯
অভিষেক গীতি গায় নানা ভাতি
ধরে তাল তাহে উথলে হিয়া।
বায় মৃদঙ্গাদি বাদ্য দৃমি দৃমি
তা দৃমিকি দৃমি তাধিক্ ধিয়া ॥৩৯০
সুরপতি গতি অতি অলক্ষিত
বরিষে কুসুম স্বগণ সঙ্গে
জয় জয় ধ্বনি ঘন ঘন ভণ
ঘনশ্যাম মন মুদিত রঙ্গে ॥৩৯১

পুনঃ—কামোদ

দেখ অভিষেক শুভক্ষণে।
গোকুলবল্লভ বিলসয়ে সিংহাসনে ॥৩৯২
আহা মরি! কি রূপ মাধুরী!
কুলবতী সতীর পরাণ করে চুরি ॥৩৯৩
কি নব সুগন্ধি-দ্রব্য দিয়া।
কে মাজিলে এ তনু—কেমনে ধরি হিয়া ॥৩৯৪
কে সাধে পরাইলে পীতবাস।
মেঘের উপরে কি বিজুরী পরকাশ ॥৩৯৫
গোরোচনা চন্দন সহিতে।
কে দিলে তিলক ভালে ভুবন মোহিতে ॥৩৯৬
কে বান্ধিলে ফুলে কেশ ঝুটা।
জগতের ধৈরয ধরম ধন ছুটা ॥৩৯৭
কে দিলে কুণ্ডল শ্রুতিমূলে।
দোলে কি মধুর—ইথে কেবা নাহি ভুলে ॥৩৯৮
কে দিলে গলায় মণিমালা।
বাঢ়াইলে অবলাকুলের কামজ্বালা ॥৩৯৯
কে দিল নূপুর রাঙ্গা পায়।
ঝুনু ঝুনু ঝুনু রবে রমনী মাতায় ॥৪০০
আপনা নিছয়ে ঘনশ্যাম।
ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিতে মুরুছয়ে কত কাম ॥৪০১

প্রভু বীরচন্দ্রের আনন্দ খেনে খেনে।
মদনমোহন গোপীনাথের দর্শনে ॥৪০২
ভাদ্র শুক্লা অষ্টমীতে রাধিকা জনম।
দেখে তাঁর অভিষেক শোভা নিরুপম ॥৪০৩

গীতে—যথা কামোদ

আজু কি মঙ্গল অভিষেক শোভাময়।
রাধিকা রতন সিংহাসনে বিলসয় ॥৪০৪
জিনি কাঁচাসোনারূপ ঝলমল করে।
মুখচাঁদে কত না চাঁদের মদ হরে ॥৪০৫
নিরুপম নয়ন চাহনি চারুশোভা।
প্রতি অঙ্গ বলনী ভুবনমনশোভা ॥৪০৬
কেবা না আইসে এ না শোভা নিরখিতে।
ফিরাইতে নারে আঁখি বারেক চাহিতে ॥৪০৭
জয় জয় ধ্বনি করে চারি পাশে।
কিরূপে বাদ্যের ধ্বনি এ ভুমি আকাশে ॥৪০৮
নাচে কত সাধে লোক—লেখা নাই তা'র।
দধি দুধ হলদী ছড়ায় ভারে ভার ॥৪০৯
উপজয়ে পরম কৌতুক তিলে তিলে।
এ হেন আনন্দ কারি হিয়া না উথলে ॥৪১০
আইল যাচক যত তোষয়ে সভায়।
ভুবন ভরিল যশে—নরহরি গায় ॥৪১১

পুনঃ—কামোদ

আজু কি মঙ্গল অভিষেক শুভক্ষণে।
বিলসয়ে রাধিকা রতন সিংহাসনে ॥৪১২
দেখ দেখ ও না রূপ নয়ন ভরিয়া।
কুন্ বিধি নিরমিল কি মাধুরী দিয়া ॥৪১৩
কনক কামিনীদাম রূপে কি উপমা।
চাঁদের গরব হরে ও মুখচন্দ্রমা ॥৪১৪
কি মধুর মধুর মধুর মৃদু হাসি ॥
বরিষয়ে সদাই অমিয়া রাশি রাশি ॥৪১৫
ভুবনমোহন মন মোহন চাহনি।
নয়ন মিছনি মীন খঞ্জন হরিণী ॥৪১৬
জগৎ আঁধার করে কালকেশ ছটা।
বিজুরী শিখরে যেন জলদের ঘটা ॥৪১৭
অধর পরশে নাসা বেশর সুভাঁতি।
ভুরু ভুজঙ্গিনী কি এ ভ্রমরের পাঁতি ॥৪১৮
মদন মুরুছে হেরি চিকুরের আভা।
কনকমৃণাল জিনি ভুজযুগ শোভা ॥৪১৯
ঝলকে আঙ্গুরীগুলি চাঁপার কলিকা।
রাঙ্গা করতল নখে ফুটিল মল্লিকা ॥৪২০
কি মধুর গ্রীবার ভঙ্গিমা বক্ষ পীন।
মৃগপতি নিন্দি মাঝখানি অতি ক্ষীন ॥৪২১
নিরুপম ললিত নিতম্ব পরিসর।
উলট কদলী উরু পরম সুন্দর ॥৪২২
চরণকমলতলে অরুণ উদয়।
নরহরি হিয়ার মাঝারে বিলসয় ॥৪২৩
রাধিকার জন্ম অভিষেক নিরখিয়া।
প্রভু বীরচন্দ্র না ধরিতে পারে হিয়া ॥৪২৪
কিছুদিন রহি মহানন্দে বৃন্দাবনে।
গৌড়দেশে গমন করয়ে গণসনে ॥৪২৫
সর্বত্র বিদায় হইলেন যেন মতে।
তাহা এক মুখে কিছু নারি নিবেদিতে ॥৪২৬
গমনের কালে সঙ্গে চলে সর্বজন।
কথোদূরে গিয়া সবে করয়ে ক্রন্দন ॥৪২৭
প্রভু বীরচন্দ্র নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া।
করিলেন বিদায় সকলে কত কৈয়া ৪২৮

প্রভু বীরচন্দ্র করি ধৈর্য্যাবলম্বন।
মথুরা হইয়া গৌড়ে করিলা গমন ॥৪২৯
গৌড়ে আসি পূর্ব্বমত সর্বত্র ভ্রমিলা।
বৃন্দাবন প্রসঙ্গ সবারে জানাইলা ॥৪৩০
নিরন্তর সংকীর্তনানন্দে মগ্ন হৈয়া।
খড়দহে জননীরে প্রণমিলা গিয়া ॥৪৩১
প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে গমনাগমন।
কহিলুঁ সংক্ষেপে বিস্তারিব বিজ্ঞগণ ॥৪৩২
গঙ্গা বীরচন্দ্রের চরিত্র সুধাময়।
বিস্তারিতে নারি গ্রন্থবাহুল্যের ভয় ॥৪৩৩
শ্রদ্ধা করি এ সব শুনয়ে যেই জন।
অনায়াসে ঘুচে তার এ ভববন্ধন ॥৪৩৪
দন্তে তৃণ ধরিয়া কহিয়ে বারে বার।
ভক্তিরত্নাকর মধ্যে ডুব অনিবার ॥৪৩৫
শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তি রত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥৪৩৬

ইতি শ্রীশ্রীভক্তি রত্নাকরে শ্রীনিবাসাচার্যস্য
বিবাহাদি-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশস্তরঙ্গঃ॥১৩

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্বাশ্রয়।
জয় নিত্যানন্দ রাম রোহিনীতনয় ॥১
জয় অদ্বৈতচন্দ্র কুবের নন্দন।
জয় গদাধর—যাঁর গৌরাঙ্গ জীবন ॥২
জয় জয় শ্রীবাস মুরারি প্রেমময়।
জয় জয় বক্রেশ্বর গুণের আলয় ॥৩
জয় হরিদাস জয় দাস গদাধর।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর ॥৪
জয় নরহরি গৌরীদাস ধনঞ্জয়।
জয় রামানন্দ ভবানন্দের তনয় ॥৫
জয় বিজয় বাসু মাধব মুকুন্দ।
জয় কাশীশ্বর যদু শ্রীপরমানন্দ ॥৬
জয় জয় শ্রীনন্দন আচার্যরত্ন।
জয় গৌরচন্দ্রপ্রিয় রূপ সনাতন ॥৭
জয় রঘুনাথ রঘুনাথ শ্রীগোপাল।
শ্রীভূগর্ভ, শ্রীলোকনাথ, শ্রীজীব দয়াল ॥ ৮
জয় জয় শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্তগণ।
যাঁ সবার স্মরণে মিলয়ে ভক্তিধণ ॥ ৯
জয় জয় শ্রোতাগণ গুণের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥ ১০
শ্রীআ'চা'র্যঠাকুর পরমানন্দমনে।
ভক্তিগ্রন্থ সদা আস্বাদয়ে গণসনে ॥ ১১
সর্ব্বশাস্ত্রে অধ্যাপক প্রভুর কৃপায়।
ভক্তিবিরোধীর গর্ব হরয়ে সদায় ॥ ১২
আচার্যের প্রেমভক্তিচেষ্টা অন্ত নাই।
যাঁরে অত্যাদর করে শ্রীজীব গোঁসাই ॥ ১৩
শ্রীজীবের স্নেহ যৈছে কে কহিতে পারে।
ব্রজ হৈতে কৃপাপাত্রী লেখে আচার্যেরে ॥ ১৪
একদিন আচার্য কহয়ে নিজগণে।
আসিব গোসাঞির পত্রী বিলম্ব বা কেনে ॥ ১৫
হেনই সময়ে বিজ্ঞ শ্রীবসন্ত রায়।
পত্র লৈয়া আইলা তেঁহো আচার্য সভায় ॥ ১৬
ব্রজের সংবাদ জানাইয়া অল্পাক্ষরে।
শ্রীজীবগোসাঞির পত্র দিলা আচার্যেরে ॥ ১৭

আচার্য পরমাদরে পত্রিকা লইয়া।
করে পত্রী পাঠ নেত্রজলে সিক্ত হৈয়া॥ ১৮

শ্রীপত্রিকা

(১)

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি।

স্বস্তি মদীয়সমস্ত সুখপ্রদ পদদ্বন্দ্ব
শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যচরণেষু—
জীবনামা সোঽয়ং নমস্কৃত্য বিজ্ঞাপয়তি—

ভবতাং কুশলং সদা সমীহে। তত্তু বহুদিনং যাবন্ন প্রাপ্তমিতি তেন বয়মানন্দনীয়াঃ। অত্রাহং সম্প্রতি দেহ-নৈরুজ্যেন বর্তে অন্যে চ তথা বর্তন্তে। কিন্তু শ্রীভূগর্ভ-গোস্বামিচরণা দেহং সমর্পিতবন্ত আত্মানন্ত শ্রীবৃন্দাবন নাথায় জ্ঞানপূর্বকমিতি বিশেষঃ। স্বপরিকরাণাং বিশেষতঃ শ্রীবৃন্দাবন-দাসস্য কুশলং লেখ্যং কিঞ্চিদসৌ পঠতি ন বেত্যপি।

পরঞ্চ শ্রীব্যাসশর্মাণং প্রতি কথং কুত্র বর্তন্তে শ্রীবাসুদেব কবিরাজো বা তদপি লেখ্যম্।

অপরঞ্চ—শ্রীরসামৃতসিন্ধু শ্রীমাধবমহোৎসবো-ত্তরচম্পু-হরিনামামৃতানাং শোধনানি কিঞ্চিদবশিষ্টা-নি বর্তন্তে ইতি বর্ষাশ্চেতি সম্প্রতি ন প্রস্থাপিতানি, পশ্চাত্তু দৈবানুকুল্যেন প্রস্থাপ্যানি। কিঞ্চাত্রকী-য়ন্মান্ বাং যথাযথং নমস্কারাদয়ো জ্ঞেয়াঃ। তত্রকী-য়েষু তু মম নমস্কারাদয়ো বাচ্যাঃ। ইতি তাত্রসুদী। শ্রীরাজমহাশয়েষু শুভাশিষঃ॥

পত্রী মধ্যে বৃন্দাবন দাস নাম যাঁর।
তেঁহো আচার্যের জ্যেষ্ঠ নন্দন প্রচার॥ ১৯

পুত্র হবা মাত্র ব্রজে সংবাদ হইল।
শ্রীজীবগোস্বামী হর্ষে এ নাম থুইল॥ ২০
ব্যাস বসুদেব আচার্যের শিষ্যদ্বয়।
রাজা নাম শ্রীবীরহাম্বীর শ্রেষ্ঠাশয়॥ ২১

ইত্যেকপত্রিকা—

কিছুদিনে পুনঃ পত্রী আইল আচার্যেরে।
সভামধ্যে আচার্য পত্রিকা পাঠ করে॥ ২২

(২)

শ্রীবৃন্দাবননাথো জয়তি।

স্বস্তি সমস্তগুণপ্রশস্ত বন্ধুবর
শ্রীনিবাসাচার্যমহত্তমেষু—
ইতঃ শ্রীবৃন্দাবনাৎ জীবনাম্নস্তস্য স
সপ্রণামালিঙ্গনশুভাশং—

সকম্। স্বস্তিমুখমিদং সমীহাসমীহিতং শ্রীবৃন্দাবনবাস-রূপং বসত্যেব ভবত্তম্, তত্তদনু-ভবায় সমুৎসুকোঽপি মধ্যে মধ্যে তদশ্রবণ-তদ্বি-রুদ্ধশ্রবণাভ্যাং দূনচিত্তোঽস্মি। তস্মাৎ যথাযথং সাম্প্রতেনাপি তচ্ছ্রাবনেন সান্ত্বয়িতব্যোঽস্মি।

পরঞ্চ—পূর্বভবৎপত্রিকা-প্রতিবচনং পূর্বমেব লিখিতবন্তঃ স্ম। সম্প্রতি চ নিবেদয়ামঃ বিরোধী ভগবদ্ভক্তৈ- বিদাহীন্দ্রিয়দেহয়োঃ শোকস্তথাপি কর্তব্যো যদি শোকো নিবর্তত ইতি।

অন্যচ্চ—এতে শ্রীশ্যামদাসাচার্যাং পারমার্থি-কা ভবতাং সবাসনা ভবন্তি ব্যুৎপন্নাশ্চ তস্মাদেতৈঃ সমং ব্যতি স্নিহ্য শ্রীভগবদ্ভক্তি-বিচারাদিকং কর্তু-মুচিতম্ ঈদৃশেন সহায়েন পাষণ্ডিনশ্চ খণ্ডিতাঃ স্যুঃ। সম্প্রতি শোধয়িত্বা বিচার্য চ বৈষ্ণবতোষণী

দুর্গমসঙ্গমনী-শ্রীগোপালচম্পূ-পুস্তকানি। তত্রামী-ভির্নীয়মানানি সন্তি। ততঃ পুস্তক-বিচারয়োঃ শোধনায় চ ব্যতিষক্তব্যমেভিরাত্মীয়পালাবুদ্ধিশ্চ কর্তব্যা-ত্রেতি।

অপরঞ্চ—পূর্বং যৎহরিনামামৃতব্যাকরণং ভবৎসু প্রস্থাপিতমাসীৎ তদ্ যদি পাঠ্যতে তদা তত্র ভাষ্যাদি বৃত্ত্যাদিদৃষ্ট্যা ভ্রমাদিকং শোধ্যম॥ অল্পপরিশেষ-পুস্তকান্তরং চাত্র বর্ততে, তদ্ যদি মৃগ্যতে তদাজ্ঞাপ্তব্যং, সম্প্রতি শ্রীমদুত্তরগোপালচম্পূ লিখিতাস্তি, কিন্তু বিচারয়িত-ব্যাস্তীতি নিবেদিতম্। পুনস্তাদৃশং ভাগ্যং কদা স্যাৎ যদা ভবৎ প্রসঙ্গইতি দূরাদপি শ্রুত্বানুধ্যানং কার্যম্। শ্রীবৃন্দাবন-দাসাদিষু শুভানুধ্যানং শ্রীগোপালদাস প্রভৃতিষু শুভানুধ্যানম্। শ্রীশ্রীনিবাসাচার্যচরণেষু॥

পত্রীমধ্যে শ্যামদাসাচার্য যাঁর নাম।
তেঁহো ব্যাসাচার্যের নন্দন বিদ্যমান॥ ২৩
বৃন্দাবনদাস শ্রীনিবাসের নন্দন।
আদি শব্দে জানো তাঁর ভ্রাতা ভগ্নীগণ॥ ২৪
বীরহাম্বীরের পুত্র শ্রীগোপালদাস॥
শ্রীজীবগোস্বামি দত্ত এ নাম প্রকাশ॥ ২৫
শ্রীধাড়িহাম্বীর নাম সর্বত্র প্রচার।
শ্রীজীবগোস্বামী শুভ চিন্তে এ সভার॥ ২৬

ইত্যেকপত্রিকা—

গোস্বামীর পত্রী আচার্যেরে আসে যৈছে।
আচার্য পাঠান গোস্বামীরে পত্র তৈছে॥ ২৭
সদা প্রাপ্ত সংবাদ বৈষ্ণব গতায়াতে।
পত্রীদ্বারে যে আনন্দ না পারি কহিতে॥ ২৮
আচার্যঠাকুর যাজিগ্রামে বিলসয়।
রামচন্দ্রে দেখিবারে উদ্বিগ্ন হৃদয়॥ ৩০
একদিন বসিয়া আছেন তিনজন।
হেনকালে আইল জীবের লিখন॥ ৩১
পরম আদরে পত্রী মস্তকে ধরিয়া॥
গোবিন্দ পড়েন পত্রী প্রেমাবিষ্ট হৈয়া॥ ৩২

(৩)

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি সমস্তবৈষ্ণবগণ প্রশস্ত শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ শ্রীনরোত্তমদাস শ্রীগোবিন্দদাসাখ্য মদ্বিধসুখাস্পদ-সম্পদ্রূপেষু—

শ্রীবৃন্দাবনাজ্জীবনামাহং সালিঙ্গনং নিবেদয়ামি—সমীহা-বিশেষস্তু ভবতাং কুশলম্। স্নেহসূচকপত্রস্তু সমুপলব্ধত্বাত্তদেব মুহুর্বাঞ্ছামি। তত্র যন্ময়ি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীবমঙ্গল সঙ্গতোঽস্মি কি বহুনা নিরুপাধি স্নিগ্ধেষু। অথ যন্মুহুর্নিত্যস্মরণ প্রক্রিয়া মৃগ্যতে তত্তু রসামৃতসিন্ধৌ ব্যক্তমেবাস্তু—"সেবা সাধক রূপেণ" ইত্যাদিনা। অত্র সাধকরূপেণ বহির্দেহেন সিদ্ধরূপেণ নিজেষ্টসেবানুরূপ চিন্তিতদেহেহেত্যর্থঃ। তত্র চ সিদ্ধরূপেণ রাগানুসারেণৈবেতি কালদেশ-লীলাভেদা বহবঃ ইতি কিয়তী লেখ্যা। সাধকরূপেণ সেবা তু ত্রিবিধপ্রক্রিয়ায়া আগমাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়া। শ্রীমদাচার্য মহাশয়াস্তত্র তামুপদেক্ষ্যন্তি, এতে হি অস্মাকং সর্বস্বমেবেতি? কিমধিকম্? বৈশাখস্য চতুর্দশেঽহনি॥

ইত্যেকপত্রিকা—

গোস্বামীর কৃপাপত্রী করিয়া শ্রবণ।
সবে হর্ষে গায় গোস্বামীর গুণগণ॥ ৩৩

শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ খেতরী হইতে।
আইলা বিদায় হৈয়া বুধরি গ্রামেতে ॥ ৩৪
নির্জনে বসিয়া নিজ গীতরত্নগণে।
করেন একত্র অতি উল্লসিত মনে ॥ ৩৫
হেন কালে পত্রিকা আইল ব্রজ হৈতে।
পত্রী পড়ে গোবিন্দ ধরিয়া নিজ মাথে ॥ ৩৬

(৪)

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তি।

স্বস্তি পরমপ্রেমাস্পদ শ্রীগোবিন্দ কবিরাজ মহাভাগবতেষু জীবস্য কৃষ্ণস্মরণং, শ্রীমতাং ভবতাং শুভানুধ্যানেনাত্রত্য-কুশলং তত্রত্যং তদীহেতমাম্‌ তত্র ভবন্ত এবাস্মাকং মিত্রতয়া বিরাজন্তে। অস্মাত্তু-বদীয়কুশলং শ্রোতুং সদা বাঞ্ছামস্তত্রাবধানং কর্তব্যম্‌।

সম্প্রতি যৎ কৃষ্ণবর্ণনাময় স্বীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি, তর্ষমপি যানি হৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্তামহে। পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিঞ্চ লভামহে, তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্তব্যম্‌।

পরঞ্চ পূর্বং শ্যামদাসমার্দিজকহস্তেন শ্রীশ্রীনিবাসা চার্যগোস্বামিকৃতে বৃহদ্ভাগবতামৃতং প্রস্থাপিতমাসীৎ, তত্তত্র প্রবিষ্টং নবেতি বিলিখ্য বয়ং সন্দেহান্নির্বর্তনীয়াঃ। কিং বহুনা স্বত এব দয়ালুষু শ্রীমচ্ছ্রুভবৎসু লিখিতমিদম্‌ চৈত্রস্য শুক্লতৃতীয়ায়াম্‌।

ইহ শ্রীমন্নরোত্তমকবিরাজৌ প্রতি শুভাশীর্বাদঃ নিবেদনং চেদম্‌। ইহ শ্রীকৃষ্ণদাসস্য নমস্কারাঃ ॥

পত্রীমধ্যে কবিরাজ—রামচন্দ্র কয়।
নরোত্তম, রামচন্দ্র দোঁহে এক হয় ॥ ৩৭
পত্রীমধ্যে শ্রীকৃষ্ণদাসের নমস্কার।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রচার ॥ ৩৮

ইত্যেকপত্রিকা

পত্রীপাঠে শ্রীগোবিন্দ বিহ্বল হইয়া।
পাঠাইলা গীতামৃত জ্যেষ্ঠে জানাইয়া ॥ ৩৯
গোবিন্দের কাব্য যৈছে—উপমা কি তায়?
কেবা না প্রশংসে তাঁর গুণ, কে না গায় ॥ ৪০

তথাহি গীতে

জয় গোবিন্দ বিদিত মহী মাঝ।
প্রেমরতন ধন বিতরন পণ্ডিত
নিরুপম মধুর চরিত কবিরাজ ॥ ৪১
পরম বিচিত্র কাব্য বিন্যাস
কি রচব? সুকৌশল নহু অবগাহ।
নিশিন বাণ সম বেধই হিয় শির
ঘুমই রসিকগণ শুনই উছাহ ॥ ৪২
বৃন্দাবিপিন সমাজ রাজ তহি
শ্রীমজ্জীব জগত জন প্রাণ।
প্রমুদিতচিত পরশংসি পরস্পর
করু নিত্য গীত অমিয়া রস পান ॥ ৪৩
শ্রীল নরোত্তম রামচন্দ্র সহ
উমড়ই হিয়া সুখ কহন না যায়।
গায়ই অখিল লোক অতি উনমত
নরহরি কুমতি বিমুখ ভেল তায় ॥ ৪৪

এ সব সংবাদ শুনি আচার্যঠাকুর।
ধরিতে নারয়ে অঙ্গ আনন্দ প্রচুর ॥ ৪৫

আচার্যের আকর্ষণে খেতুরী হইতে।
আইলেন রামচন্দ্র শ্রীযাজি গ্রামেতে ॥৪৬
শ্রীআচার্য দেখি রামচন্দ্র কবিরাজে।
না জানি কি—আনন্দ উথলে হিয়ামাঝে ৪৭
রামচন্দ্র লোটায়া পড়িলে পদতলে।
কোলে লৈয়া আচার্য সিঞ্চয়ে নেত্রজলে ॥৪৮
জিজ্ঞাসিয়া নরোত্তমের সমাচার।
আজ্ঞা কৈল যাহ এবে ভবন মাঝার ॥৪৯
রামচন্দ্রের মহানন্দ হৈল মনে।
প্রণমিল গিয়া দুই ঈশ্বরী চরণে ॥৫০
দ্রৌপদী ঈশ্বরী গৌরাঙ্গ প্রিয়া দোঁহে।
কৈল যে বাৎসল্য স্নেহ উপমা কি তাহে ॥৫১
রামচন্দ্র দেখিয়া সভার হর্ষ মন।
সভা সহ যথাযোগ্য হইল মিলন ॥৫২
শ্রীরামচন্দ্র চেষ্টা অতি সুমধুর।
যার প্রেমাধীন সদা আচার্যঠাকুর ॥৫৩
রামচন্দ্রে লৈয়া শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস।
কহিতে কি জানি—কৈল যে প্রেম প্রকাশ ॥৫৪
শ্রীরামচন্দ্রের অতি অদ্ভুত চরিত
অন্তে বিস্তারিব গুন সর্বত্র বিদিত ॥৫৫
এবার বর্ণিব কিছু—পূর্বে মনে কৈনু।
গ্রন্থ বাহুল্যের ভয়ে বর্ণিতে নারিনু ॥৫৬
একদিন পূর্ণিমা রজনী চন্দ্রোদয়।
রামচন্দ্র হাসে মহা উল্লাস হৃদয়ে ॥৫৭
রামচন্দ্র হাসে—দেখি দ্রৌপদী ঈশ্বরী।
শ্রীআচার্য প্রতি যত্নে কহে ধীরি ধীরি ॥৫৮
—কি লাগি হাসয়ে কিছু না পারি বুঝিতে।
আচার্য কহেন—কহি শুন সাবহিতে ॥৫৯
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ দোঁহে পুষ্পের কাননে।
করে পুষ্প চয়ন বেষ্টিত সখীগনে ॥৬০
অপূর্ব প্রস্ফুট কুন্দপুষ্প তোলে রাই।
ভ্রমে চন্দ্র জ্যোৎস্না তাহা তোলয়ে মাধাই ॥৬১
দেখিয়া কৃষ্ণের ভ্রম সখীগণ হাসে।
রামচন্দ্র হাসে তথা রহি মোর পাশে ॥৬২
শুনি ঈশ্বরী মনে হৈল চমৎকার।
ঐছে রঙ্গ প্রকাশয়ে—কহিতে কি আর ॥৬৩
রামচন্দ্র সহ শ্রীআচার্য নিরন্তর।
গোস্বামীর গ্রন্থাস্বাদে বিহ্বল অন্তর ॥৬৪
রামচন্দ্র কবিরাজ মহা বিদ্যাবান।
তাঁর বিদ্যা উপমা দিবার নাহি স্থান ॥৬৫
যাজিগ্রামে মহানন্দ বাঢ়ে দিনে দিনে।
সভে মহাবিহ্বল প্রভুর সঙ্কীর্তনে ॥৬৬
কিছুদিনে আচার্য লইয়া প্রিয়গণ।
কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামে করিলা গমন ॥৬৭
তথা মহা সঙ্কীর্তনানন্দে মগ্ন হৈলা।
অনায়াসে জীবের কল্মষ দূর কৈলা ॥৬৮
সবা সহ কিছুদিন রহি মহাসুখে।
আইলা বুধরি গ্রামে পরম কৌতুকে ॥৬৯
শ্রীখেতরী গ্রামে শীঘ্র লোক পাঠাইলা।
তেঁহো এ সংবাদ মহাশয়ে নিবেদিলা ॥৭০
শ্রীঠাকুর মহাশয় নিজগণসনে।
আইলা বুধরী গ্রামে মহানন্দমনে ॥৭১
যে প্রেম আবেশে পরস্পর সম্মিলনে।
নেত্র ভরি দেখে তাহা ভাগ্যবন্তগণে ॥৭২
আচার্য শোভায় সবে বিহ্বল অন্তর।
কেবা বা না গায় রূপ গুণ মনোহর ॥৭৩

গীতেযথা—সারঙ্গ

জয় জয় গুণমনি শ্রীশ্রীনিবাস।

ধনি ধনি অবনি ভাগ ! কি এ অপরূপ
গৌর প্রেমময় মুরতি প্রকাশ ॥ধ্রু৭৪

কুম কুম কনক কঞ্জ যিনি তনুরুচি
রুচির বদনবিধু অধর সুধার।

মধুরিম হাস ভাব মৃদু মঞ্জুল
যনু বরিষয়ে নব অমিয় অপার ॥৭৫

চন্দন তিলক ভাল ভুরু নিরুপম
ডগমগ লোচনকমল বিশাল।

কোমল ভুজযুগ জানু বিলম্বিত
কম্বু কণ্ঠ উরুমণ্ডিত মাল ॥৭৬

শোহই প হিরণ বসন কৃশোদর
ত্রিবলি সুবলিত নাভি অভিরাম।

উরু উরুরুঞ্জ পর্ব্ব জনরঞ্জন
পদনখ নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥৭৭

পুনঃ—বেলাবলী

জয় শ্রীনিবাস আচার্য জগত জন জীবন
পরমরসিক গুণধাম।

পামর অগতি পতিত গতিদায়ক
দীনবন্ধু বরচরিত ললাম ॥ ৭৮

সুললিত ভাবভূষণে অতি ভূষিত
চম্পক শোণ কুসুমসম দেহ।

নিরুপম গৌরচন্দ্র প্রিয় পরিকর
যাহে হেরি হিয় না বাঁধই থেহ ॥ ৭৯

ভুবন সুবিদিত প্রেমরস বাদর
সুখদ নরোত্তম পঁহু যছু প্রাণ।

নিরবধি যুগলকেলি অমিয়া পিবি
মাতি বিলসে কি রচব কবি আন ॥ ৮০

মরি ! মরি ! যাঁক চরণকিঙ্কর
করুণাময় রামচন্দ্র কবিরাজ।

কি কহব—কি এ নব ভকতিকল্পতরু
নরহরি লাগি রোপল মহীমাঝ ॥ ৮১

শ্রীনরোত্তমের শোভা সবারে মাতায়।
নরোত্তম রূপ গুণ কেবা নাহি গায় ॥ ৮২

গীতে যথা—বেলাবলী

জয় শ্রীনরোত্তম পরম উদার।

জগজন রঞ্জন কনক কঞ্জ রুচি
জনু মকরন্দ বরিযে অনিবার ॥ ধ্রু ॥ ৮৩

ঝলমল বিপুল পুলক কুল মণ্ডিত
নিরুপম বদনে নিরত মৃদুহাস।

টলমল নয়ন করুণ রস রঞ্জিত
হরই শ্রবণ মন বচন বিলাস ॥ ৮৪

নিরুপম তিলক ললাট মধুরতর
তুলসীমালাকুল কণ্ঠ উজোর।

সুবলনি বাহু ললিত করপল্লব
পরিসর উর— উপমা নহ থোর ॥ ৮৫

কটিতট ক্ষীণ নীল নব অম্বর
পীন প্রবর উরু গঢ়ল সুঢ়ার।

কোমল চরণযুগল অতি শীতল
বিলসত নরহরি হৃদয় মাঝার ॥ ৮৬

শোভাময় বৈষ্ণবমণ্ডল মনোরম।
দেখে সবে সে সবার তেজ সূর্যসম ॥ ৮৭
আচার্য বুধরি গ্রামে সে সবার সনে।
দিবানিশি হইলা বিহ্বল সঙ্কীর্তনে ॥ ৮৮
কিছুদিন শ্রীবুধরি গ্রামে বিলসিয়া।
বোরাকুলি গ্রামে যাত্রা কৈলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৮৯
শ্রীগোবিন্দ চক্রবর্তী বিহ্বল প্রেমায়ে।
গণসহ আচার্যে মিলেন নিজালয়ে ॥ ৯০
আচার্যের অতি প্রিয় শিষ্য — চক্রবর্তী।
গীত বাদ্য বিদ্যায় নিপুণ ভক্তিমূর্তি ॥ ৯১
শ্রীগোবিন্দ যৈছে আচার্যের শিষ্য হৈলা।
মহুলা হইতে যৈছে বোরাকুলি আইলা ॥ ৯২
যৈছে বোকুলি গ্রামে করিলেন বাস।
ইহা কি বর্ণিব ? —ইহা সর্বত্র প্রকাশ ॥ ৯৩
শ্রীগোবিন্দ ভবনে আনন্দ উথলিল।
সবা সহ আচার্যের গমন হইল ॥ ৯৪
মহামহোৎসব আয়োজন করাইলা।
সর্বত্রই নিমন্ত্রণ পত্রী পাঠাইলা ॥ ৯৫
আইলেন বীরচন্দ্র নিজগণ সনে।
কৃষ্ণমিশ্র আইলা বেষ্টিত নিজগণে ॥ ৯৬
শ্রীহৃদয়ানন্দ শিষ্য শ্রীগোপীরমণ।
অম্বিকা হইতে তিঁহো করিলা গমন ॥ ৯৭
ঠাকুর রামাই মহা উল্লাস হিয়ায়।
আইলা বলরাম আগে হইয়া বিদায় ॥ ৯৮
ঠাকুর কানাই রঘুনন্দন তনয়।
গণসহ খণ্ড হৈতে করিলা বিজয় ॥ ৯৯
কণ্টকনগর হৈতে শ্রীযদুনন্দন।
গৌরচন্দ্রে প্রণমিয়া করিলা গমন ॥ ১০০

শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র মহাহর্ষ হৈয়া।
করিলা গমন প্রিয়গণ সঙ্গে লৈয়া ॥ ১০১
আইলা সবে বোরাকুলি গ্রাম সন্নিধানে।
হৈল যে আনন্দ তা বর্ণিতে কেবা জানে ॥ ১০২
শ্রীআচার্য ঠাকুর ঠাকুর মহাশয়।
রামচন্দ্র শ্রীদাস গোকুলানন্দোদয় ॥ ১০৩
আগুসরি গিয়া আনিলেন সর্বজনে।
হইল অদ্ভুত রঙ্গ গোবিন্দ ভবনে ॥ ১০৪
সে দিবস নৃত্য গীতানন্দে গোঙাইলা।
প্রাতঃকালে সবে স্নানাদিক ক্রিয়া কৈলা ॥ ১০৫
সবে আসি বসিলেন মন্দির প্রাঙ্গণে।
হইল অপূর্ব শোভা —দেখে সর্বজনে ॥ ১০৬
শ্রীনিবাস আচার্য শ্রীবিগ্রহ আনাইল।
দেখিয়া সবার মহা আনন্দ বাড়িল ॥ ১০৭
অভিষেকাদিক কার্য করিবার তরে।
সবে অনুমতি দিলা আচার্যঠাকুরে ॥ ১০৮
সকলের অনুমতি লইয়া আচার্য।
করয়ে আনন্দে অভিষেকাদিক কার্য ॥ ১০৯
শ্রীবিগ্রহ নাম কি হইবে বিচারিতে।
অকস্মাৎ হৈল শব্দ মন্দির মধ্যেতে ॥ ১১০
শ্রীরাধাবিনোদ নামে কর অভিষেক
শুনি সর্ব চিত্তানোদ জন্মল অনেক ॥ ১১১
শ্রীআচার্য যত্নে সব কার্য সমাধিল।
সিংহাসনে বসায়ে বিচিত্র বেশ কৈল ॥ ১১২
শ্রীরাধাবিনোদ শোভা অতি চমৎকার।
দেখিতে সবার নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥ ১১৩
শ্রীরাধিকা পানে নেত্র দিয়া সর্বজন।
পরস্পর কহে —একি অদ্ভুত দর্শন ॥ ১১৪
শ্রীরাধিকা শ্রীরাধাবিনোদ দোঁহে দেখি।
ফিরাইতে নারে কেহ অনিমিষ আঁখি ॥ ১১৫

আইসে অসংখ্য লোক—লেখা নাই তার।
গোবিন্দ ভবনে আনন্দের নাহি পার ॥ ১১৬
হইল মঙ্গলময় গোবিন্দ ভবন।
চতুর্দিকে জয়ধ্বনি করে সর্বজন ॥ ১১৭
সে দিবস যে উৎসব কহিতে নারিয়ে।
তার পর দিন যে তা কিছু নিবেদিয়ে ॥ ১১৮
প্রভু বীরচন্দ্র, কৃষ্ণমিশ্রাদি সকল।
করিলেন সবে স্নানাদিক প্রাতঃকালে ॥ ১১৯
শ্রীরাধাবিনোদের প্রাঙ্গণে সবে আসি।
কৈল রাধাবিনোদ দর্শন সুখে ভাসি ॥ ১২০
শ্যামদাস দেবী গোকুলাদি সবে আইলা।
হইয়া সুসজ্জ সঙ্কীর্তনারম্ভ কৈলা ॥ ১২১
শ্যামদাস দেবীদাস বাজায় মৃদঙ্গ।
তাহে উপজায় কত রসের তরঙ্গ ॥ ১২২
ভেদয়ে গগন মুহু মৃদঙ্গের ধ্বনি।
কেহ থির হইতে নারে তাল পাঠ শুনি ॥ ১২৩
গোকুলাদি নানা ছাঁদে রাগ আলাপয়।
রাগালাপে উৎকট গমক প্রকাশয় ॥ ১২৪
সপ্তস্বর গ্রামাদিক হৈল মূর্তিমান্।
প্রথমেই করে গৌরচন্দ্র গুণ গান ॥ ১২৫
গান মন্ত্রে প্রভু গৌরচন্দ্রে আকর্ষিল।
গণসহ প্রভু যেন সাক্ষাৎ হইল ॥ ১২৬
শ্রীনরোত্তমের কণ্ঠধ্বনি মনোহর।
বরিষয়ে কি নব অমিয়া নিরন্তর ॥ ॥ ১২৭
উপমা কি দেবের দুর্লভ সঙ্কীর্তনে?
হইলেন পরম বিহ্বল সর্বজনে ॥ ১২৮
প্রেমময়াচার্য অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া।
নাচে বীরবন্দ্র প্রভু অধৈর্য হইয়া ॥ ১২৯
কৃষ্ণমিশ্র প্রভু অদ্বৈতাচার্য তনয়।

নিজ নেত্রজলে সিক্ত হৈলা অতিশয় ॥ ১৩০
শ্রীরঘুনন্দন পুত্র ঠাকুর কানাই
প্রেমাবেশে মত্ত যৈছে কহি সাধ্য নাই ॥ ১৩১
শ্রীনয়নানন্দ মিশ্র ধূলায় ধূসর ॥
নাচিয়া বুলয়ে—কিবা ভঙ্গি মনোহর ॥ ১৩২
ঠাকুর রামাই নাচে অদ্ভুত ভঙ্গিতে।
হুঙ্কার গর্জন করি ফিরে চারিভিতে ॥১৩৩
দাস গদাধর শিষ্য শ্রীযদুনন্দন।
দেখি তাঁর দশা কে না করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৩৪
শ্রীগোপীরমণ চক্রবর্তী প্রেমভরে।
ডুবিলেন সঙ্কীর্তন সুখের সাগরে ॥ ১৩৫
রামচন্দ্র শ্রীদাসাদি বৈষ্ণব সকল।
ধরিতে নারয়ে ধৈর্য প্রেমায় বিহ্বল ॥ ১৩৬
প্রভু বীরচন্দ্র নৃত্যাবেশে স্থির হৈয়া।
করয়ে ক্রন্দন নরোত্তমে আলিঙ্গিয়া ॥ ১৩৭
হইল পরম প্রেম আবেশ সবার।
কেবা কারে আলিঙ্গয় লেখা নাই তার ॥ ১৩৮
আত্মবিস্মরিত সবে ভূমে গড়ি যায়।
কেহ কেহ কাঁদিয়া ধরয়ে কারু পায় ॥ ১৩৯
যে ভাব আবেশ তা বর্ণিতে কেবা পারে?
দেখি দেবগণ ধন্য মানে আপনারে ॥ ১৪০
সঙ্কীর্তন স্থির হৈতে সবে স্থির হৈলা।
প্রভুর প্রাঙ্গণে মহা আনন্দে বসিলা ॥ ১৪১
রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য চরিত্র আলাপনে
সবে যৈছে মগ্ন তা দেখয়ে ভাগ্যবানে ॥ ১৪২
সবে স্থির হৈয়া শ্রীঅঙ্গনে প্রশংসয়।
প্রেমের সাগর এ অঙ্গন সুনিশ্চয় ॥ ১৪৩
চক্রবর্তী গোবিন্দের দেখি ভাবাবেশ।
সবার অন্তরে হৈল উল্লাস অশেষ ॥ ১৪৪

ভাবুক চক্রবর্ত্তী হৈল তাঁর খ্যাতি।
কেবা না প্রশংসয়ে দেখি প্রেমভক্তি রীতি।
কিছুদিন বোরাকুলি গ্রামে সর্বজনে।
রহিলেন মহামত্ত হৈয়া সঙ্কীর্তনে ॥১৪৬
প্রভু বীরচন্দ্র কৃষ্ণমিশ্রা দিশ্রাদি সকলে।
হইলা ব্যাকুল অতি বিদায়ের কালে ॥১৪৭
বিদায় হইছে যৈছে সবার গমন।
তাহা এক মুখে কিছু না হয় বর্ণন ॥১৪৮
আচার্য ঠাকুর মহাশয় গণসনে।
পাছে পাছে চলে—অশ্রু ঝরয়ে নয়নে ॥১৪৯
বিবিধ সামগ্রী অতি যত্তন করিয়া।
লোকদ্বারে পশ্চাৎ দিলেন পাঠাইয়া ॥১৫০
শ্রীআচার্য প্রিয় নরোত্তমাদি সহিতে।
কিছুদিন রহিলেন শ্রীবোরাকুলিতে ॥১৫১
আর যে যে শিষ্য গৃহে করিলা বিজয়।
তাহা না বর্ণিল গ্রন্থবাহুল্যের ভয় ॥১৫২
বোরাকুলি প্রদেশে যে আনন্দ জন্মিল।
যৈছে ভক্তি বৃদ্ধি—তাহা বর্ণিতে নারিল ॥১৫৩
শ্রীআচার্য ঠাকুরের কৃপা বলোকনে।
হৈল মহামগ্ন সর্বলোক সঙ্কীর্তনে ॥১৫৪
শ্রীগোবিন্দ আলয়ে আচার্যগণ সঙ্গে।
রাধাবিনোদ শোভা দেখে মহারঙ্গে ॥১৫৫
রাধাবিনোদে মনোবৃত্তি জানাইয়া।
চলিলা খেতরী পদ্মাবতী পার হৈয়া ॥১৫৬
সবাসহ গিয়া গৌর চন্দ্র প্রাঙ্গণে।
হইলা বিহ্বল প্রভুগনের দর্শনে ॥১৫৭
কতদিন সঙ্কীর্তনরসে মগ্ন হৈলা।
খেতুরী নিবাসী লোকে মহানন্দ দিলা ॥১৫৮
প্রাণাধিক নরোত্তমে কহি কি নিভৃতে।
বিদায় হইয়া আইলা বুধরী গ্রামেতে ॥১৫৯
আচর্য দর্শনে অন্যদেশী কতজন।
পরস্পর কহে আচর্য গুনগণ ॥১৬০
কেহ কহে—গৌরপ্রেম স্বরূপ আচার্য।
আচার্যের দ্বারে প্রভু সাধে বহু কার্য ॥১৬১
গোস্বামীগণের গ্রন্থ করিয়া প্রচার।
ভক্তি বিরোধীর দর্প করয়ে সংহার ॥১৬২
কেহ কহে—ওহে ভাই বহির্মুখগণ।
হইয়া স্বতন্ত্র ধর্ম করয়ে লঙ্ঘন ॥১৬৩
বহির্মুখগণ মধ্যে যে প্রধান তারে।
রঘুনাথ সাজাইয়া ভাঁড়ায় লোকেরে ॥১৬৪
স্ব-মত রচিয়া সে পাপিষ্ঠ দুরাচার।
কহয়ে কবীন্দ্র বঙ্গদেশেতে প্রচার ॥১৬৫
কেহ কহে দেখিলাঙ মহাপাপীগণ।
আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৬৬
কেহ কহে—রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম।
মল্লিক খেয়াতি দুষ্ট নাহি তার সম ॥১৬৭
সে পাপিষ্ঠ আপনারে গোপাল কহায়।
প্রকশে রাক্ষস মায়া লোকেরে ভাঁড়ায় ॥১৬৮

তথাহি শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

সেই ভাগ্য অদ্যপিহ ধন্য বঙ্গদেশে
শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্তন করে স্ত্রী-পুরুষে ॥১৬৯
মধ্যে মধ্যে কথোমাত্র পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লুকাইয়া ॥১৭০
উদর ভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বোলে ॥১৭১
কোন পাপি সব ছাড়ি কৃষ্ণসংকীর্তন।
আপনাকে গাওয়ায় কতক ভুতগণ ॥১৭২
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোনলাজে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ॥১৭৩

রাঢ়ে আর এক মহাব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্র কাচমাত্র কাচে ॥১৭৪

সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বোলয়ে শিয়াল ॥১৭৫

কেহ কহে—মহা অমঙ্গল এ সবার ॥
এসব ম্লেচ্ছের শাস্তা কল্কি অবতার ॥১৭৬

ঐছে কত কহি সবে উল্লসিত মনে।
প্রণমিল শ্রীনিবাসাচার্যের চরণে ॥১৭৭

পূর্ণ কৈলা আচার্য সবার অভিলাষ।
সবা-সহ যাজিগ্রামে আইলা নিজবাস ॥

যাজি গ্রামে লোকমুখে করয়ে শ্রবণ।
—প্রভু বীরচন্দ্র কৈল ধর্ম সংস্থাপন ॥১৭৯

রাঢ়দেশে কাঁদরা নামেতে গ্রাম হয়।
তথা শ্রীমঙ্গল জ্ঞানদাসের আলয় ॥১৮০

তথায় কায়স্থ জয়গোপালের স্থিতি।
বিদ্যা অহঙ্কারে তার জন্মিল দুর্মতি ॥১৮১

গুরু বিদ্যাহীন—ইথে হেয় অতিশয়।
জিজ্ঞাসিলে পরমগুরুকে গুরু কয় ॥১৮২

প্রভু বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈল।
লজ্জিল প্রসাদ তেজি তারে ত্যাগ দিল ॥১৮৩

ইহা শুনি আচার্যের হৈল হর্ষ মন।
হেনকালে আইল বীরচন্দ্রের লিখন ॥১৮৪

আচার্যের পরমাদরে পত্রিকা লইয়া।
করে পত্রী পাঠ অতি প্রফুল্লিত হিয়া ॥১৮৫

(৪)

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তঃ

ভবদীয়াবশ্যস্মরণীয়ঃ শ্রীবীরচন্দ্রদেবঃ প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বকং নিবেদয়তি—শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য। ত্বং শ্রীশ্রীমহাপ্রভোঃ শক্তিঃ। অতএব একয়া শক্ত্যা প্রভুণ ক্তিরূপাদিশ্রীমদ্রূপ-গোস্বামী দ্বারা গ্রন্থঃ প্রকাশিতঃ। অপরয়া শক্ত্যা গৌর মণ্ডলে মহাজনসংসাদি গ্রন্থ বিস্তারং করোতি। ইতি ভবতোহন্তিকে মদীয়বার্ত্তাং প্রেষয়ামি। জয়গোপালদাসেন মৎপ্রসাদোল্লঙ্ঘনং কৃতংতচ্চ জগতি বিদিতমিতীহতেন সার্ধং মদীয় জনেন কেনাপ্যালাপাদিকং ন ক্রিয়তে,ময়াপি নিষিদ্ধং ভবতাপি তথালাপাদিকং ন কর্ত্তব্যমিতি ॥

কাঁদরা হইতে ঐছে পত্রী পাঠাইয়া।
পুত্রে জানাইল প্রভু খড়দহে গিয়া ॥১৮৬

যৈছে প্রভু বীরচন্দ্র গুণের আলয়।
তৈছে তার তিনপুত্র প্রেমভক্তিময় ॥১৮৭

জ্যেষ্ঠপুত্র গোপীজনবল্লভ প্রচার।
মধ্যম শ্রীরামকৃষ্ণ পরম উদার ॥১৮৮

কনিষ্ঠ রামচন্দ্র পরম সুশান্ত।
এ তিনের চরিত্র বর্ণিবে ভাগ্যবন্ত ॥১৮৯

প্রভু বীরচন্দ্র গুনে কেবা নাহি ঝুরে।
করিলেন ত্যাগ পাপী জয়গোপালেরে ॥ ১৯০

এ সকল কথা হৈল সর্ব্বত্র বিদিত।
আলাপাদি কেহ না করয়ে কদাচিৎ ॥১৯১

যাজিগ্রামে আচার্য লইয়া শিষ্যগণে।
গোঙায়েন সদা শাস্ত্রলাপ সঙ্কীর্ত্তনে ॥ ১৯২

শিষ্যগণ নাম এথা লিখিতে নারিনু।
শ্রীনিবাস চরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু ॥ ১৯৩

আচার্যের গুণে কার হিয়া না জুড়ায়।
আচার্যের চরিত্র কেবা নাহি গায় ॥ ১৯৪

গীতে যথা - কামোদ

এ মোর জীবন প্রাণ পরম করুণাবান্
আচার্য্যঠাকুর শ্রীনিবাস।
জিনিয়া কাঞ্চন দেহ জগতে বিদিত যেহ
শ্রীচৈতন্য প্রেমের প্রকাশ ॥ ১৯৫
চৈতন্যের প্রিয় যত করে স্নেহ অবিরত
কহিতে কি জানি গুণগণ।
অল্প বয়স হৈতে বিদ্যায় নিপুণ চিতে
চিন্তে সদা চৈতন্যচরণ ॥ ১৯৬
একদিন রাত্রিশেষে শ্রীচৈতন্য স্নেহাবেশে
নিতাই চাঁদেরে সঙ্গে লৈয়া।
শ্রীনিবাস পাশে আসি স্বপ্নচ্ছলে হাসি হাসি
কহে শ্রীনিবাসমুখ চাঞা ॥ ১৯৭
—যাবে শীঘ্র বৃন্দাবন তথা রূপ সনাতন
রচিল বিচিত্র গ্রন্থগণ।
বিতরিব তোমাদ্বারে এত কহি বারে বারে
নিত্যানন্দে কৈল সমর্পণ ॥ ১৯৮
হেনকালে স্বপ্নভঙ্গ ধরিতে নারয়ে অঙ্গ
শ্রীনিবাস ব্যাকুল হইলা।
নীলাচল গৌড়দেশে ভ্রমিয়া সে প্রেমাবেশে
বৃন্দাবনে গমন করিলা ॥ ১৯৯
কত অভিলাষ মনে উল্লাসে অল্পদিনে
মথুরানগরে প্রবেশিল।
শ্রীরূপ সনাতন এ দোঁহার অদর্শন
শুনি তথা মূর্চ্ছিত হইল ॥ ২০০
কান্দয়ে চেতন পাঞা কহে ভূমে লোটাইয়া
—হা হা প্রভু রূপ সনাতন।
কি লাগি বঞ্চিত কৈলা না বুঝি এসব খেলা
কি লাগিয়া রাখিলা জীবন ॥ ২০১
ঐছে খেদযুক্ত মন জানি রূপ সনাতন
স্বপ্নচ্ছলে আসি প্রেমাবেশে।
শ্রীনিবাসে কোলে লৈয়া নেত্রবারি নিবারিয়া
কহে অতি সুমধুর ভাষে ॥ ২০২
শীঘ্র গিয়া বৃন্দাবন কর আত্মসমর্পণ
শ্রীগোপাল ভট্টের চরণে।
না ভাবিবে কোন দুঃখ পাইবে পরম সুখ
ঐছে দেখা দিব দুই জনে ॥ ২০৩
এত কহি অদর্শন হৈল রূপ সনাতন
শ্রীনিবাস প্রভাতে উঠিয়া।
প্রবেশয়ে বৃন্দাবনে প্রেমধারা দুনয়নে
বৃন্দাবনশোভা নিরখিয়া ॥ ২০৪
শ্রীজীব শ্রীশ্রীনিবাসে পাইয়া আনন্দাবেশে
গোস্বামিগণেরে মিলাইলা।
শ্রীরূপের স্বপ্নাদেশে অতিস্নেহে শ্রীনিবাসে
শ্রীগোপাল ভট্ট শিষ্য কৈলা ॥ ২০৫
শ্রীজীব গোস্বামীর যত স্নেহ কে কহিবে কত
করাইলা শাস্ত্র বিচক্ষণ।
শ্রীনিবাস আনন্দমনে প্রিয় নরোত্তম সনে
কিছু দিনে হইল মিলন ॥ ২০৬
নরোত্তম লৈয়া সঙ্গে ব্রজে ভ্রমিলেন রঙ্গে
গোবিন্দের আজ্ঞামালা পাঞা।
গোস্বামীর গ্রন্থগণ করিলেন বিতরণ
শ্রীগৌড়মণ্ডলে স্থির হঞা ॥ ২০৭
গৌরপ্রেম সুধা পানে সদা মত্ত সঙ্কীর্তনে
জগতে ঘোষয়ে যশ যার।

কহে নরহরি দীনে উদ্ধারে আপনা গুনে
এমন দয়ালু নাহি আর ॥ ২০৮

পুনঃ বেলাবলী

জয় জয় শ্রীশ্রীনিবাস গুণধাম।
দীনহীন তারণ প্রেম রসায়ন
ঐছন মধুরিম নাম ॥ ধ্রু ॥ ২০৯

কাঞ্চনবরণ হরণ তনু সুললিত
কৌ শক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম করি কহত ভাগবতে
সোই বরণ তনু সাজে ॥ ২১০

নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি
প্রকট সুচরণারবিন্দে।
নিরবধি বদনহি নাম বিরাজিত
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে ॥ ২১১

যুগল ভজন, লীলা আস্বাদন
গ্রন্থ কল্পতরু হাতে।
তুয়া বিনু অধমে শরণ কো দেওব
গোবিন্দদাস অনাথে ॥ ২১২

আচার্যচরিত্র কিছু বর্ণিতে নারিল।
যে সে মতে আপন সৌভাগ্য জন্মাইল ॥ ২১৩
আচার্যের প্রিয় শ্রীঠাকুর মহাশয়।
কেবা নাহি গায় সে চরিত্র প্রেমময় ॥ ২১৪

গীতে যথা —কামোদ

ও মোর করুণাময় শ্রীঠাকুর মহাশয়
নরোত্তম প্রেমের মূরতি।
কিবা সে কোমল তনু শিরীষকুসুম যনু
জিনিয়া কনক দেহ দ্যুতি ॥ ২১৫

অলপ বয়স তায় কোন সুখ নাহি ভায়
গোরাগুণ শুনি সদা ঝুরে।
রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া অতি অলক্ষিত হৈয়া
গমন করিলা ব্রজপুরে ॥ ২১৬

প্রবেশিলা বৃন্দাবনে পরম আনন্দ মনে
লোকনাথে আত্ম সমর্পিল।
কৃপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাৎ
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দীক্ষা দিল ॥ ২১৭

নরোত্তম চেষ্টা দেখি বৃন্দাবনে সবে সুখী
প্রাণের সমান করে স্নেহ।
শ্রীনিবাসাচার্য সনে যে মর্ম তা কেবা জানে
প্রাণ এক ভিন্নমাত্র দেহ ॥ ২১৮

শ্রীরাধাবিনোদ দেখি সদাই জুড়ায় আঁখি
প্রভু লোকনাথ সেবারত।
ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন মহানন্দ বাড়ে মনে
পূর্ণ হৈল অভিলাষ যত ॥ ২১৯

প্রভু অনুমতি মতে শ্রীব্রজমণ্ডল হৈতে
শ্রীগৌড়মণ্ডলে প্রবেশিলা।
প্রভু অনুগ্রহ বলে নবদ্বীপ নীলাচলে
ভক্তগৃহে ভ্রমণ করিলা ॥ ২২০

কিবা সে মধুর রীতি খেতরী গ্রামেতে স্থিতি
সেবে গৌর শ্রীরাধারমণে।
শ্রীবল্লবীকান্ত—নাম রাধাকান্ত রসধাম
রাধাকৃষ্ণ শ্রীব্রজমোহনে ॥ ২২১

এ ছয় বিগ্রহ যেন সাক্ষাৎ বিহরে হেন
শোভা দেখি কেবা নাহি ভুলে।
প্রিয় রামচন্দ্র সঙ্গে নরোত্তম মহারঙ্গে
ভাসে প্রেমরসের হিল্লোলে ॥ ২২২

নরোত্তম গুণ যত কে তাহা কহিবে কত
প্রেমবৃষ্টি যাঁর সঙ্কীর্তনে।
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ গণসহ গৌরচন্দ্র
নাচয়ে—দেখিল ভাগ্যবানে ॥ ২২৩
গৌরগণ প্রিয় অতি নরোত্তম মহামতি
বৈষ্ণব সেবনে যাঁর ধ্বনি।
কি অদ্ভুত দয়াবান কারে বা না করে দান
নির্মল ভকতি চিন্তামণি ॥ ২২৪
পাষণ্ডী অসুরগণে মাতাইলা গোরাগুণে
বিহ্বল হইয়া প্রেমাবেশে।
অলৌকিক ক্রিয়া যার হেন কি হইবে আর
সে না যশ ঘোষে দেশে দেশে ॥ ২২৫
কহে নরহরি দীন হবে কি এমন দিন
নরোত্তমপদে বিকাইব ?
সঘনে দুবাহু তুলি প্রভু নরোত্তম বলি
কাঁদি কি ধূলায় লোটাইব ? ২২৬

পুনঃ—দেশপাল

(রঙ্গবর্ধিনী ছন্দঃ)

জয়তু শুভমণ্ডিত সুপণ্ডিত
নরোত্তম মহাশয় মনোজ্ঞ সব রীত
বরগৌরব গভীর অতিধীর গুণধাম।
প্রেমময় রূপ রসকূপ উপমা রহিত
মত্ত দিনরাতি রত গান নর্ত্তন
গতি নৃত্য হাস্ত চিত্ত মৃদু অঙ্গ অভিরাম ॥ ২২৭
সেবন সুবিগ্রহ নিরন্তর মহামুদিত
গৌরহরিভক্ত প্রিয়পাত্র করুণা বিদিত
দীনজন বন্ধু কৃত পূর্ণ সব কাম।
মঞ্জুতর কীর্তি জগভূষণ ন দূষণ
অপার গুণ পার নাহি পায়ত
কবীন্দ্রগণ গায়ত অনুক্ষণ হি দাস ঘনশ্যাম ॥ ২২৮
শ্রীনরোত্তমের চারু চরিত্র অপার।
যাহা একমুখে কি বর্ণিব মুঞি ছার ? ২২৯
শ্রীঠাকুর মহাশয় গুণে কে না ঝুরে ?
চিন্তিতে চরিত্র অমঙ্গল যায় দূরে ॥ ২৩০
শ্রীনিবাস আচার্যচরণ চিন্তা করি
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ২৩১

ইতি শ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্রীমদাচার্য শিষ্য গৃহে ভ্রমণাদি বর্ণনং নাম চতুর্দশস্তরঙ্গঃ ॥ ১৪

——

॥ পঞ্চদশ তরঙ্গ ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত গদাধর।
জয় জয় শ্রীবাস মুরারি বক্রেশ্বর ॥ ১
জয় শ্রীমুকুন্দ গৌরীদাস গদাধর।
জয় পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি শুক্লাম্বর ॥ ২
জয় সূর্যদাস কৃষ্ণদাস ধনঞ্জয়।
জয় নরহরি রঘুনন্দন বিজয় ॥ ৩
জয় বসু রামানন্দ গুণের আলয়।
জয় জগদীশ শ্রীশঙ্করানন্দময় ॥ ৪
জয় কাশীমিশ্র কাশীশ্বর কর্ণপুর।
জয় জয় চক্রবর্তী শ্রীনাথ ঠাকুর ॥ ৫

জয় শ্রীসুন্দরানন্দ খঞ্জ ভগবান।
জয় মালিনীর প্রাণনাথ অভিরাম ॥৬
জয় রঘুনাথ ভট্ট সনাতনরূপ।
জয় ভুগর্ভ লোকনাথ ভক্তিভূপ ॥৭
জয় গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ।
জয় জয় শ্রীজীব যে জগতে বিখ্যাত ॥৮
জয় প্রেমময় কবিরাজ কৃষ্ণদাস।
জয় বৃন্দাবনদাস গৌরলীলা ব্যাস ॥৯
নাম প্রেমে মত্ত সদা জয় হরিদাস।
জয় কৃপাসিন্ধু শ্রীআচার্য শ্রীনিবাস ॥১০
জয় জয় নরোত্তম জয় রামচন্দ্র।
জয় জয় ভক্তিরত্ন দাতা শ্যামানন্দ ॥১১
জয় জয় শ্রোতাগণ গুনের আলয়।
এবে যে কহিয়ে শুন হইয়া সদয় ॥১২
একদিন আচার্য নিজগণ প্রতি।
শ্যামানন্দ চেষ্টা কহে হৈয়া হর্ষ অতি ॥১৩
হেনকালে শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্যবর।
পত্রী লৈয়া আইলেন আচার্য আলয় ॥১৫
শ্রীশ্যামানন্দের পত্রী দিলা আচার্যরে।
পত্রীপাঠে আচার্যের উল্লাস অন্তরে ॥১৪
শ্রীশ্যামানন্দের শীঘ্রে অতি স্নেহ কৈল।
লিখিয়া সংবাদপত্রী শিঘ্র পাঠাইল ॥১৬
পত্রীপাঠে শ্যামানন্দ আনন্দ বিহ্বল।
শ্যামানন্দের চারুচরিত্র নির্মল ॥১৭
পূর্বে শ্যামানন্দ রীত সংক্ষেপে কহিল।
এবে কিছু কহি যৈছে জীব নিস্তারিল ॥১৮
পূর্ব্বে ব্রজ হইতে আসি শ্রীগৌরমণ্ডলে।
অম্বিকা হইয়া শীঘ্র চলিলা উৎকলে ॥১৯
জন্মভূমি দণ্ডেশ্বর ধারেন্দা গ্রামেতে।
প্রকাশিয়া প্রেমভক্তি চলে রয়নীতে ॥২০

মল্লভূমি মধ্যেতে রয়নী নামে গ্রাম।
গ্রাম পাশে নদী সে সুবর্ণরেখা নাম ॥২১
তথায় সুবর্ণরেখা উত্তরবাহিনী।
অখিল জীবের মহাকল্মষনাশিনী ॥২২
রয়নী নিকট বারায়িত নামে গ্রাম।
নিকটে ভোলজনদী তীর রম্যস্থান ॥২৩
বারায়িতে রাম দশরথের নন্দন।
রামেশ্বর নামে শিব করিল স্থাপন ॥২৪
রামচন্দ্র জানকী লক্ষ্মণ সহ সুখে।
কিছুদিন ছিলা বনভ্রমণ কৌতুকে ॥২৫
অচ্যুত নামেতে সে দেশের অধিপতি।
প্রজাপালনেতে প্রীত অতি শুদ্ধ রীতি ॥২৬
রয়নী গ্রামে প্রসিদ্ধ অচ্যুত তনয়।
শ্রীরসিকানন্দ শ্রীমুরারী—নামদ্বয় ॥২৭
রসিক মুরারি নাম প্রসিদ্ধ লোকেতে।
সর্বশাস্ত্র বিচক্ষণ অল্পকাল হৈতে ॥২৮
পরমনিপুণ মাতাপিতার সেবাতে।
অতি পতিব্রতা মাতা ভবানী নামেতে ॥২৯
মুরারী ভার্যা—ইচ্ছাদেই গুনবতী।
ঘণ্টাশিলা গ্রামে কিছুদিন কৈল স্থিতি ॥৩০
ঘণ্টাশিলা সুবর্ণরেখার সন্নিধানে।
বনবাসে পাণ্ডবদের বিশ্রাম সেখানে ॥৩১
একদিন মুরারি নির্জনে বসি তথা।
চিন্তয়ে অন্তরে—শিষ্য হইবেন কোথা ॥৩২
হইল আকাশবানী চিন্তা না করিবে।
এথায় শ্রীশ্যামানন্দ স্থান শিষ্য হবে ॥৩৩
ইহা শুনিয়া রসিক মুরারী হর্ষ হৈলা।
শ্যামানন্দ নামমন্ত্র জপিতে লাগিলা ॥৩৪
তিলে তিলে উৎকণ্ঠা বাড়য়ে অতিশয়।
প্রভু শ্যামানন্দ নামে নেত্রে ধারা বয় ॥৩৫

মুরারি উদ্বেগে প্রায় রাত্রি গোঙাইল।
নিশান্ত সময়ে কিছু নিদ্রা আকর্ষিল ॥৩৬
স্বপ্নে শ্যামানন্দদেবে দেখয়ে মুরারি ॥৩৬
পরম অদ্ভুত প্রতি অঙ্গের মাধুরী ॥৩৭
হাসিয়া শ্রীশ্যামানন্দ কহে মুরারিরে।
—রজনী প্রভাতে এথা পাইবা আমারে ॥৩৮
এত কহি অদর্শন হৈলা শ্যামানন্দ।
রসিকানন্দের মনে হৈল মহানন্দ ॥৩৯
মহাবিজ্ঞ শ্রীরসিক রজনী বিহানে।
কারে কিছু না কহি চাহয়ে পথপানে ॥৪০
কিছুদূরে শ্যামানন্দ আনন্দে আইসে।
শ্রীকিশোরী দাস আদি শিষ্য চারিপাশে ॥৪১
সূর্যসম তেজ শোভাময় কলেবর।
সহাস্য বদন পীন বক্ষঃ মনোহর ॥৪২
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ নাম লৈয়া।
প্রেমার বিহ্বল চলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥৪৩
রসিক মুরারি দেখি প্রভু শ্যামানন্দে।
চরণ-পরশে ভূমে পড়ি মহানন্দে ॥৪৪
শ্যামানন্দ মনের আনন্দে করি কোলে।
রসিকে করিলা সিক্ত নিজ নেত্রজলে ॥৪৫
শ্রীরসিকানন্দ ধন্য মানে আপনায়।
নেত্র সমর্পিল নিজ প্রভুর শোভায় ॥৪৬
মুরারিরে শ্যামানন্দ অনুগ্রহ কৈল।
মহানন্দে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদীক্ষা দিল ॥৪৭
শ্রীরসিকানন্দ শিষ্য করি হর্ষমনে।
সমর্পিল নিত্যানন্দ চৈতন্যচরণে ॥৪৮
রসিকমুরারি হইলা প্রেমায় বিহ্বল।
নিরন্তর নয়নে ঝরয়ে অশ্রুজল ॥৪৯
রয়নী গ্রামেতে নিজ প্রভু লৈয়া গেলা।
সংকীর্তনসুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা ॥৫০
শ্রীরসিক মুরারির যৈছে গুরুভক্তি।
একমুখে তাহা কি কহিতে কি শক্তি ॥৫১
মুরারিকে পরীক্ষা করিলা শ্যামানন্দ।
দেখি মুরারির চেষ্টা হৈল মহানন্দ ॥৫২
শ্যামানন্দ কিছুদিন তথায় রহিয়া।
করিলা অনেক শিষ্য ভক্তি প্রকাশিয়া ॥৫৩
রয়নী হইতে শ্যামানন্দের গমন।
চতুর্দিকে বেষ্টিত পরম প্রিয়গণ ॥৫৪
দামোদর নামে এক যোগাভ্যাসী ছিলা।
তাঁরে কৃপা করি ভক্তিরসে ডুবাইলা ॥৫৫
শ্রীশ্যামানন্দের শিষ্য হৈয়া দামোদর।
নিতাইচৈতন্য বলি কাঁদে নিরন্তর ॥৫৬
সে প্রেম আবেশ দেখি কেবা ধৈর্য্য ধরে।
সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীভক্তি বলিয়া নৃত্য করে ॥৫৭
শ্যামানন্দদেব দামোদরে উদ্ধারিয়া।
সর্বত্র ভ্রময়ে ভক্তি ভক্তিরত্ন বিলাইয়া ॥৫৮
বলরামপুরে শ্যামানন্দ দয়াময়।
প্রকাশে যে প্রেমভক্তি—কহন না হয় ॥৫৯
কিশোর মুরারি দামোদরাদি সহিতে।
মহামহোৎসব কৈল ধারেন্দা গ্রামেতে ॥৬০
শ্যামানন্দে দেখি বহু গ্রামবাসী লোক।
আনন্দে বিহ্বল ভুলে মহা দুঃখ শোক ॥৬১
শ্যামানন্দ শিষ্য করিলেন স্থানে স্থানে।
কেবা না পবিত্র হয় তা সবার নামে ॥৬২
রাধানন্দ শ্রীপুরুষোত্তম মনোহর।
চিন্তামণি বলভদ্র শ্রীজগদীশ্বর ॥৬৩
উদ্ধব অক্রূর মধুবন শ্রীগোবিন্দ।
জগন্নাথ গদাধর শ্রীআনন্দানন্দ ॥৬৪
শ্রীরাধামোহন আদি শিষ্যগণ সঙ্গে।
সদা ভাসে সংকীর্তন সুখের তরঙ্গে ॥৬৫

শ্রীশ্যামানন্দের মহা অদ্ভুত বিলাস।
বর্ণে কবিগণ যাতে সভার উল্লাস ॥ ৬৬

গীতে—বেলাবলী

জয় জয় সুখময় শ্যামানন্দ।
অবিরত গৌর প্রেমরসে নিমগণ
ঝলকত তনু নব পুলক আনন্দ ॥ ৬৭
শ্যামর গৌর চরিতচয় বিলপত
বদন সুমাধুরী হরয়ে পরাণ
নিরুপম পঁহু পরিকর গুণ শুনইতে
ঝর ঝর ঝরই সুকমল নয়ান ॥ ৬৮
উমড়ই হিয় অনিবার চুয়ত ঘন
স্বেদবিন্দু সহ তিলক উজোর।
অপরূপ নৃত্য মধুরতর কীর্তনে
তুলসীমাল উর চঞ্চল থোর ॥ ৬৯
সুমধুর গীত ধুনত অনুমোদনে
ভুজ ভঙ্গিম কর ভরল ললাম।
পদতলে তাল ধরত কত ভাঁতিক
মরি মরি নিছনি দাস ঘনশ্যাম ॥ ৭০

ধারেন্দা গ্রামেতে শ্যামানন্দ গণসনে।
একদিন মহামত্ত হৈলা সঙ্কীর্তনে ॥ ৭১
বাজয়ে মৃদঙ্গ করতাল মনোহর।
গায় গীত শ্রীকিশোর— আদি পরিকর ॥ ৭২
প্রথমেই গৌর নিত্যানন্দ গুণ গানে।
মাতিল বৈষ্ণবগণ ধৈর্য নাহি মানে ॥ ৭৩
সকলের নেত্রে অশ্রুধারা নিরন্তর।
ভুমেতে লোটায় সবে ধুলায় ধুসর ॥ ৭৪
সঙ্কীর্তনে নাচয়ে ঠাকুর শ্যামানন্দ।
সে ভঙ্গি দেখিতে দেবগণের আনন্দ ॥ ৭৫
পাষণ্ড অসুরগণ সে নৃত্য দেখিয়া।
প্রেমায় বিহ্বল কাঁদে ভুমে লোটাইয়া ॥ ৭৬
প্রভু শ্যামানন্দ উদ্ধারহ এইবার।
ইহা বলি চরণে পড়য়ে বার বার ॥ ৭৭
কৃপাদৃষ্ট্যা শ্যামানন্দ চাহি সে সবারে।
ডুবাইল প্রেমভক্তি রসের সায়রে ॥ ৭৮
সহস্র সহস্র লোক করে ধাওয়া ধাই।
সঙ্কীর্তন সুখের উপমা দিতে নাই ॥ ৭৯
শ্যামানন্দ গুণে কেহ ধৈরয না ধরে।
ঐছে রঙ্গ প্রকাশিলা শ্রীনৃসিংপুরে ॥ ৮০
শ্রীগোপীবল্লভপুরে প্রেমবৃষ্টি কৈলা।
শ্রীগোবিন্দসেবা শ্রীরসিকে সমর্পিলা ॥ ৮১
রসিকানন্দের মহাপ্রভাব প্রচার।
কৃপা করি কৈল দস্যু পাষণ্ডী উদ্ধার ॥ ৮২
ভক্তিরত্ন দিলা কৃপা করিয়া যবনে।
গ্রামে গ্রামে ভ্রমিলেন লৈয়া শিষ্যগণে ॥ ৮৩
দুষ্টের প্রেরিত হস্তী তারে শিষ্য কৈল।
তারে কৃষ্ণ বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিল ॥ ৮৪
সে দুষ্ট যবন রাজা প্রণত হইল।
না গণিলা ঘর—কত জীব উদ্ধারিল ॥ ৮৫
শ্রীরসিকানন্দ সদা মত্ত সঙ্কীর্তনে।
কেবা না বিহ্বল হয় তাঁর গুণগানে ॥ ৮৬

গীতে যথা—বেলাবলী

জয় জয় রসিক সুরসিক মুরারী।
করুণাময় কলিকলুষ বিভঞ্জন
নিরমল গুণগণ জনমনোহারি ॥ ধ্রু ॥ ৮৭

প্রবল প্রতাপ পূজ্য পরমাদ্ভুত
ভক্তি প্রকাশ সুখদ সুধীর।
ডগমগ প্রেম হেমসম উজ্জ্বল
ঝলকত অতিশয় ললিত শরীর ॥ ৮৮
শ্যামানন্দ চরণ চিন্তন
অনুখন সঙ্কীর্তনরস পান।
ঝাকর সব রস গৌরচন্দ্র বিনু
কি কহব—স্বপনে না জানয়ে আন ॥ ৮৯
অপরূপ কীর্তি লসত ত্রিজগমধি
কবিবর কাব্য বিদিত অনুপাম
নিপট উদার চরিত চারু কছু
সমুঝি না শকত পতিত ঘনশ্যাম ॥ ৯০
শ্রীরসিকানন্দের চরিত্র অন্ত নাই।
প্রভু শ্যামানন্দ গুণে বিহ্বল সদাই ॥ ৯১
শ্রীশ্যামানন্দের গুণে কেবা না মোহিত।
বিবিধ প্রকারে করি গায় সে চরিত ॥ ৯২

গীতে যথা—কামোদ

ও মোর পরাণবন্ধু! শ্যামানন্দ সুখসিন্ধু
সদাই বিহ্বল গোরাগুণে।
গৃহ পরিহরি দূরে আনন্দে অম্বিকাপুরে
আইলেন প্রভুর ভবনে ॥ ৯৩
হৃদয় চৈতন্যে দেখি অঝরে ঝরয়ে আঁখি
ভূমিতে পড়য়ে লোটাইয়া ॥
শীরে ধরি সে চরণ করি আত্মসমর্পণ
এক ভিতে রহে দাণ্ডাইয়া ॥৪
দেখি শ্যামানন্দ রীত ঠাকুর করিয়া প্রীত
নিকটে রাখিয়া শিষ্য কৈল।
করি অনুগ্রহ অতি শিখাইয়া ভক্তিরীতি
নিতাই চৈতন্যে সমর্পিল ॥৯৫
কথোক দিবস পরে পাঠাইতে ব্রজপুরে
শ্যামানন্দ ব্যাকুল হইলা।
প্রভু নিতাই চৈতন্য শ্যামানন্দে কৈল ধন্য
যাত্রাকালে আজ্ঞামালা দিলা ॥৯৬
শ্যামানন্দ পথে চলে ভাসয়ে আঁখের জলে
সোঙরিয়া প্রভুর গুণগণ।
একাকী কথোক দিনে প্রবেশিলা ব্রজভূমে
বহুতীর্থ করিয়া ভ্রমণ ॥৯৭
দেখিয়া শ্রীবৃন্দারণ্য আপনা মানয়ে ধন্য
আনন্দ ধরিতে নারে থেহা।
সিক্ত হৈয়া নেত্রজলে লোটায়া ধরণীতলে
বিপুল পুলকময় দেহা ॥৯৮
গিয়া গিরি গোবর্ধনে কৈল যে আছিল মনে
শ্রীরাধাকুণ্ডের তটে আসি।
প্রেমায় বিহ্বল হৈলা দেখি অনুগ্রহ কৈলা
শ্রীদাসগোঁসাই-গুণরাশি ।৯৯
শ্রীজীব নিকটে গেলা নিজ পরিচয় দিলা
তেঁহো কৃপা কৈলা বাৎসল্যেতে।
যেবা মনোরথ ছিল তাহা যেন পূর্ণ হৈল
হৃদয়চৈতন্য কৃপা হৈতে ॥১০০
ভ্রমিলা দ্বাদশ বন কৈলা গ্রন্থ অধ্যয়ন
হৈলা অতি নিপুণ সেবায়।
শ্রীগৌড় অম্বিকা হৈয়া রহিলা উৎকলে গিয়া
শ্রীগোস্বামীগণের আজ্ঞায় ॥১০১
পাষণ্ডি অসুরগণে মাতাইল গোরাগুণে
কারে বা না কৈলা ভক্তিদান?

অধম আনন্দে ভাসে শ্যামানন্দ কৃপালেশে
কেবা না পাইল পরিত্রান ॥১০২
কে জানিবে তাঁর তত্ত্ব সদা সঙ্কীর্তনে মত্ত
অবনীতে বিদিত মহিমা।
নিজ পরিকর সঙ্গে বিলসে পরম রঙ্গে
উৎকলে সুখের নাই সীমা ॥১০৩
যে বারেক দেখে তাঁরে সে ধৃতি ধরিতে নারে
কিবা সে মুরতি মনোহর।
নরহরি কহে—কভু রসিকানন্দের প্রভু
হবে কি এ নয়নগোচর ॥১০৪

পুনঃ সুহই

জয় শ্রীদুঃখিনী কৃষ্ণদাস গুণ
—কহিতে শকতি কার?
হৃদয়চৈতন্য পদাম্বুজে সদা
চিত্ত মধুকর যার ॥১০৫
বৃন্দাবনে নব নিকুঞ্জে রাইর
নূপুর পাইল যে
শ্যামানন্দ নাম বিদিত তথায়
—সুচরিত বুঝিব কে?১০৬
মহামূঢ়মতি উৎকলেতে যার
না ছিল ভকতিলেশ।
গৌরপ্রেমরসে ভাসাইল সব
সফল করিল দেশ ॥১০৭
পরদুঃখে দুঃখী শ্যামানন্দ মোর
রসিকানন্দের প্রভু।
কি কব করুণা?—যেহো নরহরি
দীনে না ছাড়য়ে কভু ॥১০৮

শ্যামানন্দ চরিত্র সঙ্ক্ষেপে জানাইনু।
গ্রন্থবাহুল্যে বিস্তারি বর্ণিতে নারিনু ॥১০৯
উৎকলাদি দেশ ধন্য কৈল শ্যামানন্দ।
শুনি গৌড়দেশে হৈল সবার আনন্দ ॥১১০
গৌড়ে শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রিয়গণ।
ভক্তিরত্ন প্রদানে পরম বিচক্ষণ ॥১১১
সর্বত্র ব্যাপিল দুঁহু শাখানুশাখায়।
কহি কিছু যাহা শুনি পরাণ জুড়ায় ॥১১২
শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য প্রিয়তম।
রামচন্দ্র কবিরাজ গুণে অনুপম ॥১১৩
শ্রীরামচন্দ্রের শিষ্য হরিরামাচার্য।
সর্বত্র বিদিত অলৌকিক সর্ব কার্য ॥১১৪
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রেমভক্তি বিলাইয়া।
জীবের কল্মষ নাশে উল্লাসিত হৈয়া ॥১১৫
সঙ্কীর্তনে পরম বিহ্বল নিরন্তর।
গায় কবিগণ সে চরিত্র মনোহর ॥১১৬

গীতে যথা—পৌরবী

জয় জয় শ্রীহরিরাম আচার্যবর্য
আশ্চর্যচরিত চিত্তহারী।
গুণগণ বিশদ বিপদ মদ মর্দন
মধুর মুরুতি মুদবর্ধনকারী ॥১১৭
পঁহুপদ বিমুখ অসুর দুর্জয় জয়-
কারক কীর্তি জগত পরচার।
পরম সুধীর ধীর ধৃতি হারক
করুণাময় অতি হি উদার ॥১১৮
অনুখণ গৌর প্রেমভরে উনমত
মত্ত করীন্দ্র নিন্দি গতি জোর।
সঙ্কীর্তন রস লম্পট পটু বৈষ্ণব সেবা
সুখ কো কহু ওর ॥১১৯

শ্রীমদ্ভাগবতাদিক গ্রন্থ কথন
অনুপম বরষত অমৃতধার।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় যজ্জীবন
ভয়ব কি নরহরি—মহিমা অপার ॥১২০
শ্রীনরোত্তমের শিষ্য রামকৃষ্ণাচার্য
পরমপণ্ডিত ভক্তিপথে মহা আর্য ॥১২১
দীন হীন অকিঞ্চন জনে অতি প্রীত।
নাশয়ে পাষণ্ডমত—সর্বত্র বিদিত ॥১২২
সঙ্কীর্তনরস আস্বাদয়ে নিরন্তর।
কেবা না গায় সে চরিত্র মনোহর ॥১২৩

গীত যথা—গৌরী

জয় জয় রামকৃষ্ণ আচার্য সুধীর
মহাশয় সুখদ উদার।
ভাবাবেশ নিরন্তর কীর্তনলম্পট
অতিশয় সুখদ প্রচার ॥১২৪
সুখময় রসিকজন মন রঞ্জন
তাপপুঞ্জতম ভঞ্জনকারী।
দ্বিজকুল মণ্ডল গুণগণমণ্ডিত
পণ্ডিতবর দুর্মুখ মদহারী ॥১২৫
শ্রীমন্মোহনরায় সুবিগ্রহ সেবা
সতত নিযুক্ত প্রধান
অদ্ভুতা রতি উল্লসিত দিবানিশি
গৌরচন্দ্রচরিতামৃত পান ॥১২৬
পরম দয়াল নরোত্তমপদযুগ
বন্ধু সর্বস্ব—ন জানত অন্য।
কো সমুঝব উহ রীত রুচির যশ
গায়ত নরহরি মানত ধন্য ॥১২৭

শ্রীঠাকুর নরোত্তম পতিত পাবন ॥
তাঁর শিষ্য চক্রবর্তী গঙ্গানারায়ণ ॥১২৮
গঙ্গানারায়ণ বিদ্যাবন্ত অতিশয় ॥
খণ্ডিলা পাষণ্ডমত ভক্তি প্রকাশয় ॥১২৯
সঙ্কীর্তন সুধাপানে মত্ত দিবানিশি।
গায় কবিগণ সে চরিত্র সুখে ভাসি ॥১৩০

গীতে যথা—গৌরী

জয় জয় শ্রীগঙ্গানারায়ন চক্রবর্তী অতি ধীর গভীর
ধৈরয হরণ বরণবর মাধুরী নিরুপম
মৃদুতর রুচির শরীর ॥১৩১
অবিরত সঙ্কীর্তনরস লম্পট
ললিত নৃত্যরত প্রেমবিভোর
শ্রীলনরোত্তম চরণসরোরুহ ভজন পরায়ণ
ভুবন উজোর ॥ ১৩২
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতপানে মগন
মন সতত উদার।
শ্রীগোবিন্দ মনোহরবিগ্রহ যজ্জীবন
ধন প্রাণ আধার ॥ ১৩৩
পরম দয়াল দীনজন বান্ধব প্রবল প্রতাপ
তাপতম হারী।
বরণি না শকতি কীরিতি অতি অদভুত বিদিত
দাস নরহরি সুখকারী ॥ ১৩৪

ঐছে দোঁহাকার শাখা প্রশাখা সকল।
কৃপা করি নাশয়ে জীবের অমঙ্গল ॥ ১৩৫
কহিতে কি জানি গুণ অতিরসায়ন ?
বর্ণিবেন বিস্তারিয়া ভাগ্যবন্তগণ ॥ ১৩৬

শ্রীনিবাস আচার্য চরণ চিন্তা করি।
ভক্তিরত্নাকর কহে দাস নরহরি ॥ ১৩৭

ইতি শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাকরে শ্রীশ্যামানন্দাদি চরিত্র বর্ণনং নাম পঞ্চদশস্তরঙ্গঃ ॥ ১৫

॥ গ্রন্থানুবাদ ॥

পঞ্চদশ তরঙ্গ শ্রীভক্তিরত্নাকরে।
যে তরঙ্গে যে বিলাস কহি অল্পাক্ষরে ॥ ১
প্রথম তরঙ্গে কৈনু মঙ্গলাচরণ।
শ্রীজীবগোসাঞীর পূর্ব্বপুরুষ কথন ॥ ২
গোস্বামিগণের যত গ্রন্থ নাম তার।
শ্রীনিবাসাচার্যের জন্মাদি সূত্র আর ॥ ৩
দ্বিতীয় তরঙ্গে—বিপ্র শ্রীচৈতন্যদাস।
নীলাচলে গেলা পূর্ণ হৈল অভিলাষ ॥ ৪
শ্রীনিবাস জন্ম পিতা পুত্রে বহু কথা।
বৃন্দাবনে গোবিন্দ প্রকট হৈল যথা ॥ ৫
তৃতীয় তরঙ্গে—ক্ষেত্রে আচার্য চলিলা।
শ্রীচৈতন্য সঙ্গোপন শুনি দগ্ধ হৈলা ॥ ৬
নীলাচলে গেলা, স্বপ্নে প্রভুর আদেশে।
প্রভুগণ কৃপা কৈল আইলা গৌড়দেশে ॥ ৭
চতুর্থ তরঙ্গে গৌড়ে আচার্য ভ্রময়।
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কৃপা হৈল অতিশয় ॥ ৮
প্রভু পরিকর মহা অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবন গমনাদি ইহাতে বর্ণিল ॥ ৯
পঞ্চম তরঙ্গে—শ্রীনিবাস নরোত্তম।
শ্রীরাঘব সঙ্গে কৈল ব্রজেতে গমন ॥ ১০
গৌর নিত্যানন্দাদ্বৈত তিনের বিহার।
মধ্যে হৈল নানা প্রসঙ্গ প্রচার ॥ ১১
ষষ্ঠ তরঙ্গে—শ্রীশ্যামানন্দ ব্রজে গেলা।
মদনগোপাল গোবিন্দের প্রিয়া আইলা ॥ ১২
শ্রীনিবাস লৈয়া গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
বিদায় হইয়া গৌড়ে করিলা গমন ॥ ১৩
সপ্তম তরঙ্গে গ্রন্থ চুরি বিষ্ণুপুরে।
শ্রীআচার্যানুগ্রহ রাজা বীরহাম্বীরে ॥ ১৪
শ্রীশ্যামানন্দের হৈল উৎকলে গমন।
বিবিধ প্রসঙ্গ ইথে কর্ণ রসায়ন ॥ ১৫
অষ্টম তরঙ্গে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীগৌড় ভ্রমিয়া ক্ষেত্রে করিলা বিজয় ॥ ১৬
ক্ষেত্র হইতে আসিয়া শ্রীআচার্যে মিলিল।
শ্রীআচার্য রামচন্দ্রাদিকে শিষ্য কৈল ॥ ১৭
নবম তরঙ্গে—ভক্তিগ্রন্থ প্রচারিয়া।
শ্রীআচার্য আইলা পুনঃ বৃন্দাবন গিয়া ॥ ১৮
আর যে প্রসঙ্গ এথা হইল প্রচার।
সে সব শুনিতে ধৈর্য ধরে শক্তি কার ॥ ১৯
দশম তরঙ্গে গ্রাম কাঞ্চন গড়িয়ায়।
হইল যে মহোৎসব কহনে না যায় ॥ ২০
শ্রীখেতরী গ্রামে মহামহোৎসব হৈল।
গণসহ গৌর সঙ্কীর্ত্তনে নৃত্য কৈল ॥ ২১
একাদশ তরঙ্গে—শ্রীখেতরী গ্রামেতে।
শ্রীজাহ্নবা ঈশ্বরী আইলা ব্রজ হৈতে ॥ ২২
ঈশ্বরী গমন হৈল একচক্রা দিয়া।
শ্রীমূর্ত্তি নির্মানিলেন খড়দহে গিয়া ॥ ২৩
দ্বাদশ তরঙ্গে—আচার্যাদি তিন জন।

শ্রীঈশান সঙ্গে কৈল নদীয়া ভ্রমণ ॥ ২৪
হৈল নানা প্রসঙ্গ পরমানন্দ যাতে।
প্রভু নিত্যানন্দের বিবাহ আদি ইথে ॥ ২৫
ত্রয়োদশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য ঠাকুর।
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল কৌতুক প্রচুর। ২৬
প্রভু বীরচন্দ্র করি বিবাহ উল্লাসে।
গণসহ ব্রজে গিয়া আইলা গৌড়দেশে ॥ ২৭
চতুর্দশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য গণসনে।
কৈলা মহামহোৎসব বোরাকুলি গ্রামে ॥ ২৮
সঙ্কীর্তনে হইলা নিমগ্ন নিরন্তর।
ইথে আর বিবিধ প্রসঙ্গ মনোহর ॥ ২৯
পঞ্চদশ তরঙ্গে—প্রকাশ মহানন্দ।
গণসহ উৎকলে বিলাসে শ্যামানন্দ ॥ ৩০
মহা পাষণ্ডীরে কৈল ভক্তিদান।
এ সব প্রসঙ্গ আস্বাদয়ে ভাগ্যবান্ ॥ ৩১
ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ পরম সুরস।
আস্বাদহ নিরন্তর না কর অলস ॥ ৩২
মুই মূর্খ মোর কুন দোষ না লইবে।
করিবে শোধন সুখে গ্রন্থ আস্বাদিবে ॥ ৩৩
কহিতে কি জানি মোরে জানি নিজদাস।
করুণা করিয়া পূর্ণ কর অভিলাষ ॥ ৩৪

গীতে যথা—কামোদ

এই অভিলাষ মনে গৌরাঙ্গ চাঁদের গুণে
মাতিয়া বেড়াই দিবানিশি।
লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গ নদীয়া বিহার রঙ্গ
সে সুখসায়রে যেন ভাসি ॥ ৩৫
লক্ষ মুখে ক্ষণে ক্ষণে বসুধা জাহ্নবা সনে
নিতাই চাঁদের গুণ গাই।
সীতা সহ সীতানাথে সতত বন্দিয়ে মাথে
তাঁর যশে জগৎ ভাসাই ॥ ৩৬
গদাধর নরহরি স্বরূপ ফুৎকার করি
নাচি সদা কাঁকতালি দিয়া।
শ্রীনিবাস বনমালী দাস গদাধর বলি
আনন্দে উমড়ে যেন হিয়া ॥ ৩৭
হরিদাস বক্রেশ্বর রামানন্দ দামোদর
গৌরীদাস শ্রীরঘুনন্দন।
মুরারি মুকুন্দ রাম লৈয়া এ সভার নাম
নিরন্তর করিয়ে ক্রন্দন ॥ ৩৮
শচী মিশ্র জগন্নাথ প্রভুর জননী তাত
পদ্মাবতী হাড়াই পণ্ডিত।
জগৎ বিদিত গুণে এ সভায় শ্রীচরণে
জনমে জনমে রহু চিত ॥ ৩৯
শ্রীমাধব রত্নাবতী মালিনী মাধবী অতি
স্নেহবতী দময়ন্তী দেবী।
শ্রীঅচ্যুতানন্দকন্দ দয়াময় বীরচন্দ্র
ও পদপঙ্কজ যেন সেবি ॥ ৪০
শ্রীবসন্ত সনাতন সদাশিব সুদর্শন
নন্দন বিজয় কাশীশ্বর।
বিশ্বরূপ—বুলি বুলি ফিরি যেন ফুলি ফুলি
দেখিয়া পাষণ্ডী পাউক ডর ॥ ৪১
প্রিয় সনাতন রূপ ভট্টযুগ রসকূপ
রঘুনাথ শ্রীজীব গভীর।

এ নাম লইতে যেন ধুলায় ধুসর যেন
হয় মোর এ পাপ শরীর ॥ ৪২
সুবুদ্ধি রাঘব সাথ ভূগর্ভ শ্রীলোকনাথ
ব্রজে যাঁরা ফিরে প্রেমরঙ্গে।
এ নামে হউক রতি দূরে যাক্ দুষ্ট মতি
পুলক ব্যাপুক সব অঙ্গে ॥৪৩
গোবিন্দ মাধব হরি শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী
বাসুঘোষ—গৌর যাঁর প্রাণ।
এ সভার পরসাদে ফিরি যেন সিংহনাদে
অভক্তে করিয়া তৃণজ্ঞান ॥৪৪
কীর্তনীয়া ষষ্ঠীধর হরিদাস দ্বিজবর
খোলবেচা শ্রীধরঠাকুর।
কংসারি বল্লভ আর ধনঞ্জয়—এ সভার
হই যেন নাচের কুকুর ॥৪৫

কবিচন্দ্র, বিদ্যানিধি শ্রীমধুপণ্ডিত আদি
গৌরপ্রিয় যত পরিবার।
দাস নরহরি ভণে এ নাম রতনগণে
গলায় পরিয়ে করি হার ॥৪৬
নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ববাস গঙ্গাতীরে—জানে সর্ব জনে ॥৪৭
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী সর্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥৪৮
না জানি—কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম ॥৪৯
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপ-বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন ॥৫০
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণবগোঁসাই।
বেদে গায়—তুয়া কৃপা বিনা গতি নাই ॥৫১
নরহরি কহে—এই কৃপা কর মোরে।
নিরন্তর ডুবি যেন ভক্তিরত্নাকরে ॥৫২

ইতি শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ সম্পূর্ণ।

আবেদন

নরোত্তম বিলাসের শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর বিশেষ পরিচয়ে—

মত সংস্থাপন জন্যে আর গ্রন্থ কৈল।
বহির্মুখ প্রকাশ তার নাম যে হইল।

এই বহির্মুখ প্রকাশ গ্রন্থখানির সন্ধান অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। ইহাতে শ্রীরূপ কবিরাজের ভক্তি বিরোধী মতাদর্শের তাৎপর্য্য বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি কোন ভক্ত সমীপে বা কোন ভক্তের সন্ধান জানা থাকিলে সত্বর জানাইবেন।

প্রকাশিত হইতেছে

শ্রীশ্রীনরোত্তম বিলাস

শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে পরিপুরক গ্রন্থই শ্রীনরোত্তম বিলাস। গ্রন্থের লেখক শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য শ্রীজগন্নাথ চক্রবর্ত্তীর পুত্র। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী। শ্রীল নরহরি চক্রবর্ত্তী শ্রীনিত্যানন্দ প্রেমশক্তির প্রকাশ ঠাকুর নরোত্তমের আবির্ভাব হইতে অন্তর্দ্ধান পর্য্যন্ত লীলা কাহিনী বিস্তারিত ভাবে আলোচ্য গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থকার শ্রীভক্তি রত্নাকর গ্রন্থে ঠাকুর নরোত্তম বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোক পাত করিয়া অন্যান্য বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণন করেন। তাই স্বতন্ত্রভাবে ঠাকুর নরোত্তম অপ্রাকৃত প্রেমলীলা কাহিনী ভক্তগণের আস্বাদনের জন্য আলোচ্য গ্রন্থের অবতারনা।

শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক

শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ শ্রীশিবানন্দ সেনের কনিষ্ঠ পুত্র কবি কর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায় শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক রচনা করেন। আলোচ্য গ্রন্থখানি সর্ব সাধারণের সাম্যক আস্বাদনের জন্য প্রেমদাস বাংলা ভাষায় পয়ারে অনুবাদ করেন। সেই প্রেমদাস বিরচিত শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক গ্রন্থের পয়ার অনুবাদ গ্রন্থখানি পাঠোদ্ধার করিয়া মুদ্রণের আয়োজন করা হইয়াছে। গৌর প্রেমানুরাগী ভক্ত বৃন্দ গ্রাহক হইবার জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন।

শ্রীনিবাস আচার্য চরিত

গ্রন্থকার শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীনিবাস আচার্য্য চরিত গ্রন্থখানি কোন ভক্ত সমীপে থাকিলে গ্রন্থখানি প্রদান বা সন্ধান প্রদানে শ্রীনিবাস আচার্য্যের মহিমা প্রচারে সহায়ক হউন।

যোগাযোগ :—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর জেলা—উত্তর ২৪ পরগণা, পঃ বঃ।

ফোন—(০৩৩) ২৫৮৫-০৭৭৫

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিটিউট হইতে—

॥ শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্তৃক সম্পাদিত ॥

গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ—হালিসহর, উঃ ২৪ পরগণা ফোন ২৫৮৫-০৭৭৫

১) শ্রীচৈতন্য ডোবা মাহাত্ম্য—(মাধবেন্দ্র পুরীর জীবনী সহ) —দশ টাকা ২) জগদ শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর মাহিমামৃত —(শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর জীবনী)—পঁচিশ টাকা ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—(১০৮ জন লেখকের পরিচিতি) —দশ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্যটন—(পশ্চিমবঙ্গের রেলপথে ৭২টি ষ্টেশন চিহ্নিত করিয়া বিভিন্ন তীর্থে গমনের পথ নির্দেশ শাস্ত্রীয় প্রমান যুক্ত স্থান মাহাত্ম্য বিভিন্ন তীর্থের চিত্রপট ও বৈষ্ণব ইতিহাসের প্রভুত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ)—আশী টাকা। ৫। গৌড়ভক্তামৃত লহরী (পঞ্চ শতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরের জীবনী প্রভুত অপ্রকাশিত তথ্যের সমাবেশ।) —দশ খণ্ডের একত্রে দুইশত পঞ্চাশ টাকা। ৬। শ্রীরাধা কৃষ্ণ গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশালী (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বৃহৎ ও লঘু শ্রীরাধা কৃষ্ণ গনোদ্দেশ ও কবি কর্ণপুর, রামাই পণ্ডিত, বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ সম্বলিত)—ত্রিশ টাকা ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম—(শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পাঁচ টাকা। ৮। শ্রীনিত্যানন্দ চরিতামৃত —(শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর বিরচিত প্রভু নিত্যানন্দের জীবনী) —ত্রিশ টাকা। ৯। নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—(শ্রীল বৃন্দাবনদাস বিরচিত নিত্যানন্দ পুত্র বীরচন্দ্রের জীবনী)—কুড়ি টাকা। ১০॥ সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপন—(অদ্বৈত প্রভুর জীবনী সহ তাঁহার পুর্বাবতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ) —দশ টাকা। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয় (বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণ লীলা ভুমির শাস্ত্রীয় বিবরণ) —পনের টাকা। অভিরাম লীলামৃত (ব্রজের শ্রীদাম ব্রজদেহ নিয়ে গৌড় এসে অভিরাম নাম ধারন করেন তাঁহার জীবনী)—ত্রিশ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্ট কালীন লীলা স্মরন চারটাকা ১৪। সাধকস্মরন (অষ্টক প্রনাম সন্ধ্যারতি প্রভৃতি) দশটাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয় (বৈষ্ণব শাস্ত্রের নাম, বর্ণনীয় বিষয়, সমাপ্তি কালাদি) দশটাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি (বৈষ্ণবীয় পুজা পদ্ধতি অষ্টক প্রনাম, ভোগারতি সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন)—আশী টাকা। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব দশ টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—পাঁচ টাকা ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয় (ধনঞ্জয় গোপাল ও পানুয়া গোপালের মহিমা)—পাঁচ টাকা। ২০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণ—দশ টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী (শ্রীগৌরাঙ্গ তত্ত্ব বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ)—কুড়ি টাকা। ২২। অনুরাগবল্লী (নিবাস আচার্য মহিমা)—সাত টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য (শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গ রূপ ধারণের বৈচিত্রময় রহস্যাদি)—কুড়ি টাকা।

২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ (প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা) পঁচিশ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশী টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা—পনের টাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমা মূলক প্রাচীন পদ)—কুড়ি টাকা। ২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড (নরহরি সরকারের পদাবলী)—কুড়ি টাকা ২য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌর লীলা পদ) ষাট টাকা ৩য় খণ্ড (নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ লীলা পদ)—চল্লিশ টাকা ৪র্থ খণ্ড (ঘন শ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী)—ত্রিশ টাকা ৫ম খণ্ড (মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ—মাধব বাসুদেব ঘোষের পদাবলী)—পঁচিশ টাকা ৬খণ্ড (বলরাম দাসের পদাবলী)—পঞ্চাশ টাকা, সপ্তম খণ্ড (গোবিন্দ দাসের পদাবলী) ১ম খণ্ড—চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড (যন্ত্রস্থ)। ২৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রকাশিত গ্রন্থদ্বয় (অভিরাম পটল ও অভিরাম বন্দনা)—দশ টাকা। ৩১। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা ৩২। জগদীশ চরিত্র বিজয় (শ্রীগৌরাঙ্গে পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিতের জীবন চরিত্র) পঁচিশ টাকা। ৩৩। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—সত্তর টাকা। ৩৪। মনঃশিক্ষা—পনের টাকা। ৩৫ মহাতীর্থ চৈতন্যডোবা (ইং)—সাত টাকা। ৩৬। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়া গনের পরিচয়)—১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড ত্রিশ টাকা, ৩য় খণ্ড ত্রিশ টাকা। ৩৭। শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের সুচক কীর্ত্তন—ত্রিশ টাকা। ৩৮। রসিক মঙ্গল (প্রভু রসিকানন্দের জীবনী)—পঞ্চাশ টাকা ৩৯। চৈতন্য শতক (সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য কৃত)—সাত টাকা। ৪০। অদ্বৈত প্রকাশ (অদ্বৈত প্রভুর জীবন কাহিনী)—চল্লিশ টাকা। ৪১। বৈষ্ণব তীর্থ গ্রাম কাঁচরা পাড়া—পাঁচ টাকা। ৪২। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা। ৪৩। চৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী—আড়াই শত টাকা। ৪৪। চৈতন্য চন্দ্রামৃত (প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত)—কুড়ি টাকা। ৪৫। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৪৬। অদ্বৈত মঙ্গল—(অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক)—চল্লিশ টাকা। ৪৭। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—পঁয়ত্রিশ টাকা। ৪৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(ব্যাখ্যা সহ)—তিনশত টাকা। ৪৯। নেড়া নেড়ী সৃষ্টি রহস্য পনের টাকা। ৫০। অষ্টকালীন লীলা স্মরনে ক্রম বিন্যাস (অষ্টকালীন লীলার সময় নির্দ্ধারন)—সাত টাকা ৫১। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার রজত জয়ন্তী সংখ্যা কুড়ি টাকা। ৫২। নিত্যানন্দ পার্ষদ চরিত্র—চল্লিশ টাকা। ৫৩ অদ্বৈত পার্ষদ চরিত্র—ত্রিশ টাকা। গদাধর পার্ষদ চরিত্র—ত্রিশ টাকা। ৫৫। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য—দশ টাকা ৫৬। শ্রীপাটকুলিয়া মাহাত্ম্য—দশ টাকা। ৫৭। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবন চরিত—দশ টাকা। ৫৮। লোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৫৯। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ (জয়দেব বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস সহ একশত পঁচাত্তর জন বৈষ্ণব পদাবলী লেখকের সবিস্তার জীবন কাহিনী)—ত্রিশ টাকা। ৬০। শ্রীবংশীবদনের পদাবলী ও বংশী শিক্ষা—চল্লিশ টাকা। ৬১। শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (শ্রীলোচন দাস বিরচিত)—দেড়শত টাকা ৬২। শ্রীরূপ সনাতনের রাম কেলী লীলা—দশ টাকা। প্রভু অদ্বৈতের শান্তিপুরলীলা ও রাসোৎসব দশ টাকা। ৬৪। জয়দেব ও শ্রীগীত

গোবিন্দ—পঁচিশ টাকা। ৬৫। তারক ব্রহ্ম মহামন্ত্র নাম জপ ও কীর্ত্তন বিধান—দশ টাকা। ৬৬॥ ভক্তি রত্নাকর—শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী বিরচিত—দুই শত পঞ্চাশ টাকা।

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন।

জীবন সহ অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১। শ্রীনরহরি সরকারের পদাবলী—(শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা। ২। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী (শ্রীগৌরলীলা ৬৩৭টি পদ) ভিক্ষা—ষাট টাকা ৩। নরহরি চক্রবর্ত্তী পদাবলী— (শ্রীকৃষ্ণলীলা ৪৫৯ পদ) ভিক্ষা চল্লিশ টাকা। ৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী —(শ্রীগৌর লীলা ৬৯, শ্রীকৃষ্ণলীলা ২৬৫ পদ)—ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা। ৫। মুরারী গুপ্ত গোবিন্দ ঘোষ বাসুদেব ঘোষের পদাবলী ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা। ৬। বলরামের দাসের পদাবলী (১৮৫ পদ) ভিক্ষা পঁঞ্চাশ টাকা। ৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী— (১১ জন পদকর্ত্তার পদাবলী)। ভিক্ষা—কুড়ি টাকা ৮। শ্রীলোচন দাসের ধামালী ও পদাবলী —(১৬৮ পদ) ভিক্ষা—কুড়ি টাকা।

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউটের গবেষণা প্রসূত পত্রিকাদ্বয়।

॥ শ্রীপাদঈশ্বরপুরী ॥

বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ স্থান জুড়ে রয়েছে বৈষ্ণব সাহিত্য। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা লীলা কাহিনী অবলম্বনে রচিত হয়েছে প্রভুত গ্রন্থরাজী। যাহা বৈষ্ণব ইতিহাস, সাহিত্য ও দার্শনিক চিন্তাধারার পরিপূরক। ঐ সকল গ্রন্থাবলী অধুনা দুঃপ্রাপ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাই যে সকল অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য গ্রন্থাবলী জনসমক্ষে প্রতিপ্রাত করিবার জন্য এই 'শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী' নামক নামক পত্রিকা প্রকাশের প্রয়াস। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা প্রদানে এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক গ্রাহক হউন। সম্ভব হলে এককালীন দুইশত টাকা পাঠিয়ে পত্রিকার আজীবন সদস্য হউন।

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ

পদাবলী সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের এক গৌরব পূর্ণ অধ্যায়। আর এই সকল পদাবলী সাহিত্য গৌরাঙ্গ পার্ষদ বর্গের অমর অবদান। শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধুর্য্যকে সুললিতয়কবিত্বের ভাষায় মূল্যায়ন করে যে সকল পদাবলী রচিত হইয়াছিল; তাহার রসাস্বাদন শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস

মাধুর্য্যাস্বাদি ভক্তবৃন্দের পরম ও চরম উপদেয় বস্তু। সেইসকল দুঃস্প্রাপ্য পদগুলি প্রাচীন পদাবলী সংকলন গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া দুই শতাধিক পদকর্ত্তার জীবনী সহ তাহাদের রচিত শ্রীগৌরাঙ্গ ও কৃষ্ণলীলা বিষয়ক পদাবলী আলাদাভাবে সন্নিবেশিত করিয়া ধারাহিক ভাবে প্রকাশের সুচনা ঘটিয়াছে। ইহার বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা। সুধী পাঠকবৃন্দ গ্রাহক হইয়া এই প্রচেষ্টার সুযোগ্য মূল্যায়ণের সহায়ক হউন।

বৈষ্ণব-সাহিত্য গবেষণার অভিনব প্রকাশ।

। শ্রীশ্রীগৌরভক্তামৃত লহরী ।

(পঞ্চশতাধিক শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদের জীবনী সম্বলিত)

১। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী শ্রীমন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক, তৎপরবর্ত্তী শ্রীনিবাস-নরোত্তম-শ্যামানন্দ প্রভু, তৎপরবর্ত্তী বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী নরহরিদাস, প্রেমদাস তৎপরবর্ত্তী, গোবর্দ্ধনের শ্রীকৃষ্ণদাস সিদ্ধবাবাদির সম-কালীন পর্যন্ত গৌরাঙ্গ পার্ষদ গণের জীবন কাহিনীই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

২। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তাঁহার পার্ষদগনের সমসাময়িক লেখকগনের লিখিত প্রায় ৫০ টি প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করিয়া পঞ্চ শতাধিক ক্ষুদ্র-বৃহৎ চরিত্র সুললিত পয়ারছন্দে সম্পাদিত করা হইয়াছে।

৩। ইহাতে শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগনের জন্মভুমি, পূর্বাবতার, পিতামাতা, বংশ পরিচয়, জন্মকাল লীলা কাহিনী চারিত্রিক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্দ্ধান কালাদী শাস্ত্রীয় প্রমান উল্লেখপূর্বক যথাসাধ্য বিচারের মাধ্যমে উল্লেখ করা হইয়াছে।

৪। কবি কর্ণপুর, রামাই পণ্ডিত, বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ লিখিত গৌরগনোদ্দেশ-দীপিকা গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করে গৌর অবতারের এক বিশেষ গুরুত্বের প্রকাশ পাইয়াছে। ব্রজ পরিবার, সমস্ত দেবতা, মুনি ঋষি আদি সমস্ত অবতার ভক্ত এই অবতারে নররূপ ধারন করেছে। তাহাদের পুর্বভাবানুরূপ কর্ম পদ্ধতির সঙ্গে এই অবতারের তদনুরূপ ভাবের অভিব্যাক্তির প্রকাশ পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

৫। গৌরাঙ্গ পার্ষদগণের চরিত্র বর্ণনে গুরু পরম্পরার ভাগ দেখাইয়া গৌড়ীর বৈষ্ণব ধর্মের সাংস্কৃতিক রূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। এক নামে বহু পার্ষদ থাকায় তাহাদের পরিচিতির পক্ষে ও যথেষ্ট সহায়ক হবে।

৬। ইহাতে বৈষ্ণব ইতিহাস ও দর্শনাদির বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। পার্ষদগনের তত্ত্ব বিচার ও কার্য্যক্রমের মধ্য দিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের এক বিশেষ রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এতৎ সঙ্গে বহু বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ধৃতি থাকায় বৈষ্ণব সাহিত্য গবেষকগনের এক নূতন দিক্ দর্শন হবে ও তাঁদের দৃষ্টিপাতে বৈষ্ণব সাহিত্যে এক অভিনব রূপ ধারন করবে।

৭। ইহার দ্বারা বৈষ্ণব ইতিহাসের বহু অপ্রকাশিত তথ্য ও অজ্ঞাত পরিচয় পার্ষদগনের চরিত্র প্রকাশ পাবে। এই গ্রন্থ সম্পাদনে বহু অপ্রকাশিত ও দুঃস্প্রাপ্য বৈষ্ণব সাহিত্য উদ্ধৃতি গ্রহন করা হইয়াছে।

যোগাযোগ—শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা ॥ পোঃ—হালিসহর, ২৪ পরগণা (উঃ) ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর শ্রীপাট ও কুমারহট্ট বাসাঙ্গন

কুমারহট্ট শ্রীবাস ভবনে গৌরাঙ্গের আগমন লীলা

পথ নির্দেশ ঃ-

শিয়ালদহ / রানাঘাট রেলপথে নৈহাটী অথবা কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশন নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিশহর "শ্রীচৈতন্য ডোবা" স্টপেজ নামিলেই শ্রীমন্দির।

বাসে শিয়ালদহ / শ্যামবাজার / বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়।